মনুসংহিতা

ভূমিকা অনুবাদ টীকা

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মনুসংহিতা

(মূল, বঙ্গানুবাদ, বিস্তৃত অবতরণিকা,
শব্দকোষ, গ্রন্থপঞ্জী ও শ্লোকপঞ্জী সম্বলিত)

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

‘মনুর্বৈ যৎ কিংচাহ তদ্ ভেষজম্’।
‘মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন
প্রশস্যতে’।

“I know of no book in which so many delicate and kindly things are said of woman as in the Law book of Manu....”

Nietzsche

এই লেখকের অন্যান্য বই

রাজযোগ ও হঠযোগ

ভূমিকা

'মনুস্মৃতি' বা 'মনুসংহিতা' ভারতের প্রাচীনতম এবং সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্র। পরবর্তী সর্ব সম্প্রদায়ের স্মৃতিনিবন্ধসমূহে পদে পদে এই গ্রন্থের প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে মনুর অনুশাসনে ভারতীয় হিন্দুসমাজ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই গ্রন্থের পঠন পাঠন ব্যাপক। বিস্ময়কর এই যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাভা প্রভৃতি দেশে মনুর প্রভাব স্পষ্ট। শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশের আইনকানুনেও মনুর প্রভাব লক্ষিত হয়েছে। এর টীকাটিপ্পনী পড়ে বিধিনিষেধগুলির তাৎপর্য অনুধাবন পাঠকসাধারণের পক্ষে দুরূহ। যাঁরা সংস্কৃত ভাল জানেন না বা একেবারেই বোঝেন না, তাঁদের মধ্যে অনেকেই মনুর তথা ভারতের মর্মবাণী সম্বন্ধে কৌতুহলী ও জিজ্ঞাসু।

জিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রেরই প্রতি লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থের পরিকল্পনা করা হয়েছে। শ্লোকের অনুবাদ যথাসম্ভব মূলানুগ ও প্রাঞ্জল করা হয়েছে। স্থানে স্থানে মেধাতিথি ও কুল্লূকভট্টের টীকা অবলম্বনে পাদটীকা দেওয়া হয়েছে। অনুবাদ সাধারণত কুল্লূকভট্টের টীকা অবলম্বনে করা হয়েছে। অনুবাদে কোন সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করা হয়নি।

অবতরণিকায় 'মনুসংহিতা'র কাল, এতে নারী ও শূদ্রের স্থান প্রভৃতি যাবতীয় তথ্য আলোচিত হয়েছে। তা ছাড়া, এই গ্রন্থে ভৌগোলিক তথ্য, গাছপালা, পশুপাখী সম্বন্ধে তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে।

গ্রন্থশেষে এক শব্দকোষে পারিভাষিক শব্দাবলীর ও দুরূহ পদসমূহের সূত্রনির্দেশপূর্বক অর্থ লিখিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট শব্দগুলির মধ্যে যেগুলি 'মহাভারত'-এ আছে, ঐগুলির স্থাননির্দেশও আছে। পরিশেষে শ্লোকপাদসূচী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জীতে 'মনুসংহিতা'র প্রধান প্রধান সংস্করণ ও অনুবাদ এবং এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পরিচয় লিখিত হল।

সাধারণ পাঠক, গবেষক ও প্রাচীন ভারতের নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে উৎসাহী ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থপাঠে কিঞ্চিৎ উপকৃত হলেও লেখকের শ্রম সার্থক হবে।

আনন্দ পাবলিশার্স এই গ্রন্থের প্রকাশনভার গ্রহণ করে গ্রন্থকারের ও ভারতীয় ঐতিহ্যে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিবর্গের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

মহালয়া
১৪০৫ বঙ্গাব্দ

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৭৭এ, গল্‌ফ্‌ ক্লাব্‌ রোড্‌,
কলিকাতা-৩৩

সূচিপত্র

বিষয়ানুক্রমণী

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

মনুস্মৃতিস্থ বিষয়ানুক্রমণী সমাপ্ত

অবতরণিকা

স্মৃতিশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং মনুস্মৃতির গুরুত্ব

স্মৃ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন স্মৃতি শব্দের অর্থ যাকে স্মরণ করা হয়। বেদবোধক শ্রুতি থেকে স্মৃতির প্রভেদ এই যে, শ্রুতি ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী ; এই অলিখিত বাণীকে আদিতে পরম্পরাক্রমে শুনে শুনে জানতে হত। ঋষি ছিলেন বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা ; স্রষ্টা বা রচয়িতা নন।

বেদের পরে সৃষ্ট হল ছয় বেদাঙ্গ। কল্পনামক বেদাঙ্গের অন্তর্গত শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও শুল্বসূত্র। ধর্মসূত্রের আলোচ্য ছিল সাময়াচারিক ধর্ম। সময় অর্থাৎ পৌরুষেয়ী ব্যবস্থা, যা মানুষ করেছে। আচার বলতে বোঝায় সজ্জনদের আচরণ। ধর্মসূত্রগুলি সংখ্যায় বহু, যেমন গৌতম, বৌধায়ন, আপস্তম্ব, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু, বৈখানস প্রভৃতি নামের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ধর্মসূত্রগ্রন্থ। এগুলি ছাড়াও বহু লেখকের নামাংকিত ধর্মসূত্র স্মৃতিনিবন্ধ ও টীকাসমূহে বিক্ষিপ্তভাবে আছে। কতক ধর্মসূত্র খৃষ্টের জন্মের বহু শত বৎসর পূর্বে রচিত হয়েছিল। ধর্মসূত্রগুলিতে আচার, প্রায়শ্চিত্ত, ব্যবহার (আইন কানুন) ও রাজধর্ম লিপিবদ্ধ আছে।

কালক্রমে সমাজ বৃহত্তর হল, সামাজিক রীতিনীতি জটিল আকার ধারণ করল। প্রয়োজন হল বৃহত্তর গ্রন্থের। ফলে লিখিত হল শ্লোকাকার স্মৃতিগ্রন্থসমূহ। ধর্মশাস্ত্রকারগণের নামোল্লেখ করেছেন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে (আঃ খৃষ্টীয় ১ম-২য় শতক)। এঁরা হলেন মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনস্, অঙ্গিরস্, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শংখ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ (১/৪, ৫)। বস্তুতঃ, এই কুড়ি জন ছাড়াও দেবল, পৈঠীনসি, সুমন্তু প্রভৃতি বহু ধর্মশাস্ত্রকারের নাম পাওয়া যায়।

কালক্রমে স্মৃতিগ্রন্থগুলির ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভূত হল। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির অনেক টীকা রচিত হল। কোন কোন টীকা এত বিস্তৃত যে, ঐগুলিকে এক একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থও বলা যায়।

স্মৃতিশাস্ত্রে কখনও কখনও শাস্ত্রকারদের মধ্যে মতভেদ দেখা গেল। এইসব বিরুদ্ধ মতের সমাধান কল্পে এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রীতিনীতির তারতম্য লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ও ব্যাখ্যাকারগণের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যাখ্যা পদ্ধতি হেতু ক্রমে স্মৃতিনিবন্ধ রচিত হল। প্রধানতঃ গৌড় বা বঙ্গ, আসাম, মিথিলা, বারাণসী ও দাক্ষিণাত্য এই কয়টি অঞ্চলে স্বতন্ত্র নিবন্ধ রচিত হয়েছিল।

ধর্মশাস্ত্রকারগণের উক্ত তালিকায় মনুর নাম সর্বপ্রথম। এর থেকে বোঝা যায়, মনুস্মৃতি প্রধান বলে গণ্য হত। মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে, বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্, মনুর্বৈ যৎ কিংচাই তদ্ভেষজম্ ইত্যাদি উক্তি মনুর সর্বাধিক প্রামাণিকত্ব সূচিত করে।

মনুস্মৃতির রচনার ইতিহাস ও কাল

বর্তমান মনুস্মৃতি প্রথম থেকেই এরূপ ছিল না। ১/৫৮ শ্লোকে আছে যে, ব্রহ্মা এই শাস্ত্র প্রস্তুত করে মনুকে শিখিয়েছিলেন। মনু, মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে শিখিয়েছিলেন। ১/৫৯ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ভৃগু এই শাস্ত্র

মুনিগণকে শোনাবেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, অন্ততঃ তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে এই গ্রন্থ বর্তমান আকার ধারণ করেছে। এই গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। পণ্ডিতপ্রবর কানে নানা যুক্তি প্রমাণ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এর বিবর্তন হয়েছে আনুমানিক ২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কালে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মহাভারতে ও মনুস্মৃতিতে অনেক শ্লোক হুবহু এক প্রকার বা সামানা পরিবর্তনসহ দেখা যায়। এর থেকে অবশ্য এই দুই গ্রহের কালানুক্রমিক সম্বন্ধ নিধারণ করা যায় না কারণ, বর্তমান মহাভারত এর আদিম রূপ নয়, বহু যুগের বিবর্তনের ফল। তা ছাড়া, দুই গ্রন্থকারের মধ্যে কে ঋণী তা বলা যায় না।

মনুস্মৃতির টীকা

মনুস্মৃতির বহু টীকা আছে। মেধাতিথি (আঃ ৮২৫-৯০০ খৃষ্টাব্দ), গোবিন্দরাজ (আঃ ১০০০-১১১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে) ও কুল্লূকভট্টের (আঃ ১১৫০-১৩০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন কালে) টীকা প্রসিদ্ধ। মেধাতিথি প্রাচীনতম টীকাকার। তাঁর ভাষ্য অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বিস্তৃত। মন্বর্থমুক্তাবলী নামক কুল্লূকের টাকার বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাঞ্জল। ইনি ছিলেন কাশীবাসী বাঙ্গালী। টীকার প্রারম্ভে আত্মপরিচয়ে তিনি নিজেকে গৌড়বাসী এবং বরেন্দ্র বলে বিশেষিত করেছেন। উক্ত টীকারকারগণ ছাড়াও নারায়ণ, রাঘবভট্ট, নন্দন ও রামচন্দ্র 'মনুস্মৃতি'র টীকা রচনা করেছিলেন।

মনুস্মৃতির প্রভাব

অদ্যাপি মনুব নাম শ্রদ্ধাসহকারে উচ্চারিত হয়। তাঁর স্মৃতির দোহ্যই পণ্ডিত সমাজে পদে পদেই দেওয়া হয়। স্মৃতিনিবন্ধগুলিতে কোন কোন ক্ষেত্রে মনুর বচনের বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্ত্বে এবং বিবাহসংক্রান্ত অপর কতক নিবন্ধে মনুর অসপিণ্ডা চ যা মাতুঃ প্রভৃতি বচনের ব্যাখ্যা বেশ কিছু অংশ জুড়ে রয়েছে।

মনুর প্রভাব ভারতের চতুঃসীমাতেই আবদ্ধ নয়। ব্রহ্মদেশে, সিংহলে, পারস্যে, চীনদেশে, জাপানে এবং সুদূর প্রাচ্যের কতক দেশে তাঁর প্রভাব আজও গভীর ও ব্যাপক। ব্রহ্মদেশের কতক আইনের গ্রন্থে মনুর ঋণ স্পষ্টই স্বীকৃত হয়েছে। সিংহলের 'চুলবংশ' নামক গ্রহে মনুর রাজধর্মের উল্লেখ বারংবার করা হয়েছে। চীনদেশে প্রাপ্ত একটি পুঁথিতে মনুর আইন কানুনের উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে। জাপানে উপনিবেশ স্থাপনকারী কিছু আর্য সেই দেশে মনুর ধর্মশাস্ত্র প্রবর্তিত করেছিলেন বলে মনে হয়। পারস্যের দেবগোষ্ঠীর মধ্যে আছেন বৈবস্বত মনু। এই দেশবাসীর জীবনে মনুর যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। জানা যায় যে, রাজ দরায়ুসের (খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক) সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য মনুস্মৃতির অনুসরণে আইন তৈরি হয়েছিল।

মনুস্মৃতির সাহিত্যিক মূল্য

এই গ্রন্থের ভাষা সরল। স্থানে স্থানে উপমাদি প্রয়োগের ফলে শ্লোকগুলি সরস হয়ে উঠেছে। রাজধর্ম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যেমন জোঁক, বাছুর ও মৌমাছি একটু একটু করে রক্ত, দুধ ও মধুপান করে, তেমন

রাজাও অল্প অল্প করে কর আদায় করবেন। এই সব শ্লোক থেকে লেখকের পর্যবেক্ষণ শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

মনুস্মৃতিতে দার্শনিক তত্ত্ব ও বিজ্ঞান

সৃষ্টিতত্ত্বে সৃষ্টিক্রম বর্ণন প্রসঙ্গে গ্রন্থকার দার্শনিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

সৃষ্টিপ্রসঙ্গে তিনি জীবজগতের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান স্পষ্ট। উদ্ভিদ্ জগৎ সম্বন্ধেও তাঁর বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনা দেখা যায়।

উদ্ভিদের যে প্রাণ আছে, আধুনিক বিজ্ঞানে স্বীকৃত এই সত্যটি, বোধ হয়, বেদোত্তর যুগে সর্বপ্রথম মনুস্মৃতিতেই ঘোষিত হয়।

মনুস্মৃতিতে রাজনীতি

রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে এই গ্রন্থে উন্নতধরণের ভাবধারা লক্ষিত হয়। সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারটি উপায় রাজাকে অবলম্বন করতে হবে। সাম অর্থাৎ পারস্পরিক আলোচনা দ্বারা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন রাজার সঙ্গে ভাব করা, দান শব্দে বোঝায় কিছু দান করে বিরোধী রাজাকে অনুকূল করা, ভেদ শব্দে বোঝায় ঐরূপ রাজা ও তাঁর প্রজার মধ্যে বা মন্ত্রী প্রভৃতির মধ্যে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করা। দণ্ড অর্থাৎ শাস্তি বা সামরিক শক্তির প্রয়োগ। মনুর স্পষ্ট নির্দেশ এই যে, প্রথম তিন প্রকারে কার্যসিদ্ধি হলে দন্ড অবশ্যই বর্জনীয়।

সন্ধি, বিগ্রহ (যুদ্ধ), যান (অভিযান), আসন (স্থির হয়ে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করা), দ্বৈধীভাব (বাইরে বন্ধুত্ব দেখান, অন্তরে শত্রুতাপোষণ অথবা সেনাদলকে দুইভাগে বিভক্ত করে এক ভাগ নিয়ে দুর্গে অবস্থান, অপর ভাগকে যুদ্ধে প্রেরণ), সংশ্রয় (নিজে দুর্বল হলে বলবত্তর রাজার আশ্রয়)—এই ছয়টি গুণ বিহিত হয়েছে। অবস্থা বিবেচনায় এইগুলি প্রয়োগ করতে হবে।

করাদান পদ্ধতি চমৎকার। বিভিন্ন দ্রব্যের উপরে ভিন্ন ভিন্ন হার নির্ধারিত হয়েছে ; যেমন, ধানের ষষ্ঠ ভাগ, সোনার পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ ইত্যাদি। করবিষয়ে অতিরিক্ত উদার হলে রাজার নিজের ক্ষতি হয়, আবার লোভবশতঃ অতিরিক্ত করাদায় করলে প্রজার উৎপীড়ন হয়। তাই ক্রয়মূল্য, বিক্রয়মূল্য, পাথেয়, খোরাকখৰচ প্রভৃতি বিচার করে ন্যায্য কর আদেয়। যারা খেটে-খাওয়া মানুষ, তারা স্বভাবতঃ কবদানে অসমর্থ ; তারা বিনা মজুরীতে মাসে একদিন করে রাজার কাজ করে দিবে।

শাস্তিবিধান সম্বন্ধে মনুর ব্যবস্থা অতি স্পষ্ট। উপযুক্ত দণ্ডাভাবে দুষ্কৃতকারীর অপরাধপ্রবণতা বেড়ে যায় এবং মাৎস্যন্যায়ের উদ্ভব হয়।

সেকালে দল ছিল না, সুতরাং দলের লোকের মন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারও ছিল না। বিশিষ্ট গুণের অধিকারী লোকই মন্ত্রী হতেন। এই গুণগুলির মধ্যে প্রধান শাস্ত্রজ্ঞান, বীরত্ব, সদ্বংশে জন্ম ইত্যাদি। মন্ত্রীর সংখ্যা সাধারণতঃ সাত কি আট। রাজা তাঁদের সঙ্গে পৃথক্‌ভাবে ও মিলিতভাবে পরামর্শ করবেন। মন্ত্রগুপ্তির উপরে খুব গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

দূতের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। দূতকে হতে হবে রাজভক্ত, শুচি, দক্ষ, স্মৃতিমান, দেশকালজ্ঞ, দর্শনধারী, নির্ভীক ও বাগ্মী। দূতের উপরে যুদ্ধ ও সন্ধি নির্ভর করে।

রাজার দুর্গ ছয়প্রকার—ধন্বন্দুর্গ (চারদিক মরুভূমিবেষ্টিত), মহীদুর্গ (পাথর বা ইটের তৈরি), অব্দুর্গ (জলবেষ্টিত), বার্ক্ষ (চারদিকে বনবেষ্টিত), নৃদুর্গ (হস্তি-অশ্ব রথ যুক্ত সেনাপরিবৃত) ও গিরিদুর্গ, (পর্বতোপরি স্থিত) ; এইগুলির মধ্যে গিরিদুর্গ প্রশস্ত।

সামরিক নিয়মে মানবিকতা লক্ষণীয়। গুপ্ত অস্ত্র, কণাকৃতি, বিষাক্ত, অগ্নিদীপ্ত ফলকযুক্ত বাণ প্রভৃতি শত্রুর প্রতি প্রয়োগ করা নিষেধ। রথে থেকে রথহীন ব্যক্তি, নিদ্রিত, স্বচহীন, নিরস্ত্র, অপরের সঙ্গে যুদ্ধরত, আত্মসমর্পণকারী প্রভৃতি ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত নয়। রণক্ষেত্রে সৈন্য সাজানকে বলা হয় ব্যূহ! মনু দণ্ড, শকট, বরাহ, মকর, সূচী ও গরুড় এই ছয়টি ব্যূহ নির্দেশ করেছেন। পরিস্থিতি বিবেচনায় বিশেষ ব্যূহ অবলম্বনীয়।

গ্রাম-পরিচালনা পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। গ্রামগুলিকে এক, দশ, বিশ, শ, হাজার এই ভাবে বিভিন্ন বর্গে ভাগ করতে হবে। প্রতি বর্গের একজন পরিচালক থাকবে। এদের মধ্যে পর পর বর্গের অধিপতি অধিকতর ক্ষমতাশীল। গ্রামে কোন দোষ হলে এক গ্রামপতি দশ গ্রামের অধিপতিকে জানাবেন, দশেশ বিংশতীশকে জানাবেন ইত্যাদি। গ্রামবাসী কর্তৃক প্রত্যহ অন্ন, ইন্ধন প্রভৃতি যা কিছু রাজাকে দেয়, তা গ্রামপতি ভোগ করবেন। দশ গ্রামাধিপতি প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট জমির ব্যবস্থা আছে।

আন্তঃরাষ্ট্র সম্বন্ধ এইরূপ। কোন রাজা প্রতিবেশী রাজাকে শত্রু, তৎপরবর্তী রাজাকে মিত্র, তৎপর। অরি-মিত্র, তৎপর মিত্রমত্র বলে মনে করবেন।

মনুস্মৃতিতে নারীর স্থান

এই গ্রন্থে নারীর স্থান আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত রকমের মনে হয়। এক স্থানে (৩/৫৬) বলা হয়েছে—যেখানে নারীরা পূজিত হন, সেখানে দেবগণ তুষ্ট হন ; যেখানে তাঁরা পুজিত হন না, সেখানে সব কর্ম নিস্ফল হয়। পরের শ্লোকে আছে যে, যে বংশে কুলস্ত্রী দুঃখ করেন, সেই বংশ বিনষ্ট হয়। একটি শ্লোকে (৩/৫৯) বলা হয়েছে যে, উৎসবাদিতে স্ত্রীলোককে অলংকার, বস্ত্র ও ভোজ্য দিয়ে সম্মান করতে হবে। ২/১৪৫ শ্লোকে আছে যে, গৌরবে মাতা সহস্র পিতারও অধিক।

আবার মনুই স্ত্রীলোককে স্বাধীনতা দিতে নারাজ। তিনি বলেছেন (৯/৩) যে, তাঁকে কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করে ; তাঁর স্বাতন্ত্র্য সঙ্গত নয়। ২/৬৬তে বলা হয়েছে যে, স্ত্রীলোকের পতিসেবা ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গুরুগৃহে বাসের তুল্য। ৫/১৫৫ শ্লোকে বিধান এই যে, স্ত্রীলোকের পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত বা উপবাস নেই ; পতির শুশ্রূষাতেই তাঁর স্বর্গলাভ হবে।

অতএব দেখা যায়, একদিকে নারী অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র, অপরদিকে তাঁর স্বাধীনতা বলে কিছু নেই ; পতিই তাঁর সব, নিজের যেন কোন পৃথক্ সত্তাই নেই।

আইনের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের সাক্ষী হওয়ার বা স্বাধীনভাবে ঋণ করার অধিকার ছিল না। স্ত্রীলোকের সাক্ষী অবশ্য স্ত্রীলোক হতে পারতেন (৮/৬৮)।

কিন্তু, স্ত্রীধনের উপর তাঁর অবাধ অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। বিবাহে প্রাপ্ত উপহার, বিবাহের পরে পিত্রালয় থেকে শ্বশুরালয়ে গমন কালে প্রাপ্ত, পতি বা অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ প্রদত্ত দ্রব্য প্রভৃতি স্ত্রীধন বলে গণ্য হত। কিন্তু, স্ত্রীধন ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ধনে স্ত্রীর অধিকার স্বীকৃত হয়নি (ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ—৮/৪১৬)।

সতীদাহ, সহমরণ বা অনুমরণ মনুর অভিপ্রেত কিনা, এই বিষয়ে বর্তমানে অনেকে জিজ্ঞাসু। ৫/১৫৭ শ্লোকে মনু নির্দেশ দিয়েছেন যে, বিধবা পবিত্র ফলমূল আহার করে অর্থাৎ স্বল্পাহারে দেহক্ষয় করবেন। ৫/১৬০ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, বিধবা সাধ্বী নারী ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে জীবন যাপন করলে স্বর্গলাভ করবেন। সুতরাং দেখা যায়, সহমরণ বা অনুমরণ তিনি অনুমোদন করেন নি। প্রথমোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় মেধাতিথি (আঃ ৯ম শতক) সতীদাহের তীব্র নিন্দা করে বলেছেন যে, এই কাজ আত্মহত্যার ন্যায় গর্হিত এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ। তিনি একে স্পষ্টভাষায় অশাস্ত্রীয় বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, সহমরণ 'নির্ধারিত আয়ুষ্কালের পূর্বে কারও মৃত্যুবরণ সমীচীন নয়' এই বেদবিধির বিরোধী।

মনুস্মৃতি ও মহাভারত

এই দুই গ্রন্থের কতক শ্লোক হুবহু, কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সহ, একরকম। মনুর গ্রন্থ আদিম রূপে আমাদের কাছে পৌঁছেনি। বর্তমান 'মহাভারত' শত শত বৎসরের বিবর্তনের ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। সুতরাং, কে কার কার ঋণী, তা বলা অসম্ভব। কতক শ্লোক হয়ত লোকমুখে প্রচলিত শ্লোকভাণ্ডার থেকে উভয় গ্রন্থেই গৃহীত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই দুই গ্রন্থে এমন কিছু শ্লোক আছে, যেগুলিতে শব্দগত সাদৃশ্য না। থাকলেও ভাবগত সাদৃশ্য বিদ্যমান; অথবা, শব্দসাম্য অপেক্ষা ভাবসাম্য স্পষ্টতর।

মনুসংহিতায় শূদ্র এবং তথাকথিত অন্যান্য নীচ জাতি

মনু 'শূদ্র' শব্দটি সামান্য বা সাধারণ এবং বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করেছেন। শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন শূদ্র দ্বিতীয় প্রকারের। প্রথম প্রকারের শূদ্র ছিল নানাবিধ। উচ্চবর্ণের কোন ব্যক্তি 'ক্রিয়ালোপাৎ' অর্থাৎ স্বধর্মচ্যুত হলে শূদ্রতুল্য বিবেচিত হতেন (১০/৪৩); যথা পৌণ্ড্রক, যবন, শক ইত্যাদি (১০/৪৪)। দ্বিজ হীনজাতীয় নারীকে বিবাহ করে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হতেন (৩/১৫)। যে দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করে শূদ্রের কার্যে প্রবৃত্ত হন, তিনিও শূদ্র বলে গণ্য (২/১৬৮)। সংকরবর্ণের লোক এবং অস্পৃশ্য ব্যক্তিগণও সাধারণভাবে শূদ্র বলে অভিহিত হত।

মনু বলেছেন (১০/১২৯) যে, শূদ্র বহু অর্থ সঞ্চয় করতে পারবে না ; কারণ, তার প্রভূত সম্পদ্ থাকলে সে গর্বভরে ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করতে পারে। ৫/৯২ শ্লোকে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, যে পথ দিয়ে উচ্চবর্ণের লোকেরা যাতায়াত করেন, সেই পথে শূদ্রের মৃতদেহ বহন করা চলবে না। ৪/৬১ শ্লোকে মনু বিধান দিয়েছেন যে, ব্রাহ্মণেরা শূদ্ররাজার রাজ্যে বাস করবেন না।

আইন কানুনের ক্ষেত্রেও শূদ্রের সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা রয়েছে। ইচ্ছুক বা অনিচ্ছুক ব্রাহ্মণ নারীর সঙ্গে অবৈধ যৌন সংযোগের অপরাধে শূদ্রের মৃত্যুদণ্ড বিহিত হয়েছে (৮/৩৬৬)। শূদ্রনারীর সঙ্গে অনুরূপ

সংযোগের অপরাধে ব্রাহ্মণের পক্ষে মাত্র কিছু জরিমানার বিধান আছে (৮/৩৮৫)। ব্রাহ্মণের পরিবাদ বা নিন্দা করলে শূদ্রের জিহ্বাছেদন বিধেয় (৮/২৭০)। কিন্তু, শূদ্রের প্রতি অনুরূপ অপরাধে ব্রাহ্মণ যৎসামান্য জরিমানা দিয়েই অব্যাহতি পাবেন (৮/২৬৮)। ব্রাহ্মণের অপবাদ করলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দণ্ড হবে যথাক্রমে ১০০ এবং ১৫০ মুদ্রা (৮/২৬৭)। ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্রহত্যা উপপাতক মাত্র, অর্থাৎ সামান্য পাপ (১১/৬৬); এইরূপ হত্যা গোধা, পেচক, নকুল, ভেক, বিড়াল, কুকুর বা কাকবধের তুল্য (১১/১৩১)। কিন্তু ব্রহ্মহত্যার অপরাধে শূদ্রের মৃত্যুদণ্ড ছাড়া নিষ্কৃতি নেই। বিচারালয়ে শপথ (oath) নেওয়ার সময় শূদ্রকে বলতে হবে যে, সত্য কথা না বললে সে সব রকম পাপের ভাগী হবে; কিন্তু উচ্চবর্ণের কাউকে এমন কথা বলতে হয় না (৮/১১৩)। শপথের অঙ্গ হিসাবে শূদ্রকে সন্তান এবং স্ত্রীর মাথায় হাত দিয়ে বলতে হত, সে মিথ্যা বলবে না (৮/১১৪)। আর একটি ভয়াবহ পদ্ধতি ছিল এই যে, এরূপ অবস্থায় শূদ্রকে দিব্যের আশ্রয় নিতে হত। এতে তাকে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়ে হাঁটতে হত অথবা তাকে জলে ডুবিয়ে রাখা হত। অদগ্ধ অবস্থায় বা জলমগ্ন না হয়ে ফিরে এলে তার কথা সত্য বলে বিবেচিত হত।

পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ে মনুর বিধান এই যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের শূদ্রাপুত্রের কোন দাবি নেই। যদি পিতা কিছু দেন, তাহলে সেটুকুই তার একমাত্র সম্বল (৯/১৫৫)।

দাসীর বা দাসীর সম্পর্কিত কোন নারীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জাত পুত্র পিতার অন্যান্য পুত্রের সঙ্গে সমান অংশীদার হবে (৯/১৭৯)। নানা বর্ণের লোক বিচারপ্রার্থী হলে ব্রাহ্মণাদি ক্রমে বিচার করা হবে ; অর্থাৎ শূদ্রের পালা আসবে সকলের পরে (৮/২৪)।

অপরাধী শূদ্রের শাস্তি অতি কঠোর। দ্বিজকে প্রহার করলে তার হাত কেটে ফেলা হবে ; পদাঘাত করলে পা কাটা হবে (৮/২৮০)। ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাসনে বসলে তার কটিদেশে তপ্তলৌহ দ্বারা চিহ্ন এঁকে তাকে নির্বাসিত করা হবে। অথবা, তার নিতম্ব এমনভাবে ছেদন করা হবে যাতে তার মৃত্যু হয় (৮/২৮১)। ব্রাহ্মণের গায়ে থুথু দিলে তার ওষ্ঠছেদন হবে। মূত্রপুরীষ নিক্ষেপ করলে যথাক্রমে তার লিঙ্গ ও গুদ ছেদন করা হবে (৮/২৮২)। ব্রাহ্মণের কেশ, পাদ, শ্মশ্রু, গ্রীবা ও অণ্ডকোষ আকর্ষণের অপরাধে শূদ্রের হস্তদ্বয় ছেদনীয় (৮/২৮৩)। ৮/৩৭৪-এ বিধান এই যে, দ্বিজের অরক্ষিত স্ত্রীগমনে শূদ্রের লিঙ্গ ছেদন করা হবে এবং তার সব কেড়ে নেওয়া হবে ; রক্ষিত স্ত্রীগমনে তাকে সর্বস্ব বঞ্চিত করে হত্যা করা হবে।

দ্বিজের ন্যায় উপবীত বা অন্যান্য চিহ্ন ধারণ করলে শূদ্রের মৃত্যুদণ্ড বিধেয় (৯/২২৪)।

৮/৬২ শ্লোকের বিধান এই যে, বাদীর ইচ্ছাক্রমে শূদ্র সাক্ষী হতে পারে। ৮/৬৮তে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, শূদ্রের সাক্ষী শূদ্র হবে এবং অন্ত্য অর্থাৎ চণ্ডালাদির সাক্ষী অন্ত্যই হবে। কিন্তু, গৃহাভ্যন্তরে কোন বিবাদ সংক্রান্ত ব্যাপারে দাস যে কারুরই সাক্ষী হতে পারে (৮/৭০)।

কোন প্রকার সংস্কারে শুদ্রকে অধিকার দেওয়া হয়নি (১০/১২৬)। বর্ণত্রয়ের সেবাই শূদ্রের একমাত্র বৃত্তি। প্রভুপরিত্যক্ত বস্ত্র, ছত্র, পাদুকা, তোষক প্রভৃতি শূদ্র ব্যবহার করবে। প্রভুর উচ্ছিষ্ট তার ভক্ষ্য। দাসবৃত্তি থেকে শূদ্রের কোন প্রকার মুক্তি নেই [১]; দ্রষ্টব্য মনু ১০/১২৪, ১২৫; ৬/৯৭ এবং মেধাতিথির ভাষ্য। যজ্ঞে প্রদত্ত দ্রব্য ব্রাহ্মণ কখনও শুদ্রকে দিবেন না (৪/৮০)।

মৃতাশৌচকাল শূদ্রের পক্ষে দীর্ঘতম অথৎ এক মাস (৫/৮৩); ব্রাহ্মণের দশ দিন, ক্ষত্রিয়ের বার এবং বৈশ্যের পনেরো দিন।

মনু (৮/৪১৩ শ্লোক থেকে) নিম্নলিখিত সাত প্রকার দাসের উল্লেখ করেছেন; এরা শুদ্র ছিল[২]। ক্রীতই হোক, অক্রীতই হোক, ব্রাহ্মণের দাসত্বের জন্যই শূদ্র সৃষ্ট হয়েছিল[৩]। সেবাই তার তপস্যা[৪]।

(১) যুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তির নিকট থেকে ধৃত (ধ্বজাহৃত),
(২) ক্রীতদাসী বা দাসীর পুত্র (গৃহজ),
(৩) যে উদরান্নের জন্য দাসত্ব বরণ করেছে (ভক্তদাস),
(৪) অপরের কাছ থেকে যাকে কেনা হয়েছে (ক্রীত),
(৫) অপর ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত (দৎত্রিম),
(৬) পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত (পৈতৃক),
(৭) জরিমানা প্রভৃতি দিতে অক্ষম হয়ে যে স্বয়ং দাসত্ব বরণ করেছে (দণ্ডদাস)।

দাসের নিজস্ব কোন সম্পত্তি রাখার অধিকার ছিল না (৮/৪১৬)। দাসশূদ্রের ধন ব্রাহ্মণ অবাধে নিজের কাজে প্রয়োগ করবেন ; কারণ, তার নিজস্ব বলে কিছু নেই, সে 'ভর্তৃহার্যধন' (৮/৪১৭)। এই শ্লোকের টীকায় কুল্লূভট্ট বলেছেন যে, আপদ্‌কালে ব্রাহ্মণ দাসের ধন বলপূর্বক নিলেও রাজা কর্তৃক দণ্ডনীয় হবেন না। শূদ্রকে রাজা যত্নসহকারে 'দ্বিজাতিশুশ্রূষা'রূপ কার্য করাবেন। তা না হলে সে স্বকর্মচ্যুত হয়ে অশাস্ত্রীয় উপায়ে অর্জিত ধন গ্রহণ ও ঔদ্ধত্য হেতু সমাজবিরোধী কাজ করতে পারে (৮/৪১৮ ও কুল্লূকের টীকা)।

১০/১২১-এ মনু ব্যবস্থা করেছেন যে, দ্বিজদের সেবা করার সুযোগ একান্তই না পেলে শূদ্র অন্য বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে।

যে শূদ্র তাঁর গৃহকর্ম করে না, তার দেওয়া খাদ্য ব্রাহ্মণের ভক্ষণ নিষিদ্ধ, শূদ্রান্ন ব্রহ্মতেজনাশক (৪/২১৮)। ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রকে দৃষ্টার্থ বা অদৃষ্টার্থ অর্থাৎ ধর্মসংক্রান্ত কোন উপদেশ দান অশাস্ত্রীয় (৪/৮০)। শূদ্রযাজক অর্থাৎ যিনি শূদ্রের পক্ষে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করেন, তাঁর ব্রাহ্মণ্য দোষযুক্ত হয় (৩/১৭৮)।

বিবাহব্যাপারে মনু বলেছেন (৩/১২) যে, দ্বিজের পক্ষে সবর্ণ বিবাহ প্রশস্ত। কামতঃ অর্থাৎ কামপরবশ হয়ে বিবাহ করলে ব্রাহ্মণ অপর তিন বর্ণের স্ত্রীকে, ক্ষত্রিয় নিম্নতর বর্ণের স্ত্রীকে এবং বৈশ্য বৈশ্য অথবা শূদ্র স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারেন। কিন্তু, পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে ব্রাহ্মণকর্তৃক শূদ্রা বিবাহ নিন্দিত হয়েছে। ৩/১৭ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, শূদ্রকে শয্যায় নিলে ব্রাহ্মণ অধোগতি প্রাপ্ত হন ; শূদ্রা স্ত্রীতে সন্তানের জন্ম দিলে তিনি ব্রাহ্মণ্য থেকেই ভ্রষ্ট হন। ব্রাহ্মণের শূদ্রা বিবাহ এত তীব্রভাবে নিন্দিত হয়েছে যে ৩/১৯ শ্লোকে মনু বলেছেন যে, শূদ্রার অধররস পান করলে, এমন কি তার নিঃশ্বাসোপহত হলে এবং তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করলে ব্রাহ্মণের পাপ মোচনের কোন পথ নেই।

মনু চণ্ডালকে অস্পৃশ্যদের মধ্যে নিকৃষ্টতম বলেছেন। দিবাকীর্তি বা চণ্ডালকে স্পর্শ করলে স্নান করে শুদ্ধ হতে হয় (৫/৮৫)। এদের সঙ্গে বা কাছে থাকা নিষিদ্ধ (৪/৭৯)। ১০/৩০ শ্লোকে আছে যে, শূদ্র ও ব্রাহ্মণ স্ত্রীর সন্তান হয় 'বাহ্য' (অর্থাৎ চণ্ডাল-কুল্লূক)। চণ্ডালাদি ও বর্ণচতুষ্টয়ের মিশ্রণে বাহ্যতর অর্থাৎ চণ্ডাল অপেক্ষাও নিকৃষ্ট জাতির উদ্ভব হয়।

মনুসংহিতা'য় যে সকল সংকরবর্ণের উল্লেখ আছে, তাদের নাম ও পরিচয় পৃথক্‌ভাবে লিখিত হল। ম্লেচ্ছজাতির উল্লেখও করেছেন মনু (২/২৩, ১০/৪৫)। 'ম্লেচ্ছ' শব্দের অর্থ বর্নাশ্রমবহির্ভূত জাতি

নিম্নলিখিত শ্রেণীর লোকেরা, মনুর মতে, গ্রামোপকণ্ঠে চৈত্যক্রম বা প্রধান প্রধান বৃক্ষমূলে, শ্মশানে, পর্বতে বা উপবনে বাস করবে:

সৈরন্ধ্র (কেশপ্রসাধক, সংবাহক বা ব্যাধ), মৈত্রেয়ক (যারা প্রভাতে ঘণ্টা বাজিয়ে রাজা ও অন্যান্যদের স্তুতিকীর্তন করে), মার্গব (নৌচালক), কারাবর (চর্মকার), সোপাক (রাজা কর্তৃক নরহত্যর জন্য নিযুক্ত), পাণ্ডুসোপাক (বাঁশের ব্যবসায়ী), মেদ, অন্ধ্র, মদ্‌গু (এরা পশুবধ করে জীবিকার্জন কারে), ধিগ্‌বন (চর্মোপজীবী), বেন (ঘণ্টা, মুজাদি যন্ত্র বাদনের জন্য নিযুক্ত), অন্ত্যাবসায়ী (যাৰা শ্মশানে থেকে কাজ করে জীবন যাপন করে)। পূর্বোক্ত চণ্ডাল বাস করবে গ্রামের বাইরে। তাদের পরিধেয় মৃতদেহ থেকে সংগৃহীত বস্ত্রাদি, আহার ভগ্নপাত্র থেকে, তারা লোহার বালা প্রভৃতি পরে অনবরত একস্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াবে এবং তাদের সম্পত্তি হবে কুকুর, গর্দভ (১০/৫০ থেকে)। চণ্ডাল এবং শ্বপাক জাতীয় লোকেরা যে পাত্রে ভক্ষণ করবে, তা অপরের ব্যবহারের অযোগ্য ; এই সব পাত্র বিহিত পদ্ধতি অনুসারে সংস্কার করলেও পরিত্যাজ্য।

মনু সুপকারাদি কারক এবং লোহকারাদি শিল্পীদের ও মেহনতি শূদ্রদের উল্লেখ করেছেন (৭/১৩৮); বিধান দিয়েছেন যে, এরা রাজাকে করদান না করে তার পরিবর্তে প্রতি মাসে রাজার কাজ বিনা পারিশ্রমিকে করবে। ১০/১২০তেও শূদ্র সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা আছে। যে সব সাধারণ লোক অল্পমূল্যের শাক পাতা কেনাবেচা করে, তারা রাজস্ব হিসাবে 'যৎকিঞ্চিৎ' দিবে।

শূদ্রের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে ১০/১২৬ শ্লোকটি স্পষ্ট। কুল্লূকের টীকানুসারে এর অর্থ এই যে, অভক্ষ্যভক্ষণে শূদ্রের কোন পাপ নেই। তার কোন সংস্কার নেই, ধর্মকার্যে তার কোন অধিকার নেই, এবং (তার পক্ষে বিহিত) পাকযজ্ঞাদিতে তার পক্ষে কোন নিষেধ নেই।

প্রায়শ্চিত্তের ক্ষেত্রেও শূদ্রের প্রতি বৈষম্যমূলক বিধি লক্ষিত হয়।

ব্রহ্মবধের পাপক্ষালনার্থ দ্বাদশ বার্ষিক কৃচ্ছ্রসাধন বিহিত, কিন্তু শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত নয় বা ছয় মাস ব্যাপী (১১/১৩০)।

শূদ্র এবং অন্যান্য তথাকথিত নীচ শ্রেণীর লোকদের সম্বন্ধে উল্লিখিত মনোভাব থেকে মনে হতে পারে যে, 'মনুসংহিতা'য় মানবিক ভাবের অভাব আছে। কিন্তু, কতক শ্লোক থেকে তা মনে হয় না। বয়স এবং বিদ্যার মর্যাদা মনু উচ্চনীচ নির্বিশেষে দিয়েছেন। ২/২৩৮ শ্লোকে নির্দেশ আছে যে, 'অবর' অর্থাৎ শূদ্রের কাছেও 'শুভবিদ্যা' শ্রদ্ধাসহকারে শিক্ষা করা উচিত এবং 'অন্ত্য' বা চণ্ডালের কাছেও 'পরধর্ম' অর্থাৎ পরবিদ্যা শিক্ষা করা কর্তব্য। ২/১৩৮ শ্লোকে উপদেশ এই যে, জাতি নির্বিশেষে 'চক্র' (চক্রযুক্ত রথাদিয়ানারূঢ়), 'দশমীস্থ' (নব্বই বৎসরের অধিক বয়স্ক) রোগী, ভারবাহী এবং স্ত্রীলোকের জন্য সকলেরই পথ ছেড়ে দেওয়া সমীচীন। ২/১৩৭ শ্লোক এবং এর কুল্লূকভট্টকৃত টীকা থেকে জানা যায়, শূদ্রও 'দশমীস্থ' অর্থাৎ নব্বই বৎসরের অধিক বয়স্ক হলে তিনি দ্বিজদেরও মানাই। যদিও কোন কোন অপরাধে শূদ্রের মৃত্যুদণ্ড বিহিত হয়েছে, তথাপি শূদ্রের মৃত্যু শাস্ত্রকারের অভিপ্রেত নয়; কারণ, ৮/১০৪ শ্লোকে বিহিত হয়েছে যে, শূদ্রকে মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচাতে গিয়ে সাক্ষী মিথ্যা কথা বললে মিথ্যাসাক্ষ্যজনিত পাপ হবে না।

মনুস্মৃতিতে লিখিত জাতিসমূহের নাম

ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণ ছাড়াও ম্লেচ্ছ ও নিম্নলিখিত সংকর বর্ণগুলির উল্লেখ করেছেন মনু। এগুলি থেকে বোঝা যায়, বিবাহ এবং স্ত্রীসম্ভোগ সম্বন্ধে বাঁধাধরা নিয়মকানুন সত্ত্বেও সেকালে অনেক ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে নিয়ম লঙ্ঘিত হত সংকর বর্ণগুলির নাম অকারাদিক্রমে লিখিত হল। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের যে কোন একটির সঙ্গে নিম্নতর বর্ণের স্ত্রীর অনুলোম বা প্রতিলোম বিবাহের ফলে জাত সন্তানের বিশেষ সংজ্ঞাও লিখিত হল। মনু এদের 'অন্তরপ্রভব' বলে বিশেষিত করেছেন (১/২)। তিনি ছয়টি অনুলোমজ, ছয়টি প্রতিলোমজ ও কুড়িটি অনুলোমজ-প্রতিলোমজদের মিশ্রণে উদ্ভুত জাতির উল্লেখ করেছেন।[৫]

অন্ত্যাবসায়ী ১০.৩৯

চণ্ডাল পিতা ও নিষাদ (দ্রঃ) মাতার সন্তান।

অন্ধ্র ১০.৩৬, ৪৮

বৈদেহক (দ্রঃ) পিতা ও কারাবর (দ্রঃ) মাতার সন্তান।

অপসদ ১০.১০

ব্রাহ্মণ পিতা, ক্ষত্রিয় মাতা।

অম্বষ্ঠ ১০.৮, ১৩ প্রভৃতি

ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান।

আয়োগব ১০.১২, ১৫ ইত্যাদি

শূদ্র পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান বা বৈশ্য পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতার সন্তান।

আবৃত ১০.১৫

ব্রাহ্মণ পিতা ও উগ্র (?) মাতার সন্তান।

আভীর ১০.১৫

ব্রাহ্মণ পিতা, অম্বষ্ঠ মাতা।

উগ্র ৪.২১২, ১০.৯,১৩ ইত্যাদি

ক্ষত্রিয় পিতা ও শূদ্র মাতার সন্তান।

ব্রাহ্মণ পিতা ও শূদ্র মাতার সন্তান।

বৈশ্য পিতা ও শূদ্র মাতার সন্তান।

করণ ৮.১৫৪, ১০.২২

বৈশ্য পিতা ও শূদ্র মাতার সন্তান।

কারাবর ১০.৩৬

নিষাদ (দ্রঃ) পিতা ও বৈদেহ (দ্রঃ) মাতার সন্তান।

কুক্কুটক ১০.১৮

শূদ্র পিতা ও নিষাদ (দ্রঃ) মাতার সন্তান।

বৈশ্য পিতা ও নিষাদ মাতার সন্তান।

কুণ্ড ৩.১৫৬, ১৫৮, ১৭৪

ব্রাহ্মণ পুরুষ ও কোন সধবা নারীর গোপনে মিলনজাত সন্তান।

কৈবর্ত ১০.৩৪

নিষাদ পিতা ও আয়োগব (দ্রঃ) মাতার সন্তান।

ক্ষত্তা ১০.১২

শূদ্র পিতা, ক্ষত্রিয় মাতা।

গোলক ৩.১৫৬, ১৭৪

ব্রাহ্মণ বিধবার সঙ্গে ব্রাহ্মণের গোপন মিলনে প্রসূত সন্তান।

চণ্ডাল ১০,১২, ১৬ ইত্যাদি

শূদ্র পিতা ও ব্রাহ্মণ মাতার সন্তান।

অবিবাহিত স্ত্রীলোকের সন্তান।

সগোত্রা স্ত্রীর সঙ্গে মিলনে প্রসূত সন্তান।

চুঞ্চু ১০.৪৮

ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈদেহক (দ্রঃ) বা বন্দী (দ্রঃ) মাতার সন্তান।

তুন্নবায় ৪.২১৪

বৈদেহক (দ্রঃ) পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতার সন্তান।

দাস ৮.৪০৮, ৪০৯ ; ৯.১৪১, ১৪২ ইত্যাদি।

পূর্বোক্ত কৈবর্তের সঙ্গে অভিন্ন।

ধিগ্‌বন ১০.১৫, ৪৯।

ব্রাহ্মণ পিতা ও আয়োগব (দ্রঃ) মাতার সন্তান।

নিষাদ ১০.৮, ১৮ ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণ ও শূদ্রার বিবাহজাত সন্তান।

পারশব ৯.৭৮, ১১.৮

উক্ত নিষাদের সঙ্গে অভিন্ন।

পুক্কস ১০.১৮, ৪৯ ইত্যাদি

নিষাদ (দ্রঃ) পিতা ও শূদ্র মাতার সন্তান।

শূদ্র পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতার সন্তান।

বৈশ্য পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতার সন্তান।

ভূর্জকণ্টক ১০.২১

ব্রাত্য ব্রাহ্মণ পিতা, ব্রাহ্মণ মাতা।

(এরই দেশভেদে বিভিন্ন নাম আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ ও শৈখ)।

মাগধ ১০.১১, ১৭ ইত্যাদি

বৈশ্য পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতার সন্তান।

বৈশ্য পিতা ও ব্রাহ্মণ মাতার সন্তান।

শূদ্র পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতার সন্তান।

মেদ ১০.৩৬, ৪৮

বৈদেহক (দ্রঃ) ও নিষাদ (দ্রঃ) মাতার সন্তান।

মৈত্রেয়র্ক ১০.৩৩

বৈদেহক (দ্রঃ) ও আয়োগব (দ্রঃ) মাতার সন্তান।

ম্লেচ্ছ ২.২৩

বর্ণাশ্রমবহির্ভূত জাতি। মনু বলেছেন, যে অঞ্চলে কৃষ্ণসার স্বভাবতঃ বিচরণ করে, তার বাইরের অঞ্চল ম্লেচ্ছদেশ নামে অভিহিত।

রঞ্জক ৪.২১৬

শূদ্র ও ক্ষত্রিয়ার অবৈধ মিলনের ফলে জাত সন্তান।

বেণ ১০.১৯, ৪৯

বৈদেহক পিতা (দ্রঃ) ও অম্বষ্ঠ মাতার সন্তান।

বিভিন্ন বর্ণের প্রতিলোমজ সন্তান, যে বাঁশ বেত কেটে জীবিকানির্বাহ করে।

বৈদেহক ১০.১১, ১৩ ইত্যাদি

বৈশ্য পিতা ও ব্রাহ্মণ মাতার সন্তান।

শুদ্র ও ক্ষত্রিয়ার মিলনজাত সন্তান।

শূদ্র ও বৈশ্যার মিলনজাত সন্তান।

ব্রাত্য ৮.৩৭৩; ১০.২০-২৩ ইত্যাদি

বর্ণসংকরজাত সন্তান।

শ্বপচ ১০.৫১

উগ্র (দ্রঃ) পিতা ও ক্ষতৃ মাতার সন্তান।

ক্ষতৃ পিতা ও উগ্র মাতার সন্তান।

চণ্ডাল পিতা ও ব্রাহ্মণ মাতার সন্তান।

চণ্ডাল পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান।

শ্বপচক ১০.১৯

পূর্বোক্ত শ্বপচের সঙ্গে অভিন্ন।

সূচী ৮.১৮৭, ১৯১

বৈদেহক (দ্রঃ) পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতার সন্তান।

সূত ১০.১১, ১৭ ইত্যাদি

ক্ষত্রিয় পিতা ও ব্রাহ্মণ মাতার সন্তান।

সোপাক ১০.৩৮

চণ্ডাল পিতা ও পুক্কুস (দ্রঃ) মাতার সন্তান।

ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস ও দ্রবিড়—এদের পিতা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় এবং মাতাও তদ্রূপ (১০/২২)। একই প্রকারে এদের জন্ম হলেও দেশভেদে এদের ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়।

সুধান্বাচার্য, কারুষ, বিজন্মা, মৈত্র, সাত্বত—এরা ব্রাত্য বৈশ্য পিতামাতার সন্তান (১০/২৩)।

মনুসংহিতায় ভৌগোলিক তথ্য

'মনুসংহিতা'য় ভারতবর্ষের নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহ ও তাদের অবস্থান সম্বন্ধে তথ্য আছে।

আর্যাবর্ত (২/২২)

হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যবর্তী এবং পূর্ব সমুদ্র (বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিম সমুদ্র (আরবসাগর) পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের নাম। টীকাকার কুল্লূকভট্ট লিখেছেন যে, সমুদ্রমধ্যস্থিত দ্বীপ আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর্যাবর্ত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—এখানে আর্যগণ আবর্তিত অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রহ্মর্ষিদেশ (২/১৯)

কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল, শূরসেন—এই অঞ্চলগুলি দ্বারা গঠিত। এই দেশকে বলা হয়েছে। 'ব্রহ্মাবর্তাদনন্তরঃ' অর্থাৎ ব্রহ্মাবর্তের (দ্রঃ) পরে।

কুরুক্ষেত্র—থানেশ্বর। পূর্বে এই জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল শোণেপৎ, আমিন, কণাল ও পানিপৎ। এই জেলা উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী ছিল। ব্রহ্মাবর্ত প্রসঙ্গে এই দুই নদীর পরিচয় লিখিত আছে।

মৎস্য—(১) জয়পুর রাজ্য ; এর অন্তর্গত ছিল বর্তমান ভরতপুরের অংশ এবং আলোয়ার।

(২) কুর্গ।

(৩) মনে হয়, প্রাচ্য মৎস্য ছিল তিরহুতের (বৈশালী সহ) দক্ষিণ অংশ।

পঞ্চাল—রোহিখণ্ড। আদিতে এই দেশ ছিল দিল্লীর উত্তরে ও পশ্চিমে, হিমালয়ের পাদদেশ থেকে চম্বল নদ পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু, পরবর্তী কালে গঙ্গা নদীর দ্বারা এই অঞ্চল উত্তর ও দক্ষিণ পঞ্চালে বিভক্ত হয়। উত্তরাঞ্চলের রাজধানী ছিল অহিচ্ছত্র (রোহিলখণ্ডে বরেলীর বিশ মাইল পশ্চিমে রামনগর) এবং দক্ষিণাঞ্চলের রাজধানী ছিল কাম্পিল্য (উত্তরপ্রদেশের ফারাক্কাবাদ জেলায় ফৎগড়ের আটাশ মাইল উত্তরপূর্বে কম্পিল নামক স্থান)।

শূরসেন—এই রাজ্যের রাজধানী ছিল মথুরা।

ব্রহ্মাবর্ত (২/১৭)

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুইটি নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ। সরস্বতী নদী হিমালয়ের অংশভূত সেবালিকে শিরমুর পর্বত থেকে নির্গত হয়ে আম্বালায় আদ্‌বদ্রী নামক সমতলভূমিতে প্রকাশিত হয়েছে। নদীপ্রবাহ চলৌর গ্রামের নিকটবর্তী বালুকাময় স্থানে অদৃশ্য হয়ে ভবানীপুর নামক স্থানে পুনরাবির্ভূত হয়েছে। দৃষদ্বতী হল চজ্ঞর বা ঘগর ; এটি আম্বালা ও সিরহিন্দের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রাজপূতনার মরুতে অদৃশ্য হয়েছে। কানিংহামের মতে, এই নদীর নাম রক্ষী ; এটি থানেশ্বরের দক্ষিণপূর্ব দিক্ দিয়ে প্রবাহিত।

কেউ কেউ দৃষদ্বতীকে বর্তমান চিত্রাংগ (চৌতাংগ বা চিতাংগ) নামক নদীর সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন।

মধ্যদেশ (২/২১)

হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যবর্তী, 'বিনশনে'র পূর্বদিকে এবং প্রয়াগের পশ্চিমে অবস্থিত। বিনশন অর্থাৎ যেখানে সরস্বতী নদী অদৃশ্য হয়েছে। এই স্থানটি সিরহিন্দ (পাতিয়ালা) জেলায় বালুকাময় মরু অঞ্চলে অবস্থিত। থানেশ্বর থেকে পশ্চিমবাহিনী হয়ে নদীটি এখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছে। সরস্বতী নদীর পরিচয় ব্রহ্মাবর্ত প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

ম্লেচ্ছদেশ (২/২৩)

যিজ্ঞিয় দেশের পরে অবস্থিত বলে লিখিত। যজ্ঞিয় দেশ দ্রঃ। ম্লেচ্ছ শব্দে বোঝায় পারস্য প্রভৃতি দেশবাসী লোক ; সিংহলাদি দেশের বর্ণাশ্রমধর্মহীন মানুষ।

যজ্ঞিয়ে দেশ (২/২৩)

এই অঞ্চলের কোন সীমা নির্ধারিত হয়নি। বলা হয়েছে, এই হল সেই দেশ যেখানে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতঃ বাস করে ; অর্থাৎ যেখানে এরূপ মৃগ বলপূর্বক আনীত হয় না।

মনুসংহিতায় গাছপালা, ফুল-ফল

'মনুসংহিতা'য় (১/৪৬-৪৮) উদ্ভিদসমূহের নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ আছে :

(১) ওষধি—এই জাতীয় উদ্ভিদ ফল পাকলে মরে যায়।

(২) বনস্পতি—যাতে ফুল হয় না, কিন্তু ফল হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, বনস্পতি শব্দে সাধারণতঃ উক্তরূপ উদ্ভিদ্ ছাড়াও যে কোন গাছকে বোঝায় (বনস্পতিবৃক্ষমাত্রে বিনা পুস্পফলে দ্রুমে)। 'অমরকোষ'-এ আর একটি শব্দ আছে বানস্পত্য ; এর অর্থ সেইরূপ বৃক্ষ, যার ফুল থেকে ফল হয়।

(৩) বৃক্ষ—দু' রকম গাছ ; একরকম গাছে শুধু ফুল হয়, অন্য রকমে শুধু হয় ফল।

(৪) গুল্ম।

(৬) প্রতান—তযুক্ত লতা।

(৭) বল্লী—যে লতা গাছ বেয়ে ওঠে।

মনু উদ্ভিদ্‌কে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন ; যথা বীজপ্ররুহ (যা বীজ থেকে জন্মে), ও কাণ্ডপ্ররুহ (যা কাণ্ড বা শাখা থেকে জন্মে)।

উদ্ভিদের যে প্রাণ আছে, এসম্বন্ধে মনু সচেতন ছিলেন। তিনি বলেছেন (১/৪৯)—অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ ; এদের ভিতরে সংজ্ঞা বা সুখ দুঃখ বোধশক্তি আছে। এই তত্ত্বটি যে মনুর আবিষ্কার, তা নয়। এই সম্বন্ধে সচেতনতা 'ঋগ্বেদে' (১০/৯৭/২১) এবং 'মহাভারত'-এও (শান্তিপর্ব, অধ্যায় ১৮৪) দেখা যায়।

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নামও লিখিত হল

কবক (অর্থাৎ ছত্রাক)	Andropogonschoenanthus	৫/৫
গৃঞ্জন ছত্রাক (কুবক দ্রঃ)	Odina wodier Roxb	৫/৫, ১৯
পলাণ্ডু	Allium cepa Lumn	৫/৫, ১৯
লশুন	Allium sativum Linn	৫/৫, ১৯
শেলু	Dillenia indica Linn	৫/৬

মনুসংহিতায় জীবজন্তু

এই গ্রন্থে সমগ্র জাগতিক পদার্থকে প্রধান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে (১/৪); যথা স্থাবর ও জঙ্গম। জঙ্গম প্রাণিগণের স্থূল ভাগ (১/৪৩-৪৫) এইরূপ : জরায়ুজ, অণ্ডজ ও স্বেদজ। মানুষ ও জন্তু জরায়ুজ। পাখী, সাপ, কুমীর, মাছ ও কচ্ছপ অণ্ডজ। অণ্ডজ দ্বিবিধ— স্থলজ ও ঔদক (উদকে বা জলে জাত)। মশা, মাছি, ছারপোকা, উকুন, পিপড়া প্রভৃতি স্বেদ বা তাপ থেকে জাত।

পশুসমুহকে মনু দুইভাগে বিভক্ত করেছেন ; যথা ক্রব্যাদ (১১/১৩৭) অথাৎ মাংসাশী এবং অক্রব্যাদ (ঐ) অথাৎ অমাংসভোজী।

একখুরবিশিষ্ট জন্তুকে বলা হয়েছে একশ (৫/৮)। এক পার্টিতে যাদের দাঁত আছে, তাদের অভিহিত করা হয়েছে একতোদৎ শব্দে (৫/১৮)।

পঞ্চনখবিশিষ্ট (যথা ৫/১৮) জন্তুদের সম্বন্ধে খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে বিশেষ বিধান আছে।

জীবজন্তুর নাম আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নামসহ লিখিত হল

অজ Capra hircus ৮/২৩৫ ১১/১৩৬

অনডুহ Bos indicus ১১/১৩৬ ১১/১৩৭

অবি Ovis ammon ৫/৮, ৮/২৩৫

  Ovis orientolis

অশ্ব Equus caballus ১১/৩৮, ১৯৯

আখ ৪/১২৬

উষ্ট্র Camelus dromederius ৫/৮, ১৮

  Camelus bactrianus ১১/১৩৭, ১৫৪, ১৯৯

একশফ ৫/৮ (একখুরবিশিষ্ট ; যথা ঘোড়া, গাধা, খচ্চর)

কপি (বানর দ্রঃ) ১১/১৫৪

খড়্গা Rhinoceros unicornis ৫/১৮

খর Equus hemionus ১১/১৫৪

গজ Elephas Maximus ১১/১৩৬

গো Bos sp. ৮/২৪২, ১১/১৩০, ১৩৫

গোধা Voranus sp. ৫১৮, ১১/১৩১
গোমুখ ১১/১৫৪
ছুছুন্দরি Talpa micrura ১২/৬৫
Suneus caeruleus
দ্বিপ (গজ দ্রঃ) ৭/১৯২
ধেনু (গো দ্রঃ) ৮/১৪৬, ১১/১৩৭
নকুল Herpestes auropunctatus ১১/১৩১, ১৫৯
বরাহ Sus scrafa ৫/১৪, ১৯ ১১/১৩৪, ১৫৪
বানর Macaca mullatta ১/৩৯
Hylobates sp. ১১/১৩৫
Acetytis entellus
বিড্‌বরাহ (বরাহ দ্রঃ) ৫/১৪, ১৯, ১১/১৫৪
বিড়াল Felis domestica ১১/১৫৯
Rana tigrina ৪/১২৬
মণ্ডুক Bufo melanoticus ৪/১২৬
মহিষ Bubalus bubalis ৫/৯
মার্জার (বিড়াল দ্রঃ) ৪/১২৬
মেষ (অবি দ্রঃ) ১১/১৩৬
শল্যক Hystrix indica ৫/১৮
শশ Lepus nigricollis ৫/১৮
শ্বাবিধ্ ৫/১৮
(টীকাকার কুল্লূকের মতে এটি হল শল্যক ; অপর নাম সেধা)
হয় (অশ্ব দ্রঃ) ১১/১৩৬

পাদটীকা

১ ন স্বামিনা নিসৃষ্টোইপি শূদ্রোদাস্যাদ্ বিমুচ্যতে।
২ শূদ্রংতু কারয়েদ্ দাস্যম্।
৩ দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোহসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ংভুবা।
৪ তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্ (১১/২৩৫)।
৫ মনু বলেছেন (১০/২৪) যে, বর্ণগুলির ব্যভিচার, সগোত্রাদিবিবাহ ও উপনয়নাদি স্বকর্মত্যাগ হেতু বর্ণ সংকরের উৎপত্তি হয়।

প্রথম অধ্যায়

১। মনুমেকাগ্রমাসীনমভিগম্য মহর্ষয়ঃ।
প্রতিপূজ্য যথান্যায়মিদং বচনমব্রুবন ॥

মহর্ষিগণ একাগ্রচিত্তে উপবিষ্ট মনুর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে যথাবিধি সম্মানিত করে এই কথা বললেন।

২। ভগবন্ সর্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্বশঃ।
অন্তরপ্রভবাণাঞ্চ ধর্মান্ নো বক্তুমর্হসি ॥

হে ভগবন, যথাক্রমে সকল বর্ণের এবং তাদের মিশ্রণজাত বর্ণসমূহের[১] ধর্ম আমাদের বলতে আজ্ঞা হয়।

৩। ত্বমেকো হ্যস্য সর্বস্য বিধানস্য স্বয়ম্ভুবঃ।
অচিন্ত্যস্যারপ্রমেয়স্য কার্যতত্ত্বার্থবিৎ প্রভো ॥

হে প্রভু, ব্রহ্মার এই সকল অচিন্তনীয় ও অপরিমেয় বিধানের কার্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে একমাত্র আপনিই জানেন।

৪। স তৈঃ পৃষ্টস্তথা সম্যগমিতৌজা মহাত্মভিঃ।
প্রত্যুবাচার্চ্য তান্ সর্বান্ মহর্ষীণ্ শ্রূয়তামিতি ॥

অসীম শক্তিমান্ সেই (মনু) মহাত্মা (মুনিগণ) কর্তৃক সম্যক্‌ভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে সেই সব মহর্ষিগণকে সংবর্ধনা করে উত্তর দিলেন—শুনুন।

৫। আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতকর্ম্যবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ ॥

(প্রলয়কালে) এই (পরিদৃশ্যমান জগৎ) অন্ধকারাচ্ছন্ন, অপ্রজ্ঞাত[২], লক্ষণহীন[৩], অননুমেয় ও অবিজ্ঞেয় ছিল ; যেন সব দিকে (জগৎ) ছিল নিদ্রিত।

৬। ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ ॥

তারপর (প্রলয়ানন্তর) ভগবান্, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অপ্রতিহত শক্তিসম্পন্ন, তমোনুদ[৪] স্বয়ম্ভু এই মহাভূতাদি[৫] ব্যক্ত করে আবির্ভূত হলেন।

৭। যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সুক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্বভূতময়য়াঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্ধভৌ ॥

ঐ যিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, শাশ্বত, সকল জীবের আত্মা এবং অচিন্তনীয়, তিনি নিজেই (মহৎ প্রভৃতি কার্যরূপে) আবির্ভূত হলেন।

৮। সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ॥

তিনি নিজদেহ থেকে নানাবিধ মানুষ সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক হয়ে ধ্যানপূর্বক প্রথমে জলই সৃষ্টি করলেন, তাতে (নিজের শক্তিরূপ) বীজ নিক্ষেপ করলেন।

৯। তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ ॥

সেই (বীজ) সূর্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট সুবর্ণ অণ্ড হল। সকল লোকের পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং তাতে জন্মগ্রহণ করলেন (অর্থাৎ শরীর ধারণ করলেন)।

১০। আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসুনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥

জলকে বলা হয় নারা, জল নরের অপত্য। সেই জল যেহেতু পূর্বে তাঁর (নরের) আশ্রয়। ছিল, সেইজন্য তিনি নারায়ণ নামে অভিহিত হন।

১১। যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্যতে ॥

যে (পরমাত্মা) [সৃষ্ট বস্তুর] কারণ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, শাশ্বত, যিনি সৎও বটেন অসৎও বটেন ; তাঁর উৎপাদিত সেই পুরুষ, পৃথিবীতে ব্রহ্মা নামে ঘোষিত হন।

১২। তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
স্বয়মবাত্মনো ধ্যানাত্তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা ॥

সেই ভগবান্ সেই অণ্ডে এক বৎসর বাস করে নিজেই নিজের ধ্যানবলে সেই অণ্ডকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছিলেন।

১৩।	তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্মমে।
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতম্ ॥

সেই খণ্ড দুটি দ্বারা তিনি স্বর্গ ও পৃথিবী নির্মাণ করলেন ; মধ্যভাগে আকাশ, আট দিক্ ও জলের শাশ্বত স্থান (অর্থাৎ সমুদ্র) সৃষ্টি করেছিলেন।

১৪।	উদ্ববর্হাত্মনশ্চৈব মনঃ সদসদাত্মকম্।
মনসশ্চাপ্যহঙ্কারমভিমন্তারমীশ্বরম্ ॥

তিনি নিজে থেকেই সৎ ও অসৎ স্বভাব মন সৃষ্টি করলেন ; মন থেকে হল অভিমানের জনক ও স্বকার্যকরণক্ষম অহংকার।

১৫।	মহান্তমেব চাত্মানং সর্বাণি ত্রিগুণানি চ।
বিষয়াণাং গ্রহীতৃণি শনৈঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ ॥

(অহংকারতত্ত্বের পূর্বে) মহৎ তত্ত্বের সৃষ্টি করলেন যা (মহত্তর আত্মা থেকে উৎপন্ন বলে) আত্মা নামে কথিত হয়েছে ; (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ এবং ধীরে ধীরে (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাত্মক) বিষয়সমূহের গ্রাহক পাঁচটি ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করলেন।

১৬।	তেষাস্ত্ববয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষণ্ণামপ্যমিতৌজসাম্।
সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্বভূতানি নির্মমে ॥

অপরিমিত বলসম্পন্ন সেই ছয়টির (অর্থাৎ অহংকার ও রূপাদি পঞ্চতন্মাত্রের) সূক্ষ্ম অংশ নিজের অংশসমূহে সন্নিবেশিত করে সকল জীব সৃষ্টি করেছিলেন।

১৭।	যন্মূর্ত্যবয়বাঃ সূক্ষ্মাস্তস্যেমান্যাশ্রয়ন্তি ষট্।
তস্মাচ্ছরীরমিত্যাহুস্তস্য মূর্তিং মনীষিণঃ ॥

যে হেতু মূর্তি বা শরীর সম্পাদক ছয়টি সূক্ষ্ম অবয়ব তাঁর এই (বক্ষ্যমাণ ভূতজাত ও পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়সমূহ) আশ্রয় করে, সেই জন্য মনীষিগণ (ব্রহ্মার মূর্তিকে) শরীর বলে থাকেন।

১৮।	তদাবিশন্তি ভূতানি মহান্তি সহ কর্মভিঃ।
মনশ্চাবয়বৈঃ সূক্ষ্মৈঃ সর্বভূতকৃদব্যয়ম্ ॥

(শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্ররূপে অবস্থিত) সেই (ব্রহ্মা) মহাভূতসমূহকে আবিষ্ট করে অর্থাৎ তাদের থেকে কার্যসহ উৎপন্ন হয়। (অহংকারাত্মক ব্রহ্ম থেকে) সকল জীবের উৎপত্তির কারণ অবিনাশী মন সূক্ষ্ম অংশসমূহের সহিত উৎপন্ন হয়।

১৯।	তেযামিদস্তু সপ্তানাং পুরুষাণাং মহৌজসাম্।

সুক্ষ্মাভ্যো মূর্তিমাত্রাভ্যঃ সম্ভবত্যব্যয়াদ্ব্যয়ম্ ॥

সেই সাতটি অতিশক্তিসম্পন্ন পুরুষের[৬] সূক্ষ্ম দেহমাত্রা থেকে এই বিনাশী (জগৎ) উদ্ভূত হয় ; অবিনাশী থেকে বিনাশীর এই উদ্ভব।

২০। আদ্যাদ্যস্য গুণন্ত্বেষামবাপ্নোতি পরঃ পরঃ।
যে যো যাবতিথশ্চৈষাং স স তাবদ্গুণঃ স্মৃতঃ ॥

এদের (অর্থাৎ ভূতসমূহের) পূর্ব পূর্বটির গুণ পর পরটি প্রাপ্ত হয়।[৭] যেটি যে সংখ্যক সেটি সেই সংখ্যকগুণবিশিষ্ট বলে কথিত হয়।[৮]

২১। সর্বেষান্তু স নামানি কর্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্সংস্থাশ্চ নির্মমে ॥

তিনি (পরমাত্মা) বেদের শব্দসমূহ থেকে সকলের পৃথক্ পৃথক্ নাম[৯] ও সংস্থা[১০] সৃষ্টি করলেন।

২২। কর্মাত্মনাঞ্চ দেবানাং সোহসৃজৎ প্রাণিনাং প্রভুঃ।
সাধ্যানাঞ্চ গণং সূক্ষ্মং যজ্ঞঞ্চৈব সনাতনম্ ॥

সেই প্রভু ইন্দ্রাদি দেবগণ, কর্মহেতুক পাষাণময় দেবগণ, সূক্ষ্ম সাধ্য (নামক দেববিশেষগণ) ও শাশ্বত যজ্ঞকে সৃষ্টি করলেন।

২৩। অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগযজুঃসামলক্ষণম্ ॥

ব্রহ্ম অগ্নি, বায়ু ও সূর্য থেকে যজ্ঞসিদ্ধির জন্য শাশ্বত ঋক্, যজু ও সাম বেদ দোহন করেছিলেন।

২৪- কালং কালবিভক্তীশ্চ নক্ষত্রাণি গ্রহাং স্তথা।

২৫। সরিতঃ সাগরান্ শৈলান্ সমানি বিষমাণ চ ॥
তপো বাচং রতিঞ্চৈব কামঞ্চ ক্রোধমেব চ।
সৃষ্টিং সসর্জ চৈবেমাং স্রষ্টু মিচ্ছন্নিমাঃ প্রজাঃ ॥

এই জনগণকে সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করে তিনি কাল, কালের (মাস, ঋতু প্রভৃতি) ভাগ, নক্ষত্র, গ্রহ, নদী, সাগর, পর্বত, সমতল, অসমতল স্থান, তপস্যা, বাক্য, মনের সন্তোষ, কাম ও ক্রোধ সৃষ্টি করেছিলেন।

২৬। কর্মণাঞ্চ বিবেকার্থং ধর্মাধর্মৌ ব্যবেচয়ৎ।
দ্বন্দ্বৈরযোজয়চ্চেমাঃ সুখদুঃখাদিভিঃ প্রজাঃ ॥

কর্মসমূহের মধ্যে কর্তব্য অকর্তব্য) বিচারের জন্য ধর্ম ও অধর্ম পৃথক্‌ভাবে বিভক্ত করলেন এবং এই জনগণকে সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বের[১১] সহিত যুক্ত করলেন।

২৭। অণ্ব্যো মাত্রা বিনাশিন্যা দশার্ধানান্তু যাঃ স্মৃতাঃ।
তাভিঃ সার্ধামিদং সর্বং সম্ভবত্যনুপূর্বশঃ ॥

পাঁচটি (মহাভুতের) যে বিনাশী (পঞ্চতন্মাত্ররূপ) সূক্ষ্ম অংশ কথিত হয়, তাদের সঙ্গে এই সমগ্র (জগৎ) ক্রমানুসারে উদ্ভূত হয়।[১২]

২৮। যন্তু কর্মণি যস্মিন্ স ন্যযুঙক্ত প্রথমং প্রভুঃ।
স তদেব স্বয়ং ভেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ ॥

সেই প্রভু প্রথমে যাকে যে কর্মে নিযুক্ত করেছিলেন সে বারংবার সৃষ্ট হয়ে নিজে সেই কার্যই অবলম্বন করল।

২৯। হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্মাধর্মাবৃতানৃতে।
যদ যস্য সোহদধাৎ সর্গে তৎ তস্য স্বয়মাবিশৎ॥

তিনি হিংস্র, অহিংস্র, মৃদু, ক্রূর, ধর্ম, অধর্ম, ঋত, অনৃত, যার যা সৃষ্টিকালে ব্যবস্থা করলেন সে তাই (পরজন্মে) নিজে প্রাপ্ত হল।

৩০। যথর্তুলিঙ্গান্যৃতবঃ স্বয়মেবর্তুপর্যয়ে।
স্বানি স্বান্যভিপদ্যন্তে তথা কর্মাণি দেহিনঃ ॥

যেমন পর্যায়ক্রমে ঋতুসমূহ (চূতমঞ্জরী প্রভৃতি) লক্ষণ নিজেরাই ধারণ করে, তেমনই জীবগণ নিজ নিজ কর্ম প্রাপ্ত হয়।

৩১। লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ ॥

লোকবৃদ্ধির জন্য (স্রষ্টা) মুখ, বাহু, ঊরু ও পদ থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সৃষ্টি করলেন।

৩২। দ্বিধা কৃত্বাত্মননা দেহমর্ধেন পুরুষোহভবৎ।
অর্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥

সেই প্রভু নিজদেহ দ্বিধা বিভক্ত করে অর্ধভাগে পুরুষ হলেন, (অপর) অর্ধে হল নারী ; তাতে তিনি বিরাট্ (পুরুষকে) সৃষ্টি করলেন।

৩৩। তপস্তপ্ত্বাসৃজদ্যন্তু স স্বয়ং পুরুষো বিরাট।

তং মাং বিত্তাস্য সর্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ॥

হে ব্রাহ্মণগণ, সেই বিরাট্ পুরুষ তপস্যা করে যাকে সৃষ্টি করেছিলেন, সকলের স্রষ্টা আমাকে তিনি বলে জানুন।

৩৪। অহং প্রজাঃ সিসৃক্ষুস্ত তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরম্।
পতীন্ প্রজানামসৃজং মহার্ষীনাদিতো দশ ॥

আমি লোক সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক হয়ে অতি কঠোর তপস্যা করে প্রথম থেকে দশ জন প্রজাপতি মহর্ষিকে সৃষ্টি করেছিলাম।

৩৫। মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পূলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ॥

(এঁরা হলেন) মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরস্, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু, প্রচেতস্, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ।

৩৬। এতে মনূংস্তু সপ্তান্যানসৃজন্ ভূরিতেজসঃ।
দেবান্ দেবর্নিকায়াংশ্চ মহর্ষীংশ্চামিতৌ জসঃ ॥

এঁরা অতি তেজসম্পন্ন অন্য সাত মনুকে, (ব্রহ্মার সৃষ্ট নয় এমন) দেবগণকে, দেবগণের বাসস্থান ও অপরিচিত বলশালী মহর্ষিগণকে সৃষ্টি করেছিলেন।

৩৭। যক্ষরক্ষঃপিশাচাংশ্চ গন্ধর্বাপ্সরসোহসূরান্।
নাগান্ সর্পান্ সুপর্ণাং পিতৃণাঞ্চ পৃথ্গণান্ ॥

যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, অসুর, (বাসুকি প্রভৃতি) (তার থেকে নিকৃষ্ট] সর্প, গরুড়াদি এবং পিতৃগণের পৃথক্ পৃথক্ গণসমূহকে[১৩] ও (তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন)।

৩৮। বিদ্যুতোহশনিমেঘাংশ্চ রোহিতেন্দ্রধনূংষি চ।
উল্কানির্ঘাতকেতংশ্চ জ্যোতীংষ্যুচ্চাবচানি চ ॥

বিদ্যুৎ, বজ্র, মেঘ, রোহিত[১৪] ইন্দ্রধনু, উল্কা, নির্ঘাত,[১৫] কেতু এবং বিবিধ জ্যোতিষ্ক পদার্থও (তিনি সৃষ্টি করেছিলেন)।

৩৯। কিন্নরান্ বানরান্মৎস্যান্ বিবিধাংশ্চ বিহঙ্গমান্।
পশূন্ মৃগান্মনুয্যাংশ্চ ব্যালাংশ্চোভয়তোদতঃ ॥

কিন্নর, বানর, মৎস্য, বিবিধ পাখী, পশু, হরিণ, মানুষ, হিংস্র জন্তু, দুই পংক্তি দন্তবিশিষ্ট (অশ্বদি) জন্তুও (তিনি সৃষ্টি করলেন)।

৪০।	কৃমি-কীট-পতঙ্গাংশ্চ যূকা-মক্ষিক-মৎকুণম্।
সর্বঞ্চ দংশমশকং স্থাবরঞ্চ পৃথগ্বিধম্॥

কৃমি, কীট, পতঙ্গ, উকুন, মাছি, ছারপোকা, সকল ডাঁস ও মশা প্রভৃতি নানাবিধ স্থাবর (বৃক্ষলতাদি) পদার্থও (তিনি সৃষ্টি করলেন)।

৪১।	এবমেতৈরিদং সর্বং মন্নিয়োগাহাত্মভিঃ।
যথাকর্ম তপোযোগাৎ সৃষ্টং স্থাবরজঙ্গমম্ ॥

এভাবে আমার নির্দেশক্রমে এঁরা তপস্যার ফলে কর্মানুসারে স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই সব কিছু সৃষ্টি করেছিলেন।

৪২।	যেষান্তু যাদৃশং কর্ম ভূতানামিহ কীর্তিতম্।
তৎ তথা বোহভিধাস্যামি ক্রমযোগঞ্চ জন্মনি ॥

যে সকল জীবের যেরূপ কর্ম ঘোষিত হয়েছে, তা এবং জন্মক্রম আপনাদের বলব।

৪৩-	পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যালাশ্চোভয়তোদতঃ।

৪৬।	রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ মনুষ্যাশ্চ জরায়ুজাঃ ॥
অণ্ডজাঃ পক্ষিণঃ সর্পা নাক্রা মৎস্যাশ্চ কচ্ছপাঃ।
যানি চৈবম্প্রকাণি স্থলজান্যৌদকানি চ ॥
স্বেদজং দংশমশকং যূকা-মক্ষিক-মৎকুণম্।
উষ্মণশ্চোপজায়ন্তে যচ্চানাৎ কিঞ্চিদীদৃশম্ ॥
উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরা সর্বে বীজকাণ্ডপ্ররোহিণঃ।
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা বহুপুষ্পফলোপগাঃ ॥

পশু, হরিণ, হিংস্রজন্তু ও দুই পংক্তি দন্তযুক্ত জন্তু, রাক্ষস, পিশাচ, মানুষ, জরায়ুজাত, অণ্ডজ পক্ষী, সর্প, কুম্ভীর, মৎস্য, কচ্ছপ এবং এইরূপ স্থলজ ও জলজ প্রাণী, ক্লেদ থেকে উৎপন্ন দংশ (ডাঁশ?), মশক, উকুন, মাছি, ছারপোকা, তাছাড়া উষ্মা থেকে এইরূপ অন্য যা কিছু জন্মে। বীজ ও কাণ্ড থেকে জাত সকল স্থাবর পদার্থ উদ্ভিদ্‌জাত। বহু পুষ্পফলসমন্বিত ওষধি ফল পাকলে মরে যায়।

৪৭।	অপুষ্পাঃ ফলবন্তো যে তে বনস্পতয়ঃ স্মৃতাঃ।
পুষ্পিণঃ ফলিনশ্চৈব বৃক্ষাস্তূভয়তঃ স্মৃতাঃ ॥

যে সকল গাছে ফুল না হয়ে ফল হয় সেগুলি বনস্পতি নামে কথিত। কতক গাছে ফুল ও ফল হয়। এই ভাবে গাছ দুরকমের।

৪৮। গুচ্ছগুল্মন্তু বিবিধং তথৈব তৃণজাতয়ঃ।
বীজকাণ্ডরুণ্যেৰ প্রতানা বল্ল্য এব চ ॥

গুচ্ছ[১৬] গুল্ম[১৭] নানাপ্রকার। তৃণজাতিও তদ্রূপ। বীজ ও কাণ্ড থেকে প্রতান[১৮] ও বল্লী[১৯] জন্মে।

৪৯। তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ ॥

এইগুলি বহুপ্রকার কর্মফলে তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। সুখ ও দুঃখের অনুভূতিযুক্ত এদের ভিতরে চৈতন্য থাকে।

৫০। এতদন্তাস্তু গতয়ো ব্রহ্মাদ্যাঃ সমুদাহৃতাঃ।
ঘোরেহস্মিন্ ভূতসংসারে নিত্যং সততযায়িনি ॥

জীবগণের এই ভীষণ সততবিনাশী সংসারে ব্রহ্মাদি (স্থাবর পর্যন্ত সমুদয় জীবের) গতি বর্ণিত হল।

৫১। এবং সর্বং স সৃষ্টেদং মাংচাচিন্ত্যপরাক্রমঃ।
আত্মন্যন্তর্দধে ভূয়ঃ কালং কালেন পীড়য়ন্।

অচিন্তনীয় পরাক্রমসম্পন্ন তিনি এইরূপে (পরিদৃশ্যমান) এই সব এবং আমাকে সৃষ্টি করে (সৃষ্টির) কালকে (প্রলয়) কালের দ্বারা নাশ করতে করতে পুনরায় নিজের মধ্যে অন্তর্হিত হলেন।

৫২। যদা স দেবো জাগর্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ ।
যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্বং নিমীলতি ॥

সেই দেব যখন জাগ্রত থাকেন, তখন এই জগৎ ক্রিয়াশীল হয়। যখন শান্তাত্মা তিনি নিদ্রিত হন, তখন সব কিছু নিমীলিত হয়।

৫৩। তস্মিন্ স্বপতি তু স্বস্থে কর্মাত্মানঃ শরীরিণঃ।
স্বকর্মভ্যো নিবর্তন্তে মনশ্চ গ্লানিমৃচ্ছতি ॥

তিনি সুস্থ অবস্থায় নিদ্রিত হলে কর্মানুরূপ দেহধারী জীবগণ নিজ নিজ কার্য থেকে নিবৃত্ত হয় এবং মনও বৃত্তিরহিত হয়।

৫৪। যুগপত্তু প্রলীয়ন্তে যদা তস্মিন্মহাত্মনি।
তদায়ং সর্বভূতাত্মা সুখং স্বপিতি নিবৃতঃ ॥

যখন সেই মহাত্মাতে (অর্থাৎ পরমাত্মাতে সর্বভূত) প্রলয়প্রাপ্ত হয়, তখন সর্ব ভূতের আত্মা (জাগ্রত স্বপ্নাদি ব্যাপার থেকে) নিবৃত্ত হয়ে সুখে নিদ্রিত হয়।

৫৫।	তমোহয়ন্তু সমাশ্রিত্য চিরং তিষ্ঠতি সেন্দ্রিয়ঃ।
ন চ স্বং কুরুতে কর্ম তদোৎক্রামতি মূর্তিতঃ ॥

এই জীব (জ্ঞানবৃত্তিরূপ) তমোগুণ প্রাপ্ত হয়ে ইন্দ্রিয়সহিত দীর্ঘকাল অবস্থান করেও নিজের কর্ম করে না; তখন পূর্বদেহ থেকে (অন্যত্র) গমন করে।

৫৬।	যদাণুমাতৃকো ভূত্বা বীজং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
সমাবিশতি সংসৃষ্টস্তদা মূর্তিং বিমুঞ্চতি ॥

যখন (জীব) অণুমাত্র হয়ে (বৃক্ষাদিহেতুভূত) স্থিতিশীল বীজে ও (মানুষাদির) সংক্রমণশীল বীজে প্রবেশ করে, তখন সংসৃষ্ট[২০] হয়ে (কর্মানুরূপ) মূর্তি (বা স্থূলদেহ) গ্রহণ করে।

৫৭।	এবং স জাগ্রৎস্বপ্নাভ্যামিদং সর্বং চরাচরম্।
সঞ্জীবয়তি চাজস্রং প্রমাপয়তি চাব্যয়ঃ ॥

এইরূপে সেই অবিনাশী পুরুষ জাগরণ ও স্বপ্ন দ্বারা জঙ্গম স্থাবর সব কিছুকে অনবরত সৃষ্টি ও সংহার করছেন।

৫৮।	ইদং শাস্ত্রন্তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ।
বিধিবদ্গ্রাহয়ামাস মরীচ্যাদীংস্ত্বহং মুনীন্॥

এই শাস্ত্র রচনা করে তিনি প্রথমে আমাকেই যথাবিধি শিখিয়েছিলেন। আমি আবার মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে শিখিয়েছিলাম।

৫৯।	এতদ্বোহয়ং ভৃগুঃ শাস্ত্রং শ্রাবয়িষ্যত্যশেষতঃ।
এতদ্ধি মত্তোহধিজগে সর্বমেষোহখিলং মুনিঃ ॥

ভৃগু এই শাস্ত্র আপনাদের নিঃশেষে শোনাবেন। এই মুনি এই সম্পূর্ণ (শাস্ত্র) আমার কাছে শিখেছিলেন।

৬০।	ততস্তথা স তেনোক্তো মহর্ষির্মনূনা ভৃগুঃ।
তানব্রবীদৃষীন্ সর্বান্ প্রীতাত্মা শ্রূয়তামিতি॥

তারপর সন্তুষ্টচিত্ত মহর্ষি ভৃগু সেই মনু কর্তৃক ঐভাবে উক্ত হয়ে সেই সব ঋষিকে বললেন—শুনুন।

৬১।	স্বায়ম্ভুবস্যাস্য মনোঃ ষড্ বংশ্যা মনবোহপরে।
সৃষ্টবন্তঃ প্রজাঃ স্বাঃ স্বা মহাত্মানমা মহৌজসঃ ॥

এই ব্রহ্মার পুত্র মনুর বংশধর অন্য ছয়জন মহাত্মা মহাবলশালী মনু (নিজ নিজ কালে সৃষ্টি পালনাদি অধিকারযুক্ত) নিজ নিজ লোক সৃষ্টি করেছিলেন।

৬২- স্বারোচিষশ্চোত্তমশ্চ তামসো রৈবতস্তথা।

৬৩। চাক্ষুষশ্চ মহাতেজা বিবস্বৎসুত এব চ ॥
স্বায়ম্ভুবাদ্যাঃ সপ্তৈতে মনবো ভূরিতেজসঃ।
স্বে স্বেহস্তরে সর্বমিদমুৎপাদ্যাপুশ্চরাচরম্ ॥

স্বায়ংভুল প্রমুখ স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, মহাতেজস্বী বৈবস্বত—এই সাতজন অতিতেজোমান্ মনু নিজ নিজ অধিকারকালে (মন্বন্তরে) স্থাবর জঙ্গম এই সব সৃষ্টি করে পালন করেছিলেন।

৬৪। নিমেষা দশ চাষ্টৌ চ কাষ্ঠা ত্রিংশত্তু তাঃ কলাঃ।
ত্রিংশৎকলা মুহূর্তঃ স্যাদহোরাত্রন্তু তাবতঃ ॥

চোখের আঠার পলকে হয় এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত ও ত্রিশ মুহূর্তে এক দিবারাত্র হয়।

৬৫। অহোরাত্রে বিভজতে সূর্যো মানুষদৈবিকে।
রাত্রিঃ স্বপ্নায় ভূতানাং চেষ্টায়ৈ কর্মণামহঃ ॥

সূর্য মানুষ ও দেবগণের দিন রাত্রি ভাগ করে। রাত্রি জীবগণের নিদ্রার জন্য, দিন কর্ম করার জন্য।

৬৬। পিত্র্যে রাত্র্যহনী মাসঃ প্রবিভাগস্তু পক্ষয়োঃ।
কর্মচেষ্টাস্বহঃ কৃষ্ণঃ শুক্লঃ স্বপ্নায় শর্বরী ॥

(মানুষের) এক মাস পিতৃগণের এক রাত্রি এক দিন দুই পক্ষে বিভক্ত। কর্ম করার জন্য কৃষ্ণপক্ষ দিন এবং নিদ্রার জন্য শুক্লপক্ষ রাত্রি (রূপে) পরিগণিত হয়।

৬৭। দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাদ্দক্ষিণায়নম্॥

মানুষের এক বছর দেবগণের এক রাত্রি, এক দিন ; এই দুইয়ের ভাগ এইরূপ—দিন উত্তরায়ণ, রাত্রি দক্ষিণায়ন।

৬৮। ব্রাহ্মস্য তু ক্ষপাহস্য যৎ প্রমাণং সমাসতঃ।
একৈকশো যুগানান্তু ক্রমশস্তন্নিবোধত॥

ব্রহ্মার রাত্রিদিনের ও যুগসমূহের এক একটির পরিমাণ সংক্ষেপে ক্রমে শুনুন।

৬৯। চত্বার্য্যহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণান্তু কৃতং যুগম্।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥

সত্যযুগ চার হাজার বছর বলা হয়, তার সন্ধ্যা তত শ' (অর্থাৎ চার শ') এবং সন্ধ্যাংশও তদ্রূপ।

৭০। ইতরেষু সসন্ধ্যেষু সসন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু।
একপায়েন বর্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ ॥

সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশযুক্ত অপর তিন যুগে হাজার ও শ' এক এক করে কম (অর্থাৎ ত্রেতা তিন হাজার বছর ব্যাপী, সন্ধ্যা তিন শ' বছর ও সন্ধ্যাংশ তিন শ' বছর, দ্বাপর দুই হাজার বছর ব্যাপী, তার সন্ধ্যা দুই শ' বছর এবং সন্ধ্যাংশ দুই শ' বছর)।

৭১। যদেতৎ পরিসংখ্যাতমাদাবেব চতুর্যুগম্।
এতদ্বাদশসাহস্রং দেবানাং যুগমুচ্যতে ॥

পূর্বেই (মানুষের) যে চার যুগের পরিমাণ নিরূপিত হল, তার বারো হাজার[২১] দ্বারা দেবগণের এক যুগ কথিত হয়।

৭২। দৈবিকানাং যুগানান্তু সহস্রং পরিসংখ্যয়া।
ব্রাহ্মমেকমহর্জ্ঞেয়ং তাবতীং রাত্রিমেব চ ॥

দেবগণের হাজার যুগে ব্রহ্মার একদিন বুঝতে হবে, ঐ সংখ্যায় তাঁর এক রাত্রি হয়।

৭৩। তদ্বৈ যুগসহস্রান্তং ব্রাহ্মং পুণ্যমহর্বিদুঃ।
রাত্রিঞ্চ তাবতীমেব তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥

সেই সহস্রযুগের সমাপ্তিতে ব্রহ্মার এক পুণ্য দিন বলে জ্ঞাত এবং সেই সংখ্যায় রাত্রি যাঁরা জানেন, তাঁরা দিবারাত্রজ্ঞ লোক।

৭৪। তস্য সোহহর্নিশস্যান্তে প্রসুপ্তঃ প্রতিবুধ্যতে।
প্রতিবুদ্ধশ্চ সৃজতি মনঃ সদসদাত্মকম্ ॥

তিনি সেই দিবারাত্রের শেষে নিদ্রিত অবস্থা থেকে জাগ্রত হন, জেগে তিনি সৎ ও অসৎ রূপ মনাকে সৃষ্টি করেন।

৭৫। মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষয়া।
আকাশং জাহাতে তস্মাৎ তস্য শব্দগুণং বিদুঃ ॥

সৃষ্টির প্রেরণায় মন (মহত্তত্ত্ব) সৃষ্টি করে, তার থেকে উৎপন্ন হয় আকাশ, তার গুণ শব্দ বলে জ্ঞাত।

৭৬। আকাশাত্তু বিকুর্বাণাৎ সর্বগন্ধবহঃ শুচিঃ।
বলবান্ জায়তে বায়ুঃ স বৈ স্পর্শগুলো মতঃ ॥

বিকৃতভাবাপন্ন আকাশ থেকে সকল গন্ধের বাহক পবিত্র বলশালী বায়ু জন্মে ; তা স্পর্শগুণ বলে স্বীকৃত।

৭৭। বাযোরপি বিকুর্বাণাদ্‌বিরোচিষ্ণু তমোনুদম্।
জ্যোতিরুৎপদ্যতে ভাস্বৎ তদ্রূপগুণমুচ্যতে ॥

বিকৃতভাবাপন্ন বায়ূ থেকে অন্য বস্তুর প্রকাশক, অন্ধকারনাশক, দীপ্তিমান্ জ্যোতি উৎপন্ন হয় ; তার গুণ রূপ বলে কথিত হয়।

৭৮। জ্যোতিষশ্চ বিকুর্বাণাদাপো রসগুণাঃ স্মৃতাঃ।
অদ্ভো গন্ধগুণা ভূমিরিত্যেষা সৃষ্টিরাদিতঃ ॥

বিকৃতভাবাপন্ন জ্যোতি থেকে (উৎপন্ন হয়) জল ; তার গুণ রস বলে জ্ঞাত। জল থেকে (উৎপন্ন হয়) গন্ধগুণবিশিষ্ট পৃথিবী। প্রথম থেকে সৃষ্টি (ক্রম) এই।

৭৯। যৎপ্রাগ্ দ্বাদশসাহস্রমুদিতং দৈবিকং যুগম্।
তদেকসপ্ততিগুণং মন্বন্তরমিহোচ্যতে ॥

পূর্বে দ্বাদশসহস্রবর্ষাত্মক যে দৈব যুগ বলা হয়েছে, তার একুশ গুণ মন্বন্তর বলে কথিত।

৮০। মন্বন্তরাণ্যসংখ্যানি সর্গঃ সংহার এব চ।
ক্রীড়ন্নিবৈতৎ কুরুতে পরমেষ্ঠী পুনঃ পুনঃ ॥

মন্বন্তর অসংখ্য, সৃষ্টি ও সংহার (অনন্ত)—ব্রহ্মা যেন ক্রীড়াচ্ছলে বারংবার এই কাজ করেন।

৮১। চতুষ্পাৎ সকলো ধর্মঃ সত্যঞ্চৈব কৃতে যুগে।
নাধর্মেণাগমঃ কশ্চিন্‌মনূষ্যান্ প্রতিবর্ততে ॥

সত্যযুগে সম্পূর্ণ ধর্ম ছিল চতুষ্পদ, সত্য ছিল, অধর্মের দ্বারা (ধন বিদ্যাদির) উপার্জন ছিল না।

৮২। ইতরেষ্বাগমাদ্ধর্মঃ পাদশস্তবরোপিতঃ।
চৌরিকানৃতমায়াভির্ধর্মশ্চাপৈতি পাদশঃ ॥

অন্য যুগগুলিতে (অধর্মের দ্বারা ধন বিদ্যাদির) আগম হেতু ধর্ম এক এক পাদ করে হীন হয়েছিল। চৌর্য, মিথ্যা ও মায়া দ্বারা ধর্ম এক এক পাদ করে হ্রাস পায়।

৮৩।　অরোগাঃ সর্বসিদ্ধার্থশ্চতুর্বর্ষশতাইয়ুষঃ।
কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ুর্হ্রসতি পাদশঃ ॥

সত্যযুগে মানুষ ছিল নীরোগ, সকল বিষয়ে সিদ্ধকাম ও চার শত বৎসর আয়ু সম্পন্ন ত্রেতাদি যুগে, এদের আয়ু একপাদ করে হ্রাস পায়।

৮৪।　বেদোক্তমায়ুর্মর্ত্যানামাশিষশ্চৈব কর্মর্ণাম্।
ফলন্ত্যনুযুগং লোকে প্রভাবশ্চ শরীরিণাম্ ॥

পৃথিবীতে (শতায়ু পুরুষ ইত্যাদি) বেদোক্ত আয়ু (কাম্য) কর্মসমূহের ফলবিষয়ক প্রার্থনা (ব্রাহ্মণাদির শাপানুগ্রহ প্রভৃতি) প্রভাব যুগানুসারে ফলে।

৮৫।　অন্যে কৃতযুগে ধর্মাস্তেতায়াং দ্বাপরেহপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ ॥

সত্যযুগে মানুষের ধর্ম একপ্রকার ; যুগের হ্রাস অনুসারে ত্রেতায় একপ্রকার, দ্বাপরে একপ্রকার ও কলিযুগে একপ্রকার।

৮৬।　তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুত্তর্দানমেকং কলৌ যুগে॥

সত্যযুগে তপস্যা শ্রেষ্ঠ, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, কলিযুগে একমাত্র দান।

৮৭।　সর্বস্যাস্য তু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহুরুপজ্জানাং পৃথক্ কমাণ্যকল্পয়ৎ ॥

সেই মহাকান্তিমান্ (দেব) এই সকল সৃষ্টির রক্ষার জন্য মুখ, বাহু, উরু ও পদ থেকে জাত (বর্ণগুলির) কর্ম পৃথক্‌ভাবে সৃষ্টি করলেন।

৮৮।　অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥

ব্রাহ্মণদের জন্য (তিনি) সৃষ্টি করলেন অধ্যাপনা, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ।

৮৯।　প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েম্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥

ক্ষত্রিয়ের (কর্ম) সংক্ষেপে লোরক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অত্যাসক্তির অভাব।

৯০।　পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।

বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ ॥

পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, সুদে অর্থ বিনিয়োগ ও কৃষি বৈশ্যের (কর্ম)।

৯১। একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥

প্রভু শূদ্রের কিন্তু একটি মাত্র কর্ম নির্দেশ করলেন ; তা হল এই সকল বর্ণের অসূয়াহীন সেবা।

৯২। ঊধ্বং নাভের্মধ্যতরঃ পুরুষঃ পরিকীর্তিতঃ।
তস্মান্মধ্যতমং ত্বস্য মুখমুক্তং স্বয়ম্ভুবা ॥

নাভির ঊর্ধ্বভাগে পুরুষ পবিত্রতর বলে কথিত, তার অপেক্ষা এর মুখ পবিত্রতম বলে ব্রহ্মা বলেছেন।

৯৩। উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জৈষ্ঠ্যাদ্ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।
সর্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ ॥

(ব্রহ্মার) উত্তমাঙ্গ বা মুখ থেকে উৎপন্ন বলে, (বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে) জ্যেষ্ঠ বলে এবং বেদ[২২] ধারণ হেতু ধর্মতঃ ব্রাহ্মণ এই সমগ্র সৃষ্টির প্রভু।

৯৪। তং হি স্বয়ম্ভুঃ স্বাদাস্যাত্তপস্তপ্ত্বাদিতোহসৃজৎ।
হব্যকব্যাভিবাহ্যায় সর্বস্যাস্য চ গুপ্তয়ে॥

ব্রহ্মা তপস্যা করে তাঁকে নিজের মুখ থেকে প্রথমে হব্য[২৩] ও কব্য[২৪] বহন করার জন্য ও এই সব কিছুর রক্ষার জন্য সৃষ্টি করলেন।

৯৫। যস্যাস্যেন সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিসম্ভূতমধিকং ততঃ ॥

যাঁর মুখ দিয়ে দেবগণ সর্বদা হব্য এবং পিতৃপুরুষগণ হব্য ভক্ষণ করেন, তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে?

৯৬। ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥

সৃষ্ট (স্থাবর জঙ্গমাদির মধ্যে) প্রাণী শ্রেষ্ঠ, প্রাণীদের মধ্যে বুদ্ধিজীবীরা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান্দের মধ্যে মানুষ এবং মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বলে কথিত।

৯৭। ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।

কৃতবুদ্ধিষু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥

ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিদ্বান্, বিদ্বান্দের মধ্যে কৃতবুদ্ধি,[২৫] কৃতবুদ্ধিগণের মধ্যে কর্তব্যপরায়ণ এবং কর্তব্যপরায়ণদের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞগণ (শ্রেষ্ঠ)।

৯৮। উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্তির্ধর্মস্য শাশ্বতী।
স হি ধর্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

ব্রাহ্মণের দেহই ধর্মের সনাতন মূর্তি। তিনি ধর্মের জন্য জাত এবং মোক্ষলাভের যোগ্য পাত্র।

৯৯। ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে ॥

জাতমাত্রেই ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে সকল লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন এবং সকল সৃষ্ট পদার্থের ধর্মসমূহ রক্ষার জন্য প্রভু হন।

১০০। সর্বং স্বং ব্রাহ্মণেস্যেদ্যং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতম্।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্বং বৈ ব্রাহ্মণোহর্হতি ॥

পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সেই সব ব্রাহ্মণের সম্পত্তি। শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য হেতু ব্রাহ্মণ এই সবই পাওয়ার যোগ্য।

১০১। স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্‌ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ।
আনৃশংস্যাদ্‌ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীরে জনাঃ ॥

ব্রাহ্মণ নিজের অন্নই ভক্ষণ করেন, নিজের বস্ত্র পরিধান করেন এবং নিজের দ্রব্য দান করেন। অন্য লোকেরা যা ভোগ করে, তা ব্রাহ্মণের দয়া হেতু করে।

১০২। তস্য কর্মবিবেকার্থং শেষাণামনুপূর্বশঃ।
স্বায়ম্ভুবো মনুর্ধীমানিদং শাস্ত্রমকল্পয়ৎ ॥

তাঁর এবং অবশিষ্ট বর্ণসমূহের আনুপূর্বিক কর্ম বিবেচনার জন্য বুদ্ধিমান স্বায়ংভুব মনু এই শাস্ত্র রচনা করেছিলেন।

১০৩। বিদুষা ব্রাহ্মণেনেদমধ্যেতব্যং প্রযত্নতঃ।
শিষ্যেভ্যশ্চ প্রবক্তব্যং সম্যঙ্‌নান্যেন কেনচিৎ॥

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের এই শাস্ত্র যত্নসহকারে পঠনীয় এবং উপযুক্ত ভাবে শিষ্যগণের নিকট ব্যাখ্যেয়, অন্য কারও নয়॥

১০৪। ইদং শাস্ত্রমধীয়ানো ব্রাহ্মণঃ শংসিতব্রতঃ।
মনোবাগ্‌দেহজৈর্নিত্যং কার্যদোষৈর্ন লিপ্যতে॥

(যম নিয়মাদির অনুষ্ঠান রূপ) ব্রতপালনকারী ব্রাহ্মণ এই শাস্ত্র পাঠ করলে কখনও কায়মনোবাক্যজনিত কার্যদোষের দ্বারা লিপ্ত হন না।

১০৫। পুনাতি পঙ্‌ক্তিং বংশ্যাংশ্চ সপ্ত সপ্ত পরাবরান্।
পৃথিবীমপি চৈবেমাং কৃৎস্নামেকোহপি সোহর্হতি॥

তিনি বংশের ঊর্ধ্বতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত পুরুষ ও পংক্তি পবিত্র করেন। তিনি একাই এই সমগ্র পৃথিবী প্রতিগ্রহের যোগ্য।

১০৬। ইদং স্বস্ত্যয়নং শ্রেষ্ঠমিদং বুদ্ধিবিবর্দ্ধনম্।
ইদং যশস্যমায়ুষ্যমিদং নিঃশ্রেয়সং পরম্ ॥

এই শাস্ত্র (অধ্যয়ন) শ্রেষ্ঠ মঙ্গলজনক কর্ম, বুদ্ধিবর্ধক, যশস্কর, আয়ুবৃদ্ধিকর ও মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ কারণ।

১০৭। অস্মিন্ ধর্মোহখিলেনোক্তা গুণদোষৌ চ কর্মণাম্।
চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারশ্চৈব শাশ্বতঃ ॥

এতে সমগ্র ধর্ম, কার্যসমুহের গুণ দোষ ও চার বর্ণের শাশ্বত আচার লিপিবদ্ধ হয়েছে।

১০৮। আচারঃ পরমো ধর্মঃ শ্রুত্যক্তঃ স্মার্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদাযুক্তো নিত্যংস্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ ॥

শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত আচার শ্রেষ্ঠ ধর্ম। অতএব আত্মজ্ঞানসম্পন্ন দ্বিজ সর্বদা আচারনিষ্ঠ হবেন।

১০৯। আচারাদ্বিচ্যুতে বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেৎ ॥

আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ বেদের ফলভোগ করেন না। কিন্তু, আচারবান্ ব্যক্তি সম্পূর্ণ ফলভাগী হন।

১১০। এবমাচারতো দৃষ্ট্বা ধর্মস্য মুনয়ো গতিম্।
সর্বস্য তপসসা মূলমাচারং জগৃহুঃ পরম্ ॥

এইরূপে মুনিগণ আচার থেকে ধর্মের গতি লক্ষ্য করে আচারকে সকল তপস্যার শ্রেষ্ঠ মূল বলে গ্রহণ করেন।

১১১- জগতশ্চ সমুৎপত্তিং সংস্কারবিধিমেব চ।

১১৮। ব্রতচর্যোপচারঞ্চ স্নানস্য চ পরং বিধিম ॥
দারাধিগমনঞ্চৈব বিবাহানাঞ্চ লক্ষণম্।
মহাযজ্ঞবিধানঞ্চ শ্রাদ্ধকল্পঞ্চ শাশ্বতম্ ॥
বৃত্তীনাং লক্ষণঞ্চৈব স্নাতকস্য ব্রতানি চ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যঞ্চ শৌচঞ্চ দ্রব্যাণাং শুদ্ধিমেব চ ॥
স্ত্রীধর্মযোগং তাপস্যং মোক্ষং সন্ন্যাসমেব চ।
রাজ্ঞশ্চ ধর্মমখিলং কার্যাণাঞ্চ বিনির্ণয়ম্॥
সাক্ষিপ্রশ্নবিধানঞ্চ ধর্মংস্ত্রীপুংসয়োরপি।
বিভাগধর্মং দ্যূতঞ্চ কণ্টকানাঞ্চ শোধনম্ ॥
বৈশ্যশূদ্রোপচারঞ্চ সঙ্কীর্ণানাঞ্চ সম্ভবম্।
আপদ্ধর্মঞ্চ বর্ণানাং প্রায়শ্চিত্তবিধিং তথা ॥
সংসারগমনঞ্চৈব ত্রিবিধং কর্মসম্ভবম্।
নিঃশ্রেয়সং কর্মণাঞ্চ গুণদোষপরীক্ষণম্ ॥
দেশধর্মান্ জাতিধর্মান্ কুলধর্মাংশ্চ শাশ্বতান্।
পাষণ্ডগণধর্মাংশ্চ শাস্ত্রেহস্মিন্নুক্তবান্ মনুঃ ॥

'পৃথিবীর উৎপত্তি, সংস্কারের নিয়ম, ব্রতাচরণ, উপচার,[২৬] স্নানের শ্রেষ্ঠ বিধি, স্ত্রীসংলোগ, বিবাহসমূহের[২৭] লক্ষণ, মহাযজ্ঞবিধি,[২৮] শাশ্বত শ্রাদ্ধবিধি, জীবিকসমূহের লক্ষণ, স্নাতকব্রত, খাদ্যাখাদ্য,[২৯] (মরণাদি অশৌচে) শুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি, স্ত্রীলোকের ধর্মোপায়, বানপ্রস্থে বিহিত কর্ম, মোক্ষোপায়, সন্ন্যাস, সমগ্র রাজধর্ম[৩০], (ঋণাদানাদি) কার্যসমূহের বিচার, সাক্ষীকে প্রশ্ন করার নিয়ম, স্ত্রীলোক ও পুরুষের পারস্পরিক ধর্ম, দায়ভাগসংক্রান্ত বিধি, দ্যূতক্রীড়া, চোরাদির অপসারণ, বৈশ্য ও শূদ্রের স্বধর্মানুষ্ঠান, সংকরবর্ণের উৎপত্তি, বর্ণসমূহের আপদ্ধর্ম, প্রায়শ্চিত্তবিধি, (উত্তম, মধ্যম, অধম ভেদে) তিনপ্রকার শুভাশুভকর্মহেতুক দেহান্তরপ্রাপ্তি, মোক্ষ, কার্যসমূহের গুণ দোষ পরীক্ষা, চিরপ্রচলিত দেশধর্ম, জাতিধর্ম, কুলধর্ম, পাষণ্ডধর্ম[৩১] ও গণধর্ম[৩২]—মনু এই শাস্ত্রে বলেছেন।

১১৯। যথেদমুক্তবান্ শাস্ত্রং পুরা পৃষ্টো মনুর্ময়া।
তথেদং য়ূয়মপ্যদ্য মৎসকাশান্নিবোধত ॥

প্রাচীনকালে আমাকর্তৃক বিজ্ঞাসিত হয়ে মনু যেভাবে এই শাস্ত্র বলেছিলেন, সেইভাবে আপনারাও আজ আমার কাছ থেকে শুনুন।

মানবধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্ত সংহিতায় প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

পাদটীকা

১ যথা অম্বষ্ঠ, করণ প্রভৃতি সংকরবর্ণ। সংকরবর্ণ হতে পারে অনুলোমজ বা প্রতিলোমজ। উচ্চবর্ণ পতির ঔরুসে, নিম্নতর বর্ণের স্ত্রীর গর্ভে জাত অনুলোমজ। বিপরীত ক্রমে জাত সন্তান প্রতিলোমজ।

২ অপ্রত্যক্ষ।

৩ কোন্ বস্তু কিরূপ তা বোঝা যেত না। লক্ষশ অর্থাৎ লিঙ্গ বা চিহ্ন; যেমন সাদা কালো, ছোট বড় ইত্যাদি।

৪ প্রলয়াবস্থায় ধ্বংসকারী (মেধাতিথি, গোবিন্দয়াজ)। প্রকৃতিপ্রেরক (কুল্লুক)। প্রকৃতিকে চালিত না করলে সৃষ্টি হয় না।

৫ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূত। আদি শব্দ দ্বারা মহৎ প্রভৃতিকে ৰোৰান হয়েছে। প্রকৃতি থেকে মহৎ এবং তার থেকে ক্রমে অহংকার, রূপাদি তন্মাত্র প্রভৃতি সৃষ্ট হয়েছে বলে একটি দার্শনিক মতবাদ আছে।

৬ মহৎ, অহংকার, পঞ্চ মহভূত—এই সাতটি পরমপুরুষ থেকে উৎপন্ন বলে পুরুষ নামে কথিত হয়।

৭ অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, তেজ, অল, পৃথিবী—এই ক্রমে পর পর ভূত পূর্ব পূর্ব ভূতের গুণসম্পন্ন হয়; যেমন আকাশের শব্দগুণ বায়ুতে থাকে।

৮ অর্থাৎ বায়ু দ্বিতীয় বলে তার গুণ দুইটি, যথা শব্দ ও স্পর্শ। তেজ তৃতীয় বলে তিন গুণের অধিকারী, যথা শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। এই ভাবে জলের চার ও পৃথিবীর পাঁচটি গুণ।

৯ যেমন ব্রাহ্মণাদি বর্ণের নাম।

১০ লৌকিক ব্যবস্থা; যেমন কুকারের ঘটনির্মাণ, তন্তুবায়ের পটনির্মাণ ইত্যাদি।

১১ শীত, গ্রীষ্ম, লাভ ক্ষতি প্রভৃতি বিরোধী ভাব প্রকাশক।

১২ যেমন, সূক্ষ্ম থেকে স্কুল, স্কুল থেকে স্থুলতর ইত্যাদি।

১৩ যথা আজাপ, সৌম্য ইত্যাদি।

১৪ আকাশে দৃষ্ট দণ্ডাকার নানাবর্ণবিশিষ্ট জ্যৌতি (কুল্লুক)।

১৫ পৃথিবীতে বা অন্তরীক্ষে অশুভসূচক ধ্বনি।

১৬ যার মূল থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক লতা জন্মে, তাকে বলে গুচ্ছ ; যেমন মল্লিকা।

১৭ যাক এক মূলে অনেক অঙ্কুর জন্মে, তার নাম গুল্ম ; যেমন ইক্ষু, শব ইত্যাদি।

১৮ তন্তুযুক্ত লতা ; যথা শশা, লাউ।

১৯ যা মাটি থেকে গাছে ওঠে তার নাম বল্লী ; যেমন গুড়ুচ্যাদি।

২০ পূর্যষ্টকযুক্ত অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম, বায়ু, অবিদ্যা এই আটটির সহিত যুক্ত।

২১ অর্থাৎ বার হাজার গুণ চতুর্যুগ।

২২ ব্রহ্ম শব্দের এক অর্থ বেদ।

২৩ দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য।

২৪ পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য।

২৫ শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানে যাদের কর্তব্যতাবুদ্ধি উৎপন্ন হয়েছে।

২৬ গুরু প্রভৃতির অভিবাদন, উপাসনা প্রভৃতি।

২৭ অষ্টপ্রকার বিবাহ।

২৮ পঞ্চ মহাযজ্ঞ ; ৩/৭০ দ্রঃ।

২৯ পঞ্চমাধ্যায় দ্রঃ।

৩০ সপ্তমাধ্যায় দ্রঃ।

৩১ বেদবিরোধী জৈনাদির ধর্ম।

৩২ বণিক্ প্রভৃতি সংঘের ধর্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্মস্তং নিবোধত ॥

সজ্জন ও দ্বেষ এবং আসক্তিরহিত বিদ্বান ব্যক্তিগণ কর্তৃক সেবিত ও সর্বদা মনে মনে মঙ্গলজনক বলে জ্ঞাত যে ধর্ম, তা জানুন।

২। কামাত্মতা ন প্রশস্ত ন চৈবেহাস্ত্যকামতা।
কাম্যোাহি বেদাধিগমঃ কর্মযোগশ্চ বৈদিকঃ ॥

কামনাপূর্বক কর্ম করা প্রশংসনীয় নয়, এই জগতে কামনাহীনতা নেই ; যেহেতু বেদজ্ঞান ও বেদবিহিত কর্ম কাম্য।

৩। সঙ্কল্পমূলঃ কামা বৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ।
ব্রতা নিয়মধর্মাশ্চ সর্বে সঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ ॥

কামের মূল সংকল্প, যত্তসমূহ সংকল্প থেকে উদ্ভূত, ব্রতসকল এবং (প্রতিষেধাত্মক অহিংসাদি) যমধর্ম এই সবই সংকল্প থেকে জাত।

৪। অকামস্য ক্রিয়া কাচিদ্দশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।
যদ্‌যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্ ॥

এ জগতে কোথাও কামনাহীন ব্যক্তির কোন ক্রিয়া দেখা যায় না। যা যা (লোকে) করে, তা কামের ক্রিয়া।

৫। তেষু সম্যগ্বর্তমানো গচ্ছত্যমলোকতাম্।
যথাসঙ্কল্পিতাংশ্চেহ সর্বান্ কামান্ সমশ্নুতে ॥

সেই (কাম্যকর্ম) সমূহে সম্যক্ রূপে প্রবৃত্ত হয়ে (মানুষ) দেবলোকে গমন করে এবং ইহলোকে ইচ্ছানুরূপ সকল কাম্যবস্তু ভোগ করে।

৬। বেদোহখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ ॥

সমগ্র বেদ, বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণের স্মৃতি ও আচরণ, সজ্জনগণের আচার এবং নিজের সন্তোষ ধর্মের মূল।

৭। যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্মো মনুনা পরিকীর্তিতঃ।
স সর্বোহভিহিতো বেদে সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ ॥

মনু কর্তৃক কারও যা কিছু ধর্ম ঘোষিত হয়েছে, তার সব বেদে উক্ত হয়েছে; সেই (বেদ) সকল জ্ঞানের আধার।

৮। সর্বন্তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্মে নিবিশেত বৈ ॥

এই সমস্ত জ্ঞাননেত্রে পর্যবেক্ষণ করে বেদপ্রমাণমূলে বিদ্বান্ স্বধর্মে নিবিষ্ট হবেন।

৯। শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্তিমিবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্॥

মানুষ শ্রুতি ও স্মৃতিতে উক্ত ধর্ম অনুষ্ঠান করে ইহলোকে যশ ও পরলোকে শ্রেষ্ঠ সুখ লাভ করে।

১০। শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্মশাস্ত্রস্তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সবার্থেস্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্মো হি নির্বভৌ ॥

শ্রুতি বেদ বলে জ্ঞেয়, ধর্মশাস্ত্র স্মৃতি। সকল বিষয়ে এই দুইটি (তর্কদ্বারা) মীমাংস্য নয়। এই দুইটি থেকে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছিল।

১১। যোহবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্ দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥

যে দ্বিজ তর্কশাস্ত্র আশ্রয় করে ঐ দুই মূলকে অবজ্ঞা করেন, তিনি নাস্তিক, বেদের নিন্দুক ; সজনগণ কর্তৃক তাঁর বহিষ্কার করণীয়।

১২। বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধাস্য লক্ষণম্॥

বেদ, স্মৃতি, সদাচার, নিজের প্রিয় কর্ম—ধর্মের এই চার প্রকার সাক্ষাৎ লক্ষণ।

১৩। অর্থকামেধসক্তানাং ধর্মজ্ঞানং বিধীয়তে।
ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ ॥

অর্থ ও কামে আসক্তিহীন ব্যক্তিগণের ধর্মজ্ঞান বিহিত। যারা ধর্ম জানতে চায়, তাদের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বেদ।

১৪। শ্রুতিদ্বৈধন্তু যত্র স্যাত্ত ধর্মাবুভৌ স্মৃতৌ।
উভাবপি হি তৌ ধর্মে সম্যগুক্তৌ মনীষিভিঃ॥

যেখানে বেদে মতভেদ হয় সেখানে দুইটি মতই ধর্ম বলে স্বীকৃত। মনীষিগণ কর্তৃক যথাযথভাবে উক্ত ঐ দুইটিই ধর্ম।

১৫। উদিতেইনুদিতে চৈব সময়াধ্যুষিতে তথা।

সর্বথা বর্ততে যজ্ঞ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥

(সূর্যের) উদয়কালে, অনুদয়কালে এবং সূর্যনক্ষত্ররহিত কালে সর্বপ্রকারে যন্ত্র প্রবর্তিত হয় ; এই হল বৈদিক শ্রুতি।

১৬। নিষেকাদিশ্মশানান্তে মন্ত্রৈর্যস্যোদিতে বিধিঃ।
তস্য শাস্ত্রেঽধিকারোঽস্মিন্ জ্ঞেয়ো নান্যস্য কস্যচিৎ॥

যার[১] গর্ভাধান থেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত বিধি মন্ত্র সহকারে উক্ত হয়েছে, এই শাস্ত্রে তার অধিকার[২] জ্ঞাতব্য, অন্য কারও নয়।

১৭। সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে ॥

সরস্বতী দৃষদ্বতী নামক দেবনদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী দেবনির্মিত দেশকে ব্রহ্মাবর্ত বলা হয়।

১৮। তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥

সেই দেশে বর্ণসমূহের ও সংকর বর্ণসকলের পরম্পরাগত যে আচার, তাকে সদাচার বলা হয়।

১৯। কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্তাদনন্তরঃ ॥

কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল ও শূরসেন—ব্রহ্মাবর্তের পরে এই হল ব্রহ্মর্ষিদেশ।

২০। এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ ॥

এই দেশে জাত ব্রাহ্মণের কাছ থেকে পৃথিবীতে সকল মানুষ নিজ নিজ চরিত্র শিখবে।

২১। হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যং প্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যস্থিত বিনশনের[৩] পূর্বে ও প্রয়াগের পশ্চিমে মধ্যদেশ বলে কথিত।

২২। আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্যোরার্যাবর্তং বিদুর্বুধাঃ ॥

পূর্বে সমুদ্র ও পশ্চিমে সমুদ্র পর্যন্ত উক্ত দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানকে পণ্ডিতগণ আর্যাবর্ত বলেন।

২৩। কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ ॥

যেখানে কৃষ্ণসার হরিণ স্বভাবতঃ বিচরণ করে, সেই দেশ যজ্ঞের উপযুক্ত বলে জ্ঞাতব্য, এর পরে ম্লেচ্ছদেশ।

২৪। এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।
শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেদ্বৃত্তিকর্শিতঃ ॥

দ্বিজগণ এই দেশগুলিকে যত্ন সহকারে আশ্রয় করবেন। বৃত্তিভ্রষ্ট শূদ্র যে কোন দেশে বাস করবে।

২৫। এষা ধর্মস্য বো যোনিঃ সমাসেন প্রকীর্তিতা।
সম্ভবশ্চাস্য সর্বস্য বর্ণধর্মান্ নিবোধত ॥

ধর্মের এই কারণ এবং এই (পরিদৃশ্যমান) সকলের উৎপত্তি সংক্ষেপে আপনাদের নিকট বলা হল। বর্ণধর্ম শুনুন।

২৬। বৈদিকৈ কর্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদিদ্বিজন্মনাম্।
কার্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেই চ ॥

পবিত্র বৈদিক কর্মসমূহদ্বারা দ্বিজগণের গলাধানাদি শরীরসংস্কার করণীয়, যা ইহলোকে (বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা) ও পরলোকে (যাগাদির ফল দ্বারা) তাদের পবিত্র করবে।

২৭। গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্মচৌড়মৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে ॥

গর্ভাধান, জাতকর্ম, চূড়াকরণ ও উপনয়ন দ্বারা বীজদোষ ও গর্ভদোষ জনিত পাপ ক্ষালিত হয়।

২৮। স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ ॥

বেদাধ্যয়ন, ব্রত, হোম, ত্রৈবিদ্যব্রত, ইজ্যা (তর্পণ), পুত্রোৎপাদন, (পঞ্চ) মহাযজ্ঞ ও (জ্যোতিষ্টোমাদি) যজ্ঞদ্বারা এই দেহ (স্থিত আত্মাকে) ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য করা হয়।

২৯। প্রাঙ্নাভিবর্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম বিধীয়তে।
মন্ত্রবৎ প্রাশনঞ্চাস্য হিরণ্যমধুসর্পির্ষাম্॥

নাভিছেদের পূর্বে পুরুষের জাতকর্ম বিহিত। মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তার সুবর্ণ, মধু ও ঘৃত ভোজন (বিহিত)।

৩০। নামধেয়ং দশম্যাস্তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ।
পুণ্যে তিথৌ মুহূর্তে বা নক্ষত্রে বা গুণান্বিতে ॥

দশম বা দ্বাদশ দিনে পবিত্র তিথিতে শুভ মুহূর্তে বা নক্ষত্রে এর নামকরণ করতে হবে।

৩১। মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্ ॥

ব্রাহ্মণের নাম শুভসূচক[৪], ক্ষত্রিয়ের বলবাচক[৫], বৈশ্যের ধনবাচক[৬], শূদ্রের নাম নিন্দাবাচক[৭] হবে।

৩২। শর্মবদ্ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতম্॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উপনাম হবে যথাক্রমে শর্ম, বর্ম, ভূতি ও দাস ; যথা (শুভশর্মা, বলবর্মা, বসুভূতি, দীনদাস ইত্যাদি।)

৩৩। স্ত্রীণাং সুখোদ্যমক্রূর বিস্পষ্টার্থং মনোহরম্।
মঙ্গল্যং দীর্ঘবর্ণান্তমাশীর্বাদাভিধানবৎ ॥

স্ত্রীলোকের নাম হবে সহজে উচ্চার্য, অনিষ্ঠুরতাবাচক, অনায়াসবোধ্য, সুন্দর, শুভসূচক, অন্তে দীর্ঘবর্ণযুক্ত এবং আশীর্বাদবোধক।[৮]

৩৪। চতুর্থে মাসি কর্তব্যং শিশোর্নিষ্ক্রমণং গৃহাৎ।
যষ্ঠেইন্নপ্রাশনং মাসি যদ্বেষ্টং মঙ্গলং কুলে ॥

চতুর্থ মাসে শিশুর গৃহ থেকে নিষ্ক্রমণ করণীয়, যষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন ; অথবা কৌলিক রীতিতে যা মঙ্গল বলে প্রচলিত (সেই মাসে নিষ্ক্রমণাদি করণীয়)।

৩৫। চূড়াকর্ম দ্বিজাতীনাং সর্বেষামেব ধর্মতঃ।
প্রথমেহব্দে তৃতীয়ে বা কর্তব্যং শ্রুতিচোদনাৎ ॥

ধর্ম অনুসারে বেদবিধিহেতু সকল দ্বিজের প্রথম বা তৃতীয় বৎসরে চূড়াকর্ম করণীয়।

৩৬। গর্ভাষ্টিমেহব্দে কুর্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাতু দ্বাদশে বিশঃ ॥

গর্ভ থেকে অষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণের উপনয়ন করণীয়। গর্ভ সময় নিয়ে একাদশ বৎসরে ক্ষত্রিয়ের ও গর্ভ থেকে দ্বাদশ বৎসরে বৈশ্যের (উপনয়ন কর্তব্য)।

৩৭। ব্রহ্মবর্চসকামস্য কার্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।

রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোইষ্টমে॥

ব্রহ্মতেজকামী ব্রাহ্মণের পঞ্চম বর্ষে, বলকামী ক্ষত্রিয়ের ষষ্ঠ বর্ষে, অর্থকামী বৈশ্যের অষ্টম বর্ষে (উপনয়ন বিধেয়)।

৩৮। অষোড়শাদ্ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ততে।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্বিংশতের্বিশঃ॥

ব্রাহ্মণের সাবিত্রী (গায়ত্রী শিক্ষা বা উপনয়নকাল) ষোল বৎসর পর্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের বাইশ বৎসর ও বৈশ্যের চব্বিশ বৎসর পর্যন্ত অতিক্রান্ত হয় না।

৩৯। অত উর্ধ্বং ত্রয়োহপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতঃ।
সাবিত্রী পতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্যবিগর্হিতাঃ॥

এর পরে যথাকালে সংস্কারপ্রাপ্ত না হয়ে এই তিন বর্ণই গায়ত্রীভ্রষ্ট হয়ে আর্যগণের নিন্দনীয় ব্রাত্য (সংজ্ঞায় অভিহিত) হয়।

৪০। নৈতৈরপূতৈর্বিধিবদাপদ্যপি হি কর্হিচিৎ।
ব্রাহ্মান্ যৌনাংশ্চস সম্বন্ধানাচরেদ্ ব্রাহ্মণঃ সহ॥

ব্রাহ্মণ কখনও বিপদকালেও অপবিত্র এই লোকদের সঙ্গে ব্রাহ্ম (বেদাধ্যাপন) ও যৌন (বিবাহ) সম্বন্ধ করবেন না।

৪১। কার্ষ্ণরৌরব-বাস্তানি চর্মাণি ব্রহ্মচারিণঃ।
বসীরন্নানুপূর্ব্যেণ শাণক্ষৌমাবিকানি চ॥

(বিভিন্ন বর্ণের) ব্রহ্মচারিগণ যথাক্রমে কৃষ্ণসার, রুরুমৃগ ও ছাগের চর্ম (উত্তরীয় রূপে) এবং শণ, ক্ষুমা ও মেষলোম নির্মিত (অধ্যেবসন) পরিধান করবেন।

৪২। মৌঞ্জী ত্রিবৃৎ সমা শ্লক্ষ্ণা কার্যা বিপ্রস্য মেখলা।
ক্ষত্রিয়স্য তু মোবী জ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী॥

ব্রাহ্মণের মেখলা হবে মুঞ্জ (তৃণ) নির্মিত, সমান গুণত্রয় সমন্বিত ও কোমল। ক্ষত্রিয়ের হবে মুর্বা (তৃণ) নির্মিত ধনুর্গুণ এবংবৈ বৈশ্যের হবে শণতন্তু নির্মিত।

৪৩। মুঞ্জালাভে তু কর্তব্যাঃ কুশাশ্মন্তকল্বজৈঃ।
ত্রিবৃতা গ্রন্থিনৈকেন ত্রিভিঃ পঞ্চভিরেব বা॥

মুঞ্জ না পেলে কুশ, অশ্বন্তক (তৃণ) বল্বজের (মেখলা করণীয়)। ত্রিগুণা মেখলা (নিজ নিজ বংশের রীতি অনুসারে) এক, তিন বা পাঁচ গ্রন্থিযুক্ত হবে।

৪৪। কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্ধ্ববৃতং ত্রিবৃৎ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকম্॥

ব্রাহ্মণের উপবীত হবে কার্পাসতুলা নির্মিত, ঊর্ধ্ববৃত[৯] ও ত্রিগুণ। ক্ষত্রিয়ের হবে শণসূত্র নির্মিত, বৈশ্যের মেষলোমসূত্রনির্মিত।

৪৫। ব্রাহ্মণো বৈল্বপালাশৌ ক্ষত্রিয়ো বাটখাদিরৌ।
পৈলবোদুম্বরৌ বৈশ্যো দণ্ডানর্হতি ধর্মতঃ॥

ধর্মানুসারে ব্রাহ্মণ বিল্ব বা পলাশ বৃক্ষের, ক্ষত্রিয় বট বা খদির বৃক্ষের, বৈশ্য পীলু অথবা উদুম্বর (ডুমুর) বৃক্ষের দণ্ড ধারণ করবেন।

৪৬। কেশান্তিকো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ কার্যঃ প্রমাণতঃ।
ললাটসম্মিতো রাজ্ঞঃ স্যাত্তু নাসান্তিকো বিশঃ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দণ্ড হবে যথাক্রমে কেশ, ললাট ও নাসিকা পর্যন্ত দীর্ঘ।

৪৭। ঋজবস্তে তু সর্বে স্যুরব্রণাঃ সৌম্যদর্শনাঃ।
অনুদ্বেগকরা নৃণাং সত্বচো নাগ্নিদূষিতাঃ॥

ঐগুলি সবই হবে ঋজু, ব্রণরহিত, সুদর্শন, মানুষের অনুদ্বেগজনক, ত্বক্‌যুক্ত ও অগ্নি দ্বারা অদূষিত।

৪৮। প্রতিগৃহ্যেপ্সিতং দণ্ডমুপস্থায় চ ভাস্করম্।
প্রদক্ষিণং পরীত্যাগ্নিং চরেদ্‌ভৈক্ষং যথাবিধি॥

অভীষ্ট দণ্ড গ্রহণপূর্বক সূর্য নমস্কার করে, অগ্নি প্রদক্ষিণ করতঃ বিধান অনুসারে ভিক্ষা করণীয়।

৪৯। ভবৎপূর্বং চরেদ্‌ভৈমুপনীতো দ্বিজোত্তমঃ।
ভবন্মধ্যন্তু রাজন্যো বৈশ্যস্তু ভবদুত্তরম্॥

উপনীত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভিক্ষাগ্রহণ কালে ভবৎ শব্দটি যথাক্রমে পূর্বে, মধ্যে ও পরে উচ্চারণ করবেন[১০]।

৫০। মাতরং বা স্বসারং বা মাতুর্বা ভগিনীং নিজাম্।
ভিক্ষেত ভিক্ষাং প্রথমং যা চৈনং নাবমানয়েৎ॥

প্রথমে মাতা, ভগ্নী বা মাতার নিজের ভগ্নী এবং যে নারী অবমাননা করবেন না, এঁদের কাছে ভিক্ষা চাইতে হবে।

৫১। সমাহৃত্য তু তদ্ভৈক্ষং যাবদন্নমমায়য়া।

নিবেদ্য গুরবেহশ্নীয়াদাচম্য প্রাঙ্মুখঃ শুচিঃ॥

সেই ভিক্ষালব্ধ অন্ন সংগ্রহ করে যতটুকুতে তৃপ্তি হতে পারে ততটুকু অকপটে গুরুকে নিবেদন করে আচমনপূর্বক পূর্বমুখে শুদ্ধ হয়ে ভক্ষণ করবেন।

৫২। আয়ুষ্যং প্রাঙ্মুখো ভুঙ্‌ক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ।
শ্রিয়ং প্রত্যঙ্মুখো ভুঙ্‌ক্তে ঋতং ভুঙ্‌ক্তে হ্যুদঙ্মুখঃ॥

পূর্বমুখে খাওয়া আয়ুবৃদ্ধিকর, দক্ষিণমুখে যশস্কর, পশ্চিমমুখে সম্পদ্‌জনক; উত্তরমুখে সত্যফললাভ হয়।

৫৩। উপস্পৃশ্য দ্বিজো নিত্যমন্নমদ্যাৎ সমাহিতঃ।
ভুক্তা চোপস্পৃশেৎ সম্যগদ্ভিঃ খানি চ সংস্পৃশেৎ॥

দ্বিজ সর্বদা আচমন করে শান্তচিত্তে অন্নভক্ষণ করবেন। আহারান্তে ভালভাবে আচমন করবেন এবং (আচমনের জল দিয়ে নাসিকাদি মস্তকস্থিত) ইন্দ্রিয়গুলি স্পর্শ করবেন।

৫৪। পূজয়েদশনং নিত্যমদ্যাচ্চৈতদকুৎসয়ন্।
দৃষ্টাহৃষ্যেৎ প্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্বশঃ॥

সর্বদা ভোজ্য বস্তুকে পূজা করবেন, অন্নের নিন্দা না করে ভক্ষণ করবেন, অন্নদর্শনে হৃষ্ট হবেন, প্রসন্ন হবেন এবং প্রতিনন্দন[১১] করবেন।

৫৫। পজিতং হ্যশনং নিত্যং বলমর্জঞ্চ যচ্ছতি।
অপুজিতন্তু তদ্ভুক্তভয়ং নাশয়েদিদম্॥

পূজিত ভক্ষ্যপদার্থ সর্বদা বল ও বীর্য দান করে। অপূজিত ভোজ্য ভুক্ত হলে এই দুটিই নষ্ট করে।

৫৬। নোচ্ছিষ্টং কস্যচিদ্দদ্যান্নাদ্যাচ্চৈব তথান্তরা।
ন চৈবাত্যশনং কুর্যান্ন চোচ্ছিষ্টঃ ক্কচিদ্‌ব্রজেৎ॥

কারও উচ্ছিষ্ট খাবে না, (দুবার ভোজনের) অন্তর্বর্তীকালে খাবে না, অতিভোজন করবে না, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় কোথাও যাবে না।

৫৭। অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনম্।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জয়েৎ॥

অতিভোজন আরোগ্যের প্রতিকুল, আয়ুনাশক ও অস্বর্গ্য (অর্থাৎ স্বর্গলাভজনক যাগাদি ক্রিয়ার প্রতিকুল), পাপজনক, লোকনিন্দিত; অতএব তা বর্জন করবে।

৫৮। ব্রাহ্মেণ বিপ্রস্তীর্থেন নিত্যকালমুপস্পৃশেৎ।
কায়ত্রৈদশিকাভ্যাং বান পিত্র্যেণ কদাচন॥

ব্রাহ্মণ সর্বদা ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা অথবা প্রজাপতিতীর্থ বা দৈবতীর্থ দ্বারা আচমন করবেন, কখনও পিতৃতীর্থ দ্বারা নয়।

৫৯। অঙ্গুষ্ঠমূলস্য তলে ব্রাহ্মং তীর্থং প্রচক্ষতে।
কায়মঙ্গুলিমুলেহগ্রে দৈবং পিত্র্যং তয়োরধঃ॥

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠমূলের তলায় ব্রাহ্মতীর্থ কথিত হয়। প্রজাপতিতীর্থ কনিষ্ঠা অঙ্গুলির মুলে, অগ্রভাগে দৈবতীর্থ, পিতৃতীর্থ (তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের) নীচে।

৬০। ত্রিরাচামেদপঃ পূর্বং দ্বিঃপ্রমৃজ্যাত্ততো মুখম্।
খানি চৈব স্পৃশেদদ্ভিরাত্মানং শির এব চ॥

প্রথমে তিনবার জলে আচমন করবেন, তারপর দুইবার মুখ মার্জনা করবেন, জল দিয়ে (মস্তকস্থ) ইন্দ্রিয়সমূহ, বক্ষস্থল ও মস্তক স্পর্শ করবেন।

৬১। অনুষ্ণাভিরফেনাভিরদ্ভিস্তীর্থেন ধর্মবিৎ।
শৌচেপ্সুঃ সর্বদাচামেদেকান্তে প্রাগুদঙ্মুখঃ॥

শুদ্ধিকামী ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি সর্বদা অনুষ্ণ ও অফেন জলে (ব্রাহ্মাদি) তীর্থ দ্বারা নিভৃতে পূর্ব বা উত্তরমুখে আচমন করবেন।

৬২। হৃদ্গাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিস্তু ভূমিপঃ।
বৈশ্যোহদ্ভিঃ প্রাশিতভিস্তু শূদ্রঃ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ॥

ব্রাহ্মণ হৃদয় পর্যন্ত গত, ক্ষত্রিয় কণ্ঠগত, বৈশ্য শুধু মুখাভ্যন্তরগত ও শূদ্র পৃষ্টমাত্র জল দ্বারা পবিত্র হয়।

৬৩। উদ্ধৃতে দক্ষিণে পাণাবুপবীত্যুচ্যতে দ্বিজঃ।
সব্যে প্রাচীন আবীতী নিবীতী কণ্ঠসজ্ঞনে॥

(কণ্ঠস্থিত যজ্ঞসূত্রের মধ্য দিয়ে) দক্ষিণবাহু উদ্ধৃত হলে দ্বিজ হন উপবীতী,[১২] বামবাহু উত্তোলিত হলে প্রাচীন আবীতী[১৩] উপবীত কণ্ঠলগ্ন হলে হয় নিবীতী।

৬৪। মেখলামজিনং দণ্ডমুপবীতং কমণ্ডলুম্।
অপ্সু প্রাস্য বিনষ্টানি গৃহ্ণীতান্যানি মন্ত্রবৎ॥

নষ্ট মেখলা, মৃগচর্ম, দণ্ড, উপবীত ও কমণ্ডলু জলে নিক্ষেপ করে মন্ত্র সহকারে অন্য মেখলাদি গ্রহণ করবেন।

৬৫। কেশান্তঃ ষোড়শে বর্ষে ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
রাজন্যবন্ধোদ্বাবিংশে বৈশ্যস্য দ্ব্যধিকে ততঃ॥

ব্রাহ্মণের কেশান্ত সংস্কার ষোল বৎসর বয়সে, ক্ষত্রিয়ের বাইশ বৎসরে এবং বৈশ্যের চব্বিশ বৎসরে করণীয়।

৬৬। অমন্ত্রিকা তু কার্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ।
সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমম্॥

এই সকল সংস্কার স্ত্রীলোকের শরীর সংস্কারের জন্য যথাকালে ও যথাক্রমে অমন্ত্রক করণীয়।

৬৭। বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহর্থোহগ্নিপরিক্রিয়া॥

স্ত্রীলোকদের বিবাহবিধি বৈদিক সংস্কার বলে কথিত, পতিসেবা গুরুগৃহে বাস এবং গৃহকর্ম তাদের (হোমরূপ) অগ্নিপরিচর্যা।

৬৮। এষ প্রোক্তো দ্বিজাতীনামৌপনায়নিকো বিধিঃ।
উৎপত্তিব্যঞ্জকঃ পুণ্যঃ কর্মযোগং নিবোধত॥

দ্বিজগণের (দ্বিতীয়) জন্মসূচক পবিত্র এই উপনয়নবিধি কথিত হল। (তাঁদের) কর্তব্যকর্ম অবগত হোন।

৬৯। উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ॥

গুরু শিষ্যকে উপনীত করে তাকে প্রথমে শুচিতা, আচার, অগ্নিকার্য ও সন্ধ্যাবন্দনা শিখাবেন।

৭০। অধ্যেষ্যমাণস্ত্বাচান্তো যথাশাস্ত্রমুদঙ্মুখঃ।
ব্রহ্মাঞ্জলিকৃতোহধ্যাপ্যো লঘুবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

অধ্যয়নকালে শিষ্য শাস্ত্রানুসারে আচমনপূর্বক উত্তরমুখ, পবিত্রবেশ, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মাঞ্জলি করে থাকবে; এই অবস্থায় তাকে অধ্যয়ন করাতে হবে।

৭১। ব্রহ্মারম্ভেহবসানে চ পাদৌ গ্রাহ্যৌ গুরোঃ সদা।
সংহত্য হস্তাবধ্যেয়ং স হি ব্রহ্মাঞ্জলিঃ স্মৃতঃ॥

বেদপাঠের আরম্ভে ও শেষে সর্বদা গুরুর পাদবন্দনা করণীয়। যুক্ত করে অধ্যয়ন করণীয়; তাই ব্রহ্মাঞ্জলি নামে কথিত।

৭২। ব্যত্যস্তপাণিনা কার্যমুপসংগ্রহণং গুরোঃ।
সব্যেন সব্যঃ স্প্রষ্টব্যো দক্ষিণেন চ দক্ষিণঃ॥

ব্যত্যস্ত[১৪] হস্তে গুরুর পাদবন্দনা করণীয়; বামহস্তে গুরুর বাম পদ ও দক্ষিণহস্তে দক্ষিণ চরণ স্পর্শ করা কর্তব্য।

৭৩। অধ্যেষ্যমাণন্তু গুরুর্নিত্যকালমতন্দ্রিতঃ।
অধীষ্ব ভো ইতি ব্রূয়াদ্বিমোহস্ত্বিতি চারমেৎ॥

যে শিষ্যকে পড়াতে হবে তাকে অনলস গুরু সব সময় 'ওহে পড়' এই বলবেন, 'বিরতি হোক' বলে বিরত হবেন।

৭৪। ব্রহ্মণঃ প্রণবং কুর্যাদাদাবন্তে চ সর্বদা।
স্রবত্যনোস্কৃতং পূর্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্যতি॥

ব্রাহ্মণ সর্বদা (বেদপাঠের) আরম্ভে ও শেষে ওঁকার উচ্চারণ করবেন। পূর্বে ওঁকারবিহীন পাঠ নষ্ট হয়, অন্তে (ওঁকারহীন) পাঠ বিশীর্ণ (বিস্মৃত) হয়।

৭৫। প্রাক্‌কুলান্ পর্যুপাসীনঃ পবিত্রৈশ্চৈব পাবিতঃ।
প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ পূতস্তত ওঙ্কারমর্হতি॥

পূর্বাগ্র কুশসমুহে উপবিষ্ট, কুশসমুহের দ্বারা পবিত্রীকৃত ও তিন প্রাণায়ামের দ্বারা বিশুদ্ধ হলে ওঁকার উচ্চারণের যোগা হওয়া যায়।

৭৬। অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ॥

অকার, উকার ও মকার এবং ভুঃ ভুবঃ স্বঃ এইগুলি প্রজাপতি তিন বেদ থেকে দোহন করেছিলেন।

৭৭। ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ।
তদিত্যৃচোহস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ॥

পরমস্থানস্থিত প্রজাপতি তিন বেদ থেকেই এই গায়ত্রীর তৎ (আদি) এই তিন পাদ[১৫] এক এক পাদ করে দোহন করেছিলেন।

৭৮। এতদক্ষমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্বিকাম্।

সন্ধ্যয়োর্বেদবিদ্বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে॥

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দুই সন্ধ্যায় (দুই সন্ধিক্ষণ প্রাতে ও সায়ংকালে) এই (ওঁ) অক্ষর ও ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতি পূর্বক (গায়ত্রী) জপ করে বেদপাঠের পুণ্যযুক্ত হন।

৭৯। সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতংত্রিকং দ্বিজঃ।
মহতোহপ্যেনসো মাসাৎ ত্বচেবাহির্বিমুচ্যতে॥

দ্বিজ (গ্রামের) বাইরে এই ত্রিপদা গায়ত্রী হাজার বার জপ করে এক মাসের মধ্যে সর্প যেমন নির্মোক থেকে তেমন মহাপাপ থেকেও মুক্ত হন।

৮০। এতয়র্চা বিসংযুক্তঃ কালে চ ক্রিয়য়া স্বয়া।
ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়-বিড্‌যোনির্গর্হণাং যাতি সাধুষু॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ঋক্ থেকে ভ্রষ্ট হলে এবং যথাকালে স্বীয় কর্তব্য না করলে সজ্জনগণের নিন্দাভাজন হন।

৮১। ওঙ্কারপূর্বিকস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োহব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখম্॥

ওঁকারপূর্বক অবিনাশী তিনটি মহাব্যাহৃতি ও ত্রিপদা গায়ত্রী বেদের মুখ বলে জ্ঞেয়।

৮২। যোহধীতেহহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ।
স ব্রহ্ম পরমভোতি বায়ুভূতঃ খমূর্তিমান্॥

যে অনলসভাবে তিন বৎসর প্রতিদিন এই গায়ত্রী পাঠ করে, সে বায়ুর ন্যায় যত্রতত্র গমন করতে পারে এবং ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়।

৮৩। একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামাঃ পরং তপঃ।
সাবিত্র্যাস্তু পরং নাস্তি মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে॥

একাক্ষরাত্মক (ওঁকার) পরমব্রহ্ম, প্রাণায়ামসমুহ শ্রেষ্ঠ তপস্যা। সাবিত্রী থেকে শ্রেয় কিছু নেই, মৌন অপেক্ষা সত্যভাষণ শ্রেয়।

৮৪। ক্ষরন্তি সর্বা বৈদিক্যো জুহোতি-যজতি-ক্রিয়াঃ।
অক্ষরং দুষ্করং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ॥

সকল বেদবিহিত হোম যাগ নষ্ট হয়, (ওঁ এই) অক্ষর কিন্তু অবিনাশী; (এই অক্ষর) লোকের অধীশ্বর ব্রহ্ম।

৮৫। বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ।
উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ॥

(দর্শপৌর্ণমাসাদি বিধিবিষয়ক) যজ্ঞ অপেক্ষা জপযজ্ঞ দশ গুণ শ্রেয়। উপাংশু[১৬] (জপ) শত গুণে শ্রেয়, মানস জপ সহস্র গুণে শ্রেয় বলে কথিত।

৮৬। যে পাকযজ্ঞাশ্চত্বারো বিধিযজ্ঞসমন্বিতাঃ।
সর্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হান্তি ষোড়শীম্॥

বিধিযজ্ঞযুক্ত যে চারটি পাকযজ্ঞ, সেই সবগুলি জপযজ্ঞের ষোলভাগের একভাগেরও যোগ্য হয় না।

৮৭। জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্যাদন্যন্ন বা কুর্যাম্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

ব্রাহ্মণ শুধু জপের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি অন্য (যাগাদি) করুন বা না করুন, মৈত্র[১৭] ব্রাহ্মণ[১৮] বলে উক্ত হন।

৮৮। ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েস্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাম্॥

বিদ্বান্ ব্যক্তি চিত্তাকর্ষক (রূপাদি) বিষয়সমূহে বিচরণকারী ইন্দ্রিয়গুলির সংযমে যত্নবান্ হবেন, যেমন সারথি অশ্বগণকে সংযত করে।

৮৯। একাদশেন্দ্রিয়াণ্যাহুর্যানি পূর্বে মনীষিণঃ।
তানি সম্যক্ প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্বশঃ॥

পূর্বে মনীষিগণ যে একাদশ ইন্দ্রিয়ের কথা বলেছেন, সেইগুলি যথাক্রমে সম্যক্‌রূপে বলব।

৯০। শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
পায়ুপস্থং হস্তপাদং বাক্ চৈব দশমী স্মৃতা॥

কর্ণ, চর্ম, চক্ষু, জিহ্বা ও পঞ্চম নাসিকা, পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পদ ও বাক্য দশম ইন্দ্রিয় বলে কথিত।

৯১। বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈষাং শ্রোত্রাদীন্যনুপূর্বশঃ।
কর্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈষাং পায়াদীনি প্রচক্ষতে॥

এদের মধ্যে কর্ণাদি পাঁচটিকে জ্ঞানেন্দ্রিয়, পায়ু প্রভৃতি পাঁচটিকে কর্মেন্দ্রিয় বলে।

৯২। একাদশং মনো জ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকম্।
যস্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌ॥

মন একাদশ ইন্দ্রিয় বলে জ্ঞেয়, নিজের গুণে এটি (জ্ঞান ও কর্ম) উভয়াত্মক, যাকে জয় করলে এই দুটি পঞ্চকগণ জিত হয়।

৯৩। ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সন্নিয়মা তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি॥

ইন্দ্রিয়সমুহের বিষয়ের প্রতি অত্যাসক্তিহেতু মানুষ দোষপ্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নেই। সেইগুলিকেই সংযত করে সে সিদ্ধি লাভ করে।

৯৪। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মের ভূয় এবাভিবর্ধতে॥

কামাবস্তুর ভোগের দ্বারা কামনা কখনও নিবৃত্ত হয় না, ঘৃতের দ্বারা অগ্নির ন্যায় আরও বর্ধিত হয়।

৯৫। যশ্চৈতান্ প্রাপ্নুয়াৎ সর্বান যশ্চৈতান্ কেবলাংস্ত্যজেৎ।
প্রাপণাৎ সর্বকামানাং পরিত্যাগো বিশিষ্যতে॥

যে এই সব (কাম্য বস্তুসমূহ) প্রাপ্ত হয়, যে এইগুলিকে ত্যাগ করে—(এই দুইয়ের মধ্যে) সকল কাম্যবস্তুর প্রাপ্তি থেকে পরিত্যাগ শ্রেয়।

৯৬। ন তথৈতানি শক্যন্তে সন্নিয়ন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ॥

বিষয়াসক্ত এই (ইন্দ্রিয়) গুলিকে সর্বদা জ্ঞানের দ্বারা যেমন সংযত করা যায়, তেমন বিষয় সেবা না করে পারা যায় না।

৯৭। বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ।
ন বিপ্রদুষ্টভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ॥

বেদাধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, নিয়ম ও তপস্যা (বিষয় সেবাহেতু) দুষ্টভাবাপন্ন ব্যক্তির এইগুলি কখনই সিদ্ধ হয় না।

৯৮। শ্রুত্বা স্পৃষ্টা চ দৃষ্টা চ ভুক্তা ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

(স্তুতি বা নিন্দা) শুনে, (সুখস্পর্শ বা দুঃখস্পর্শ বস্তু) (সুরূপ কুরূপ), (স্বাদু বিস্বাদ ভোজ্য) ও (সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ) দেখে, খেয়ে, শুঁকে যে হৃষ্ট বা বিষন্ন হয় না, সে জিতেন্দ্রিয় বলে জ্ঞেয়।

৯৯। ইন্দ্রিয়াণাস্তু সর্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।

তেনাসা ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাদাদিবোদকম্॥

সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি একটি বিষয়াসক্ত হয়, তাহলে ঐটি দিয়ে (জলপূর্ণ ছিদ্রযুক্ত) চর্মপাত্র থেকে জলের ন্যায় সেই ব্যক্তির জ্ঞান ক্ষরিত হয়।

১০০। বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনূম্॥

ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করে এবং মনকে সংযত করে, দেহকে যোগ হেতু ক্ষয় না করে, সর্ববিষয় সাধন করবে।

১০১। পূর্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ সাবিত্রীমার্কদর্শনাৎ।
পশ্চিমাস্তু সমাসীনঃ সম্যগৃক্ষবিভাবনাৎ॥

প্রাতঃসন্ধ্যায় সাবিত্রী জপ করে সূর্যদর্শন পর্যন্ত (দণ্ডায়মান হয়ে) অবস্থান করবে। সায়ংসন্ধ্যায় উপবিষ্ট হয়ে নক্ষত্রদর্শন পর্যন্ত (জপ করবে)।

১০২। পূর্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠন্নৈশমেনো ব্যপোহতি।
পশ্চিমাস্তু সমাসীনো মলং হন্তি দিবাকৃতম্॥

প্রাতঃসন্ধ্যায় জপপূর্বক দণ্ডায়মান থাকলে রাত্রির পাপ অপগত হয়। সায়ংসন্ধ্যায় উপবিষ্ট (হয়ে জপ করলে) দিনকৃত পাপ নষ্ট হয়।

১০৩। ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্বাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাম্।
স শূদ্রবদ্বহিষ্কার্যঃ সর্বস্মাদ্দিজকর্মণঃ॥

যে প্রাতঃসন্ধ্যায় দণ্ডায়মান হয় না এবং সায়ংসন্ধ্যায় উপবিষ্ট হয় না, তাকে সকল দ্বিজকর্মের থেকে শূদ্রের ন্যায় বহিষ্কার করা উচিত।

১০৪। অপাং সমীপে নিয়তো নৈত্যকং বিধিমাস্থিতঃ।
সাবিত্রীমপ্যধীয়ীত গত্বারণ্যং সমাহিতঃ॥

সংযতেন্দ্রিয় সমাহিতচিত্ত (দ্বিজ) বনগমনপূর্বক জলের কাছে নিত্যকর্ম সম্পাদন করবেন এবং গায়ত্রী পাঠ করবেন।

১০৫। বেদোপকরণে চৈব স্বাধ্যায়ে চৈব নৈত্যকে।
নানুরোধোহস্ত্যনধ্যায়ে হোমমন্ত্রেষু চৈব হি॥

অনধ্যায় দিনে বেদাঙ্গে, বেদপাঠে, নিত্যকর্মে ও হোমমন্ত্রে বাধা নেই।

১০৬। নৈত্যকে নাস্ত্যনধ্যায়ো ব্রহ্মসত্রং হি তৎ স্মৃতম্।
ব্রহ্মাহুতিহুতং পুণ্যমনধ্যায়বষট্কৃতম্॥

নিত্যকর্মে অনধ্যায় নেই, তাকে বলা হয় ব্রহ্মসত্র। বেদরূপ যে হবনীয় দ্রব্য তদ্দারা আহুত যে অধ্যয়ন, তা অনধ্যায় দিনে অনুষ্ঠিত হলেও পুণ্যজনক হয়।

১০৭। যঃ স্বাধ্যায়মধীতেহব্দং বিধিনা নিয়তঃ শুচিঃ।
তস্য নিত্যং ক্ষরত্যেষ পয়ো দধি ঘৃতংমধু॥

যে সংযত শুদ্ধ হয়ে এক বৎসর নিয়মানুসারে বেদাধ্যয়ন করে, তার জন্য এই কর্ম দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও মধু ক্ষরণ করে।

১০৮। অগ্নীন্ধনং ভৈক্ষচর্যামধঃশয্যাং গুরোর্হিতম্।
আসমাবর্তনাৎ কুর্যাৎ কৃতোপনয়নো দ্বিজঃ॥

উপনীত দ্বিজ সমাবর্তন পর্যন্ত হোমাগ্নির জন্য কাষ্ঠাহরণ, ভিক্ষাচর্যা, ভূমিশয়ন ও গুরুর হিতকর কর্ম করবেন।

১০৯। আচার্যপুত্রঃ শুশ্রূষুর্জ্জানদো ধার্মিকঃ শুচিঃ।
আপ্তঃ শক্তোহর্থদঃ সাধুঃ স্বোহধ্যাপ্যা দশ ধর্মতঃ॥

আচার্যপুত্র, শুশ্রূষাকারী, (অন্য বিষয়ে) জ্ঞানদাতা, ধার্মিক ব্যক্তি, শুদ্ধ ব্যক্তি, বান্ধব, গ্রহণ ও ধারণে সক্ষম ব্যক্তি, ধনদাতা, সজ্জন ও জ্ঞাতি এই দশজনকে ধর্মানুসারে অধ্যয়ন করান কর্তব্য।

১১০। নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ব্রূয়ান্ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ।
জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ॥

জিজ্ঞাসিত না হয়ে কাউকে কিছু বলবে না, অন্যায়ভাবে যে জিজ্ঞাসা করে তাকেও নয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জেনেও সংসারে মূকের ন্যায় আচরণ করবে।

১১১। অধর্মেণ চ যঃ প্রাহ যশ্চাধর্মেণ পৃচ্ছতি।
তয়োরন্যতরঃ প্রৈতি বিদ্বেষং বাধিগচ্ছতি॥

অন্যায়রূপে (জিজ্ঞাসিত হয়ে) যে উত্তর দেয় এবং যে অন্যায়রূপে জিজ্ঞাসা করে, এদের একজন মরে যায় বা বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয়।

১১২। ধর্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা।
তত্র বিদ্যা ন বপ্তব্যা শুভং বীজমিবোষরে॥

ধর্ম অর্থ যার (অধ্যাপনে) হয় না বা (অধ্যয়নানুরূপ) শোনার ইচ্ছা যার থাকে না, সেই শিষ্যকে বিদ্যা দান উচিত নয়, যেমন উৎকৃষ্ট বীজ অনুর্বর ক্ষেত্রে (বপন করা উচিত নয়)।

১১৩। বিদ্যয়ৈব সমং কামং মর্তব্যং ব্রহ্মবাদিনা।
আপদ্যপি হি ঘোরায়াং নত্বেনামিরিণে বপেৎ॥

বেদাধ্যাপকের বরং বিদ্যার সহিত মরে যাওয়া ভাল, তথাপি একে তিনি অপাত্রে দান করবেন না।

১১৪। বিদ্যা ব্রাহ্মণমেত্যাহ শেবধিস্তেহস্মি রক্ষ মাম্।
অসূয়কায় মাং মা দাস্তথা স্যাং বীর্যবত্তমা॥

বিদ্যা ব্রাহ্মণের কাছে এসে বলল—আমি তোমার নিধিস্বরূপ, আমাকে অসুয়াযুক্ত লোককে দান করো না, তাহলে আমি সবাপেক্ষা বীর্যবতী হব।

১১৫। যমেব তু শুচিং বিদ্যান্নিয়তব্রহ্মচারিণম্।
তস্মৈ মাং ব্রূহি বিপ্রায় নিধিপায়াপ্রমাদিনে॥

যাকেই পবিত্র, সংযত ব্রহ্মচারী বলে জানবে, সেই নিধিরক্ষক ও সাবধানী ব্রাহ্মণের নিকট আমাকে বলবে।

১১৬। ব্রহ্ম যস্তননুজ্ঞাতমধীয়ানাদবাপ্নুয়াৎ।
স ব্রহ্মস্তেয়সংযুক্তো নরকং প্রতিপদ্যতে॥

যে অনুমতি ব্যতিরেকে অধ্যয়নরত ব্যক্তির থেকে বেদ গ্রহণ করে, সেই বেদচৌর্যপরায়ণ ব্যক্তি নরকে গমন করে।

১১৭। লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব চ।
আদদীত যতো জ্ঞানং তং পূর্বমভিবাদয়েৎ॥

যার কাছ থেকে লৌকিক, বৈদিক বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করবে, তাঁকে প্রথমে অভিবাদন করবে।

১১৮। সাবিত্রীমাত্রসারোহপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ।
নায়ন্ত্রিতস্ত্রিবেদোহপি সর্বাশী সর্ববিক্রয়ী॥

যার গায়ত্রী মাত্র সার, সেই জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ বরং ভাল; অসংযত, সর্বভুক্, সর্ববিক্রয়ী ত্রিবেদজ্ঞ (ব্রাহ্মণও) ভাল নয়।

১১৯। শয্যাসনেহধ্যাচরিতে শ্রেয়সা ন সমাবিশেৎ।
শয্যাসনস্থশ্চৈবৈনং প্রত্যুত্থায়াভিবাদয়েৎ॥

(বিদ্যা বা বয়সে) মান্য ব্যক্তি যে শয্যা, আসন ব্যবহার করেন, তাতে শয়ন উপবেশন করবে না। শয্যা বা আসনে স্থিত হয়ে উক্তরূপ ব্যক্তিদর্শনে উঠে অভিবাদন করবে।

১২০। উর্ধ্বং প্রাণা হ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবির আয়তি।
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে॥

(বয়স বা বিদ্যায়) জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এলে যুবকের প্রাণ ঊর্ধ্বে বহির্গমন করে। উত্থান ও অভিবাদনের দ্বারা পুনরায় সেই প্রাণকে পাওয়া যায়।

১২১। অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি সম্প্রবর্ধন্তে আয়ুর্বিদ্যা যশো বলম্॥

যে সর্বদা বৃদ্ধের সেবা করে ও অভিবাদন করে, তার আয়ু, বিদ্যা, যশ ও বল এই চারটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

১২২। অভিবাদাৎ পরং বিপ্রো জ্যায়াংসমভিবাদয়ন।
অসৌ নামাহমস্মীতি স্বং নাম পরিকীর্তয়েৎ॥

জ্যেষ্ঠকে অভিবাদনকালে ব্রাহ্মণ অভিবাদনের পরে ‘আমার এই নাম’ এই কথা বলে নিজের নাম বলবে।

১২৩। নামধেয়স্য যে কেচিদভিবাদং ন জানতে।
তান্ প্রাজ্ঞোহহমিতি ব্রূয়াৎ স্ত্রিয়ঃ সর্বাস্তথৈব চ॥

যারা নামের ও অভিবাদনের অর্থ জানে না, বিজ্ঞ ব্যক্তি তাদের এবং সকল স্ত্রীলোককে ‘আমি অভিবাদন করি’ এই মাত্র বলবে।

১২৪। ভোঃ শব্দং কীর্তয়েদন্তে স্বস্য নাম্নোহভিবাদনে।
নাম্নাং স্বরূপভাবো হি ভোভাবঋষিভিঃ স্মৃতঃ॥

অভিবাদনে নিজের নামের শেষে ভোঃ এই শব্দ বলবে, যেহেতু ভোঃ শব্দের যে ভাব তা অভিবাদ্য নামের স্বরূপভাব বলে ঋষিরা বলেছেন।

১২৫। আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্যেতি বাচ্যো বিপ্রোহভিবাদনে।
অকারশ্চাস্য নাম্নোহন্তে বাচ্যঃ পূর্বাক্ষরঃ প্লুতঃ॥

ব্রাহ্মণ অভিবাদন করলে তাঁকে ‘আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য’ এই বলা উচিত। এই অভিবাদকের নামের শেষে অকার উচ্চারণ করতে হবে, পূর্বের অক্ষর প্লুত[১৯] হবে।

১২৬।　যো ন বেত্ত্যভিবাদস্য বিপ্রঃ প্রত্যভিবাদনম্।
নাভিবাদ্যঃ স বিদুষা যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ॥

যে ব্রাহ্মণ অভিবাদনের প্রত্যভিবাদন জানেন না, তিনি বিদ্বান্ ব্যক্তির অভিবাদ্য নন; তিনি শূদ্রতুল্য।

১২৭।　ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ম্।
বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেব চ॥

সাক্ষাৎ হলে ব্রাহ্মণকে কুশল, ক্ষত্রিয়কে অনাময়, বৈশ্যকে ক্ষেম ও শূদ্রকে আরোগ্য বলতে হবে।

১২৮।　অবাচ্যো দীক্ষিতো নাম্না যবীয়ানপি যো ভবেৎ।
ভো ভবৎ পূর্বকত্বেনমভিভাষেত ধর্মবিৎ॥

দীক্ষিত ব্যক্তি বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও তাকে নাম ধরে ডাকা উচিত নয়। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি একে প্রথমে ভবৎ বলে সম্বোধন করে সম্ভাষণ করবেন।

১২৯।　পরপত্নী তু যা স্ত্রী স্যাসম্বন্ধা চ যোনিতঃ।
তাং ব্রয়াড্ভবতীত্যেবং সুভগে ভগিনীতি চ॥

পরনারী ও যে স্ত্রীলোক পিতৃবংশীয় নয়, তাকে ভবতি, সুভগে বা ভগিনী বলে সম্বোধন করতে হয়।

১৩০।　মাতুলাংশ্চ পিতৃব্যাংশ্চ শ্বশুরানৃত্বিজো গুরূন্।
অসাবহমিতি ব্রূয়াৎ প্রত্যুত্থায় যবীয়সঃ॥

বয়ঃকনিষ্ঠ মাতুল, পিতৃব্য, শ্বশুর, পুরোহিত ও গুরুকে (দেখে) উঠে ‘আমি অমুক’ বলবে।

১৩১।　মাতৃষ্বসা মাতুলানী শ্বশ্রূরথ পিতৃষ্বসা।
সম্পূজ্যা গুরুপত্নীবৎ সমাস্তা গুরুভার্যয়া॥

মাসীমা, মামীমা, শাশুড়ী এবং পিসীমা গুরুপত্নীর ন্যায় মান্য; তাঁরা গুরুস্ত্রীর তুল্য।

১৩২।　ভ্রাতুর্ভার্যোপসংগ্রাহ্যা সবর্ণাহন্যহন্যপি।
বিপ্রোষ্য তূপসংগ্রাহ্যা জ্ঞাতিসম্বন্ধিযোষিতঃ॥

ভ্রাতার সবর্ণ পত্নীর প্রতিদিনই পাদবন্দনা করবে। প্রবাস থেকে ফিরে এসে (অর্থাৎ প্রতিদিন নয়) জ্ঞাতি ও আত্মীয় স্ত্রীলোককে প্রণাম করবে।

১৩৩।　পিতুর্ভগিন্যাং মাতুশ্চ জ্যায়স্যাঞ্চ স্বসর্যপি।
মাতৃবদ্‌বৃত্তিমাতিষ্ঠেন্মাতা তাভ্যো গরীয়সী॥

পিসীমা, মাসীমা ও জ্যেষ্ঠাভগিনীর প্রতি মাতার ন্যায় আচরণ করবে; মাতা তাঁদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

১৩৪। দশাব্দাখ্যং পৌরসখ্যং পঞ্চাব্দাখ্যং কলাভৃতাম্।
ত্র্যব্দপূর্বং শ্রোত্রিয়াণাং স্বল্পেনাপি স্বযোনিষু॥

এক নগর বা গ্রামবাসী দশ বৎসর, (গায়কাদি) শিল্পী পাঁচ বৎসর, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তিন বৎসর বয়োজ্যেষ্ঠ হলে তাদের সঙ্গে সখ্য হয়; সপিণ্ডদের মধ্যে অল্পকালের জ্যেষ্ঠ হলেই সখ্য জ্ঞেয়।[২০]

১৩৫। ব্রাহ্মণং দশবর্ষন্তু শতবর্ষন্তু ভূমিপম্।
পিতাপুত্রৌ বিজানীয়াদ্ ব্রাহ্মণস্তু তয়োঃ পিতা॥

দশ বর্ষ বয়স্ক ব্রাহ্মণ ও শত বর্ষ বয়স্ক ক্ষত্রিয়কে পিতাপুত্র বলে জানবে; তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ পিতা।

১৩৬। বিত্তং বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়ো যদ্‌যদুত্তরম্॥

অর্থ, (পিতৃব্যাদি) বন্ধু, বয়স, কর্ম এবং পঞ্চম বিদ্যা—এইগুলি মান্যতার কারণ; পর পরটি পূর্ব পূর্বটির অপেক্ষা শ্রেয়।

১৩৭। পঞ্চানাং ত্রিষু বর্ণেষু ভূয়াংসি গুণবন্তি চ।
যত্র স্যুঃ সোঽত্র মানার্হঃ শূদ্রোঽপি দশমীং গতঃ॥

তিন বর্ণের ক্ষেত্রে উক্ত পাঁচটির মধ্যে অধিক গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি সম্মানের যোগ্য; শূদ্রও দশমীদশা (অর্থাৎ নবত্যধিক বর্ষ) প্রাপ্ত হলে (ব্রাহ্মণেরও) মান্য।

১৩৮। চক্রিণো দশমীস্থস্য রোগিণো ভারিণঃ স্ত্রিয়াঃ।
স্নাতকস্য চ রাজ্ঞশ্চ পন্থা দেয়ো বরস্য চ॥

রথাদি যানারূঢ়, নবত্যধিকবয়স্ক, রোগী, ভারী, স্ত্রীলোক, স্নাতক, রাজা, (বিবাহের জন্য প্রস্থিত) বর—এদের জন্য পথ ছেড়ে দেওয়া উচিত।

১৩৯। তেষান্তু সমবেতানাং মান্যৌ স্নাতকপার্থিবৌ।
রাজস্নাতকয়োশ্চৈব স্নাতকো নৃপমানভাক্॥

উক্ত ব্যক্তিগণ একত্র মিলিত হলে স্নাতক ও রাজা माননীয় হবেন; রাজা ও স্নাতকের মধ্যে স্নাতক রাজার মান্য।

১৪০। উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্যং প্রচক্ষতে॥

যে দ্বিজ শিষ্যকে উপনীত করে কল্প[২১] ও রহস্য[২২] সহ বেদ অধ্যয়ন করান, তাঁকে আচার্য বলা হয়।

১৪১। একদেশন্তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ।
যোহধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে॥

যিনি জীবিকার জন্য বেদের অংশমাত্র বা বেদাঙ্গ অধ্যাপন করেন, তিনি উপাধ্যায় বলে কথিত হন।

১৪২। নিষেকাদীনি কর্মাণি যঃ করোতি যথাবিধি।
সম্ভাবয়তি চান্নেন স বিপ্রো গুরুরুচ্যতে॥

যিনি নিয়মানুসারে গর্ভাধানাদি কর্ম করেন এবং অন্ন দ্বারা প্রতিপালন করেন, সেই ব্রাহ্মণ গুরু বলে কথিত হন।

১৪৩। অগ্ন্যাধেয়ং পাকযজ্ঞানগ্নিষ্টোমাদিকান্ মখান্।
যঃ করোতি বৃতো যস্য স তস্যর্ত্বিগিহোচ্যতে॥

যিনি বৃত হয়ে যার জন্য অগ্ন্যাধান[২৩], পাকযজ্ঞ[২৪] ও অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ করেন, তিনি তার ঋত্বিক্ বলে এই শাস্ত্রে কথিত হন।

১৪৪। য আবৃণোত্যবিতথং ব্রহ্মণা শ্রবণাবুভৌ।
স মাতা স পিতা জ্ঞেয়স্তং ন দ্রুহ্যেৎ কদাচন॥

যিনি যথার্থভাবে বেদ দ্বারা উভয় কর্ণ আচ্ছাদিত করেন, তিনি মাতা ও পিতা বলে জ্ঞেয়; কখনও (অর্থাৎ বেদ অধিগত হলেও) তাঁর অপকার করবে না।

১৪৫। উপাধ্যায়ান্ দশাচার্য আচার্যাণাং শতং পিতা।
সহস্রন্তু পিতৃন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে॥

আচার্য দশ উপাধ্যায়কে, পিতা একশত আচার্যকে ও মাতা এক সহস্র পিতাকে গৌরবে অতিক্রম করেন।

১৪৬। উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্॥

জনক ও বেদাধ্যাপক এই দুইজনের মধ্যে বেদদাতা পিতা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের বেশিক্ষার্থ জন্ম (অর্থাৎ উপনয়নজনিত সংস্কার) পরলোকে ও ইহলোকে শাশ্বত হয়।

১৪৭। কামান্মাতা পিতা চৈনং যদুৎপাদয়তো মিথঃ।
সম্ভূতিং তস্য তাং বিদ্যাদ্‌যদ্‌যোনাবভিজায়তে॥

কামহেতু মাতা পিতা একত্র এর যে জন্ম দেন, তাকে তার সম্ভূতি[২৫] বলে জানবে; যেহেতু যোনিতে সে জন্মে।

১৪৮। আচার্যস্ত্বস্য যাং জাতিং বিধিবদ্বেদপারগঃ।
উৎপাদয়তি সাবিত্র্যা সা সত্যা সাজরামরা॥

বেদজ্ঞ আচার্য তার যে জন্ম গায়ত্রী দ্বারা যথাবিধি দেন, সেই জন্ম সত্য, অজর, অমর।

১৪৯। অল্পং বা বহু বা যস্য শ্রুতস্যোপকরোতি যঃ।
তমপীহ গুরুং বিদ্যাচ্ছ্রুতোপক্রিয়য়া তয়া॥

যিনি অল্প বা বহুল পরিমাণে (শিষ্যের) বেদজ্ঞান লাভে উপকার করেন, বেদবিদ্যার সেই উপকারহেতু তাঁকেও গুরু বলে জানবে।

১৫০। ব্রাহ্মস্য জন্মনঃ কর্তা স্বধর্মস্য চ শাসিতা।
বালোহপি বিপ্রো বৃদ্ধস্য পিতা ভবতি ধর্মতঃ॥

বেদজ্ঞানদাতা ও স্বধর্মশিক্ষক ব্রাহ্মণ বালক হলেও তিনি ধর্ম অনুসারে বৃদ্ধের পিতা হন।

১৫১। অধ্যাপয়ামাস পিতৃন্ শিশুরাঙ্গিরসঃ কবিঃ।
পুত্রকা ইতি হোবাচ জ্ঞানেন পরিগৃহ্য তান্॥

শিশু আঙ্গিরস কবি পিতৃগণকে অধ্যয়ন করিয়েছিলেন। তাঁদের জ্ঞান দিয়ে তিনি পুত্র বলে সম্বোধন করেছিলেন।

১৫২। তে তমর্থমপৃচ্ছন্ত দেবাগতমন্যবঃ।
দেবাশ্চৈতান্ সমেত্যোচুর্ন্যায্যং বঃ শিশুরুক্তবান্॥

তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে সেই বিষয় দেবগণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন; দেবগণ সম্মিলিত হয়ে বলেছিলেন—শিশু তোমাদের ঠিকই বলেছে।

১৫৩। অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ।
অজ্ঞং হি বালমিত্যাহুঃ পিতত্যেব তু মন্ত্রদম্॥

অজ্ঞ (বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও) বালক (বলে পরিচিত) হয়, মন্ত্র বা বেদদাতা (কনিষ্ঠ হলেও) পিতা হন। অজ্ঞ ব্যক্তিকে বলে বালক, বেদদাতাকে বলে পিতা।

১৫৪। ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্মং যোহনূচানঃ স নো মহান্॥

বৎসর, পক্ককেশ, ধন ও বন্ধুত্বহেতু (মহত্ত্ব হয় না)। মুনিগণ এই ধর্ম করেছেন যে, যিনি অনূচান[২৬] তিনি মহান্।

১৫৫। বিপ্রাণাং জ্ঞানহেতু জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণাস্তু বীর্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ॥

ব্রাহ্মণদের জ্ঞানহেতু, ক্ষত্রিয়দের বীরত্বহেতু, বৈশ্যদের ধান্য ও ধনহেতু ও শূদ্রদের জন্মহেতু জ্যেষ্ঠত্ব হয়।

১৫৬। ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥

যেহেতু মস্তক শুভ্র সেই হেতু বৃদ্ধ হয় না। যে যুবক হয়েও বেদাধ্যয়ন করে, তাকে দেবগণ স্থবির বলেন।

১৫৭। যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥

কাঠের হাতী, চামড়ার হরিণ ও বেদাধ্যয়নহীন ব্রাহ্মণ নামমাত্র ধারণ করে।

১৫৮। যথা ষণ্ডোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌর্গবি চাফলা।
যথা চাজ্ঞেঽফলং দানং তথা বিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ॥

ক্লীব যেমন স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষ্ফল, স্ত্রী গাভী স্ত্রী গাভীর পক্ষে নিষ্ফল, মুর্খে দান বিফল, তেমনই অবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিষ্ফল।

১৫৯। অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্যং শ্রেয়োঽনুশাসনম্।
বাক চৈব মধুরা শ্লক্ষ্ণা প্রযোজ্যা ধর্মমিচ্ছতা॥

অহিংসা[২৭] দ্বারাই শিষ্যদের শাসন শ্রেয়, ধর্মকামী ব্যক্তি (অধ্যাপক) কর্তৃক মিষ্ট কোমল বাক্য প্রযোজ্য।

১৬০। যস্য বাঙ্মনসী শুদ্ধে সম্যগ্গুপ্তে চ সর্বদা।
স বৈ সর্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলম্॥

যার বাক্য মন শুদ্ধ, সর্বদা (নিষিদ্ধ বিষয় থেকে) সুরক্ষিত, সে বেদান্ত প্রতিপাদিত (সর্বজ্ঞত্ব সর্বেশ্বরত্বাদি) ফল লাভ করে।

১৬১। নারুন্তুদঃ স্যাদার্তোঽপি ন পরদ্রোহকর্মধী।

যয়াস্যোদ্বিজতে বাচা নালোক্যাং তামুদীরয়েৎ॥

পীড়িত হলেও কারও মর্মপীড়াকর হবে না, অপরের অহিতকর কর্ম বা চিন্তা করবে না, যে কথায় লোক ব্যথিত হয়, স্বর্গলাভের বিরোধী তেমন কথা বলবে না।

১৬২। সম্মানাদ্‌ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্বদা॥

ব্রাহ্মণ সর্বদা সম্মানকে বিষের ন্যায় মনে করবেন, অমৃতের ন্যায় মনে করে সর্বদা অপমান আকাঙ্ক্ষা করবেন.[২৮]

১৬৩। সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে।
সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি॥

অপমানিত ব্যক্তি সুখে শয়ন করে, সুখে জাগ্রত হয়, এই সংসারে সুখে বিচরণ করে; অপমানকারী বিনষ্ট হয়।

১৬৪। অনেন ক্রমযোগেন সংস্কৃতাত্মা দ্বিজঃ শনৈঃ।
গুরৌ বসন্ সঞ্চিনুয়াদ্‌ব্রহ্মাধিগমিকং তপঃ॥

এইভাবে ধীরে ধীরে সংস্কৃতচিত্ত দ্বিজ গুরুগৃহে বাস করে ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য তপস্যা করবেন।

১৬৫। তপোবিশেষৈর্বিবিধৈর্ব্রতৈশ্চ বিধিচোদিতৈঃ।
বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা॥

দ্বিজ বিশেষ তপস্যা ও বিবিধ বৈধ ব্রত দ্বারা উপনিষদ্ সহ সমগ্র বেদ অধিগত করবেন।

১৬৬। বেদমেব সদাভ্যস্যেত্তপস্তপ্স্যন দ্বিজোত্তমঃ।
বেদাভ্যাসো হি বিপ্রস্য তপঃ পরমিহোচ্যতে॥

ব্রাহ্মণ তপস্যা করতে অভিলাষী হয়ে বেদই অভ্যাস করবেন; কারণ ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদাভ্যাস এ জগতে শ্রেষ্ঠ তপস্যা বলে কথিত হয়।

১৬৭। আ হৈব স নখাগ্রেভ্যঃ পরমং তপ্যতে তপঃ।
যঃ স্রগ্ব্যপি দ্বিজোঽধীতে স্বাধ্যায়ং শক্তিতোঽন্বহম্॥

একথা ধ্রুব সত্য যে, যে দ্বিজ (ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিষিদ্ধ) মালা ধারণ করেও যথাশক্তি প্রত্যহ বেদাধ্যয়ন করেন, তিনি নখাগ্র থেকে (সর্বদেহব্যাপক) শ্রেষ্ঠ তপস্যা করেন।

১৬৮। যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।

স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

যে দ্বিজ বেদ পাঠ না করে অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করেন, তিনি শীঘ্র জীবদ্দশায়ই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

১৬৯। মাতুরগ্রেহধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥

বেদের বিধানানুসারে দ্বিজের প্রথমে মাতার থেকে জন্ম হয়, দ্বিতীয় (জন্ম) হয় মুঞ্জনির্মিত মেখলা ধারণে (অর্থাৎ উপনয়নে), তৃতীয় (জন্ম) হয় যজ্ঞদীক্ষায়।

১৭০। তত্র যদ্ব্রহ্মজন্মাস্য মৌঞ্জীবন্ধনচিহ্নিতম্।
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য উচ্যতে॥

তার মধ্যে মৌঞ্জীবন্ধনসূচিত এর যে বেদজন্ম, তাতে তার মাতা গায়ত্রী, পিতা আচার্য বলে কথিত।

১৭১। বেদপ্রদানাদাচার্যং পিতরং পরিচক্ষতে।
ন হ্যস্মিন্ যুজ্যতে কর্ম কিঞ্চিদামৌঞ্জিবন্ধনাৎ॥

বেদদান হেতু আচার্যকে বলা হয় পিতা; কারণ, মৌঞ্জীবন্ধনের পূর্বে (বালকের শ্রৌত স্মার্ত কোন) কার্যে অধিকার থাকে না।

১৭২। নাভিব্যাহারয়েদ্ ব্রহ্ম স্বধানিনয়নাদৃতে।
শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্যাবদ্বেদে ন জায়তে॥

(উপনয়নের পূর্বে) শ্রাদ্ধ ব্যতীত অন্যত্র বেদপাঠ করবে না; বেদপাঠে অধিকার না হওয়া পর্যন্ত (বর্ণত্রয়) শূদ্রতুল্য থাকে।

১৭৩। কৃতোপনয়নস্যাস্য ব্রতাদেশনমিষ্যতে।
ব্রহ্মণো গ্রহণঞ্চৈব ক্রমেণ বিধিপূর্বকম্॥

উপনীত বালককে (দিবানিদ্রা করো না, সমিধ্ আহরণ কর ইত্যাদি) ব্রতপালনের আদেশ দান কর্তব্য। ক্রমে যথাবিধি বেদ গ্রহণ করণীয়।

১৭৪। যদ্‌যস্য বিহিতং চর্ম যৎ সূত্রং যা চ মেখলা।
যো দণ্ডো যচ্চ বসনং তত্তদস্য ব্রতেস্বপি॥

যার জন্য যে চর্ম, সূত্র, মেখলা, দণ্ড ও বস্ত্র বিহিত হয়েছে, তা তার (গোদানাদি) ব্রতেও (নূতন নূতন) করণীয়।

১৭৫। সেবেতেমাংস্তু নিয়মান্ ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্।
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥

ব্রহ্মচারী নিজের তপস্যার বৃদ্ধির জন্য গুরুগৃহে বাস করে ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করে এই নিয়মগুলি পালন করবেন।

১৭৬। নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ কুর্যাদ্দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্।
দেবতাভ্যর্চনঞ্চৈব সমিদাধানমেব চ॥

প্রতিদিন স্নানপূর্বক শুদ্ধ হয়ে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ, দেবপূজা ও সমিধস্থাপন (হোম) করণীয়।

১৭৭। বর্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনম্॥

মধু, মাংস, গন্ধদ্রব্য, মালা, রস, স্ত্রীলোক, শুক্ত[২৯] দ্রব্য ও প্রাণিহিংসা বর্জন করবে।

১৭৮- অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্রধারণম্।

১৭৯। কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্তনং গীতবাদনম্॥
দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরীবাদং তথানৃতম্।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ॥

অভ্যঙ্গ (তৈলাদি দিয়ে মাথা ও দেহমর্দন), চোখে কাজল, জুতো ও ছাতা ব্যবহার, কাম, ক্রোধ, লোভ, নৃত্য, গীত, বাদ্য, জুয়াখেলা, লোকের সঙ্গে নিরর্থক কলহ, পরনিন্দা, মিথ্যাভাষণ, স্ত্রীলোকদর্শন ও আলিংগন ও পরের অপকার (বর্জনীয়)।

১৮০। একঃ শয়ীত সর্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥

সকল স্থানে একা শয়ন করবে, কখনও রেতঃস্খলন করবে না। কামবশে রেতঃস্খলন করলে নিজের ব্রত নষ্ট করা হয়।

১৮১। স্বপ্নে সিক্ত্বা ব্রহ্মচারী দ্বিজঃ শুক্রমকামতঃ।
স্নাত্বার্কমর্চয়িত্বা ত্রিঃ পুনর্মামিত্যৃচং জপেৎ॥

ব্রহ্মচারী দ্বিজ ঘুমে অনিচ্ছাক্রমে শুক্রত্যাগ করলে স্নান করে সুর্য প্রণামপুর্বক তিনবার পুনর্মাম্ এই ঋক্ জপ করবে।

১৮২। উদকুম্ভং সুমনসো গোশকৃন্মৃত্তিকাকুশান্।
আহরেদ্যাবদর্থানি ভৈক্ষঞ্চাহরহশ্চরেৎ॥

জলকুম্ভ, ফুল, গোময়, মাটি ও কুশ (যতগুলি আচার্যের প্রয়োজন ততগুলি) আহরণ করবে। প্রতিদিন ভিক্ষা করবে।

১৮৩। বেদযজ্ঞৈরহীনানাং প্রশস্তানাং স্বকর্মসু।
ব্রহ্মচার্যাহরেদ্ভৈক্ষং গৃহেভ্যঃ প্রযতোঽন্বহম্॥

ব্রহ্মচারী পবিত্র হয়ে, যারা বৈদিক যজ্ঞ করে এবং নিজ কর্তব্য সম্পাদনে রত তাদের গৃহ থেকে প্রতিদিন ভিক্ষা আহরণ করবে।

১৮৪। গুরোঃ কুলে ন ভিক্ষেত ন জ্ঞাতিকুলবন্ধুষু।
অলাভে ত্বন্যগেহানাং পূর্বং পূর্বং বিবর্জয়েৎ॥

গুরুর বংশে, জ্ঞাতি ও মাতুলাদির গৃহে ভিক্ষা করবে না। অন্য গৃহ না পাওয়া গেলে পূর্ব পূর্ব গৃহ বর্জন করবে (অর্থাৎ প্রথমে মাতুলাদির গৃহে, সেখানে না পেলে জ্ঞাতিকুলে, সেখানে না পেলে গুরুর বংশে)।

১৮৫। সর্বং বাপি চরেদ্গ্রামং পূর্বোক্তানামসম্ভবে।
নিয়ম্য প্রযতো বাচমভিশস্তাংস্তু বর্জয়েৎ॥

পূর্বোক্ত গৃহগুলির অভাবে গ্রামের সকল বাড়ীতেই মৌনী ও পবিত্র হয়ে ভিক্ষা করবে, মহাপাতকাদি পাপগ্রস্ত লোকদের বর্জন করবে।

১৮৬। দূরাদাহৃত্য সমিধঃ সন্নিদধ্যাদ্বিহায়সি।
সায়ং প্রাতশ্চ জুহুয়াৎ তাভিরগ্নিমতন্দ্রিতঃ॥

দূর থেকে যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণ করে আকাশে (খোলা জায়গায়?) রাখবে। সন্ধ্যা ও সকালে ঐগুলি দিয়ে অনলসভাবে অগ্নিতে হোম করবে।

১৮৭। অকৃত্বা ভৈক্ষচরণমসমিধ্য চ পাবকম্।
অনাতুরঃ সপ্তরাত্রমবকীর্ণিব্রতং চরেৎ॥

নীরোগ অবস্থায় ভিক্ষা না করে ও আগুনে হোম না করে সাত রাত্রি অবকীর্ণি[৩০] ব্রত করবে।

১৮৮। ভৈক্ষেণ বর্তয়েন্নিত্যং নৈকান্নাদী ভবেদ্ব্রতী।
ভৈক্ষেণ ব্রতিনো বৃত্তিরুপবাসসমা স্মৃতা॥

ব্রহ্মচারী প্রত্যহ ভিক্ষালব্ধ অন্নদ্বারা জীবন ধারণ করবে, এক জনের অন্ন ভোজন করবে না (বহু লোকের গৃহ থেকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করবে)। ভিক্ষাদ্বারা জীবনধারণ উপবাসতুল্য।

১৮৯। ব্রতবদ্দেবদৈবত্যে পিত্র্যে কর্মণ্যথর্ষিবৎ।
কামমভ্যর্থিতোহশ্নীয়াদ্ব্রতমস্য ন লুপ্যতে॥

ব্রহ্মচারী দেবতা বা পিতৃ-উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধকর্তা কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে ইচ্ছামত একজনের অন্নও খেতে পারে, এতে তার ব্রতলোপ হবে না।

১৯০। ব্রাহ্মণস্যৈব কর্মৈতদুপদিষ্টং মনীষিভিঃ।
রাজন্যবৈশ্যয়োস্ত্বেবং নৈতৎ কর্ম বিধীয়তে॥

মনীষিগণ কর্তৃক ব্রাহ্মণের জন্যই এই কর্ম উপদিষ্ট হয়েছে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে এই কর্ম বিহিত নয়।

১৯১। চোদিতো গুরুণা নিত্যমপ্রচোদিত এব বা।
কুর্যাদধ্যয়নে যত্নমাচার্যস্য হিতেষু চ॥

গুরুকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে বা না হয়ে প্রত্যহ অধ্যয়ন ও আচার্যের হিতকর কার্যে যত্নবান্ হতে হবে।

১৯২। শরীরঞ্চৈব বাচঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়মনাংসি চ।
নিয়ম্য প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠেদীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্।

গুরুর মুখের দিকে চেয়ে শরীর, বাক্য, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও মন সংযত করে কৃতাঞ্জলি হয়ে দণ্ডায়মান থাকবে।

১৯৩। নিত্যমুদ্ধৃতপাণিঃ স্যাৎ সাধ্বাচারঃ সুসংযতঃ।
আস্যতামিতি চোক্তঃ সন্নাসীতাভিমুখং গুরোঃ॥

প্রত্যহ শিষ্য (উত্তরীয় থেকে দক্ষিণ) বাহু বহিস্কৃত করবে এবং সদাচারপরায়ণ ও সুষ্ঠুরূপে সংযত হয়ে 'উপবেশন কর'এই বলে গুরু কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে গুরুর অভিমুখে বসবে।

১৯৪। হীনান্নবস্ত্রবেষঃ স্যাৎ সর্বদা গুরুসন্নিধৌ।
উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমঞ্চাস্য চরমঞ্চৈব সংবিশেৎ॥

গুরুর নিকট সর্বদা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট বস্ত্র ও বেশ ধারণ করবে। গুরুর আগে উঠবে, পরে শয়ন করবে।

১৯৫। প্রতিশ্রবণসম্ভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ।

নাসীনো ন চ ভুঞ্জানো ন তিষ্ঠন্ ন পরাঙ্মুখঃ॥

শোয়া অবস্থায়, উপবিষ্ট হয়ে, খেতে খেতে, দণ্ডায়মান বা বিপরীতমুখ হয়ে (গুরুর আদেশ) শ্রবণ বা তাঁকে সম্ভাষণ করবে না।

১৯৬। আসীনস্য স্থিতঃ কুর্যাদভিগচ্ছংস্তু তিষ্ঠতঃ।
প্রত্যুদ্গম্য ত্বাব্রজতঃ পশ্চাদ্ধাবংস্তু ধাবতঃ॥

(গুরু) আসনে উপবিষ্ট হয়ে আদেশ করলে শিষ্য আসন থেকে উঠে, (তিনি) দণ্ডায়মান হয়ে আজ্ঞা দিলে শিষ্য তাঁর অভিমুখে কয়েক পদ গমন করে, (গুরু) আগমন করতে করতে অনুমতি দিলে শিষ্য তাঁর অভিমুখে গিয়ে, গুরু বেগে গমন করতে করতে অনুমতি দিলে শিষ্য তাঁর পশ্চাৎ ধাবিত হয়ে আদেশ গ্রহণ ও তাঁকে সংভাষণ করবে।

১৯৭। পরাঙ্মুখস্যাভিমুখো দূরস্থস্যেত্য চান্তিকম্।
প্রণম্য তু শয়ানস্য নিদেশে চৈব তিষ্ঠতঃ॥

(গুরু) বিপরীতমুখ হয়ে আদেশ করলে শিষ্য সম্মুখীন হয়ে, গুরু দূরস্থ হয়ে অনুমতি করলে শিষ্য সমীপস্থ হয়ে, গুরু শুয়ে আদেশ করলে শিষ্য প্রণামপূর্বক গ্রহণ করে এবং গুরুর নিকট অবস্থানপূর্বক তিনি অনুমতি করলে শিষ্য অবনতভাবে প্রতিশ্রবণ ও সম্ভাষণ করবে।

১৯৮। নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্বদা গুরুসন্নিধৌ।
গুরোস্তু চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ॥

গুরুর কাছে সর্বদা তদপেক্ষা নিম্ন শয্যা ও আসন (শিষ্য) ব্যবহার করবে। গুরুর দৃষ্টিপথে শিষ্য যথেচ্ছভাবে বসবে না।

১৯৯। নোদাহরেদস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলম্।
ন চৈবাস্যানুকুর্বীত গতিভাষিতচেষ্টিতম্॥

শিষ্য গুরুর অগোচরেও তাঁর (উপপদ শূন্য) নাম উচ্চারণ করবে না এবং তাঁর গতিভঙ্গী বা কথার অনুকরণ করবে না।

২০০। গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ॥

যেখানে গুরুর পরিবাদ (যে দোষ আছে তা বলা) ও নিন্দা (অবিদ্যমান দোষকথন) হয় সেখানে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনীয় অথবা সেখান থেকে অন্যত্র চলে যাওয়া কর্তব্য।

২০১। পরীবাদাৎ খরো ভবতি শ্বা বৈ ভবতি নিন্দকঃ।

পরিভোক্তা কৃমির্ভবতি কীটো ভবতি মৎসরী॥

(গুরুর) পরিবাদ হেতু (শিষ্য) হয় গাধা, গুরুনিন্দুক হয় কুকুর। পরিভোক্তা (অর্থাৎ অন্যায়রূপে গুরুর ধন দ্বারা যে জীবিকানির্বাহ করে) কৃমি হয়, গুরুমৎসরী (অর্থাৎ যে গুরুর প্রশংসা সইতে পারে না) হয় কীট।

২০২। দূরস্থো নার্চয়েদেনং ক্রুদ্ধো নান্তিকে স্ত্রিয়াঃ।
যানাসনস্থশ্চৈবৈনমবরুহ্যাভিবাদয়েৎ॥

দূর থেকে, ক্রুদ্ধ হয়ে বা স্ত্রীলোকের সমীপে গুরুত্ব অর্চনা করবে না। যানারূঢ় বা আসনে উপবিষ্ট থাকলে নেমে তাঁকে অভিবাদন করবে।

২০৩। প্রতিবাতেঽনুবাতে চ নাসীত গুরুণা সহ।
অসংশ্রবে চৈব গুরোর্নকিঞ্চিদপি কীর্তয়েৎ॥

প্রতিবাতে[৩১] ও অনুবাতে[৩২] গুরুর সঙ্গে বসবে না। যেখানে থাকলে গুরু কিছু শুনতে পান না, সেখানে গুরুর সম্বন্ধে বা অন্য কিছু বলবে না।

২০৪। গোঽশ্বোষ্ট্রযানপ্রাসাদ-প্রস্তরেষু কটেষু চ।
আসীত গুরুণা সার্ধং শিলা-ফলক-নৌষু চ॥

গরুর, ঘোড়ার বা উটের গাড়ীতে, প্রাসাদের উপরে, দীর্ঘ আসনে, মাদুরে, পাথরে এবং নৌকায় গুরুর সঙ্গে বসবে।

২০৫। গুরোর্গুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্‌বৃত্তিমাচরেৎ।
ন চানিসৃষ্টো গুরুণা স্বান্ গুরূনভিবাদয়েৎ॥

গুরুর গুরু উপস্থিত হলে তাঁর প্রতি গুরুর ন্যায় আচরণ কর্তব্য। গুরুর বিনা অনুমতিতে নিজের (পিতা, মাতাদি) গুরুজনদের অভিবাদন করবে না।

২০৬। বিদ্যাগুরুষ্বেতদেব নিত্যা বৃত্তিঃ স্বযোনিষু।
প্রতিষেধৎসু চাধর্মান্ হিতঞ্চোপদিশৎস্বপি॥

বিদ্যাদাতা গুরু, পিতৃব্যাদি, অধর্মাচরণের নিষেধকারী ও ধর্মাচরণের উপদেষ্টার প্রতি এই আচরণই সর্বদা (বিহিত)।

২০৭। শ্রেয়ঃসু গুরুবদ্‌বৃত্তিং নিত্যমেব সমাচরেৎ।
গুরুপুত্রেষু চার্যেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু॥

নিজ অপেক্ষা বিদ্যা ও তপস্যায় শ্রেষ্ঠ মহান্ ব্যক্তি, গুরুপুত্রও গু গুরুর পিতৃব্যাদির প্রতি গুরুর ন্যায় আচরণ করণীয়।

২০৮। বালঃ সমানজন্মা বা শিষ্যো বা যজ্ঞকর্মণি।
অধ্যাপয়ন্ গুরুসুতোগু রুবন্মানমর্হতি॥

বয়ঃকনিষ্ঠ, সমবয়স্ক বা শিষ্যই হোক গুরুপুত্র বেদাধ্যাপনক্ষম হলে তিনি যদি যজ্ঞকার্যে সমাগত হন, তাহলে তিনি গুরুর ন্যায় সম্মানের যোগ্য হন।

২০৯। উৎসাদনঞ্চ গাত্রাণাং স্নাপনোচ্ছিষ্টভোজনে।
ন কুর্যাদ্গুরুপুত্রস্য পাদয়োশ্চাবনেজনম্॥

গুরুপুত্রের গাত্রে বিলেপন, তাঁকে স্নান করানো, তাঁর উচ্ছিষ্ট ভোজন ও পাদপ্রক্ষালন শিষ্য করবে না।

২১০। গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাঃ স্যুঃ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সম্পূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ॥

গুরুর সবর্ণা পত্নীগণ গুরুর ন্যায় পূজনীয়া। তাঁর অসবর্ণ ভাযাগণ (শুধু) প্রত্যুত্থান ও (পাদস্পর্শবিহীন) অভিবাদন দ্বারা পূজনীয়া।

২১১। অভ্যঞ্জনং স্নাপনঞ্চ গাত্রোৎসাদনমেব চ।
গুরুপত্ন্যা ন কার্যাণি কএশানাঞ্চ প্রসাধনম্॥

গুরুপত্নীর অঙ্গে তৈলমর্দন, তাঁকে স্নান করানো, তাঁর গাত্রবিলেপন ও কেশ প্রসাধন শিষ্যের করণীয় নয়।

২১২। গুরুপত্নী তু যুবতির্নভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।
পূর্ণবিংশতিবর্ষেণ গুণদোষৌ বিজানতা॥

পূর্ণবিংশতিবর্ষবয়স্ক গুণদোষজ্ঞ শিষ্য যুবতী গুরুপত্নীর পাদস্পর্শ করে অভিবাদন করবে না।

২১৩। স্বভাব এষ নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্।
অতোহর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ॥

নারীদের স্বভাবই হল পুরুষদের দূষিত করা। অতএব পণ্ডিতগণ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে অনবহিত হন না।

২১৪। অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগম্॥

সংসারে কাম ও ক্রোধের বশবর্তী বিদ্বান্ বা অবিদ্বান্ব্যন্ ব্যক্তিকে স্ত্রীলোক বিপথে নিতে পারে।

২১৫। মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥

মা, বোন বা মেয়ের সঙ্গে শুন্যগৃহাদিতে পুরুষ থাকবে না। শক্তিশালী ইন্দ্রিয়সমুহ বিদ্বান্ লোককেও বশীভূত করে।

২১৬। কামন্তু গুরুপত্নীনাং যুবতীনাং যুবা ভুবি।
বিধিবদ্বন্দনং কুর্যাদবহমিতি ব্রুবন্॥

'আমি অমুক' এই বলে যুবক শিষ্য যুবতী গুরুপত্নীদের বন্দনা যথাবিধি ভূমিতে করবেন।

২১৭। বিপ্রোষ্য পাদগ্রহণমন্বহং চাভিবাদনম্।
গুরুদারেষু কুর্বীত সতাং ধর্মমনুস্মরন্॥

প্রবাস থেকে ফিরে সজ্জনের ধর্ম স্মরণ করে শিষ্য (বয়োজ্যেষ্ঠ) গুরুপত্নীর পাদস্পর্শপূর্বক অভিবাদন করবে; তারপর প্রত্যহ তাঁকে (ভূমিতেই) অভিবাদন করবে।

২১৮। যথা খনন্ খনিত্রেণ নরো বার্যধিগচ্ছতি।
তথা গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি॥

যেমন মানুষ খন্তা দিয়ে মাটি খনন করে জল পায়, তেমনই শুশ্রূষাপরায়ণ শিষ্য গুরুগত বিদ্যালাভ করে।

২১৯। মুণ্ডো বা জটিলো বা স্যাদথবা স্যাচ্ছিখাজটঃ।
নৈনংগ্রামেহভিনিম্লোচেৎ সূর্যোনাভ্যুদিয়াৎ ক্বচিৎ॥

মুণ্ডিতমস্তক বা জটাধারী অথবা শিখাধারী ব্রহ্মচারী সূর্যের উদয় বা অস্তকালে গ্রামে নিদ্রিত থাকবে না।

২২০। তঞ্চেদভ্যুদিয়াৎ সূর্যঃ শয়ানং কামচারতঃ।
নিম্লোচেদ্বাপ্যবিজ্ঞানাজ্জপন্নুপবসেদ্দিনম্॥

যথেচ্ছাচারী (ব্রহ্মচারীর) শোয়া অবস্থায় সূর্য উদিত হলে বা সে অজ্ঞানবশতঃ নিদ্রিত থাকতে থাকতে সূর্য অস্তমিত হলে গায়ত্রী জপপূর্বক দিনে উপবাস করবে।

২২১। সূর্যেণ হ্যভিনির্মুক্তঃ শয়ানোহভ্যুদিতশ্চ যঃ।
প্রায়শ্চিত্তমকুর্বাণো যুক্তঃ স্যান্মহতৈনসা॥

যে শয়ান থাকতে থাকতে সূর্য উদিত বা অস্তমিত হয়, সে প্রায়শ্চিত্ত না করলে মহাপাপযুক্ত হয়।

২২২। আচম্য প্রযতো নিত্যমুভে সন্ধ্যে সমাহিতঃ।
শুচৌ দেশে জপন্ জপ্যমুপাসীত যথাবিধি॥

প্রত্যহ পবিত্র হয়ে আচমনপূর্বক প্রাতে ও সায়ংকালে সমাহিত চিত্তে পবিত্রস্থানে যথাবিধি গায়ত্রী জপ করে সন্ধ্যোপাসনা করবে।

২২৩। যদি স্ত্রী যদ্যবরজঃ শ্রেয়ঃ কিঞ্চিৎ সমাচরেৎ।
তৎ সর্বমাচরেন্যুক্তো যত্র বাস্য রমেন্মনঃ॥

যদি স্ত্রীলোক বা শূদ্র কোন মঙ্গলকর্ম করে, তাহলে (ব্রহ্মচারী) সেই সব কর্ম মনোযোগী হয়ে করবে অথবা যাতে তার মন প্রীত হয় তা করবে।

২২৪। ধর্মার্থাবুচ্যতে শ্রেয়ঃ কামার্থৌ ধর্ম এব চ।
অর্থ এবেহ বা শ্রেয়স্ত্রিবর্গ ইতি তু স্থিতিঃ॥

কেউ ধর্ম ও অর্থকে, কেউ কাম ও অর্থকে, কেউ ধর্মকে, কেউ বা কেবল অর্থকে শ্রেয় বলেন; কিন্তু (ধর্ম, অর্থ ও কাম) এই ত্রিবর্গ শ্রেয়।

২২৫। আচার্যশ্চ পিতা চৈব মাতা ভ্রাতা চ পূর্বজঃ।
নার্তেনাপ্যবমন্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ॥

আচার্য, পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কেউ (নিজে), বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, পীড়িত হলেও অবমাননা করবে না।

২২৬। আচার্যো ব্রহ্মণো মূর্তিঃ পিতা মুর্তিঃ প্রজাপতেঃ।
মাতা পৃথিব্যা মূর্তিস্তু ভ্রাতা স্বো মূর্তিরাত্মনঃ॥

আচার্য ব্রহ্মার, পিতা প্রজাপতির, মাতা পৃথিবীর ও সহোদর ভ্রাতা নিজের মূর্তিস্বরূপ।

২২৭। যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্তুং বর্ষশতৈরপি॥

মানুষের গর্ভাধানের পরে মাতাপিতা যে কষ্ট সহ্য করেন, শতবর্ষেও তা শোধ করা যায় না।

২২৮। তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্যাদাচার্যস্য চ সর্বদা।
তেস্বব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্বং সমাপ্যতে॥

সর্বদা প্রত্যহ তাঁদের উভয়ের ও আচার্যের প্রিয়কর্ম করবে; সেই তিনজন প্রীত হলে সকল তপস্যা সমাপ্ত হয়।

২২৯। তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রূষা পরমং তপ উচ্যতে।
ন তৈরভ্যননুজ্ঞাতো ধর্মমন্যং সমাচরেৎ॥

সেই তিনজনের শুশ্রূষা শ্রেষ্ঠ তপস্যা বলে কথিত হয়। তাঁদের অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য ধর্ম আচরণ করবে না।

২৩০। ত এব হি ত্রয়ো লোকাস্ত এব ত্রয় আশ্রমাঃ।
ত এব হি ত্রয়ো বেদাস্ত এবোক্তাস্ত্রয়োহগ্নয়ঃ॥

তাঁরাই ত্রিভুবন, তিন আশ্রম, বেদত্রয় ও অগ্নিত্রয়।

২৩১। পিতা বৈ গার্হপত্যোহগ্নির্মাতাগ্নির্দক্ষিণঃ স্মৃতঃ।
গুরুবাহবনীয়স্তু সাগ্নিত্রেতা গরীয়সী॥

পিতা গার্হপত্য, মাতা দক্ষিণ ও গুরু আহবনীয় অগ্নি; সেই অগ্নিত্রয় শ্রেষ্ঠ’

২৩২। ত্রিস্বপ্রমাদ্যন্নেতেষু ত্রীন্ লোকান্ বিজয়েদ্ গৃহী।
দীপ্যমানঃ স্ববপুষা দেববদ্দিবি মোদতে॥

গৃহস্থ ঐ তিনটিতে অপ্রমত্ত হলে ত্রিলোক জয় করতে পারে, নিজ দেহে ভাস্বর হয়ে দেবতার ন্যায় স্বর্গে আনন্দ উপভোগ করে।

২৩৩। ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু মধ্যমম্।
গুরশুশ্রষয়া ত্বেবং ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে॥

মাতৃভক্তিদ্বারা ইহলোক, পিতৃভক্তিদ্বারা মধাম লোক ও গুরুশুশ্রূষাদ্বারা ব্রহ্মলোক ভোগ করা যায়।

২৩৪। সর্বে তস্যাদৃতা ধর্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ।
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

যে এই তিনটিকে আদর করে, সে সকল ধর্ম আদর করে। যার কাছে এইগুলি অনাদৃত, তার সকল কর্ম নিষ্ফল।

২৩৫। যাবৎত্রয়স্তে জীবেয়ুস্তাবন্নান্যং সমাচরেৎ।
তেষ্বেব নিত্যং শুশ্রূষাং কুর্যাৎ প্রিয়হিতে রতঃ॥

যতদিন তাঁরা জীবিত থাকেন, ততদিন অন্য কিছু অনুষ্ঠান করবে না। প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানে রত ব্যক্তি প্রত্যহ তাঁদের শুশ্রূষা করবে।

২৩৬। তেষামনুপরোধেন পারত্র্যং যদ্‌যদাচরেৎ।
তত্তন্নিবেদয়েৎ তেভ্যো মনোবচনকর্মভিঃ॥

তাঁদের (সেবার) ব্যাঘাত না করে পরলোকের জন্য যা কিছু হিতকর কার্য করবে, তা কায়মনোবাক্যে তাঁদের নিবেদন করবে।

২৩৭। তিষ্বেতেষ্বিতি কৃত্যং হি পুরুষস্য সমাপ্যতে।
এষ ধর্মঃ পরঃ সাক্ষাদুপধর্মোহন্য উচ্যতে॥

এই তিনজনের সেবা দ্বারা মানুষের যাবতীয় কর্তব্য সমাপ্ত হয়। এই সাক্ষাৎ শ্রেষ্ঠ ধর্ম অন্য উপধর্ম (অপ্রধান ধর্ম) বলে কথিত হয়।

২৩৮। শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

শ্রদ্ধাসহকারে মঙ্গলজনক বিদ্যা শূদ্র থেকেও গ্রহণ করবে, চণ্ডালের কাছ থেকেও (আত্মজ্ঞানাদি) শ্রেষ্ঠ ধর্ম শিক্ষণীয়, নিকৃষ্ট বংশের[৩৩] থেকেও উত্তম স্ত্রীকে বিবাহ করবে।

২৩৯। বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতম্।
অমিত্রাদপি সদ্‌বৃত্তমমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্॥

বিয থেকেও অমৃত, বালকের থেকেও সৎকথা, শত্রুর থেকেও সদাচার এবংঅ পবিত্রস্থান থেকেও সোনা গ্রহণ করা বিধেয়।

২৪০। স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্মঃ শৌচং সুভাষিতম্।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্বতঃ॥

স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম, শুচিতা, হিতকথা ও নানাবিধ শিল্প সকলের নিকট থেকে গ্রহণীয়।

২৪১। অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে।
অনুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ॥

বিপদ্‌কালে অব্রাহ্মণের[৩৪] কাছে অধ্যয়ন বিধেয় এবং অধ্যয়নকাল পর্যন্ত গুরুর অনুগমন ও শুশ্রূষা করণীয়।

২৪২। নাব্রাহ্মণে গুরৌ শিষ্যো বাসমাত্যন্তিকং বসেৎ।

ব্রাহ্মণে চাননূচানে কাঙক্ষন্ গতিমনুত্তমাম্॥

অব্রাহ্মণ গুরুর বা বেদাঙ্গসহিত বেদে অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ গুরুর গৃহে মুমুক্ষু শিষ্য যাবজ্জীবন বাস করবে না।

২৪৩। যদি ত্বাত্যন্তিকং বাসং রোচয়েত গুরোঃ কুলে।
যুক্তঃ পরিচরেদেনমাশরীরবিমোক্ষণাৎ॥

যদি গুরুগৃহে যাবজ্জীবন বাস শিষ্যের ভাল লাগে, তাহলে সযত্নে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর পরিচর্যা করবে।

২৪৪। আ সমাপ্তেঃ শরীরস্য যস্তু শুশ্রূষতে গুরুম্।
স গচ্ছত্যঞ্জসা বিপ্রো ব্রহ্মণঃ সদ্ম শাশ্বতম্॥

যে শরীরপাত পর্যন্ত গুরুশুশ্রূষা করে, সে অনায়াসে শাশ্বত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

২৪৫। ন পূর্বং গুরবে কিঞ্চিদুপকুর্বীত ধর্মবিৎ।
স্নাস্যংস্তু গুরুণাজ্ঞপ্তঃ শক্ত্যা গুর্বর্থমাহরেৎ॥

ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি (সমাবর্তনের) পূর্বে (গোবস্ত্রাদি দানের দ্বারা) গুরুর উপকার করবে না। গুরু কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে যখন ব্রতাঙ্গ স্নান করবে, তখন গুরুকে যথাশক্তি দক্ষিণা দান করবে।

২৪৬। ক্ষেত্রং হিরণ্যং গামশ্বং ছত্রোপানহমাসনম্।
ধান্যং শাকঞ্চ বাসাংসি গুরবে প্রীতিমাবহেৎ॥

ক্ষেত্র, স্বর্ণ, গাভী, অশ্ব, ছত্র, চর্মপাদুকা, আসন, ধান্য, শাক ও বস্ত্র গুরুকে দিয়ে তাঁর প্রীতি উৎপাদন করবে।

২৪৭। আচার্যে তু খলু প্রেতে গুরুপুত্রে গুণান্বিতে।
গুরুদারে সপিণ্ডে বা গুরুবদ্‌বৃত্তিমাচরেৎ॥

আচার্য পরলোকগত হলে গুণবান্ গুরুপুত্র, গুরুপত্নী বা গুরুর সপিণ্ডের প্রতি গুরুর ন্যায় আচরণ করবে।

২৪৮। এতেষ্ববিদ্যামানেষু স্থানাসনবিহারবান্।
প্রযুঞ্জানোঽগ্নিশুশ্রূষাং সাধয়েদ্দেহমাত্মনঃ॥

এঁদের অভাবে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী (আচার্যের অগ্নিগৃহে) অবস্থান, উপবেশন ও বিহার করে অগ্নিপরিচর্যাপূর্বক নিজ দেহকে ব্রহ্মপ্রাপ্তিযোগ্য করবে।

২৪৯। এবং চরতি যো বিপ্রো ব্রহ্মচর্যমবিপ্লুতঃ।

স গচ্ছত্যুত্তমং স্থানং ন চেহ জায়তে পুনঃ॥

যে ব্রাহ্মণ এইভাবে স্খ লনহীন হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তিনি উত্তম স্থান (ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হন এবং ইহলোকে আর জন্মগ্রহণ করেন না।

মানবধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্ত সংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

পাদটীকা

১ অর্থাৎ দ্বিজের।
২ অধ্যয়ন ও শ্রবণের অধিকার।
৩ সরস্বতী নদী যেখানে লুপ্ত হয়েছে, সেই স্থান।
৪ যথা শুভ।
৫ যথা বল।
৬ যথা বসু।
৭ যথা দীন।
৮ যথা যশোদাদেবী।
৯ দুই করতলে ধারণপূর্বক দক্ষিণকর ঊর্ধ্বে ও বামকর নিম্নে চালনপূর্বক প্রস্তুত।
১০ ব্রাহ্মণ—ভবন্ ভিক্ষাং দেহি।
ক্ষত্রিয়—ভিক্ষাং ভবন্ দেহি।
বৈশ্য—ভিক্ষাং দেহি ভবন।
১১ প্রতিদিন আমাদের এই ভোজ্য হোক—এই বলে বন্দনা।
১২ বাম স্কন্ধোপরি উপবীত স্থিত হলে।
১৩ দক্ষিণ স্কন্ধোপরি উপবীত স্থিত হলে।
১৪ যে ভাবে হস্তদ্বয় থাকে, তার বিপরীত ক্রম ব্যত্যস্ত।
১৫ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গো দেবসা ধাঁমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।
১৬ কাছের লোকও শুনতে না পেলে জপের এই সংজ্ঞা হয়।
১৭ জপপরায়ণ হয়ে পশুবধাদি থেকে নিবৃত্ত বলে সর্বজীবের মিত্র।
১৮ ব্রহ্মসম্বন্ধী।
১৯ দূরাহ্বানে, গানে ও রোদনে এই ত্রিমাত্র স্বর প্রযুক্ত হয়।
২০ অর্থাৎ এই সকল ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠত্ব হেতু মান্যতা হয় না।
২১ একটি বেদাঙ্গ, এর অন্তর্গত শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও শুল্বসূত্র।
২২ উপনিষদ্।
২৩ গার্হপত্য, আহ্বনীয় ও দক্ষিণ নামক অগ্নি স্থাপন।
২৪ অষ্টকাদি।
২৫ সম্ভব বা উৎপত্তি মাত্র; পশু প্রভৃতির ন্যায়।
২৬ বেদাঙ্গসহ বেদাধ্যায়ী।
২৭ অধ্যাপক শিষ্যকে কঠোর শাস্তি দিবেন না। দড়ি বা বাঁশের টুকরো দিয়ে দরকার হলে শিষ্যকে প্রহার করা যায়।
২৮ অর্থাৎ মান অপমানে হৃষ্ট বা দুঃখিত হবেন না।
২৯ যে সকল দ্রব্য স্বভাবতঃ মধুরাদিরসযুক্ত, কিন্তু কালক্রমে অম্ল হয় তাদের নাম।
৩০ শব্দকোষ দ্র।
৩১-৩২ যেভাবে বসলে গুরুর দিক থেকে বাতাস শিষ্যের দিকে যায়, তাকে বলে প্রতিবাত। এর বিপরীত অনুবাত।
৩৩ মেধাতিথির মতে, হীনকর্মকারী লোকের বংশ।
কুল্লুকের মতে, পরিণেতার অপেক্ষা নিকৃষ্ট বংশ।

এখানে অসবর্ণা কন্যা কিংবা সমান বর্ণের মধ্যে নিকৃষ্টতর বংশ অভিপ্রেত কিনা বোঝা যায় যায় না।

৩৪ কলিকালে অসবর্ণা বিবাহ নিষিদ্ধ; এই বিধান কি এই নিষেধের ব্যতিক্রম?
ব্রাহ্মণ ভিন্ন দ্বিজ। শূদ্র নয়।

তৃতীয় অধ্যায়

১। ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা॥

গুরুগৃহে ছত্রিশ বৎসর, তার অর্ধকাল বা পদকাল বেদত্রয় অধ্যয়ন করবে অথবা যতদিনে বেদত্রয় অধ্যয়ন করতে আবশ্যক, তাবৎকাল (গুরুগৃহে অবস্থানপূর্বক অধ্যয়ন করবে)।

২। বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদংবাপি যথাক্রমম্।
আবিপ্লুতব্রহ্মচর্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ॥

বেদসমূহ, বেদদ্বয় বা একটি বেদ যথাক্রমে অধ্যয়ন করে অস্থলিতব্রহ্মচর্য ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে বাস করবে।

৩। তং প্রতীতং স্বধর্মেণ ব্রহ্মদায়হরং পিতউঃ।
স্রগ্বিণং তল্প আসীনমর্হয়েৎ প্রথমং গবা॥

স্বধর্মানুষ্ঠানে প্রখ্যাত, পিতার নিকট অধীতবেদ, মাল্যভূষিত ও উৎকৃষ্ট শয়নে উপবিষ্ট সেই ব্রহ্মচারীকে প্রথমে (অর্থাৎ বিবাহের পূর্বে, পিতা বা আচার্য) গাভীযুক্ত মধুপর্কদ্বারা পূজা করবে।

৪। গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃতো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্॥

গুরু কর্তৃক অনুজ্ঞাত দ্বিজ স্নানপুর্বক যথাবিধি সমাবর্তন করে সুলক্ষণযুক্ত সবর্ণ কন্যাকে বিবাহ করবে।

৫। অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্মণি মৈথুনে॥

যে কন্যা মাতার সপিণ্ড বা পিতার সগোত্র নয়, সে দ্বিজের বিবাহে এবং মৈথুনে[১] প্রশস্ত।

৬। মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোহজাবিধনধান্যতঃ।
স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জয়েৎ॥

বিবাহবিষয়ে এই (নিম্নলিখিত) দশটি বংশ মহৎ, গাভী, ছাগ এবং মেষ, ধন ও ধান্যে সমৃদ্ধ হলেও বর্জন করবে।

৭। হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্।
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারি-শ্বিত্রি-কুষ্ঠি কুলানি চ॥

হীনক্রিয়, পুরুষসন্তানহীন, বেদাধ্যয়নরহিত, বহু লোমযুক্ত, অর্শ, যক্ষ্মা, মন্দাগ্নি, অপস্মার, শ্বিত্র বা কুষ্ঠরোগ গ্রস্ত ব্যক্তিদের বংশও (বর্জন করবে)।

৮- নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।

৯। নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্॥
নর্ক্ষবৃক্ষ নদীনাম্নীং নান্ত্যপর্বতনামিকাম্।
ন পক্ষ্যহিপ্রেয্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাম্॥

কপিলবর্ণা, অধিকাঙ্গবিশিষ্টা, রোগগ্রস্তা, লোমহীনা, অধিকলোমবিশিষ্টা, বাচাল, পিঙ্গলবর্ণা, নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, পর্বত, পক্ষী, সর্প, দাস—এইগুলির নামধারিণী এবং ভীতিজনক নামযুক্তা কন্যাকে বিবাহ করবে না।

১০। অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীম্।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ম্॥

যে অঙ্গহীন নয়, যার নাম সুখে উচ্চার্য, যে হংসগতি বা গজগামিনী, যার লোম ও কেশ কোমল, দন্ত ক্ষুদ্র, অঙ্গ মৃদু, সেই স্ত্রীলোককে বিবাহ করবে।

১১। যস্যাস্তু ন ভবেদ্ভ্রাতা ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা।
নোপযচ্ছেত তাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রিকাধর্মশঙ্কয়া॥

যে কন্যার ভ্রাতা নেই বা পিতা অজ্ঞাত, বিজ্ঞব্যক্তি পত্রিকা[২] ধর্মশঙ্কায় তাকে বিবাহ করবে না।

১২। সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ॥

দ্বিজগণের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা প্রশস্তা। কামবশে বিবাহে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণের এই (বক্ষ্যমাণ) কন্যাগণ যথাক্রমে শ্রেয়।

১৩। শূদ্রৈব ভার্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥

শূদ্রাই শূদ্রের স্ত্রী হয়। শূদ্রা এবং বৈশ্যা বৈশ্যের স্ত্রী হতে পারে। শূদ্রা, বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী হতে পারে। ঐ তিন বর্ণের ও ব্রাহ্মণ বর্ণের স্ত্রী ব্রাহ্মণের হতে পারে।

১৪। ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্যোপদিশ্যতে॥

কোন (ইতিহাসাদি) বৃত্তান্তে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিপদ্‌কালেও শূদ্রা স্ত্রী উপদিষ্ট হয় নি।

১৫। হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্‌॥

দ্বিজগণ মোহবশে হীনজাতির স্ত্রীকে বিবাহ করে নিজেদের বংশকে সন্তান সহ শীঘ্রই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত করেন।

১৬। শূদ্রাবেদী পতত্যত্রেরুতথ্যতনয়স্য চ।
শৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যা তদপত্যতয়া ভৃগোঃ॥

অত্রি উতথ্যপুত্র (গৌতমের) মতে, শূদ্রা স্ত্রী বিবাহ করলে (ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ) পতিত হত। শৌনকের মতে (শূদ্রা বিবাহ করে তাতে) সন্তান জন্ম হলে (পতিত হয়), ভৃগুর মতে শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের সন্তান হলে পতিত হয়।

১৭। শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্‌।
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥

ব্রাহ্মণ শূদ্রাকে শয্যায় নিলে অধোগতি প্রাপ্ত হন; তাতে পুত্রোৎপাদন করলে ব্রাহ্মণ্য থেকেই ভ্রষ্ট হন।

১৮। দৈবপিত্র্যাতিথেয়ানি তৎপ্রধানানি যস্য তু।
নাশ্নন্তি পিতৃদেবাস্তং ন চ স্বর্গং স গচ্ছতি॥

যার (যে ব্রাহ্মণের) দৈব, পিত্র্য ও আতিথ্য কার্য প্রধানতঃ শূদ্রা স্ত্রী কর্তৃক সম্পন্ন হয়, তাঁর (প্রদত্ত কব্য হব্য) পিতৃগণ ও দেবগণ গ্রহণ করেন না এবং তিনি স্বর্গে গমন করেন না।

১৯। বৃষলীফেনপীতস্য নিঃশ্বসোপহতস্য চ।
তস্যাঞ্চৈব প্রসূতস্য নিষ্কৃতি র্ন বিধীয়তে॥

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রার অধররস পান করেন, তার নিঃশ্বাসক্লিষ্ট হন এবং তাতে সন্তান উৎপাদন করেন, তাঁর শুদ্ধি হয় না।

২০। চতুর্ণামপি বর্ণানাং প্রেত্য চেহ হিতাহিতান্।
অষ্টাবিমান্ সমাসেন স্ত্রীবিবাহান্ নিবোধত॥

চার বর্ণেরই ইহলোক ও পরলোকের হিত ও অহিতকর এই (বক্ষ্যমাণ) অষ্ট প্রকার বিবাহ শুনুন।

২১। ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ॥

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও অধম পৈশাচ অষ্টম প্রকার বিবাহ।

২২। যো যস্য ধর্ম্যো বর্ণস্য গুণদোষৌ চ যস্য যৌ।
তদ্বঃ সর্বং প্রবক্ষ্যামি প্রসবে চ গুণাগুণান্॥

যে বর্ণের যে বিবাহ ধর্মসম্মত, যে বিবাহের যা গুণ দোষ এবং যে বিবাহে সন্তানপ্রসবে যে গুণ দোষ হয়, তা সব আপনাদের বলব।

২৩। ষড়ানুপূর্ব্যা বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরোহবরান্।
বিট্শূদ্রয়োস্তু তানেব বিদ্যাদ্ধর্ম্যানরাক্ষসান্॥

যথাক্রমে প্রথম ছয়টি ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে চারটি (আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ), বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে রাক্ষস ভিন্ন (ক্ষত্রিয়ের জন্য বিহিত) এইগুলিই ধর্মসম্মত।

২৪। চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ।
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকমাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥

ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রথম চার প্রকার, ক্ষত্রিয়ের একমাত্র রাক্ষস এবং বৈশ্য ও শূদ্রের আসুর প্রশস্ত বলে পণ্ডিতগণ বলেন।

২৫। পঞ্চানাস্তু এয়ো ধর্ম্যা দ্বাবধর্মৌ স্মৃতাবিহ।
পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্তব্যৌ কদাচন॥

এই শাস্ত্রে প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই পাঁচ প্রকার বিবাহের মধ্যে (প্রথম) তিনটি ধর্মসম্মত, দুইটি অধর্মীয়। পৈশাচ ও আসুর বিবাহ কখনও করা উচিত নয়।

২৬। পৃথক্ পৃথগ্ বা মিশ্রৌ বা বিবাহৌ পূর্বচোদিতৌ।
গান্ধর্বৌ রাক্ষসশ্চৈব ধর্ম্যৌ ক্ষত্রস্য তৌ স্মৃতৌ॥

পূর্বোক্ত গান্ধর্ব ও রাক্ষস বিবাহ পৃথক্ পৃথক্ বা মিশ্রিত[৩] ভাবে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মসম্মত বলে জ্ঞাত।

২৭। আচ্ছাদ্য চার্চয়িত্ব চ শ্রুতিশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ॥

বিদ্বান্ ও চরিত্রবান্ ব্যক্তিকে নিজে আহ্বান করে, তাকে বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করে ও সম্মানিত করে কন্যাদান ব্রাহ্ম বিবাহ বলা হয়।

২৮। যজ্ঞে তু বিততে সমাগৃত্বিজে কর্ম কুর্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্মং প্রচক্ষতে॥

যজ্ঞারম্ভকালে যজ্ঞকর্মরত পুরোহিতের নিকট অলংকৃতা কন্যার উপযুক্তরূপে দানকে দৈব বিবাহ বলে।

২৯। একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্মঃ স উচ্যতে॥

একটি বা দুইটি গেমিথুন[৪] বর থেকে ধর্মার্থে নিয়ে তাকে যথাবিধি কন্যাদান আর্য বিবাহ বলে কথিত।

৩০। সহোভৌ চরতাং ধর্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভার্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥

'তোমরা দুইজনে একত্র হয়ে ধর্মাচরণ কর'—এই বলে বরকে অর্চনা করে তাকে কন্যাদান প্রাজাপত্য বিবাহ নামে কথিত।

৩১। জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম উচ্যতে॥

(কন্যার পিত্রাদি) জ্ঞাতিদের এবং কন্যাকে যথাশক্তি ধন দিয়ে স্বেচ্ছানুসারে কন্যাগ্রহণ আসুর বিবাহ নামে কথিত।

৩২। ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥

কন্যা ও বরের ইচ্ছানুসারে পরস্পর মিলন গান্ধর্ব নামে জ্ঞেয়; এই বিবাহ কামবশে মৈথুনেচ্ছায় ঘটে।

৩৩। হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥

(বিরুদ্ধ কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তিগণকে) হত্যা বা আঘাত করে, তাদের অঙ্গচ্ছেদ করে এবং (প্রাচীরাদি) ভেদ করে চিৎকার ও রোদনকারিণী কন্যার বলপূর্বক হরণ রাক্ষস বিবাহ নামে কথিত।

৩৪। সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
সু পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চষ্টমোহধমঃ॥

নিদ্রিতা, মদ্যপানে বিহ্বলা বা প্রমত্তা (চরিত্ররক্ষণে অক্ষমা) কন্যাকে নির্জনে সম্ভোগ করলে সর্বাধিক পাপজনক ও নিকৃষ্টতম অষ্টম প্রকার বিবাহ পৈশাচ নামে কথিত হয়।

৩৫। অদ্ভিরেব দ্বিজাগ্রাণাং কন্যাদানং বিশিষ্যতে।
ইতরেষান্তু বর্ণানামিতরেতরকাম্যয়া॥

ব্রাহ্মণদের কন্যাদান জল দ্বারাই প্রশস্ত। অন্য বর্ণদের পক্ষে পরস্পরের ইচ্ছায় শুধু বাগ্‌দান দ্বারাই হতে পারে।

৩৬। যো যস্যৈষাং বিবাহানাং মনুনা কীর্ত্তিতো গুণঃ।
সর্বং শৃণুত তং বিপ্রাঃ সম্যক্ কীর্তয়তো মম॥

হে ব্রাহ্মণগণ, এইগুলির মধ্যে যে বিবাহের যে গুণ মনু কর্তৃক উক্ত হয়েছে, সেই সব আমি সম্যক্‌রূপে বলছি, শুনুন।

৩৭। দশ পূর্বান্ পরান্ বংশ্যানাত্মানঞ্চৈকবিংশকম্।
ব্রাহ্মীপুত্রঃ সুকৃতকৃন্মোচরত্যেনসঃ পিতৃন্॥

ব্রাহ্ম বিধিতে বিবাহিতা স্ত্রীর পূণ্যবান্ পুত্র ঊর্ধ্বতন দশ, অধস্তন দশ পুরুষ ও নিজেকে—এই একুশ পুরুষকে পাপমুক্ত করে।

৩৮। দৈবোঢ়াজঃ সুতশ্চৈব সপ্ত সপ্ত পরাবরান্।
আর্ষোঢ়াজঃ সুতস্ত্রীংস্ত্রীন ষট্ ষট্ কায়োঢ়জঃ সুতঃ॥

দৈব বিধিতে বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র ঊর্ধ্বতন সাত ও অধস্তন সাত পুরুষ, আর্ষমতে বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র তিন তিন ও প্রাজাপত্যবিধিতে বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র ছয় ছয় পুরুষ (পাপমুক্ত করে)।

৩৯। ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু চতুর্ষ্বেবানুপূর্বশঃ।
ব্রহ্মবর্চনিঃ পুত্রা জায়ন্তে শিষ্টসম্মতাঃ॥

ব্রাহ্মাদি পর পর চার প্রকার বিবাহে সজ্জনের মান্য ও বেদাধ্যয়নজনিত তেজস্বী পুত্র জন্মে।

৪০। রূপসত্ত্বগুণোপেতা ধনবন্তো যশস্বিনঃ।

পর্যাপ্তভোগা ধর্মিষ্ঠা জীবন্তি চ শতং সমাঃ॥

রূপ, সত্বগুণ, ধন, যশ ও প্রচুর ভোগের অধিকারী ও ধার্মিক হয়ে শতবর্ষ জীবিত থাকে।

৪১। ইতরেষু তু শিষ্টেষূ নৃশংসানৃতবাদিনঃ।
জয়ন্তে দুর্ব্বিবাহেষু ব্রহ্মধর্ম্মদ্বিষঃ সুতাঃ॥

অবশিষ্ট নিকৃষ্ট বিবাহগুলিতে নিষ্ঠুর, মিথ্যাবাদী এবং বেদ ও যাগাদির প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন পুত্র জন্মে।

৪২। অনিন্দিতৈঃ স্ত্রী বিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
নিন্দিতৈর্নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্ বিবর্জয়েৎ॥

অনিন্দিত বিধিতে বিবাহিতা স্ত্রীতে অনিন্দনীয় সন্তান জন্মে। নিন্দিত বিধিতে বিবাহিতা স্ত্রীতে মানুষের নিন্দিত সন্তান জন্মে। সুতরাং, নিন্দনীয় বিবাহগুলি বর্জন করবে।

৪৩। পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাসূপদিশ্যতে।
অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ম্মণি॥

সবর্ণা স্ত্রীতে পাণিগ্রহণসংস্কার উপদিষ্ট হয়। অসবর্ণা স্ত্রীর পক্ষে এই (বক্ষ্যমাণ) বিবাহবিধি জ্ঞাতব্য।

৪৪। শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে॥

ক্ষত্রিয়া শর, বৈশ্যকন্যা প্রতোদ (গোতাড়ন-যষ্ঠি), (ব্রাহ্মণাদি) উৎকৃষ্ট (বর্ণত্রয় কর্তৃক বিবাহে) শূদ্রা (ব্রাহ্মণাদির) প্রাবৃত বস্ত্রের প্রান্তভাগ ধারণ করবে।

৪৫। ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা।
পর্ব্ববর্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্‌ব্রতো রতিকাম্যয়া॥

(গৃহস্থ) নিজের স্ত্রীর প্রতি সর্বদা অনুরক্ত হয়ে ঋতুকালে স্ত্রীসম্ভোগ করবেন; স্ত্রীর প্রতি প্রতিমান্ ব্যক্তি (অমাবস্যাদি) পর্ব বাদে রতিকামনায় (অন্য সময়েও) দারগমন করবেন।

৪৬। ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীণাং রাত্রয়ঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।
চতুর্ভিরিতরৈঃ সার্দ্ধমহেভিঃ সদ্বিগর্হিতৈঃ॥

(শোণিতস্রাবযুক্ত), সজ্জনকর্তৃক (সম্ভোগে) নিন্দিত চার অহোরাত্র সহিত ষোল রাত্রি স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক ঋতুকাল।

৪৭। তাসামাদ্যাশ্চতস্রস্তু নিন্দিতৈকাদশী চ যা।

ত্রয়োদশীচ শেষাস্তু প্রশস্তা দশ রাত্রয়ঃ।

ঐ রাত্রিগুলির মধ্যে প্রথম চার রাত্রি, একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি নিন্দিত; অবশিষ্ট দশ রাত্রি প্রশস্ত।

৪৮। যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োহযুগ্মাসু রাত্রিষু।
তস্মাদ্ যুগ্মাসু পুত্রার্থী সংবিশেদার্তবে স্ত্রিয়ম্॥

(পূর্বোক্ত দশ রাত্রির মধ্যে) যুগ্ম রাত্রিতে পুত্র ও অযুগ্ম রাত্রিতে কন্যা জন্মে। সুতরাং, পুত্রকামী ব্যক্তি ঋতুকালে যুগ্মদিনে দারগমন করবে।

৪৯। পুমান্ পুংসোহধিকে শুক্রে স্ত্রী ভবত্যধিকে স্ত্রিয়াঃ।
সমেহপুমান্ পুংস্ত্রিয়ৌ বা ক্ষীণেহল্পে চ বিপর্যয়ঃ॥

পুরুষের শুক্রাধিক্যে পুত্র ও স্ত্রীর শুক্রাধিক্যে কন্যা জন্মে (উভয়ের) শুক্র সমান হলে নপুংসক বা যমজ পুত্র কন্যা হয়। উভয়ের শুক্র ক্ষীণ বা অল্প হলে গর্ভ হয় না।

৫০। নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জয়ন্।
ব্রহ্মচার্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্॥

যিনি (পূর্বোক্ত) নিন্দিত ছয় রাত্রি ও তা ছাড়া অনিন্দিত আট রাত্রিতে স্ত্রী সম্ভোগ বর্জন করে (অবশিষ্ট দুই রাত্রিতে দারগমন করেন), তিনি যে কোন আশ্রমে বাস করে ব্রহ্মচারী হন।

৫১। ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্নীয়াচ্ছুল্কমন্বপি।
গৃহ্নন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোহপত্যবিক্রয়ী॥

কন্যার বিজ্ঞ পিতা সামান্য শুল্কও গ্রহণ করবেন না। লোভবশে শুল্ক গ্রহণ করে মানুষ অপত্যবিক্রয়ী হয়।

৫২। স্ত্রীধনানি তু যে মোহাদুপজীবন্তি বান্ধবাঃ।
নারী যানানি বস্ত্রং বা তে পাপা যান্ত্যধোগতিম্॥

(স্ত্রীলোকের পতি পিতা প্রভৃতি) যে বান্ধবগণ মোহবশে স্ত্রীধন, স্ত্রীলোকের দাসী, (অশ্বাদি) যান বা বস্ত্র ব্যবহার করেন, সেই পাপী ব্যক্তিগণ অধোগতি প্রাপ্ত হন।

৫৩। আর্ষে গোমিথুনং শুল্কং কেচিদাহুর্মৃষৈব তৎ।
অল্পোহপ্যেবং মহান্ বাপি বিক্রয়স্তাবদেব সঃ॥

আর্ষবিবাহে যে গোমিথুন (বিহিত), তাকে কেউ কেউ শুল্ক বলেন, তা মিথ্যা কথা। শুল্ক অল্পই হোক বা অধিকই হোক, তার গ্রহণে বিক্রয়ই হয়।

৫৪। যাসাং নাদদতে শুল্কং জ্ঞাতয়ো ন স বিক্রয়ঃ।
অর্হণং তৎ কুমারী ণামানৃশংস্যঞ্চ কেবলম্ ॥

যে কন্যাদের জ্ঞাতিগণ শুল্ক গ্রহণ করেন না, তাদের ক্ষেত্রে বিক্রয় হয় না। (বরপক্ষ কন্যাকে প্রীতিপূর্বক যে ধন দান করে, কন্যার পিত্রাদি সেই ধন নিজেরা না নিয়ে কন্যাকে দিলে তাকে বিক্রয় বলা যায় না), তা কেবল কুমারীদের পুজন ও প্রীতিদান।

৫৫। পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ ॥

বহু কল্যাণকামী পিতা, ভ্রাতা, পতি, দেবর কর্তৃক কন্যা সম্মাননীয়া ও ভূষণীয়া।

৫৬। যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥

যেখানে নারীগণ সম্মানিত হন, সেখানে দেবগণ প্রীত হন। যেখানে এঁরা সম্মানিত হন না, সেখানে সকল কর্ম নিষ্ফল হয়।

৫৭। শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশাত্যাশু তৎকুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্ধতে তদ্ধি সর্বদা ॥

জামিগণ (ভগিনী, পত্নী, কন্যা, ভ্রাতৃবধু প্রভৃতি) যেখানে দুঃখ করেন, সেই বংশ শীঘ্র বিনষ্ট হয়। যেখানে এঁরা দুঃখ করেন না, সেই বংশ সর্বদা উন্নতিলাভ করে।

৫৮। জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ ॥

জামিগণ অসম্মানিত হয়ে যে গৃহসমুহকে শাপ দেন, সেই গৃহসকল অভিচারহতের ন্যায় সব দিকে বিনষ্ট হয়।

৫৯। তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষুৎসবেষু চ ॥

অতএব উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ কর্তৃক এঁরা অলংকার, বস্ত্র ও ভোজ্য দ্বারা সর্বদা উৎসবাদিতে পূজনীয়া।

৬০। সন্তুষ্টো ভার্যয়া ভর্তা ভর্ত্রা ভার্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥

যে কুলে স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে, স্ত্রী স্বামীকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, সেই কুলে সর্বদা নিশ্চয়ই কল্যাণ হয়।

৬১।	যদি হি স্ত্রী ন রোচেত পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবর্ততে ॥

যদি স্ত্রী (বস্ত্রাভরণাদি দ্বারা) দীপ্তিমতী না হন, তাহলে পুরুষকে আনন্দিত করতে পারেন না। পুরুষ আনন্দিত না হলে সন্তানজন্ম হয় না।

৬২।	স্ত্রিয়ান্তু রোচমানায়াং সর্বমেব তদ্রোচতে কুলম্।
তস্যাণ্ত্বরোচমানায়াং সর্বমেব ন রোচতে ॥

স্ত্রীলোক দীপ্তিমতী হলে সেই সমগ্র কুল কান্তিমান্ হয়। তিনি দীপ্তিমতী না হলে সবই দীপ্তিহীন হয়।

৬৩।	কুবিবাহৈঃ ক্রিয়ালোপৈর্বেদানধ্যয়নেন চ।
কুলান্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ ॥

মন্দ বিবাহ, (জাতকমাদি) ক্রিয়ার লোপ, বেদপাঠের অভাব ও ব্রাহ্মণের অবমাননা হেতু কুল অকুলে পরিণত হয়।

৬৪-	শিল্পেন ব্যবহারেণ শুদ্রাপত্যৈশ্চ কেবলৈঃ।

৬৫।	গোভিরশ্বৈশ্চ যানৈশ্চ কৃষ্যা রাজোপসেবয়া ॥
অযাজ্যযাজনৈশ্চৈব নাস্তিক্যেন চ কর্মণাম্।
কুলান্যাশু বিনশ্যন্তি যানি হীনানি মন্ত্রতঃ ॥

(চিত্রকর্মাদি) শিল্প, সুদে টাকা ধার দেওয়া, কেবল শুদ্রাগর্ভজাত সন্তান, গে, অশ্ব ও যানের ক্রয় বিক্রয়াদি, কৃষিকর্ম, রাজসেবা, যাজনের অযোগ্য (ব্রাত্যাদির) যাজন, (শ্রৌতস্মার্ত) কর্মের প্রতি নাস্তিক্যবুদ্ধি ও বেদের অনধ্যয়ন হেতু কুল নষ্ট হয়।

৬৬।	মন্ত্রতস্তু সমৃদ্ধানি কুলান্যল্পধনান্যপি।
কুলসঙ্খ্যাঞ্চ গচ্ছন্তি কর্ষন্তি চ মহাদ্যশঃ ॥

অল্প ধনসম্পন্ন বংশসমূহও বেদে সমৃদ্ধ হলে (অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, বেদজ্ঞান ও বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠানযুক্ত হলে) উৎকৃষ্ট কুলগণনায় পরিগণিত হয় ও মহাকীর্তি লাভ করে।

৬৭।	বৈবাহিকেহগ্নৌ কুর্বীত গৃহ্যং কর্ম যথাবিধি।
পঞ্চযজ্ঞবিধানঞ্চ পক্তিঞ্চান্বাহিকীং গৃহী॥

গৃহস্থ বিবাহবিহিত অগিতে যথাবিধি গৃহ্যসূত্রোক্ত ক্রিয়া, পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্তর্গত (বৈশ্বদেবাদির) অনুষ্ঠান ও প্রতিদিন সম্পাদ্য পাকক্রিয়া করবেন।

৬৮। পঞ্চসুনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্ ॥

গৃহস্থের সুনা (হিংসাস্থান) পাঁচটি—চুল্লী, শিলনোড়া, সংমার্জনী, উদৃখল মুষল ও জলকুম্ভ, যেগুলিকে নিজকার্যে প্রয়োগ করে (গৃহস্থ) পাপযুক্ত হয়।

৬৯। তাসাং ক্রমেণ সর্বাসাং নিষ্কৃতার্থং মহর্ষিভিঃ।
পঞ্চ ক্লৃপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাম্ ॥

যথাক্রমে ঐগুলি থেকে উদ্ভূত সব পাপের থেকে মুক্তির জন্য মহর্ষিগণ কর্তৃক গৃহস্থদের জন্য প্রতিদিন পাঁচটি মহাযজ্ঞ বিহিত হয়েছে।

৭০। অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনম্ ॥

অধ্যাপনা ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, হোম দেবযজ্ঞ, অতিথিপূজা নৃযজ্ঞ।

৭১। পঞ্চৈতান্ যো মহাযজ্ঞান্ ন হাপয়তি শক্তিতঃ।
স গৃহেহপি বসন্নিত্যং সূনাদোষৈর্নলিপ্যতে ॥

এই পাঁচটি মহাযজ্ঞ শক্তি সত্ত্বেও যে ত্যাগ করে না, সে সর্বদা গৃহে বাস করেও সুনাদোষে লিপ্ত হয় না।

৭২। দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্বপতি পঞ্চানামুচ্ছসন্ ন স জীবতি ॥

দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃপুরুষ ও আত্মা এই পাঁচটিকে যে অন্ন দান করে না, সে শ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত হলেও জীবিত থাকে না।

৭৩। অহুতঞ্চ হুতঞ্চৈব তথা প্রহুতমেব চ।
ব্রাহ্ম্যং হুতং প্রাশিতঞ্চ পঞ্চ যজ্ঞান্ প্রচক্ষতে ॥

পঞ্চ মহাযজ্ঞকে অহুত, হুত, প্রহুত, ব্রাহ্মহুত ও প্রাশিত এই (পাঁচ) নামে অভিহিত করা হয়।

৭৪। জপোহহুতো হুতো হোমঃ প্রহুতো ভৌতিকো বলিঃ।
ব্রাহ্ম্যং হুতং দ্বিজাগ্র্যার্চা প্রাশিতং পিতৃতর্পণম্ ॥

জপ অহুত, হোম হুত, ভূতবলি প্রহুত, ব্রাহ্মণপূজা ব্রাহ্ম্য হুত, পিতৃতর্পণ প্রাশিত।

৭৫। স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দৈবে চৈবেহ কর্মণি।

দৈবকর্মণি যুক্তো হি বিভর্ত্তীদং চরাচরম্ ॥

(গৃহস্থ) সর্বদা বেদাধ্যয়ন ও দৈবকর্মে (হোমে) যত্নবান হবেন ; দৈবকর্মে যুক্ত ব্যক্তি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ ধারণ করেন।

৭৬। অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরেন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥

অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতিতে সম্যক্‌ভাবে সূর্যের পূজা হয়, সূর্য থেকে বৃষ্টি জন্মে, বৃষ্টি থেকে উৎপন্ন হয় অন্ন, তার (উপভোগ) থেকে জনগণ জন্মে।

৭৭। যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্হমাশ্রিতা বর্ত্তন্তে সর্ব আশ্রমাঃ ॥

যেমন বায়ুকে আশ্রয় করে সকল জীব বেঁচে থাকে, তেমন গৃহস্থকে আশ্রয় করে সকল আশ্রমবাসিগণ বেঁচে থাকে।

৭৮। যস্মাৎ ত্রয়োহপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী ॥

যেহেতু তিন আশ্রমবাসিগণই জ্ঞান ও অন্নদ্বারা প্রত্যহ গৃহস্থগণ কর্তৃকই পোষিত হয়, সেইজন্য গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ।

৭৯। স সন্ধার্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখঞ্চেহেচ্ছতা নিত্যং যোহধার্যো দুর্বলেন্দ্রিয়ৈঃ ॥

যিনি অক্ষয় স্বর্গ ও ইহলোকে অত্যন্ত সুখ ইচ্ছা করেন, তৎকর্তৃক যত্নসহকারে সেই (গৃহস্থাশ্রম) অবলম্বনীয়, যা দুর্বল (অসংযত) ইন্দ্রিয়যুক্ত লোকের দ্বারা অবলম্বনীয় নয়।

৮০। ঋষয়ঃ পিতরো দেবা ভূতান্যতিথয়স্তথা।
আশাসতে কুটুম্বিভ্যস্তেভ্যঃ কার্যং বিজানতা ॥

ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতাদি এবং অতিথিগণ গৃহস্থগণ থেকে প্রার্থনীয় বস্তু প্রার্থনা করেন। (অতএব) কার্যজ্ঞ গৃহস্থ এঁদের উপকার করবেন।

৮১। স্বাধ্যায়েনার্চয়েতর্ষীন্ হোমৈর্দেবান্ যথাবিধি।
পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈশ্চ নৄনন্নৈর্ভূতানি বলিকর্মণা ॥

বেদাধ্যয়নদ্বারা ঋষিগণকে, হোমদ্বারা দেবগণকে, পিতৃগণকে শ্রাদ্ধ দ্বারা, মানুষকে অন্ন দ্বারা এবং ভূতগণকে বলি দ্বারা যথাবিধি অর্চনা করবেন।

৮২। কুর্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন বা।
পয়োমূলফলৈর্বাপি পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহন্ ॥

পিতৃগণের সন্তোষার্থে অন্নাদি, জল, দুধ, মুল বা ফল দ্বারা প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করবেন।

৮৩। একমপ্যাশয়েদ্বিপ্রং পিত্রর্থে পাঞ্চযজ্ঞিকে।
ন চৈবাত্রাশয়েৎ কিঞ্চিদ্বৈশ্বদেবং প্রতি দ্বিজম্ ॥

পযজ্ঞের অন্তর্গত পিতৃপ্রয়োজনে একজন হলেও ব্রাহ্মণ ভোজন করাবেন। বৈশ্বদেব (অর্থাৎ হোমাদিকর্মের জন্য) কোন ব্রাহ্মণ ভোজন করাবেন না।

৮৪। বৈশ্বদেবস্য সিদ্ধস্য গৃহ্যেহগ্নৌ বিধিপূর্বকম্।
আভ্যঃ কুর্যাদ্দেবতাভ্যো ব্রাহ্মণো হোমমন্বহম্।

ব্রাহ্মণ এই (বক্ষ্যমাণ দেবগণকে) সংস্কৃত গৃহাগ্নিতে যথাবিধি সর্বদেবোদ্দেশ্যে পক্কান্নদ্বারা প্রত্যহ হোম করবেন।

৮৫। অগ্নেঃ সোমস্য চৈবাদৌ তয়োশ্চৈব সমস্তয়োঃ।
বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো ধন্বন্তরয় এব চ ॥

প্রথমে অগ্নিকে, সোমকে, পরে এই উভয়কে একত্রে (তারপর) সর্ব দেবগণকে এবং ধন্বন্তরিকে (এভাবে হোম করবেন)।

৮৬। কুহ্বৈ চৈবানুমত্যৈ চ প্রজাপতয় এব চ।
সহ দ্যাবাপৃথিব্যোশ্চ তথা স্বিষ্টকৃতেহন্ততঃ ॥

কুহূ (অর্থাৎ যাতে চন্দ্রকলা সংপূর্ণ লুপ্ত হয়), অনুমতি (অর্থাৎ দুই প্রহর ব্যাপী চতুর্দশীর পরে পূর্ণিমা), প্রজাপতি, স্বর্গমর্ত্য ও সকলের শেষে স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির উদ্দেশ্যে হোম করাবেন।

৮৭। এবং সম্যগ্‌ঘবির্হুত্বা সর্বদিক্ষু প্রদক্ষিণম্।
ইন্দ্রান্তকাপ্‌পতীন্দুভ্যঃ সানুগেভ্যো বলিং হরেৎ ॥

এভাবে সম্যক্‌রূপে হবিদ্বারা হোম করে সব দিকে প্রদক্ষিণপূর্বক সানুচর ইন্দ্র, যম, বরুণ ও সোমের উদ্দেশ্যে বলিপ্রদান করবেন।

৮৮। মরুদ্ভ্য ইতি তু দ্বারি ক্ষিপেদপ্‌স্বদ্ভ্যা ইত্যপি।
বনস্পতিভ্য ইতোবং মুসলোলুখলে হরেৎ॥

দ্বারে মরুদ্ভঃ, জলমধ্যে অদ্ভ্যঃ, মুষল ও উলুখলে বনস্পতিভ্যঃ এই বলে বলি প্রদান করবেন।

৮৯। উচ্ছীর্ষকে শ্রিয়ৈ কুর্যাদ্ভদ্রকাল্যৈ চ পাদতঃ।
ব্রহ্মবাস্তোষ্পতিভ্যাস্তু বাস্তুমধ্যে বলিং হরেৎ॥

(বাস্তু পুরুষের) শিরে (উত্তর-পূর্ব দিকে) লক্ষ্মীকে, (বাস্তুপুরুষের) পাদদেশে (দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে) ভদ্রকালীকে, গৃহ মধ্যে ব্রহ্মাকে ও বাস্তুদেবকে বলিদান করবেন।

৯০। বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো বলিমাকাশমুৎক্ষিপেৎ।
দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্যো নক্তঞ্চারিভ্য এব চ ॥

দিবাকর, নিশাচর, ভূতসমূহ এবং সকল দেবতার উদ্দেশ্যে বলি আকাশে নিক্ষেপ করবেন।

৯১। পৃষ্ঠবাস্তুনি কুর্বীত বলিং সর্বাত্মভূতয়ে।
পিতৃভ্যো বলিশেষন্তু সর্বং দক্ষিণতো হরেৎ॥

পৃষ্ঠবাস্তুতে (অর্থাৎ দ্বিতল গৃহ বা বলিদাতার পশ্চাৎ দিক্স্থিত ভূভাগ) সকল জীবকে বলিদান করবেন। বলির অবশিষ্ট সকল (অন্ন) পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ দিকে দিবেন।

৯২। শুনাঞ্চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাং পাপরোগিণাম্।
বায়সানাং কৃমীণাঞ্চ শনকৈর্নির্বপেদ্ভুবি ॥

কুকুর, পতিত লোক, শ্বপচ[৫], পাপজনিত রোগগ্রস্ত ব্যক্তি (কুষ্ঠ বা ক্ষয় রোগগ্রস্ত), কাক ও কৃমির উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে মাটিতে অন্নদান করতে হবে।

৯৩। এবং যঃ সর্বভূতানি ব্রাহ্মণো নিত্যমর্চতি।
স গচ্ছতি পরং স্থানং তেজোমূর্তি পথর্জুনা ॥

এইরূপে যে ব্রাহ্মণ সর্বজীবকে প্রতিদিন অর্চনা করেন, তিনি সোজা পথে উজ্জ্বল পরম স্থানে (ব্রহ্ম ধামে) গমন করেন।

৯৪। কৃত্বৈতবদ্বলিকর্মৈবমতিথিং পূর্বমাশয়েৎ।
ভিক্ষাঞ্চ ভিক্ষবে দদ্যাদ্বিধিবদ্ব্রহ্মচারিণে ॥

এভাবে বলিকর্ম করে প্রথমে অতিথি ভোজন করাবেন, ভিক্ষুক ও ব্রহ্মচারীকে যথাবিধি ভিক্ষা দিবেন।

৯৫। যং পুণ্যফলমাপ্নোতি গাং দত্ত্বা বিধিবদ্ গুরোঃ।
তৎ পুণ্যফলমাপ্নোতি ভিক্ষাং দত্ত্বা দ্বিজো গৃহী ॥

গুরুকে যথাবিধি গাভী দান করে যে ফল লাভ করা যায়, সেই ফল গৃহস্থ দ্বিজ ভিক্ষাদান করে প্রাপ্ত হন।

৯৬। ভিক্ষামপ্যুদপাত্রং বা সৎকৃত্য বিধিপূর্বকম্।
বেদতত্ত্বার্থবিদুষে ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ ॥

(গৃহস্থ) বেদতত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে যথাবিধি সম্মান করে ভিক্ষা ও জলপ্রাত্র দান করবেন।

৯৭। নশ্যন্তি হব্যকব্যানি নরাণামবিজানতাম্।
ভস্মীভূতেষু বিপ্রেষু মোহাদদ্দত্তানি দাতৃভিঃ ॥

সৎপাত্র না জেনে মোহবশতঃ দাতাগণ কর্তৃক ভস্মরূপ পাত্রে প্রদত্ত হব্য কব্য নষ্ট হয়।

৯৮। বিদ্যাতপঃসমৃদ্ধেষু হুতং বিপ্রমুখাগ্নিষু।
নিস্তারয়তি দুর্গাচ্চ মহতশ্চৈব কিল্বিষাৎ ॥

বিদ্যা ও তপস্যায় সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখাগ্নিতে হুত (হব্য কব্য) কঠিন (ব্যাধি, শত্রুভয়, রাজরোষ প্রভৃতি) অবস্থা ও মহাপাপ থেকে ত্রাণ করে।

৯৯। সম্প্রাপ্তায় ত্বতিথয়ে প্রদদ্যাদাসনোদকে।
অন্নঞ্চৈব যথাশক্তি সৎকৃত্য বিধিপূর্বকম্ ॥

উপস্থিত অতিথিকে যথাবিধি সম্মান করে আসন ও জল এবং যথাশক্তি অন্ন দান করবেন।

১০০। শিলানপপ্যুঞ্ছতো নিত্যং পঞ্চাগ্নীনপি জুহ্বতঃ।
সর্বং সুকৃতমাদত্তে ব্রাহ্মণোহনর্চিতো বসন্॥

শিলোঞ্ছ[৬] দ্বারা জীবিকানির্বাহ করলেও প্রতিদিন পঞ্চাগ্নিতে হোম করলেও যার বাড়ীতে ব্রাহ্মণ (অতিথি) অনর্চিত অবস্থায় বাস করেন, তার পুণ্য (সেই অতিথি) নিয়ে নেন।

১০১। তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥

তৃণ, ভূমি, জল ও চতুর্থ প্রিয়বচন—সজ্জনদের গৃহে এইগুলির অভাব কখনও হয় না।

১০২। একরাত্রন্তু নিবসন্নতিথির্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
অনিত্যং হি স্থিতো যস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে ॥

(পরগৃহে) এক রাত্রি বাসকারী ব্রাহ্মণ অতিথি বলে জ্ঞাত। যেহেতু তাঁর স্থিতি অনিত্য, সেইজন্য তিনি অতিথি বলে কথিত হন।

১০৩। নৈকগ্রামীনমতিথিং বিপ্রং সাঙ্গতিকং তথা।
উপস্থিতঃ গৃহে বিদ্যাদ্ভার্যা যত্রাগ্নয়োহপি বা ॥

ভার্যা ও অগ্নিযুক্ত গৃহে উপস্থিত এক গ্রামবাসী চাটুকার ব্রাহ্মণকে অতিথিরূপে গণ্য করবেন না।

১০৪। উপিসতে যে গৃহস্থাঃ পরপাকমবুদ্ধয়ঃ।
তেন প্রেত্য পশুতাং ব্রজনন্ত্যন্নাদিদায়িনাম্।

যে নির্বোধ গৃহস্থগণ (আতিথ্য লোভে অন্য গ্রামে গিয়ে) পরান্ন ভোজন করেন, তাঁরা পরলোকে সেই পাপে অন্নদাতাদের পশুত্বে পরিণত হন।

১০৫। অপ্রণোদ্যোহতিথিঃ সায়ং সুর্যোঢ়ো গৃহমেধিনা।
কালে প্রাপ্তত্বকালে বা নাস্যানশ্নন্ গৃহে বসেৎ ॥

সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যাবেলা (উপস্থিত অতিথিকে গৃহস্থ প্রত্যাখ্যান করবেন না। যথাকালে বা কালাতিক্রমে (সমাগত অতিথি) গৃহস্থের গৃহে ভোজন না করে থাকবেন না।

১০৬। ন বৈ স্বয়ং তদশ্নীয়াদতিথিং যন্ন ভোজয়েৎ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যঞ্চাতিথিপূজনম্ ॥

অতিথিকে যা ভোজন করান হয়নি, তা নিজে খাবেন না। অতিথিসৎকার ধন ও যশলাভে সহায়ক, আয়ুবর্ধক ও স্বর্গলাভজনক।

১০৭। আসনাবসথৌ শয্যামনুব্রজ্যামুপাসনম্।
উত্তমেযুত্তমং কুর্যাদ্ধীনে হীনং সমে সমম্ ॥

আসন, থাকবার জায়গা, শয্যা, অনুগমন ও পরিচর্যা উত্তম, সমান ও হীন (অতিথি ভেদে) উত্তম, সমান ও হীন হবে।

১০৮। বৈশ্বদেবে তু নির্বৃত্তে যদন্যোহতিথিরাব্রজেৎ।
তস্যাপ্যন্নং যথাশক্তি প্রদদ্যান্ন বলিং হরেৎ॥

বৈশ্বদেব কার্য সম্পন্ন হলে যদি অন্য অতিথি আসেন, তাহলে তাঁকেও শক্তি অনুসারে অন্ন দেয় ; (পূর্বপ্রস্তুত) বলি থেকে দিবেন না।

১০৯। ন ভোজনার্থং স্বে বিপ্রঃ কুলগোত্রে নিবেদয়েৎ।
ভোজনার্থং হি তে শংসন্ বান্তাশীত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥

ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য নিজের বংশ ও গোত্রের পরিচয় দিবেন না। ভোজনের নিমিত্ত ঐ দুইটি যে বলে, তাকে পণ্ডিতগণ বান্তাশী[৭] বলেন।

১১০। ন ব্রাহ্মণস্য ত্বতিথির্গৃহে রাজন্য উচ্যতে।

বৈশ্যশূদ্রৌ সখা চৈব জ্ঞাতয়ো গুরুরেব চ ॥

ব্রাহ্মণের গৃহে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে অতিথি বলা হয় না। বন্ধু, জ্ঞাতি ও গুরুকে অতিথি বলা হয় না।

১১১। যদি ত্বতিথিধর্মেণ ক্ষত্রিয়ো গৃহমাব্রজেৎ।
ভুক্তবৎসু চ বিপ্রেষু কামং তমপি ভোজয়েৎ ॥

কিন্তু যদি ক্ষত্রিয় (ব্রাহ্মণ গৃহে) অতিথিরূপে আসে, তাহলে (উপস্থিত) ব্রাহ্মণগণের ভোজন হলে তাকেও ইচ্ছামত ভোজন করাবেন।

১১২। বৈশাশূদ্রাবপি প্রাপ্তৌ কুটুম্বেহতিথিধর্মিণৌ।
ভোজয়েৎ সহ ভৃত্যৈস্তাবানৃশংস্যং প্রযোজয়ন্ ॥

(ব্রাহ্মণের) গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত বৈশ্য শূদ্রকেও, তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে, ভৃতদের ভোজন সময়ে ভোজন করাবেন।

১১৩। ইতবানপি সখ্যাদীন্ সম্প্রীত্যা গৃহমাগতান্।
প্রকৃত্যান্নং যথাশক্তি ভোজয়েৎ সহ ভার্যয়া ॥

অন্যান্য বন্ধু প্রভৃতি প্রীতিবশতঃ গৃহে উপস্থিত হলে উৎকৃষ্ট অন্ন প্রস্তুত করে শক্তি অনুসারে, স্ত্রীর ভোজনকালে, তাদের ভোজন করাবেন।

১১৪। সুবাসিনীঃ কুমারীশ্চ রোগিণো গর্ভিণীঃস্ত্রিয়ঃ।
অতিথিভ্যোহগ্র এবৈতান্ ভোজয়েদবিচারয়ন্ ॥

সুবাসিনী (নবোঢ়া স্ত্রী), কুমারী, রোগী ও গর্ভবতী স্ত্রীলোককে নির্বিচারে অতিথিদের পূর্বে ভোজন করাবেন।

১১৫। অদত্ত্বা তু য এতেভ্যঃ পূর্বং ভূঙ্ক্তেহবিচক্ষণঃ।
স ভুঞ্জানো ন জানাতি শ্বগৃধ্রৈর্জগ্ধিমাত্মনঃ ॥

যে অজ্ঞ ব্যক্তি এদের না দিয়ে পূর্বে ভোজন করে, সে জানেনা যে, (মৃত্যুর পরে) কুকুর ও শকুনিগণ তাকে খাবে।

১১৬। ভুক্তবৎস্বথ বিপ্রেষু স্বেষু ভৃত্যেষু চৈব হি।
ভুঞ্জীয়াতাং ততঃ পশ্চাদবশিষ্টন্তু দম্পতি ॥

ব্রাহ্মণ (অতিথি) ও নিজের ভৃত্যগণ ভোজন করলে পরে অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য (গৃহস্থ) দম্পতি ভোজন করবেন।

১১৭। দেবানৃষীন্ মনুষ্যাংশ্চ পিতৄন্ গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ।
পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্,গৃহস্থঃ শেষভুগ্ ভবেৎ ॥

দেবতা, ঋষি, মানুষ, পিতৃগণ ও গৃহদেবতাগণকে পূজা করে গৃহস্থ অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করবেন।

১১৮। অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ।
যজ্ঞশিষ্টাশনং হ্যেতৎ সতামন্নং বিধীয়তে ॥

যে (শুধু) নিজের জন্য অন্ন পাক করে, সে শুধু পাপ ভোজন করে। সজ্জনদের পক্ষে যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নভক্ষণ বিহিত।

১১৯। রাজর্ত্বিক্‌স্নাতকগুরূন্ প্রিয়শ্বশুরমাতুলান।
অর্হয়েন্মধূপর্কেণ পরিসংবৎসরাৎ পুনঃ ॥

রাজা, ঋত্বিক্ (সংজ্ঞক পুরাহিত), স্নাতক, গুরু, জামাতা, শ্বশুর ও মাতুল এক বৎসর পরে পুনরায় (গৃহে সমাগত হলে) তাঁদের মধুপর্ক দিয়ে অভ্যর্থনা করবেন।

১২০। রাজা চ শ্রোত্রিয়শ্চৈব যজ্ঞকর্মণ্যুপস্থিতৌ।
মধুপর্কেণ সম্পূজ্যৌ ন ত্বযজ্ঞ ইতি স্থিতিঃ ॥

রাজা ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যজ্ঞকর্মে উপস্থিত হলে মধুপর্ক দ্বারা পূজনীয়, কিন্তু যজ্ঞ ভিন্ন উপলক্ষ্যে নয়।

১২১। সায়ংত্বন্নস্য সিদ্ধস্য পত্ন্যমন্ত্রং বলিং হরেৎ।
বৈশ্বদেবং হি নামৈতৎ সায়ংপ্রাতর্বিধীয়তে॥

সন্ধ্যাকালে সিদ্ধ অন্নদ্বারা স্ত্রী অমন্ত্রক (দেবতার উদ্দেশ্যে) বলি দিবেন। এটির নাম বৈদেব, সন্ধ্যা ও প্রাতে বিহিত।

১২২। পিতৃযজ্ঞন্তু নির্বর্ত্য বিপ্রশ্চেন্দুক্ষয়েহগ্নিমান্।
পিণ্ডান্বাহার্যকং শ্রাদ্ধং কুর্যান্মাসানুমাসিকম্॥

সাগ্নিক (ব্রাহ্মণ) অমাবস্যায় পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন করে প্রতি মাসে পিণ্ডাহার্যক নামক শ্রাদ্ধ করবেন।

১২৩। পিতৄণাং মাসিকং শ্রাদ্ধমন্বাহার্যং বিদুর্বুধাঃ।
তচ্চামিষেণ কর্তব্যং প্রশস্তেন প্রযত্নতঃ ॥

পিতৃগণের মাসিক শ্রাদ্ধকে পণ্ডিতগণ অন্বাহার্য বলেন। তা প্রশস্ত মাংস দ্বারা যত্নসহকারে করণীয়।

১২৪। তত্র যে ভোজনীয়াঃ স্যুর্যে চ বর্জ্যা দ্বিজোত্তমাঃ।

যাবন্তশ্চৈব যৈশ্চান্নৈস্তান্ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ॥

তাতে যে ব্রাহ্মণ ভোজনীয়, যে বর্জনীয়, যতজন (ভোজনীয়) এবং যে অন্ন দ্বারা (ভোজনীয়) তা সম্পূর্ণভাবে বলছি।

১২৫। দ্বৌ দৈবে পিতৃকার্যে ত্রীনেকৈকমুভয়ত্র বা।
ভোজয়েৎ সুসমৃদ্ধোঽপি ন প্রসজ্জেত বিস্তরে ॥

অতি ধনী ব্যক্তিও দৈবকর্মে দুই ও পিতৃকার্যে তিন বা উভয়ক্ষেত্রেই এক একজন (ব্রাহ্মণ) ভোজন করাবেন ; বাহুল্যে প্রবৃত্ত হবেন না।

১২৬। সৎক্রিয়াং দেশকালৌ চ শৌচং ব্রাহ্মণসম্পদঃ।
পঞ্চৈতান্ বিস্তরো হন্তি তস্মান্নেহেত বিস্তরম্॥

সৎকার (বা সম্মানপূর্বক সেবা), দেশ, কাল, শুচিতা, উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণরূপ সম্পদ্—এই পাঁচটিকে (ব্রাহ্মণদের) বাহুল্য নষ্ট করে[৮]; সুতরাং (ব্রাহ্মণ) বাহুল্য করতে চেষ্টা করবে না।

১২৭। প্রথিতা প্রেতককৃত্যৈষা পিত্র্যং নাম বিধুক্ষয়ে।
তস্মিন্ যুক্তস্যৈতি নিত্যং প্রেতকৃত্যৈব লৌকিকী ॥

শ্রাদ্ধ করলে পিতৃপুরুষ তৃপ্ত হন। এই শ্রাদ্ধ অমাবস্যায় করণীয়। এই শ্রাদ্ধ দ্বারা (গুণী পুত্রপৌত্রাদি ও বিবিধ সম্পদ) লব্ধ হয়, (সুতরাং) এটি আবশ্যিক।

১২৮। শ্রোত্রিয়ায়ৈব দেয়ানি হব্যকব্যানি দাতৃভিঃ।
অর্হত্তমায় বিপ্রায় তস্মৈ দত্তং মহাফলম্ ॥

দাতাগণ হব্য ও কব্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকেই দিবেন। যোগ্যতম ব্রাহ্মণকে দান মহাফলজনক।

১২৯। একৈকমপি বিদ্বাংসং দৈবে পিত্র্যে চ ভোজয়েৎ।
পুষ্কলং ফলমাপ্নোতি নামন্ত্রজ্ঞান্ বহূনপি ॥

দৈব ও পিতৃকার্যে এক একটি করেও বিদ্বান্ (ব্রাহ্মণকে) ভোজন করান উচিত ; তাতে প্রচুর ফললাভ হয়, অবেদজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণকেও ভোজন করা সমীচীন নয়।

১৩০। দূরাদেব পরীক্ষেত ব্রাহ্মণং বেদপারগম্।
তীর্থং তদ্ধব্যকব্যানাং প্রদানে সোঽতিথিঃ স্মৃতঃ ॥

দূর থেকেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পরীক্ষা করা বিধেয় ; কারণ, তিনি হব্য ও কব্য প্রদানের (যোগ্য) পাত্র ; তিনি অতিথি বলে কথিত।

১৩১। সহস্রং হি সহস্রাণামনৃচাং যত্র ভুঞ্জতে।
একস্তান্ মন্ত্রবিৎ প্রীতঃ সর্বানর্হতি ধর্মতঃ ॥

যেখানে দশ লক্ষ আবেদ ব্রাহ্মণ ভোজন করেন, সেখানে একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও সন্তুষ্ট হলে তিনি ধর্মানুসারে ঐ সকল (ব্রাহ্মণ ভোজনের ফলের) যোগ্য হন।

১৩২। জ্ঞানোৎকৃষ্টায় দেয়ানি কব্যানি চ হবীংষি চ।
ন হি হস্তাবসসৃগ্দিগ্ধৌ রুধিরেণৈব শুধ্যতঃ ॥

জ্ঞানে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকে কব্য ও হব্য দেয় ; কারণ, রক্তাক্ত হস্তদ্বয় রক্তদ্বারাই শুদ্ধ হয় না।

১৩৩। যাবতো গ্রসতে গ্রাসান্ হব্যকব্যেম্বমন্ত্রবিৎ।
ভাবতো গ্রসতে প্রেত্য দীপ্তশূলর্ষ্ট্যয়োগুড়ান্ ॥

অবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হব্য কব্যে যত সংখ্যক গ্রাস ভোজন করেন, পরলোকে (শ্রাদ্ধকর্তা) তত সংখ্যক জ্বলন্ত শূলষ্টি নামক লৌহপিণ্ড ভোজন করেন।

১৩৪। জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠাস্তথাপরে।
তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠাশ্চ কর্মনিষ্ঠাস্তথাপরে ॥

দ্বিজগণের মধ্যে কতক (আত্ম) জ্ঞাননিষ্ঠ, অপর কতক তপস্যানিরত, কিছু তপস্যা ও বেদাধ্যয়নরত ও অন্যান্যেরা (যাগাদি)কর্মনিষ্ঠ।

১৩৫। জ্ঞাননিষ্ঠেষু কব্যানি প্রতিষ্ঠাপ্যানি যত্নতঃ।
হব্যানি তু যথান্যায়ং সর্বেধেব চতুর্ষপি ॥

জ্ঞাননিষ্ঠগণকে যত্নসহকারে কব্য দেয়, হব্য কিন্তু (উক্ত) চার প্রকার দ্বিজকেই যথাবিধি প্রদেয়।

১৩৬- অশ্রোত্রিয়ঃ পিতা যস্য পুত্রঃ স্যাদ্বেদপারগঃ।

১৩৭। অশ্রোত্রিয়ো বা পুত্রঃ স্যাৎ পিতা স্যাদ্বেদপারগঃ ॥
জ্যায়াসমনয়োর্বিদ্যাদ্ যস্য স্যাচ্ছ্রোত্রিয়ঃ পিতা।
মন্ত্রসম্পূজনার্থন্তু সৎকারমিতরোহর্হতি ॥

যার পিতা অবেদজ্ঞ, পূত্র বেদজ্ঞ, অথবা পুত্র অবেদজ্ঞ, পিতা বেদে পারদর্শী—এদের মধ্যে যার পিতা বেদজ্ঞ, সে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অপর ব্যক্তি (অর্থাৎ যার পিতা অবেদজ্ঞ, কিন্তু স্বয়ং বেদবিৎ) শ্রাদ্ধাদিতে পূজার যোগ্য।

১৩৮। ন শ্রাদ্ধে ভোজয়েন্মিত্রং ধনৈঃ কার্যোহস্য সংগ্রহঃ।

নারিং ন মিত্রং যং বিদ্যাত্তং শ্রাদ্ধে ভোজয়েদ্দ্বিজম্ ॥

শ্রাদ্ধে বন্ধুকে ভোজন করাবে না, ধনদ্বারা তার সঙ্গে মিত্রতা করণীয়। যে ব্রাহ্মণকে শত্রুও নয়, মিত্রও নয় এইরূপ জানবে, তাকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাবে।

১৩৯। যস্য মিত্রপ্রধাননি শ্রাদ্ধানি চ হবীংষি চ।
তস্য প্রেত্য ফলং নাস্তি শ্রাদ্ধেষু চ হবিঃষু চ ॥

যার শ্রাদ্ধে ও দেবকার্যে মিত্রভোজন করান হয়, পরলোকে সে ঐ কার্যসমূহের ফল পায় না।

১৪০। যঃ সঙ্গতানি কুরুতে মোহাচ্ছ্রাদ্ধেন মানবঃ।
স স্বর্গাচ্চ্যবতে লোকাচ্ছ্রাদ্ধমিত্রো দ্বিজাধমঃ ॥

যে মোহবশতঃ শ্রাদ্ধকার্যদ্বারা মিত্রতা করে, সেই শ্রাদ্ধমিত্র অধম ব্রাহ্মণ স্বর্গভ্রষ্ট হয়।

১৪১। সম্ভোজনী সাভিহিতা পৈশাচী দক্ষিণা দ্বিজৈঃ।
ইহৈবাস্তে তু সা লোকে গৌরন্ধেবৈকবেশ্মনি ॥

দ্বিজগণকর্তৃক পৈশাচী নামে অভিহিতা সেই দানক্রিয়া সম্ভোজনী (বহু পুরুষভোজনাত্মিকা)। অন্ধ গাভী যেমন এক ঘরে থাকে, ঐ দানক্রিয়াও তেমন ইহলোকেই থাকে (পরলোকে ফলপ্রসূ হয় না।)

১৪২। যথেরিণে বীজমুপ্ত্বা ন বপ্তা লভতে ফলম্।
তথানৃচে হবির্দত্ত্বা ন দাতা লভতে ফলম্॥

যেমন উষর ক্ষেত্রে বীজ বপন করে বপনকারী ফল পায় না, তেমনই অবেদজ্ঞকে হব্য দান করে দাতা ফললাভ করে না।

১৪৩। দাতৃন্ প্রতিগ্রহীতৃংশ্চ কুরুতে ফলভাগিনঃ।
বিদুষে দক্ষিণাং দত্ত্বা বিধিবৎ প্রেত্য চেহ চ॥

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে যথাবিধি দত্ত দক্ষিণা ইহলোকে ও পরলোকে দাতা ও গ্রহীতাকে ফলভাগী করে।

১৪৪। কামং শ্রাদ্ধেহর্চয়েন্মিত্রং নাভিরূপমপি ত্বরিম্।
দ্বিষতা হি হবির্ভুক্তং ভবতি প্রেত নিষ্ফলম্ ॥

শ্রাদ্ধে বরং মিত্রকে অর্চনা করবে, কিন্তু বিদ্বান্ শত্রুকে নয়। শত্রুকর্তৃক ভুক্ত হব্য পরলোকে নিষ্ফল হয়।

১৪৫। যত্নেন ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধে বহ্বৃচং বেদপারগম্।
শাখান্তগমথাধ্বর্যুং ছন্দোগন্তু সমাপ্তিকম্ ॥

শ্রাদ্ধে ঋগ্বেদী, বেদপারদর্শী, সম্পূর্ণ শাখাধ্যায়ী, অধ্বর্যু (যজুর্বেদশাখাধ্যায়ী পুরোহিত), সম্পূর্ণ সামবেদাধ্যায়ী ব্যক্তিগণকে ভোজন করাবেন।

১৪৬। এষামন্যতমো যস্য ভুঞ্জীত শ্রাদ্ধমর্চিতঃ।
পিতৃণাং তস্য তৃপ্তিঃ স্যাচ্ছাশ্বতী সাপ্তপৌরুষী ॥

এদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি পুজিত হয়ে যার শ্রাদ্ধে ভোজন করেন, তার পিতৃগণের সপ্তপুরুষ পর্যন্ত শাশ্বতী তৃপ্তি হয়।

১৪৭। এষ বৈ প্রথমঃ কল্পঃ প্রদানে হব্যকব্যয়োঃ।
অনুকল্পস্ত্বয়ং জ্ঞেয়ঃ সদা সদ্ভিরনুষ্ঠিতঃ ॥

হব্য ও কব্যের দানে এই মুখ্যবিধি। সর্বদা সজ্জন কর্তৃক অনুষ্ঠিত এই (বক্ষ্যমাণ) অনুকল্প জ্ঞেয়।

১৪৮। মাতামহং মাতুলঞ্চ স্বস্রীয়ং শ্বশুরং গুরুম্।
দৌহিত্রং বিট্‌পতিং বন্ধুমৃত্বিগ্‌যাজ্যৌ চ ভোজয়েৎ ॥

মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, শ্বশুর, গুরু, দৌহিত্র, জামাতা, বন্ধু, ঋত্বিক্ (সংজ্ঞক পুরোহিত) ও যজ্ঞকর্তাকে ভোজন করাবে।

১৪৯। ন ব্রাহ্মণং পরীক্ষেত দৈবে কর্মাণ ধর্মবিৎ।
পিত্র্যে কর্মণি তু প্রাপ্তে পরীক্ষেত প্রযত্নতঃ ॥

ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি দৈবকার্যে ব্রাহ্মণকে পরীক্ষা করবেন না, কিন্তু পিতৃকর্ম উপস্থিত হলে যত্নসহকারে পরীক্ষা করবেন।

১৫০। যে স্তেনপতিতক্লীবা যে চ নাস্তিকবৃত্তয়ঃ।
তান্ হব্যকব্যয়োর্বিপ্রাননর্হান্ মনুরব্রবীৎ ॥

যারা চোর, পতিত, ক্লীব এবং নাস্তিকাচারী সেই ব্রাহ্মণগণকে মনু হব্য কব্যে অযোগ্য বলেছেন।

১৫১। জটিলঞ্চানধীয়ানং দুর্বলং কিতবং তথা।
যাজয়ন্তি চ যে পূগাংস্তাংশ্চ শ্রাদ্ধে ন ভোজয়েৎ ॥

জটাধারী (বা মুণ্ডিতমস্তক) ব্রহ্মচারী, বেদাধ্যয়নশূন্য, দুর্বল, দ্যূতক্রীড়াসক্ত ও পূগযাজীকে[৯] শ্রাদ্ধে ভোজন করাবেন না।

১৫২। চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রয়িণস্তথা।
বিপেণন চ জীবন্তো বর্জ্যাঃ স্যুর্হব্যকব্যয়োঃ ॥

চিকিৎসক, দেবলক[১০], মাংসবিক্রয়ী ও বাণিজ্যকারী হব্য কব্যে বর্জনীয়।

১৫৩। প্রেষ্যো গ্রামস্য রাজ্ঞশ্চ কুনখী শ্যাবদন্তকঃ।
প্রতিরোদ্ধা গুরোশ্চৈব ত্যক্তাগ্নির্বাদ্ধুষিস্তথা ॥

১৫৪। যক্ষ্মী পশুপালশ্চ পরিবেত্তা নিরাকৃতিঃ।
ব্রহ্মদ্বিত্ পরিবিত্তিশ্চ গুণাভ্যন্তর এব চ ॥

১৫৫। কুশীলবোহবকীর্ণী চ বৃষলীপতিরেব চ।
পোনর্ভবশ্চ কাণশ্চ যস্য চোপপতির্গৃহে॥

১৫৬। ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা।
শুদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্‌দুষ্টঃ কুণ্ডগোলকৌ ॥

১৫৭। অকারণপরিত্যক্তা মাতাপিত্রোগুরুরোস্তথা।
ব্রাহ্মর্যৌনৈশ্চ সম্বন্ধৈঃ সংযোগং পতিতৈর্গতঃ ॥

১৫৮। অগারদাহী গরদঃ কুণ্ডাশী, সোমবিক্রয়ী।
সমুদ্রযায়ী বন্দী চ তৈলিকঃ কুটকারকঃ ॥

১৫৯। পিত্রা বিবদমানশ্চ কিতবো মদ্যপস্তথা।
পাপরোগ্যভিশস্তশ্চ দাম্ভিকো রসবিক্রয়ী ॥

১৬০। ধনুঃশরাণাং কর্তা চ যশ্চাগ্রেদিধিষুপতিঃ।
মিত্রধ্রুগ্ দ্যুতবৃত্তিশ্চ পুত্রাচার্যস্তথৈব চ ॥

১৬১। ভ্রামরী গণ্ডমালী চ শ্বিত্র্যথ পিশুনস্তথা।
উন্মত্তোহন্ধশ্চ বর্জ্যাঃ স্যুর্বেদনিন্দক এব চ ॥

১৬২। হস্তিগোহশ্বোষ্ট্রদমকো নক্ষত্রৈর্যশ্চ জীবতি।
পক্ষিণাং পোষকো যশ্চ যুদ্ধাচার্যস্তথৈব চ ॥

১৬৩। স্রোতসাং ভেদকো যশ্চ তেষাং চাবরণে রতঃ।
গৃহসংবেশকো দূতো বৃক্ষারোপক এব চ ॥

১৬৪। শ্বক্রীড়ী শ্যেনজীবী চ কন্যাদূষক এব চ।
হিংস্রো বৃষলবৃত্তিশ্চ গণানাং চৈব যাজকঃ॥

১৬৫। আচারহীনঃ ক্লীবশ্চ নিত্যং যাচনকস্তথা।
কৃষিজীবী শ্লীপদী চ সদ্ভির্নিন্দিত এব চ ॥

১৬৬। ঔরভ্রিকো মাহিষিকঃ পরপূর্বাপতিস্তথা।
প্রেতনির্যাতকশ্চৈব বর্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥

(১৫৩-১৬৬-র অনুবাদ)

গ্রামবাসীর বা রাজার ভৃত্য, কুৎসিত নখরোগবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণদন্তযুক্ত, গুরুর প্রতিকুলাচরণকারী, (শ্রৌত স্মার্ত) অগিত্যাগী, সুদখোর, যক্ষ্মারোগী, পশুপালক, পরিবেত্তা[১১] , নিবাকৃতি[১২] , ব্রাহ্মণবিদ্বেষী, পরিবিত্তি এবং যে অনেকের সম্পত্তি নিজে গ্রহণ করে, নট, অবকীর্ণী[১৩] , শুদ্রাপতি, পুনর্ভুপুত্র, অন্ধ, যার গৃহে উপপতি আছে, যিনি বেতন নিয়ে অধ্যাপনা করেন, যে বেতন দিয়ে পড়ে, শূদ্রের শিষ্য (অর্থাৎ শূদ্র অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়নকারী), শূদ্রের গুরু, কর্কশভাষী, কুণ্ড[১৪] , গোলক[১৫] , অকারণে মাতাপিতা ও গুরুত্যাগী, পতিতের সঙ্গে অধ্যয়ন ও বিবাহ সম্বন্ধে মিলিত, যে গৃহদাহ করে, বিষদাতা, কুণ্ডাশী[১৬] , সোমবিক্রেতা, যে সমুদ্রযাত্রা করে, স্তুতিপাঠক, যে তৈলের জন্য তিলাদি পেষণ করে, কূটসাক্ষী, পিতার সহিত বিবাদরত, কিতব[১৭], মদ্যপায়ী, (যক্ষ্মা কুষ্ঠাদি পাপজনিত) রোগার্ত, অভিশাপগ্রস্ত, যে ছলপূর্বক ধর্মকর্ম করে, (ইক্ষু প্রভৃতির) রসবিক্রয়ী, ধনু ও শরনির্মাতা, অগ্রেদিধিষ্যুপতি[১৮], মিত্রদ্রোহী, দ্যুতজীবী, যে পুত্রের নিকট বেদশিক্ষা করে, অপস্মার রোগগ্রস্ত, গণ্ডমালা রোগগ্রস্ত, শ্বেতীরোগী, দুষ্ট, উন্মত্ত, অন্ধ, বেদনিন্দুক, হস্তী গাভী অশ্ব ও উষ্ট্রের প্রশিক্ষক, নক্ষত্রাদি গণনাদ্বারা জীবিকার্জনকারী, পক্ষিপোষক, যুদ্ধার্থ অস্ত্রশিক্ষক, সেতুভঙ্গদ্বারা প্রবহমান স্রোত যে দেশান্তরে নিয়ে যায়, ঐরূপ স্রোত আবরণ করে, জীবিকার্থে যে গৃহনির্মাণ শিক্ষা দেয়, দূত, (বেতনভোগী) বৃক্ষরোপক, ক্রীড়ার্থ কুকুরপোষক, শ্যেনপক্ষীদ্বারা জীবিকার্জনকারী, যে কন্যাগমন করে, হিংসাবৃত্তি অবলম্বনকারী, শুদ্রবৃত্তিধারী, (বিনায়কাদি) গণযাগকারী, আচারভ্রষ্ট, ক্লীব, সর্বদা যাজ্ঞাকারী, কৃষিজীবী, শ্লীপদী (যার গোদ আছে), সজ্জননিন্দিত, মেষপালক, মহিষপালক, পুনর্ভূপতি ও ধনগ্রহণপূর্বক প্রেতদাহদিকারী যত্নসহকারে বর্জনীয়।

১৬৭। এতান্ বিগর্হিতাচারানপাঙ্‌ক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্।
দ্বিজাতিপ্রবরো বিদ্বানুভয়ত্র বিবর্জয়েৎ ॥

উৎকৃষ্ট বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ এই নিন্দিত আচারপরায়ণ, অপাংক্তেয়, অধম দ্বিজগণকে (দৈব পৈত্র) উভয় কর্মে বর্জন করবেন।

১৬৮। ব্রাহ্মণত্বনধীয়ান স্তৃণাগ্নিরিব শাম্যতি।
তস্মৈ হব্যং ন দাতব্যং নহি ভস্মনি হুয়তে ॥

বেদাধ্যয়নরহিত ব্রাহ্মণ তৃণাগ্নির ন্যায় তেজোহীন হয়। তাঁকে হব্য দেয় নয় ; কারণ, ভস্মে হোম করা হয় না।

১৬৯। অপাঙ্ক্ত্যদানে যো দাতুর্ভবত্যূর্ধ্বং ফলোদয়ঃ।
দৈবে হবিষি পিত্র্যে বা তং প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥

দৈব ও পৈত্র্য কর্মে অপাংক্তেয় ব্যক্তিকে দান করলে পরকালে দাতার যে ফললাভ হয়, তা সম্পূর্ণভাবে বলছি।

১৭০। অব্রতৈর্যদ্দ্বিজৈর্ভুক্তং পরিবেত্ত্রাদিভিস্তথা।
অপাঙ্ক্তেয়ৈর্যদন্যৈশ্চ তদ্বৈ রক্ষাংসি ভুঞ্জতে ॥

(বেদগ্রহণার্থ) ব্রতরহিত, পরিবেত্তা প্রভৃতি অন্যান্য অপাংক্তেয় দ্বিজ কর্তৃক যা ভক্ষিত হয়, তা রাক্ষসগণ ভোজন করে।

১৭১। দারাগ্নিহোত্রসংযোগং কুরুতে যোহগ্রজে স্থিতে।
পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্বজঃ ॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (অবিবাহিত বা অনগ্নিক) থাকতে যে দারপরিগ্রহ বা অগ্নিহোত্র গ্রহণ করে, সে পরিবেত্তা বলে অভিহিত হয় ; জ্যেষ্ঠভ্রাতা হয় পরিবিত্তি।

১৭২। পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যয়া চ পরিবিদ্যতে।
সর্বে তে নরকং যান্তি দাতৃ-যাজকপঞ্চমাঃ ॥

পরিবিত্তি, পরিবেত্তা, যে কন্যা দ্বারা পরিবেদন হয়, কন্যাদাতা এবং পঞ্চম ব্যক্তি পুরোহিত—এঁরা সকলে নরকগামী হন।

১৭৩। ভ্রাতুর্মৃতস্য ভার্যায়াং যোহনুরজ্যেত কামতঃ।
ধর্মেণাপি নিযুক্তায়াং স জ্ঞেয়ো দিধিষূপতিঃ ॥

মৃত ভ্রাতার ধর্মানুসারে নিযুক্ত[১৯] পত্নীর প্রতি যে কামবশে অনুরক্ত হয়, সে দিধিষূপতি বলে জ্ঞেয়।

১৭৪। পরদারেষু জায়েতে দ্বৌ সুতৌ কুণ্ডগোলকৌ।
পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃ স্যান্মৃতে ভর্তরি গোলকঃ ॥

পরস্ত্রীতে কুণ্ড গোলক সংজ্ঞক দুই পুত্র জন্মে ; পতি জীবিত থাকলে হয় কুণ্ড, মৃত হলে গোলক।

১৭৫। তৌ তু জাতৌ পরক্ষেত্রে প্রাণিনৌ প্রেত্য চেহ চ।
দত্তানি হব্যকব্যানি নাশয়েতে প্রদায়িনাম্ ॥

পরস্ত্রীতে জাত ঐ দুই জন ইহলোকে ও পরেললাকে দাতাদের প্রদত্ত হব্য কব্য নষ্ট করে।

১৭৬। অপাঙ্ক্ত্যো যাবতঃ পাঙ্ক্ত্যান্ ভুঞ্জানাননুপশ্যতি।

তাবতাং ন ফলং তত্র দাতা প্রাপ্নোতি বালিশঃ ॥

অপাংক্তেয় ব্যক্তি ভোজনরত যে কয়জন পাংক্তেয় ব্যক্তিকে দেখে, মুর্খ দাতা তত জনের (ভোজনের) ফল পান না।

১৭৭। বীক্ষ্যান্ধো নবতেঃ কাণঃ ষষ্টেঃ শ্বিত্রী শতস্য তু।
পাপরোগী সহস্রস্য দাতুর্নাশয়তে ফলম্ ॥

অন্ধব্যক্তি (পংক্তিদর্শন যোগ্য স্থানে উপবেশন করলে) দাতার নব্বই জন লোকের, কাণা ষাট জনের, শ্বেতী রোগী একশত জনের, (যক্ষ্মা কুষ্ঠাদি) পাপরাগী সহস্র জনের (ভোজনের) ফল নষ্ট করে।

১৭৮। যাবতঃ সংস্পৃশেদঙ্গৈর্ব্রাহ্মণান্ শূদ্রযাজকঃ।
তাবতাং ন ভবেদ্দাতুঃ ফলং দানস্য পৌর্তিকম্ ॥

শূদ্র যাজক ব্রাহ্মণ যতসংখ্যক ব্রাহ্মণের পংক্তিতে উপবেশন করে, দাতা যত জন ব্রাহ্মণকে পূর্তবিষয়ক[২০] দান করেন ততজনের দানের ফল পান না।

১৭৯। বেদবিচ্চাপি বিপ্রোহস্য লোভাৎ কৃত্বা প্রতিগ্রহম্।
বিনাশং ব্রজতি ক্ষিপ্রমামপাত্রমিবাম্ভসি ॥

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও লোভহেতু এই শূদ্র যাজকের দান গ্রহণ করলে শীঘ্রই জলে অপক্ক মাটির পাত্রের ন্যায় বিনষ্ট হন।

১৮০। সোমবিক্রয়িণে বিষ্ঠা ভিষজে পূযশোণিতম্।
নষ্টং দেবলকে দত্তমপ্রতিষ্ঠন্তু বার্ধুষৌ ॥

সোমবিক্রেতাকে দান হয় বিষ্ঠা, চকিৎসককে দান হয় পূয ও রক্ত, দেবলকে[২১] দান হয় নষ্ট, কুসীদজীবীকে যা দেওয়া হয়, তাতে দাতার প্রতিষ্ঠা হয় না।

১৮১। যত্তু বাণিজকে দত্তং নেহ নামুত্র তদ্ভবেৎ।
ভস্মনীব হুতং হব্যং তথা পৌনর্ভবে দ্বিজে॥

বণিবৃত্তি বা পূনর্ভুপ্রসূত দ্বিজকে যা দান করা হয়, তা ভস্মে হুত হব্যের ন্যায় ইহলোকে ও পরলোকে নিস্ফল হয়।

১৮২। ইতরেষু ত্বপাঙ্‌ক্ত্যেষু যথোদ্দিষ্টেম্বসাধুষু।
মেদোহসৃঙ্গাংসমজ্জাস্থি বদন্ত্যন্নং মনীষিণঃ ॥

পূর্বোক্ত অন্যান্য অসং অপাংক্তেয় ব্যক্তিগণকে দত্ত অন্নকে মনীষিগণ (দাতার জন্মান্তরে ভোজনের জন্য) মেদ, রক্ত, মাংস, মজ্জা ও অস্থি নামে অভিহিত করেন।

১৮৩। অপাঙ্‌ক্ত্যোপহতা পঙ্‌ক্তিঃ পাব্যতে যৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ।
তান্নিবোধত কাৎস্ন্যেন দ্বিজাগ্র্যান্‌পঙ্‌ক্তিপাবন্যন্‌॥

অপাংক্তেয়দূষিত পংক্তি যে ব্রাহ্মণকর্তৃক পবিত্র হয়, সেই শ্রেষ্ঠ পংক্তিপাবন দ্বিজগণ সম্বন্ধে বিস্তারিত শুনুন।

১৮৪। অগ্র্যাঃ সর্বেষু বেদেষু সর্বপ্রবচনেষু চ।
শ্রোত্রিয়ান্বয়জাশ্চৈব বিজ্ঞেয়াঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ ॥

সকল বেদে, সকল বেদাঙ্গে যাঁরা শীর্ষস্থানীয় এবং বেদত্ত ব্রাহ্মণকুলে জাত, তাঁরা পংক্তিপাবন বলে জ্ঞেয়।

১৮৫- ত্রিণাচিকেতঃ পঞ্চাগ্নিস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ।

১৮৬। ব্রহ্মদেয়াত্মসন্তানো জ্যেষ্ঠসামগ এব চ॥
বেদার্থবিৎ প্রবক্তা চ ব্রহ্মচারী সহস্রদঃ।
শতায়ুশ্চৈব বিজ্ঞেয়া ব্রাহ্মণাঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ ॥

ত্রিণাচিকেত, অগ্নিহোত্রী, ত্রিসুপর্ণ, ছয় বেদাঙ্গে অভিজ্ঞ, ব্রাহ্মবিবাহে জাত সন্তান ও জেষ্ঠ্যসামগ, বেদার্থজ্ঞ, বেদব্যাখ্যাতা, ব্রহ্মচারী, সহস্রদাতা, ও শতবর্ষবয়স্ক ব্রাহ্মণ পংক্তিপাবন বলে জ্ঞেয়।

১৮৭। পুর্বেদ্যুরপরেদ্যুর্বা শ্রাদ্ধকর্মণ্যুপস্থিতে।
নিমন্ত্রয়েত ত্র্যবারান্‌ সম্যগবিপ্রান্‌ যথোদিতান্‌ ॥

শ্রাদ্ধকর্ম উপস্থিত হলে পূর্বদিনে বা শ্রাদ্ধদিনে যথাক্ত অন্যূন তিনজন ব্রাহ্মণকে উপযুক্ত সৎকারপূর্বক নিমন্ত্রণ করবে।

১৮৮। নিমন্ত্রিতো দ্বিজঃ পিত্র্যে নিয়তাত্মা ভবেৎ সদা।
ন চ চ্ছন্দাংস্যধীয়ীত যস্য শ্রাদ্ধং চ তদ্ভবেৎ ॥

পিতৃকার্যে নিমন্ত্রিত দ্বিজ সর্বদা সংযতেন্দ্রিয় হবেন ও বেদাধ্যয়ন করবেন না; শ্রাদ্ধকর্তার পক্ষেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

১৮৯। নিমন্ত্রিতান্‌ হি পিতর উপতিষ্ঠন্তি তান্‌ দ্বিজান্‌।
বায়ুবচ্চানুগচ্ছন্তি তথাসীনানুপাসতে ॥

পিতৃপুরুষগণ সেই নিমন্ত্রিত দ্বিগণকে পূজা করেন, বায়ুর ন্যায় তাঁদের অনুগমন করেন এবং তাঁরা উপবিষ্ট হলে নিকটে বসেন।

১৯০। কেতিতস্তু যথান্যায়ং হব্যকব্যে দ্বিজোত্তমঃ।
কথঞ্চিদপ্যতিক্রামন্ পাপঃ শূকরতাং ব্রজেৎ ॥

যথাবিধি হব কব্যে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ কোন প্রকারে নিমন্ত্রণ রক্ষা না করলে পাপিষ্ঠ সেই ব্রাহ্মণ শূকরত্ব প্রাপ্ত হবেন।

১৯১। আমন্ত্রিতস্তু যঃ শ্রাদ্ধে বৃষল্যা সহ মোদতে।
দাতুর্যদ্দুষ্কৃতং কিঞ্চিং তৎসর্বং প্রতিপদ্যতে ॥

শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হয়ে যিনি শূদ্রার সঙ্গে বিলাস করেন, তিনি দাতার (শ্রাদ্ধকর্তার) সব কিছু দুষ্কৃত প্রাপ্ত হন।

১৯২। অক্রোধনাঃ শৌচপরাঃ সততং ব্রহ্মচারিণঃ।
ন্যস্তশস্ত্রা মহাভাগাঃ পিতরঃ পূর্বদেবতাঃ ॥

মহান পিতৃগণ ক্রোধরহিত, শুচি, নিয়ত ব্রহ্মচারী, যুদ্ধত্যাগী এবং অনাদি দেবতা। (অতএব শ্রাদ্ধদাতা ও শ্রাদ্ধভোক্তা তাদৃশ হবেন)।

১৯৩। যস্মাদুৎপত্তিরেতেষাং সর্বেষামপ্যশেষতঃ
যে চ যৈরুপচর্যাঃ স্যুর্নিয়মৈস্তান্ নিবোধত ॥

যার থেকে এদের সকলের উৎপত্তি, যে সকল (শাস্ত্রবিহিত) নিয়মে তাঁরা সেবিত হবেন, সেইগুলি সম্পূর্ণরূপে শুনুন।

১৯৪। মনোর্হৈরণ্যগর্ভস্য যে মরীচ্যাদয়ঃ সুতাঃ।
তেষামৃষীণাং সর্বেষাং পুত্রাঃ পিতৃগণাঃ স্মৃতাঃ ॥

হিরণ্যগর্ভসুত মনুর মরীচি প্রভৃতি যে পুত্রগণ, সেই সকল ঋষিদের পুত্রেরা পিতৃগণ বলে কথিত।

১৯৫। বিরাট্সুতাঃ সোমসদঃ সাধ্যানাং পিতরঃ স্মৃতাঃ।
অগ্নিষ্বাত্তাশ্চ দেবানাং মারীচা লোকবিশ্রুতাঃ ॥

বিরাটের পুত্রদের নাম সোমসদ, তাঁরা সাধ্যগণের পিতা বলে কথিত। অগ্নিস্বাত্তা প্রভৃতি লোক বিশ্রুত মরীচিসুতগণ দেবগণের পিতা।

১৯৬। দৈত্য-দানব-যক্ষাণাং গন্ধর্বোরগ-রক্ষসাম্।

সুপর্ণ-কিন্নরাণাঞ্চ স্মৃতা বর্হিষদোহত্রিজাঃ ॥

অত্রিসুত বর্হিষদ দৈত্য, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, সর্প, রাক্ষস, সুপর্ণ (পক্ষিবিশেষ) ও কিন্নরদের পিতা বলে কথিত।

১৯৭। সোমপা নাম বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং হবির্ভুজঃ।
বৈশ্যানামাজ্যপা নাম শূদ্রানান্তু সুকালিনঃ ॥

সোমপা ব্রাহ্মণগণের, হবির্ভুক্‌রা ক্ষত্রিয়দের, আজ্যপা বৈশ্যদের ও সুকালিন শূদ্রদের পিতা।

১৯৮। সোমপাস্তু কবেঃ পুত্রা হবিষ্মন্তোহঙ্গিরঃসুতাঃ।
পুলস্ত্যস্যাজ্যপাঃ পুত্রা বশিষ্ঠস্য সুকালিনঃ ॥

সোমপাগণ কবির, হবিষ্মন্ত অঙ্গিরার, আজ্যপা পুলস্ত্যের ও সুকালিন বশিষ্ঠের পুত্র।

১৯৯। অগ্নিদগ্ধানগ্নিদগ্ধআন্ কাব্যান্ বর্হিষদস্তথা।
অগ্নিধ্বাত্তাংশ্চ সৌম্যাংশ্চ বিপ্রাণামেব নির্দিশেৎ॥

অগ্নিদগ্ধ, অনগ্নিদগ্ধ, কাব্য, বর্হিষদ, অগ্নিধ্বাত্তা এবং সৌম্যকেও ব্রাহ্মণদের পিতা বলে জানবে।

২০০। য এতে তু গণা মুখ্যাঃ পিতৃণাং পরিকীর্তিতাঃ।
তেষামপীহ বিজ্ঞেয়ং পুত্রপৌত্রমনন্তকম্॥

এই পিতৃগণের মধ্যে যাঁরা প্রধান গণ বলে ঘোষিত, তাঁদেরও পুত্র পৌত্রগণ অনন্ত বলে জানবে।

২০১। ঋষিভ্যঃ পিতরো জাতাঃ পিতৃভ্যো দেবদানবাঃ।
দেবেভ্যস্তু জগৎ সর্বং চরং স্থাণ্বনুপূর্বশঃ ॥

ঋষিগণ থেকে পিতৃগণ, পিতৃগণ থেকে দেবতা ও দানব, দেবগণের থেকে সকল চরাচর জগৎ ক্রমে জন্মেছে।

২০২। রাজতৈর্ভাজনৈরেষামথবা রজতান্বিতৈঃ।
বার্যপি শ্রদ্ধয়া দত্তমক্ষয়ায়োপকল্পতে ॥

(পিতৃগণকে) রূপার পাত্রে বা রূপাযুক্ত তাম্রপাত্রে শ্রদ্ধাসহকার জলদান করলেও তা (পিতৃগণের) অক্ষয় তৃপ্তির কারণ হয়।

২০৩। দেবকার্যাদ্দ্বিজাতীনাং পিতৃকার্যং বিশিষ্যতে।
দৈবং হি পিতৃকার্যস্য পূর্বমাপ্যায়নং স্মৃতম্॥

দ্বিজদের পক্ষে দেবকার্য অপেক্ষা পিতৃকার্য শ্রেয়, কারণ পিতৃকার্যের পূর্বে দেবগণের আপ্যায়ন হয় (অর্থাৎ দেবকার্য পিতৃকার্যের অঙ্গ)।

২০৪। তেষামারক্ষভুতন্তু পূর্বং দৈবং নিযোজয়েৎ।
রক্ষাংসি হি বিলুম্পন্তি শ্রদ্ধমারক্ষবর্জিতম্ ॥

সেই (পিতৃকার্যের) রক্ষস্বরূপ দৈবকার্য পূর্বে প্রযোজ্য ; কারণ, রাক্ষসেরা রক্ষাহীন শ্রাদ্ধ নষ্ট করে।

২০৫। দৈবাদ্যন্তং তদীহেত পিত্রাদ্যন্তং ন তদ্ভবেৎ।
পিত্রাদ্যন্তং ত্বীহমানঃ ক্ষিপ্রং নশ্যতি সান্বয়ঃ ॥

শ্রাদ্ধের আদি ও অন্তে দৈকার্যের জন্য চেষ্টা করবে, তার আদি ও অন্তে পিতৃকার্য থাকবে না। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধের আদি ও অন্তে পিতৃকার্যের চেষ্টা করে সে সবংশে শীঘ্র নষ্ট হয়।

২০৬। শুচিং দেশং বিবিক্তঞ্চ গোময়েনোপলেপয়েৎ।
দক্ষিণাপ্রবণঞ্চৈব প্রযেত্নেনোপপাদয়েৎ ॥

পবিত্র ও নির্জন যে স্থান দক্ষিণদিকে ক্রমাবনত, তাকে সযত্নে গোময়লিপ্ত করবে।

২০৭। অবকাশেষু চোক্ষেযু নদীতীরেষু চৈব হি।
বিবিক্তেষু চ তুষ্যন্তি দত্তেন পিতরঃ সদা॥

স্বভাবতঃ শ্রাদ্ধ অরণ্যাদি প্রদেশে, নদীতীরে ও নির্জনস্থানে প্রদত্ত দ্রব্য দ্বারা পিতৃগণ সর্বদা তুষ্ট হন।

২০৮। আসনেষুপকলপ্তেষু বর্হিষ্মৎসু পৃথক্ পৃথক্।
উপস্পৃষ্টোদকান্ সম্যগ্বিপ্রাংস্তানুপবেশয়েৎ ॥

পৃথক পৃথক্ রূপে বিন্যস্ত কুশময় আসনসমূহে সেই (নিমন্ত্রিত) স্নাত ও কৃতাচমন ব্রাহ্মণগণকে উপযুক্তরূপে বসাবে।

২০৯। উপবেশ্য তু তান্ বিপ্রানাসনেজুগুপ্সিতান্।
গন্ধমাল্যৈঃ সুরভিভির্চয়েদ্দেবপূর্বকম্ ॥

সেই অনিন্দিত ব্রাহ্মণগণকে উপবেশন করিয়ে গন্ধদ্রব্য ও সুগন্ধি মালা দ্বারা দেবাদিক্রমে তাঁদের অর্চনা করবে।

২১০। তেষামুদকমানীয় সপবিত্রাংস্তিলানপি।
অগ্নৌ কুর্যাদনুজ্ঞাতো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণৈঃসহ ॥

ব্রাহ্মণ তাদের জল ও দর্ভসহ তিল দান করে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হয়ে অগ্নিতে (বক্ষ্যমাণরূপে) ব্রাহ্মণগণ সহ হোম করবেন।

২১১। অগ্নেঃ সোমযমাভ্যাঞ্চ কৃত্বাপ্যায়নমাদিতঃ।
হবির্দানেন বিধিবৎ পশ্চাৎ সন্তর্পয়েৎ পিতৃন্ ॥

প্রথমে হবিদানের দ্বারা অগ্নি, সোম ও যমকে প্রীত করে পরে যথাবিধি পিতৃগণকে তৃপ্ত করবে।

২১২। অগ্ন্যভাবে তু বিপ্রস্য পাণাবেবোপপাদয়েৎ।
যো হ্যগ্নিঃ স দ্বিজো বিপ্রৈর্মন্ত্রদর্শিভিরুচ্যতে ॥

অগ্নির অভাবে ব্রাহ্মণের হস্তেই (আহুতিত্রয়) প্রদান করবে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বলেন, যা অগ্নি তাই দ্বিজ।

২১৩। অক্রোধনান্ সপ্রসাদান্ বদন্ত্যেতান্ পুরাতনান্।
লোকস্যাপ্যায়নে যুক্তান্ শ্রাদ্ধদেবান্ দ্বিজোত্তমান্ ॥

ক্রোধহীন, প্রসন্ন, (সৃষ্টির অনাদিত্বহেতু) পুরাতন, লোকবৃদ্ধির জন্য তৎপর ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধের পাত্রভূত বলে (মনু প্রভৃতি) নির্দেশ করেছেন।

২১৪। অপসব্যমগ্নৌ কৃত্বা সর্বমাবৃৎ পরিক্রমম্।
অপসব্যেন হস্তেন নির্বপেদুদকং ভুবি ॥

(অগ্নিপর্যুক্ষণাদি করে) দক্ষিণভাগে অগ্নৌকরণ হোমের অনুষ্ঠান করে পরে দক্ষিণ হস্তে পিণ্ডাধারভূত ভূমিতে জলদান করবে।

২১৫। ত্রীংস্তু তস্মাদ্ধবিঃশেষাৎ পিণ্ডান্ কৃত্বা সমাহিতঃ।
ঔদেকেনৈব বিধি নির্বপেদ্দক্ষিণামুখঃ ॥

সেই হবির অবশিষ্ট অংশ থেকে তিনটি পিণ্ড প্রস্তুত করে সমাহিত চিত্তে দক্ষিণ মুখ হয়ে ঔদকবিধি অনুসারেই দান করবে।

২১৬। ন্যপ্য পিণ্ডাংস্ততস্তাংস্তু প্রয়তো বিধিপূর্বকম্।
তেষু দর্ভেষু তং হস্তং নিমৃজ্যাল্লেপভাগিনাম্ ॥

যত্নসহকারে যথাবিধি সেই পিণ্ডগুলি দান করে ঐ দর্ভের উপরে লেপভাগিগণের (অর্থাৎ প্রপিতামহপিত্রাদি তিনপুরুষ) তৃপ্তির জন্য ঐ হস্ত মার্জন করবে।

২১৭। আচম্যোদক্পরাবৃত্য ত্রিরায়ম্য শনৈরসুন্।

ষড়্ঋতুংশ্চ নমস্কুর্যাৎ পিতুনেব চ মন্ত্রবিৎ ॥

মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ আচমনপূর্বক উত্তরমুখ হয়ে প্রাণায়াময় করে, ছয় ঋতুকে ও পিতৃগণকে নমস্কার করবেন।

২১৮। উদকং নিনয়েচ্ছেষং শনৈঃ পিণ্ডান্তিকে পুনঃ।
অবজিঘ্রেচ্ছ তান্ পিণ্ডান্ যথানুপ্তান্ সমাহিতঃ।

(পিণ্ডদানের পূর্বে) পিণ্ডের কাছে ধীরে ধীরে জল উৎসর্গ করবে এবং যে ক্রমে পিণ্ডাদি দান করা হয়েছে সেই ক্রমেই ঐগুলিকে ঘ্রাণ করবে।

২১৯। পিণ্ডেভ্যস্ত্বল্পিকাং মাত্রাং সমাদায়ানুপূর্বশঃ।
তানেব বিপ্রানাসীনান্ বিধিবৎ পূর্বমাশয়েৎ ॥

পিণ্ডগুলির থেকে অল্প অংশ ক্রমে নিয়ে তা উপবিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে প্রথমে যথাবিধি ভোজন করাবে।

২২০। ধ্রিয়মাণে তু পিতরি পূর্বেষামেব নির্বপেৎ।
বিপ্রবদ্বাপি তং শ্রাদ্ধে স্বকং পিতামাশয়েৎ ॥

পিতা জীবিত থাকতে তাঁর উর্ধ্বতন পুরুষগণের (অর্থাৎ পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধ প্রপিতামহের) শ্রাদ্ধ করবে অথবা পিতৃব্রাহ্মণ স্থানে নিজের পিতাকেই ভোজন করাবে।

২২১। পিতা যস্য নিবৃত্তঃ স্যাজ্জীবেদ্বাপি পিতামহঃ।
পিতুঃ স নাম সঙ্কীর্ত্য কীর্তযেং প্রপিতামহম্ ॥

যাঁর পিতা মৃত, পিতামহ জীবিত, তিনি পিতার নাম কীর্তন করে প্রপিতামহের নাম কীর্তন করবেন।

২২২। পিতামহো বা তচ্ছ্রাদ্ধং ভুঞ্জীতেতাব্রবীন্মনুঃ।
কামং বা সমনুজ্ঞাতঃ স্বয়মেব সমাচরেৎ ॥

পিতামহ জীবিত থাকলে তাঁকে ভোজন কাবে (এবং পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধ করবে) অথবা জীবিত পিতামহের অনুমতিক্রমে তঁকে ভোজন করাবে (পিতামহের শ্রাদ্ধ করবে কিম্বা পিতামহকে ভোজন না করিয়ে পিতৃপ্রপিতামহবৃদ্ধপ্রপিতামহের শ্রাদ্ধ করবে), মনু এই বলেছেন।

২২৩। তেষাং দত্ত্বা তু হস্তেষু সপবিত্রং তিলোদকম্।
তৎপিণ্ডাগ্রং প্রযচ্ছেত স্বধৈষামস্ত্বিতি ব্রুবন্॥

তাঁদের (সেই পিত্রাদি ব্রাহ্মণের) দর্ভসহ তিলোদক দান করে পূর্বোক্ত পিণ্ডাংশগুলি 'এষাংস্বধা অস্তু' বলে (পিত্রাদি ব্রাহ্মণের হস্তে) দান করবেন।

২২৪। পাণিভ্যাস্তুপসংগৃহ্য স্বয়মন্নস্য বর্দ্ধিতম্।
বিপ্রান্তিকে পিতৃন্ ধ্যায়ন্শনকৈরুপনিক্ষিপেৎ ॥

পূর্ণ অন্নপাত্র হস্তদ্বয়ে ধারণপূর্বক পিতৃগণের ধ্যান করে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণগণের সমীপে রাখবেন।

২২৫। উভয়োর্হস্তয়োর্মুক্তং যদন্নমুপনীয়তে।
তদ্বিপ্রলুম্পস্ত্যসুরাঃ সহসা দুষ্টচেতসঃ ॥

উভয় হস্তমুক্ত যে অন্ন আনীত হয়, তাকে হঠাৎ দুষ্টবুদ্ধি অসুরগণ নষ্ট করে।

২২৬। গুণাংশ্চ সুপশাকাদ্যান্ পয়ো দধি ঘৃতং মধু।
বিন্যসেৎ প্রযতঃ সম্যগ্ ভূমাবেব সমাহিতঃ ॥

নানাবিধ ব্যঞ্জন, সূপ শাকাদি, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও মধু সাবধানে পূর্বে সমাহিতচিত্তে মাটিতেই স্থাপন করবে।

২২৭। ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ বিবিধং মূলানি চ ফলানি চ।
হৃদ্যানি চৈব মাংসানি পানানি সুরভীণি চ ॥

বিবিধ ভক্ষ্য (মোদকাদি) ও ভোজ্য (পায়সাদি) ; বিবিধ মূল, ফল, মনোমত মাংস ও সুগন্ধি পানীয় —সেই সব এনে ধীরে ধীরে সমাহিতচিত্তে সাবধানে ঐগুলির সব গুণ বলতে বলতে পরিবেশন করাবে।

২২৮। উপনীয় তু তৎ সর্বং শনকৈঃ সুসমাহিতঃ।
পরিবেষয়েত প্রযতো গুণান্ সর্বান্ প্রচোদয়ন্॥

অতি সমাহিত হয়ে সেই সব ধীরে ধীরে উপস্থাপিত করে পবিত্র হয়ে তাদের সকল গুণ বলতে বলতে পরিবেশন করবে।

২২৯। নাস্রমাপাতয়েজ্জাতু ন কুপ্যেন্নানৃতং বদেৎ।
ন পাদেন স্পৃশেদন্নং ন চৈতদবধূনয়েৎ ॥

কখনও অশ্রুবিসর্জন করবে না, ক্রোধ প্রকাশ করবে না, মিথ্যা কথা বলবে না, পা দিয়ে অন্ন স্পর্শ করবে না, পরিবেষণ পাত্র থেকে উৎক্ষিপ্ত করে ভোজনপাত্রে দিবে না।

২৩০। অস্রং গময়তি প্রেতান্ কোপোহরীননৃতং শুনঃ।
পাদস্পর্শস্তু রক্ষাংসি দৃষ্কৃতীনবধুননম্ ॥

অশ্রু অন্নকে প্রেতদের, কোপ শত্রুদের, মিথ্যা কুকুরের, পাদস্পর্শ রাক্ষসদের ও উৎক্ষেপণ দুষ্কৃতকারীদের নিকট নিয়ে যায়।

২৩১।　যদ্‌যদ্‌রোচেত বিপ্রেভ্যস্তত্তদ্‌দদ্যাদমৎসরঃ।
ব্রহ্মোদ্যাশ্চ কথাঃ কুর্যাৎ পিতৃণামেতদীপ্সিতম্ ॥

ব্রাহ্মণদের যে সকল দ্রব্য রুচিকর, সেই সকল দ্রব্য মাৎসর্যহীন হয়ে দান করবে। পরমাত্মবিষয়ক কথা সকলও বলবে ; পিতৃগণের এটি ঈপ্সিত।

২৩২।　স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্র্যে ধর্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
আখ্যানানীতিহাসংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ ॥

পিতৃকার্যে (ব্রাহ্মণদের) বেদ, ধর্মশাস্ত্র, আখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ ও খিল (শ্রীসূক্তশিবসংকল্পাদি) শোনাবে।

২৩৩।　হর্ষয়েদ্‌ব্রাহ্মণাংস্তুষ্টো ভোজয়েচ্চ শনৈঃ শনৈঃ।
অন্নাদ্যেনাসকৃচ্চৈতান্ গুণৈশ্চ পরিচোদয়েৎ ॥

সন্তুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণগণকে আনন্দ দান করবে, ধীরে ধীরে তাদের অন্নাদি ভোজন করাবে এবং (মিষ্টান্ন পায়সাদির) গুণ বর্ণন পূর্বক বারংবার ব্রাহ্মণগণকে (গ্রহণ করতে) অনুরোধ করবে।

২৩৪।　ব্রতস্হমপি দৌহিত্রং শ্রাদ্ধে যত্নেন ভোজয়েৎ।
কুতপঞ্চাসনে দদ্যাৎ তিলৈশ্চ বিকিরেন্মহীম্ ॥

দৌহিত্র ব্রহ্মচারী হলেও তাকে সযত্নে শ্রদ্ধে ভোজন করাবে। আসন হিসাবে নেপালী কম্বল দান করবে, মাটিতে তিল ছিটিয়ে দিবে।

২৩৫।　ত্রীণি শ্রাদ্ধে পবিত্রাণি দৌহিত্রঃ কুতপস্তিলাঃ।
ত্রীণি চাত্র প্রশংসন্তি শৌচমক্রোধমত্বরাম্ ॥

দৌহিত্র, নেপালী কম্বল ও তিল—শ্রাদ্ধে এই তিনটি পবিত্র। এতে শুচিতা, ক্রোধশূন্যতা ও ত্বরাহীনতা—এই তিনটিকে প্রশংসা করা হয়।

২৩৬।　অত্যুষ্ণং সর্বমন্নং স্যাদভুঞ্জীরংস্তে চ বাগ্‌যতাঃ।
ন চ দ্বিজাতয়ো ব্রুয়ুর্দাত্রা পৃষ্টা হবির্গুণান্॥

সকল অন্ন অতি উষ্ণ হবে। সেই ব্রাহ্মণগণ সংযতবাক্ হয়ে তা ভক্ষণ করবেন। দাতা (শ্রাদ্ধকর্তা) কর্তৃক শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের গুণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে দ্বিজগণ বলবেন না।

২৩৭।　যাবদুষ্ণং ভবত্যন্নং যাবদশ্নন্তি বাগ্‌যতাঃ।
পিতরস্তাবদশ্নন্তি যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ ॥

অন্ন যতক্ষণ উষ্ণ থাকে, ততক্ষণ পিতৃগণ মৌনী হয়ে ভক্ষণ করবেন যতক্ষণ না শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের গুণ বলা হয়।

২৩৮। যদ্বেষ্টিতশিরা ভুঙ্‌ক্তে যদ্ভুংক্তে দক্ষিণমুখঃ।
সোপানৎকশ্চ যদ্ভুঙ্‌ক্তে তদ্বৈ রক্ষাংসি ভুঞ্জতে॥

(ব্রাহ্মণগণ) মস্তকে বস্ত্র বেষ্টন করে দক্ষিণমুখ হয়ে ও চর্মপাদুকা পরিহিত হয়ে যা ভক্ষণ করেন, তা রাক্ষসেরা ভোজন করে।

২৩৯। চাণ্ডালশ্চ বরাহশ্চ কুক্কুটঃ শ্বা তথৈব চ।
রজস্বলা চ ষণ্ঢশ্চ নেক্ষেরন্নশ্নতো দ্বিজান্ ॥

ভোজনরত দ্বিজগণকে চণ্ডাল, শুকর, কুক্কুট, কুকুর, রজস্বলা নারী ও ক্লীব দেখবে না।

২৪০। হোমে প্রদানে ভোজ্যে চ যদেভিরভিবীক্ষ্যতে।
দৈবে কর্মণি পিত্রে বা তদ্গচ্ছত্যযথাতথম্ ॥

দৈব ও পিতৃকার্যে, হোমে, দানে ও ভোজ্যে এরা যা দেখে, তা বিফল হয়।

২৪১। ঘ্রাণেন শুকরো হন্তি পক্ষবাতেন কুক্কুটঃ।
শ্বা তু দৃষ্টিনিপাতেন স্পর্শেনাবরবর্ণজঃ ॥

শূকর ঘ্রাণঘারা, কুক্কুট পক্ষবায়ু দ্বারা, কুকুর দৃষ্টিপাতের দ্বারা ও শূদ্র স্পর্শদ্বারা নষ্ট করে।

২৪২। খঞ্জো বা যদি বা কাণো দাতুঃ প্রেষ্যোহপি বা ভবেৎ।
হীনাতিরিক্তগাত্রো বা তমপ্যপনয়েৎ ততঃ ॥

খঞ্জ, কাণা, শ্রাদ্ধকর্তার ভৃত্য, হীনাঙ্গ বা অধিকাঙ্গ ব্যক্তিকে সেই স্থান থেকে অপসারণ করবে।

২৪৩। ব্রাহ্মণং ভিক্ষুকং বাপি ভোজনার্থমুপস্থিতম্।
ব্রাহ্মণৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ শক্তিতঃ প্রতিপূজয়েৎ ॥

ব্রাহ্মণ বা ভিক্ষুক ভোজনের জন্য উপস্থিত হলে ব্রাহ্মণগণের অনুমতিক্রমে যথাশক্তি তাদের সম্মান করবে।

২৪৪। সার্ববর্ণিকমন্নাদ্যং সন্নীয়াপ্লাব্য বারিণা।
সমুৎসৃজেদ্ভূক্তবতামগ্রতো বিকিরন্ ভুবি ॥

ভুক্ত ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে সর্বপ্রকার অন্নব্যঞ্জনাদি একত্র করে জল দিয়ে প্লাবিত করে মাটিতে (দর্ভোপরে) ছড়িয়ে দিতে হবে।

২৪৫। অসংস্কৃতপ্রমীতানাং ত্যাগিনাং কুলযোষিতাম্।
উচ্ছিষ্টং ভাগধেয়ং স্যাদ্দর্ভেষু বিকির যঃ ॥

যারা সংস্কারের পূর্বে মৃত ও যারা (নির্দোষ) কুলস্ত্রীকে পরিত্যাগ করে মৃত, দর্ভোপরি পাত্রোচ্ছিষ্ট অন্ন (ও অগ্নিদগ্ধা পিণ্ড) তাদের প্রাপ্য ভাগ হবে।

২৪৬। উচ্ছেষণং ভূমিগতমজিহ্মস্যাশঠস্য চ।
দাসবর্গস্য তৎ পিত্র্যে ভাগধেয়ং প্রচক্ষতে ॥

পিতৃকার্যে মাটিতে যে উচ্ছিষ্ট পড়ে যায়, তা যে দাসগণ সরলস্বভাব ও শঠতাহীন তাদের প্রাপ্য ভাগ বলা হয়েছে।

২৪৭। আসপিণ্ডক্রিয়াকর্ম দ্বিজাতেঃ সংস্থিতস্য তু।
অদৈবং ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধং পিণ্ডমেকন্তু নির্বপেৎ ॥

সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধপর্যন্ত অচিরমৃত দ্বিজের বৈশ্বদেবব্রাহ্মণভোজনরহিত শ্রদ্ধার্থ অন্ন (ব্রাহ্মণকে) ভোজন করাবে এবং একটি পিণ্ড দিবে।

২৪৮। সহপিণ্ডক্রিয়ায়ন্তু কৃতায়ামস্য ধর্মতঃ।
অনয়ৈবাবৃতা কার্যং পিণ্ডনির্বপণং সুতৈঃ ॥

মৃতব্যক্তির ধর্মানুসারে সপিণ্ডীকরণ সমাপ্ত হলে পুত্রগণ কর্তৃক (সকল তিথিতে) এই (পার্বণরীতিতেই) পিণ্ডদান করণীয়।

২৪৯। শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা য উচ্ছিষ্টং বৃষলায় প্রযচ্ছতি।
স মূঢ়ো নরকং যাতি কালসূত্রমবাক্শিরাঃ ॥

যে শ্রাদ্ধে ভোজন করে উচ্ছিষ্ট শূদ্রকে দেয়, সেই মূর্খ অধোমুখে কালসূত্র নামক নরকে গমন করে।

২৫০। শ্রাদ্ধভুগ্ বৃষলীতল্পং তদহর্যোঽধিগচ্ছতি।
তস্যাঃ পুরীষে তন্মাসং পিতরস্তস্য শেরতে ॥

শ্রাদ্ধে ভোজন করে যে সেই দিন শুদ্রাসম্ভোগ করে, তার পিতৃপুরুষগণ সেই স্ত্রীলোকের বিষ্ঠায় সেই মাস শয়ন করেন।

২৫১। পৃষ্টা স্বদিতমিত্যেবং তৃপ্তানাচাময়েৎ ততঃ।
আচান্তাংশ্চানুজানীয়াদভি ভো রম্যতামিতি ॥

তৃপ্ত ব্রাহ্মণগণকে (তৃপ্তিবোধক) স্বদিত জিজ্ঞাসা করে আচমন করাবে। তাঁরা আচমন করলে 'ভো অভিরম্যতাং' (বিশ্রাম করুন) এই বলে বিশ্রাম করতে বলবে।

২৫২। স্বধাস্ত্বিত্যেব তং ব্রূয়ুর্ব্রাহ্মণাস্তদনন্তরম্।
স্বধাকারঃ পরা হ্যাশীঃ সর্বেষু পিতৃকর্মসু ॥

তারপর ব্রাহ্মণগণ তাঁকে ‘স্বধা অস্তু’ (স্বধা হউক) এই কথা বলবেন। সকল পিতৃকার্যে স্বধা-উচ্চারণ শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ।

২৫৩। ততো ভুক্তবতাং তেষামন্নশেষং নিবেদয়েৎ।
যথা ব্রূয়ুস্তথা কুর্যাদনুজ্ঞাতস্ততো দ্বিজৈঃ ॥

তারপর সেই ভুক্ত ব্রাহ্মণগণকে অবশিষ্ট অন্নের কথা বলবে। দ্বিজগণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হয়ে তাঁরা যেমন বলবেন তেমনই করবে।

২৫৪। পিত্র্যে স্বদিতমিত্যেবং বাচ্যং গোষ্ঠে তু সুশ্রুতম্।
সম্পন্নমিত্যভ্যুদয়ে দৈবে রুচিতমিত্যপি॥

পিতৃকার্যে ব্রাহ্মণগণকে স্বদিত, গোষ্ঠীশ্রাদ্ধে সুশ্রুত, আভদয়িক (বা বৃদ্ধি) শ্রাদ্ধে সম্পন্ন, দৈবশ্রাদ্ধে রুচিত এই কথা বলতে হয়।

২৫৫। অপরাহ্নস্তথা দর্ভা বাস্তুসম্পাদনং তিলাঃ।
সৃষ্টির্সৃষ্টির্দ্বিজাশ্চাগ্রাঃ শ্রাদ্ধকর্মসু সম্পদঃ ॥

অপরাহ্ন, (কুশাদি) দর্ভ, উত্তমরূপে মার্জিত গৃহাদি, তিল, অকৃপণভাবে অন্নদান, অন্নাদির বিশেষ সংস্কার, পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণ—এইগুলি শ্রাদ্ধকার্যে সম্পদ।

২৫৬। দর্ভাঃ পবিত্রং পূর্বাহ্ণো হবিষ্যাণি চ সর্বশঃ।
পবিত্রং যচ্চ পূর্বোক্তং বিজ্ঞেয়া হব্যসম্পদঃ ॥

কুশ, মন্ত্র, পূবাহ্ন, (বক্ষ্যমাণ মুন্যন্নাদি) উৎকৃষ্ট সকল হবিষ্য, পূর্বোক্ত পবিত্র বস্তু প্রভৃতি হব্যে (বা দৈবকার্যে) সম্পদ্।

২৫৭। মুন্যন্নানি পয়ঃ সোমো মাংসং যচ্চানুপস্কৃতম্।
অক্ষারলবণংচৈব প্রকৃত্যা হবিরুচ্যতে॥

মুন্যন্ন (বানপ্রস্থের খাদ্য), দুগ্ধ, সোমরস, অবিকৃত মাংস, (সৈন্ধবাদি) অকৃত্রিম লবণ স্বাভাবিক হবিষ্যান্ন বলে কথিত হয়।

২৫৮। বিসৃজ্য ব্রাহ্মণাংস্তাংস্তু নিয়তো বাগ্যতঃ শুচিঃ।
দক্ষিণাং দিশমাকাঙ্ক্ষন্ যাচেতেমান্ বরান্ পিতৃন্ ॥

সেই (নিমন্ত্রিত) ব্রাহ্মণগণকে বিদায় দিয়ে অনন্যচিত্তে মৌনী ও শুচি হয়ে দক্ষিণদিক্ দেখতে দেখতে পিতৃপুরুষের নিকট এই (বক্ষ্যমাণ) বরগুলি প্রার্থনা করবে।

২৫৯। দাতারো নোঽভিবর্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহুদেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি ॥

আমাদের বংশে দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি হোক, বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনা সমধিক হোক, আমাদের শ্রদ্ধা যেন অপগত না হয়, দান করার মত আমাদের বহুদ্রব্য হোক।

২৬০। এবং নির্বপণং কৃত্বা পিণ্ডাংস্তাংস্তদনন্তরম্।
গাং বিপ্রমজমগ্নিং বা প্রাশয়েদপ্সু বা ক্ষিপেৎ॥

এই রূপে পিণ্ডদান করে (উক্ত বর প্রার্থনার) পরে সেই পিণ্ডগুলি গাভী, ব্রাহ্মণ বা অজকে খাওয়াবে অথবা অগ্নিতে বা জলে নিক্ষেপ করবে।

২৬১। পিন্ডনির্বপণং কেচিৎ পুরস্তাদেব কুর্বতে।
বয়োভিঃ খাদয়ন্ত্যন্যে প্রক্ষিপন্ত্যনলেঽপ্সু বা ॥

কেউ কেই পিণ্ডদান পূর্বেই (ব্রাহ্মণভোজনের পরেই) করেন। অপর ব্যক্তিগণ পাখী দিয়ে খাওয়ান বা আগুনে অথবা জলে পিণ্ড নিক্ষেপ করেন।

২৬২। পতিব্রতা ধর্মপত্নী পিতৃপূজনতৎপরা।
মধ্যমন্তু ততঃ পিণ্ডমদ্যাৎ সম্যক্ সুতার্থিনী ॥

পৃতিব্রতা, ধর্মপত্নী (অর্থাৎ প্রথম বিবাহিতা সবর্ণা নারী) পিতৃপূজাপরায়ণা (অর্থাৎ শ্রাদ্ধে শ্রদ্ধাশীলা), পুত্রার্থিনী স্ত্রী সম্যক্‌রূপে মধ্যম (অর্থাৎ পতির পিতামহের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত) পিণ্ড ভক্ষণ করবেন।

২৬৩। আয়ুষ্মন্তং সুতং সূতে যশোমেধাসমন্বিতম্।
ধনবন্তং প্রজাবন্তং সাত্ত্বিকং ধার্মিকং তথা ॥

(সেই পিণ্ড ভোজন করলে) দীর্ঘায়ু, যশস্বী, মেধাবী, ধনবান্, পুত্রবান্, সাত্ত্বিক ও ধার্মিক পুত্র (স্ত্রী) প্রসব করেন।

২৬৪। প্রক্ষাল্য হস্তাবাচম্য জ্ঞাতিপ্রায়ং প্রকল্পয়েৎ।
জ্ঞাতিভ্যঃ সৎকৃতং দত্ত্বা বান্ধবানপি ভোজয়েৎ ॥

হাত দুটি ধুয়ে ও আচমন করে জ্ঞাতিভোজন করাবেন। জ্ঞাতিদের সৎকার করে (মাতৃপক্ষীয়) বান্ধবগণকেও ভোজন করাবেন।

২৬৫। উচ্ছেষণন্তু তৎ তিষ্ঠেদ্যাবদ্বিপ্রা বিসর্জিতাঃ।
তেতো গৃহবলিং কুর্যাদিতি ধর্ম্মে ব্যবস্থিতঃ ॥

যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রাহ্মণগণকে বিদায় না দেওয়া হয়, ততক্ষণ উচ্ছিষ্ট থাকবে। তারপর গৃহবলি দান করবে—এই ধর্ম বিহিত।

২৬৬। হবির্যচ্চিররাত্রায় যচ্চানন্ত্যায় কল্প্যতে।
পিতৃভ্যো বিধিবদ্দত্তং তৎ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥

পিতৃপুরুষকে যথাবিধি দত্ত যে হবি চিরকাল আনন্ত্যের হেতু হয়, তা সম্পূর্ণভাবে বলছি।

২৬৭। তিলৈর্ব্রীহিযর্বৈর্মাষৈরদ্ভির্মূলফলেন বা।
দত্তেন মাসং প্রীয়ন্তে বিধিবৎ পিতরো নৃণাম্ ॥

মানুষের পিতৃগণ যথাবিধি প্রদত্ত তিল, ধান, যব, মাষ, জল, মূল, ফল দ্বারা এক মাস তৃপ্তি লাভ করেন।

২৬৮। দ্বৌ মাসৌ মৎস্যমাংসেন ত্রীন্ মাসান্ হারিণেন চ।
ঔরভ্রেণাথ চতুরঃ শাকুনেনাথ পঞ্চ বৈ ॥

(তাঁরা) মৎস্য মাংস দ্বারা দুই মাস, হরিণ মাংসে তিন মাস, মেষ মাংস দ্বারা চার মাস, পক্ষিমাংস দ্বারা পাঁচ মাস (তৃপ্তি লাভ করেন)।

২৬৯। যণ্মাসাংশ্ছাগমাংসেন পার্ষতেন চ সপ্ত বৈ।
অষ্টাবেণস্য মাংসেন রৌরবেণ নবৈব তু ॥

ছাগমাংসে ছয় মাস, চিত্রিত মৃগমাংস দ্বারা সাত মাস, এণ মৃগমাংস দ্বারা আট মাস ও রুরুমৃগ মাংস দ্বারা নয় মাস (তৃপ্তিলাভ হয়)।

২৭০। দশমাসাংস্ত্ত তৃপ্যন্তি বরাহমহিষামিষৈঃ।
শশকূর্ময়োস্ত মাংসেন মাসানেকাদশৈব তু ॥

শূকর ও মহিষের মাংস দ্বারা দশ মাস (পিতৃগণ) তৃপ্ত হন। শশক ও কচ্ছপের মাংস দ্বারা একাদশ মাস (তৃপ্তি হয়)।

২৭১। সংবৎসরন্তু গব্যেন পয়সা পায়সেন চ।
বার্ধ্রীণসস্য মাংসেন তৃপ্তির্দ্বাদশবার্ষিকী॥

গাভীদুগ্ধ[২২] ও (সেই দুগ্ধে প্রস্তুত) পায়স দ্বারা এক বৎসর, বার্ধ্রীণসের[২৩] মাংসে, দ্বাদশ বর্ষ তৃপ্তি হয়।

২৭২। কালশাকং মহাশলল্কাঃ খড়্গলোহামিষং মধু।
আনন্ত্যায়ৈব কল্পন্তে মুন্যন্নানি চ সর্বশঃ ॥

কালশাক, মহাশোল মাছ, গণ্ডার ও রক্তবর্ণ ছাগ মাংস, মধু, সর্ববিধ নীবারাদি ধান্য অনন্তকাল তৃপ্তিদায়ক হয়।

২৭৩। যৎকিঞ্চিন্মধুনা মিশ্রং প্রদদ্যাৎ তু ত্রয়োদশীম্।
তদপ্যক্ষয়মেব স্যাদ্বর্ষাসু চ মঘাসু চ ॥

বর্ষাকালে মঘানক্ষত্রে ত্রয়োদশী তিথিতে মধুমিশ্রিত যা কিছু দেওয়া যায়, তাতেও অক্ষয়তৃপ্তি হয়।

২৭৪। অপি নঃ স কুলে জায়াদ্ যো ন দদ্যাৎ ত্রয়োদশীম্।
পায়সং মধুসর্পির্ভ্যাং প্রাক্‌ছায়ে কুঞ্জরস্য চ ॥

(পিতৃগণ এই প্রার্থনা করেন) আমাদের কুলে এমন লোক জন্মগ্রহণ করুক, যে আমাদের (মঘানক্ষত্র যুক্ত কৃষ্ণা) ত্রয়োদশীতে বা (অন্য তিথিতে) হস্তীর পূর্বদিক্‌স্থিত ছায়ায় ঘৃতমধুযুক্ত পায়স দিবে।

২৭৫। যদ্‌যদ্দদাতি বিধিবৎ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
তৎ তৎ পিতৃণাং ভবতি পরত্রানন্তমক্ষয়ম্ ॥

যথাবিধি উপযুক্তরূপে শ্রদ্ধাসহকারে যা যা দেওয়া হয়, সেই সেই দ্রব্যে পিতৃপুরুষগণের পরলোকে অনন্তকাল অক্ষয়তৃপ্তি হয়।

২৭৬। কৃষ্ণপক্ষে দশম্যাদৌ বর্জয়িত্বা চতুর্দশীম্।
শ্রাদ্ধে প্রশস্তাস্তিথয়ো যথৈতা ন তথেতরাঃ ॥

কৃষ্ণপক্ষে দশমী প্রভৃতি চতুর্দশী ভিন্ন তিথিগুলি শ্রাদ্ধে প্রশস্ত ; অন্যগুলি তেমন নয়।

২৭৭। যুক্ষু কুর্বন্ দিনর্ক্ষেষু সর্বান্ কামান্ সমশ্নুতে।
অযুক্ষু তু পিতৃন্ সর্বান্ প্রজাং প্রাপ্নোতি পুষ্কলাম্ ॥

যুগ্ম তিথি নক্ষত্রে (শ্রাদ্ধ করলে) সকল কাম্যবস্তু লাভ হয়। অযুগ্ম তিথিনক্ষত্রে পিতৃকার্য করলে (ধনবিদ্যাদি সম্পন্ন) সন্তান লাভ করা যায়।

২৭৮। যথা চৈবাপরঃ পক্ষঃ পূর্বপক্ষাদ্ বিশিষ্যতে।
তথা শ্রাদ্ধস্য পূর্বাহ্নদপরাহ্নো বিশিষ্যতে ॥

যেমন কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ অপেক্ষা (শ্রাদ্ধে) শ্রেয়, তেমনই শ্রাদ্ধে পূর্বাহ্ন অপেক্ষা অপরাহ্ন প্রশস্ত।

২৭৯। প্রাচীনাবীতিনা সম্যগপসব্যমতন্দ্রিণা।

পিত্র্যমানিধনাৎ কার্যং বিধিবদ্দর্ভপাণিনা॥

শ্রাদ্ধ সমাপ্তি পর্যন্ত প্রাচীনাবীতী অনলস, কুশহস্ত হয়ে যথাবিধি পিতৃতীর্থ দ্বারা পিতৃকার্য করণীয়।

২৮০। রাত্রৌ শ্রাদ্ধং ন কুর্বীত রাক্ষসী কীর্তিতা হি সা।
সন্ধ্যয়োরুভয়োশ্চৈব সূর্যে চৈবাচিরোদিতে ॥

রাত্রিবেলা শ্রাদ্ধ করণীয় নয়, রাত্রিকে রাক্ষসী বলা হয়েছে। উভয় সন্ধিক্ষণে (অর্থাৎ প্রাতে ও সন্ধ্যায়) এবং সুর্যোদয়ের অল্পকাল পরে (শ্রাদ্ধ করণীয় নয়)।

২৮১। অনেন বিধিনা শ্রাদ্ধং ত্রিরব্দস্যেহ নির্বপেৎ।
হেমন্তগ্রীষ্মবর্ষাসু পাঞ্চযজ্ঞিকমন্বহম্ ॥

এই নিয়মানুসারে বৎসরে হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিনবার শ্রাদ্ধ করবে, পঞ্চ যজ্ঞান্তর্গত শ্রাদ্ধ প্রতিদিন করণীয়।

২৮২। ন পৈতৃযজ্ঞিয়ো হোমো লৌকিকেহগ্নৌ বিধীয়তে।
ন দর্শেন বিনা শ্রাদ্ধমাহিতাগ্নের্দ্বিজন্মনঃ ॥

(শ্রৌত স্মার্ত ব্যতিরিক্ত) লৌকিক অগ্নিতে পিতৃ যজ্ঞবিহিত হোম বিহিত নয়। সাগ্নিক দ্বিজের শ্রাদ্ধ অমাবস্যাভিন্ন (অন্য তিথিতে) হয় না।

২৮৩। যদেব তর্পয়ত্যদ্ভিঃ পিতৃন্ স্নাত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
তেনৈব কৃৎস্নমাপ্নোতি পিতৃযজ্ঞক্রিয়াফলম্ ॥

ব্রাহ্মণ স্নান করে যে পিতৃতর্পণ করেন, তার দ্বারাই (নিত্য) পিতৃশ্রাদ্ধের সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়।

২৮৪। বসুন্ বদন্তি বৈ পিতৃন্ রুদ্রাংশ্চৈব পিতামহান।
প্রপিতামহাংস্তথাদিত্যান্ শ্রুতিরেষা সনাতনী ॥

পিতৃপুরুষকে বসু, পিতামহকে রুদ্র ও প্রপিতামহকে আদিত্য বলা হয়। এই নিত্যশ্রুতি।

২৮৫। বিঘসাশী ভবেন্নিত্যং নিত্যং বামৃতভোজনঃ।
বিঘসো ভুক্তশেষন্ত যজ্ঞশেষং তথামৃতম্ ॥

প্রত্যহ বিঘসাশী বা অমৃতভোজী হবে ; (ব্রাহ্মণের) ভুক্তাবশিষ্ট (অন্নাদিকে) বিঘস, যজ্ঞাবশিষ্ট (পুরোডাশাদিকে) অমৃত বলা হয়।

২৮৬। এতদ্বোহভিহিতং সর্বং বিধানং পাঞ্চযজ্ঞিকম্।
দ্বিজাতিমুখ্যবৃত্তীনাং বিধানং শ্রুয়তামিতি ॥

পঞ্চযজ্ঞের সকল নিয়ম আপনাদের বললাম। ব্রাহ্মণগণের (শিলোঞ্ছাদি) জীবিকা শুনুন।

মানবধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্ত সংহিতায় তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

পাদটীকা

১ মেধাতিথির মতে, মূলে শব্দটি আছে অমৈথুনী অর্থাৎ পিতা ভিন্ন অন্যের মৈথুন জাতা নয়, অর্থাৎ পিতার ঔরসজাতা কন্যা নিয়োগোৎপাদিতা নয়। অমৈথুনে পাঠে অর্থ হবে এইরূপ কন্যা ধর্মকার্যার্থ বিবাহকর্মে প্রশস্তা, মৈথুনে নয়।
কুল্লুকের মতে, মৈথুনে অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী এই মিথুন সাধা অগ্ন্যাধান কর্মে ও পুত্রেৎপাদনাদিতে।

২ প্রাচীনকালে পুত্রিকাপুত্র সমাজে স্বীকৃত ছিল। অপুত্রক ব্যক্তি কন্যা সম্বন্ধে ইচ্ছা পোষণ করতেন যে, এর যে পুত্র হবে, সে মাতামহের পুত্ররূপে গণ্য হবে, অথবা ঐ কন্যাই পিতার পুত্র স্বরূপ বিবেচিত হবে।

৩ স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক অনুরাগ থাকলে যুদ্ধাদিদ্বারা কন্যালাভপূর্বক তাকে বিবাহ করার নাম মিশ্রিত গান্ধর্বরাক্ষস বিবাহ।

৪ এক গাভী ও এক বৃষে একটি গোমিথুন হয়।

৫ শব্দকোষ দ্রষ্টব্য।

৬ শব্দকোষ দ্রষ্টব্য।

৭ যে বমি করে উদগীর্ণ পদার্থ ভক্ষণ করে।

৮ অর্থাৎ বহু ব্রাহ্মণ উপস্থিত হলে তাঁদের উপযুক্ত অভ্যর্থনা করা যায় না, উপযুক্ত স্থানে তাঁদের বসান যায় না, ঠিক সময়ে ভোজন করান যায় না, বহু লোকের মধ্যে কে পবিত্র তা জানা যায় না এবং তাঁদের উৎকর্ষও বিচার করা যায় না।

৯ পৃগ শব্দের অর্থ শব্দকোষে দ্রষ্টব্য। এখানে বহুলোককে যে যাজন করে তাকে বোঝান হয়েছে।

১০ শব্দকোষ দ্রষ্টব্য।

১১ ঐ।

১২ ঐ।

১৩ ঐ।

১৪ ঐ।

১৫ ঐ।

১৬ যে পূর্বোক্ত কুণ্ডের অন্নভক্ষণ করে।

১৭ যে নিয়ে খেলতে অক্ষম। কিন্তু নিজের জন্য অপরকে দিয়ে খেলায়।

১৮ শব্দকোষ দ্রষ্টব্য।

১৯ নিয়োগপ্রথানুসারে মনোনীত। নিয়োগ শব্দ শব্দকোষে দ্রষ্টব্য।

২০ শব্দকোষ দ্রষ্টব্য।

২১ ঐ।

২২ গব্যেন শব্দে কেউ কেউ গোমাংস বুঝেছেন। মেধাতিথি বলেছেন যে, শংখস্মৃতিতে গোমাংস ভক্ষণে যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, তা মধুপর্ক ও অষ্টকাশ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্যত্র বুঝতে হবে। অর্থাৎ মধুপর্কে ও অষ্টকাশ্রাদ্ধে গোমাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ নয়। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, আপস্তম্বসূত্রে (১১৭৩০, ৩১; ২১৬২৫) শ্রাদ্ধে গোমাংসদান ও গোমাংসভক্ষণ অনুমোদিত হয়েছে।

২৩ এই শব্দের অর্থ হতে পারে গণ্ডার, বৃদ্ধ ছাগ, একপ্রকার ষাঁড় বা পাখী।

চতুর্থ অধ্যায়

১। চতুর্থমায়ুষো ভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজঃ।
দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ ॥

আয়ুষ্কালের[১] প্রথম চতুর্থ ভাগ দ্বিজ গুরুগৃহে বাস করে পরের দ্বিতীয় ভাগ বিবাহিত অবস্থায় গৃহে বাস করবেন।

২। অদ্রোহেণৈব ভূতানামল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ।
যা বৃত্তিস্তাং সমাস্থায় বিপ্রো জীবেদনাপদি ॥

আপদ্‌কাল ভিন্ন অন্য সময়ে ব্রাহ্মণ এমন বৃত্তি অবলম্বন করে জীবনধারণ করবেন, যাতে প্রাণীদের অনিষ্ট না হয় বা অল্প অনিষ্ট হয়।

৩। যাত্রামাত্রপ্রসিদ্ধ্যর্থং স্বৈঃ কর্মভিরগর্হিতৈঃ।
অক্লেশেন শরীরস্য কুর্বীত ধনসঞ্চয়ম্॥

(ব্রাহ্মণ) নিজের অনিন্দিত কর্মদ্বারা শরীরকে কষ্ট না দিয়ে শুধু প্রাণধারণের জন্য অর্থসঞ্চয় করবেন।

৪। ঋতামৃতাভ্যাং জীবেৎ তু মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাখ্যয়া বাপি ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥

ঋত, অমৃত, মৃত, মৃত বা সত্যানৃ— এই বৃত্তিগুলির দ্বারা জীবনধারণ করবেন, কখনও কুকুরের বৃত্তিদ্বারা নয়[২]।

৫। ঋতমুঞ্ছশীলং জ্ঞেয়মমৃতং স্যাদযাচিতম্।
মৃতন্তু যাচিতং ভৈক্ষং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্ ॥

ঋত উঞ্ছশিল[৩], অমৃত অযাচিত (ভক্ষ্য), মৃত যাচিত ভিক্ষালব্ধ খাদ্য, প্রমৃত কর্ষণ বলে কথিত।

৬। সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে।
সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাৎ তাং পরিবর্জয়েৎ ॥

সত্যানৃত[৪] বলতে বোঝায় বাণিজ্য, এর দ্বারাও (বরং আপাদ্‌কালে) জীবনধারণ করা যায়। (পরের) সেবা শ্ববৃত্তি বলে কথিত ; সুতরাং একে বর্জন করবে।

৭। কুসূলধান্যকো বা স্যাৎ কুম্ভীধান্যক এব বা।
ত্র্যৈহিকো বাপি ভবেদশ্বস্তনিক এব বা ॥

কুসূলধান্যক বা কুম্ভীধান্যক হবেন অথবা তিন দিনের উপযোগী ধান্য সঞ্চয় করবেন, কিম্বা আগামী কালের জন্যও সঞ্চয় করবেন না।

৮। চতুর্ণামপি চৈতেষাং দ্বিজানাং গৃহমেধিনাম্।
জ্যায়ান্ পরঃ পরো জ্ঞেয়ো ধর্মতো লোকজিত্তমঃ ॥

গৃহস্থ দ্বিজগণের এই চার বৃত্তির (অর্থাৎ কুসূলধান্যাদির) মধ্যে পর পর বৃত্তি শ্রেয়, ধর্মানুসারে (স্বর্গাদি) লোক জয় করার জন্য উৎকৃষ্ট।

৯। ষট্‌কর্মৈকো ভবত্যেষাং ত্রিভিরন্যঃ প্রবর্ততে।
দ্বাভ্যামেকশ্চতুর্থস্তু ব্রহ্মসত্রেণ জীবতি ॥

এই সকল (গৃহস্থের) মধ্যে (বৃহৎপরিবার) ব্যক্তি হন ষট্‌কর্মা,[৫] (অল্পপরিবার) অপর ব্যক্তি তিন[৬] বৃত্তি অবলম্বন করেন, কেউ বা দুই[৭] বৃত্তি দ্বারা, চতুর্থ ব্যক্তি ব্রহ্মসত্র[৮] দ্বারা জীবন ধারণ করেন। (মেধাতিথি মতে) উক্ত ব্যক্তিগণ যথাক্রমে কুসূলধান্যক, কুম্ভীধান্যক, ত্র্যহৈহিক ও অশ্বস্তনিক।

১০। বর্তয়ংশ্চ শিলোঞ্ছাভ্যামগ্নিহোত্রপরায়ণঃ।
ইষ্টীঃ পার্বায়নান্তীয়াঃ কেবলা নির্বপেৎ সদা॥

শিলোঞ্ছদ্বারা জীবনধারী (ব্যয়সাধ্য কর্মে অক্ষম বলে শুধু) অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করবেন এবং সর্বদা কেবল দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞ করবেন।

১১। ন লোকবৃত্তং বর্তেত বৃত্তিহেতোঃ কথঞ্চন।
অজিহ্মামশঠাং শুদ্ধাং জীবেদ্‌ব্রাহ্মণজীবিকাম্‌ ॥

জীবিকার জন্য কখনও লোকবৃত্ত[৯] করবেন না। সরল ও শঠতাহীন ব্রাহ্মণের জীবিকা দ্বারা জীবনধারণ করবেন।

১২। সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্যয়ঃ ॥

সুখার্থী ব্যক্তি পরম সন্তোষ অবলম্বন করে (প্রচুর ধনার্জনে) সংযম অবলম্বন করবেন ; কারণ, সুখের মূল সন্তোষ, এর বিপরীত দুঃখের মূল।

১৩। অতোঽন্যতময়া বৃত্ত্যা জীবংস্তু স্নাতকো দ্বিজঃ।
স্বর্গায়ুষ্যযশস্যানি ব্রতানীমানি ধারয়েৎ ॥

এইগুলির অন্যতম বৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করে স্নাতক দ্বিজ স্বর্গলাভের যোগ্য, আয়ুবর্ধক ও যশস্কর এই (বক্ষ্যমাণ) ব্রতগুলি অবলম্বন করবেন।

১৪। বেদোদিতং স্বকং কর্ম নিত্যং কুর্যাদতন্দ্রিতঃ।
তদ্ধি কুর্বন্‌ যথাশক্তি প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্‌ ॥

প্রত্যহ অনলসভাবে বেদোক্ত নিজ কর্ম করবেন। যথাশক্তি ঐ কর্ম করে (লোক) মোক্ষলাভ করে।

১৫। নেহেতার্থান্ প্রসঙ্গেন ন বিরুদ্ধেন কর্মণা।
ন বিদ্যমানেধ্বর্থেষু নার্ত্যামপি যতস্ততঃ ॥

গীতবাদ্যাদি দ্বারা ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ (অযাজ্যযাজনাদি) কর্মের দ্বারা অর্থোপার্জনের প্রয়াস করবেন না। অর্থ থাকলে বা না থাকলেও (পতিতাদি) যার তার কাছ থেকে (অর্থ সংগ্রহ) করবেন না।

১৬। ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্বেষু ন প্রসজ্যেত কামতঃ।
অতিপ্রসক্তিঞ্চৈতেষাং মনসা সন্নিবর্তয়েৎ ॥

(রূপাদি) সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কামবশে অত্যন্ত আসক্ত হবেন না। এদের প্রতি অত্যাসক্তি মনে মনে নিবৃত্ত করবেন।

১৭। সর্বান্ পরিত্যজেদর্থান্ স্বাধ্যায়স্য বিরোধিনঃ।
যথা তথাধ্যাপয়ংস্তু সা হ্যস্য কৃতকৃত্যতা ॥

বেদাধ্যয়নবিরোধী (অতি ধনীর গৃহে গমন, কৃষি প্রভৃতি) সকল বিষয় পরিত্যাগ করবেন। (বেদাধ্যয়নবিরোধী ভিন্ন অন্য) যে কোন উপায়ে অধ্যাপনা করে তাতেই কৃতার্থ হবেন।

১৮। বয়সঃ কর্মণোহর্থস্য শ্রুতস্যাভিজনস্য চ।
বেষবাগ্‌বুদ্ধিসারূপ্যমাচরন্ বিচরেদিহ ॥

বয়স, কর্ম, ধন, বেদবিদ্যা এবং বংশের উপযোগী বেশ, বাক্য ও বুদ্ধি অবলম্বন করে সংসারে বিচরণ করবেন।

১৯। বুদ্ধিবৃদ্ধিকরাণ্যশু ধন্যানি চ হিতানি চ।
নিত্যং শাস্ত্রাণ্যবেক্ষেত নিগমাংশ্চৈব বৈদিকান্ ॥

প্রত্যহ বুদ্ধিবৃদ্ধিজনক, শীঘ্র অর্থপ্রাপ্তির সহায়ক ও হিতকর শাস্ত্রসমুহ ও বেদার্থবোধক নিগমাদি শাস্ত্র পর্যালোচনা করবেন।

২০। যথা যথা হি পুরুষঃ শাস্ত্রং সমধিগচ্ছতি।
তথা তথা বিজানাতি বিজ্ঞানঞ্চাস্য রোচতে ॥

মানুষ যেমন যেমন শাস্ত্র আয়ত্ত করে, তেমন তেমন জ্ঞানলাভ করে, (শাস্ত্রান্তর সম্বন্ধে) জ্ঞানও উজ্জ্বল হয়।

২১। ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ ॥

শক্তি অনুসারে ঋষিজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ পরিত্যাগ করবেন না।

২২। এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্রবিদো জনাঃ।
অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি ॥

কোন কোন যন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এইগুলিকে মহাযজ্ঞ বলেন। এইগুলির বাহ্যিক অনুষ্ঠান না করে সর্বদা (পাঁচটি) জ্ঞানেন্দ্রিয়েই (পঞ্চরূপ) জ্ঞানাদি সংযম করেন।

২৩। বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাচঞ্চ সর্বদা।
বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তো যজ্ঞনির্বৃত্তিমক্ষয়াম্ ॥

বাক্যে ও প্রাণবায়ুতে যজ্ঞের অক্ষয়ফললাভ হয় জেনে কেউ কেউ (অধ্যাপনা ও ঈশ্বরের মহিমাগাদি) বাক্যে প্রাণকে ও (ধ্যানধারণাদি) প্রাণে বাক্যকে হোম করেন।

২৪। জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্মখৈঃ সদা।
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা ॥

অন্য ব্রাহ্মণ জ্ঞানচক্ষুতে এইগুলির ক্রিয়াকে জ্ঞানমূল দেখে সর্বদা (ব্রহ্ম) জ্ঞানদ্বারাই এই যজ্ঞগুলির অনুষ্ঠান করেন।

২৫। অগ্নিহোত্রঞ্চ জুহুয়াদাদ্যন্তে দ্যুনিশোঃ সদা।
দর্শেন চার্ধমাসান্তে পৌর্ণমাসেন চৈব হি ॥

(উদিতহোমকর্তা) দিবারাত্রির প্রথমে, (অনুদিত হোমকর্তা) দিবারাত্রির শেষে সর্বদা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করবেন ; অর্ধমাসান্তে (অমাবস্যায়) দর্শ ও (পূর্ণিমায়) পৌর্ণমাস নামক যাগ করবেন।

২৬। সস্যান্তে নবসস্যেষ্ট্যা তথর্ত্বন্তে দ্বিজোঽধ্বরৈঃ।
পশুনা ত্বয়নস্যাদৌ সমান্তে সৌমিকৈর্মখৈঃ॥

দ্বিজ (সঞ্চিত শস্য) শেষ হলে (আগ্রয়ণরূপ) যাগ নূতন শস্যজন্ম উপলক্ষ্যে সম্পাদন করবেন, ঋতু[১০] সমাপ্ত হলে (চাতুর্মাস্য) যাগ, (উত্তর ও দক্ষিণ) অয়নের প্রথমে পশুযাগ ও বৎসরের শেষে সোমরসসাধ্য (অগ্নিষ্টোমাদি) যাগ করবেন।

২৭। নানিষ্ট্বা নবসস্যেষ্ট্যা পশুনা চাগ্নিমান্ দ্বিজঃ।
নবান্নমদ্যান্মাংসং বা দীর্ঘমায়ুর্জিজীবিষুঃ ॥

দীর্ঘায়ুকামী সাগ্নিক ব্রাহ্মণ নবশস্য যাগ ও পশুযাগ না করে নবান্ন বা মাংস ভক্ষণ করবেন না।

২৮। নবেনানর্চিতা হ্যস্য পশুহব্যেন চাগ্নয়ঃ।
প্রাণানেবাত্তুমিচ্ছন্তি নবান্নামিষগর্দ্ধিনঃ॥

নবশস্যযাগ ও পশুহব্য দ্বারা অর্চিত না হলে অগ্নিগণ নবান্ন ও মাংস লোলুপ ব্যক্তির প্রাণই ভক্ষণ করতে ইচ্ছা করে।

২৯। আসনাশনশয্যাভিরদ্ভির্মূলফলেন বা।
নাস্য কশ্চিদ্বসেদ্‌গেহে শক্তিতোহনর্চিতোহতিথিঃ ॥

তাঁর গৃহে আসন, ভোজ্য, শয্যা, জল, মূল বা ফলদ্বারা যথাশক্তি পূজিত না হয়ে কোন অতিথি বাস করবেন না।

৩০। পাষণ্ডিনো বিকর্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ ॥

পাষণ্ড[১১], নিষিদ্ধবৃত্তিধারী, বৈড়ালব্রতাবলম্বী[১২], শঠ, হৈতুক ও বকবৃত্তিধারী[১৩] ব্যক্তিকে কখনও বাক্যদ্বারাও সম্মান করবেন না।

৩১। বেদবিদ্যাব্রতস্নাতান্ শ্রোত্রিয়ান্ গৃহমেধিনঃ।
পূজয়েদ্ধব্যকব্যেন বিপরীতাংশ্চ বর্জয়েৎ ॥

গৃহস্থগণ বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক ও বিদ্যাব্রত উভয়স্নাতক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে হব্য কব্য দ্বারা পূজা করবেন ; যাঁরা এর বিপরীত, তাঁদের বর্জন করবেন।

৩২। শক্তিতোহপচমানেভ্যো দাতব্যং গৃহমেধিনা।
সংবিভাগশ্চ ভূতেভ্যঃ কর্তব্যোহনুপরোধতঃ ॥

যে ব্রহ্মচারী প্রভৃতি অন্নপাক করেন না তাঁদের গৃহস্থ যথাশক্তি অন্ন দান করবেন। পরিবারস্থ লোকের ক্ষতি না করে বৃক্ষাদি ভূত[১৪] সমূহের জন্য জলাদি দ্বারা সংবিভাগ কর্তব্য।

৩৩। রাজতো ধনমন্বিচ্ছেৎ সংসীদন্ স্নাতকঃ ক্ষুধা।
যাজ্যান্তেবাসিনোর্বাপি ন ত্বন্যত ইতি স্থিতিঃ ॥

স্নাতক ক্ষুধাক্লিষ্ট হয়ে রাজার থেকে বা যজমান অথবা ছাত্রের থেকে ধন কামনা করবেন, অন্যের থেকে নয়— এই শাস্ত্রসম্মত বিধি।

৩৪। ন সীদেৎ স্নাতকো বিপ্রঃ ক্ষুধা শক্তঃ কথঞ্চন।
ন জীর্ণমলবদ্বাসা ভবেচ্চ বিভবে সতি ॥

স্নাতক ব্রাহ্মণ (প্রতিগ্রহাদি দ্বারা) সক্ষম হলে কখনও ক্ষুধাক্লিষ্ট হবেন না। অর্থ থাকলে ছিন্ন বা মলিন বস্ত্র পরিধান করবেন না।

৩৫। ক্লৃপ্তকেশনখশ্মশ্রুর্দান্তঃ শুক্লাম্বরঃ শুচিঃ।
স্বাধ্যায়ে চৈব যুক্তঃ স্যান্নিত্যমাত্মহিতেষু চ ॥

(স্নাতক) কেশ, নখ ও শ্মশ্রু ছেদন করে, জিতেন্দ্রিয়, পরিষ্কার বস্ত্রপরিহিত, শুচি হয়ে বেদাধ্যয়নে ও নিজের হিতানুষ্ঠানে রত থাকবেন।

৩৬। বৈণবীং ধারয়েদ্ যষ্টিং সোদকঞ্চ কমণ্ডলুম্।
যজ্ঞোপবীতং বেদঞ্চ শুভে রৌক্মে চ কুণ্ডলে॥

(তিনি) বাঁশের দণ্ড, জলপূর্ণ কমণ্ডলু, যজ্ঞোপবীত, বেদ (বা কুশমুষ্টি) ও সুন্দর সুবর্ণকুণ্ডলয়দ্বয় ধারণ করবেন।

৩৭। নেক্ষেতোদ্যমাদিত্যং ন্যস্তং যন্তং কদাচন।
নোপসৃষ্টং ন বারিস্হং ন মধ্যং নভসো গতম্ ॥

(তিনি) উদীয়মান, অস্তায়মান, রাহুগ্রস্ত, জলমধ্যগত বা আকাশমধ্যস্থ সূর্যকে দেখবেন না।

৩৮। ন লঙ্ঘয়েদ্বৎসতন্ত্রীং ন প্রধাবেচ্চ বর্ষতি।
ন চোদকে নিরীক্ষেত স্বং রূপমিতি ধারণা ॥

যে দড়ি দিয়ে বাছুর বাঁধা থাকে, তা ডিঙিয়ে যাবেন না, বৃষ্টি হলে দৌড়াবেন না এবং জলে নিজের রূপ দেখবেন না— এই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

৩৯। মৃদং গাং দৈবতং বিপ্রং ঘৃতং মধু চতুষ্পথম্।
প্রদক্ষিণানি কুর্বীত প্রজ্ঞাতাংশ্চ বনস্পতীন্ ॥

মৃত্তিকারাশি, গাভী, দেবতা, ব্রাহ্মণ, ঘৃত, মধু, চতুষ্পথ এবং প্রসিদ্ধ বিশাল বৃক্ষকে ডান দিকে রেখে গমন করবেন।

৪০। নোপগচ্ছেৎ প্রমত্তোঽপি স্ত্রিয়মার্তবদর্শনে।
সমানশয়নে চৈব নশয়ীত তয়া সহ ॥

কামার্ত হলেও ঋতুদর্শনকালে স্ত্রীসংভোগ করবেন না এবং (ঐ সময়ে) তাঁর সঙ্গে এক শয্যায় শোবেন না।

৪১। রজসাভিপ্লুতাং নারীং পারস্য হ্যপগচ্ছতঃ।
প্রজ্ঞা তেজো বলং চক্ষুরায়ুশ্চৈব প্রহীয়তে॥

রজস্বলা নারীগমন যে করে তার প্রজ্ঞা, তেজ, বল, চক্ষু ও আয়ু নষ্ট হয়।

৪২। তাং বিবর্জয়তস্তস্য রজসা সমভিপ্লুতাম্।
প্রজ্ঞা তেজো বলং চক্ষুরায়ুশ্চৈব প্রবর্ধতে॥

রজস্বলা নারীকে বর্জন করলে তার প্রজ্ঞা, তেজ, বল, দৃষ্টিশক্তি ও আয়ু বৃদ্ধি পায়।

৪৩। নাশ্নীয়াদ্ভার্যয়া সার্ধং নৈনামীক্ষেত চাশ্নতীম্।
ক্ষুবতীং জৃম্ভমাণাং বা ন চাসীনাং যথাসুখম্ ॥

স্ত্রীর সঙ্গে আহার করবেন না, তাঁর আহারকালে তাঁকে দেখবেন না। স্ত্রীর হাঁচবার, হাই তোলার বা আরাম করে (অসংযতভাবে) বসে থাকার সময়ে তাঁকে দেখবেন না।

৪৪। নাঞ্জয়ন্তীং স্বকে নেত্রে ন চাভ্যক্তামনাবৃতাম্।
ন পশ্যেৎ প্রসবন্তীঞ্চ তেজস্কামো দ্বিজোত্তমঃ॥

স্ত্রীর নিজের চোখে কাজল দেওয়ার সময়, তাঁর গায়ে তৈলমর্দন হলে, তিনি অনাবৃত থাকলে বা সন্তান প্রসব করতে থাকলে তেজকামী ব্রাহ্মণ তাঁকে দেখবেন না।

৪৫- নান্নমদ্যাদেকবাসা ন নগ্নঃ স্নানমাচরেৎ।

৪৭। ন মূত্রং পথি কুর্বীত ন ভস্মনি ন গোব্রজে ॥
ন ফালকৃষ্টে ন জলে ন চিত্যাং ন চ পর্বতে।
ন জীর্ণদেবায়তনে ন বল্মীকে কদাচন॥
ন সসত্ত্বেষু গর্তে ন গচ্ছন্নাপি চ স্থিতঃ।
ন নদীতীরমাসাদ্য ন চ পর্বতমস্তকে ॥

এক বস্ত্রে অন্ন ভক্ষণ করবেন না, উলঙ্গ হয়ে স্নান করবেন না, পথে, ভস্মের উপরে, গোচারণভূমিতে, লাঙ্গলে চাষ করা জমিতে, জলে, চিতিতে[১৫], পর্বতে, জীর্ণমন্দিরে, উই ঢিপিতে, সর্পাদির গর্তে, চলতে চলতে, দাঁড়িয়ে, নদীতীরে বা পর্বতশিখরে মূত্রত্যাগ করবেন না।

৪৮। বায়ুগ্নিবিপ্রমাদিত্যমপঃ পশ্যংস্তথৈব গাঃ।
ন কদাচন কুর্বীত বিণ্মূত্রস্য বিসর্জনম্ ॥

বায়ু, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, সূর্য, জল বা গাভী দেখতে দেখতে কখনও মল মূত্র ত্যাগ করবেন না।

৪৯। তিরস্কৃত্যোচ্চরেৎ কাষ্ঠলোষ্টপত্রতৃণাদিনা।
নিয়ম্য প্রযতো বাচং সংবীতাঙ্গোহবগুণ্ঠিতঃ ॥

কাঠ, মাটি, পাতা, ঘাস প্রভৃতি দ্বারা আবৃত স্থানে অনুচ্ছিষ্ট ও মৌনী অবস্থায় শরীর আচ্ছাদিত করে মাথা ঢেকে মূত্রত্যাগ করবে।

৫০। মূত্রোচ্চারসমুৎসর্গং দিবা কুর্যাদুদ্ঙমুখঃ।
দক্ষিণাভিমুখো রাত্রৌ সন্ধ্যয়োশ্চ তথা দিবা ॥

দিনে এবং (দিবা রাত্রির) উভয় সন্ধিক্ষণে উত্তরমুখী হয়ে মূত্রত্যাগ ও পুরীষোৎসর্গ বিধেয়, রাত্রে দক্ষিণমুখী (হয়ে করা উচিত)।

৫১। ছায়ায়ামন্ধকারে বা রাত্রাবহনি বা দ্বিজঃ।
যথাসুখমুখঃ কুর্যাৎ প্রাণবাধাভয়েষু চ ॥

রাত্রিবেলা ছায়ায় বা অন্ধকারে, দিনের বেলা ছায়ায় বা (কুয়াসাদিজনিত) অন্ধকারে (দিগ্‌বিশেষাজ্ঞানে) (চোর বা ব্যাঘ্রাদিকৃত) প্রাণবিনাশের আশঙ্কা থাকলে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে মুখ করে দ্বিজ (মূত্র পুরীষ উৎসর্গ করবেন)।

৫২। প্রত্যগ্নিং প্রতিসূর্যংচ প্রতিসোমোদকদ্বিজান্।
প্রতিগাং প্রতিবাতং চ প্রজ্ঞা নশ্যতি মেহতঃ ॥

অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, জল, দ্বিজ, গাভী বা বায়ুর অভিমুখী হয়ে মূত্র পুরীষ উৎসর্গ যে করে, তার প্রজ্ঞা নষ্ট হয়।

৫৩। নাগ্নিং মুখেনোপধমেন্নগ্নাং নেক্ষেত চ স্ত্রিয়ম্।
নামেধ্যং প্রক্ষিপেদগ্নৌ ন চ পাদৌ প্রতাপয়েৎ ॥

মুখে ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালাবে না, (মৈথুন ভিন্ন অন্য সময়ে) বিবস্ত্রা নারীর দিকে তাকাবে না, আগুনে কোন অপবিত্র দ্রব্য নিক্ষেপ করবে না এবং পা গরম করবে না।

৫৪। অধস্তান্নোপদধ্যাচ্চ ন চৈনমভিলংঘয়েৎ।
ন চৈনং পাদতঃ কুর্যান্ন প্রাণাবাধমাচরেৎ ॥

(খাট প্রভৃতির) নীচে (অঙ্গারপাত্রাদি) রাখবে না, আগুন ডিঙ্গিয়ে যাবে না, পায়ের দিকে তাকে রাখবে না, প্রাণপীড়াকর কর্ম করবে না।

৫৫। নাশ্নীয়াৎ সন্ধিবেলায়াং ন গচ্ছেন্নাপি সংবিশেৎ।
ন চৈব প্রলিখেদ্ ভূমিং নাত্মনোপহরেৎ স্রজম্ ॥

সন্ধ্যাবেলা ভোজন ও কোথাও গমন করবে না, ঘুমাবে না। মাটিতে দাগ কাটবে না, (নিজের পরিহিত) মালা নিজে অপসারণ করবে না।

৫৬। নাপ্সু মূত্রং পুরীষং বা ষ্ঠীবনং বা সমুৎসৃজেৎ।
অমেধ্যালিপ্তমন্যদ্বা লোহিতং বা বিষাণি বা ॥

জলে মূত্র পুরীষ উৎসর্গ করবে না, থুথু ফেলবে না এবং অপবিত্র দ্রব্য, রক্ত বা বিষ নিক্ষেপ করবে না।

৫৭। নৈকঃ সুপ্যাচ্ছুন্যগেহে শ্রেয়াংসং ন প্রবোধয়েৎ।
নোদক্যাভিভাষেত যজ্ঞং গচ্ছেন্ন চাবৃতঃ ॥

খালি বাড়ীতে একা ঘুমাবে না, (বিত্ত বিদ্যা প্রভৃতি হেতু) যিনি শ্রেষ্ঠ, তাঁকে জাগাবে না, রজস্বলা নারীর সঙ্গে কথা বলবে না, (ঋত্বিক্‌রূপে) বৃত না হয়ে যজ্ঞে যাবে না।

৫৮। অগ্ন্যগারে গবাং গোষ্ঠে ব্রহ্মণানাং চ সন্নিধৌ।
স্বাধ্যায়ে ভোজনে চৈব দক্ষিণং পাণিমুদ্ধরেৎ ॥

অগ্নিশালায়, গোষ্ঠে (গরু চরাবার মাঠে) এবং ব্রাহ্মণদের সান্নিধ্যে, বেদপাঠ ও ভোজনকালে ডান হাত (বস্ত্র থেকে) বাইরে রাখবে।

৫৯। না বারয়েদ্ গাং ধয়ন্তীং ন চাচক্ষীত কস্যচিৎ।
ন দিবীন্দ্রায়ুধকং দৃষ্টা কস্যচিদ্ দর্শয়েদ্ বুধঃ ॥

(জল বা দুগ্ধ) পানরত গাভীকে বারণ করবে না, (অপরের দুগ্ধাদি) পানরত গাভী সম্বন্ধে তাকে বলবে না। আকাশে রামধনু দেখে (নিষিদ্ধ বস্তু দর্শনের দোষজ্ঞ) ব্যক্তি কাউকে দেখাবে না।

৬০। নাধার্মিকে বসেদ্‌গ্রামে ন ব্যাধিবহুলে ভৃশম্।
নৈকঃ প্রপদ্যেতাধ্বানং ন চিরং পর্বতে বসেৎ॥

যে গ্রামে অধার্মিক লোক বাস করে সেখানে বাস করবে না, (যে গ্রামে) অনেক লোক (নিন্দিত দুশ্চিকিৎস্য) রোগে ভোগে সেখানে দীর্ঘকাল বাস করবে না। একাকী পথ চলবে না ; পাহাড়ে দীর্ঘকাল বাস করবে না।

৬১। ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেন্নাধার্মিকজনাবৃতে।
ন পাষণ্ডিগণাক্রান্তে নোপসৃষ্টেহন্ত্যজৈর্নৃভিঃ ॥

যে রাজ্যে শূদ্র রাজা সেখানে, যে গ্রামাদি (বাহ্যতঃ) অধার্মিক জন পরিবৃত সেখানে, (বেদবাহ্যলিঙ্গধারী) পাষণ্ডিগণের দ্বারা বশীভূত স্থানে এবং (চণ্ডালাদি) অন্ত্যজজনকর্তৃক উপদ্রুত স্থানে বাস করবে না।

৬২। ন ভুঞ্জীভোদ্ধৃতস্নেহং নাতিসৌহিত্যমাচরেৎ।
নাতিপ্রগে নাতিসায়ং ন সায়ং প্রাতরাশিতঃ ॥

যে দ্রব্যের থেকে স্নেহপদার্থ (তৈল) উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, তা (খইলাদি) ভক্ষণ করবে না, অতি তৃপ্তিকর খাদ্য খাবে না, সুর্যের উদয় ও অস্তকালে ভোজন করবে না। প্রাতে অধিক ভোজন করে সন্ধ্যাবেলা ভোজন করবে না।

৬৩। ন কুর্বীত বৃথাচেষ্টাং ন বার্যঞ্জলিনা পিষেৎ।
নোৎসঙ্গে ভক্ষয়েদ্ভক্ষ্যান্ন জাতু স্যাৎ কুতূহলী ॥

বৃথাচেষ্টা (অর্থাৎ এমন কাজ যার দৃষ্ট বা অদৃষ্ট ফল নেই) করবে না। আঁজলে নিয়ে জল পান করবে না। কোলে খাদ্য রেখে খাবে না। (অনাবশ্যক বিষয়ে) কৌতুহলী হবে না।

৬৪। ন নৃত্যেদথবা গায়েন্নবাদিত্রাণি বাদয়েৎ।
নাস্ফোটয়েন্ন চ ক্ষ্বেড়েন্ন রক্তো বিরাবয়েৎ ॥

(অশাস্ত্রীয়) নৃত্য, গীত ও বাদ্য করবে না। করতলের দ্বারা বাহুতে ধ্বনি উৎপাদন করবে না। দন্তদ্বারা অব্যক্ত শব্দ করবে না। অনুরাগের বশে গর্দভাদির মত শব্দ করবে না।

৬৫। ন পাদৌ ধাবয়েৎকাংস্যে কদাচিদপি ভাজনে।
ন ভিন্নভাণ্ডে ভুঞ্জীত ন ভাবপ্রতিদূষিতে॥

কাঁসার পাত্রে কখনও পাদপ্রক্ষালন করবে না। ভাঙ্গা পাত্রে ভোজন করবে না। যাতে মনে ঘৃণা হয়, তাতে ভোজন করবে না। (ভাঙ্গা পাত্র-পৈঠনসির প্রমাণ বলে কুল্লুকভট্ট লিখেছেন যে, সোনা, রূপা বা তামা ভিন্ন অন্য উপাদানে নির্মিত পাত্রের পক্ষে এই নিষেধ প্রযোজ্য।)

৬৬। উপানহৌ চ বাসশ্চ ধৃতমন্যৈর্ন ধারয়েৎ।
উপবীতমলংকারং স্রজং করকমেব চ ॥

অপরের ব্যবহৃত জুতা, কাপড়, পৈতা, অলংকার, ফুলের মালা ও কমণ্ডলু ব্যবহার করবে না।

৬৭। নাবিনীতৈর্ব্রজেদ্ধুর্যৈর্ন চ ক্ষুদ্ব্যাধিপীড়িতৈঃ।
ন ভিন্নশৃঙ্গাক্ষিখুরৈর্ন বালধিবিরূপিতৈঃ ॥

এমন বাহন (হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি) নিয়ে চলবে না, যা পোবা বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়, যা ক্ষুধাক্লিষ্ট বা রোগার্ত, যার শিং, চোখ, খুর বা ল্যাজ ভাঙ্গা (চোখের ক্ষেত্রে বুঝতে হবে কাণা বা অন্ধ)।

৬৮। বিনীতৈস্তু ব্রজেন্নিত্যমাশুগৈর্লক্ষণান্বিতৈঃ।
বর্ণরূপোপসম্পন্নৈঃ প্রতোদেনাতুদন্ ভূশম্ ॥

সর্বদা এমন বাহন নিয়ে চলবে, যা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, শীঘ্রগামী, সুলক্ষণসম্পন্ন, সুন্দর বর্ণযুক্ত এবং মনোজ্ঞাকৃতিবিশিষ্ট ; এদের প্রতোদের দ্বারা খুব বেশী আঘাত করতে হয় না। (প্রতোদ— যা দিয়ে

আঘাত করা যায় ; যেমন হাতীর বেলা অঙ্কুশ, ঘোড়ার ক্ষেত্রে চাবুক এবং ষাঁড়ের পক্ষে লাঠি)।

৬৯। বালাতপঃ প্রেতধূমো বর্জ্যং ভিন্নং তথাসনম্।
ন ছিন্দ্যান্নখলোমানি দন্তৈর্নোৎপাটয়েন্নখ্যন্ ॥

সদ্য উদিত সূর্যের তাপ, দাহ্যমান শবের ধোঁয়া এবং ভাঙ্গা (বা ছেঁড়া) আসন বর্জনীয়। নখ ও লোম (বাড়লেও) ছিড়বে না। দাঁত দিয়ে নখ উৎপাটিত করবে না। (বালাতপ— মেধাতিথির মতে, এ রকম তাপ মাত্র তিন মুহূর্ত সেবনীয়। ১ মুহূর্ত= ৪৮ মিনিট।)

৭০। ন মৃল্লোষ্টং চ মৃদ্নীয়ান্নছিন্দ্যাৎ করজৈস্তৃণম্।
ন কর্ম নিষ্ফলং কুর্যান্নায়ত্যামসুখোদয়ম্॥

(বিনা কারণে) মাটির ঢেলা চূর্ণ করবে না। নখ দিয়ে তৃণচ্ছেদন করবে না। যে ব্যাপার ব্যর্থ, ভবিষ্যতে সুখকর নয়, তা করবে না।

৭১। লোষ্টমর্দী তৃণচ্ছেদী নখখাদী চ যো নরঃ।
স বিনাশং ব্রজত্যাশু সূচকোহশুচিরেব চ॥

যে মাটির ঢেলা (অকারণে) চূর্ণ করে, (উক্তরূপে) তৃণচ্ছেদী ও নখোৎপাটক, সূচক (যে পরের দোষ বলে বেড়ায় এবং যে অপবিত্র (বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচরহিত—এরা শীঘ্রই (ধনেপ্রাণে) বিনষ্ট হয়।

৭২। ন বিগর্হ্য কথাং কুর্যাদ্ বহির্মাল্যং ন ধারয়েৎ।
গবাং চ যানং পৃষ্ঠেন সর্বথৈব বিগর্হিতম্॥

পণ রেখে শাস্ত্রীয় বা বৈষয়িক কথা বলবে না, কেশগুচ্ছের বাইরে মালা ধারণ করবে না, গরুর পিঠে চড়ে যাওয়া সর্বপ্রকারে নিন্দিত।

৭৩। অদ্বারেণ চা নাতীয়াদ্গ্রামং বা বেশ্ম বাবৃতম্।
রাত্রৌ চ বৃক্ষমূলানি দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥

(প্রাকারাদিদ্বারা) বেষ্টিত গ্রামে বা গৃহে দ্বার ভিন্ন অন্যস্থান দিয়ে (অর্থাৎ, প্রাকারাদি লঙ্ঘন করে) প্রবেশ করা উচিত নয়। রাত্রিবেলা গাছের মূলদেশ দূর থেকেই পরিহর্তব্য।

৭৪। নাক্ষৈঃ ক্রীড়েৎ কদাচিত্তু স্বয়ং নোপানহৌ হরেৎ।
শয়নস্থো ন ভুঞ্জীত ন পাণিস্থং ন চাসনে ॥

কখনও পাশা খেলবে না, নিজে (পা ছাড়া অন্য প্রত্যঙ্গ দিয়ে) জুতো (স্থানান্তরে) নিবে না। শুয়ে ভোজন করবে না, হাতে অনেক পরিমাণে খাদ্য নিয়ে বা আসনে (ভোজনপাত্র রেখে) আহার করবে না।

৭৫। সর্বং চ তিলসংবদ্ধং নাদ্যাদস্তমিতে রবৌ।
ন চ নগ্নঃ শয়ীতেহ ন চোচ্ছিষ্টঃ ক্বচিদ্বজেৎ ॥

তিলমিশ্রিত কোন দ্রব্য সূর্যাস্তের পরে খাবে না। উলঙ্গ হয়ে শোবে না, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় কোথাও যাবে না।

৭৬। আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জীত নার্দ্রপাদস্তু সংবিশেৎ।
আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জানো দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ ॥

ভেজা পায়ে ভোজন করবে (কিন্তু) ঘুমাবে না। ভেজা পায়ে যে ভোজন করে, সে দীর্ঘায়ুলাভ করে।

৭৭। অচক্ষুর্বিষয়ং দুর্গং ন প্রপদ্যেত কর্হিচিৎ।
ন বিণ্‌মূত্রমুদীক্ষেত ন বাহুভ্যাং নদীং তরেৎ ॥

(তরুগুল্মলতাগহনত্বহেতু) অদৃশ্য (অরণ্যাদি) দুর্গম স্থানে (সাপ চোরাদি লুকিয়ে থাকার আশঙ্কায়) যাবে না। মূত্র পুরীষের দিকে তাকাবে না। হাত দিয়ে (অর্থাৎ সাঁৎরে) নদী পার হবে না।

৭৮। অধিতিষ্ঠেন্ন কেশাংস্তু নভস্মাস্হিকপালিকাঃ।
ন কার্পাসাস্থি ন তুষান্ দীর্ঘায়ুর্জিজীবিষুঃ ॥

দীর্ঘায়ুকামী ব্যক্তি চুল, ছাই, হাড়, ভাঙ্গা মাটির পাত্রের টুকরো, কার্পাস তুলোর বীজ ও তুষের উপরে দাঁড়াবে না।

৭৯। ন সংবসেচ্চ পতিতৈর্ন চাণ্ডালৈর্ন পুক্কসৈঃ।
ন মুর্খৈর্নাবলিপ্তেশ্চ নান্ত্যৈর্নান্ত্যাবসায়িভিঃ ॥

পতিত, চণ্ডাল, পুক্কস[১৬], মুর্খ, ধনাদিমদগর্বিত, রজকাদি নীচজাতীয় লোক এবং অন্ত্যাবসায়ীদের[১৭] সঙ্গে থাকবে না (এক গাছের ছায়ায় বা কাছে থাকা নিষিদ্ধ)।

৮০। ন শূদ্রায় মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্।
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ ॥

শূদ্রকে (লৌকিক বিষয়ে) উপদেশ, উচ্ছিষ্ট, হবির শেষ ও ধর্মোপদেশ দিবেন না, তাকে (প্রায়শ্চিত্তরূপ) ব্রত সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন না।

৮১। যো হাস্য ধর্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতি ব্রতম্।
সোহসংবৃতং নাম তমঃ সহ তেনৈব মজ্জতি ॥

যে তাকে ধর্ম বলে বা ব্রতোপদেশ দেয়, সে তারই সঙ্গে অসংবৃত নামক নরকে নিমগ্ন হয়।

৮২। ন সংহতাভ্যাং পাণিভ্যাং কণ্ডুয়েদাত্মনঃ শিরঃ।
ন স্পৃশেচ্চৈতদুচ্ছিষ্টো ন চ স্নায়াদ্বিনা ততঃ ॥

দুই হাত একত্র করে মাথা চুলকাবে না, উচ্ছিষ্টমুখে মাথা ছোঁবে না, মাথা না ডুবিয়ে স্নান করবে না।

৮৩। কেশগ্রহান্ প্রহারাংশ্চ শিবস্যেতান্ বিবর্জয়েৎ।
শিরঃস্নাতশ্চ তৈলেন নাঙ্গং কিঞ্চিদপি স্পৃশেৎ ॥

মাথায় চুল ধরে মারবে না, তেল মাখান মাথায় স্নাত ব্যক্তি অন্য অঙ্গস্পর্শ করবে না।

৮৪। ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্নীয়াদরাজন্যপ্রসূতিতঃ।
সুনাচক্রধ্বজবতাং বেশেনৈব চ জীবতাম্ ॥

ক্ষত্রিয় ভিন্ন রাজার থেকে, পশু বধ বা মাংসবিক্রয় দ্বারা জীবিকার্জনকারী, তৈলিক, শৌণ্ডিক ও বেশ্যা দিয়ে জীবিকার্জনকারীর কাছ থেকে প্রতিগ্রহ করবে না।

৮৫। দশসূনাসমং চক্রং দশচক্রসমো ধ্বজঃ।
দশধ্বজসমো বেশো দশবেশসমমা নৃপঃ ॥

দশজন মাংস বিক্রয়ীর দোষের সমান দোষ একজন তৈলিকের, দশজন তৈলিকের সমান দোষ এক শৌণ্ডিকের, দশজন শৌণ্ডিকের দোষের সমান দোষ এক বেশ্যাজীবীর, দশ বেশ্যাজীবীর দোষের সমান দোষ এক (ক্ষত্রিয় ভিন্ন) রাজাতে থাকে।

৮৬। দশসূনাসহস্রাণি যো বাহয়তি সৌনিকঃ।
তেন তুল্যঃস্মৃতো রাজা ঘোরস্তস্য প্রতিগ্রহঃ॥

যে পশুঘাতী দশ হাজার পশুর মারণস্থান স্থাপন করে, তার সমান (অক্ষত্রিয়) রাজা ; তাঁর থেকে প্রতিগ্রহ ভয়ানক।

৮৭। যো রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্নাতি লুব্ধস্যোচ্ছাস্ত্রবর্তিনঃ।
স পর্যায়েণ যাতীমান্ নরকানেকবিংশতিম্ ॥

লুব্ধ, শাস্ত্র লঙ্ঘনকারী রাজার থেকে যে প্রতিগ্রহ করে, সে ক্রমে এই (বক্ষ্যমাণ) একুশটি নরকে গমন করে।

৮৮- তামিস্রমন্ধতামিস্রং মহারৌরবরৌরবৌ।

৯০। নরকং কালসূত্রঞ্চ মহানরকমেব চ॥
সঞ্জীবনং মহাবীচিং তপনং সংপ্রতাপনম্।

সঙঘাতঞ্চ সকাকোলং কুড্মলং প্রতিমূর্তিকম্ ॥
লোহশঙ্কুমৃজীষঞ্চ পন্থানং শাল্মলীং নদীম্।
অসিপত্রবনঞ্চৈব লোহদারকমেব চ॥

তামিস্র, অন্ধতমিস্র, মহারৌরব, রৌরব, কালসূত্র, মহানরক, সঞ্জীবন, মহাবীচি, তপন, সংপ্রতাপন, সংঘাত, কাকোল, কুড্মল, পৃতিমূর্তিক, লোহশঙ্কু, ঋজীষ, পন্থা, শাল্মলি, নদী, অসিপত্রবন এবং লোহাদারক।

৯১। এতদ্বিদন্তো বিদ্বাংসো ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ।
ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্ণন্তি প্রেত্য শ্রেয়োহভিকাঙ্ক্ষিণঃ॥

এই কথা জেনে বিদ্বান্ বেদাধ্যায়ী পরলোকে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণগণ রাজার কাছ থেকে প্রতিগ্রহ করবেন না।

৯২। ব্রাহ্মে মুহূর্তে বুধ্যেত ধর্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ।
কায়ক্লেশাংশ্চ তন্মুলান্ বেদতত্ত্বার্থমেব চ॥

ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে ধর্ম ও অর্থ চিন্তা করবে, ধর্ম ও অর্থের মূল স্বরূপ শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করবে এবং ব্রহ্মকর্মাত্মক বেদতত্ত্বার্থ (নির্ধারণ করবেন)।

৯৩। উত্থায়াবশ্যকং কৃত্বা কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ।
পূর্বাংসন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেং স্বকালে চাপরাঞ্চিরম্ ॥

উঠে বেগ হলে মলমূত্র ত্যাগ করে, শৌচ বিধি পালন করে, সমাহিতচিত্তে প্রাতঃসন্ধ্যায় গায়ত্রী জপ করবে এবং অপর (অর্থাৎ সায়ং) সন্ধ্যা যোগ্য কালে (আরম্ভ করে) দীর্ঘকাল (নক্ষত্রোদয়ের পর পর্যন্ত) সমাপন করবেন।

৯৪। ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যত্বাদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ।
প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্তিংচ ব্রহ্মবর্চসমেব চ॥

ঋষিগণ দীর্ঘকাল সন্ধ্যা করেন বলে দীর্ঘায়ু, প্রজ্ঞা, যশ, কীর্তি ও ব্রহ্মতেজ লাভ করেন।

৯৫। শ্রাবণ্যাং প্রৌষ্ঠপদ্যাং বাপ্যুপাকৃত্য যথাবিধি।
যুক্তশ্ছন্দাংস্যধীয়ীত মাসান্ বিপ্রহর্ধপঞ্চমান্ ॥

শ্রাবণী পূর্ণিমা বা ভাদ্রী পূর্ণিমাতে বিধি অনুসারে উপাকর্ম (নামক গৃহ্যকর্ম) সম্পন্ন করে মনোযোগসহকারে ব্রাহ্মণ সাড়ে চার মাস বেদাধ্যয়ন করবেন।

৯৬। পুষ্যে তু চ্ছন্দসাং কুর্যাদ্বহিরুৎসর্জনং দ্বিজঃ।

মাঘশুক্লস্য বা প্রান্তে পূর্বাহ্নে প্রথমেহহনি ॥

দ্বিজ পুষ্যানক্ষত্রে অথবা মাঘমাসের শুক্লপক্ষে প্রথম দিনে পূর্বাহ্নে (গ্রামের) বাইরে (গৃহ্যবিহিত) ছন্দসমূহের উৎসর্গ নামক কর্ম করবেন।

৯৭। যথাশাস্ত্রন্তু কৃত্বৈবমুৎসর্গং ছন্দসাং বহিঃ।
বিরমেৎ পক্ষিণীং রাত্রিং তদেবৈকমহর্নিশম্ ॥

শাস্ত্রানুসারে এইরূপে বাইরে ছন্দ উৎসর্গ করে পক্ষিণী[১৮] রাত্রি বা সেই (উৎসর্গ) দিনরাত্রি বেদাধ্যয়নে বিরত থাকবেন।

৯৮। অত ঊর্ধ্বন্তু চ্ছন্দংসি শুক্লেষু নিয়তঃ পঠেৎ।
বেদাঙ্গানি চ সর্বাণি কৃষ্ণপক্ষেষু সম্পঠেৎ ॥

তারপর শুক্লপক্ষে সংযত হয়ে বেদপাঠ করবেন এবং সকল বেদাঙ্গ কৃষ্ণপক্ষে পাঠ করবেন।

৯৯। নাবিস্পষ্টমধীয়ীত ন শুদ্রজনসন্নিধৌ।
ন নিশান্তে পরিশ্রান্তো ব্রহ্মাধীত্য পুনঃ স্বপেৎ॥

অস্পষ্টরূপে, শূদ্রসমীপে, বেদপাঠ করবে না। রাত্রিশেষে বেদপাঠে ক্লান্ত হলে আর নিদ্রা যাবেন না।

১০০। যথোদিতেন বিধিনা নিত্যংছন্দস্কৃতং পঠেৎ।
ব্রহ্ম ছন্দস্কৃতং চৈব দ্বিজো যুক্তোহ্যনাপদি॥

প্রতিদিন উক্ত বিধি অনুসারে ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র পাঠ করবেন। দ্বিজ আপদ্‌কাল ভিন্ন অন্য সময়ে মনোযোগের সহিত ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র পাঠ করবেন।

১০১। ইমান্ নিত্যমনধ্যায়ানধীয়ানো বিবর্জয়েৎ।
অধ্যাপনঞ্চ কুর্বাণঃ শিষ্যাণাং বিধিপূর্বকম্ ॥

যথাবিধি বেদাধ্যায়ী ও বেদাধ্যাপক এই (বক্ষ্যমাণ) নিত্য অনুধ্যায় দিনগুলি বর্জন করবেন।

১০২। কর্ণশ্রবেহনিলে রাত্রৌ দিবা পাংশুসমূহনে।
এতৌ বর্ষাস্বনধ্যায়াবধ্যায়জ্ঞাঃ প্রচক্ষতে ॥

রাত্রিকালে বাতাসের শব্দ কর্ণগোচর হলে, দিনে বাতাসে ধুলি উড়িয়ে নিলে, বর্ষাকালে অধ্যয়নবিধিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই দুই উপলক্ষ্যকে অনধ্যায় বলেন।

১০৩। বিদ্যুৎস্তনিতবর্ষেষু মহোল্কানাঞ্চ সংপ্লবে।
আকালিকমনধ্যায়মেতেষু মনুরব্রবীৎ ॥

বিদ্যুদ্‌গর্জনে, বর্ষণে ও ইতস্ততঃ বিশাল উল্কাপাতে আকালিক (অর্থাৎ পূর্বদিন যে সময়ে আরম্ভ হয়েছিল পরের দিন সেই সময় পর্যন্ত) অনধ্যায় মনু বলেছেন।

১০৪। এতাংস্ত্বভ্যুদিতান্ বিদ্যাদ্ যদা প্রাদুষ্কৃতাগ্নিষু।
তদা বিদ্যাদনধ্যায়মনৃতৌ চাভ্রদর্শনে ॥

(প্রাতে ও সন্ধ্যায় হোমের জন্য) অগ্নি প্রজ্বলিত হলে যদি এই বিদ্যুদাদি উদিত হয়, বা বর্ষাভিন্নকালে (যে সময় হোমার্থ অগ্নিপ্রজ্বলিত হয় সেই সময়) মেঘদর্শনে অনধ্যায় জানবে।

১০৫। নির্ঘাতে ভূমিচলনে জ্যোতিষাঞ্চোপসর্জনে।
এতানাকালিকান্ বিদ্যাদনধ্যায়ানৃতাবপি॥

বর্ষায় এবং বর্ষা ভিন্ন কালে আকাশস্থ উৎপাতধ্বনিতে, ভূমিকম্পে, (সূর্যাদি জ্যোতিষ্কপদার্থের) উপসর্গে (পরিবেষ্টন ও গৃহপীড়ায়) আকালিক অনধ্যায় জানবে।

১০৬। প্রাদুষ্কৃতেষ্বগ্নিষু তু বিদ্যুৎস্তনিতনিস্বনে।
সজ্যোতিঃ স্যাদনধ্যায়ঃ শেষে রাত্রৌ যথা দিবা ॥

হোমের জন্য অগ্নি জ্বালিত হলে (বর্ষভিন্ন কেবল) বিদ্যুৎ ও গর্জনধ্বনি হলে সজ্যোতি অনধ্যায় হয়। (অর্থাৎ দিনে হলে যতক্ষণ সূর্যজ্যোতি থাকে ততক্ষণ, রাত্রে হলে যতক্ষণ নক্ষত্রজ্যোতি থাকে ততক্ষণ) অনধ্যায় হয় ; বর্ষণ হলে অহোরাত্র (অনধ্যায় হয়)।

১০৭। নিত্যানধ্যায় এব স্যাদ্‌গ্রামেষু নগরেষু চ।
ধর্মনৈপুণ্যকামানাং পূতিগন্ধে চ সর্বদা॥

ধর্মের আধিক্যকামীদের পক্ষে গ্রামে বা নগরে এবং দুর্গন্ধিস্থানে নিত্য অনধ্যায় (হয়)।

১০৮। অন্তর্গতশবে গ্রামে বৃষলস্য চ সন্নিধৌ।
অনধ্যায়ো রুদ্যমানে সমবায়ে জনস্য চ ॥

যে গ্রামের মধ্যে শব থাকে সেখানে, অধার্মিক জন সমীপে, ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হলে এবং জনসমাগমে অনধ্যায় হয়।

১০৯। উদকে মধ্যরাত্রে চ বিণ্মূত্রসা বিসর্জনে।
উচ্ছিষ্টঃ শ্রাদ্ধভুক্ চৈব মনসাপি ন চিন্তয়েৎ॥

জলে, মধ্যরাত্রে, মলমূত্রত্যাগকালে, উচ্ছিষ্টমুখে অথবা শ্রাদ্ধভোজন দিনে (বেদের) চিন্তা মনে মনেও করবে না।

১১০। প্রতিগৃহ্য দ্বিজো বিদ্বানেকোদ্দিষ্টস্য কেতনম্।
ত্র্যহং ন কীর্তয়েদ্‌ব্রহ্ম রাজ্ঞো রাহোশ্চ সূতকে॥

বিদ্বান ব্রাহ্মণ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তিন দিন বেদাধ্যয়ন করবেন না। রাজার পুত্রজন্মে, চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণে ত্রিরাত্রি অনধ্যায় হয়।

১১১। যাবদেকানুদ্দিষ্টস্য গন্ধো লেপশ্চ তিষ্ঠতি।
বিপ্রস বিদুষো দেহে তাবদ্‌ব্রহ্ম ন কীর্তয়েৎ॥

একোদ্দিষ্ট ভোর্জী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের দেহে যে পর্যন্ত শ্রাদ্ধীয় চন্দনাদিগন্ধ ও প্রলেপ থাকে, ততদিন তিনি বেদাধ্যয়ন করবেন না।

১১২। শয়ানঃ প্রৌঢ়পাদশ্চ কৃত্বা চৈবাবসক্‌থিকাম্।
নাধীয়ীতামিষং জগ্‌ধবা সূতকান্ন্যাদ্যমেব চ॥

শুয়ে, আসনে পা রেখে, এক উরুর উপরে অন্য উরু রেখে, মাংসভক্ষণ করে বা জননমরণাশৌচের অন্নভোজন করে বেদাধ্যয়ন করবে না।

১১৩। নীহারে বাণশব্দে চ সন্ধ্যয়োরেব চোভয়োঃ।
অমাবস্যাচতুর্দশ্যোঃ পৌর্ণমাস্যষ্টকাসু চ ॥

কুয়াসায়, বাণের শব্দ হলে, প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যাকালে এবং অমাবস্যা, চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিতে (অনধ্যায় হয়)।

১১৪। অমাবস্যা গুরুংহন্তি শিষ্যং হন্তি চতুর্দশী।
ব্রহ্মাষ্টকা-পৌর্ণমাস্যৌ তস্মাত্তাঃ পরিবর্জয়েৎ ॥

অমাবস্যায় (অধ্যয়ন অধ্যাপন) গুরুকে নিহত করে, চতুর্দশীতে শিষ্যকে, অষ্টমী ও পূর্ণিমা বেদ নষ্ট করে। সুতরাং ঐগুলি বর্জন করবে।

১১৫। পাংশুবর্ষে দিশাং দাহে গোমায়ুবিরুতে তথা।
শ্বখরোষ্ট্রে চ রুবতি পঙ্‌ক্তৌ চ ন পঠেদ্বিজঃ ॥

ধুলিবর্ষণ, দিগ্‌দাহ হলে, শেয়াল, কুকুর, গাধা ও উট ডাকলে, পংক্তিতে (উপবিষ্ট হয়ে) দ্বিজ বেদপাঠ করবেন না।

১১৬। নাধীয়ীত শ্মশানান্তে গ্রামান্তে গোব্রজেহপি বা।
বসিত্বা মৈথুনং বাসঃ শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ ॥

শ্মশানপ্রান্তে, গ্রামপ্রান্তে অথবা গোচারণভূমিতে, স্ত্রীসংসর্গে পরিহিত বস্ত্র পরিধান করে এবং শ্রাদ্ধীয় (সিদ্ধান্নাদি) অন্ন গ্রহণ করে বেদাধ্যয়ন করবে না।

১১৭। প্রাণি বা যদি বাহপ্রাণী যৎকিঞ্চিচ্ছ্রাদ্ধিকং ভবেৎ।
তদালভ্যাপানধ্যায়ঃ পাণ্যাস্যো হি দ্বিজঃস্মৃতঃ ॥

শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য, (গো-অশ্বাদি) প্রাণীই হোক বা (বস্ত্রমাল্যাদি) অপ্রাণীই হোক, তা (হস্তে) গ্রহণ করলে অন্যায় হয় ; কারণ, দ্বিজের হস্ত মুখস্বরূপ।

১১৮। চৌরৈরুপপ্লুতে গ্রামে সম্ভ্রমে চাগ্নিকারিতে।
আকালিকমনধ্যায়ং বিদ্যাৎ সর্বাদ্ভুতেষু চ ॥

চোরকর্তৃক উপদ্রুত গ্রামে, অগ্নিকাণ্ডজনিত ব্যাকুল অবস্থায় এবং সকল অদ্ভুতে[১৯] আকালিক অনধ্যায় জানবে।

১১৯। উপাকর্মণি চোৎসর্গে ত্রিরাত্রং ক্ষপণং স্মৃতম্।
অষ্টকাসু ত্বহোরাত্রমৃত্বন্তাসু চ রাত্রিষু ॥

উপকর্ম ও উৎসর্গনামক কর্মে তিন রাত্রি অনধ্যায় হয়। অষ্টকাসমূহে[২০] দিবারাত্র অনধ্যায়, ঋতুর অবসানের দিনে ও রাত্রে অনধ্যায় হয়।

১২০। নাধীয়ীতাশ্বমারূঢ়ো ন বৃক্ষং ন চ হস্তিনম্।
ন নাবং ন খরং নোষ্ট্রং নেরিণস্থো ন যানগঃ ॥

অশ্ব, বৃক্ষ, হস্তী, নৌকা, গর্দভ, উষ্ট্র বা যানে আরোহণ করে এবং উষরদেশে অবস্থান করে বেদাধ্যয়ন করবে না।

১২১। ন বিবাদে ন কলহে ন সেনায়াং ন সঙ্গরে।
ন ভুক্তমাত্রে নাজীর্ণে ন বমিত্বা ন শুক্তকে॥

বাক্‌কলহে, (দণ্ডাদণ্ডি প্রভৃতি) কলহে, সেনামধ্যে, যুদ্ধে, ভোজনের অব্যবহিত পরে, খাদ্যবস্তু জীর্ণ না হলে, বমি করে বা অম্ল উদগারে (বেদাধ্যয়ন) করবে না।

১২২। অতিথিঞ্চাননুজ্ঞাপ্য মারুতে বাতি বা ভৃশম্।
রুধিরে চ স্রুতে গাত্রাচ্ছস্ত্রেণ চ পরিক্ষতে ॥

অতিথিকে না বলে, বেগে বায়ু প্রবাহিত হলে, দেহ থেকে রক্তক্ষরণ হলে বা শস্ত্রাঘাত হলে (বেদাধ্যয়ন করবে না)।

১২৩। সামধ্বনাবৃগজুষী নাধীয়ীত কদাচন।
বেদস্যাধীত্য বাপ্যন্তমারণ্যকমধীত্য চ ॥

সামবেদের অধ্যয়নধ্বনি হতে থাকলে কখনও ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদ অধ্যয়ন করবে না। এক বেদ পাঠ সমাপ্ত করে অথবা আরণ্যক অধ্যয়ন করে (সেই দিবারাত্রির মধ্যে অন্য বেদ অধ্যয়ন করবে না)।

১২৪। ঋগ্বেদো দেবদৈবত্যে যজুর্বেদস্তু মানুষঃ।
সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্র্যস্তস্মাৎ তস্যাশুচির্ধ্বনিঃ ॥

ঋগ্বেদের দেবই দেবতা (অর্থাৎ তাতে কেবল দৈবকর্মেই বিহিত হয়েছে), যজুর্বেদের মনুষ্য দেবতা (অর্থাৎ তাতে মানুষের কর্মানুষ্ঠানই উক্ত আছে), সামবেদ পিতৃদৈবত (অর্থাৎ তাতে পিতৃকার্যের অনুষ্ঠান অভিহিত হয়েছে। অতএব সামবেদের ধ্বনি (ঋক্ ও যজুর্বেদের অধ্যয়ন পক্ষে) অপবিত্র।

১২৫। এতদ্বিদন্তো বিদ্বাংসস্ত্রয়ীনিষ্কর্ষমন্বহম্।
ক্রমশঃ পূর্বমভ্যস্য পশ্চাদ্বেদমধীয়তে॥

বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ এই (দেবতাবিষয়) জেনে প্রত্যহ প্রথমে বেদত্রয়ের সারভূত প্রণবব্যাহৃতি সহকারে গায়ত্রী জপ করে পরে বেদাধ্যয়ন করেন।

১২৬। পশু-মণ্ডুক-মার্জার-শ্ব-সর্প-নকুলাখুভিঃ।
অন্তরাগমনে বিদ্যাদনধ্যায়মহর্নিশম্॥

(বেদাধ্যয়নকালে) গুরুশিষ্যের মধ্য দিয়ে পশু, ভেক, বিড়াল, কুকুর, সাপ, বেজী বা ইঁদুর গমন করলে অহোরাত্র অনধ্যায় জানবে।

১২৭। দ্বাবেব বর্জয়েন্নিত্যমনধ্যায়ৌ প্রযত্নতঃ।
স্বাধ্যায়ভূমিঞ্চাশুদ্ধামাত্মানঞ্চাশুচিং দ্বিজঃ ॥

(উচ্ছিষ্টাদি দ্বারা) অশুদ্ধ বেদাধ্যয়ন স্থান এবং স্বয়ং অপবিত্র— এই দুইটি অধ্যায়হেতু দ্বিজ যত্নসহকারে বর্জন করবেন।

১২৮। অমাবাস্যামষ্টমীঞ্চ পৌর্ণমাসীং চতুর্দশীম্।
ব্রহ্মচারী ভবেন্নিত্যমপ্যৃতৌ স্নাতকো দ্বিজঃ ॥

স্নাতক দ্বিজ অমাবস্যা, অষ্টমী, পূর্ণিমা ও চতুর্দশীতে ঋতুকালেও (স্ত্রীগমন না করে) ব্রহ্মচারী থাকবেন।

১২৯। ন স্নানমাচরেদ্ভুক্ত্বা নাতুরো ন মহানিশি।
ন বাসোভিঃ সহাজস্রং নাবিজ্ঞাতে জলাশয়ে ॥

আহার করে, রুগ্ন হলে ও রাত্রির মধ্য দুই প্রহরে স্নান করবে না। বহু বস্ত্রসহ এবং (কুম্ভীরাদিসংকুল) অজ্ঞাত জলাশয়ে স্নান করবে না।

১৩০। দেবতানাং গুরো রাজ্ঞঃ স্নাতকাচার্যয়েস্তথা।
নাক্রামেৎ কামতশ্ছায়াং বভ্রুণো দীক্ষিতস্য চ ॥

দেবগণের (অর্থাৎ দেবপ্রতিমার), (পিতা প্রভৃতি) গুরুর, রাজার, স্নাতকের, আচার্যের, কপিলবর্ণ ব্যক্তির ও (যজ্ঞে) দীক্ষিত লোকের ছায়া স্বেচ্ছায় অতিক্রম করবে না।

১৩১। মধ্যন্দিনেহর্ধরাত্রে চ শ্রাদ্ধং ভুক্তা চ সামিষম্।
সন্ধ্যয়োরুভয়োশ্চৈব ন সেবেত চতুষ্পথম্ ॥

মধ্যাহ্নে, অর্ধরাত্রে, শ্রাদ্ধে মাংসভোজন করে, এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় চতুষ্পথে থাকবে না।

১৩২। উদ্বর্তনমপস্নানং বিণ্মৃত্রে রক্তমেব চ।
শ্লেষ্মনিষ্ঠ্যতবান্তানি নাধিতিষ্ঠেং তু কামতঃ ॥

শরীরের মলনাশক পিষ্টক, স্নানাবশিষ্ট জল, মলমূত্র, রক্ত, কফ, থুথু ও বমি এইগুলি স্বেচ্ছায় স্পর্শ করবে না।

১৩৩। বৈরিণং নোপসেবেত সহায়ঞ্চৈব বৈরিণঃ।
অধার্মিকং তস্করঞ্চ পরস্যৈব চ যোষিতম্ ॥

শত্রু, শত্রুর সহায়ক, অধার্মিক, চোর ও পরস্ত্রীর সঙ্গ করবে না।

১৩৪। ন হী দৃশমনায়ুষ্যং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে।
যাদৃশং পুরুষস্যেহ পরাদারোপসেবনম্॥

মানুষের পক্ষে পরদারগমনের তুল্য আয়ুক্ষয়কর ব্যাপার আর কিছু নেই।

১৩৫। ক্ষত্রিয়ঞ্চৈব সর্পঞ্চ ব্রাহ্মণঞ্চ বহুশ্রুতম্।
নাযমন্যত বৈ ভূষ্ণুঃ কৃশানপি কদাচন ॥

ধন, আয়ু প্রভৃতির বৃদ্ধিকামী ব্যক্তি ক্ষত্রিয়, সাপ, বহুবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ— প্রতিকারে অক্ষম এদের কখনও অবমাননা করবে না।

১৩৬। এতৎত্রয়ং হি পুরুষং নির্দহেদবমানিতম্।
তস্মাদেতৎত্রয়ং নিত্যং নাবমন্যেত বুদ্ধিমান্ ॥

এই তিনটি অবমানিত হলে মানুষকে দগ্ধ করে। অতএব এই তিনটিকে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও অপমান করবে না।

১৩৭। নাত্মানমবমন্যেত পূর্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ।
আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্লভাম্ ॥

(প্রথমে সম্পত্তির জন্য উদ্যোগী হয়ে কৃতকর্ম না হলে) নিজেকে অবমাননা করবে না। আমরণ শ্রীবৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করবে, একে দুর্লভ মনে করবে না।

১৩৮। সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়ান্ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥

সত্যকথা বলবে, প্রিয় কথা বলবে, অপ্রিয় সত্য বলবে না, মিথ্যা প্রিয় কথাও বলবে না— এই সনাতন ধর্ম।

১৩৯। ভদ্রং ভদ্রমিতি ব্রুয়াদ্ভদ্রমিত্যেব বা বদেৎ।
শুষ্কবৈরং বিবাদঞ্চ ন কুর্যাৎ কেনচিৎ সহ॥

(কারও সঙ্গে দেখা হলে) ভাল ভাল এই কথা বলবে, অথবা ভদ্র, (পুণ্য, প্রশস্ত প্রভৃতি ভদ্র পর্যায়) শব্দ বলবে। কারও সঙ্গে অনর্থক ঝগড়া করবে না।

১৪০। নাতিকল্যং নাতিসায়ং নাতিমধ্যন্দিনে স্থিতে।
নাজ্ঞাতেন সমং গচ্ছেন্নৈকো ন বৃষলৈঃ সহ ॥

অতিপ্রত্যুষে, ঘোর সন্ধ্যাকালে, মধ্যাহ্নে দুই প্রহরে, অপরিচিত লোকের সঙ্গে, একাকী বা শূদ্রের সঙ্গে কোথাও যাবে না।

১৪১। হীনাঙ্গানতিরিক্তাঙ্গন্ বিদ্যাহীনান্ বয়োহধিকান্।
রূপদ্রব্যবিহীনাংশ্চ জাতিহীনাংশ্চ নাক্ষিপেৎ ॥

(স্বাভাবিক অঙ্গ অপেক্ষা) হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, বিদ্যাহীন, বয়োবৃদ্ধ, রূপ ও ধনহীন ও নীচ জাতির লোককে (কানা, বৃদ্ধ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা) নিন্দা করবে না।

১৪২। ন স্পৃশেৎ পাণিনোচ্ছিষ্টো বিপ্রো গোব্রাহ্মণানলান্।
ন চাপি পশ্যেদশুচিঃসুস্থো জ্যোতির্গণান্ দিবি॥

ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট মুখে গাভী, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি হস্তদ্বারা স্পর্শ করবেন না। সুস্থ অবস্থায় অপবিত্র হয়ে আকাশে জ্যোতিষ্ক দর্শন করবেন না।

১৪৩। স্পৃষ্টৈতানশুচির্নিত্যমদ্ভিঃ প্রাণানুপস্পৃশেৎ।
গাত্রাণি চৈব সর্বাণি নাভিং পাণিতলেন তু॥

এইগুলিকে অশুচি অবস্থায় স্পর্শ করে সর্বদা জল নিয়ে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, সর্বগাত্র ও নাভি স্পর্শ করবেন।

১৪৪। অনাতুরঃ স্বানি খানি ন স্পৃশেদনিমিত্ততঃ।
রোমাণি চ রহস্যানি সর্বাণ্যেব বিবর্জয়েৎ ॥

রুগ্ন না হলে বিনা কারণে নিজের ইন্দ্রিয়সমূহ স্পর্শ করবে না; গোপনীয় স্থানের সব লোম বর্জন করবে।

১৪৫। মঙ্গলাচারযুক্তঃ স্যাৎ প্রযতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
জপেচ্চ জুহুয়াচ্চৈব নিত্যমগ্নিমতন্দ্রিতঃ ॥

(গোরোচনাদি ধারণ রূপ) মঙ্গল যুক্ত, (গুরুসেবাদি) আচারবান্, শুচি ও জিতেন্দ্রিয় হবে ; সর্বদা অনলস হয়ে (গায়ত্র্যাদি) জপ ও (অগ্নিতে) হোম করবে।

১৪৬। মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যঞ্চ প্রযতাত্মনাম্।
জপতাং জুহুতাঞ্চৈব বিনিপাতো ন বিদ্যতে ॥

মঙ্গলাচারযুক্ত, সতত শুচি এবং জপ ও হোমকারী ব্যক্তির (দৈব ও মনুষ্যকৃত) উপদ্রব হয় না।

১৪৭। বেদমেবাভ্যসেন্নিত্যং যথাকালমতন্দ্রিতঃ।
তং হ্যস্যাহুঃ পবং ধর্মমুপধর্মোহস্য উচ্যতে ॥

আলস্যশুন্য হয়ে যথাকালে প্রত্যহ বেদাভ্যাসই করবে, তাকে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হয়েছে ; অন্য নিকৃষ্ট ধর্ম বলা হচ্ছে।

১৪৮। বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ।
অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্বিকীম্ ॥

সতত বেদাভ্যাস, শুচিতা, তপস্যা ও প্রাণির প্রতি অহিংসা দ্বারা জাতিস্মর হয়।

১৪৯। পৌর্বিকীং সংস্মরন্ জাতিং ব্রহ্মৈবাভ্যস্যতে পুনঃ।
ব্রহ্মাভ্যাসেন চাজস্রমনন্তং সুখমশ্নুতে॥

জাতিস্মর হয়ে পুনরায় বেদাভ্যাস করা হয়। বেদপাঠদ্বারা অনন্ত অবিনাশী (মোক্ষ) সুখ লাভ করে।

১৫০। সবিত্রান্ শান্তিহেমাংশ্চ কুর্যাৎ পর্বসু নিত্যশঃ।

পিতৃংশ্চৈবাষ্টকাস্বর্চেন্নিত্যমন্বষ্টকাসু চ ॥

(পূর্ণিমা অমাবস্যা প্রভৃতি) পর্বদিনে সূর্যের উদ্দেশ্যে শান্তিহোম করবে এবং (অগ্রহায়ণী পূর্ণিমার পরে) তিন কৃষ্ণাষ্টমীতে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অষ্টকাশ্রাদ্ধ ও তার পরদিন (কৃষ্ণানবমীতে) অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধ করবে।

১৫১। দূবাদাবসথান্মূত্রং দূরাৎ পাদাবসেচনম্।
উচ্ছিষ্টান্নং নিষেকঞ্চ দূরাদেব সমাচরেৎ ॥

অগ্নিশালার থেকে দূরে মুত্রত্যাগ ও পাদপ্রক্ষালন করবে। উচ্ছিষ্ট অন্ন ও শুক্রনিক্ষেপ দূরেই করবে।

১৫২। মৈত্রং প্রসাধনং স্নানং দন্তধাবনমঞ্জনম্।
পূর্বাহ্ণ এব কুর্বীত দেবতানাঞ্চ পূজনম্ ॥

মলত্যাগ, সজ্জা, স্নান, দন্তধাবন, কাজল পরা এবং দেবপূজা পূর্বাহ্ণেই করণীয়।

১৫৩। দৈবতানভিগচ্ছেত্তু ধার্মিকাংশ্চ দ্বিজোত্তমান্।
ঈশ্বরঞ্চৈব রক্ষার্থং গুরূনেব চ পর্বসু ॥

(বিপদ থেকে) রক্ষার জন্য পর্বদিনে দেবপ্রতিমা, ধার্মিক ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ, রাজা ও (পিত্রাদি) গুরুর নিকট গমন করবে।

১৫৪। অভিবাদয়েদ্বৃদ্ধাংশ্চ দদ্যাচ্চৈবাসনং স্বকম্।
কৃতাঞ্জলিরুপাসীত গচ্ছতঃ পৃষ্ঠতোঽন্বিয়াৎ ॥

বৃদ্ধদের অভিবাদন করবে, নিজের আসন দিবে, করযোড়ে তাঁদের কাছে বসবে, তাঁদের অনুগমন করবে।

১৫৫। শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যঙ্‌নিবদ্ধং স্বেষু কর্মসু।
ধর্মমূলং নিষেবেত সদাচারমতন্দ্রিতঃ ॥

বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে সম্যক্ রূপে উক্ত, ধর্মের মূল, অধ্যয়নাদি নিজ নিজ কর্ম, সদাচার অনলসভাবে পালন করবে।

১৫৬। আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষযামাচারো হন্ত্যলক্ষণম্ ॥

আচার থেকে আয়ুলাভ হয়, আচার থেকে অভীষ্ট সন্তান লাভ হয়, আচার থেকে অক্ষয় ধন লাভ হয়। আচার অশুভ লক্ষণ নষ্ট করে।

১৫৭। দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোহল্পায়ুরেব চ ॥

মন্দ আচার পরায়ণ ব্যক্তি জগতে নিন্দিত, দুঃখী, সর্বদা রোগগ্রস্ত ও অল্পায়ু হয়।

১৫৮। সর্বলক্ষণহীনোহপি যঃ সদাচারবান্ নরঃ।
শ্রদদ্ধানোহনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি ॥

সকল শুভলক্ষণহীন হলেও শ্রদ্ধাবান্, সদাচারী লোক যে পরদোষ বর্ণনা করে না, সে একশত বৎসর বাঁচে।

১৫৯। যদ্‌যৎপরবশং কর্ম তৎতদ্‌যত্নেন বর্জয়েৎ।
যদ্্যদাত্মবশন্তু স্যাৎ তৎ তৎ সেবেত যত্নতঃ ॥

যে যে কাজ পরের উপর নির্ভরশীল, তা সযত্নে বর্জন করবে। যা যা নিজের আয়ত্তে, তা যত্নসহকারে করবে।

১৬০। সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বামাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ ॥

সকল পরবশ কর্ম দুঃখজনক, নিজায়ত্ত কর্ম সুখকর। সংক্ষেপে সুখদুঃখের এই লক্ষণ জানবে।

১৬১। যৎকর্ম কুর্বতোহস্য স্যাৎ পরিতোযোহস্তরাত্মনঃ।
তৎ প্রযত্নেন কুর্বীত বিপরীতস্তু বর্জয়েৎ ॥

যে কর্ম করতে মনের সন্তোষ হয়, তা সযত্নে করবে, এর বিপরীত কর্ম বর্জন করবে।

১৬২। আচার্যঞ্চ প্রবক্তারং পিতরং মাতরং গুরুম্।
ন হিংস্যাদ্‌ব্রাহ্মণান্ গাশ্চ সর্বাংশ্চৈব তপস্বিনঃ ॥

আচার্য, বেদব্যাখ্যাতা, পিতা, মাতা, গুরু, ব্রাহ্মণ, গাভী ও সকল তপস্বিগণকে হিংসা করবে না।

১৬৩। নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ দেবনাঞ্চ কুৎসনম্।
দ্বেষং দম্ভঞ্চ মানঞ্চ ক্রোধং তৈক্ষ্যঞ্চ বর্জয়েৎ ॥

নাস্তিকতা, বেদনিন্দা, দেবতানিন্দা, মাৎসর্য, দম্ভ (অনম্রতা), অভিমান, ক্রোধ ও ক্রুরতা পরিত্যাগ করবে।

১৬৪। পরস্য দণ্ডং নোদ্‌যচ্ছেৎ ক্রুদ্ধো নৈব নিপাতয়েৎ।
অন্যত্র পুত্রাচ্ছিষ্যাদ্বা শিষ্ট্যর্থং তাড়য়েত্তু তৌ ॥

অপরকে (প্রহার করার জন্য) দণ্ড উত্তোলন করবে না, ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্র বা শিষ্য ভিন্ন (অপরের গায়ে) দণ্ড পাতিত করবে না ; শাসন করার জন্য সেই দুই জনকে তাড়ন করবে।

১৬৫। ব্রাহ্মণায়াবগুর্যৈব দ্বিজাতির্বধকাম্যয়া।
শতং বর্ষাণি তামিস্রে নরকে পরিবর্ততে ॥

বধকামনায় ব্রাহ্মণের প্রতি দণ্ড উত্তোলন করলেই (অর্থাৎ পাতন না করলেও) দ্বিজ তামিস্র নামক নরকে এক শত বৎসর পরিভ্রমণ করেন।

১৬৬। তাড়য়িত্বা তৃণেনাপি সংরম্ভান্মতিপূর্বকম্।
একবিংশতিমাজাতীঃ পাপযোনিষু জায়তে ॥

ক্রোধবশে জ্ঞাতসারে তৃণদ্বারাও যে (ব্রাহ্মণকে) তাড়ন করে, সে একুশ জন্ম (কুকুরাদি) পাপজাতিতে জন্মে।

১৬৭। অযুধ্যমানস্যোৎপাদ্য ব্রাহ্মণস্যাসৃগঙ্গতঃ।
দুঃখং সুমহদাপ্নোতি প্রেত্যাপ্রাজ্ঞতয়া নরঃ ॥

যে অযুধ্যমান ব্রাহ্মণের দেহ থেকে রক্তপাত করে, সে নির্বুদ্ধিতা হেতু পরলোকে সাতিশয় দুঃখ ভোগ করে।

১৬৮। শোণিতং যাবতঃ পাংশুন্ সংগৃহ্ণাতি মহীতলাৎ।
তাবতোহব্দানমুত্রান্যৈঃ শোণিতোৎপাদকোহদ্যতে ॥

(অস্ত্রাহত অযুধ্যমান ব্রাহ্মণের অঙ্গনির্গত) রক্তে মাটিতে যতগুলি ধূলিকণা পিণ্ডাকৃতি হয়, তত বৎসর পরলোকে রক্তপাতকারী অপর(শৃগালাদি) জন্তু কর্তৃক ভক্ষিত হয়।

১৬৯। ন কদাচিদ্‌দ্বিজে তস্মাদ্বিদ্বানবগুড়েদপি।
ন তাড়য়েৎ তৃণেনাপি ন গাত্রাৎ স্রাবয়েদসৃক্ ॥

অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি কখনও দ্বিজের প্রতি দণ্ড উত্তোলনও করবেন না, তৃণদ্বারাও তাঁকে প্রহার করবেন না এবং তাঁর দেহ থেকে রক্তপাত করবেন না।

১৭০। অধার্মিকো নরো যো হি যস্য চাপ্যনৃতং ধনম্।
হিংসারতশ্চ যো নিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে ॥

অধার্মিক লোক, যার অর্থ (মিথ্যা সাক্ষ্য দান, বিচারে মিথ্যা ভাষণাদি ও উৎকোচ গ্রহণাদি) অসদুপায়ে অর্জিত, যে হিংসারত, সে কখনও এই সংসারে সুখে থাকে না।

১৭১। ন সীদন্নপি ধর্মেণ মনোঽধর্মে নিবেশয়েৎ।
অধার্মিকাণাং পাপানামাশু পশ্যন্ বিপর্যয়ম্॥

অধার্মিক পাপীদের অচিরে অবস্থা বিপর্যয় লক্ষ্য করে কেউ ধর্মপথে থেকে কষ্ট পেলেও অধর্মে মনোনিবেশ করবে না।

১৭২। নাধর্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব।
শনৈরাবর্তমানস্তু কর্তুর্মুলানি কৃন্ততি ॥

গাভী যেমন দোহনাদিহেতু সদ্যফল দেয়, পৃথিবীতে অধর্ম আচরিত হলে তেমনভাবে তৎক্ষণাৎ তার ফল ফলে না। ধীরে ধীরে আবর্তমান (ফলোন্মুখী) হয়ে অধর্মাচারীর মূল ছেদন করে। (গো শব্দের পৃথিবী অর্থ করলে— মাটিতে বীজ বপনমাত্রেই যেমন শস্য পাওয়া যায় না, তেমন)

১৭৩। যদি নাত্মনি পুত্রেষু ন চেৎ পুত্রেযু নপ্তৃষু।
ন ত্বেব তু কৃতোঽধর্মঃ কর্তুর্ভবতি নিস্ফলঃ ॥

যদি (অধর্মের ফল) নিজের উপরে না ফলে, তাহলেও পুত্র বা পৌত্রের উপরে ফলে ; এইরূপে অধর্মচারী কর্তৃক আচরিত অধর্ম নিস্ফল হয় না।

১৭৪। অধর্মেণৈধতে তাবত্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥

অধর্মদ্বারা (প্রথমে) শ্রীবৃদ্ধি হয়, তারপর (ভৃত্য গবাশ্বাদি লাভ রূপ) মঙ্গল হয়, তারপর শত্রুজয় হয় (কিন্তু অবশেষে অধার্মিক ব্যক্তি) সমূলে বিনষ্ট হয়।

১৭৫। সত্যধর্মার্যবৃত্তেযু শৌচে চৈবারমেৎ সদা।
শিষ্যাংশ্চ শিষ্যাদ্ধর্মেণ বাগ্বাহুদরসংযতঃ ॥

সত্যধর্ম, সদাচার ও শুচিতায় সর্বদা আনন্দে থাকবে। শিষ্যদের ধর্মানুসারে শাসন করবে ; (সত্যভাষণ দ্বারা) বাক্য, (বাহুবলে পরপীড়া না করে) বাহু ও (যথালব্ধ আহারে) উদর সংযত করবে।

১৭৬। পরিত্যজেদর্থকামৌ যৌ স্যাতাং ধর্মবর্জিতৌ।
ধর্মঞ্চাপ্যসুখোদর্কং লোকবিক্রুষ্টমেব চ॥

ধর্মহীন অর্থ ও কাম এবং লোকনিন্দিত ও ভবিষ্যতে দুঃখকর ধর্ম পরিত্যাগ করবে।

১৭৭। ন পাণিপাদচপলো ন নেত্রচপলোঽনৃজুঃ।
ন স্যাদ্বাক্‌চপলশ্চৈব ন পরদ্রোহকর্মধীঃ ॥

হস্তে, পদে, বাক্যে ও নেত্রে চঞ্চল ও কুটিল হবে না এবং পরের অপকার চিন্তা করবে না।

১৭৮। যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃপিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে ॥

যে পথে পিতা পিতামহ গিয়েছেন, সেই সৎপথে গমন করবে ; সেই পথে গিয়ে (লোক অধর্মের দ্বারা) হিংসিত হয় না।

১৭৯- ঋত্বিক্‌পুরোহিতাচার্যৈর্মাতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ।

১৮০। বালবৃদ্ধাতুরৈর্বৈদ্যৈর্জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ॥
মাতাপিতৃভ্যাং জামী ভির্ভ্রাত্রা পুত্রেণ ভার্যয়া।
দুহিত্রা দাসবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ ॥

ঋত্বিক (যজ্ঞাদি কর্মে হোতা), পুরোহিত (শান্তিকর্মকর্তা), আচার্য, মাতুল, অতিথি, আশ্রিত লোক, বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত ব্যক্তি, চিকিৎসক, জ্ঞাতি, (জামাতা শ্যালকাদি) কুটুম্ব, (মাতুল পক্ষের) আত্মীয়, মাতা, পিতা, জামি (ভগিনী, ভাতৃবধূ প্রভৃতি), ভ্রাতা, পুত্র, পত্নী, কন্যা ও ভৃত্যবর্গের সঙ্গে বিবাদ করবে না।

১৮১। এতৈর্বিবাদান্ সন্ত্যজ্য সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
এভির্জিতৈশ্চ জয়তি সর্বান্ লোকানিমান্ গৃহী ॥

এদের সঙ্গে বিবাদ পরিত্যাগ করে সকল পাপ থেকে গৃহস্থ মুক্ত হয় এবং এদের জয় করলে এই (বক্ষ্যমাণ) লোকগুলিকে জয় করে।

১৮২। আচার্যো ব্রহ্মলোকেশঃ প্রাজাপত্যে পিতা প্রভুঃ।
অতিথিস্ত্বিন্দ্রলোকেশো দেবলোকস্য চর্ত্বিজঃ ॥

আচার্য ব্রহ্মলোকের, পিতা প্রাজাপত্য লোকের, অতিথি ইন্দ্রলোকের ও ঋত্বিক্‌গণ দেবলোকের প্রভু।

১৮৩। জাময়োহপ্সরসাং লোকে বৈশ্বদেবস্য বান্ধবাঃ।
সম্বন্ধিনো হ্যপাং লোকে পৃথিব্যাং মাতৃমাতুলৌ ॥

জামিগণ অপ্সরালোকের, মাতৃপক্ষীয় আত্মীয়গণ বৈশ্বদেবলোকের, (জামাতা শ্যালকাদি) সম্বন্ধিগণ জললোকের, মাতা ও মাতুল পৃথিবীর (প্রভু)।

১৮৪। আকাশেশাস্তু বিজ্ঞেয়া বালবৃদ্ধকৃশাতুরাঃ।
ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃপিত্রা ভার্যা পুত্রঃ স্বকা তনুঃ ॥

বালক, বৃদ্ধ, ধনহীন (আশ্রিত ব্যক্তি) ও পীড়িত ব্যক্তি আকাশের প্রভু। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য। স্ত্রী ও পুত্র নিজের শরীর।

১৮৫। ছায়া স্বো দাসবর্গশ্চ দুহিতা কৃপণংপরম্।
তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেতাসংজ্বরঃ সদা ॥

নিজের ভৃত্যবর্গ (নিজের) ছায়া, কন্যা পরম কৃপাপাত্র। সুতরাং, এদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে অসন্তপ্তচিত্তে সর্বদা সহ্য করবে।

১৮৬। প্রতিগ্রহসমর্থোহপি প্রসঙ্গং তত্র বর্জয়েৎ।
প্রতিগ্রহেণ হাস্যাশু ব্রাহ্মং তেজঃ প্রশাম্যতি ॥

প্রতিগ্রহে সক্ষম হলেও তাতে অত্যাসক্তি ত্যাগ করবে। প্রতিগ্রহ দ্বারা ব্রহ্মতেজ শীঘ্র নষ্ট হয়।

১৮৭। ন দ্রব্যাণামবিজ্ঞায় বিধিং ধর্ম্যং প্রতিগ্রহে।
প্রাজ্ঞঃ প্রতিগ্রহং কুর্যাদবসীদন্নপি ক্ষুধা ॥

ক্ষুধাপীড়িত হয়েও প্রাজ্ঞ (ব্রাহ্মণ) প্রতিগ্রহ বিষয়ে ধর্মসম্মত বিধি না জেনে প্রতিগ্রহ করবেন না।

১৮৮। হিরণ্যং ভূমিমশ্বং গামন্নং বাসস্তিলান্ ঘৃতম্।
প্রতিগৃহ্নন্নবিদ্বাংস্তু ভস্মীভবতি দারুবৎ ॥

মুখ ব্যক্তি স্বর্ণ, ভূমি, অশ্ব, গাভী, অন্ন, বস্ত্র, তিল ও ঘৃত প্রতিগ্রহ করে কাষ্ঠের ন্যায় ভস্মীভূত হয়।

১৮৯। হিরণ্যমায়ুরন্নঞ্চ ভূর্গৌশ্চাপ্যোষতস্তনুম্।
অশ্বশ্চক্ষুস্ত্বচং বাসো ঘৃতং তেজস্তিলাঃ প্রজাঃ॥

স্বর্ণ ও অন্ন আয়ু, ভূমি ও গাভী শরীর, অশ্ব চক্ষু, বস্ত্র ত্বক, ঘৃত তেজ, ও তিল সন্তান দগ্ধ করে।

১৯০। অতপাস্ত্বনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচির্দ্বিজঃ ॥
অম্ভস্যশ্মপ্লবেনেব সহ তেনৈব মজ্জতি ॥

যে দ্বিজ তপস্যা করেন না, বেদাধ্যয়ন করেন না, যিনি প্রতিগ্রহে লোলুপ, তিনি জলে পাথরের ভেলার ন্যায় (অযোগ্যপাত্রে) দানকারীর সঙ্গে (নরকে) নিমগ্ন হন।

১৯১। তস্মাদবিদ্বান্ বিভিয়াদ্যস্মাত্তস্মাৎ প্রতিগ্রহাৎ।
স্বল্পকেনাপ্যবিদ্বান্ হি পঙ্কে গৌরিব সীদতি॥

অতএব (প্রতিগ্রহ সম্বন্ধে) অজ্ঞ ব্যক্তি যে কোন প্রতিগ্রহকে ভয় করবে। অজ্ঞ ব্যক্তি অল্প পরিমাণ প্রতিগ্রহ হেতুও কর্দমে গাভীর ন্যায় অবসন্ন হয়।

১৯২। ন বার্যপি প্রযচ্ছেৎ তু বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজে।
ন বকব্রতিকে বিপ্রে নাবেদবিদি ধর্মবিৎ ॥

বৈড়ালতিক, বকব্রতিক ও অবেদজ্ঞ দ্বিজকে ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি জলও দিবেন না।

১৯৩। ত্রিষ্বপ্যেতেষু দত্তংহি বিধিনাপ্যর্জিতং ধনম্।
দাতুর্ভবত্যনর্থায় পরত্রাদাতুরেব চ ॥

এই তিনজনকে প্রদত্ত বৈধ উপায়ে অর্জিত ধনও পরলোকে দাতা ও গ্রহীতার অনর্থের কারণ হয়।

১৯৪। যথা প্লবেনৌপলেন নিমজ্জত্যুদকে তরন্।
তথা নিমজ্জতোহধস্তাদজ্ঞৌ দাতৃপ্রতীচ্ছকৌ ॥

যেমন কোন লোক পাথরের ভেলায় (নদী প্রভৃতি) পার হতে গিয়ে তার সহিত নিমগ্ন হয়, তেমনই অজ্ঞ দাতা ও গ্রহীতা নিম্নে (নরকে) নিমগ্ন হয়।

১৯৫। ধর্মধ্বজী সদালুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকদম্ভকঃ।
বৈড়ালব্রতিকো জ্ঞেয়ো হিংস্রঃ সর্বাভিসন্ধকঃ॥

ধর্মধ্বজী (যে বহুলোকের সমক্ষে ধর্মাচরণ করে এবং নিজের ধার্মিকতা প্রচার করে), সর্বদা (পর ধনে) লোলুপ, ছলপরায়ণ, (গচ্ছিত ধনাদির অপহারক) লোকবঞ্চক, হিংসাপরায়ণ ও সর্বাভিসন্ধক (যে পরগুণ সহ্য করতে না পেরে সকলকে তুচ্ছ করে) বৈড়ালব্রতিক বলে জ্ঞাতব্য।

১৯৬। অধোদৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ।
শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরো দ্বিজঃ ॥

(বিনয় প্রকাশের জন্য) নীচের দিকে যে তাকিয়ে থাকে, নিষ্ঠুরাচারী, (পরের অনিষ্ট করে) স্বার্থসিদ্ধিতে তৎপর, শঠ ও কপটবিনয়ী—এইরূপ দ্বিজ বকব্রতী।

১৯৭। যে বকব্রতিনো বিপ্রা যে চ মার্জারলিঙ্গিনঃ।
তে পতন্ত্যন্ধতামিস্রে তেন পাপেন কর্মণা ॥

বকব্রতী ও বিড়ালব্রতী ব্রাহ্মণ সেই পাপকর্ম হেতু অন্ধতমিস্র নামক নরকে পতিত হয়।

১৯৮- ন ধর্মস্যাপদেশেন পাপং কৃত্বা ব্রতং চরেৎ।

১৯৯। ব্রতেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কুর্বন স্ত্রীশূদ্রদম্ভনম্॥
প্রেত্যেহ চেদৃশা বিপ্রা গর্হ্যন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ছদ্মনাচরিতং যচ্চ ব্রতং রক্ষাংসি গচ্ছতি ॥

পাপ করে (প্রায়শ্চিত্তরূপ প্রাজাপত্যাদি) ব্রত যে ধর্মের ছলে অনুষ্ঠান করে এবং ব্রতের দ্বারা পাপ আচ্ছাদিত করে (আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি না, ধর্মের জন্য এই অনুষ্ঠান করছি এই বলে) স্ত্রীলোক ও শূদ্রকে ভোলায়—এইরূপ ব্রাহ্মণগণ মৃত্যুর পরে ও ইহলোকে ব্রহ্মবাদী (ব্রাহ্মণগণ) কর্তৃক নিন্দিত হন ; ছলপূর্বক আচরিত যে ব্রত, তা রাক্ষসগামী হয়।

২০০। অলিঙ্গী লিঙ্গিবেষেণ যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্যগ্‌যোনৌ চ জায়তে ॥

ব্রহ্মচারী না হয়ে যে ব্রহ্মচারিবেশে জীবিকার্জন করে, সে ব্রহ্মচারীদের পাপ হরণ করে এবং (কুকুরাদি) নীচ যোনিতে জন্মে।

২০১। পরকীয়নিপানেষু ন স্নায়াচ্চ কদাচন।
নিপানকর্তুঃ স্নাত্বা তু দুষ্কৃতাংশেন লিপ্যতে ॥

পরের (অনুৎসৃষ্ট) জলাশয়ে কখনও স্নান করবে না, (করলে) জলাশয় খননকারীর পাপের অংশভাগী হয়।

২০২। যানশয্যাসনান্যস্য কূপোদ্যানগৃহাণি চ।
অদত্তান্যুপভুঞ্জান এনসঃ স্যাৎ তুরীয়ভাক্ ॥

যান, শয্যা, আসন, কূপ, উদ্যান, গৃহ— এইগুলি প্রদত্ত না হওয়া সত্ত্বেও উপভোগ করলে (দ্রব্যস্বামীর) পাপের চতুর্থাংশভাগী হয়।

২০৩। নদীষু দেবখাতেষু তড়াগেষু সরঃসু চ।
স্নানং সমাচরেন্নিত্যং গর্ত-প্রস্রবণেষু চ ॥

নদী, হ্রদ, তড়াগ, সরোবর, গর্ত (যা চার ক্রোশের কম পথ ব্যাপ্ত হয়ে আছে) বা প্রস্রবণে প্রত্যহ স্নান করবে।

২০৪। যমান্ সেবেত সততং ন নিত্যং নিয়মান্ বুধঃ।
যমান্ পতত্যকুর্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্ ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি যম[২০] সর্বদা সেবা করবেন, কেবল সর্বদা নিয়ম[২১] অভ্যাস করবেন না। শুধু নিয়ম অভ্যাস করে যম অভ্যাস না করলে তোক পতিত হয়।

২০৫। নাশ্রোত্রিয়ততে যজ্ঞে গ্রামযাজিকৃতে তথা।
স্ত্রিয়া ক্লীবেন চ হুতে ভুঞ্জীত ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ॥

অনধীতবেদ ব্রাহ্মণ যে যজ্ঞ করেন, যে যজ্ঞ বহুলোকের যাজক সম্পাদন করেন, যে যজ্ঞে স্ত্রী বা ক্লীব হোম করে, সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণ কোথাও ভোজন করবেন না।

২০৬। অশ্লীকমেতৎ সাধুনাং যত্র জুহুত্যমী হবিঃ।
প্রতীপমেতদ্দেবানাং তস্মাত্তৎ পরিবর্জয়েৎ ॥

যে যজ্ঞে উক্ত ব্যক্তিগণ হোম করে, তা সজ্জনগণের শ্রীহানিকর ; তা দেবগণের প্রতিকূল, সুতরাং তা বর্জন করবে।

২০৭- মওক্রুদ্ধাতুরাণাঞ্চ ন ভুঞ্জীত কদাচন।

২১৭। কেশকীটাবপন্নঞ্চ পদা স্পৃষ্টঞ্চ কামতঃ ॥
ভ্রূণঘ্নাবেক্ষিতঞ্চৈব সংস্পৃষ্টঞ্চাপ্যুদক্যয়া।
পতত্রিণবলীঢ়ঞ্চ শুনা সংস্পৃষ্টমেব চ ॥
গবা চান্নমুপাঘ্রাতং ঘুষ্টান্নঞ্চ বিশেষতঃ।
গণান্নং গণিকান্নঞ্চ বিদুষা চ জুগুপ্সিতম্ ॥
স্তেনগায়নয়োশ্চান্নং তক্ষ্ণোবার্ধুষিকস্য চ।
দীক্ষিতস্য কদর্যস্য বদ্ধস্য নিগড়স্য চ॥
অভিশস্তস্য ষণ্ঢস্য পুংশ্চল্যা দাম্ভিকস্য চ।
শুক্তং পর্যুষিতঞ্চৈব শূদ্রস্যোচ্ছিষ্টমেব চ ॥
চিকিৎসকস্য মৃগয়োঃ ক্রুরস্যোচ্ছিষ্টভোজিনঃ।
উগ্রান্নং সুতিকান্নঞ্চ পর্যাচান্তমনির্দশম্ ॥
অনর্চিতং বৃথামাংসমবীরায়াশ্চ যোষিতঃ।
দ্বিষদন্নং নগর্যন্নং পতিতান্নমবক্ষুতম্॥
পিশুনানৃতিনোশ্চান্নং ত্রৃতুবিক্রয়িণস্তথা।
শৈলুষতুন্নবায়ান্নং কৃতঘ্নস্যান্নমেব চ॥
কর্মারস্য নিষাদস্য রঙ্গাবতারস্য চ।
সুবর্ণকর্তুর্বেণস্য শস্ত্রবিক্রয়িণস্তথা॥
শ্ববতাং শৌণ্ডিকানাঞ্চ চৈলনির্ণেজকস্য চ।
রঞ্জকস্য নৃশংসস্য যস্য চোপপতির্গৃহে ॥
মৃষ্যন্তি যে চোপপতিং স্ত্রী জিতানাঞ্চ সর্বশঃ।
অনির্দশঞ্চ প্রেতান্নমতুষ্টিকরমেব চ ॥

মত্ত, ক্রুদ্ধ ও রোগার্তের অন্ন, কেশ বা কীটযুক্ত, ইচ্ছাপূর্বক পাদস্পৃষ্ট, ভ্রূণ[২২] ঘাতী কর্তৃক দৃষ্ট, রজস্বলা নারী-স্পৃষ্ট, পক্ষী যাকে লেহন করেছে, কুকুরস্পৃষ্ট, গাভী কর্তৃক ঘ্রাত, বিশেষতঃ (কে

অভুক্ত আছ, এস, অন্ন প্রস্তুত, এই ভাবে) ঘোষিত অন্ন, মিলিত বহু মঠবাসীর ও বেশ্যার অন্ন, পণ্ডিত ব্যক্তিকর্তৃক নিন্দিত অন্ন, চোর, গায়ক, তক্ষা (ছুতোর), কুসীদজীবী, (অগ্নিযোমীয়, যাগ না করে যজ্ঞে) দীক্ষিত ব্যক্তি, কৃপণ, শৃঙ্খলিত ব্যক্তি, অভিশস্ত, ক্লীব, ব্যভিচারিণী, (বিড়ালব্রতাদি দ্বারা) ছলকারীর অন্ন, শুক্ত (স্বভাবতঃ মিষ্ট দ্রব্য দধি প্রভৃতির সংযোগে বিকৃত), বাসি, শূদ্রের উচ্ছিষ্ট, চিকিৎসক, ব্যাধ, বক্রস্বভাব, উচ্ছিষ্টভোজী ও নিষ্ঠুরকর্মার অন্ন, প্রসূতির জন্য প্রস্তুত অন্ন, পর্যাচান্ত[২৩], অশৌচের দশ দিন অতীত হওয়ার পূর্বে সূতিকান্ন, পূজনীয় ব্যক্তিকে অবজ্ঞাপূর্বক প্রদত্ত অন্ন, বৃথামাংস, পতিপুত্রবিহীন স্ত্রীলোক ও শত্রুর অন্ন, নগরস্বামীর অন্ন, পতিত ব্যক্তির অন্ন, যার উপরে হাঁচি দেওয়া হয়েছে সেই অন্ন, পরোক্ষে নিন্দাকারী ও কূটসাক্ষীর অন্ন, যে নিজের যজ্ঞফল বিক্রয় করে তার, নট, তন্তুবায়, কৃতঘ্নের অন্ন, কর্মকার, নিষাদ[২৪], (নটগায়ক ব্যতিরিক্ত) রঙ্গোপজীবী, স্বর্ণকার, বাঁশ ছেদন করে যে জীবিকার্জন করে (বুরুড়-বিশ্বরূপ), লোহাবিক্রেতা, কুকুরপোষক, মদ্যবিক্রেতা, রজক, বস্ত্ররঞ্জক, নিষ্ঠুর এবং যার বাড়ীতে উপপতি আছে তার অন্ন, যে উপপতিকে সহ্য করে তার এবং স্ত্রৈণ ব্যক্তির অন্ন, দশ দিন অপগত হওয়ার পূর্বে মৃতাশৌচযুক্ত ব্যক্তির অন্ন ও অতৃপ্তিকর অন্ন কখনও ভোজন করবে না।

২১৮। রাজান্নং তেজ আদত্তে শুদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চসম্।
আয়ুঃ সুবর্ণকারান্নং যশশ্চর্মাবকর্তিনঃ ॥

রাজার অন্ন তেজ, শুদ্রান্ন ব্রহ্মতেজ, স্বর্ণকারান্ন আয়ু ও কর্মকারের অন্ন যশ হরণ করে।

২১৯। কারুকান্নং প্রজাংহন্তি বলং নির্ণেজকস্য চ।
গণান্নং গণিকান্নঞ্চ লোকেভ্যঃ পরিকৃন্ততি ॥

(পাচকাদি) কারুকের অন্ন সন্তান ও রজকান্ন বল নষ্ট করে। মিলিত বহু মঠবাসীর ও বেশ্যার অন্ন (তপস্যালব্ধ) স্বর্গাদি লোক থেকে বিচ্যুত করে।

২২০। পূযং চিকিৎসকস্যান্নং পুংশ্চল্যাস্ত্বন্নমিন্দ্রিয়ম্।
বিষ্ঠা বার্ধুষিকস্যান্নং শস্ত্রবিক্রয়িণো মলম্ ॥

চিকিৎসকের, ব্যভিচারিণী নারীর, কুসীদজীবীর ও লোহাবিক্রেতার অন্ন যথাক্রমে পূয, শুক্র, বিষ্ঠা, (বিষ্ঠা ভিন্ন শ্লেষ্মাদি) মল (ভোজনের তুল্য)।

২২১। য এতেঽন্যে ত্বভোজ্যান্নাঃ ক্রমশঃ পরিকীর্তিতাঃ।
তেষাং ত্বগস্থিরোমাণি বদন্ত্যন্নং মণীষিণঃ ॥

এই যাদের অন্ন ক্রমে অভোজ্য বলে কথিত হল, পণ্ডিতগণ তাদের অন্নকে বলেন তাদের চর্ম, অস্থি ও লোম।

২২২। ভুক্ত্বাতোহন্যতমস্যান্নমমত্যা ক্ষপণং ত্র্যহম্।
মত্যা ভুক্ত্বা চরেৎকৃচ্ছ্রংরেতোবিণ্মুত্রমেব চ॥

এদের অন্যতম ব্যক্তির অন্ন অজ্ঞাতসারে ভোজন করলে তিন দিন উপবাস (বিধেয়), জ্ঞানপূর্বক ভোজনে ও শুক্র, বিষ্ঠা এবং মূত্র ভোজনে কৃচ্ছ্র (অর্থাৎ প্রাজাপত্য) অনুষ্ঠান করবে।

২২৩। নাদ্যাচ্ছুদ্রস্য পক্কানাং বিদ্বানশ্রাদ্ধিনো দ্বিজঃ।
আদদীতামমেবাস্মাদবৃত্তাবেকরাত্রিকম্॥

বেদ দ্বিজ শ্রাদ্ধাদি (পঞ্চ যজ্ঞহীন) শূদ্রের পক্ক অন্ন ভোজন করবেন না। অন্য অন্নাভাবে এর থেকে (ব্রাহ্মণ) এক রাত্রির উপযুক্ত অপক্ক অন্নই গ্রহণ করবেন।

২২৪। শ্রোত্রিয়স্য কদর্যস্য বদান্যস্য চ বার্দ্ধুষেঃ।
মীমাংসিত্বোভয়ং দেবাঃ সমমন্নমকল্পয়ন্ ॥

বেদজ্ঞ অথচ কৃপণ, উদার অথচ কুসীদজীবী— দেবগণ বিচার করে এই উভয়ের অন্ন সমান বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

২২৫। তান্ প্রজাপতিরাহৈত্য মা কৃদ্ধং বিষমং সর্মম।
শ্রদ্ধাপূতং বদান্যস্য হতমশ্রদ্ধয়েতরৎ ॥

ব্রহ্মা দেবগণের নিকট এসে বললেন— অসমানকে সমান মনে করো না। (কুসীদজীবী) উদার ব্যক্তিকর্তৃক শ্রদ্ধাসহকারে দত্ত অন্ন পবিত্র, বেদাধ্যয়ী কৃপণের অশ্রদ্ধা সহকারে দত্ত অন্ন অপবিত্র।

২২৬। শ্রদ্ধয়েষ্টঞ্চ পূর্তঞ্চ নিত্যং কুর্যাদতন্দ্রিতঃ।
শ্রদ্ধাকৃতে হ্যক্ষয়ে তে ভবতঃ স্বাগতৈর্ধনৈঃ ॥

সর্বদা অনলসভাবে শ্রদ্ধাসহকারে ইষ্ট[২৫] ও পূর্ত[২৬] করবে। ন্যায়সম্মত উপায়ে অর্জিত ধনের দ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে কৃত ঐ দুইটি অবিনাশী (ফল দাতা)।

২২৭। দানধর্মং নিষেবেত নিত্যমৈষ্টিকপৌর্তিকম্।
পরিতুষ্টেন ভাবেন পাত্রমাসাদ্য শক্তিতঃ ॥

সন্তুষ্ট চিত্তে উপযুক্ত পাত্র পেয়ে যথাশক্তি সর্বদা ইষ্টাপূর্ত সংক্রান্ত দানধর্ম পালন করবে।

২২৮। যৎকিঞ্চিদপি দাতব্যং যাচিতেনানসূয়য়া।
উৎপৎসাতে হি তৎপাত্রং যত্তারয়তি সর্বতঃ ॥

যাচিত হয়ে বিদ্বেষ না করে সামান্য হলেও দান করা উচিত ; কারণ, সেই দানপাত্র (কোন সময়) উপস্থিত হয়ে (দাতাকে) সর্বপ্রকারে ত্রাণ করবে।

২২৯। বারিদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি সুখমক্ষয্যমন্নদঃ।
তিলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাং দীপদশ্চক্ষুরুত্তমম্ ॥

জলদাতা তৃপ্তি, অন্নদাতা অবিনশ্বর সুখ, তিলদাতা অভীষ্ট সন্তান, দীপদাতা উত্তম চক্ষু প্রাপ্ত হয়।

২৩০। ভূমিদো ভূমিমাপ্নোতি দীর্ঘমায়ুর্হিরণ্যদঃ।
গৃহদোহগ্র্যাণি বেশ্মানি রূপ্যদো রূপমুত্তমম্ ॥

ভূমিদাতা ভূমি, স্বর্ণদাতা দীর্ঘায়ু, গৃহদাতা শ্রেষ্ঠ গৃহ, রৌপ্যদাতা উৎকৃষ্ট রূপ প্রাপ্ত হয়।

২৩১। বাসোদশ্চন্দ্রসালোক্যমশ্বিসালোক্যমশ্বদঃ।
অনডুদ্দঃ শ্রিয়ং পুষ্টাং গোদো ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্ ॥

বস্ত্রদাতা চন্দ্রলোক, অশ্বদাতা অশ্বিনীলোক, বৃষদাতা প্রচুর সম্পদ ও গাভীদাতা সূর্যলোক প্রাপ্ত হয়।

২৩২। যানশয্যাপ্রদো ভার্যামৈশ্বর্যভয়প্রদঃ।
ধান্যদঃ শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদো ব্রহ্মসাষ্টিতাম্।

যান ও শয্যাদাতা স্ত্রী, অভয়দাতা ঐশ্বর্য, ধান্যদাতা চিরন্তন বন্ধুত্ব, বেদদাতা (বেদাধ্যাপক) ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

২৩৩। সর্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে।
বার্যন্নগোমহীবাসস্তিলকাঞ্চনসর্পিষাম্॥

জল, অন্ন, গো, ভূমি, বস্ত্র, তিল, স্বর্ণ ও ঘৃত— এই সকল দান অপেক্ষা বেদদান শ্রেষ্ঠ।

২৩৪। যেন যেন তু ভাবেন যদ্‌যদ্দানং প্রযচ্ছতি।
তত্তত্তেনৈব ভাবেন প্রাপ্নোতি প্রতিপূজিতঃ ॥

যে যে ভাবে যে যে দান করা হয়, সেই সেই ভাবে (জন্মান্তরে) ফললাভ করে দাতা পূজিত হয়।

২৩৫। যোহর্চিতং প্রতিগৃহ্নাতি দদাত্যর্চিতমেব চ।
তাবুভৌ গচ্ছতঃ স্বর্গ নরকন্তু বিপর্যয়ে॥

যে শ্রদ্ধাসহকৃত দান গ্রহণ করে, এবং যে শ্রদ্ধাসহ দান করে তারা উভয়ে স্বর্গে গমন করে ; এর বিপরীত হলে তারা নরকে যায়।

২৩৬। ন বিস্ময়েত তপসা বদেদিষ্টা চ নানৃতম্।
নার্তোহপ্যপবদেদ্বিপ্রান্ ন দত্বা পরিকীর্তয়েৎ ॥

(চান্দ্রায়ণাদি কষ্টকর) ব্রত করে (কি করে এই দুষ্কর কর্ম করলাম এই ভেবে) বিস্মিত হবে না, যজ্ঞ করে মিথ্যা কথা বলবে না, পীড়িত হয়েও ব্রাহ্মণের নিন্দা করবে না, দান করে সেই বিষয় বলবে না।

২৩৭। যজ্ঞোহনৃতেন ক্ষরতি তপঃ ক্ষরতি বিস্ময়াৎ।
আয়ুর্বিপ্রাপবাদেন দানঞ্চ পরিকীর্তনাৎ ॥

মিথ্যা হেতু যজ্ঞ, বিস্ময় হেতু তপস্যা (বা কৃচ্ছ্রসাধন), ব্রাহ্মণ-নিন্দা হেতু আয়ু এবং ঘোষণাহেতু দান নষ্ট হয়।

২৩৮। ধর্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।
পরলোকসহায়ার্থং সর্বভূতান্যপীড়য়ন্ ॥

এক প্রকার পিপীলিকা যেমন বল্মীক (উইঢিপি) সঞ্চয় করে তেমনই কোন প্রাণীকে কষ্ট না দিয়ে পরলোকের উপকারার্থ ধীরে ধীরে ধর্ম করবে।

২৩৯। নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারা ন জ্ঞাতির্ধর্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥

পরলোকে সাহায্যের জন্য পিতামাতা থাকেন না, পুত্র-স্ত্রী বা জ্ঞাতিও নয় ; একমাত্র ধর্ম থাকে।

২৪০। একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোহনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্ ॥

প্রাণী একাই জন্মে, একাই মরে ; একা পুণ্যফল ভোগ করে, একা পাপের ফল ভোগ করে।

২৪১। মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্টসমং ক্ষিতৌ।
বিমূখা বান্ধবা যান্তি ধর্মস্তমনুগচ্ছতি ॥

মৃতদেহকে কাঠ বা মাটির ঢেলার ন্যায় মাটিতে ত্যাগ করে বান্ধবেরা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, ধর্ম তাকে অনুসরণ করে।

২৪২। তস্মাদ্ধর্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্মেণ হি সহায়েন তমস্তবতি পুস্তরম্॥

সুতরাং, সহায়লাভের জন্য প্রত্যহ ধীরে ধীরে ধর্ম সঞ্চয় করবে। ধর্ম সহায় হলে দুস্তর অন্ধকার অতিক্রম করা যায়।

২৪৩। ধর্মপ্রধানং পুরুষং তপসা হতকিল্বিষম্।

পরলোকং নয়ত্যাশু ভাস্বন্তং খশরীরিণম্॥

যার নিকট ধর্ম প্রধান, যার পাপ তপস্যাদ্বারা নষ্ট হয়েছে, এইরূপ ব্রহ্মস্বরূপ দীপ্যমান ব্যক্তিকে (ধর্ম) শীঘ্র পরলোকে নিয়ে যায়।

২৪৪। উত্তমৈরুত্তমৈর্নিত্যং সম্বন্ধানাচরেৎ সহ।
নিনীযুঃ কুলমুৎকর্ষমধমানধমাংস্ত্যজেৎ ॥

(নিজের) বংশের উৎকর্ষকামী ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বংশের সঙ্গে সর্বদা (কন্যাদানাদি) সম্বন্ধ স্থাপন করবেন এবং অধম বংশ পরিত্যাগ করবেন।

২৪৫। উত্তমানুত্তমান্ গচ্ছন্ হীনান্ হীনাংশ্চ বর্জয়ন্।
ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতামেতি প্রত্যবায়েন শূদ্রতাম্ ॥

উৎকৃষ্ট বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ করলে এবং নিকৃষ্ট বংশ বর্জন করলে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হন। বিপরীত আচরণের দ্বারা শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হন।

২৪৬। দৃঢ়কারী মৃদুর্দান্তঃ ক্রূরাচারৈরসংবসন্।
অহিংস্রো দমদানাভ্যাং জয়েৎ স্বর্গং তথাব্রতঃ ॥

দৃঢ়কারী (কর্তব্য বিষয়ে দৃঢ়-নিশ্চয়), শান্তস্বভাব, (শীতাতপাদি দ্বন্দ) সহিষ্ণু ও অহিংসাপরায়ণ ব্যক্তি, নিষ্ঠুরকর্মা লোকের সঙ্গে বাস না করে, ইন্দ্রিয়সংযম ও দানের দ্বারা স্বর্গলাভ করে।

২৪৭। এধোদকং মূলফলমন্নমভ্যুদ্যতঞ্চ যৎ।
সর্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়ান্মধ্বথাভয়দক্ষিণম্ ॥

কাঠ, জল, ফল, মূল, অযাচিত আমান্ন, মধু ও অভয়দান সকলের কাছ থেকেই গ্রহণ করা যায়।

২৪৮। আহৃতাভ্যুদ্যতাং ভিক্ষাং পূরস্তাদপ্রচোদিতাম্।
মেনে প্রজাপতির্গ্রাহ্যামপি দুষ্কৃতকর্মণঃ ॥

(দানস্থানে) আনীত ও গ্রহীতার অভিমুখে স্থাপিত, গ্রহীতা কর্তৃক অযাচিত, দাতা কর্তৃক পূর্বে অঘোষিত ভিক্ষাকে প্রজাপতি পাপকারীর থেকেও গ্রহণীয় মনে করেছিলেন।

২৪৯। নাশ্নন্তি পিতরস্তস্য দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
ন চ হব্যং বহত্যগ্নির্যস্তামভ্যবমন্যতে ॥

যে ঐ প্রকার (ভিক্ষা) গ্রহণ করে না, পিতৃগণ পনের বৎসর তার প্রদত্ত দ্রব্য ভক্ষণ করেন না এবং অগ্নি তার প্রদত্ত হবি বহন করে না।

২৫০। শয্যাং গৃহান্ কুশান্ গন্ধানপঃ পুষ্পং মণীন্ দধি।
ধানা মৎস্যান্ পয়ো মাংসং শাকঞ্চৈব ন নির্নুদেৎ ॥

শয্যা, গৃহ, কুশ, গন্ধদ্রব্য, জল, ফুল, মণি, দধি, ভাজা যব, মৎস্য, দুগ্ধ, মাংস ও শাক (অযাচিতভাবে উপস্থিত হলে) সেইগুলি প্রত্যাখ্যান করবে না।

২৫১। গুরূন্ ভৃত্যাংশ্চোজ্জিহীর্ষন্নর্চিষ্যন্ দেবতাতিথীন্।
সর্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়ান্ন তু তৃপ্যেৎ স্বয়ং ততঃ ॥

(মাতা পিতাদি) গুরু, ক্ষুধাক্লিষ্ট ভার্যাদির উদ্ধার করতে ইচ্ছা করে ও দেবতা অতিথিকে পূজা করতে ইচ্ছা করে সকলের কাছ থেকে প্রতিগ্রহ করবে, নিজে তা ভোগ করবে না।

২৫২। গুরুষু ত্বভ্যতীতেষু বিনা বা তৈর্গৃহে বসন্।
আত্মনো বৃত্তিমন্বিচ্ছন্ গৃহ্ণীয়াং সাধুতঃ সদা ॥

(মাতা পিতাদি) গুরু মৃত হলে বা (তাঁদের জীবিতাবস্থায়) তাঁদের ছাড়া (অন্য) গৃহে বাস করলে নিজের জীবিকাকামী ব্যক্তি সর্বদা সজ্জন থেকে প্রতিগ্রহ করবে।

২৫৩। আর্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥

আর্থিক[২৭], বংশের বন্ধু, গোপালক, দাস, নাপিত— শূদ্রদের মধ্যে এদের এবং যে সেবার জন্য আত্মনিবেদন করে তার অন্ন ভোজ্য।

২৫৪। যাদৃশোহস্য ভবেদাত্মা যাদৃশঞ্চ চিকীর্ষিতম্।
যথা চোপচরেদেনং তথাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥

শূদ্র নিজে যেমন বংশে জন্মেছে, তার যেমন কর্ম, যেভাবে সে সেবা করে তার তদনুরূপ আত্মনিবেদন হয়।

২৫৫। যোহন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা সংসু ভাষতে।
স পাপকৃত্তমো লোকে স্তেন আত্মাপহারকঃ ॥

যে নিজে একরূপ হয়ে সজ্জনদের কাছে অন্যরূপ বলে, সে পৃথিবীতে পাপিষ্ঠ, চোর ও আত্মাপহারক।

২৫৬। বাচ্যর্থা নিয়তাঃ সর্বে বাঙ্মূলা বাগ্‌বিনিঃসৃতাঃ।
তাংস্তু যঃ স্তেনয়েদ্বাচং স সর্বস্তেয়কৃন্নরঃ ॥

সকল বিষয় বাক্যে (বা শব্দে) প্রতিষ্ঠিত, বাক্য মূল এবং বাক্য থেকে নিঃসৃত ; সেই বাক্য যে চুরি করে, সে সবাপহারক।

২৫৭। মহর্ষিপিতৃদেবানাং গত্বানৃণ্যং যথাবিধি।
পুত্রে সর্বংসমাসজ্য বসেন্মাধ্যস্থমাশ্রিতঃ ॥

ঋষি ঋণ, পিতৃঋণ ও দেবঋণ যথাবিধি শোধ করে পুত্রের উপরে সব ন্যস্ত করে উদাসীনভাবে গৃহে বসে করবে।

২৫৮। একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে হিতমাত্মনঃ।
একাকী চিন্তয়ানো হি পরং শ্রেয়োহধিগচ্ছতি ॥

নির্জনে একাকী সর্বদা নিজের হিত চিন্তা করবে ; কারণ একাকী চিন্তা করলে পরম মঙ্গল লাভ করা যায়।

২৫৯। এষোদিতা গৃহস্হস্য বৃত্তির্বিপ্রস্য শাশ্বতী।
স্নাতকব্রতকল্পশ্চ সত্ত্ববৃদ্ধিকরঃ শুভঃ॥

ব্রাহ্মণ গৃহস্থের এই চিরন্তন বৃত্তি উক্ত হয়েছে। সত্ত্বগুণবৃদ্ধিকর শুভ স্নাতকব্রতও (উক্ত হল)।

২৬০। অনেন বিপ্রো বৃত্তেন বর্তয়ন্ বেদশাস্ত্রবিৎ।
ব্যপেতকল্মষো নিত্যং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এই বৃত্তিদ্বারা জীবনযাপন করলে পাপমুক্ত হয়ে সর্বদা ব্রহ্মলোকে মহিমান্বিত হয়।

মানবধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্ত সংহিতায় চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পাদটীকা

১ মানুষের আয়ু সেকালে একশত বৎসর ধরা হত।
২ পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ পরের দুই শ্লোকে দ্রষ্টব্য।
৩ ধান্যাদির এক এক কণা সংগ্রহের নাম উঞ্ছ ; ধান্যের মঞ্জরী সংগ্রহের নাম শিল।
৪ বাণিজ্যে সত্য মিথ্যা বলা হয়।
৫ ঋত, অযাচিত, ভিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য ও সুদে টাকা ধার দেওয়া।
৬ যাজন, অধ্যাপনা, প্রতিগ্রহ।
৭ যাজন, অধ্যাপনা।
৮ অধ্যাপনা।
৯ সৎ প্রিয় কথা, বিচিত্র পরিহাস কথাদি।
১০ চার চার মাসে এক এক ঋতু।
১১ বৌদ্ধ ভিক্ষু ক্ষপণকাদি, যারা বেদবাহ্য ব্রত বা চিহ্নধারণ করে।

১২, ১৩ কপটধার্মিক।
১৪ এই শব্দের বিবিধ অর্থ হয় ; যথা— পিশাচ, বিপরীত, অতীতকাল, দেবতাবিশেষ, চেতনযুক্ত, প্রাপ্তি, উপনা, জন্ম ইত্যাদি—মেধাতিথিভাষ্য দ্রষ্টব্য।
১৫ অগ্নির জন্য রক্ষিত ইষ্টকসমূহ।
১৬ পুক্কস—নিবাদের ঔরসে, শূদ্রের গর্ভে জাত।
১৭ অন্ত্য—অন্ত্যজ রজকাদি ; অন্ত্যাবসায়ী—চণ্ডালের ঔরসে, নিষাদ স্ত্রীর গর্ভে জাত।
১৮ দুই দিনের মধ্যবর্তী এক রাত্রি অর্থাৎ উৎসর্গ দিন রাত্রি ও তৎপরদিন।
১৯ স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রম।
২০ অগ্রহায়ণী পূর্ণিমার পর তিন কৃষ্ণাষ্টমী।
২১ যোগের অঙ্গ। অহিংসা, সত্যবচন, ব্রহ্মচর্য, নিষ্পাপ অন্তকরণ, অচৌর্য—এই পাঁচটির নাম যম।
২২ যোগের অন্যতম অঙ্গ। অক্রোধ, শুরুসেবা, শুচিতা, লঘু আহার, অপ্রমাদ—এই পাঁচটি নিয়ম।
২৩ শব্দকোষ দ্র।
২৪ পংক্তিভোজনে অন্যদের উপেক্ষা করে কেউ আচমন করলে তখনকার অন্ন।
২৫ শব্দকোষ দ্রষ্টব্য।
২৬ ঐ।
২৭ ঐ।
২৮ যে যার কৃষিকর্ম করে সে তার আর্ধিক।

পঞ্চম অধ্যায়

১। শ্রুত্বৈতানৃষয়ো ধর্মান্ স্নাতকস্য যথোদিতান্।
ইদমুচুর্মহাত্মানমনলপ্রভবং ভৃগুম ॥

ঋষিগণ স্নাতকের এই যথোক্ত ধর্ম শুনে অগ্নি থেকে সম্ভুত মহাত্মা ভৃগুকে এই বলেছিলেন।

২। এবং যথোক্তং বিপ্রাণাং স্বধর্মমনুতিষ্ঠতাম্।
কথং মৃত্যুঃ প্রভবতি বেদশাস্ত্রবিদাং প্রভো॥

হে প্রভু, যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যথোক্ত স্বধর্ম পালন করেন, কি করে তাঁদের (বেদবিহিত আয়ুর পূর্বে) মৃত্যু হয়।

৩। স তানুবাচ ধর্মাত্মা মহর্ষীন্ মানবো ভৃগুঃ।
শ্রূয়তাং যেন দোষেণ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি ॥

মনুর সন্তান সেই ধার্মিক ভৃগু সেই মহর্ষিগণকে বললেন—যে দোষে মৃত্যু তাঁদের নিহত করতে ইচ্ছা করে, তা শুনুন।

৪। অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জনাৎ।
আলস্যান্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥

বেদাভ্যাসের অভাব, আচারবর্জন, আলস্য ও অন্নদোষ হেতু মৃত্যু ব্রাহ্মণগণকে নিহত করতে ইচ্ছা করে।

৫। লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং কবকানি চ।
অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্যপ্রভবাণি চ॥

রসোন, গৃঞ্জন (গাঁজর), পেঁয়াজ, ছত্রাক ও অপবিত্র স্থানে উৎপন্ন দ্রব্য দ্বিজের অভক্ষ্য।

৬। লোহিতান্ বৃক্ষনির্যাসান্ ব্রশ্চনপ্রভবাংস্তথা।
শেলুং গব্যঞ্চ পেয়ূষং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ ॥

বৃক্ষের রক্তবর্ণ (কঠিনতাপ্রাপ্ত) নির্যাস, বৃক্ষচ্ছেদনজনিত নির্যাস, চালতে ও গাভীর প্রসবের দশদিনের মধ্যে তার দুগ্ধরূপ পেয়ুষ (যা আগুনের তাপে ঘন হয়) (ব্রাহ্মণ) সযত্নে বর্জন করবেন।

৭। বৃথাক্সরসংযাবং পায়সাপূপমেব চ।
অনুপাকৃতমাংসানি দেবান্নানি হবীংষি চ ॥

(দেবতাকে দিয়ে) বৃথা সতিল সিদ্ধান্ন, ঘৃত, ক্ষীর ও গুড়মিশ্রিত গমচুর্ণ, পায়স, পিষ্টক, অসংস্কৃত পশুমাংস, দেবতাকে (নিবেদনের পূর্বে) নৈবেদ্যাদি অন্ন ও (হোমের পূর্বে) ঘৃতাদি (হোমদ্রব্য বর্জনীয়)।

৮। অনির্দশায়া গোঃ ক্ষীরমৌষ্ট্রমৈকশফং তথা।
আবিকং সন্ধিনীক্ষীরং বিবৎসায়াশ্চ গোঃ পয়ঃ॥

গাভীর প্রসবের পরে দশদিনের মধ্যে তার দুধ, উটের, একরবিশিষ্ট পশুর, ভেড়ার, সন্ধিনী[১]র ও মৃতবৎসা গাভীর দুধ বর্জনীয়।

৯। আরণ্যানাঞ্চ সর্বেষাং মৃগাণাং মাহিষং বিনা।
স্ত্রীক্ষীরঞ্চৈব বর্জানি সর্বশুক্তানি চৈব হি॥

মহিষ ছাড়া সকল বন্য জন্তুর ও স্ত্রীলোকের দুধ ও সকলপ্রকার শুক্ত (স্বভাবত যে মিষ্টদ্রব্য কালক্রমে অম্ল হয়) বর্জনীয়।

১০। দধি ভক্ষ্যঞ্চ শুক্তেষু সর্বঞ্চ দধিসম্ভবম্।
যানি চৈবাভিষূয়ন্তে পুষ্প-মূল-ফলৈঃ শুভৈঃ ॥

শুক্রসমূহের মধ্যে দধি, সকল দধিজাত দ্রব্য ও যে সকল উৎকৃষ্ট পুষ্প, মূল ও ফল জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, ঐগুলি ভক্ষ্য।

১১। ক্রব্যাদান্ শকুনান্ সর্বাংস্তথা গ্রামনিবাসিনঃ।
অনির্দিষ্টাংশ্চৈকশফাংষ্টিট্টিভঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥

মাংসাশী পক্ষী, সকল গ্রামবাসী পক্ষী, (শাস্ত্রে ভক্ষ্য বলে) নির্দিষ্ট নয়, এমন একখুর পশু এবং টিট্টিভ পক্ষী বর্জন করবে।

১২। কলবিঙ্কং প্লবং হংসং চক্রাঙ্গং গ্রামকুককুটম্।
সারসং রজ্জুবালঞ্চ দাত্যুহ্যং শুকসারিকে ॥

চড়ুই পাখী, প্লব, হংস, চক্রবাক, গ্রাম্যকুক্কুট, সারস, রজ্জুবাল, দাত্যুহ (ডাহুক) শুক (টিয়া) ও সারিকা (শালিক),

১৩। প্রতুদান্ জালপাদাংশ্চ কোযষ্টিনখবিষ্কিরান্।
নিমজ্জতশ্চ মৎস্যাদান্ সৌনং বল্লুরমেব চ ॥

যে সব পাখী ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে খায়, যাদের পা জালের ন্যায়, কোযষ্টিনামক পাখী যারা নখ দিয়ে আঁচড়ে খায়, যারা ডুবে মাছ খায়, পশুচারণ স্থানে অবস্থিত মাংস (ভক্ষ্য হলেও), শুদ্ধমাংস,

১৪। বকঞ্চৈব বলাকাঞ্চ কাকোলং খঞ্জরীটকম্।
মৎস্যাদান্ বিড়বরাহাংশ্চ মৎস্যানেব চ সর্বশঃ ॥

বক, বলাকা, কাকোল (দাঁড়কাক), খঞ্জন, মৎস্যাশী কুম্ভীরাদি জন্তু এবং সর্বপ্রকার মৎস্য—এইগুলি বর্জন করবে।

১৫। যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জয়েৎ ॥

যে যার মাংস ভক্ষণ করে, সে সেই মাংসভোজী বলে কথিত হয়। মৎস্যাশী সকল মাংসভোজী, সুতরাং মৎস্যসমূহ বর্জন করবে।

১৬। পাঠীনরোহিতাবাদ্যৌ নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ।
রাজীবান্ সিংহতুণ্ডাংশ্চ সশল্কাংশ্চৈব সর্বশঃ ॥

দেবকার্যে ও পিতৃকার্যে প্রযুক্ত (বোয়াল) ও রোহিত (ভক্ষ্য); রাজীব, সিংহতুণ্ড (সিঙ্গী মাছ) এবং সকল প্রকার আঁশযুক্ত মৎস্য ভক্ষণ করবে।

১৭। ন ভক্ষয়েদেকচরানজ্ঞাতাংশ্চ মৃগদ্বিজান্।
ভক্ষ্যেধপি সমুদ্দিষ্টান্ সর্বান্ পঞ্চনখাংস্তথা ॥

(সর্পাদি) জন্তু যারা একাকী বিচরণ করে, যে পশুপাখী অজ্ঞাত, (নিষেধাভাবে) যেগুলি ভক্ষ্য বলে মনে হয় সেগুলি ও সকল প্রকার (বানরাদি) পঞ্চনখবিশিষ্ট জন্তু ভক্ষণ করবে না।

১৮। শ্বাবিধং শলাকং গোধাং খড়গকূর্মশশাংস্তথা।
ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেবাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতোদতঃ ॥

পঞ্চনখ জন্তুসমূহের মধ্যে শ্বাবিধ, শজারু, গোসাপ, গণ্ডার, কচ্ছপ ও খরগোস ভক্ষ্য ; উট ছাড়া একপাটি দন্তবিশিষ্ট পশু ভক্ষ্য।

১৯। ছত্রাকং বিড়বরাহঞ্চ লশুনং গ্রামকুক্কুটম্।
পলাণ্ডুং গৃঞ্জনঞ্চৈব মত্যা জগ্ধ্বা পতেদ্দ্বিজঃ॥

ছত্রাক, গ্রাম্যশূকর, রসোন, গ্রাম্যকুক্কুট, পেঁয়াজ ও গৃঞ্জন (গাঁজর), জ্ঞাতসারে খেলে দ্বিজ পতিত হন।

২০। অমত্যৈতানি ষড়জগধ্বা কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ।
যতিচান্দ্রায়ণং বাপি শেষেষুপবসেদহঃ ॥

অজ্ঞানবশতঃ এই ছয়টি খেলে সান্তপন ব্রতের বা যতিচান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করবে, অবশিষ্ট (রক্তবর্ণ বৃক্ষনির্যাসাদি) ভক্ষণে একদিন উপবাস করবে।

২১। সংবৎসরস্যৈকমপি চরেৎ কৃচ্ছ্রং দ্বিজোত্তমঃ।
অজ্ঞাতভুক্তশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞাতস্য তু বিশেষতঃ ॥

অজ্ঞাতদ্রব্যের ভোজনজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্রাহ্মণ বৎসরের মধ্যে একবার প্রাজাপত্য ব্রতের অনুষ্ঠান করবেন ; জ্ঞাতবস্তুর ভোজনে কিন্তু বিশেষ (প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে)।

২২। যজ্ঞার্থং ব্রাহ্মণৈর্বধ্যাঃ প্রশস্তা মৃগপক্ষিণঃ।
ভৃত্যানাঞ্চৈব বৃত্ত্যর্থমগস্ত্যো হ্যাচরৎ পুরা ॥

যজ্ঞের জন্য এবং অবশ্যপালনীয় (বৃদ্ধ মাতাপিত্রাদির) জীবনধারণের জন্য ব্রাক্ষণগণ কর্তৃক প্রশস্ত পশুপাখী বধ্য। প্রাচীনকালে অগস্ত্যমুনি এরূপ আচরণ করেছিলেন।

২৩। বভুবুর্হি পুরোডাশা ভক্ষ্যাণাং মৃগপক্ষিণাম্।
পুরাণেস্বপি যজ্ঞেষু ব্রহ্মক্ষত্রসবেষু চ॥

প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়দের যজ্ঞে পশুপক্ষীর মাংস দিয়ে পুরোডাশ প্রস্তুত হয়েছিল।

২৪। যৎকিঞ্চিৎ স্নেহসংযুক্তং ভক্ষ্যং ভোজ্যমগর্হিতম্।

তৎ পর্যুষিতমপ্যাদ্যং হবিঃশেষঞ্চ যদ্ভবেৎ ॥

যা কিছু স্নেহসংযুক্ত অনিন্দিত ভক্ষ্য ও হোমাবশিষ্ট যা থাকে তা বাসী হলেও ভক্ষ্য।

২৫। চিরস্থিতমপি ত্বাদ্যমস্নেহাক্তং দ্বিজাতিভিঃ।
যবগোধূমজং সর্বং পয়সশ্চৈব বিক্রিয়া॥

স্নেহরহিত যব ও গম সম্ভুত দ্রব্য ও সকল প্রকার দুগ্ধজাত পদার্থ দীর্ঘকালের বাসী হলেও দ্বিজগণের ভক্ষ্য।

২৬। এতদুক্তং দ্বিজাতীনাং ভক্ষ্যাভক্ষ্যমশেষতঃ।
মাংসস্যাতঃ প্রবক্ষ্যামি বিধিং ভক্ষণবর্জনে ॥

দ্বিজগণের এই ভক্ষ্য অভক্ষ্য দ্রব্য বলা হল। অতঃপর ভক্ষ্যাভক্ষ্য মাংসের বিধি বলব।

২৭। প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং ব্রাহ্মণানাঞ্চ কাম্যয়া।
যথাবিধি নিযুক্তস্তু প্রাণানামেব চাত্যয়ে ॥

(যজ্ঞে) মন্ত্রপূত অথবা ব্রাহ্মণের অনুমতিক্রমে মাংস ভক্ষণ করবে। (শ্রাদ্ধে ও মধুপর্কে) নিযুক্ত হয়ে এবং (অন্য খাদ্যাভাবে) প্রাণসংশয়ে মাংস ভক্ষ্য।

২৮। প্রাণস্যান্নমিদং সর্বং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব সর্বং প্রাণস্য ভোজনম্ ॥

সকল স্থাবর (উদ্ভিদ্) ও জঙ্গম (প্রাণী) ব্রহ্মা প্রাণীর প্রাণধারণের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। (সুতরাং এইগুলি সবই প্রাণ (অত্যয়ে) ভোজ্য।

২৯। চরাণামন্নমচবা দংষ্ট্রিণামপ্যদংষ্ট্রিণঃ।
অহস্তাশ্চ সহস্তানাং শুরাণাঞ্চৈব ভীরবঃ ॥

বিচরণশীল (হরিণাদি) পশুর খাদ্য স্থাবর (তৃণ), দন্তযুক্ত (হিংস্র ব্যাঘ্রাদি) পশুর খাদ্য দন্তহীন (সামান্যদন্ত বিশিষ্ট) হরিণাদি, হস্তযুক্ত (মনুষ্যগণের) খাদ্য হস্তহীন (মৎস্যাদি) প্রাণী, (সিংহাদি বীর) পশুদের খাদ্য ভীরু (হস্তী প্রভৃতি)।

৩০। নাত্তা দূষ্যত্যদন্নাদ্যান্ প্রাণিনেইহন্যহন্যপি।
ধাত্রৈব সৃষ্টা হ্যাদ্যাশ্চ প্রাণিনোইত্তার এব চ ॥

প্রতিদিন ভক্ষ্য প্রাণিসকল ভক্ষণ করে ডোক্তা দোষভাগী হয় না। বিধাতাই ভক্ষ্য প্রাণী ও ভক্ষকগণকে সৃষ্টি করেছেন।

৩১। যজ্ঞায় জগ্ধির্মাংসস্যেত্যেষ দৈবো বিধিঃ স্মৃতঃ।
অতোহন্যথাপ্রবৃত্তিস্তু রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে ॥

যজ্ঞের জন্য মাংসভক্ষণ—এই দৈব বিধি কথিত হয়। যজ্ঞ ব্যতিরেকে মাংসভোজনের প্রবৃত্তি রাক্ষস বিধি বলে কথিত হয়।

৩২। ক্রীত্বা স্বয়ং বাপ্যুৎপাদ্য পরোপকৃতমেব বা।
দেবান্ পিতৃংশ্চার্চয়িত্বা খাদন্মাংসং ন দুষ্যতি ॥

ক্রীত বা নিজে পশুপালন করে তার মাংস বা অপর কর্তক প্রদত্ত মাংস দেবগণ ও পিতৃগণকে অর্চনা করে ভক্ষণ করলে দোষভাগী হয় না।

৩৩। নাদ্যাদবিধিনা মাংসং বিধিজ্ঞোহনাপদি দ্বিজঃ।
জগ্ধ্বা হ্যবিধিনা মাংসং প্রেত্য তৈরদ্যতেহ্বশঃ ॥

আপদ্‌কাল ভিন্ন বিধি দ্বিজ অবৈধ মাংস ভক্ষণ করবেন না। অবৈধ মাংস ভক্ষণ করে পরলোকে আত্মরক্ষায় অক্ষম হয়ে (যাদের মাংস ইহলোকে ভক্ষণ করা হয়) তাদের দ্বারা ভক্ষিত হয়।

৩৪। ন তাদৃশং ভবত্যেনো মৃগহন্তুর্ধনার্থিনঃ।
যাদৃশং ভবতি প্রেত্য বৃথামাংসানি খাদতঃ ॥

ধনকামী ব্যাধের তেমন পাপ হয় না, যেমন পরলোকে বৃথামাংসভোজীর হয়।

৩৫। নিযুক্তস্তু যথান্যায়ং যো মাংসং নাত্তি মানবঃ।
স প্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিম্ ॥

(শ্রাদ্ধে ও মধুপর্কে) যথাবিধি নিযুক্ত হয়ে যে মাংসভক্ষণ করে না, সে মরে গিয়ে একুশ জন্ম পশুত্ব প্রাপ্ত হয়।

৩৬। অসংস্কৃতান্ পশূন মন্ত্রৈর্নাদ্যাদ্বিপ্রঃ কদাচন।
মন্ত্রৈস্তু সংস্কৃতানদ্যাচ্ছাশ্বতং বিধিমাস্থিতঃ ॥

ব্রাহ্মণ কথনও অমন্ত্রপূত পশুমাংস ভক্ষণ করবেন না। কিন্তু নিত্যসিদ্ধ (পশুগাদিতে) মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত মাংস ভোজন করতে পারেন।

৩৭। কুর্যাদ্ঘৃতপশুং সঙ্গে কুর্যাৎ পিষ্টপশুং তথা।
ন ত্বেব তু বৃথা হন্তুং পশুমিচ্ছেৎ কদাচন॥

ইচ্ছা হলে ঘৃতময়ী বা পিষ্টকময়ী পশু প্রতিকৃতি করে ভোজন করবে। কখনও বৃথা (যন্ত্রাদি ভিন্ন অন্য সময়) পশুহত্যা করতে ইচ্ছা করবে না।

৩৮। যাবন্তি পশুরোমাণি তাবৎকৃত্বো হ মারণম্।
বৃথাপশুঘ্নঃ প্রাপ্নোতি প্রেত্য জন্মনি জন্মনি॥

(যদি উপলক্ষ্য ব্যতীত) যে পশু বধ করা হয়, সেই পশুর যত সংখ্যক লোম আছে, বৃথা পশুঘাতী মৃত্যুর পরে তত জন্মে মারিত হয়।

৩৯। যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞস্য ভূত্যৈ সর্বস্য তস্মাদ্‌যজ্ঞে বধোহবধঃ ॥

ব্রহ্মা নিজেই যজ্ঞের জন্য পশুগণকে সৃষ্টি করেছেন। যজ্ঞ সকলের উন্নতির কারণ ; সুতরাং, যজ্ঞে পশুবধ বধ নয়।

৪০। ওষধ্যঃ পশবো বৃক্ষাস্তির্যঞ্চঃ পক্ষিণস্তথা।
যজ্ঞার্থং নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যুচ্ছ্রিতীঃ পুনঃ ॥

ওষধি (যে গাছ ফল পাকলে মরে যায়), পশুগণ, বৃক্ষসমূহ, কচ্ছপাদি তির্যগ্‌জাতি ও পক্ষিগণ যজ্ঞের জন্য নিহত হলে পুনরায় উচ্চ জন্ম লাভ করে।

৪১। মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্মণি।
অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যব্রবীন্মনুঃ ॥

মধুপর্কে[২], যজ্ঞে, পিতৃকার্যে ও দৈবকার্যেই শুধু পশুহত্যা বিহিত, অন্য স্থলে নয়—এই কথা মনু বলেছেন।

৪২। এবর্থেষু পশুন্ হিংসন্ বেদতত্ত্বার্থবিদ্ দ্বিজঃ।
আত্মানঞ্চ পশুঞ্চৈব গময়ত্যুত্তমাং গতিম্ ॥

এই সকল উপলক্ষ্যে পশুহত্যা করে বেদতত্ত্বজ্ঞ দ্বিজ নিজেকে ও (ঐ) পশুকে সদগতি লাভ করান।

৪৩। গৃহে গুরাবরণ্যে বা নিবসন্নাত্মবান্ দ্বিজঃ।
নাবেদবিহিতাং হিংসামাপদ্যপি সমাচরেৎ ॥

গৃহে, গুরুগৃহে বা বনে বাস করে প্রশস্তাত্মা দ্বিজ বেদনিষিদ্ধ হিংসা বিপদ্‌কালেও করবেন না।

৪৪। যা বেদবিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে।
অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্বেদাদ্ধর্মো হি নির্বভৌ॥

এই চরাচর জগতে যে হিংসা বেদবিহিত, তাকে অহিংসা বলেই জানবে ; কারণ, বেদ থেকে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছিল।

৪৫।　যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন ক্বচিৎ সুখমেধতে ॥

যে নিজের সুখের ইচ্ছায় অহিংসক প্রাণীকে হিংসা করে, সে জীবৎকালে ও মৃত্যুর পরে কোথাও সুখ পায় না।

৪৬।　যো বন্ধনবধক্লেশা প্রাণিনাং ন চিকীর্ষতি।
স সর্বস্য হিতপ্রেপ্সু সুখমত্যন্তমশ্নতে ॥

যে প্রাণীদের বন্ধন বধরূপ ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করে না, সকলের হিতকামী, সেই ব্যক্তি অত্যন্ত সুখ ভোগ করে।

৪৭।　যদ্ধ্যায়তি যৎকুরুতে ধৃতিং বধ্নাতি যত্র চ।
তদবাপ্নোত্যযত্নেন যে হিনস্তি ন কিঞ্চন ॥

যে কিছুরই হিংসা করে না সে যা ধ্যান করে, যা করে যে পরামার্থতত্ত্বের ধ্যানাদিতে মন সংযোগ করে, তা অনায়াসে পায়।

৪৮।　নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদাতে কচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মন্মাংসং বিবর্জয়েৎ ॥

প্রাণিহিংসা না করে কখনও মাংস উৎপন্ন হয় না। প্রাণিবধও স্বর্গলাভের সহায়ক নয়, সুতরাং, মাংস বর্জন করবে।

৪৯।　সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাম।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্তেত সর্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ ॥

(রক্ত শুক্রের থেকে) মাংসের উৎপত্তিকে (ঘৃণাজনক) বিবেচনা করে, প্রাণীর বধবন্ধন (নিষ্ঠুর কর্ম) জেনে সকল মাংসভক্ষণ থেকে বিরত হবে।

৫০।　ন ভক্ষয়তি যো মাংসং বিধিংহিত্বা পিশাচবৎ।
স লোকে প্রিয়তাং যাতি ব্যাধিভিশ্চ ন পীড্যতে ॥

যে অবৈধভাবে পিশাচের ন্যায় মাংসভক্ষণ করে না, সে জগতে প্রিয় হয় এবং রোগার্ত হয় না।

৫১।　অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্তা চোপহর্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ ॥

(পশু হত্যার) অনুমতিদাতা, বিশসিতা (যে অস্ত্র দ্বারা) পশুদেহ খণ্ড খণ্ড করে, পশুঘাতী, মাংসের ক্রেতা ও বিক্রেতা, মাংসের পাচক, পরিবেশক ও খাদক ঘাতক (বলে কথিত)।

৫২। স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্ধয়িতুমিচ্ছতি।
অনভ্যর্চ্য পিতৃন্ দেবাংস্ততোহন্যো নাস্ত্যপুণ্যকৃৎ ॥

যে পিতৃপুরুষ ও দেবগণকে অর্চনা না করে পরের মাংস দ্বারা নিজের মাংস বর্ধিত করতে চায়, তার অপেক্ষা অধিক পাপাচারী নেই।

৫৩। বর্ষে বর্ষেহশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
মাংসানি চ না খাদেদ্যস্তয়োঃ পুণ্যফলং সমম্ ॥

যে শত বৎসর প্রতি বর্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, যে মাংসভক্ষণ করে না—এদের উভয়ের পুণ্যফল সমান।

৫৪। ফলমূলাশনৈর্মেধ্যৈর্মুন্যন্নানাংচ ভোজনৈঃ।
ন তৎফলমবাপ্নোতি যন্মাংসপরিবর্জনাৎ ॥

পবিত্র ফল মূল ভক্ষণ দ্বারা নীবারাদি ভোজনের দ্বারা সেই ফল পাওয়া যায় না, যা মাংসবর্জন থেকে পাওয়া যায়।

৫৫। মাংসভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥

ইহলোকে যার মাংসভক্ষণ করছি, সে পরলোকে আমাকে ভক্ষণ করবে—মনীষিগণ মাংস শব্দের এই অর্থ বলেছেন।

৫৬। ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥

মাংসভক্ষণে, মদ্যপানে ও মৈথুনে দোষ নেই ; এই হল জীবের প্রবৃত্তি ; নিবৃত্তি মহাফলজনক।

৫৭। প্রেতশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি দ্রব্যশুদ্ধিং তথৈব চ।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং যথাবদনুপূর্বশঃ ॥

চারবর্ণেরই মৃতাশৌচে শুদ্ধি ও দ্রব্যশুদ্ধি আনুপূর্বিক বলব।

৫৮। দন্তজাতেহনুজাতে চ কৃতচুড়ে চ সংস্থিতে।
অশুদ্ধা বান্ধবাঃ সর্বে সূতকে চ তথোচ্যতে ॥

বালকের দন্ত জাত হলে, চূড়াকরণ বা উপনয়ন হলে যদি ঐ বালকের মৃত্যু হয়, তাহলে সকল (সপিণ্ড সমানোদক) বান্ধব অশুদ্ধ হয়। জননাশৌচ বলা হচ্ছে।

৫৯। দশাহং শাবমাশৌচং সপিণ্ডেষু বিধীয়তে।
অর্বাক্ সঞ্চয়নাদস্থ্নাং ত্র্যহমেকাহমেব চ ॥

(সগুণ নির্গুণাভেদে ব্রাহ্মণ) সপিণ্ডের মৃতাশৌচ দশ দিন ব্যাপী অথবা চার, তিন ও একদিন ব্যাপী।

৬০। সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ততে।
সমানোদকভাবস্তু জন্মনাম্নোরবেদনে ॥

সপিণ্ডতা সপ্তম পুরুষে নিবৃত্ত হয়, সমানোদকভাব কিন্তু 'আমাদের বংশে অমুক নামে একজন জন্মেছিলেন' এইভাবে জন্ম নাম উভয়ই অজ্ঞাত হলে নিবৃত্ত হয়।

৬১। যথেদং শাবমাশৌচং সপিণ্ডেষু বিধীয়তে।
জননেহপ্যেমেব স্যান্নিপূণাং শুদ্ধিমিচ্ছতাম্ ॥

সম্পূর্ণ শুদ্ধিকামীর পক্ষে সপিণ্ডদের এই যে মৃতাশৌচ বিহিত হয়েছে, জন্মেও এইরূপই হবে।

৬২। সর্বোষাং শাবমাশৌচং মাতাপিত্রোস্তু সূতকম্।
সূতকং মাতুরেব স্যাদুপস্পৃশ্য পিতা শুচিঃ ॥

মরেণাশৌচে সকলের অস্পৃশ্যত্ব সমান, জননাশৌচে শুধু মাতাপিতারই অস্পৃশ্যত্ব হয়।
অস্পৃশ্যত্ব শুধু মায়েরই দশরাত্র হয়, পিতা স্নান করে শুদ্ধ হন।

৬৩। নিরস্য তু পুমান্ শুক্রমুপস্পৃশ্যৈব শুধ্যতি।
বৈজিকাদভিসম্বন্ধাদনুরুন্ধ্যাদঘং ত্র্যহম্ ॥

(কামবশে) শুক্রপাত করে পুরুষ স্নান করেই শুদ্ধ হয়। বীজের সম্বন্ধ থাকলেই জননে ও মরণে তিনদিন ব্যাপী অশৌচ হয়।

৬৪। অহ্না চৈকেন রাত্র্যা চ ত্রিরাত্রৈরেব চ ত্রিভিঃ।
শবস্পৃশো বিশুধ্যন্তি ত্র্যহাদুদকদায়িনঃ ॥

তিন গুণিত তিন দিন অর্থাৎ নয়দিন ও একদিন এই দশ দিন অশৌচ হয়। শস্পর্শকারীর দশদিন অশৌচ হয়, সমানোদকের শব স্পর্শ করলে হয় তিন দিন।

৬৫। গুরোঃ প্রেতস্য শিষ্যস্তু পিতৃমেধং সমাচরন্।
প্রেতাহারৈঃ সমং তত্র দশরাত্রেণ শুধ্যতি ॥

(অসপিণ্ড) আচার্যের মৃত্যু হলে শিষ্য পিতৃমেধ (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসমূহ) করলে সপিণ্ডদের ন্যায় দশ রাত্রে শুদ্ধ হয়।

৬৬। রাত্রিভির্মাসতুল্যাভির্গর্ভস্রাবে বিশুধ্যতি।
রজস্যুপরতে সাধ্বী স্নানেন স্ত্রী রজস্বলা ॥

গর্ভস্রাব যে মাসে হয়, তত সংখ্যক রাত্রিতে শুদ্ধি হয়। রজস্বলা স্ত্রী, রজোনিবৃত্তি হলে, (পঞ্চম দিনে) স্নান দ্বারা দেবকার্যে অধিকারী হয়।

৬৭। নৃণামকৃতচূড়ানাং বিশুদ্ধির্নৈশিকী স্মৃতা।
নির্বৃত্তচূড়কানান্তু ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিবরিষ্যতে ॥

চূড়াকরণের পূর্বে বালক মৃত হলে অহোরাত্রে শুদ্ধি হয়। চূড়াকরণের পরে বালক মৃত হলে তিন রাত্রে শুদ্ধি হয়।

৬৮। উনদ্বিবার্ষিক প্রেতং নিদধ্যুর্বান্ধবা বহিঃ।
অলঙ্কৃত্য শুচৌ ভূমাবস্থিসঞ্চয়ানাদৃতে ॥

দুই বংসেরর কম বয়স্ক মৃত বালকের দেহ বান্ধবেরা গ্রামের বাইরে নিয়ে তাকে অলংকৃত করে অস্থিসঞ্চয়ন ব্যতিরেকে পবিত্র ভূমিতে পুতে রাখবে।

৬৯। নাস্য কার্যোহগ্নিসংস্কারো ন চ কার্যোদকক্রিয়া।
অরণ্যে কাষ্ঠবং ত্যক্ত্বা ক্ষপেয়ুস্ত্র্যহমেব চ ॥

একে পোড়ান হবে না, এর তর্পণও করণীয় নয়। একে বনে কাঠের মতো রেখে তিন রাত্রি অশৌচ পালন করতে হয়।

৭০। নাত্রিবর্ষস্য কর্তর্যা বান্ধবৈরুদকক্রিয়া।
জাতদন্তস্য বা কুর্যুর্ন্যম্নি বাপি কৃতে সতি ॥

তিন বৎসরের কম বয়স্ক বালকের বান্ধবগণ কর্তৃক (অগ্নিসংস্কার) ও তর্পণ করণীয় নয়। যে বালক জাতদন্ত বা যার নামকরণ হয়েছে, সেই বালকের তর্পণাদি কর্ম করলে (প্রেতোপকার হয়)।

৭১। সব্রহ্মচারিণ্যেকাহমতীতে ক্ষপণং স্মৃতম্।
জন্মন্যেকোদকানান্তু ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥

সহধ্যায়ী ব্রহ্মচারীর মৃত্যু হলে এক রাত্রি অশৌচ হয়। সমানোদকদের সন্তান জন্মে তিন রাত্রে শুদ্ধি ঈপ্সিত।

৭২। স্ত্রীণামসংস্কৃতানাম্ত্ত ত্র্যহাচ্ছুধ্যন্তি বান্ধবাঃ।
যথোক্তেনৈব কল্পেন শুধ্যন্তি তু সনাভয়ঃ ॥

অবিবাহিতা (কিন্তু বাগ্‌দত্তা) স্ত্রীলোকের (মৃত্যুতে) (পতি প্রভৃতি) বান্ধবগণ তিন রাত্রে শুদ্ধ হয়। পিতৃপক্ষীয়গণ ঐরূপ তিনরাত্রে শুদ্ধ হয়।

৭৩। অক্ষারলবণান্নাঃ স্যুর্নিমজ্জেমুশ্চ তে ত্র্যহম্।
মাংসাশনঞ্চ নাশ্নীয়ুঃ শয়ীরংশ্চ পৃথক্ ক্ষিতৌ ॥

(মৃতাশৌচে) অকৃত্রিম লবণ সহকারে অন্নভোজন করবে, তিন দিন (নদ্যাদিতে) স্নান করবে, মাংসভক্ষণ করবে না, ভূমিতে (স্ত্রীর থেকে) পৃথক্‌ভাবে শোবে।

৭৪। সন্নিধাবেষ বৈ কল্পঃ শাবাশৌচস্য কীর্তিতঃ।
অসন্নিধাবয়ং জ্ঞেয়ো বিধিঃ সম্বন্ধিবান্ধবৈঃ ॥

মৃতব্যক্তির সঙ্গে এক স্থানে থাকলে মৃতাশৌচের এই ব্যবস্থা কথিত হয়। মৃত ব্যক্তি দূরস্থিত হলে সম্বন্ধী ও বান্ধবদের এই (বক্ষ্যমাণ) বিধি জ্ঞাতব্য।

৭৫। বিগতন্তু বিদেশস্থং শৃণুয়াদ্‌য়ো হ্যনির্দশম্।
যচ্ছেষং দশরাত্রস্য তাবদেবাশুচির্ভবেৎ॥

প্রবাসী ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ দশ দিনের মধ্যে শুনলে দশ রাত্রের যতটুকু অবশিষ্ট ততদিনই অশৌচ হবে।

৭৬। অতিক্রান্তে দশাহে চ ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ।
সংবৎসরে ব্যতীতে তু স্পৃষ্ট্বৈবাপো বিশুধ্যতি ॥

দশ দিনের পরে শুনলে তিন বাত্রি অশৌচ হবে। এক বৎসর অতিক্রান্ত হলে স্নানমাত্রেই শুদ্ধি হয়।

৭৭। নির্দশং জ্ঞাতিমরণং শ্রুত্বা পুত্রস্য জন্ম চ।
সবাসা জলমাপ্লুত শুদ্ধো ভবতি মানবঃ ॥

দশ দিন পরে জ্ঞাতিমরণ ও পুত্রের জন্ম শুনলে সবস্ত্র স্নান করে লোক শুদ্ধ হয়।

৭৮। বালে দেশান্তরস্থে চ পৃথক্ পিণ্ডে চ সংস্থিতে।
সবাসা জলমাপ্লুত্য সদ্য এব বিশুধ্যতি ॥

অন্য দেশস্থিত (অজাতদন্ত) বালক বা সমানোদক মৃত হলে সবস্ত্র স্নান করে সদ্য শুদ্ধ হওয়া যায়।

৭৯। অন্তর্দশাহে স্যাতাং চেৎ পুনর্মরণজন্মনী।
তাবৎ স্যাদশুচির্বিপ্রো যাবৎ তৎস্যাদনির্দশম্ ॥

দশ দিন জননাশৌচের মধ্যে পুনরায় মরণ বা জন্ম হলে প্রথম অশৌচের সঙ্গে দ্বিতীয় অশৌচ অপগত হয়।

৮০। ত্রিরাত্রমাহুরাশৌচমাচার্যে সংস্থিতে সতি।
তস্য পুত্রে চ পত্ন্যাঞ্চ দিবারাত্রমিতি স্থিতিঃ ॥

আচার্য মৃত হলে তিন রাত্র অশৌচ হয়। তাঁর পুত্র বা পত্নী মৃত হলে অহোরাত্র অশৌচ হয়—এই সিদ্ধান্ত।

৮১। শ্রোত্রিয়ে তূপসম্পন্নে ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ।
মাতুলে পক্ষিণীং রাত্রিং শিষ্যর্ত্বিগ্বান্ধবেষু চ ॥

(বন্ধুভাবে এক গৃহবাসী) বেদাধ্যায়ী মৃত হলে তিন রাত্রি অশৌচ হয়। পুরোহিতের, শিষ্য ও বান্ধবের মৃত্যুতে পক্ষিণী (দুই দিন ও মধ্যবর্তী একরাত্রি) অশৌচ হয়।

৮২। প্রেতে রাজনি সজ্যোতির্যস্য স্যাদ্বিষয়ে স্থিতঃ।
অশ্রোত্রিয়ে ত্বহঃ কৃৎস্নমণূচানে তথা গুরৌ ॥

(ব্রাহ্মণাদি) যে রাজার রাজ্যে বাস করেন, তাঁর মৃত্যু হলে সজ্যোতি (দিনে মরলে দিনে, রাত্রে মরলে রাত্রিতে) অশৌচ হয়। (অবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ) কোন ব্রাহ্মণের গৃহে মারা গেলে সেই সম্পূর্ণ দিন অশৌচ হয় ; সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাধ্যাপক গুরুর মৃত্যুতেও এই বিধি।

৮৩। শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যাতি ॥

ব্রাহ্মণ দশ দিনে, ক্ষত্রিয় বার দিনে, বৈশ্য পনের দিনে ও শূদ্র এক মাসে অশৌচমুক্ত হয়।

৮৪। ন বর্ধয়েদঘাহানি প্রত্যুহেন্নাগ্নিষু ক্রিয়া।
ন চ তৎকর্ম কুর্বাণঃ সনাভ্যোহপ্যশুচির্ভবেৎ ॥

অশৌচের দিন বর্ধিত করবে না, অগ্নিহোত্র কর্মের ব্যাঘাত করবে না। পুত্রাদি কোন সপিণ্ড প্রতিনিধিরূপে সেই হোমাদি কর্ম করলে অশুচি হবে না।

৮৫। দিবাকীর্তিমুদক্যাঞ্চ পতিতং সূতিকাং তথা।
শবং তৎস্পৃষ্টিনঞ্চৈব স্পৃষ্ট্বা স্নানেন শুধ্যাতি ॥

চণ্ডাল, রজস্বলা স্ত্রী, পতিত, (প্রসবের দশ দিনের মধ্যে) প্রসূতি, মৃতদেহ, মৃতদেহ যে স্পর্শ করেছে —এদের স্পর্শ করলে স্নানের দ্বারা শুদ্ধ হয়।

৮৬। আচম্য প্রযতো নিত্যং জপেশুচিদর্শনে।
সৌরান্ মন্ত্রান্ যথোৎসাহং পাবমানীশ্চ শক্তিতঃ ॥

প্রত্যহ আচমন করে পবিত্র হওয়ার পরে (চণ্ডালাদি) অশুচিদর্শনে স্যোৎসাহে (উদুত্যম ইত্যাদি) সূর্যমন্ত্র ও পাবমানী মন্ত্র যথ্যশক্তি জপ করবে।

৮৭। নারং স্পৃষ্ট্বাস্থি সস্নেহং স্নাত্বা বিপ্রো বিশুধ্যতি।
আচম্যৈব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যার্কমীক্ষ্য বা ॥

মৃত মানুষের মাংসমজ্জালিপ্ত অস্থি স্পর্শ করে ব্রাহ্মণ স্নান করে শুদ্ধ হয়। শুষ্ক অস্থি স্পর্শে আচমনপূর্বক গাভী স্পর্শ করে বা সূর্য দর্শন করে শুদ্ধ হয়।

৮৮। আদিষ্টী নোদকং কুর্যাদাব্রতস্য সমাপনাৎ।
সমাপ্তে তূদকং কৃত্বা ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি ॥

(মাতা, পিতা ও আচার্য ভিন্ন অন্য সপিণ্ড মৃত হলে) ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্যব্রত সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পিণ্ডদানাদি প্রেতকার্য করবেন না (ও অশৌচ পালন করবেন না)। ব্রত সমাপ্ত হলে প্রেতকার্য করে তিন রাত্রেই শুদ্ধ হওয়া যায়।

৮৯। বৃথাসঙ্করজাতানাং প্রব্রজ্যাসু চ তিষ্ঠতাম্।
আত্মনস্ত্যাগিনাঞ্চৈব নিবর্তেতোদকক্রিয়া ॥

স্বধর্মত্যাগী, (হীনবর্ণের স্ত্রীতে উত্তমবর্ণ দ্বারা উৎপাদিত) সংকর জাত ব্যক্তি (বেদবহির্ভূত রক্তপটাদিধারী) পরিব্রাজক, ও (অশাস্ত্রীয় উপায়ে) আত্মঘাতী ব্যক্তির উদকদানাদি ক্রিয়া করবে না।

৯০। পাষণ্ডমাশ্রিতানাঞ্চ চরন্তীনাঞ্চ কামতঃ।
গর্ভভর্তৃদ্রুহাঞ্চৈব সুরাপীনাঞ্চ যোষিতাম্ ॥

(বেদবিরোধী) পাষণ্ডধর্মাবলম্বী, স্বৈরিণী, গর্ভপাতকারিণী, পতিঘাতিনী ও মদ্যপায়িনী। নারীদের (পারলৌকিক ক্রিয়া) নিষিদ্ধ।

৯১। আচার্যং স্বমুপাধ্যায়ং পিতরং মাতরং গুরুম্।
নির্হৃত্য তু ব্রতী প্রেতান্ ন ব্রতেন বিযুজ্যতে ॥

ব্রহ্মচারী নিজের আচার্য, উপাধ্যায়, পিতা, মাতা বা গুরুর মৃতদেহ দহন বহনাদি করলে ব্রত থেকে বিচ্যুত হন না।

৯২। দক্ষিণেন মৃতং শূদ্রং পুরদ্বারেণ নির্হরেৎ।
পশ্চিমোত্তরপূর্বৈস্তু যথাযোগং দ্বিজন্মনঃ ॥

শূদ্রের মৃতদেহ দক্ষিণ পূরদ্বার দিয়ে এবং দ্বিজগণের মৃতদেহ যথাক্রমে পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব দ্বার দিয়ে বহন করবে।

৯৩। ন রাজ্ঞামঘদোষোহস্তি ব্রতিং ন চ সত্রিণাম্।
ঐন্দ্রং স্থানমুপাসীনা ব্রহ্মভূতা হি তে সদা ॥

রাজা, ব্রহ্মচারী ও যজ্ঞসম্পাদকের (নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনে) অশৌচ দোষ হয় না ; কারণ আধিপত্যে[৩] অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁরা সর্বদা ব্রহ্মের ন্যায় (নিস্পাপ)।

৯৪। রাজ্ঞো মাহাত্মিকে স্থানে সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে।
প্রজানাং পরিরক্ষার্থমাসনসঞ্চাত্র কারণম্ ॥

রাজপদে অধিষ্ঠিত বাজার সদ্যশৌচ বিহিত। লোকের রক্ষার জন্য তাঁর আসনারোহণ এর কারণ।

৯৫। ডিম্বাহবহতানাঞ্চ বিদ্যুতা পার্থিবেন চ।
গোর্ব্রাহ্মণস্য চৈবার্থে যস্য চেচ্ছতি পার্থিবঃ ॥

রাজাহীন যুদ্ধে নিহত, বজ্রদ্বারা হত, রাজদণ্ডে নিহত, গাভী বা ব্রাহ্মণের জন্য হত এবং রাজা যাকে ইচ্ছা করেন তার (সদ্যশৌচ হয়)।

৯৬। সোমাগ্ন্যর্কানিলেন্দ্রাণাং বিত্তাপ্পত্যোর্যমস্য চ।
অষ্টানাং লোকপালানাং বপুর্ধারয়তে নৃপঃ ॥

চন্দ্র, অগ্নি, সূর্য, বায়ু, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ ও যম—এই আট লোকপালের দেহ রাজা ধারণ করেন।

৯৭। লোকেশাধিষ্ঠিত রাজা নাস্যাশৌচং বিধীয়তে।
শৌচাশৌচং হি মর্ত্যানাং লোকেশপ্রভবাপ্যয়ম্ ॥

রাজা (উক্ত) লোকপালাধিষ্ঠিত; এঁর অশৌচ হয় না; কারণ, যিনি মানুষের শৌচ, অশৌচ বিধান করতে সক্ষম, সেই লোকেশ্বর রাজার অশৌচ কেন হবে?

৯৮। উদ্যতৈরাহবে শস্ত্রৈঃ ক্ষত্রধর্মহতস্য চ।
সদ্যঃ সন্তিষ্ঠতে যজ্ঞস্তথাশৌচমিতি স্থিতিঃ ॥

যে উত্তোলিত অস্ত্র দ্বারা ক্ষত্রিয়ের ধর্মানুসারে যুদ্ধে নিহত হয়, সে তৎক্ষণাৎ (জ্যোতিষ্টোমাদি) যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয় ও সদ্যশুচি হয়, শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত।

৯৯। বিপ্রঃ শুধ্যত্যপঃ স্পৃষ্ট্বা ক্ষত্রিয়ো বাহনায়ুধম ॥
বৈশ্যঃ প্রতোদং রশ্মীন্ বা যষ্টিং শূদ্রঃ কৃতক্রিয়ঃ ॥

অশৌচাবসানে ব্রাহ্মণ জল, ক্ষত্রিয় বাহন বা অস্ত্র, বৈশ্য (বৃষাদির) তাড়ন দণ্ড বা লাগাম ও শূদ্র যষ্টি স্পর্শ করে শুদ্ধ হয়।

১০০। এতদ্বোঽভিহিতং শৌচং সপিণ্ডেষু দ্বিজোত্তমাঃ।
অসপিণ্ডেষু সর্বেষু প্রেতশুদ্ধিং নিবোধত ॥

হে ব্রাহ্মণগণ, সপিণ্ডদের ক্ষেত্রে এই শৌচবিধি আপনাদের বলা হল। সকল অসপিণ্ডের মৃতাশৌচে শুদ্ধি শুনুন।

১০১। অসপিণ্ডং দ্বিজং প্রেতং বিপ্রো নির্হৃত্য বন্ধুবৎ।
বিশুধ্যতি ত্রিরাত্রেণ মাতুরাপ্তাংশ্চ বান্ধবান্ ॥

অসপিণ্ড দ্বিজের মৃতদেহ বন্ধুর ন্যায় বহনদহনাদি করে এবং মাতার সহোদরাদি বান্ধবের মৃতদেহ বহনদহনদি করে ব্রাহ্মণ তিন রাত্রে শুদ্ধ হন।

১০২। যদ্যন্নমত্তি তেষাম্ত্ত দশাহেনৈব শুধ্যতি।
অনদন্নন্নমহ্নৈব ন চেৎ তস্মিন্ গৃহে বসেৎ ॥

তাঁদের অন্নভক্ষণ করলে দশ দিনে শুদ্ধ হয়। অন্নভক্ষণ না করলে বা তাদের বাড়িতে না থাকলে এক দিবারাত্রে শুদ্ধ হয়।

১০৩। অনুগমোচ্ছয়া প্রেতং জ্ঞাতিমজ্ঞাতিমেব বা।
স্নাত্বা সচেলং স্পৃষ্ট্বাগ্নিং ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥

ইচ্ছাপূর্বক জ্ঞাতি বা অজ্ঞাতির মৃতদেহের অনুগমন করে সবস্ত্র স্নানপূর্বক অগ্নি স্পর্শ ও ঘৃতপান করে শুদ্ধ হয়।

১০৪। ন বিপ্রং স্বেষু তিষ্ঠৎসু মৃতং শূদ্রেণ নায়য়েং।
অস্বর্গ্যা হ্যাহুতিঃ সা স্যাচ্ছূদ্রসংস্পর্শদূষিতা ॥

আত্মীয়স্বজন থাকলে ব্রাহ্মণের মৃতদেহ শূদ্রদ্বারা বহন করবে না ; (সেই) শরীরাহুতি শূদ্র স্পর্শে দূষিত হলে স্বর্গলাভের প্রতিকুল হয়।

১০৫। জ্ঞানং তপোঽগ্নিরাহারো মৃন্মনো বার্যুপাঞ্জনম্।
বায়ঃ কর্মার্ককালৌ চ শুদ্ধেঃ কর্তৃণি দেহিনাম্ ॥

জ্ঞান, তপস্যা, অগ্নি, (হবিষ্যান্নের) ভক্ষণ, মৃত্তিকা, মন, জল দিয়ে উপলেপন, বায়ু, সৎকর্ম ও সূর্যদর্শনাদি কাল মানুষের শুদ্ধিজনক।

১০৬। সর্বেষামেব শৌচানামর্থশৌচং পরং স্মৃতম্।
যোহর্থে শুচির্হি স শুচির্ন মৃদ্বারিশুচিঃ শুচিঃ ॥

সর্বপ্রকার শুচিতার মধ্যে অর্থে শুচিতা শ্রেষ্ঠ বলে কথিত। যে অর্থে শুচি, সে-ই শুচি ; মৃত্তিকা বা জলের দ্বারা যে শুচি সে নয়।

১০৭। ক্ষান্ত্যা শুধ্যন্তি বিদ্বাংসো দানেনাকার্যকারিণঃ।
প্রচ্ছন্নপাপা জপ্যেন তপসা বেদবিত্তমাঃ ॥

পণ্ডিতগণ ক্ষমা দ্বারা, দুষ্কর্মকারিগণ দানের দ্বারা, গোপনে পাপকারী জপের দ্বারা ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হন।

১০৮। মৃত্তোয়ৈঃ শুধ্যতে শোধ্যং নদী বেগেন শুধ্যতি।
রজসা স্ত্রী মনোদুষ্টা সন্ন্যাসেন দ্বিজোত্তমঃ ॥

(মলিন) শোধনীর বস্তু মৃত্তিকা ও জল দ্বারা শুদ্ধ হয়, (মলমূত্রাদি দূষিত) নদী স্রোতের দ্বারা, মনে মনে (পরপুরুষকামনায়) দূষিত স্ত্রীলোক ঋতু দ্বারা, ও ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসের দ্বারা শুদ্ধ হয়।

১০৯। অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যাতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধি জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥

জলের দ্বারা দেহ, সত্য দ্বাবা মন, জীবাত্মা বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা এবং বুদ্ধি জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধ হয়।

১১০। এষ শৌচসা বঃ প্রোক্তঃ শারীরস্য বিনির্ণয়ঃ।
নানাবিধানাং দ্রব্যাণাং শুদ্ধেঃ শৃণুত নির্ণয়ম্ ॥

শারীরিক শুদ্ধির এই সিদ্ধান্ত আপনাদের বলা হল। বিবিধ দ্রব্যের শুদ্ধিব্যবস্থা শুনুন।

১১১। তৈজসানাং মণীনাঞ্চ সর্বস্যাশ্মময়স্য চ।
ভস্মনাদ্ভির্মৃদাচৈব শুদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ ॥

স্বর্ণাদি নির্মিত তৈজস দ্রব্য, মণি ও সকল পাথরের দ্রব্যের ভস্ম, জল ও মৃত্তিকা দ্বারা শুদ্ধি মনীষিগণ বলেছেন।

১১২। নির্লেপং কাঞ্চনং ভাণ্ডমদ্ভিরেব বিশুধ্যতি।
অব্জমশ্মময়ঞ্চৈব রাজতঞ্চানুপস্কৃতম্ ॥

(উচ্ছিষ্টাদি) প্রলেপহীন স্বর্ণপাত্র, (শঙ্খাদি) জলজ বস্তু, পাথরের দ্রব্য, রেখাদিহীন রৌপ্য পাত্র জলের দ্বারাই শুদ্ধ হয়।

১১৩। অপামগেশ্চ সংযোগাদ্ধেমং রূপ্যঞ্চ নির্বভৌ।
তস্মাৎ তয়োঃ স্বযোন্যৈব নির্ণেকো গুণবত্তরঃ ॥

যেহেতু জল ও অগ্নির সংযোগে সোনা রূপা উৎপন্ন হয়েছে, সেইজন্য তাদের উভয়ের নিজের জন্মকারণ দিয়ে শুদ্ধিই প্রশস্ত।

১১৪। তাম্রায়ঃকাংস্যরৈত্যানাং ত্রপুণঃ সীসকস্য চ।
শৌচং যথার্হং কর্তব্যং ক্ষারাম্লোদকবারিভিঃ ॥

তামা, লোহা, কাঁসা, পিতল, রাং ও সীসা যথাযোগ্য ভস্ম, অম্ল ও জলের দ্বারা শোধনীয়।

১১৫। দ্রবাণীঞ্চৈব সর্বেষাং শুদ্ধিরুৎপবনং স্মৃতম্।
প্রোক্ষণং সংহতানাঞ্চ দারবাণাঞ্চ তক্ষণম্ ॥

সকল প্রকার তরল পদার্থের শুদ্ধি (কুশপত্র দ্বারা) আলোড়ন। স্থূলবস্তুর শুদ্ধি জলসিঞ্চন, কাঠের জিনিসের শুদ্ধি চাঁচা।

১১৬। মার্জনং যজ্ঞপাত্রাণাং পাণিনা যজ্ঞকর্মণি।
চমসানাং গ্রহাণাঞ্চ শুদ্ধিঃ প্রক্ষালনেন তু ॥

যজ্ঞকর্মে চমস, গ্রহাদি যজ্ঞপাত্রের শুদ্ধি প্রথমে হাত দিয়ে মাজা (ও পরে) জল দিয়ে ধোয়া।

১১৭। চরূণাং স্রুক্স্রুবাণাঞ্চ শুদ্ধিরুষ্ণেন বারিণা।
স্ফ্যশূর্পশকটানাঞ্চ মূসলোলূখলস্য চ ॥

চরু, স্রুক্, স্রুব, স্ফ্য (খড়্গাকৃতি কাষ্ঠ), শূর্প (কুলো), শকট, মুষল ও উলুখলের শুদ্ধি জল দিয়ে হয়।

১১৮। অদ্ভিস্তু প্রোক্ষণং শৌচং বহুনাং ধন্যবাসসাম্।
প্রক্ষালনেন ত্বল্পানামদ্ভিঃ শৌচং বিধীয়তে ॥

স্তুপীকৃত ধান্য ও বস্ত্রের শুদ্ধি হয় জলসিঞ্চন দ্বারা। এইগুলি অল্প হলে প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধি বিহিত।

১১৯। চেলবচ্চর্মণাং শুদ্ধির্বৈদলানাং তথৈব চ।
শাক-মূল-ফলানাঞ্চ ধান্যবচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥

(স্পৃশ্য) পশুচর্ম, বংশাদি দল নির্মিত বস্তু (চাটাই ইত্যাদি), শাক, মূল ও ফলের শুদ্ধি ধান্যের ন্যায়।

১২০। কৌশেয়াবিকয়োরূষৈঃ কুতপানামরিষ্টকৈঃ।
শ্রীফলৈরংশুপট্টানাং ক্ষৌমাণাং গৌরসর্ষপৈঃ ॥

রেশমী বস্ত্র, মেষলোমাদি নির্মিত কম্বলাদি ক্ষারমৃত্তিকাদ্বারা, নেপালী কম্বল নিম্বফলচুর্ণ দ্বারা অংশুপট্ট (সিল্কের কাপড়) বিল্বফলের নির্যাসদ্বারা, ক্ষৌম (অর্থাৎ অতসী গাছের ছালের) বস্ত্র সাদা সর্ষের চূর্ণ দ্বারা শুদ্ধ হয়।

১২১। ক্ষৌমবচ্ছঙ্খশৃঙ্গাণামস্থিদন্তময়স্য চ।
শুদ্ধির্বিজ্ঞানতা কার্যা গোমূত্রেণোদকেন বা ॥

জ্ঞানী ব্যক্তি শৃঙ্গ, অস্থি ও (গজ) দন্ত নির্মিত দ্রব্যের শোধন গোমূত্র বা জলের দ্বারা করবেন।

১২২। প্রোক্ষণাৎ তৃণকাষ্ঠঞ্চ পলালঞ্চৈব শুধ্যতি।
মার্জনোপাঞ্জনৈর্বেশ্ম পুনঃপাকেন মৃন্ময় ॥

জলসিঞ্চনের দ্বারা তৃণ, ইন্ধনাদি কাষ্ঠ ও পলাল[৪] শুদ্ধ হয়। গৃহ মার্জন ও উপলেপন দ্বারা এবং মৃত্তিকা ভাণ্ড উত্তপ্ত হলে শুদ্ধ হয়।

১২৩। মদ্যৈর্মূত্রৈঃ পুরীষৈর্বা ষ্ঠীবনৈঃ পূযশোণিতৈঃ।
সংস্পৃষ্টং নৈব শুধ্যেত পুনঃ পাকেন মৃন্ময়ম্ ॥

মাটির ভাণ্ড মদ, মুত্র, মল, থুথু, পৃয ও রক্তদ্বারা দূষিত হলে অগ্নিতাপে শুদ্ধ হয় না।

১২৪। সম্মার্জনোপাঞ্জনেন সেকেনোল্লেখনেন চ।
গবাঞ্চ পরিবাসেন ভূমিঃ শুধ্যতি পঞ্চভিঃ ॥

সংমার্জন, (গোময়াদি দ্বারা) বিলেপন, (গোমূত্র দ্বারা) সেচন, উল্লেখন (চাঁচা) এবং (এক দিবারাত্র) গাভীর বাস দ্বারা ভূমি শুদ্ধ হয়।

১২৫। পক্ষিজনগ্ধং গবাঘ্রাতমবধূতমবক্ষুতম্।
দূষিতং কেশকীটৈশ্চ মৃৎপ্রক্ষেপেণ শুধ্যতি ॥

পক্ষী কর্তৃক ভক্ষিত দ্রব্য, যাকে গাভী ঘ্রাণ করেছে, যা পাদস্পৃষ্ট, যার উপরে হাঁচা হয়েছে, যা কেশ ও কীটের দ্বারা দূষিত, তা মৃত্তিকা প্রক্ষেপে শুদ্ধ হয়।

১২৬। যাবন্নাপৈত্যমেধ্যাক্তাদ্গন্ধো লেপশ্চ তৎকৃতঃ।
তাবন্মৃদ্বারি চাদেয়ং সর্বাসু দ্রব্যশুদ্ধিষু ॥

যতক্ষণ পর্যন্ত (মলমূত্রাদি অপবিত্র দ্রব্যের সংস্পর্শে) গন্ধ বা লেপ না যায়, ততক্ষণ সকল দ্রব্যের শুদ্ধিতে মাটি ও জল প্রয়োগ করা উচিত।

১২৭। ত্রীণি দেবাঃ পবিত্রাণি ব্রাহ্মণানামকল্পয়ন্

অদৃষ্টমদ্ভির্নির্ণিক্তং যচ্চ বাচা প্রশস্যতে ॥

দেবগণ ব্রাহ্মণদের পক্ষে পবিত্র বলে তিনটি দ্রব্য সৃষ্টি করেছেন—যার কোন প্রকার উপঘাত (দূষিতভাব) দৃষ্ট হয়নি, যা উপঘাতের আশঙ্কায় জল দিয়ে ধোয়া হয়েছে এবং উপঘাতের আশঙ্কায় যা পবিত্র বলে প্রশংসিত হয়।

১২৮। আপঃ শুদ্ধা ভূমিগতা বৈতৃষ্ণ্যং যাসু গোর্ভবেৎ।
অব্যাপ্তাশ্চেদমেধ্যেন গন্ধবর্ণরসান্বিতাঃ ॥

যতটুকু জলে গাভীর পিপাসা নিবৃত্ত হয়, ততটুকু পবিত্র ভূমিতে থেকে গন্ধ, বর্ণ ও রস যুক্ত হলে এবং অপবিত্র দ্রব্য দ্বারা লিপ্ত না হলে শুদ্ধ হয়।

১২৯। নিতং শুদ্ধঃ কারুহস্তঃ পণ্যে যচ্চ প্রসারিতম্।
ব্রহ্মচারিগতং ভৈক্ষ্যং নিত্যং মেধ্যমিতি স্থিতিঃ ॥

(মালাকারাদি) কারুশিল্পীর হস্ত ও বিক্রয়ের জন্য প্রসারিত পণ্যদ্রব্য সতত শুদ্ধ। ব্রহ্মচারীর ভিক্ষালব্ধ অন্ন সর্বদা পবিত্র, এই সিদ্ধান্ত।

১৩০। নিত্যমাস্যং শুচি স্ত্রীণাং শকুনিঃ ফলপাতনে।
প্রস্রবে চ শুচির্বৎসঃ শ্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ ॥

স্ত্রীলোকের মুখ সর্বদা শুদ্ধ, পক্ষীর (চঞ্চু) ভ্রষ্ট ফল শুদ্ধ, দুগ্ধদোহনে গোবৎসের মুখ শুদ্ধ, মারণার্থ মৃগগ্রহণে কুকুর শুদ্ধ।

১৩১। শ্বভির্হতস্য যন্মাংসং শুচি তন্মনুরব্রবীৎ।
ক্রব্যাদ্ভিশ্চ হতস্যান্যৈশ্চণ্ডালাদ্যৈশ্চ দস্যুভিঃ ॥

কুকুর কর্তৃক নিহত (পশুপাখীর), মাংসাশী (পশুপাখী) কর্তৃক নিহত জীবের মাংস এবং চণ্ডালাদি ও দস্যুরা মেরে যে মাংস আনে, তাকে মনু শুদ্ধ বলেছেন।

১৩২। ঊর্ধ্বং নাভের্যানি খানি তানি মেধ্যানি সর্বশঃ।
যান্যধস্তান্যমেধানি দেহাচ্চৈব মলাশ্চ্যুতাঃ ॥

নাভির উপরে যে সকল ইন্দ্রিয় আছে ঐগুলি সকল প্রকারে পবিত্র, নীচে যেগুলি আছে ঐগুলি এবং শরীর থেকে নিঃসৃত মল অপবিত্র।

১৩৩। মক্ষিকা বিপ্রুষচ্ছায়া গৌরশ্ব সূর্যরশ্ময়ঃ।
রজো ভূর্বায়ুরগ্নিশ্চ স্পর্শে মেধ্যানি নির্দিশেৎ ॥

মক্ষিকা (অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করলেও শুচি), মুখের জলকণা, (পতিত ব্যক্তির) ছায়া, গাভী অশ্ব, সূর্যকিরণ, ধূলি, ভূমি, বায়ু, অগ্নি (চণ্ডালাদি স্পৃষ্ট হলেও) স্পর্শে শুচি বলে জানবে।

১৩৪। বিণ্মূত্রোৎসর্গশুদ্ধ্যর্থং মৃদ্বার্য্যদেয়মর্থবৎ।
দৈহিকানাং মলানাঞ্চ শুদ্ধিষু দ্বাদশস্বপি ॥

মলমূত্র ত্যাগে শুদ্ধির জন্য এবং (বক্ষ্যমাণ) বার প্রকার দেহ সংক্রান্ত (বসা প্রভৃতি) মলের শুদ্ধিতে প্রয়োজনানুসারে মাটি ও জল গ্রহণীয়।

১৩৫। বসা শুক্রমসৃঙ্‌মজ্জা মূত্রবিট্‌ ঘ্রাণকর্ণবিট্‌।
শ্লেষ্মাশ্রু দূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ ॥

বসা (চর্বি), শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, নাসিকামল, কর্ণমল, শ্লেষ্মা, অশ্রু, নেত্রমল ও ঘর্ম মানুষের এই দ্বাদশ প্রকার (শারীরিক) মল।

১৩৬। একা লিঙ্গে গুদে তিস্রস্তথৈকত্র করে দশ।
উভয়োঃ সপ্ত দাতব্যা মৃদঃ শুদ্ধিমভীপ্সতা ॥

শুদ্ধিকামী ব্যক্তির লিঙ্গে একবার, গুহ্যদ্বারে তিনবার, এক (বাম) হস্তে দশবার ও উভয় হস্তে একত্রে সাতবার মৃত্তিকা ও জল প্রযোজ্য।

১৩৭। এতচ্ছৌচং গৃহস্থানাং দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণাম্।
ত্রিগুণং স্যাদ্বনস্থানাং যতীনাস্তু চতুর্গুণম্॥

এই শুদ্ধি গৃহস্থের জন্য বিহিত, ব্রহ্মচারীর দ্বিগুণ, বানপ্রস্থের তিনগুণ ও সন্ন্যাসীর চতুর্গুণ।

১৩৮। কৃত্বা মূত্রং পুরীষং বা খান্যাচান্ত উপস্পৃশেৎ।
বেদমধ্যেষ্যমাণশ্চ অন্নমশ্নংশ্চ সর্বদা॥

মূত্র বা মল ত্যাগ করে বেদাধ্যয়নকামী হয়ে এবং অন্নভক্ষণকালে সর্বদা আচমনপূর্বক (নাভির উপরিস্থ) ইন্দ্রিয়সমূহ স্পর্শ করবে।

১৩৯। ত্রিরাচামেদপঃ পূর্বং দ্বিঃ প্রমৃজ্যাং ততো মুখম্।
শারীরং শৌচমিচ্ছন্ হি স্ত্রী শূদ্রস্তু সকৃৎ সকৃৎ॥

শারীরিক শৌচকামী ব্যক্তি প্রথমে তিনবার আচমন করবে, দুইবার মুখমার্জন করবে; স্ত্রীলোক ও শূদ্র এক একবার জল পান করবে।

১৪০। শূদ্রাণাং মাসিকং কার্যং বপনং ন্যায়বর্তিনাম্।

বৈশ্যাবচ্ছৌচকল্পশ্চ দ্বিজোচ্ছিষ্টঞ্চ ভোজনম্॥

ন্যায়ানুসারী শূদ্রের প্রতিমাসে কেশমুণ্ডন বিধেয়, জনন মরণশৌচে তার বৈশ্যের ন্যায় শুদ্ধিব্যবস্থা এবং দ্বিজের উচ্ছিষ্ট তার ভক্ষ্য।

১৪১। নোচ্ছিষ্টং কুর্বতে মুখ্যা বিপ্রুষোহঙ্গে পতন্তি যাঃ।
ন শ্মশ্রুণি গতান্যাস্যং ন দন্তান্তরধিষ্ঠিতম্॥

মুখনিঃসৃত জলকণা দেহে পতিত হলে দেহ উচ্ছিষ্ট হয় না। শ্মশ্রু (দাড়ি) লোম মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হলে উচ্ছিষ্ট হয় না, দুই দাঁতের মধ্যস্থিত অন্নাদিখণ্ড উচ্ছিষ্ট নয় (কারণ, গলাধঃকরণ হলেই শুদ্ধি)

১৪২। স্পৃশন্তি বিন্দবঃ পাদৌ য আচাময়তঃ পরান্।
ভৌমিকৈস্তে সমা জ্ঞেয়া ন তৈরপ্রযতো ভবেৎ॥

অপরকে আচমনের জল দিতে যে জলবিন্দুগুলি (জলদাতার) পায়ে পড়ে সেইগুলি বিশুদ্ধভূমিস্থিত জলের তুল্য বলে জ্ঞাতব্য; ঐগুলি দ্বারা অশুচি হয় না।

১৪৩। উচ্ছিষ্টেন তু সংস্পৃষ্টো দ্রব্যহস্তঃ কথঞ্চন।
অনিধায়ৈব তদ্দ্রব্যমাচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ॥

যার হাতে কোন বস্তু আছে, সে কোনপ্রকারে উচ্ছিষ্টমুখ ব্যক্তি কর্তৃক স্পৃষ্ট হলে সেই দ্রব্য নীচে না রেখেই আচমন করে শুচি হয়।

১৪৪। বান্তো বিরিক্তঃ স্নাত্বা তু ঘৃতপ্রাশনমাচরেৎ।
আচামেদেব ভুক্ত্বান্নং স্নানং মৈথুনিনঃ স্মৃতম্॥

বমন বা ভেদ হলে স্নানপূর্বক ঘৃত পান করবে। অন্ন ভক্ষণ করে আচমন করলেই শুদ্ধি হয়। স্ত্রী সম্ভোগকারীর স্নান বিহিত।

১৪৫। সুপ্ত্বা ক্ষুত্বা ভুক্ত্বা চ নিষ্ঠীব্যোক্ত্বানৃতানি চ।
পীত্বাপোহধ্যেষ্যমাণশ্চ আচামেৎ প্রযতোহপি সন্॥

ঘুমিয়ে, হেঁচে, খেয়ে, থথু ফেলে, মিথ্যা কথা বলে জলপান করে শুদ্ধি হয়। বেদাধ্যয়নকামী ব্যক্তি শুদ্ধ হলেও আচমন করবেন।

১৪৬। এষ শৌচবিধিঃ কৃৎস্নো দ্রব্যশুদ্ধিস্তথৈব চ।
উক্তো বঃ সর্ববর্ণানাং স্ত্রীণাং ধর্মান্ নিবোধত॥

সকল বর্ণের এই সম্পূর্ণ শৌচবিধি ও দ্রব্যশুদ্ধি আপনাদের বলা হল। স্ত্রীলোকদের ধর্ম শুনুন।

১৪৭। বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্যং গৃহেষ্বপি॥

বাড়ীতেও বালিকা, যুবতী বা বৃদ্ধা নারী স্বাধীনভাবে কিছু করবেন না।

১৪৮। বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥

বাল্যকালে পিতার, যৌবনে পতির ও পতিমৃত হলে পুত্রদের অধীনে স্ত্রীলোক থাকবেন; স্ত্রীলোক স্বাধীনভাবে থাকবেন না।

১৪৯। পিত্রা ভর্ত্রা সুতৈর্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ।
এষাং বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যে কুর্যাদুভে কুলে॥

পিতা, পতি বা পুত্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ কামনা করবেন না; কারণ, এদের বিরহে নারী (পিতৃ মাতৃ) উভয় কুলকে নিন্দনীয় করেন।

১৫০। সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া॥

স্ত্রীলোক সর্বদা আনন্দিত ও গৃহকর্মে দক্ষ হবেন! তিনি গৃহোপকরণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন এবং ব্যয়ে অমুক্তহস্ত (হিসাবী) হবেন।

১৫১। যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ॥

স্ত্রীলোককে পিতা বা পিতার অনুমতিক্রমে তার ভ্রাতা যার নিকট সম্প্রদান করেন, তাকে জীবিতাবস্থায় সেবা করবেন, মৃত হলে (ব্যভিচারাদি দ্বারা বা শ্রাদ্ধতর্পণাদি না করে) তার অবমাননা করবেন না।

১৫২। মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেঃ।
প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণম্॥

স্ত্রীলোকের বিবাহে যে স্বস্ত্যয়ন বা প্রজাপতি যাগ করা হয়, তা তার মঙ্গলের জন্য। (বিবাহের পূর্বে) বাগ্‌দান কন্যার উপরে (ভাবী পতির) স্বামিত্বজনক।

১৫৩। অনৃতাবৃতুকালে চ মন্ত্রসংস্কারকৃৎ পতিঃ।
সুখস্য নিত্যং দাতেহ পরলোকে চ যোষিতঃ॥

ঋতুকালে, ঋতুভিন্ন অন্য কালে বিবাহকারী পতি ইহলোকে ও পরলোকে সর্বদা নারীর সুখদাতা।

১৫৪। বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্বা পরিবর্জিতঃ।
উপচর্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥

পতি দুশ্চরিত্র, কামুক বা গুণহীন হলেও তিনি সাধ্বী স্ত্রী কর্তৃক সর্বদা দেবতার ন্যায় সেব্য।

১৫৫। নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে।

(পতির থেকে) স্বতন্ত্র ভাবে স্ত্রীলোকের যজ্ঞ, ব্রত বা উপবাস নেই। তিনি যে পতিসেবা করেন, তাতেই স্বর্গে পূজিতা হন।

১৫৬। পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা।
পতিলোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্॥

পতিলোককামী সাধ্বী নারী জীবিত বা মৃত পতির অপ্রিয় কিছু করবেন না।

১৫৭। কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
ন তু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥

স্ত্রী বরং পবিত্র মল, মূল, ফুল খেয়ে দেহ ক্ষয় করবেন, তথাপি পতি মৃত হলে অন্যের নামোচ্চারণ করবেন না।

১৫৮। আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
যো ধর্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমম্॥

একপতিনিষ্ঠা স্ত্রীর যা প্রধান ধর্ম তা যে নারী আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি আমরণ ক্ষমাশীলা, নিয়মানুবর্তিনী ও ব্রহ্মচারিণী হয়ে থাকবেন।

১৫৯। অনেকানি সহস্রাণি কুমারব্রহ্মচারিণাম্।
দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিম্॥

অনেক সহস্র অকৃতদার ব্রহ্মচারী সন্তান উৎপাদন না করে স্বর্গ গমন করেছেন।

১৬০। মৃতে ভর্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

পতি মৃত হলে, ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে সাধ্বী স্ত্রী অপুত্রক হলেও উক্ত ব্রহ্মচারিগণের ন্যায় স্বর্গে গমন করেন।[৫]

১৬১। অপত্যলোভাদ্ যা তু স্ত্রী ভর্তারমতিবর্ততে।

সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে॥

সন্তান লোভে যে নারী স্বামীকে লঙ্ঘন করেন (অর্থাৎ ব্যাভিচারিণী হন) তিনি ইহকালে নিন্দিত হন এবং পতিলোক থেকে ভ্রষ্ট হন।

১৬২। নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ ন চাপান্যপরিগ্রহে।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিদ্ভর্তোপদিশ্যতে॥

অন্যপুরুষ কর্তৃক উৎপন্ন সন্তান (স্ত্রীর) সন্তান নয়। পরপত্নীগামী পুরুষেরও সে সন্তান নয়। কখনও সাধ্বী নারীর দ্বিতীয় পতি[৬] উপদিষ্ট হয় না।

১৬৩। পতিং হিত্বাপকৃষ্টং স্বমুৎকৃষ্টং যা নিষেবতে।
নিন্দ্যৈব সা ভবেল্লোকে পরপূর্বেতি চোচ্যতে॥

যে নারী নিজের নিকৃষ্ট পতিকে ত্যাগ করে উৎকৃষ্ট ব্যক্তির ভজনা করেন, তিনি পৃথিবীতে নিন্দনীয়া হন এবং পরপূর্বা (পূর্বে এর অন্য পতি ছিল) সংজ্ঞায় অভিহিত হন।

১৬৪। ব্যভিচারাত্তু ভর্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম্।
শৃগালযোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে॥

স্ত্রী স্বামীকে অবহেলা করে ব্যভিচারিণী হলে সংসারে নিন্দনীয় হয়, শৃগালের জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং (যক্ষ্মা কুষ্ঠাদি) পাপরোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

১৬৫। পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্‌দেহসংযতা।
সা ভর্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে॥

কায়মনোবাক্যে যে নারী পতিকে লঙ্ঘন করেন না, তিনি পতিলোক প্রাপ্ত হন এবং সজ্জন কর্তৃক সাধ্বী বলে কথিত হন।

১৬৬। অনেন নারীবৃত্তেন মনোবাগ্‌দেহসংযতা।
ইহাগ্র্যাং কীর্তিমাপ্নোতি পতিলোকং পরত্র চ॥

কায়মনোবাক্যে সংযত হয়ে এই নারীধর্ম পালনের দ্বারা (স্ত্রীলোক) ইহলোকে শ্রেষ্ঠ কীর্তি, পরলোকে পতিলোক প্রাপ্ত হন।

১৬৭। এবংবৃত্তাং সবর্ণাং স্ত্রীং দ্বিজাতিঃ পূর্বমারিণীম্।
দাহয়েদগ্নিহোত্রেণ যজ্ঞপাত্রৈশ্চ ধর্মবিৎ॥

এইরূপ সদাচারসম্পন্না সবর্ণা স্ত্রী পতির পূর্বে মৃত হলে ধর্মজ্ঞ দ্বিজ অগ্নিহোত্রীয় অগ্নি ও যজ্ঞপাত্র দ্বারা তাঁর দাহ করবেন।

১৬৮। ভার্যায়ৈ পূর্বমারিণ্যৈ দত্বাগ্নীনন্ত্যকর্মণি।
পুনর্দারক্রিয়াং কুর্যাৎ পুনরাধানমেব চ॥

পূর্বে মৃত স্ত্রীকে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় আগুন দিয়ে পুনরায় বিবাহ করবেন অথবা (শ্রৌত বা স্মার্ত) অগ্নি অবলম্বন করবেন।

১৬৯। অনেন বিধিনা নিত্যং পঞ্চযজ্ঞান্ ন হাপয়েৎ।
দ্বিতীয়ম্যয়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ॥

এই নিয়মে প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞের হানি করবেন না। বিবাহ করে আয়ুর দ্বিতীয় ভাগ গৃহে বাস করবেন।

মানবধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্ত সংহিতায় পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

পাদটীকা

১ যে ঋতুমতী গাভী বৃষের মিলিত হয়ে চায়।
২, ৩ ২/১৪০ এর অনুবাদ দ্রষ্টব্য।
৪ ২/১৪১ এর অনুবাদ দ্রষ্টব্য।
৫ "রাজ্যাভিষেকাখামাধিপতাকারণম্।" কুল্লুক।
৬ খড়, তুষ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ।
বনে বসেৎ তু নিয়তো যথাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥

স্নাতক দ্বিজ নিয়মানুসারে এইভাবে গৃহস্থাশ্রমে থেকে কৃতনিশ্চয় হয়ে এবং যথাযথভাবে জিতেন্দ্রিয় হয়ে বনে বাস করবেন।

২। গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥

গৃহস্থ যখন নিজের চর্মশিথিলতা ও পক্ককেশ এবং পুত্রের সন্তান দেখবেন, তখন বনে আশ্রয় নিবেন।

৩। সন্ত্যজ্য গ্রাম্যমাহারং সর্বঞ্চৈব পরিচ্ছদম্।

পুত্রেষু ভার্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা॥

সকল প্রকার গ্রাম্য আহার ও (গাভী, অশ্ব, শয্যা আসনাদি) পরিচ্ছদ ত্যাগ করে স্ত্রীকে পুত্রদের কাছে রেখে অথবা তাঁর সঙ্গে বনগমন করবেন।

৪। অগ্নিহোত্রং সমাদায় গৃহ্যঞ্চাগ্নিপরিচ্ছদম্।
গ্রামাদরণ্যং নিঃসৃত নিবসেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥

শ্রৌত অগ্নি, আবসথ্যাগ্নি ও স্রুক্ স্রুবাদি অগ্নির উপকরণসমূহ নিয়ে গ্রাম থেকে বনে ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক বাস করবেন।

৫। মুন্যন্নৈর্বিবিধৈর্মেধ্যৈঃ শাকমূলফলেন বা।
এতানেব মহাযজ্ঞান্ নির্বপেদ্বিধিপূর্বকম্॥

নানাবিধ নীবারাদি পবিত্র অন্ন, শাক, মূল বা ফলের দ্বারা এই মহাযজ্ঞসমূহের যথাবিধি অনুষ্ঠান করবেন।

৬। বসীত চর্ম চীরং বা সায়ং স্নায়াৎ প্রগে তথা।
জটাশ্চ বিভৃয়ান্নিত্যং শ্মশ্রুলোমনখানি চ॥

(মৃগাদির) চর্ম বা বস্ত্রখণ্ড (অথবা বৃক্ষবল্কল) পরিধান করবেন, প্রাতে ও সন্ধ্যায় স্নান করবেন, সর্বদা জটা, শ্মশ্রু (দাড়ি), লোম ও নখ ধারণ করবেন।

৭। যদ্ভক্ষ্যং স্যাৎ ততো দদ্যাদ্বলিং ভিক্ষাঞ্চ শক্তিতঃ।
অম্মূলফলভিক্ষাভিরর্চয়েদাশ্রমাগতান্॥

যা আহার্য, তার থেকে বলি (বৈশ্বদেব ও নিত্য শ্রাদ্ধ) দিবেন, যথাশক্তি ভিক্ষাদান করবেন, জল, মূল, ফল ও ভিক্ষা দ্বারা আশ্রমে আগত অতিথিদের অর্চনা করবেন।

৮। স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ।
দাতা নিত্যমনাদাতা সর্বভূতানুকম্পকঃ॥

সর্বদা বেদাধ্যয়নে রত হবেন, (শীতাতপাদি দ্বন্দ্ব) সহনশীল, (সকলের প্রতি) বন্ধুভাবাপন্ন, সংযতচিত্ত, সতত দানশীল, প্রতিগ্রহনিবৃত্ত ও সর্বজীবে অনুকম্পাবান্ হবেন।

৯। বৈতানিকঞ্চ জুহুয়াদগ্নিহোত্রং যথাবিধি।
দর্শমস্কন্দয়ন্ পর্ব পৌর্ণমাসঞ্চ যোগতঃ॥

নিয়মানুসারে বৈতানিক অগ্নিহোত্র হোম করবেন, দর্শ পৌর্ণমাস যাগ শক্তি-অনুসারে ত্যাগ করবেন না।

১০। বাসন্তশারদৈর্মেধ্যৈর্মুন্যন্নৈঃ স্বয়মাহৃতৈঃ।
পুরোডাশাংশ্চরূংশ্চৈব বিধিবন্নির্বপেৎ পৃথক্॥

বসন্তকালীন ও শরৎকালীন পবিত্র ও নিজের আহৃত নীবারাদি অন্নদ্বারা পুরোডাশ ও চরু যথাবিধি প্রস্তুত করবেন।

১২। দেবতাভ্যস্তু তদ্ধুত্বা বন্যং মেধ্যতরং হবিঃ।
শেষমাত্মনি যুঞ্জীত লবণঞ্চ স্বয়ংকৃতম্॥

বনজাত পবিত্র হবিদ্বারা দেবগণের হোম করে অবশিষ্ট হবি নিজে ভক্ষণ করবেন, নিজের প্রস্তুত লবণ আহার করবেন।

১৩। স্থলজৌদকশাকানি পুষ্পমূলফলানি চ।
মেধ্যবৃক্ষোদ্ভবান্যদ্যাৎ স্নেহাংশ্চ ফলসম্ভবান্॥

স্থলজ ও জলজ শাক, পুষ্প, মূল, ফল, পবিত্রবৃক্ষোদ্ভূত দ্রব্য এবং (ইঙ্গুদী আদি) ফলসম্ভূত তৈল আহার করবেন।

১৪। বর্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ ভৌমানি কবকানি চ।
ভূস্তৃণং শিগ্রুকঞ্চৈব শ্লেষ্মাতকফলানি চ॥

মধু, মাংস, ভৌমাদি,[১] ছত্রাক, (মালবদেশে প্রসিদ্ধ) ভূস্তৃণ (শাক), (বাহ্লীকদেশে প্রসিদ্ধ) শিগ্রুক (শাক) এবং চাল্‌তে ফল বর্জন করবেন।

১৫। ত্যজেদাশ্বযুজে মাসি মুন্যন্নং পূর্বসঞ্চিতম্।
জীর্ণানি চৈব বাসাংসি শাক-মূল-ফলানি চ॥

পূর্বসঞ্চিত নীবারাদি অন্ন, জীর্ণবস্ত্র, শাক, মূল ও ফল আশ্বিন মাসে ত্যাগ করবেন।

১৬। ন ফালকৃষ্টমশ্নীয়াদুৎসৃষ্টমপি কেনচিৎ।
ন গ্রামজাতান্যার্তোঽপি মূলানি চ ফলানি চ॥

লাঙ্গলকৃষ্ট ভূমিতে উৎপন্ন শস্য কেউ পরিত্যাগ করলেও তা এবং গ্রামে উৎপন্ন মূল ও ফল ক্ষুধাপীড়িত হলেও ভক্ষণ করবেন না।

১৭। অগ্নিপক্কাশনো বা স্যাৎ কালপক্কভুগেব বা।
অশ্মকুট্টো ভবেদ্বাপি দন্তোলূখলিকোঽপি বা॥

অথবা অগ্নিপক্ক দ্রব্য, কালপক্ক (ফলাদি) দ্রব্য, প্রস্তর দ্বারা চূর্ণ বা দন্তরূপ উদূখল মুষল দ্বারা চূর্ণ দ্রব্যভক্ষণ করবেন।

১৮। সদ্যঃ প্রক্ষালকো বা স্যান্মাসসঞ্চয়িকোঽপি বা।
ষন্মাসনিচয়ো বা স্যাৎ সমানিচয় এব বা॥

অথবা মাত্র একদিনের, একমাসের, ছয়মাসের বা এক বৎসরের উপযোগী (খাদ্য) সঞ্চয় করবেন।

১৯। নক্তঞ্চান্নং সমশ্নীয়াদ্দিবা বাহৃত্য শক্তিতঃ।
চতুর্থকালিকো বা স্যাৎ স্যাদ্বাপ্যষ্টমকালিকঃ॥

শক্তি অনুসারে অন্ন আহরণ করে রাত্রিবেলা বা দিনে ভোজন করবেন অথবা একদিন উপবাস করে পরের দিন বা তিনদিন উপবাস করে চতুর্থ দিন রাত্রিবেলা ভোজন করবেন।

২০। চান্দ্রায়ণবিধানৈর্বা শুক্লে কৃষ্ণে চ বর্তয়েৎ।
পক্ষান্তয়োর্বাপ্যশ্নীয়াদ্‌যবাগূং ক্কথিতাং সকৃৎ॥

অথবা চান্দ্রায়ণ বিধি অনুসারে শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষে জীবনধারণ করবেন। বা পূর্ণিমা-অমাবস্যায় সিদ্ধ যবাগূ[২] একবার আহার করবেন।

২১। পুষ্পমূলফলৈর্বাপি কেবলৈর্বর্তয়েৎ সদা।
কালপক্কৈঃ স্বয়ংশীর্ণৈর্বৈখানসমতে স্থিতঃ॥

অথবা বানপ্রস্থ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি সর্বদা শুধু পুষ্প, মূল ও ফলদ্বারা বা (বিনা অগ্নিতে) কালপক্ক ও স্বয়ং পতিত ফলাদি দ্বারা জীবন ধারণ করবেন।

২২। ভূমৌ বিপরিবর্তেত তিষ্ঠেদ্বা প্রপদৈর্দিনম্।
স্থানাসনাভ্যাং বিহরেৎ সবনেষূপয়ন্নপঃ॥

(অনাবৃত) ভূমিতে লুটিয়ে যাতায়াত করবেন (অর্থাৎ নির্দিষ্টস্থানে বসবেন বা পর্যটন করবেন) বা পদাগ্রে দণ্ডায়মান হয়ে দিনযাপন করবেন। (কিছুকাল) দাঁড়িয়ে ও (কিছুকাল) বসে সময় কাটাবেন। সবনসমূহে (অর্থাৎ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায়) স্নান করবেন।

২৩। গ্রীষ্মে পঞ্চতপাস্তু স্যাদ্বর্ষাস্বভ্রাবকাশিকঃ।
আর্দ্রবাসাস্তু হেমন্তে ক্রমশো বর্দ্ধয়ংস্তপঃ॥

গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা[৩] হবেন, বর্ষাকালে অনাবৃত স্থলে (গাত্রাবরণ ব্যতিরেকে) বৃষ্টিধারায় দণ্ডায়মান থাকবেন, হেমন্তকালে আর্দবস্ত্রে থাকবেন; (এই ভাবে) ক্রমে তপস্যাবৃদ্ধি করবেন।

২৪। উপস্পৃশংস্ত্রিষবণং পিতৃন্ দেবাংশ্চ তর্পয়েৎ।
তপশ্চরংশ্চোগ্রতরং শোষয়েদ্দেহমাত্মনঃ॥

তিনবেলা স্নান করে পিতৃপুরুষ ও দেবগণের তর্পণ করবেন এবং কঠোর তপস্যা করে নিজ দেহ শোষণ করবেন।

২৫। অগ্নীনাত্মনি বৈতানান্ সমারোপ্য যথাবিধি।
অনগ্নিরনিকেতঃ স্যান্মুনির্মূলফলাশনঃ॥

বৈতান অগ্নিসমূহ আত্মাতে বিধি অনুসারে আরোপিত করে অগ্নিশূন্য ও গৃহশূন্য অবস্থায় মৌনী ও মূল ফলাহারী হবেন।

২৬। অপ্রযত্নঃ সুখার্থেষু ব্রহ্মচারী ধরাশয়ঃ।
শরণেষ্বমমশ্চৈব বৃক্ষমূলনিকেতনঃ॥

(স্বাদুদ্রব্যভক্ষণ, শীতাতপনিবারণাদি) সুখকর বিষয়ে যত্নশীল না হয়ে, ব্রহ্মচারী ও ভূমিশায়ী হবেন, গৃহের প্রতি মমতাহীন হয়ে বৃক্ষমূলে বাস করবেন।

২৭। তাপসেষ্বেব বিপ্রেষু যাত্রিকং ভৈক্ষমাহরেৎ।
গৃহমেধিষু চান্যেষু দ্বিজেষু বনবাসিষু॥

(ফলমূলাভাবে) বানপ্রস্থাবলম্বী ব্রাহ্মণদের নিকট থেকেই শুধু জীবনধারণোপযোগী ভিক্ষা আহরণ করবেন, (ব্রাহ্মণাভাবে) অন্যান্য বনবাসী ও গৃহস্থ দ্বিজের নিকট থেকেও ভিক্ষা আহরণ করবেন।

২৮। গ্রামাদাহৃত্য বাশ্নীয়াদষ্টৌ গ্রাসান্ বনে বসন্।
প্রতিগৃহ্য পুটেনৈব পাণিনা শকলেন বা॥

(উক্তরূপ ভিক্ষার অভাবে) গ্রাম থেকে পত্রপুটে, হস্তে বা শরাবাদির খণ্ডে ভিক্ষা আহরণ করে বনে বাসপূর্বক আট গ্রাস ভোজন করবেন।

২৯। এতাশ্চান্যাশ্চ সেবেত দীক্ষা বিপ্রো বনে বসন্।
বিবিধাশ্চৌপনিষদীরাত্মসংসিদ্ধয়ে শ্রুতীঃ॥

বানপ্রস্থাশ্রমী ব্রাহ্মণ এই সকল এবং (বানপ্রস্থ শাস্ত্রোক্ত) অন্যান্য নিয়ম পালন করে আত্মসংশোধনের জন্য উপনিষদে স্থিত বিবিধ শ্রুতি অভ্যাস করবেন।

৩০। ঋষিভির্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব গৃহস্থৈরেব সেবিতাঃ।
বিদ্যাতপোবিবৃদ্ধ্যর্থং শরীরস্য চ শুদ্ধয়ে॥

(ব্রহ্মদর্শী) ঋষিগণ, পরিব্রাজকগণ ও গৃহস্থগণ বিদ্যা ও তপস্যা বৃদ্ধি ও শরীরের শুদ্ধির জন্য উপনিষদ্ প্রভৃতির সেবা করেন।

৩১। অপরাজিতাং বাস্থায় ব্রজেদ্দিশমজিহ্মগঃ।
আ নিপাতাচ্ছরীরস্য যুক্তো বার্যনিলাশনঃ॥

(অপ্রতিবিধেয় রোগে আক্রান্ত হয়ে) ঈশান দিক্ আশ্রয় করে সোজাভাবে যোগযুক্ত হয়ে দেহের পতন না হওয়া পর্যন্ত জল ও বায়ুভক্ষণ করবেন।

৩২। আস্যাং মহর্ষিচর্যাণাং ত্যক্ত্বান্যতময়া তনুম্।
বীতশোকভয়ো বিপ্রো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

শোক ও ভয়হীন হয়ে মহর্ষিগণের এই সকল আচার অনুষ্ঠানের অন্যতম দ্বারা দেহ ত্যাগ করে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মলোকে পূজিত হন।

৩৩। বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যাক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ॥

এইভাবে জীবনের তৃতীয় ভাগ বনে বনে কাটিয়ে চতুর্থ ভাগে বিষয়াসক্তি পরিহারপূর্বক প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করবেন।

৩৪। আশ্রমাদাশ্রমং গত্বা হুতহোমো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভিক্ষাবলিপরিশ্রান্তঃ প্রব্রজন্ প্রেত্য বর্ধতে॥

আশ্রম থেকে আশ্রমান্তরে গমন করে, হোমানুষ্ঠান করে, জিতেন্দ্রিয় হয়ে, ভিক্ষাদান ও বলিদান দ্বারা ক্লান্ত হয়ে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করলে পরলোকে (ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ) ঋদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

৩৫। ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥

(ঋষিঋণ, দেবঋণ, পিতৃঋণ এই) তিন ঋণ পরিশোধ করে মনকে মোক্ষবিষয়ে নিবিষ্ট করবেন। ঋণ শোধ না করে মোক্ষের সেবা করলে অধোগতি প্রাপ্তি হয়।

৩৬। অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতে যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥

যথাবিধি বেদসমূহ পাঠ করে ধর্মানুসারে পুত্রগণের জন্ম দিয়ে, যথাশক্তি যজ্ঞ করে মনকে মোক্ষে নিবিষ্ট করবেন।

৩৭। অনধীত্য দ্বিজো বেদাননুৎপাদ্য তথা সুতান্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥

বেদপাঠ, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞ না করে মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা করলে দ্বিজের অধোগতি হয়।

৩৮। প্রাজাপত্যাং নিরূপোষ্টিং সর্ববেদসদিক্ষণাম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ॥

সর্বস্বদক্ষিণা যাতে দেওয়া হয়, সেই প্রজাপ্রাত্য ইষ্টি (যজ্ঞ) করে, আত্মাতে অগ্নি আরোপিত করে ব্রাহ্মণ গৃহ থেকে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করবেন।

৩৯। যো দত্ত্বা সর্বভূতেভ্যঃ প্রব্রজত্যভয়ং গৃহাৎ।
তস্য তেজোময়া লোকা ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ॥

যিনি সর্ব জীবকে অভয় দান করে গৃহ থেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, সেই ব্রহ্মবাদী ব্যক্তির তেজোময় (হিরণ্যগর্ভাদির) লোক লাভ হয়।

৪০। যস্মাদণ্বপি ভূতানাং দ্বিজান্নোৎপদ্যতে ভয়ম্।
তস্য দেহাদ্বিমুক্তস্য ভয়ং নাস্তি কুতশ্চন॥

যে দ্বিজ থেকে জীবের অণুমাত্র ভয়ও জন্মে না, দেহমুক্ত সেই ব্যক্তির কিছুর থেকেই ভয় হয় না।

৪১। অগারাদভিনিষ্ক্রান্তঃ পবিত্রোপচিতো মুনিঃ।
সমুপোঢ়েষু কামেষু নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ॥

গৃহ থেকে নির্গমন করে পবিত্র (দণ্ডকমণ্ডলু প্রভৃতি) উপকরণসম্পন্ন ও মৌনী হয়ে (স্বাদু অন্নাদি) কাম্যবস্তু অন্য কর্তৃক সমীপে আনীত হলেও তার প্রতি নিঃস্পৃহ হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন।

৪২। এক এব চরেন্নিত্যং সিদ্ধার্থমসহায়বান্।
সিদ্ধিমেকস্য সম্পশ্যন্ ন জহাতি ন হীয়তে॥

(সহায়হীন) এক ব্যক্তির সিদ্ধি হয়—এই কথা লক্ষ্য করে সিদ্ধিলাভের জন্য সহায়হীন হয়ে একাকীই সর্বদা বিচরণ করবেন। (এইরূপ ব্যক্তি) কারও ত্যাগ হেতু দুঃখ ভোগ করেন না, কাউকে ত্যাগদুঃখ তিনি দেন না।

৪৩। অনগ্নিরনিকেতঃ স্যাদ্গ্রামমন্নার্থমাশ্রয়েৎ।
উপেক্ষকোহসংকুসুকো মুনির্ভাবসমাহিতঃ॥

(লৌকিক) অগ্নিশূন্য ও গৃহহীন হবেন, অন্নের জন্য গ্রাম আশ্রয় করবেন, রোগে প্রতিকাররহিত, স্থিরমতি, মৌনী ও ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত হবেন।

৪৪। কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলমসহায়তা।
সমতা চৈব সর্বস্মিন্নেতন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥

(মৃন্ময়) শরাবাদি পাত্র, বৃক্ষমূল, স্থূলজীর্ণবস্ত্র (কৌপীনকন্থা), একাকিত্ব, সকলের প্রতি সমভাব—এই হল মুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ।

৪৫। নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভৃতকো যথা॥

মৃত্যু বা জীবন কামনা করবেন না। ভৃত্য যেমন নির্দেশের প্রতীক্ষায় থাকে, তেমনই (মরণের) প্রতীক্ষা করবেন।

৪৬। দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥

পথ দেখে পদক্ষেপ করবেন, বস্ত্রপূত (ছাঁকা) জল পান করবেন, সত্য দ্বারা পূত বাক্য বলবেন, মনের প্রিয় আচরণ করবেন।

৪৭। অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্বীত কেনচিৎ॥

অপমানজনক বাক্য সহ্য করবেন, কাউকে অপমান করবেন না, এই দেহ ধারণ করে কারও সঙ্গে শত্রুতা করবেন না।

৪৮। ক্রুধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেদাক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ।
সপ্তদ্বারাবকীর্ণাঞ্চ ন বাচমনৃতাং বদেৎ॥

ক্রুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি উল্টে ক্রোধ প্রকাশ করবেন না, কেউ নিন্দা করলে তাকে (ভদ্র, উত্তম প্রভৃতি) ভাল কথা বলবেন, সপ্তদ্বার[৪] গ্রাহ্য বিষয় সংক্রান্ত মিথ্যা কথা বলবেন না।

৪৯। অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ।
আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরেদিহ॥

আধ্যাত্মিক বিষয়ে আসক্ত, (যোগাসনে) আসীন, (সকল দ্রব্যের প্রতি) উদাসীন, বিষয়বাসনারহিত, একাকী ও (মোক্ষ) সুখের অভিলাষী হয়ে সংসারে বিচরণ করবেন।

৫০। ন চোৎপাতনিমিত্তাভ্যাং ন নক্ষত্রাঙ্গবিদ্যয়া।
নানুশাসনবাদাভ্যাং ভিক্ষাং লিপ্সেত কর্হিচিৎ॥

ভূমিকম্পাদি উৎপাত ও নেত্রস্পন্দনাদি নিমিত্তের (দুর্লক্ষণের) তাৎপর্য ব্যাখ্যা, (শুভাশুভ) নক্ষত্রবিদ্যা ও (হস্তরেখাবিচারাদি) অঙ্গবিদ্যা ও শাস্ত্রের মর্মকথন দ্বারা কখনও ভিক্ষালাভে ইচ্ছুক হবেন না।

৫১।	ন তাপসৈর্ব্রাহ্মণৈর্বা বয়োভিরপি বা শ্বভিঃ।
আকীর্ণং ভিক্ষুকৈর্বান্যৈরগারমুপসংব্রজেৎ॥

বানপ্রস্থাশ্রমী বা অন্যান্য ব্রাহ্মণ, (ভক্ষণশীল) পক্ষী, কুকুর বা অন্য ভিক্ষুকসংকুল গৃহে (ভিক্ষার্থে) গমন করবেন না।

৫২।	ক্‌প্তকেশনখশ্মশ্রুঃ পাত্রী দণ্ডী কুসুম্ভবান্।
বিচরেন্নিয়তো নিত্যং সর্বভূতান্যপীড়য়ন্॥

কেশ, নখ ও শ্মশ্রু (দাড়ি) ছেদনপূর্বক, ভিক্ষাপাত্র, দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করে কোন জীবকে পীড়া না দিয়ে ঈশ্বরে মনঃসংযোগপূর্বক সর্বদা বিচরণ করবেন।

৫৩।	অতৈজসানি পাত্রাণি তস্য স্যুর্নির্ব্রাণানি চ।
তেষামদ্ভিঃ স্মৃতং শৌচং চমসানামিবাধ্বরে॥

তাঁর পাত্র সোনারূপাদি উজ্জ্বল ধাতুনির্মিত হবে না, ঐগুলি ছিদ্রহীন হবে। যজ্ঞে চমসের ন্যায় তাদের শুদ্ধি জলে হয় বলে কথিত।

৫৪।	অলাবুং দারুপাত্রঞ্চ মৃন্ময়ং বৈদলং তথা।
এতানি যতিপাত্রাণি মনুঃ স্বায়ম্ভুবোহব্রবীৎ॥

লাউ, কাষ্ঠপাত্র, মৃন্ময়পাত্র ও বংশদণ্ডনির্মিত পাত্র—এইগুলিকে স্বায়ম্ভুব মনু সন্ন্যাসীর পাত্র বলেছেন।

৫৫।	এককালং চরেদ্ভৈক্ষং ন প্রসজ্জেত বিস্তরে।
ভৈক্ষে প্রসক্তো হি যতির্বিষয়েষপি সজ্জতি॥

একবার ভিক্ষা করবেন, ভিক্ষাবাহুল্য করবেন না। ভিক্ষালব্ধ অন্নে অত্যাসক্ত সন্ন্যাসী। (ধাতুবৃদ্ধি হেতু কামিনী আদি) বিষয়সমূহে আসক্ত হতে পারেন।

৫৬।	বিধুমে সন্নমূসলে ব্যঙ্গারে ভুক্তবজ্জনে।
বৃত্তে শরাবসম্পাতে ভিক্ষাং নিত্যং যতিশ্চরেৎ॥

(গৃহস্থের গৃহে) পাকধুম বিগত হলে, উদৃখল মুষলের কার্য সম্পন্ন হলে, পাকাগ্নি নির্বাপিত হলে, লোকজনের আহার হলে, (উচ্ছিষ্ট) শরাবাদি ফেলে দিলে সন্ন্যাসী সর্বদা ভিক্ষা করবেন।

৫৭।	অলাভে ন বিষাদী স্যাল্লাভে চৈব ন হর্ষয়েৎ।
প্রাণযাত্রিকমাত্রঃ স্যান্মাত্রাসঙ্গাদ্বিনির্গতঃ॥

ভিক্ষা না পেলে বিষণ্ন হবেন না, পেলে হৃষ্ট হবেন না, মাত্র প্রাণধারণের উপযুক্ত অন্ন ভক্ষণ করবেন; দণ্ডকমণ্ডলু প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ‘এটি খারাপ, একে নেব না’, ‘এটি ভাল, একে নেব’ এই মনোভাব অবলম্বন করবেন না।

৫৮। অভিপূজিতলাভাংস্তু জুগুপ্সেতৈব সর্বশঃ।
অভিপূজিতলাভৈশ্চ যতিমুক্তোহপি বধ্যতে॥

সমাদরে পূজিত হয়ে ভিক্ষাগ্রহণ করবেন না, সর্বপ্রকারে সেই ভিক্ষার নিন্দা করবেন। পূজিত হয়ে ভিক্ষালাভে, মুক্ত হয়েও সন্ন্যাসী (জন্মমরণাদি বন্ধনে) বদ্ধ হন।

৫৯। অল্পান্নাভ্যবহারেণ রহঃস্থানাসনেন চ।
হ্রিয়মাণানি বিষয়ৈরিন্দ্রিয়াণি নিবর্তয়েৎ॥

অল্প অন্ন ভক্ষণ করে, নির্জনস্থানে অবস্থান ও উপবেশন করে বিষয়সমূহ কর্তৃক আকৃষ্ট ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করবেন।

৬০। ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন রাগদ্বেষক্ষয়েণ চ।
অহিংসয়া চ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে॥

ইন্দ্রিয়সমুহের সংযম, রাগ দ্বেষের ক্ষয় এবং জীবগণের অহিংসা দ্বারা (মানুষ) অমৃতত্ব লাভ করে।

৬১। অবেক্ষত গতীর্ণৃণাং কর্মদোষসমুদ্ভবাঃ।
নিরয়ে চৈব পতনং যাতনাশ্চ যমক্ষয়ে॥

মানুষের কর্মদোষজনিত অবস্থা, নরকে পতন এবং যমালয়ে যন্ত্রণা চিন্তা করবেন।

৬২। বিপ্রয়োগং প্রিয়ৈশ্চৈব সংযোগঞ্চ তথাপ্রিয়ৈঃ।
জরয়া চাভিভবনং ব্যাধিভিশ্চপপীড়নম্॥

প্রিয়জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ, অপ্রিয় জনের সঙ্গে মিলন, জরার আক্রমণ ও রোগের দ্বারা পীড়ন (চিন্তা করবেন)।

৬৩। দেহাদুক্রমণঞ্চাস্মাৎ পুনর্গর্ভে চ সম্ভবম্।
যোনিকোটিসহস্রেষু সৃতীশ্চাস্যান্তরাত্মনঃ॥

এই দেহ থেকে আত্মার উৎক্রমণ, পুনরায় গর্ভে উৎপত্তি, সহস্র সহস্র কোটি যোনিতে গমন (চিন্তা করবেন)।

৬৪। অধর্মপ্রভবঞ্চৈব দুঃখযোগং শরীরিণাম্।

ধর্মার্থপ্রভবঞ্চৈব সুখসংযোগমক্ষয়ম্॥

জীবাত্মার অধর্মজনিত দুঃখভোগ এবং ধর্ম ও অর্থ থেকে উদ্ভূত অবিনশ্বর সুখ ভোগ (চিন্তা করবেন)।

৬৫। সূক্ষ্মতাঞ্চান্ববেক্ষেত যোগেন পরমাত্মনঃ।
দেহেষু চ সমুৎপত্তিমুত্তমেধধমেষু চ॥

(বিষয়ান্তর থেকে) চিত্তবৃত্তিনিরোধ করে পরমাত্মার সূক্ষ্মতা ও কর্মানুসারে) উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট দেহে জন্ম (চিন্তা করবেন।

৬৬। দুষিতোহপি চরেদ্ধর্মং যত্র তত্রাশ্রমে রতঃ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্মকারণম্॥

যে কোন আশ্রমে (সেই আশ্রমবিরুদ্ধ আচার দ্বারা) দূষিত হয়েও সর্বজীবে সমদর্শী হয়ে ধমাচরণ করবেন; (দণ্ডকমণ্ডলু প্রভৃতি) চিহ্ন ধর্মের কারণ নয়।

৬৭। ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যপাম্বুপ্রসাদক্।
ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি॥

কতকবৃক্ষের ফল যদিও জল নির্মল কারক, তথাপি তার নাম গ্রহণেই জল নির্মল হয় না।

৬৮। সংরক্ষণার্থং জন্তূনাং রাত্রাবনি বা সদা।
শরীরসাত্যয়ে চৈব সমীক্ষ্য বসুধাং চরেৎ॥

নিজের শরীরে কষ্ট হলেও (পিপীলিকাটি ক্ষুদ্র) প্রাণীর রক্ষার জন্য রাত্রে বা দিনে সর্বদা (পথ) দেখে মাটিতে চলাফেরা করবেন।

৬৯। অহ্না রাত্র্যা চ যান্ জন্তূন্ হিনস্ত্যজ্ঞানতো যতিঃ।
তেষাং স্নাত্বা বিশুদ্ধ্যর্থং প্রাণায়ামান্ ষড়াচরেৎ॥

সন্ন্যাসী দিনে ও রাত্রে অজ্ঞাতসারে যে প্রাণী বধ করেন (সেই পাপের) ক্ষালনের জন্য ছয়বার প্রাণায়াম করবেন।

৭০। প্রাণায়ামা ব্রাহ্মণস্য ত্রয়োহপি বিধিবৎ কৃতাঃ।
ব্যাহৃতিপ্রণবৈর্যুক্তা বিজ্ঞেয়ং পরমং তপঃ॥

ব্রাহ্মণ কর্তৃক ব্যাহৃতি ও প্রণব (ওঁকার) যুক্ত যথাবিধি কৃত তিনটি প্রাণায়ামও শ্রেষ্ঠ তপস্যা বলে জ্ঞেয়।

৭১। দহ্যন্তে ধ্যায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥

যে ধাতুসমূহে তাপ দেওয়া হয়, তাদের ময়লা যেমন দগ্ধ হয়, তেমনই প্রাণবায়ুর নিগ্রহ হেতু ইন্দ্রিয়সমূহের দোষগুলি দগ্ধ হয়।

৭২। প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান॥

প্রাণায়ামের দ্বারা দোয়, ধারণাদি[৫] দ্বারা পাপ, প্রত্যাহার[৬] দ্বারা বিষয়সম্পর্ক ও ধ্যান দ্বারা অনীশ্বর[৭] গুণ নষ্ট করবেন।

৭৩। উচ্চাবচেযু ভুতেযু দুর্জ্ঞেয়ামকৃতাত্মভিঃ।
ধ্যানযোগেন সম্পশ্যেদ্গতিমস্যান্তরাত্মনঃ॥

উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট যোনিতে আত্মার জন্ম যা (শাস্ত্রাদি দ্বারা) অসংস্কৃত লোকের দুর্জ্ঞেয়, তা ধ্যানবলে অবগত হবেন।

৭৪। সমাগ্দর্শনসম্পন্নঃ কর্মভির্ন নিবধ্যতে।
দর্শনেন বিহীনন্তু সংসারং প্রতিপদ্যতে॥

ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি কর্মদ্বারা বদ্ধ হন না; ব্রহ্ম জ্ঞানহীন ব্যক্তি কিন্তু (জন্ম মরণ রূপ) সংসার লাভ করেন।

৭৫। অহিংসয়েন্দ্রিসঙ্গৈবৈদিকশ্চৈব কর্মভিঃ।
তপসশ্চরণৈশ্চোগ্রৈঃ সাধযুন্তীহ তৎপদম্॥

অহিংসা, বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়গণের অনাসক্তি, বেদবিহিত কর্ম ও কঠিন তপস্যাদ্বারা ইহলোকে (মানুষ) ব্রহ্মে লীন হতে পারে।

৭৬- অস্থিস্থুণং স্নাযুযুতং মাংসশোণিতলেপনম্।

৭৭। চর্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধি পূর্ণং মুত্রপুরীষয়োঃ॥
জরাশোকসমাবফষ্টং রোগায়তনমাতুবম্।
রজস্বলমনিত্যপঞ্চ ভূতাবাসমিমং ত্যজেৎ॥

অস্থিরূপ স্তম্ভে শিরারূপ (রজ্জুদ্বারা) বদ্ধ, মাংস ও রক্তদ্বারা লিপ্ত, চর্মদ্বারা আচ্ছাদিত, দুর্গন্ধ, মলমুত্রে পূর্ণ, জবা ও শোকে অভিভূত, ব্যাধির আধার, (ক্ষুধা পিপাসায়) কাতর, রজোগুণযুক্ত, বিনাশশীল, (পৃথিবীআদি) পঞ্চভূতের বাসস্থান এই (দেহ) ত্যাগ করবেন।

৭৮। নদীকূলং যথা বৃক্ষো বৃক্ষং বা শকুনির্যথা।
তথা ত্যজন্নিমং দেহং কৃচ্ছ্রাদ্গ্রাহাদ্বিমুচ্যতে॥

বৃক্ষ যেমন নদীতীরকে, পক্ষী যেমন বৃক্ষকে তেমন এই দেহকে ত্যাগ করে (মানুষ) সংসার ক্লেশরূপ গ্রাহ (একপ্রকার হিংস্র জলচরপ্রাণী) থেকে মুক্ত হয়।

৭৯। প্রিয়েষু স্বেষু সুকৃতমপ্রিয়েষু চ দুষ্কৃতম্।
বিসৃজ্য ধ্যানযোগেন ব্রহ্মাভ্যেতি সনাতনম্॥

নিজের প্রিয়জনদের সুকৃত ও অপ্রিয়জনদের দুষ্কৃত দিয়ে ধ্যানযোগে শাশ্বত ব্রহ্মলাভ হয়।

৮০। যদা ভাবেন ভবতি সর্বভাবেষু নিস্পৃহঃ॥
তদা সুখমবাপ্নোতি প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্॥

যখন বিষয়দোষের চিন্তাদ্বারা সকল বিষয়ে (মানুষ) স্পৃহাহীন হয়, তখন ইহলোক ও পরলোকে শাশ্বত সুখ লাভ করে।

৮১। অনেন বিধিনা সর্বাংস্ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ শনৈঃ শনৈঃ।
সর্বদ্বন্দ্ববিনির্মুক্তো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে॥

এই নিয়মে ধীরে ধীরে সকল আসক্তি ত্যাগ করে, (শীত আতপ, সুখ-দুঃখাদি) সকল দ্বন্দ্বমুক্ত হয়ে শুধু ব্রহ্মে অবস্থান করবেন (অর্থাৎ ব্রহ্মচিন্তামগ্ন থাকবেন)।

৮২। ধ্যানিকং সর্বমেবৈতদ্ যদেতদভিশব্দিতম্।
ন হ্যনধ্যাত্মবিৎ কশ্চিৎ ক্রিয়াফলমুপাশ্নুতে॥

এই যা কিছু বলা হল তার সবই ধ্যানসাধ্য; আধ্যাত্মিক বিষয়ে অজ্ঞ কোন লোকের প্রকৃত ধ্যানক্রিয়ার ফললাভ লাভ হয় না॥

৮৩। অধিযজ্ঞং ব্রহ্ম জপেদাধিদৈবিকমেব চ।
আধ্যাত্মিকঞ্চ সততং বেদান্তাভিহিতঞ্চ যৎ॥

যজ্ঞসংক্রান্ত বেদ ও দেবতা প্রতিপাদক ও জীবাত্মাবোধক বেদ এবং যা বেদান্তে বলা হয়েছে, তা সর্বদা জপ করবেন।

৮৪। ইদং শরণমনামিদমেব বিজানতাম্।
ইদমন্বিচ্ছতাং স্বর্গমিদমানন্ত্যমিচ্ছতাম্॥

এই (বেদ) মুখের আশ্রয়, বেদার্থতত্ত্বজ্ঞের এটিই (আশ্রয়), স্বর্গকামীর এটি (আশ্রয়), যারা আনন্ত্য (পূনর্জন্মাভাব) চায়, তাদের (আশ্রয়)।

৮৫। অনেন ক্রমযোগেণ পরিব্রজতি যো দ্বিজঃ।
স বিধূয়েহ পাপানং পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥

এইভাবে যে দ্বিজ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তিনি ইহলোকে পাপ ত্যাগ করে পরমব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

৮৬। এষ ধর্মোঽনুশিষ্টো বো যতীনাং নিয়তাত্মনাম্।
বেদসন্ন্যাসিকানান্তু কর্মযোগং নিবোধত॥

সংযতাত্মা সন্ন্যাসীদের এই ধর্ম তোমাদের বলা হল। বেদ সন্ন্যাসীদের[৮] কর্মযোগ শোন।

৮৭। ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
এতে গৃহস্থপ্রভবাশ্চত্বারঃ পৃথগাশ্রমাঃ॥

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—এই চারটি স্বতন্ত্র আশ্রম গৃহস্থ থেকে উদ্ভূত।

৮৮। সর্বেঽপি ক্রমশস্ত্বেতে যথাশাস্ত্রং নিষেবিতাঃ।
যথোক্তকারিণং বিপ্রং নয়ন্তি পরমাং গতিম্॥

এই সকল আশ্রম শাস্ত্রানুসারে সেবিত হলে যথোক্ত কর্মকারী ব্রাহ্মণকে (মোক্ষরূপ) শ্রেষ্ঠ গতিতে নিয়ে যায়।

৮৯। সর্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ।
গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্তি হি॥

বেদ ও স্মৃতির বিধান অনুসারে এই সকল আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থ শ্রেষ্ঠ বলে কথিত হয়েছেন। তিনি এই (অপর) তিনি আশ্রমকে পোষণ করেন।

৯০। যথা নদীনদাঃ সর্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্॥

যেমন সকল নদনদী সমুদ্রে স্থিতিলাভ করে, তেমনই (অন্য) সকল আশ্রমী গৃহস্থে স্থিতিপ্রাপ্ত হয়।

৯১। চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈর্নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ।
দশলক্ষণকো ধর্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ॥

এই চার আশ্রমাবলম্বী দ্বিজগণ কর্তৃকই দশলক্ষণাত্মক ধর্ম সযত্নে পালনীয়।

৯২। ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্॥

ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা, দম (বিষয়সংস্পর্শেও চিত্তের অবিকার), অস্তেয় (পরের ধন-অপহরণ না করা), শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, ধী (শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞান), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য, ক্রোধাভাব—এই দশটি ধর্মের লক্ষণ।

৯৩। দশ লক্ষণানি ধর্মস্য যে বিপ্রাঃ সমধীয়তে।
অধীত্য চানুবর্তন্তে তে যাতি পরমাং পতিম্॥

যে ব্রাহ্মণগণ ধর্মের দশ লক্ষণ পাঠ করেন এবং পাঠ করে তাদের অনুসরণ করেন, তাঁরা (মোক্ষরূপ) শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হন।

৯৪। দশলক্ষণকং ধর্মমনুতিষ্ঠন্ সমাহিতঃ।
বেদান্তং বিধিবচ্ছ্রুত্বা সন্ন্যাসেদন্ণ দ্বিজঃ॥

সংযতচিত্তে দশ লক্ষণাত্মক ধর্মের অনুষ্ঠান করে যথাবিধি বেদান্ত শ্রবণ করে (দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ এই তিন) ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে দ্বিজ সন্ন্যাস অবলম্বন করবেন।

৯৫। সংন্যস্য সর্বকর্মাণি কর্মদোষানপানুদন্।
নিয়তো বেদমভ্যস্য পুত্রৈশ্বর্যে সুখং বসেৎ॥

সকল কর্ম পরিত্যাগপূর্বক দুষ্কর্মজাত দোষ নষ্ট করে ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক বেদাভ্যাস করে। পুত্রের গৃহে (পুত্রের উপার্জনে নির্ভর করে জীবিকা চিন্তারহিত হয়ে) সুখে বাস করবেন।

৯৬। এবং সংন্যস্য কর্মাণি স্বকার্যপরমোহস্পৃহঃ।
সন্ন্যাসেনাপহত্যৈনং প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্॥

এইভাবে কর্মসমূহ পরিত্যাগপূর্বক, (আত্মসাক্ষাৎকাররূপ) নিজ কার্যকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, (স্বাথাদি লাভেও) স্পৃহাহীন হয়ে, সন্ন্যাস দ্বারা পাপ নষ্ট করে মানুষ (মোক্ষরূপ) শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে।

৯৭। এষ বোহভিহিতো ধর্মো ব্রাহ্মণস্য চতুর্বিধঃ।
পুণ্যোহক্ষয়ফলঃ প্রেত্য রাজ্ঞাং ধর্মং নিবোধত॥

ব্রাহ্মণের এই পবিত্র, পরলোকে অক্ষয়ফলপ্রদ চারপ্রকার ধর্ম তোমাদের বললাম। ক্ষত্রিয়দের ধর্ম শোন।

মানবধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্ত সংহিতায় ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

পাদটীকা

১ ভূমিজাত। গোবিন্দরাজেরর মতে, ভৌম শব্দ ছত্রাকের বিশেষণ; ভূমিজাত ছত্রাক নিষিদ্ধ বৃক্ষজাত ব্রাক ভক্ষ্য। মেধতিথির মতে, ভৌলিক শব্দের অর্থ গোজিহ্বিকা নামক পদার্থ। কুল্লুকভট্ট এঁদের মত মানেন নি।
২ জাউ, মণ্ড।
৩ চারদিকে অগ্নিকুণ্ড পরিবেষ্টিত হয়ে সূর্যের নীচে বসে।
৪ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মন ও বুদ্ধি এই সাতটি সপ্তদ্বার। এদের গ্রাহ্য বিষয় যাথা—কামিনীর দর্শন, কামিনীর বাক্য, তার মুখপদ্মগন্ধ, মুখামৃত, দেহ, তদ্বিষয়ক চিন্তা ও কামনা।
৫ যোগাঙ্গ। একান্তে পরব্রহ্মাদিতে মন সমাহিত করা।
৬ যোগাঙ্গ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়সমূহের নিবর্তন।
৭ ঈশ্বর বা পরমাত্মাতে যেগুলি থাকে না অর্থাৎ ক্রোধলোভাদি।
৮ বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্মত্যাগী কুটীচর সংঞ্জক সন্নাসী। (কুল্লুক)।
গৃহস্থ (গোবিন্দরাজ)।
নিরাশ্রম (মেধাতিথি)।

সপ্তম অধ্যায়

১। রাজধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যামি যথাবৃত্তো ভবেন্নৃপঃ।
সম্ভবশ্চ যথা তস্য সিদ্ধিশ্চ পরমা যথা॥

রাজা যে ভাবে আচরণ করবেন, তাঁর উৎপত্তি যে ভাবে হল এবং রাজকার্যে তাঁর পরম সিদ্ধি যে ভাবে হয়, সেই রাজধর্ম বলব।

২। ব্রাহ্মং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়ণ যথাবিধি।
সর্বসাস্য যথান্যায়ং কর্তব্যং পরিরক্ষণম্॥

ক্ষত্রিয় কর্তৃক নিয়মানুসারে উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হয়ে নিজের রাজ্যস্থিত সকলের। ন্যায়ানুসারে রক্ষা কর্তব্য।

৩-৪। অরাজকে হি লোকেহস্মিন্ সর্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্বস্য রাজানমসৃজং প্রভুঃ॥
ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ॥

রাজশূন্য এই জগতে চারদিকে ভয়ে (সকলে) প্রচলিত হলে এই সমগ্র (চরাচর জগতের) রক্ষার জন্য ঈশ্বর ইন্দ্র, বায়ু, সূর্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবেরের শাশ্বত অংশ গ্রহণ করে রাজাকে সৃষ্টি করেছিলেন।

৫। যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্বভূতানি তেজসা॥

যেহেতু এই শ্রেষ্ঠ দেবগণের অংশ থেকে রাজার সৃষ্টি হয়েছিল, সেইজন্য তিনি সকল। জীবকে তেজে অভিভূত করেন।

৬। তপত্যাদিত্যবচ্চৈৰ চক্ষুংষি চ মনাংসি চ।
ন চৈনং ভুবি শক্নোতি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুম্॥

তিনি সূর্যের ন্যায় চোখ ও মন সন্তপ্ত করেন। পৃথিবীতে কেউ তাঁকে মুখোমুখি অবলোকন করতে পারে না।

৭। সোহগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোহর্কঃ সোমঃ স ধর্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ॥

তিনি প্রতাপে অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্র (তুল্য) হন।

৮। বলোহপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হেমা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥

রাজাকে বালক হলেও মানুষ মনে করে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। ইনি মানুষের রূপে মহান্ দেবতা।

৯। একমেব দহত্যগ্নির্নরং দুরুপসর্পিণম্।
কুলং দহতি রাজাগ্নিঃ সপশু-দ্রব্যসঞ্চয়ম॥

অতি নিকটে যে যায় একমাত্র তাকেই অগি দগ্ধ করে। রাজারূপ অগ্নি (অপরাধীকে) বংশ, (গাভী অশ্বাদি) পশু ও (স্বর্ণরত্নাদি) সম্পত্তিসহকারে দ করেন।

১০। কার্যং সোহবেক্ষ্য শক্তিঞ্চ দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ।
কুরুতে ধর্মসিদ্ধার্থং বিশ্বরূপং পুনঃপুনঃ॥

তিনি কার্য বিচার করে (নিজের) শক্তি, দেশ ও কাল বিচার করে ধর্মসিদ্ধির জন্য বার বার বিশ্বকাপ (অর্থাৎ বহু রূপ) ধারণ করেন।

১১। যস্য প্রসাদে পদ্মা শ্রীবির্জয়শ্চ পবাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্বতোজোময়ে হি সঃ॥

যাঁর অনুগ্রহে বিশাল সম্পত্তিলাভ হয়, যাঁর বীরত্বে জয়লাভ হয়, যাঁর ক্রোধে মৃত্যু বাস করে, তিনি প্রকৃতই সর্বতেজোময়।

১২। তং বস্তু দ্বেষ্টি সম্মোহাৎ স বিনশ্যত্যসংশয়ম্।
তস্য হ্যাশু বিনাশায় রাজা প্রকুরুতে মনঃ॥

মোহবশতঃ তাঁকে যে বিদ্বেষ করে, সে নিঃসন্দেহে বিনষ্ট হয়; তার ধ্বংসের জন্য রাজা মনোযোগ দেন।

১৩। তস্মাদ্ধর্মং যমিষ্টেষু স ব্যবস্যেন্নরাধিপঃ।
অনিষ্টাঞ্চাপ্যনিষ্টেষু তং ধর্মং ন বিচালয়েৎ॥

সুতরাং ইষ্ট (অর্থাৎ শিষ্ট) লোকের প্রতি যে (শাস্ত্রোক্ত নিয়ম) এবং অনিষ্ট (অশিষ্টের প্রতি) যে অনিষ্ট (শাস্ত্রে দুষ্টের অনিষ্টকর) ধর্ম তাকে লঙ্ঘন করবেন না।

১৪। তস্যার্থে সর্বভূতানাং গোপ্তারং ধর্মমাত্মজম্।
ব্রহ্মতেজোময়ং দন্ডমসৃজৎ পূর্বমীশ্বরঃ॥

তাঁর জন্য পূর্বে সকলজীবের রক্ষক, ধর্মস্বরূপ পুত্র, ব্রহ্মতেজোময় দণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন।

১৫। তস্য সর্বাণি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
ভয়াদ্ভোগায় কল্পন্তে স্বধর্মান্ন চলন্তি চ॥

সেই দণ্ডের ভয়ে স্থাবর জঙ্গম সকল সৃষ্ট জীব ও পদার্থ ভোগ করতে সমর্থ হয় এবং স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় না।

১৬। তং দেশকালৌ শক্তিঞ্চ বিদ্যাঞ্চাবেক্ষ্য তত্ত্বতঃ।
যথাহতঃ সম্প্রণয়েনুরেম্বন্যায়বর্তিযু॥

(অপরাধীর) দেশ, কাল, শক্তি ও বিদ্যা যথার্থরূপে পর্যালোচনা করে অন্যায়কারীর উপযোগী দণ্ড প্রণয়ন করবেন।

১৭। স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ॥

সেই দণ্ড রাজা, পুরুষ, নেতা, শাসক এবং চার আশ্রমের ধর্মের প্রতিভূ।

১৮। দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্তি দণ্ডং ধর্মং বিদুর্বধাঃ॥

দণ্ড সকল লোককে শাসন করে, দণ্ডই রক্ষা করে। লোক নিদ্রিত থাকলে দণ্ড জাগ্রত থাকে; পণ্ডিতগণ দণ্ডকে ধর্ম বলেছেন।

১৯। সমীক্ষ্য স ধৃতঃ সম্যক্ সর্বা রঞ্জয়তি প্রজাঃ।
অসমীক্ষ্য প্রণীত বিনাশয়তি সর্বতঃ॥

বিবেচনাপূর্বক প্রযুক্ত (দণ্ড) সকল প্রজার মনোরঞ্জন করে। কিন্তু অবিবেচনাপূর্বক প্রযুক্ত (দণ্ড) সব দিকে নষ্ট করে॥

২০। যদি ন প্রণয়েদ্রাজা দণ্ডং দণ্ড্যেষতন্দ্রিতঃ।
শূলে মৎস্যানিবপক্ষ্য দুর্বলান্ বলবত্তরাঃ॥

যদি রাজা নিরলস ভাবে দণ্ডনীয়ের প্রতি দণ্ড প্রয়োগ না করেন, তাহলে অপেক্ষাকৃত অধিক বলশালী ব্যক্তিগণ দুর্বল লোকদের শুলে মৎস্যপাকের[১] ন্যায় কষ্ট দিতে পারে।

২১। অদ্যাৎ কাকঃ পুরোডাশং শ্বাবলিহ্যাদ্ধবিস্তথা।
স্বাম্যঞ্চ ন স্যাৎ কস্মিংশ্চিৎ প্রবর্তেতাধরোত্তরম্॥

(দণ্ডাভাবে) কাক (যজ্ঞের) পুরোডাশ খেয়ে (ফলে), কুকুর (দেবকার্যের) হবি লেহন করে; কিছুর উপরেই (কারও) অধিকার থাকে না, নীচের লোক উপরে উঠে যায় (অর্থাৎ নীচ ব্যক্তি প্রভুত্ব করে)।

২২। সর্বো দণ্ডজিতো লোকো দুর্লভো হি শুচির্নরঃ।
দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্বং জগদ্ভোগায় কল্পতে॥

পৃথিবীতে সকল লোক দণ্ডদ্বারা বশীভূত হয়; শুচি লোক সত্যি দুর্লভ। দণ্ডের ভয়ে সমগ্র জগৎ ভোগ করতে সমর্থ হয়।

২৩। দেব-দানব-গন্ধর্বা রক্ষাংসি পতগোরগাঃ।
তেহপি ভোগায় কল্পন্তে দণ্ডেনৈব নিপীড়িতাঃ॥

দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, রাক্ষস, পক্ষী, সর্প—তারাও দণ্ডের দ্বারাই নিগৃহীত হয়ে (বৃষ্টিদানাদি উপকার দ্বারা) লোকের ভোগে সহায়তা করছে।

২৪। দুষ্যেয়ুঃ সর্ববর্ণাশ্চ ভিদ্যেরন্ সর্বসেতবঃ।
সর্বলোকপ্রকোপশ্চ ভবেদ্দণ্ডস্য বিভ্রমাৎ॥

দণ্ডের অনুচিত প্রয়োগে সকল বর্ণ দূষিত হতে পারে, সকল (শাস্ত্রীয়) নিয়ম ভেঙ্গে যেতে পারে এবং সকল লোকের ক্রোধ হতে পারে।

২৫। যত্র শ্যামো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি পাপহা।
প্রজাস্তত্র ন মুহ্যন্তি নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি॥

যেখানে শ্যামবর্ণ, রক্তনয়ন, পাপনাশক দণ্ড বিচরণ করে, সেখানে লোক মোহগ্রস্ত হয় না, যদি দণ্ডদাতা ন্যায় বিচার করেন।

২৬। তস্যাহুঃ সম্প্রণেতারং রাজানং সত্যবাদিনম্।
সমীক্ষ্যকারিণং প্রাজ্ঞং ধর্ম-কামার্থকোবিদম্॥

সত্যবাদী, বিবেচক, প্রাজ্ঞ, ধর্ম কাম ও অর্থে অভিজ্ঞ রাজাকে সেই দণ্ডের প্রবর্তয়িতা বলা হয়েছে।

২৭। তং রাজা প্রণয়ন্ সম্যক্ ত্রিবর্গেণাভিবর্ধতে।
কামাত্মা বিষমঃ ক্ষুদ্রো দণ্ডেনৈব নিহন্যতে॥

সেই দণ্ডকে রাজা উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করে (ধর্ম, কাম ও অর্থ এই) ত্রিবর্গসহ উন্নতিলাভ করেন। বিষয়াভিলাষী, ক্রোধপরায়ণ, ছলান্বেষী (রাজা) দণ্ড দ্বারাই নিহত হন।

২৮। দণ্ডো হি সুমহত্তেজো দুর্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্মাদ্বিচলিতংহন্তি নৃপমেব সবান্ধবম্॥

যেহেতু মহাতেজস্বরূপ দণ্ড শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ কর্তৃক ধারণের অযোগ্য, (সেইজন্য) তা ধর্মভ্রষ্ট রাজাকে সবান্ধবে নিহত করে।

২৯। ততো দুর্গঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ লোকঞ্চ সচরাচরম্।
অন্তরীক্ষগতাংশ্চৈব মুনীন্ দেবাংশ্চ পীড়য়েৎ॥

(অবিবেচনাপূর্বক দণ্ডপ্রণেতা রাজা) দুর্গ, রাষ্ট্র, চরাচর জগৎ, অন্তরীক্ষস্থিত মুনিগণ ও দেবগণকে পীড়ন করেন।

৩০। সোহাসহায়েন মূঢ়েন লুব্ধেনাকৃতবুদ্ধিনা।
ন শক্যো ন্যায়তো নেতুং সক্তেন বিষয়েষু চ॥

অসহায়, মুর্খ, লোভী, শাস্ত্রজ্ঞানহীন ও বিষয়াসক্ত ব্যক্তি কর্তৃক ন্যায়ানুসারে দণ্ড প্রযুক্ত হতে পারে না।

৩১। শুচিনা সত্যসন্ধেন যথাশাস্ত্রানুসারিণা।
প্রণেতুং শক্যতে দণ্ডঃ সুসহায়েন ধীমতা॥

শুচি, সত্যপ্রতিজ্ঞ, শাস্ত্রসম্মতব্যবহারকারী, উত্তম (সচিবাদি) সহায়যুক্ত ও বুদ্ধিমান্ (রাজা) কর্তৃক দণ্ড প্রযুক্ত হতে পারে।

৩২। স্বরাষ্ট্রে ন্যায়বৃত্তঃ স্যাদ্ভৃশদণ্ডশ্চ শত্রুষু।
সুহৃৎস্বজিহ্মঃ স্নিগ্ধেষু ব্রাহ্মণেষু মান্বিতঃ॥

(রাজা) নিজরাজ্যে ন্যায্য আচরণ করবেন, শত্রুর প্রতি তীক্ষ্ণ দণ্ড বিধান করবেন, স্নেহভাজন বন্ধুর প্রতি সরল ও ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন।

৩৩।	এবংবৃত্তস্য নৃপতেঃ শিলোঞ্ছেনোপি জীবতঃ।
বিস্তীর্যতে যশো লোকে তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥

এইরূপ আচরণকারী রাজা শিলোঞ্ছদ্বারা জীবন ধারণ করলেও তাঁর যশ জলে তৈলবিন্দুর ন্যায় বিস্তারলাভ করে।

৩৪।	অতস্তু বিপরীতস্য নৃপতেরজিতাত্মনঃ।
সংক্ষিপ্যতে যশো লোকে ঘৃতবিন্দুরিবাম্ভসি॥

এর বিপরীত আচরণকারী অজিতেন্দ্রিয় রাজার যশ জলে ঘৃতবিন্দুর ন্যায় সংকুচিত হয়।

৩৫।	স্বে স্বে ধর্মে নিবিষ্টানাং সর্বেষামনুপূর্বশঃ।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ রাজা সৃষ্টোহভিরক্ষিতা॥

যথাক্রমে বর্ণ ও আশ্রম সমূহের নিজ নিজ ধর্মে রত ব্যক্তিগণের রক্ষক রূপে রাজা সৃষ্ট হয়েছেন।

৩৬।	তেন্ যদ্‌যৎ সভৃত্যেন কর্তব্যং রক্ষতা প্রজাঃ।
তত্তদ্বোহহং প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্বশঃ॥

ভৃত্যসহ প্রজারক্ষণকারী রাজার যা যা কর্তব্য, তা যথাযথরূপে ক্রমে তোমাদের বলছি।

৩৭।	ব্রাহ্মণান্ পর্যুপাসীত প্রাতরুত্থায় পার্থিবঃ।
ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধান্ বিদুষস্তিষ্ঠেৎ তোষাঞ্চ শাসনে॥

রাজা প্রাতে উঠে ত্রিবেদজ্ঞ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদের সেবা করবেন এবং তাঁদের আদেশ পালন করবেন।

৩৮।	বৃদ্ধাংশ্চ নিত্যং সেবেত বিপ্রান্ বেদবিদঃ শুচীন্।
বৃদ্ধসেবী হি সততং রক্ষোভিরপি পূজ্যতে॥

বেদজ্ঞ, পবিত্র ও বৃদ্ধ (ব্রাহ্মণদের) সেবা করবেন; কারণ, বৃদ্ধসেবী সর্বদা রাক্ষসগণ কর্তৃকও পূজিত হন।

৩৯।	তেভ্যোহধিগচ্ছেদ্ বিনয়ং বিনীতাত্মাপি নিত্যশঃ।
বিনীতাত্মা হি নৃপতির্ন বিনশ্যতি কর্হিচিৎ॥

বিনীত হলেও তাঁদের কাছ থেকে বিনয় সর্বদা শিক্ষা করবেন[২] কারণ, বিনীতাত্মা রাজা কখনও বিনষ্ট হন না।

৪০।	বহবোহবিনয়ান্নষ্টা রাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ।
বনস্থা অপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে॥

(হস্তী অশ্ব কোষাদি) পরিচ্ছদ যুক্ত বহু রাজা অবিনয় হেতু নষ্ট হয়েছেন। বনবাসী হয়েও (বহু রাজা) বিনয় হেতু রাজ্য লাভ করেছিলেন।

৪১। বেণো বিনষ্টোঽবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ।
সুদাঃ পৈজবনশ্চৈব সুমুখো নিমিরেব চ॥

অবিনয় হেতু বেণ, নহুষ, সুদাস, পৈজবন, সুমুখ ও নিমি (নামক) রাজাগণ নষ্ট হয়েছেন।

৪২। পৃথুস্তু বিনয়াদ্রাজ্যং প্রাপ্তবান্ মনুরেব চ।
কুবেরশ্চ ধনৈশ্বর্যং ব্রাহ্মণ্যঞ্চৈব গাধিজঃ॥

পৃথু ও মনু বিনয় হেতু রাজ্য লাভ করেছিলেন, কুবের ধন ও ঐশ্বর্য এবং বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন।

৪৩। ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্ দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ॥

ত্রিবেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ থেকে (ঋক্, যজু ও সাম এই) ত্রয়ী, সনাতন দণ্ডনীতি, তর্কশাস্ত্র, ব্রহ্মবিদ্যা এবং (কৃষক বণিক আদি) জনগণের কাছ থেকে কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যাদি (জীবিকার উপায় রাজা) শিখবেন।

৪৪। ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্দিবানিশম্।
জিতেন্দ্রিয়ো হি শক্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ॥

অহোরাত্র ইন্দ্রিয়সমূহের জয়ে মনোযোগ দিবেন; কারণ, জিতেন্দ্রিয় (রাজা) প্রজাগণকে বশে রাখতে পারেন।

৪৫। দশ কামসমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ।
ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ॥

পরিণামে ক্লেশজনক দশটি কামজ ও আটটি ক্রোধজ ব্যসন সযত্নে (রাজা) বর্জন করবেন।

৪৬। কামজেষু প্রসক্তো হি ব্যসনেষু মহীপতিঃ।
বিযুজ্যতেঽর্থধর্মাভ্যাং ক্রোধজেষ্বাত্মনৈব তু॥

কারণ, কামজবাসনে অত্যাসক্ত রাজা অর্থ ও ধর্ম থেকে বিচ্যুত হন, ক্রোধজ ব্যসনে (অত্যাসক্ত রাজা) নিজেই বিনষ্ট হন।

৪৭। মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।

তৌর্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ।

মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরের দোষকথন, স্ত্রীসম্ভোগ, মদ্যপান, নৃত্য, গীত বাদ্য ও বৃথা পর্যটন—এই দশটি কামজ ব্যাসন।

৪৮। পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্য্যাসূয়ার্থদূষণম্।
বাগ্‌দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোহপি গণোহষ্টকঃ॥

না জেনে অন্যের দোষকথন, সজ্জনের বন্ধনাদিদ্বারা নিগ্রহ, ছলে হত্যা, ঈর্ষা, অন্যের গুণসত্ত্বে দোষাবিষ্কার, অপরের অর্থাপহরণ বা অবশ্য দেয় ধন না দেওয়া, বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য—এই আটটি ক্রোধজ ব্যসন।

৪৯। দ্বয়োরপ্যেতয়োর্মূলং যৎ সর্বে কবয়ো বিদুঃ।
তং যত্নেন জয়েল্লোভং তজ্জাবেতাবুভৌ গণৌ॥

এই দুই প্রকার ব্যসনেরই মূল বলে যাকে পণ্ডিতগণ বলেন, সেই লোভ সযত্নে জয় করবেন; এই উভয় ব্যসনবর্গ লোভজাত।

৫০। পানমক্ষাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব মৃগয়া চ যথাক্রমম্।
এতৎ কষ্টতমং বিদ্যাচ্চতুষ্কং কামজে গণে॥

কামজ ব্যসনবর্গে মদ্যপান, অক্ষক্রীড়া, স্ত্রীসম্ভোগ, মৃগয়া যথাক্রমে এই চারটিকে সর্বাপেক্ষা কষ্টকর জানবে।

৫১। দণ্ডস্য পাতনঞ্চৈব বাক্‌পারুষ্যার্থদূষণে।
ক্রোধজেপি গণে বিদ্যাৎ কষ্টমেৎত্রিকং সদা॥

দণ্ডপারুষ্য, বাক্‌পারুষ্য, অর্থাপহরণ বা অবশ্য দেয় অর্থ না দেওয়া—ক্রোধজ ব্যসন বর্গে এই তিনটিকে সর্বদা কষ্টকর বলে জানবে।

৫২। সপ্তকস্যাস্য বর্গস্য সর্বত্রৈবানুষঙ্গিণঃ।
পূর্বং পূর্বং গুরুতরং বিদ্যাদ্ব্যসনমাত্মবান্॥

সকল রাজাতেই বিদ্যামান উক্ত সাতটি ব্যসনের মধ্যে পূর্ব পূর্বটিকে গুরুতর ব্যসন বলে জানবেন।

৫৩। ব্যসনস্য চ মৃত্যোশ্চ ব্যসনং কষ্টমুচ্যতে।
ব্যাসন্যধোহধো ব্রজতি স্বর্যাত্যব্যসনী মৃতঃ॥

ব্যসন ও মৃত্যুর মধ্যে ব্যসনকে (অধিক) কষ্টকর বলা হয়। ব্যসনাসক্ত ব্যক্তি ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হয়, অব্যসনী ব্যক্তি মৃত হয়ে স্বর্গে গমন করে।

৫৪। মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্ কুলোদগতান্।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্বীত পরীক্ষিতান্॥

কুলক্রমাগত, শাস্ত্রজ্ঞ, বীর, যার অস্ত্রবিদ্যা দৃষ্ট এমন লোক, উচ্চবংশজাত—এইরূপ সাত আটজন পরীক্ষিত ব্যক্তিকে সচিব করবেন।

৫৫। অপি যৎ সুকরং কর্ম তদপ্যেকেন দুষ্করম্।
বিশেষতোঽসহায়েন কিন্তু রাজ্যং মহোদয়ম্॥

যে কাজ সুকর তাও একার পক্ষে দুষ্কর। বিশেষতঃ মহাফলপ্রদ রাজ্য সহায়হীন ব্যক্তিকর্তৃক কি করে (শাসিত হতে পারে)।

৫৬। তৈঃ সার্ধং চিন্তয়েন্নিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহম্।
স্থানং সমুদয়ং গুপ্তিং লব্ধপ্রশমনানি চ॥

তাঁদের সঙ্গে সর্বদা সাধারণ সন্ধি ও যুদ্ধের বিষয়, (দণ্ড, কোষ, পুর, রাষ্ট্রাত্মক চার) স্থান, (ধান্য স্বর্ণাদির) উৎপত্তিস্থান, নিজের ও রাষ্ট্রের রক্ষা, লব্ধধনের সৎপাত্রে দান প্রভৃতি আলোচনা করবেন।

৫৭। তেষাং স্বং স্বমভিপ্রায়মুপলভ্য পৃথক্ পৃথক্।
সমস্তানাঞ্চ কার্যেষু বিদধ্যাদ্ধিতমাত্মনঃ॥

তাঁদের নিজ নিজ মত পৃথক্‌ভাবে ও সম্মিলিতভাবে জেনে নিজের হিতকার্য করবেন।

৫৮। সর্বেষাস্তু বিশিষ্টেন ব্রাহ্মণেন বিপশ্চিতা।
মন্ত্রয়েৎ পরমং মন্ত্রং রাজা ষাড়্‌গুণ্যসংযুতম্॥

সকল সচিবের মধ্যে বিশিষ্ট বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের সঙ্গে ষাড়্‌গুণ্য[৩] বিষয়ক অতীব গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণা করবেন।

৫৯। নিত্যং তস্মিন্ সমাশ্বস্তঃ সর্বকার্যাণি নিক্ষিপেৎ।
তেন সার্ধং বিনিশ্চিত্য ততঃ কর্ম সমারভেৎ॥

সর্বদা তাঁর উপরে বিশ্বাসপূর্বক সকল কাজ অর্পণ করবেন। তাঁর সঙ্গে স্থির করে কাজ।
আরম্ভ করবেন।

৬০। অন্যানপি প্রকুর্বীত শুচীন্ প্রাজ্ঞানবস্থিতান্।
সম্যগর্থসমাহর্তৄনমাত্যান্ সুপরীক্ষিতা॥

অন্য পবিত্র, প্রাজ্ঞ, কর্মকুশল, ন্যায্য উপায়ে ধনার্জনকারী অন্য ব্যক্তিগণকেও উত্তমরূপে পরীক্ষা করে অমাত্য[৪] নিযুক্ত করবেন।

৬১। নির্বর্তেতাস্য যাবদ্ভিরিতিকর্তব্যতা নৃভিঃ।
তবতোহতন্দ্রিতান্ দক্ষান্ প্রকুর্বীত বিচক্ষণান্॥

যতজন লোকের দ্বারা কার্যসমূহ নিষ্পন্ন হয়, ততজন অনলস, দক্ষ, বিচক্ষণ লোক নিযুক্ত করবেন।

৬২। তেষামর্থে নিযুঞ্জীত শূরান্ দক্ষান্ কুলোদ্‌গতান্।
শুচীনাকরকর্মান্তে ভীরূনন্তনির্বেশনে॥

তাঁদের মধ্যে বীর, কর্মকুশল ও উচ্চ বংশজাত ব্যক্তিগণকে অর্থবিষয়ে, সৎ ব্যক্তিগণকে খনি ও ইক্ষুধান্যাদিসংগ্রহস্থানে এবং ভীরু ব্যক্তিগণকে অন্তঃপুরে নিযুক্ত করবেন।

৬৩। দূতঞ্চৈব প্রকুর্বীত সর্বশাস্ত্রবিশারদম্।
ইঙ্গিতকারচেষ্টজ্ঞং শুচিং দক্ষং কুলোদ্‌গতম্॥

সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী, ইঙ্গিত, আকার ও করাস্ফালনাদিক্রিয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, শুচি, দক্ষ ও উচ্চকুলজাত ব্যক্তিকে দূত নিযুক্ত করবেন।

৬৪। অনুরক্তঃ শুচির্দক্ষঃ স্মৃতিমান্ দেশকালবিৎ।
বপুষ্মান্ বীতভীর্বাগ্মী দূতো রাজ্ঞঃ প্রশস্যতে॥

রাজার অনুরক্ত, শুচি, দক্ষ, স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, দেশকালজ্ঞ, রূপবান্, নির্ভীক, বাগ্মী দূত প্রশংসিত হয়।

৬৫। অমাত্যে দণ্ড আয়ত্তো দণ্ডে বৈনয়িকী ক্রিয়া।
নৃপতৌ কোষরাষ্ট্রে চ দূতে সন্ধিবিপর্যয়ৌ॥

দণ্ড অমাত্যের, বিনয়ক্রিয়া (শিল্প) দণ্ডের, কোষ ও রাষ্ট্র রাজার এবং সন্ধি ও বিগ্রহ (যুদ্ধ) দূতের আয়ত্তাধীন।

৬৬। দূত এব হি সন্ধত্তে ভিনত্ত্যেব চ সংহতান্।
দূতস্তৎ কুরুতে কর্ম ভিদ্যন্তে যেন মানবাঃ॥

দূতই (বিবদমান রাজাদের) সংহত করাতে পারেন, সংহত রাজাগণের মধ্যে ভেদসৃষ্টি করতে পারেন; দূত সেই কাজ করেন, যাতে মানুষের মধ্যে ভেদসৃষ্টি হয়।

৬৭। স বিদ্যাদস্য কৃত্যেষু নিগূঢ়েঙ্গিতচেষ্টিতৈঃ।

আকারমিঙ্গিতং চেষ্টাং ভৃত্যেষু চ চিকীর্ষিতম্॥

তিনি শত্রু রাজার কার্যসমূহে (তাঁর অনুচরের) গূঢ় ইঙ্গিত ও চেষ্টা দ্বারা তাঁর অভিপ্রায়, ইঙ্গিত ও চেষ্টা এবং ভৃত্যবর্গের প্রতি তাঁর কি করার ইচ্ছা, তা জানবেন।

৬৮। বুদ্ধা চ সর্বং তাত্ত্বেন পররাজচিকীর্ষিতম্।
তথা প্রযত্নমাতিষ্ঠেদ্ যথাত্মানং ন পীড়য়েৎ॥

শত্রুরাজার সব অভিপ্রায় প্রকৃতরূপে জেনে তেমন চেষ্টা করবেন, যাতে নিজের কষ্ট না হয়।

৬৯। জাঙ্গলং শস্যসম্পন্নমার্যপ্রায়মনাবিলম্।
রম্যমানতসামন্তং স্বাজীব্যং দেশমাবসেৎ॥

রাজা এমনস্থানে বাস করবেন যেখানে জল, তৃণ অল্প, বায়ু, প্রচুর রৌদ্রতাপ, বহু শস্য আছে, অনেক ধার্মিক লোক বাস করেন, যা রোগাদি শূন্য, সুন্দর, যেখানে নিকটস্থ অরণ্যবাসী প্রভৃতি লোক রাজার অনুগত ও (কৃষিবাণিজ্যাদি) জীবিকা সুলভ।

৭০। ধন্বদুর্গং মহীদুর্গব্‌মদুর্গং র্বাক্ষমেব বা।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎ পুরান্॥

ধন্বদুর্গ, মহীদুর্গ, জলদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, নৃদুর্গ, বা গিরিদুর্গ আশ্রয় করে নগরে বাস করবেন।

৭১। সর্বেণ তু প্রযত্নেন গিরিদুর্গং সমাশ্রয়েৎ।
এষাং হি বাহুগুণ্যেন গিরিদুর্গং বিশিষ্যতে॥

সর্বপ্রযত্নে গিরিদুর্গ আশ্রয় করবেন। এই দুর্গগুলির মধ্যে বহুগুণ হেতু গিরিদুর্গ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

৭২। ত্রীণ্যাদ্যান্যাশ্রিতাস্ত্বেষাং মৃগগর্তাশ্রয়াপ্সরাঃ।
ত্রীণ্যুত্তরাণি ক্রমশঃ প্লবঙ্গমনরামবাঃ॥

এদের প্রথম তিনটিতে হরিণ, গর্তবাসী (মূষিকাদি) ও অপ্সরাগণ আশ্রয় নেয়। পরের তিনটিতে থাকে যথাক্রমে বানর, মানুষ ও দেবতা।

৭৩। যথা দুর্গাশ্রিতানেতান্ নোপহিংসন্তি শত্রবঃ।
তথারয়ো ন হিংসন্তি নৃপং দুর্গসমাশ্রিতম্॥

যেমন দুর্গাশ্রিত এই জীবগণকে শত্রুগণ বধ করতে পারে না, তেমন দুর্গবাসী রাজাকেশত্রুরা হত্যা করতে পারে না।

৭৪। একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থো ধনুর্ধরঃ।

শতং দশসহস্রাণি তস্মাদ্দুর্গং বিধীয়তে॥

প্রাচীরস্থ একজন ধনুর্ধারী এক শত লোকের সঙ্গে, একশত লোক দশ হাজার লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে। সেজন্যই দুর্গ বিহিত হয়।

৭৫। তৎ স্যাদায়ুধসম্পন্নং ধনধান্যেন বাহনৈঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ শিল্পিভির্যন্ত্রৈর্যবসেনোদকেন চ॥

সেই দুর্গে অস্ত্র, ধন, ধান্য, বাহন, ব্রাহ্মণ, শিল্পী, যন্ত্র (machine), পশুখাদ্য ও জল থাকবে।

৭৬। তস্য মধ্যে সুপর্যাপ্তং কারয়েদ্গৃহমাত্মনঃ।
গুপ্তং সর্বর্তুকংশুভ্রং জলবৃক্ষসমন্বিতম্॥

তার মধ্যে রাজা অতি প্রশস্ত, রক্ষিত, সকল ঋতুজাত ফুলপুষ্পাদিসম্পন্ন, সুধাধবলিত (চুনকাম করা), জল ও বৃক্ষসমন্বিত নিজের বাসস্থান নির্মাণ করবেন।

৭৭। তদধ্যাস্যোদ্বহেদ্ভার্যাং সর্বণাং লক্ষণান্বিতাম্।
কুলে মহতি সম্ভূতাং হৃদ্যাং রূপগুণান্বিতাম্॥

সেই গৃহে বাস করে সবর্ণা, সুলক্ষণা, উচ্চবংশজাতা, মনোরমা ও রূপগুণসম্পন্না ভার্যাকে বিবাহ করবেন।

৭৮। পুরোহিতঞ্চ কুর্বীত বৃণুযাদেব চর্ত্বিজম্।
তেহস্য গৃহ্যাণি কর্মাণি কুর্যুর্বৈতানিকানি চ॥

পুরোহিত ও ঋত্বিক্ বরণ করবেন। তাঁরা এঁর গৃহ্য (শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি) ও অগ্নিত্রয় সম্পাদ্য অনুষ্ঠান করবেন।

৭৯। যজেত রাজা ক্রতুভির্বিবিধৈরাপ্তদক্ষিণৈঃ।
ধর্মার্থঞ্চৈব বিপ্রেভ্যো দদ্যাদ্ভোগান্ ধনানি চ॥

নানা প্রকার প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ রাজা সম্পাদন করবেন এবং ধর্মের জন্য ব্রাহ্মণদের ভোগ্য বস্তু ও ধন দিবেন।

৮০। সাংবৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েলিম্।
স্যাচ্চাঙ্গায়পরো লোকে বর্তেত পিতৃবন্নৃষু॥

রাষ্ট্র থেকে বাৎসরিক রাজস্ব বিশ্বস্ত লোক দিয়ে আদায় করবেন। (এই বিষয়ে) শাস্ত্র অনুসরণ করবেন, প্রজাদের কাছে পিতার ন্যায় থাকবেন।

৮১। অধ্যক্ষান্ বিবিধান্ কুর্যাৎ তত্র তত্র বিপশ্চিতঃ।
তেহস্য সর্বাণ্যবেক্ষেরন্ নৃণাং কার্যাণি কুর্বতাম্॥

(হস্তী, অশ্বাদি) বিবিধ (বিভাগে) বিদ্বান্ অধ্যক্ষ নিযুক্ত করবেন। তাঁরা রাজকার্যকারী লোকদের সব কিছু পরিদর্শন করবেন।

৮২। আবৃত্তানাং গুরুকুলাদ্বিপ্রাণাং পূজকো ভবেৎ।
নৃপাণামক্ষয়ো হ্যেষ নিধির্ব্রাহ্মোঽভিধীয়তে॥

গুরুগৃহ থেকে প্রত্যাবৃত্ত ব্রাহ্মণদের পূজা করবেন; কারণ, ব্রাহ্মণকে (প্রদত্ত ধন ধান্যাদি) অবিনশ্বর সম্পদ্ বলে উক্ত হয়।

৮৩। ন তং স্তেনা ন চামিত্রা হবন্তি ন চ নশ্যতি।
তস্মাদ্রাজ্ঞা নিধাতব্যো ব্রাহ্মণেষ্বক্ষয়ো নিধিঃ॥

তাকে চোর বা শত্রু হরণ করে না, তা নষ্ট হয় না; সুতরাং, রাজা কর্তৃক অবিনাশী সম্পদ ব্রাক্ষণসমূহে স্থাপনীয়।

৮৪। ন স্কন্দতে ন ব্যথতে ন বিনশ্যতি কর্হিচিৎ।
বরিষ্ঠমগ্নিহোত্রেভ্যো ব্রাহ্মণস্য মুখে হুতম্॥

(এই নিধি) কখনও নীচে পড়ে না, শুকায় না এবং কখনও নষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণের মুখে[৫] যে হোম করা হয়, তা অগ্নিহোত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৮৫। সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
প্রাধীতে শতসাহস্রমনন্তং বেদপারগে॥

অব্রাহ্মণকে দান সমফল (অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত ফলেব সমান), ব্রাহ্মণব্রুবকে দানে দ্বিগুণ ফল হয়, যে বেদাধ্যয়ন শুরু করেছে তাকে দানের ফল লক্ষগুণ, বেদে পারদর্শী ব্রাহ্মণকে দানের ফল অনন্ত।

৮৬। পাত্রস্য হি বিশেষেণ শ্রদ্দধানতয়ৈব চ।
অল্পং বা বহু বা প্রেত্য দানস্যাবাপ্যতে ফলম্॥

পাত্রেব বৈশিষ্ট্য অনুসারে, শ্রদ্ধাশীলতা হেতু দানের অল্প বা অধিক ফল পরলোকে লাভ হয়।

৮৭। সমোত্তমাধমৈ রাজা ত্বাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নিবর্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্মমনুস্মরন্॥

সমানবলবিশিষ্ট, উত্তম বা অধম ব্যক্তি কর্তৃক (যুদ্ধার্থ) আহুত প্রজাপালক রাজা ক্ষত্রিয়ধর্ম স্মরণ কবে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হবেন না।

৮৮। সংগ্রামেষ্বনিবর্তিত্বং প্রজানাঞ্চৈব পালনম্।
শুশ্রূষা ব্রাহ্মণানাঞ্চ বাজ্ঞাং শ্রেয়স্করং পরম্॥

যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হওয়া, প্রজাপালন ও ব্রাহ্মণ শুশ্রূষা রাজাদের যারপরনাই শ্রেষ্ঠ কাজ।

৮৯। আহবেষু মিথোহন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পবং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ॥

যুদ্ধে পরস্পরের হননেচ্ছায় অতিশয় শক্তি অনুসারে যুদ্ধ করতে করতে রাজারা পরাঙ্মুখ না হলে স্বর্গগমন করেন।

৯০। ন কুটেরায়ুধৈর্যন্যাদ্ যুধ্যমানো রণে রিপুন্।
ন কর্ণিভির্নাপি দিগ্ধৈর্নাগ্নিজ্বলিততেজনৈঃ॥

যুদ্ধ করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে গুপ্ত অস্ত্র, কর্ণাকার ফলকযুক্ত বাণ, বিষাক্ত বাণ ও অমিদীপ্ত ফলক বাণ দ্বারা শত্রুদের হত্যা করবেন না।

৯১। ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্।
ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতিবাদিনম্॥

(নিজে রথারূঢ় হয়ে) ভূমিস্থ ব্যক্তিকে, ক্লীব (নপুংসক), করযোড়ে স্থিত, আলুলায়িত কেশ, উপবিষ্ট ও 'আমি তোমার' বলে (আত্মসমর্পণকারীকে) হত্যা করবেন না।

৯২। ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুম।
নায়ুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্॥

নিদ্রিত, বর্মহীন, উলঙ্গ, নিরস্ত্র, যে যুদ্ধ করে না এমন লোক, যে (শুধু) দেখে (যুদ্ধ করে না) এবং অপরের সঙ্গে যুদ্ধরত ব্যক্তিকে হত্যা করবেন না।

৯৩। নায়ুধব্যসনপ্রাপ্তং নার্তং নাতিপবিক্ষতম্।
ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্মমনুস্মরন্॥

সংলোকের ধর্ম স্মরণ করে ভগ্নাস্ত্র, পীড়িত, অত্যন্ত আহত, ভীত ও পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে হত্যা করবেন না।

৯৪। যস্তু ভীতঃ পবাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ।
ভর্তুর্যদ্দুস্কৃতং কিঞ্চিৎ তৎ সর্বং প্রতিপদ্যতে॥

যে ভীত ও পরঙ্মুখ হয়ে যুদ্ধে শত্রু কর্তৃক নিহত হয়, সে প্রভুর যা কিছু পাপ তা সবই প্রাপ্ত হয়।

৯৫। যচ্চাস্য সুকৃতং কিঞ্চিদমুত্রার্থমুপার্জিতম্।
ভর্তা তৎ সর্বমাদত্তে পরাবৃত্তহতস্য তু॥

পরাঙ্‌মুখ হয়ে যে নিহত হয়, তার পরলোকের জন্য উপার্জিত যা কিছু পুণ্য তার সব প্রভু গ্রহণ করেন।

৯৬। রথাশ্বং হস্তিনং ছত্রং ধনং ধান্যং পশূন্ স্ত্রিয়ঃ।
সর্বদ্রব্যাণি কুপ্যঞ্চ যো যজ্জয়তি তস্য তৎ॥

রথ, অশ্ব, হস্তী, ছত্র, ধন, ধান্য, পশু, স্ত্রীলোক, সকল দ্রব্য, সোনারূপা ছাড়া তামা প্রভৃতি যে যা জয় করে, তারই তা হয়।

৯৭। রাজ্ঞশ্চ দদ্যুরুদ্ধারমিত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ।
রাজ্ঞা চ সর্বযোধেভ্যো দাতব্যপৃথগ্‌জিতম্॥

রাজাকে উৎকৃষ্ট (জিত) দ্রব্য দিবে—এটি বৈদিক শ্রুতি। (সৈন্যগণ কর্তৃক) মিলিতভাবে জিত দ্রব্য রাজা সকল যোদ্ধাদের মধ্যে ভাগ করে দিবেন।

৯৮। এষোহনুপস্কৃতঃ প্রোক্তো যোধধর্মঃ সনাতনঃ।
তস্মাদ্ধর্মান্ন চ্যবেত ক্ষত্রিয়ো ঘ্নন্ রণে রিপূন্॥

এই অনিন্দিত শাশ্বত যোদ্ধধর্ম বলা হল। ক্ষত্রিয় যুদ্ধে শত্রুহত্যা করতে করতে এই ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হবেন না।

৯৯। অলব্ধঞ্চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ।
বক্ষিতং বর্ধয়েচ্চৈব বৃদ্ধং পাত্রেষু নিক্ষিপেৎ॥

যা লাভ করা হয়নি তা লাভের ইচ্ছা করবেন, যা লব্ধ হয়েছে তা যত্নসহকারে রক্ষা করবেন, যা রক্ষিত হয়েছে তা বাড়াবেন, যাকে বাড়ান হল তা সৎপাত্রে দান করবেন।

১০০। এতচ্চতুর্বধং বিদ্যাং পুরুষার্থপ্রয়োজনম্।
অস্য নিত্যমনুষ্ঠানং সম্যক্‌কুর্যাদতন্দ্রিতঃ॥

এই চার প্রকার স্বর্গাদি পুরুষার্থের প্রয়োজন বলে জানবেন। অনলসভাবে সর্বদা এর অনুষ্ঠান করবেন।

১০১। অলব্ধমিচ্ছেদ্দণ্ডেন লব্ধং রক্ষেদবেক্ষয়া।
রক্ষতিং বর্ধয়েদ্‌বৃদ্ধ্যা বৃদ্ধং পাত্রেষু নিক্ষিপেৎ॥

যা লব্ধ হয়নি তাকে দণ্ড দ্বারা পেতে ইচ্ছা করবেন, যা লব্ধ হয়েছে তাকে পর্যবেক্ষণের সহিত রক্ষা করবেন, যা রক্ষিত হয়েছে তাকে (স্থল জল পথে বাণিজ্যাদি) বৃদ্ধির উপায়ের দ্বারা বাড়াবেন, যা বর্ধিত হয়েছে তাকে সৎপাত্রে দান করবেন।

১০২। নিত্যমুদ্যতদণ্ডঃ স্যান্নিত্যং বিবৃতপৌরুষঃ।
নিত্যং সংবৃতসংবার্যো নিত্যং ছিদ্রানুসার্যারেঃ॥

প্রতিদিন হস্তী অশ্বদির যুদ্ধাদিশিক্ষা করাবেন, প্রতিদিন পৌরুষ প্রকাশ করবেন, প্রতিদিন গোপনীয় বিষয় গুপ্ত রাখবেন। প্রতিদিন শত্রুর দোষানুসন্ধান করবেন।

১০৩। নিত্যমুদ্যতদণ্ডস্য কৃৎস্নমুদ্বিজতে জগৎ।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি দণ্ডেনৈব প্রসাধয়েৎ॥

প্রতিদিন হস্তী অশ্বদিকে শিক্ষাদান করলে সমগ্র জগৎ (রাজার ভয়ে) উদ্বিগ্ন থাকে। সুতরাং সকল জীবকে দণ্ড দ্বারাই বশীভূত করবেন।

১০৪। অমায়য়ৈব বর্তেত ন কথঞ্চন ময়য়া।
বুধ্যেতারিপ্রযুক্তাঞ্চ মায়াং নিত্যং স্বসংবৃতঃ॥

অকপটভাবে থাকবেন, কখনও কপটভাবে নয়। সর্বদা নিজের দুর্বলতা ঢেকে রেখে শত্রুপ্রযুক্ত কপটতা বুঝবেন।

১০৫। নাস্য চ্ছিদ্রং পরো বিদ্যাৎ বিদ্যাচ্ছিদ্রং পরস্য তু।
গৃহেৎ কূর্ম ইবাঙ্গানি বক্ষেদ্‌বিবরমাত্মনঃ॥

তাঁর দুর্বলতা শত্রু জানতে না পারে, কিন্তু শত্রুর দুর্বলতা জানবেন, কচ্ছপের ন্যায় (অমাত্যাদি) অঙ্গসমূহ রক্ষা করবেন, নিজের প্রজাভেদ রূপ দোষের প্রতিকার করবেন।

১০৬। বকবচ্চিন্তয়েদর্থান্ সিংহবচ্চ পরাক্রমেৎ।
বৃকবচ্চাবলুম্পেত শশবচ্ছ বিনিষ্পতেৎ॥

বকের ন্যায় বিষয়সমূহের চিন্তা করবেন, সিংহের ন্যায় পরাক্রম করবেন, বৃকের ন্যায় অপহরণ করবেন এবং শশকের ন্যায় পলায়ন করবেন।

১০৭। এবং বিজয়মানস্য যেহস্য স্যুঃ পরিপন্থিনঃ।
তানানয়েদ্‌বশং সর্বান্ সামাদিভিরুপক্রমৈঃ॥

এইরূপে বিজয়লাভ করতে করতে যারা তাঁর প্রতিকূল হবে, তাদের সামাদি৫ উপায়সমূহদ্বারা বশে আনবেন।

১০৮। যদি তে তু ন তিষ্ঠেযুরুপায়ৈঃ প্রথমৈস্ত্রিভিঃ।
দণ্ডেনৈব প্রসহ্যৈতাঞ্ছনকৈর্বশমানয়েৎ॥

যদি তারা (সাম, দান, ভেদ এই) প্রথম তিন উপায়ে নিবৃত্ত না হয়, তাহলে বলপূর্বক দণ্ডের দ্বারাই ধীরে ধীরে এদের বশীভূত করবেন।

১০৯। সামাদীনামুপায়ানাং চতুর্ণামপি পণ্ডিতাঃ।
সামদণ্ডৌ প্রশংসন্তি নিত্যং রাষ্ট্রাভিবৃদ্ধয়ে॥

সামাদি চার উপায়ের মধ্যে পণ্ডিতগণ রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য সর্বদা সাম ও দণ্ডের প্রশংসা করেন।

১১০। যথোদ্ধরতি নির্দাতা কক্ষং ধান্যঞ্চ রক্ষতি।
তথা রক্ষেন্ নৃপো রাষ্ট্রং হন্যাচ্চ পরিপন্থিনঃ॥

যে ধান কাটে, সে যেমন তৃণাদি উৎপাটন করে এবং ধান রক্ষা করে, তেমনই রাজা রাষ্ট্র রক্ষা করবেন এবং প্রতিকুলাচারীদের নিহত করবেন।

১১১। মোহাদ্রাজা স্বরাষ্ট্রং যঃ কর্ষয়ত্যনবেক্ষয়া।
সোহচিরাদ্‌ভ্রশ্যতে রাজ্যাজ্জীবিতাচ্চ সবান্ধবঃ॥

যে রাজা মোহবশে নিজের রাজ্যকে (অর্থাৎ প্রজাগণকে) দুষ্টশিষ্ট জ্ঞানাভাবে (অশাস্ত্রীয় ধনগ্রহণ ও মারণাদি দ্বারা) পীড়া দেন, তিনি সবান্ধব রাজ্যভ্রষ্ট ও প্রাণে নষ্ট হন।

১১২। শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা।
তথা রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ষণাৎ॥

শরীর শোষণ হেতু যেমন প্রাণীদের প্রাণ ক্ষীণ হয়, তেমনই রাজাদেরও প্রাণ রাষ্ট্র পীড়ন হেতু ক্ষীণ হয়।

১১৩। রাষ্ট্রস্য সংগ্রহে নিত্যং বিধানমিদমাচরেৎ।
সুসংগৃহীতরাষ্ট্রো হি পার্থিবঃ সুখমেধতে॥

রাষ্ট্রের রক্ষায় সর্বদা এই ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। যে বাজার রাষ্ট্র সুরক্ষিত, তিনি সুখে উন্নতি লাভ করবেন।

১১৪। দ্বয়োস্ত্রয়াণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুল্মমধিষ্ঠিতম্।
তথা গ্রামশতানাঞ্চ কুর্যাদ্রাষ্ট্রস্য সংগ্রহম্॥

দুই, তিন, পাঁচ ও শত গ্রামের মধ্যে একটি রাজ্যের রক্ষাস্থানরূপ একটি গুল্ম[৬] প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

১১৫। গ্রামস্যাধিপতিং কুর্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা।
বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ॥

এক, দশ, বিশ, শত ও সহস্রগ্রামের (উপরে পৃথক্ পৃথক) অধিপতি নিযুক্ত করবেন।

১১৬। গ্রামে দোষান্ সমুৎপন্নান্ গ্রামিকঃ শনকৈঃ স্বয়ম্।
শংসেদ্গ্রামদশেশায় দশেশো বিংশতীশিনে॥

গ্রামে উৎপন্ন (চৌর্যাদি) দোষ গ্রামপতি (স্বয়ং অক্ষম হলে) ধীরে ধীরে দশ গ্রামপতিকে, দশপতি (অক্ষম হলে) বিশগ্রামাধিপতিকে জানাবেন।

১১৭। বিংশতীশস্তু তৎ সর্বং শতেশায় নিবেদয়েৎ।
শংসেদ্গ্রামশতেশস্তু সহস্রপতয়ে স্বয়ম্॥

বিশ গ্রামপতি সেই সব শতগ্রামপতিকে জানাবেন। শতগ্রামপতি সহস্রপতিকে নিজে জানাবেন।

১১৮। যানি রাজপ্রদেয়ানি প্রত্যহং গ্রামবাসিভিঃ।
অন্নপানেন্ধনাদীনি গ্রামিকস্তান্যবাপ্নুয়াৎ॥

প্রতিদিন গ্রামবাসিগণ কর্তৃক রাজাকে দেয় অন্ন, পানীয়, ইন্ধনাদি গ্রামিক (তাঁর ভরণপোষণের জন্য) পাবেন।

১১৯। দশী কুলন্তু ভুঞ্জীত বিংশী পঞ্চকুলানি চ।
গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষঃ সহস্রাধিপতিঃ পুরম্॥

দশগ্রামপতি এককুল[৭] ও বিশপতি পাঁচকুল ভোগ করবেন। শত গ্রামপতি একটি গ্রাম, সহস্রপতি একটি নগর ভোগ করবেন।

১২০। তেষাং গ্রাম্যাণি কার্যাণি পৃথক্কার্যাণি চৈব হি।
রাজ্ঞোহন্যঃ সচিবঃ স্নিগ্ধস্তানি পশ্যেদতন্দ্রিতঃ॥

সেই গ্রামবাসীদের (পরস্পরের বিবাদ হলে) যে সকল গ্রাম্য কার্য এবং কৃত অকৃত পৃথক কার্য সেইগুলি বাজার অন্য হিতকারী সচিব অনলসভাবে দেখবেন।

১২১। নগরে নগরে চৈবং কুর্যাৎ সর্বার্থচিন্তকম্।
উচ্চৈঃ স্থানং ঘোররূপং নক্ষত্রাণামিব গ্রহম্॥

নক্ষত্রগণের মধ্যে গ্রহের ন্যায় প্রতিনগরে সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক, সর্বোপরি প্রধান, (হস্তী অশ্বাদি দ্বারা) ভীতিজনক একজনকে (অধিপতি) করবেন।

১২২। স তাননুপরিক্রামেৎ সর্বানেব সদা স্বয়ম্।
তেষাং বৃত্তং পরিণয়েৎ সম্যগ্রাষ্ট্রেষু তচ্চরৈঃ॥

তিনি নিজে সর্বদা (সেই গ্রামপতি প্রভৃতি) সকলের অনুগমন করবেন। রাজ্যে তাঁদের (গ্রামাধিপতি প্রভৃতি ও নগরাধিপতিদের) আচরণ চরের দ্বারা যথাযথভাবে অবগত হবেন।

১২৩। রাজ্ঞো হি রক্ষাধিকৃতাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ।
ভূতা ভবন্তি প্রায়েণ তেভ্যো রক্ষেদিনাঃ প্রজাঃ॥

রাজার (প্রজা) রক্ষণে নিযুক্ত ভৃত্যগণ প্রায়ই পরধনগ্রাহী ও শঠ হয়; তাদের কাছ থেকে এই প্রজাগণকে রক্ষা করবেন।

১২৪। যে কার্যিকেভ্যোহর্থমেব গৃহ্ণীয়ু পাপচেতসঃ।
তেষাং সর্বস্বমাদায় রাজা কুর্যাৎ প্রবাসনম্॥

যে পাপাত্মাগণ কাযার্থীদের কাছ থেকে অর্থগ্রহণ করে, তাদের সর্ব নিয়ে রাজা স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত করবেন।

১২৫। রাজকর্মসু যুক্তানাং স্ত্রীণাং প্রেষ্যজনস্য চ।
প্রত্যহং কল্পয়েদ্‌বৃত্তিং স্থানকর্মানুরূপতঃ॥

রাজকার্যে নিযুক্ত স্ত্রীলোক ও কর্মকরগণের (উত্তম, মধ্যম, অধম) স্থান (পদ?) ও কর্মানুসারে প্রতিদিন বৃত্তির ব্যবস্থা করবেন।

১২৬। পণো দেয়োহবকৃষ্টস্য যড়ুৎকৃষ্টস্য বেতন।
ষান্মাসিকস্তথাচ্ছাদো ধান্যদ্রোণস্তু মাসিকঃ॥

নিকৃষ্ট কর্মকরকে প্রতিদিন দেয় একপণ, উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে ছয় পণ এবং ছয় মাসে একজোড়া বস্ত্র ও মাসে একদ্রোণ ধান দেয়।

১২৭। ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ম্।
যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজো দাপয়েৎ করান্॥

ক্রয় (মুল্য), বিক্রয় (মুল্য), পথে (ব্যয়), খোরাকখরচ, অর্জন ও রক্ষণ প্রভৃতি বিবেচনা করে বণিক্‌দিগকে কর দেওয়াবেন।

১২৮। যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্তা চ কর্মাণাম্।
তথাবেক্ষ্য নৃপো রাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান্॥

যাতে রাজা ও বণিক্ আপন আপন কার্যের (যথাযথ) ফললাভ করেন, তা বিবেচনাপূর্বক রাজা রাজ্যে সর্বদা করের ব্যবস্থা করবেন।

১২৯। যথাল্পাল্পমদন্ত্যাদ্যং বার্যোকোবৎসষ্টপদাঃ।
তথাল্পাল্পো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদ্রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ॥

যেমন জোঁক, বাছুর ও মৌমাছি অল্প অল্প করে খাদ্য গ্রহণ করে, তেমনই রাজা অল্প অল্প করে রাজ্য থেকে বার্ষিক কর গ্রহণ করবেন।

১৩০। পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানমষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা॥

রাজা পশু ও সোনার পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ, ধানের অষ্টম, ষষ্ঠ বা দ্বাদশ ভাগ গ্রহণ করবেন।

১৩১। আদদীতাথ ষড়্ভাগং দ্রুমাংসমধুসর্পিষাম্।
গন্ধৌষধিরনাঞ্চ পুষ্প-মূল-ফলস্য চ॥

গাছ, মাংস, মধু, ঘি, গন্ধদ্রব্য, ওষধি, (বৃক্ষাদির) রস, ফুল, মূল ও ফলের ষষ্ঠভাগ আদায় করবেন।

১৩২। পত্র-শাক-তৃণানাঞ্চ বৈদলস্য চ চর্মণাম্।
মৃন্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানং সর্বস্যাশ্মময়স্য চ॥

পাতা, শাক, ঘাস, বাঁশের দ্রব্য, চামড়ার জিনিস, মাটির ভাণ্ড ও সকল পাথরের দ্রব্যের (যষ্ঠভাগ আদেয়)।

১৩৩। ম্রিয়মাণোহপ্যাদদীত ন রাজা শ্রোত্রিয়াৎ করম্।
ন চ ক্ষুধাস্য সংসীদেৎশ্রোত্রিয়া বিষয়ে বসন্॥

রাজা মুমূর্ষু হলেও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ থেকে কর গ্রহণ করবেন না। তাঁর রাজ্যে বাস করে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় যেন পীড়িত না হন।

১৩৪। যস্য রাজ্ঞস্তু বিষয়ে শ্রোত্রিয়ঃ সীদতি ক্ষুধা।
তস্যাপি তৎক্ষুধা রাষ্ট্রমচিরেণৈব সীদতি।

যে রাজার রাজ্যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ক্ষুধাপীড়িত হন, তাঁর রাজ্যও শীঘ্রই ক্ষুধাক্লিষ্ট হয়।

১৩৫। শ্রুতবৃত্তে বিদিত্বাস্য বৃত্তিং ধর্ম্যাং প্রকল্পয়েৎ।
সংরক্ষেৎ সর্বতশ্চৈনং পিতা পুত্রমিবৌরসম্॥

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বেদবিদ্যা ও চরিত্র জেনে তাঁর ধর্মসম্মত জীবিকার ব্যবস্থা করবেন। পিতা যেমন ঔরস পুত্রকে করেন, তেমনই সর্বপ্রকারে এঁকে রক্ষা করবেন।

১৩৬। সংরক্ষ্যমাণো রাজ্ঞা যং কুরুতে ধর্ম্মমন্বহম্।
তেনায়ুর্বর্ধতে রাজ্ঞো দ্রবিণং রাষ্ট্রমেব চ॥

তিনি রাজা কর্তৃক রক্ষিত হয়ে প্রত্যহ যে ধর্মানুষ্ঠান করেন, তার দ্বারা রাজার আয়ু, সম্পত্তি ও রাজ্যের বৃদ্ধি হয়।

১৩৭। যৎকিঞ্চিদপি বর্ষস্য দাপয়েৎ করসংজ্ঞিতম্।
ব্যবহারেণ জীবন্তং রাজা রাষ্ট্রে পৃথগ্‌জনম॥

রাজ্যে (শাকাদিসামান্য) দ্রব্যের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকার্জনকারী সাধারণ লোককে রাজা বছরে কর বলে সামান্য কিছু দেওয়াবেন।

১৩৮। কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্মোপজীবিনঃ।
একৈকং কারয়েৎ কর্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ॥

রাজা (পাচকাদি) কারুক, (কর্মকার স্বর্ণকারাদি) শিল্পী এবং গায়ে খেটে খাওয়া শূদ্রদের মাসে মাসে এক এক দিন কর্ম (বিনা বেতনে) করিয়ে নিবেন।

১৩৯। নোচ্ছিন্দ্যাদাত্মনো মূলং পরেষাঞ্চাতিতৃষ্ণয়া।
উচ্ছিন্দন্ হ্যাত্মনো মুলমাত্মানং অংশ্চ পীড়য়েৎ ॥

অতিলোভবশতঃ নিজের এবং পরের মূলোচ্ছেদ করবেন না। নিজের মুলোচ্ছেদ করে নিজেকে এবং তাদের কষ্ট দেওয়া হয়।

১৪০। তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চ স্যাৎ কার্যং বীক্ষ্য মহীপতিঃ।
তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চৈব রাজা ভবতি সম্মতঃ॥

কার্য বিচেনায় রাজা কঠোর ও কোমল হবেন ; (সময়বিশেষে) কঠোর ও কোমল রাজা (লোকের) প্রিয় হন।

১৪১। অমাত্যমুখ্যং ধর্মজ্ঞং প্রাং দান্তং কুলোদগতম্।
স্থাপযেদাসনে তস্মিন্ খিন্নঃ কার্যেক্ষণে নৃণাম্ ॥

লোকের কার্য পর্যবেক্ষণে ক্লান্ত (রাজা) বিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, উচ্চকুলজাত প্রধান অমাত্যকে সেই কার্যদর্শনস্থানে স্থাপন করবেন।

১৪২। এবং সর্বং বিধায়েদমিতিকর্তব্যমাত্মনঃ।
যুক্তশ্চৈবাপ্রমত্তশ্চ পরিরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ॥

এইরূপে নিজের যাবতীয় কর্তব্য কর্ম করে উৎসাহসম্পন্ন ও প্রমাদরহিত হয়ে এই প্রজাগণকে রক্ষা করবেন।

১৪৩। বিক্রোশন্ত্যো যস্য রাষ্ট্রদ্ধ্রিয়ন্তে দস্যুভিঃ প্রজাঃ।
সম্পশ্যতঃ সভৃত্যস্য মৃতঃ স ন তু জীবতি ॥

ভৃত্যলহস্থিত যে রাজার চোখের সামনে রাজ্য থেকে আর্তনাদকারী প্রজাগণ দস্যুগণ কর্তৃক অপহৃত হয়, সেই রাজা মৃত, জীবিত নয়।

১৪৪। ক্ষত্রিয়স্য পরো ধর্মঃ প্রজানামেব পালনম্।
নির্দিষ্টফলভোক্তা হি রাজা ধর্মেণ যুজ্যতে॥

প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। শাস্ত্রোক্ত করাদি ভোগী রাজা ধর্মযুক্ত হন।

১৪৫। উত্থায় পশ্চিমে যামে কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ।
হুতাগ্নির্ব্রাহ্মণাংশ্চার্চ প্রবিশেৎ স শুভাং সভাম্ ॥

রাত্রির শেষ প্রহরে উঠে শৌচকর্ম করে সমাহিত চিত্তে অগ্নিতে হোমানন্তর ব্রাহ্মণগণকে অর্চনা করে (বাস্তুর) সুলক্ষণাদিযুক্ত সভায় প্রবেশ করবেন।

১৪৬। তত্র স্থিতঃ প্রজাঃ সর্বাঃ প্রতিনন্দ্য বিসর্জয়েৎ।
বিসৃজ্য চ প্রজাঃ সর্বাঃ মন্ত্রয়েৎ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥

সেখানে স্থিত সকল প্রজাকে অভিনন্দন করে বিদায় দিবেন, সকল প্রজাকে বিদায় দিয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করবেন।

১৪৭। গিরিপৃষ্ঠং সমারুহ্য প্রাসাদং বা রহোগতঃ।
অরণ্যে নিঃশলাকে বা মন্ত্রয়েদবিভাবিতঃ ॥

পর্বতোপরি আরোহণ করে বা প্রাসাদে নির্জন স্থানে অথবা জনহীন বনে মন্ত্রণা করবেন, যেন (মন্ত্রণাভেদকারী ব্যক্তিগণ) দেখতে না পায়।

১৪৮। যস্য মন্ত্রন জানন্তি সমাগম্য পৃথগ্জনাঃ।
স কৃৎস্নাংপৃথিবীং ভুঙ্‌ক্তে কোষহীনোঽপিপার্থিবঃ ॥

(মন্ত্রী ভিন্ন) অন্য লোক এসে যাঁর মন্ত্রণা জানতে না পারে, তিনি অল্পধন হয়েও সমগ্র পৃথিবী ভোগ করবেন।

১৪৯। জড়মূকান্ধবধিবাংস্তৈর্যগ্‌যোনান্ বয়োঽতিগান্।
স্ত্রীম্লেচ্ছব্যাধিতব্যঙ্গান্ মন্ত্রকালেঽপসারয়েৎ ॥

মন্ত্রণাকালে জড়বুদ্ধি, বোবা, অন্ধ, কালা, হীনযোনি (কথাবলা শুকাদি), অতিবৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, ম্লেচ্ছ, রুগ্ন, অঙ্গহীন ব্যক্তি—এদের অপসারণ করবেন।

১৫০। ভিন্দন্ত্যমতা মন্ত্রং তৈর্যগ্‌যোনাস্তথৈব চ।
স্ত্রিয়শ্চৈব বিশেষেণ তস্মাৎ তত্রাতদৃতো ভবেৎ॥

অপমানিত লোক, হীনযোনি (পাখী প্রভৃতি), বিশেষতঃ স্ত্রীলোক মন্ত্রভেদ করে ; সুতরাং তাদের সম্বন্ধে সতর্ক হবেন।

১৫১। মধ্যন্দিনেঽর্ধরাত্রে বা বিশ্রান্তে বিগতক্লমঃ।
চিন্তয়েদ্ধকামার্থান্ সার্ধং তৈরেক এব বা ॥

মধ্যাহ্নে বা মাঝরাত্রে বিশ্রাম করে ক্লান্তিহীন হয়ে সেই মন্ত্রীদের সঙ্গে বা একা ধর্ম, কাম ও অর্থ চিন্তা করবেন।

১৫২- পরস্পরবিরুদ্ধানাং তেষাঞ্চ সমুপার্জনম্।

১৫৫। কন্যানাং সম্প্রদানঞ্চ কুমারাণাঞ্চ রক্ষণম্ ॥
দুতসম্প্রেষণঞ্চৈব কার্যশেষং তথৈব চ।
অন্তঃপুরপ্রচারঞ্চ প্রাণিধীনাঞ্চ চেষ্টিতম্ ॥
কৃৎস্নঞ্চাষ্টবিধং কর্ম পঞ্চবর্গঞ্চ তত্ত্বতঃ।
অনুরাগাপরাগৌ চ প্রচারং মণ্ডলস্য চ ॥
মধ্যমস্য প্রচারঞ্চ বিজিগীষোশ্চ চেষ্টিতম।
উদাসীনপ্রচারঞ্চ শত্রাশ্চৈব প্রযত্নতঃ ॥

পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম, অর্থ, কামের অর্জন, কন্যাবিবাহ ও রাজপুত্রদের রক্ষণ, দূতপ্রেরণ, অবশিষ্ট কার্য, অন্তঃপুরনারীগণের ব্যবহার, গুপ্তচরদের কার্যকলাপ, প্রকৃতরূপে আটপ্রকার[৮] কাজ, পঞ্চবর্গ[৯], (প্রজাদের) অনুরাগ, বিরাগ ও রাজমণ্ডলের[১০] উদ্দেশ্য, মধ্যম[১১] রাজার মনোভাব, বিজিগীষু রাজার কার্যকলাপ, উদাসীন ও শত্রু রাজার মনোভাব (সম্বন্ধে মন্ত্রণা করবেন)।

১৫৬। এতাঃ প্রকৃতয়ো মূলং মণ্ডলস্য সমাসতঃ।
অষ্টৌ চান্যাঃ সমাখ্যাতা দ্বাদশৈব তু তাঃ স্মৃতাঃ ॥

এই প্রকৃতিগুলি সংক্ষেপে (রাজ) মণ্ডলের মূল। অন্য আটটিও উক্ত হয়, প্রকৃতিগুলি দ্বাদশ বলে কথিত।

১৫৭। অমাত্যরাষ্ট্রদুর্গার্থদণ্ডাখ্যাঃ পঞ্চ চাপরাঃ।
প্রত্যেকংকথিতা হ্যেতাঃ সংক্ষেপেণ দ্বিসপ্ততিঃ ॥

(উক্ত বারটি প্রকৃতির) প্রত্যেকটির অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, অর্থ, দণ্ড এই পাঁচটি (প্রকৃতি); সংক্ষেপে এইগুলি বাহাত্তর সংখ্যক।

১৫৮। অনন্তরমরিং বিদ্যাদরিসেবিনমেব চ।
অরেরনন্তরং মিত্রমুদাসীনং তয়োঃপরম্ ॥

(কোন রাজার) অব্যবহিত পরবর্তী রাজাকে শত্রু এবং শত্রুর সহায়কে শত্রু বলে জানবেন। শত্রুরাজ্যের পরবর্তী রাজাকে মিত্র এবং তাঁদের পরবর্তী রাজ্যের রাজাকে উদাসীন বলে জানবেন।

১৫৯। তান্ সর্বানভিসন্দধ্যাৎ সামাদিভিরুপক্রমৈঃ।
ব্যস্তৈশ্চৈব সমস্তৈশ্চ পৌরুষেণ নয়েন চ॥

সেই সব রাজাকে সামাদি উপায়ের সবগুলি দিয়ে বা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পৌরুষের দ্বারা বা নীতিদ্বারা বশীভূত করবেন।

১৬০। সন্ধিঞ্চ বিগ্রহঞ্চৈব যানমাসনমেব চ।
দ্বৈধীভাবং সংশ্রয়ঞ্চ ষড়্গুণাংশ্চিন্তয়েৎ সদা ॥

সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সংশ্রয়—এই ছয়গুণ সর্বদা চিন্তা করবেন।

১৬১। আসনঞ্চৈব যানঞ্চ সন্ধিং বিগ্রহমেব চ।
কার্যং বীক্ষ্য প্রযুঞ্জীত দ্বৈধং সংশ্রয়মেব চ॥

আসন, যান, সন্ধি, বিগ্রহ, দ্বৈধ ও সংশয় কাজ বুঝে প্রয়োগ করবেন।

১৬২। সন্ধিন্তু দ্বিবিধং বিদ্যাদ্রাজা বিগ্রহমেব চ।
উভে যানাসনে চৈব দ্বিবিধঃ সংশ্রয়ঃ স্মৃতঃ ॥

সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন ও সংশ্রয়—এর প্রতিটি দুই প্রকার।

১৬৩। সমানযানকর্মা চ বিপরীতস্তথৈব চ।
তদা ত্বায়তিসংযুক্তঃ সন্ধির্জ্ঞেয়ো দ্বিলক্ষণঃ ॥

তাৎকালিক ফললাভার্থে বা ভবিষ্যতে ফলপ্রাপ্তির জন্য অন্য রাজার সঙ্গে শত্রুরাজার প্রতি মানাদিবিষয়ক সন্ধি সমানযানকর্মা বলে কথিত হয়, তাৎকালিক ফল বা ভবিষ্যতে ফলার্থী হয়ে যে সন্ধি, তার নাম অসমানযানকর্মা ; এইভাবে সন্ধি দুইপ্রকার।

১৬৪। স্বয়ং কৃতশ্চ কাযার্থর্মকালে কাল এব বা।
মিত্রস্য চৈবাপকৃতে দ্বিবিধ বিগ্রহঃ স্মৃতঃ ॥

অসময়ে বা সময়ে কার্যসিদ্ধির জন্য স্বয়ংকৃত ও মিত্রের প্রতি রাজান্তরকৃত অপকার হলে (মিত্ররক্ষার জন্য) যুদ্ধ হয় ; (তাই) বিগ্রহ দুই প্রকার।

১৬৫। একাকিনশ্চাত্যয়িকে কার্যে প্রাপ্তে যদৃচ্ছায়া।
সংহতস্য চ মিত্রেণ দ্বিবিধং যানমুচ্যতে ॥

অকস্মাৎ শত্রুর বিপদ দেখে (শক্ত হলে) একাকী যাত্রা করবেন, (অশক্ত হলে) মিত্র রাজার সঙ্গে মিলিত হয়ে যাবেন। এভাবে যান দুইপ্রকার।

১৬৬। ক্ষীণস্য চৈব ক্রমশো দৈবাৎ পূর্বকৃতেন বা।
মিত্রস্য চানুরোধেন দ্বিবিধং স্মৃতমাসনম্ ॥

পূর্বজন্মকৃত দুষ্কৃতিবশত বা (ইহলোকে) পূর্বকৃত দুষ্কৃতির ফলে এবং মিত্ররাজার অনুরোধে তাঁর কার্যরক্ষার্থ আসন ; এভাবে আসন দ্বিবিধ।

১৬৭। বলস্য স্বামিনশ্চৈব স্থিতিঃ কার্যার্থসিদ্ধয়ে।
দ্বিবিধং কীর্ত্যতে দ্বৈধং ষাড়্গুণ্যগুণবেদিভিঃ ॥

প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য সেনার একস্থানে অবস্থান, (দুর্গদেশে সেনা সহ) স্বয়ং রাজার অবস্থান—ষাড়্গুণ্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্তৃক এই দুই প্রকার দ্বৈধ কথিত হয়েছে।

১৬৮। অর্থসম্পাদনার্থঞ্চ পীড্যমানস্য শত্রুভিঃ।
সাধুষু ব্যপদেশার্থং দ্বিবিধঃ সংশ্রয়ঃ স্মৃতঃ ॥

শত্রুকর্তৃক পীড়িত হয়ে প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য অন্য রাজার আশ্রয় বা পীড়ন সম্ভাবনায় অমুক রাজা প্রবল রাজার আশ্রয় নিয়েছেন, সজ্জনগণের মধ্যে এইরূপ ঘোষণার জন্য অন্য রাজার আশ্রয়গ্রহণ—সংশ্রয় এই দুই প্রকার।

১৬৯। যদাবগচ্ছেদায়ত্যামাধিক্যং ধ্রুবমাত্মনঃ।
তদাত্বে চাল্পিকাং পীড়াং তদা সন্ধিং সমায়েৎ ॥

যখন বুঝবেন যে, ভবিষ্যতে নিজের উন্নতি নিশ্চিত ও তৎকালে সামান্য কষ্ট হবে, তখন সন্ধি অবলম্বন করবেন।

১৭০। যদা প্রহৃষ্টা মন্যেত সর্বাস্তু প্রকৃতীর্ভৃশম্।
অত্যুচ্ছ্রিতং তথাত্মানং তদা কুর্বীত বিগ্রহম ॥

যখন মনে করবেন, সকল প্রকৃতি অত্যন্ত আনন্দিত এবং নিজে (হস্তী, অশ্ব, কোষাদি এবং উৎসাহ, প্রভু ও মন্ত্র এই তিন শক্তিতে) অতি সমৃদ্ধ, তখন বিগ্রহ করবেন।

১৭১। যদা মন্যেত ভাবেন হৃষ্টং পুষ্টং বলং স্বকম্।
পরস্য বিপরীতঞ্চ তদা যায়দ্রিপুংপ্রতি ॥

যখন বুঝবেন যে নিজের সেনা হৃষ্টপুষ্ট ও শত্রুর বিপরীত ভাব, তখন শত্রুর প্রতি অভিযান করবেন।

১৭২। যদা তু স্যাৎ পরিক্ষীণো বাহনেন বলেন চ।
তদাসীত প্রযত্নেন শনকৈঃ সান্ত্বয়ন্নরীন্ ॥

যখন (নিজের) বাহন ও সেনা অতি ক্ষীণ, তখন সযত্নে ধীরে শত্রুদের (দানাদি দ্বারা) খুশি করে আসন অবলম্বন করবেন।

১৭৩। মন্যেতারিং যদা রাজা সর্বথা বলবত্তরম্।
তদা দ্বিধা বলং কৃত্বা সাধয়েৎ কার্যমাত্মনঃ ॥

যখন রাজা সর্বপ্রকারে শত্রুকে নিজ অপেক্ষা অধিকতর বলশালী বলে মনে করবেন, তখন সেনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে নিজের কার্য সিদ্ধি করবেন।

১৭৪। যদা পরবলানান্তু গমনীয়তমো ভবেৎ।
তদা তু সংশ্রয়েৎ ক্ষিপ্রং ধার্মিকং বলিনং নৃপম্ ॥

যখন (রাজা) শত্রুসৈন্যকর্তৃক অত্যন্ত পরাজয়যোগ্য হবেন, তখন শীঘ্র ধার্মিক প্রবল রাজার আশ্রয় নিবেন।

১৭৫। নিগ্রহং প্রকৃতীনাঞ্চ কুর্যাদ্‌যোহরিবলস্য চ।
উপসেবেত তং নিত্যং সর্বযত্নৈর্গুরুং যথা ॥

যে (রাজার দুষ্ট) প্রকৃতিদের ও শত্রুসৈন্যের নিগ্রহ করেন, তাকে সর্বদা সর্বপ্রযত্নে গুরুর ন্যায় সেবা করবেন।

১৭৬। যদি তত্রাপি সম্পশ্যেদ্দোষং সংশ্রয়কারিতম্।
সুযুদ্ধমেব তত্রাপি নির্বিশঙ্কঃ সমাচরেৎ ॥

যদি তাতেও সংশ্রয়কৃত দোষ দেখেন, তাহলে নির্ভয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধই করবেন।

১৭৭। সর্বোপায়ৈস্তথা কুর্যান্নীতিজ্ঞঃ পৃথিবীপতিঃ।

যথাস্যাভ্যধিক ন স্যুর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ ॥

নীতিজ্ঞ রাজা সকল প্রকারে এমন ভাবে কাজ করবেন, যাতে তাঁর মিত্র, উদাসীন ও শত্রুগণ প্রবল না হয়।

১৭৮। আয়তিং সর্বকাযাণাং তদাত্বঞ্চ বিচারয়েৎ।
অতীতানাঞ্চ সর্বোং গুণদোষৌ চ তত্ত্বতঃ ॥

সকল কার্যের ভবিষ্যৎ ও তৎকালীন অবস্থা এবং সকল অতীত ব্যাপারের গুণ দোষ যথার্থরূপে বিচার করবেন।

১৭৯। আয়ত্যাং গুণদোষজ্ঞস্তদাত্বে ক্ষিপ্রিনিশ্চয়ঃ।
অতীতে কার্যশেষজ্ঞঃ শত্রুভির্নাভিভূয়তে ॥

যিনি ভাবী গুণ ও দোষজ্ঞ এবং বর্তমানে যিনি তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে পারেন ও অতীত কার্যের অবশিষ্ট সম্বন্ধে জানেন, তিনি শত্রুগণের দ্বারা অভিভূত হন না।

১৮০। যথৈনং নাভিসন্দধ্যর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ।
তথা সর্বং সংবিদাধ্যাদেষ সামাসিকো নয়ঃ ॥

যাতে মিত্র, উদাসীন ও শত্রু উৎপীড়ন না করতে পারে, সেইভাবে সকল কাজ করবেন ; এই সংক্ষিপ্ত নীতি।

১৮১। যদা তু যানমাতিষ্ঠেদরিরাষ্ট্রং প্রতি প্রভু।
তদানেন বিধানেন যায়াদবিপুরং শনৈঃ ॥

যখন রাজা শত্রুরাজ্যাভিমুখে অভিযান করবেন, তখন এই নিয়মানুসারে ধীরে শত্রুর নগরের দিকে যাবেন।

১৮২। মার্গশীর্যে শুভে নাসি যায়াদ্যাত্রাং মহীপতিঃ।
ফাল্গুনং বাথ চৈত্রং বা মাসৌ প্রতি যথাবলম্ ॥

শুভ অগ্রহায়ণ মাসে অথবা ফাল্গুনে বা চৈত্রে সৈন্যের যোগ্য কালে রাজা যুদ্ধযাত্রা করবেন।

১৮৩। অনোস্বপি তু কালেযু যদা পশ্যেদ্ ধ্রুবং জয়ম্।
তদা যায়াদ্বিগৃহৈবি ব্যসনে চোথিতে রিপোঃ ॥

অন্য সময়েও যখন জয় নিশ্চিত বুঝবেন, তখন বিগ্রহ (কলহ?) করেই অথবা শত্রুর বিপদ হলে অভিমান করবেন।

১৮৪- কৃত্বা বিধানং মূলে তু যাত্রিকঞ্চ যথাবিধি।

১৮৫। উপগৃহ্যাস্পদঞ্চৈব চাবান্ সমাগ্‌বিধায় চ ॥
সংশোধ্য ত্রিবিধং মার্গং ষড়্‌বিধঞ্চ বলং স্বকম।
সাম্পরামিককল্পেন যায়াদরিপুরং শনৈঃ ॥

মূলে (অর্থাৎ নিজের দুর্গ ও রাষ্ট্রে) ব্যবস্থা করে, যথাবিধি যাত্রার উপযোগী ব্যবস্থাপূর্বক (শত্রুরাজ্যে অবস্থানোপযোগী) জিনিসপত্র নিয়ে এবং গুপ্তচরদের ঠিকভাবে নিযুক্ত করে, (জাঙ্গল,[১২] অনুগ[১৩] ও আটবিক। এই তিন প্রকার পথ পরিষ্কার করে, নিজের (হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, সেনা ও কর্মকর ভৃত্যদের উপযুক্ত আহারাদি দানে সম্মানিত করে) যুদ্ধশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে ধীরে শত্রুনগরে যাবেন।

১৮৬। শত্রুসেবিনি মিত্র চ গূঢ়ে যুক্ততরো ভবেৎ।
গতপ্রত্যাগতে চৈব স হি কষ্টতরো রিপুঃ ॥

গোপনে শত্রুসেবী মিত্রারাজার ও পূর্বে গত পরে প্রত্যাগত ভৃত্যের সম্বন্ধে অতি সাবধান থাকবেন; এরা অতি কষ্টদায়ক শত্রু।

১৮৭। দণ্ডব্যূহেন তন্মার্গং যায়াৎ তু শকটেন বা।
বরাহ-মকরাভ্যাং বা সূচ্যা বা গরুড়েন বা ॥

দণ্ড, শকট, বরাহ, মকর, সূচী বা গরুড় ব্যূহ অবলম্বন করে অভিযান করবেন।

১৮৮। যতশ্চ ভয়মাশঙ্কেৎ ততো বিস্তারয়েদ্বলম্।
পদ্মেন চৈব ব্যূহেন নিবিশেত সদা স্বয়ম্॥

যে দিক থেকে ভয় আশঙ্কা করবেন, সেই দিকে সৈন্য বিস্তার করবেন। (রাজা) নিজে সর্বদা পদ্মব্যূহ অবলম্বন করে থাকবেন।

১৮৯। সেনাপতি বলাধ্যক্ষৌ সর্বদিক্ষু নিবেশয়েৎ।
যতশ্চ ভয়মাশঙ্কেৎ প্রাচীং তাং কল্পয়েদ্দিশম্ ॥

সেনাপতি ও বাধ্যক্ষকে সকল দিকে নিযুক্ত করবেন। যে দিক থেকে ভয় আশঙ্কা করবেন, সেই দিক্‌কে সম্মুখে রাখবেন।

১৯০। গুল্মাংশ্চ স্থাপয়েদাপ্তান্ কৃতসংজ্ঞান সমন্ততঃ।
স্থানে যুদ্ধে চ কুশলানভীরূনবিকারিণঃ ॥

বিশ্বস্ত, (ভেরী পটহাদি) সংকেত যারা করে এমন, অবস্থান ও যুদ্ধে কুশল, নির্ভীক ও অধিকারী (অর্থাৎ যাদের রাজার আনুগত্য থেকে মুক্ত করা যায় না। বিশ্বস্ত কিছু সৈন্যকে স্থাপন করবেন।

১৯১। সংহতান্ যোধয়েদল্পান্ কামং বিস্তারয়েদ্বহূন্।
সূচ্যা বজ্রেণ চৈবৈতান্ ব্যূহেন বূহ্য যোধয়েৎ ॥

অল্পসংখ্যক সৈন্যদের সংহত করে যুদ্ধ করাবেন, (অনেক সৈন্যস্থলে) ইচ্ছানুসারে তাদের ছড়িয়ে দিবেন।

১৯২। স্যন্দনাশ্বৈঃ সমে যুধ্যেদনূপে নৌদ্বিপৈস্তথা।
বৃক্ষগুল্মাবৃতে চাপৈসিচর্মায়ূধৈঃ স্থলে ॥

সকল স্থানে রথ ও অশ্বদ্বারা, জলপূর্ণস্থানে নৌকা ও হস্তী দ্বারা, বৃক্ষ ও গুল্মচ্ছাদিত স্থানে ধনুর দ্বারা এবং (গর্ত কন্টক পাষাণাদি রহিত) স্থলে খড়্গফলক কুন্তাদি অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করবেন।

১৯৩। কুরুক্ষেত্রাংশ্চ মৎস্যাংশ্চ পঞ্চালান্ শূরসেনজান্।
দীর্ঘান্ লঘুংশ্চৈব নরানগ্রানীকেষু যোজয়েৎ ॥

কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল ও শূরসেন বাসী দীর্ঘদেহ, অনতিস্থূলদেহ মানুষকে অগ্রসর করে নিযুক্ত করবেন।

১৯৪। প্রহর্ষয়েদ্বলং ব্যূহ্য তাংশ্চ সম্যক্ পরীক্ষয়েৎ।
চেষ্টাশ্চৈব বিজানীয়াদরীন্ যোধয়তামপি ॥

ব্যূহ রচনা করে যুদ্ধরত সৈন্যদের হর্ষোৎপাদন করবেন, তাদের উপযুক্তভাবে পরীক্ষা করাবেন, এবং (তাদের) কার্যকলাপ জানবেন।

১৯৬। ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রকারপরিখাস্তথা।
সমবস্কন্দয়েচ্চৈনং রাত্রৌ বিত্রাসয়েৎ তথা ॥

(সেই রাজ্যের) জলাশয়, প্রাকার ও পরিখা ভেদ করবেন, (পরিখা) জলশূন্য করাবেন এবং রাত্রিবেলা শত্রুরাজাকে (ঢাক প্রভৃতি বাজিয়ে) ভয় দেখাবেন।

১৯৭। উপজপ্যানুপজপেদ্ বুধ্যেতৈব চ তৎকৃতম।
যুক্তে চ দৈবে যুধ্যেত জয়প্রেসুরপেতভীঃ॥

(ঐ রাজার) ভেদযোগ্য ব্যক্তিদের (রাজার সঙ্গে) ভেদ করাবেন, তাঁর কার্য জানবেন, দৈব অনুকূল হলে জয়েচ্ছু নির্ভীক রাজা যুদ্ধ করবেন।

১৯৮। সাম্না দানেন ভেদেন সমস্তৈরথবা পৃথক্।
বিজেতুং প্রযতেতারীন্ ন যুদ্ধেন কদাচন ॥

সাম, দান ও ভেদ এইগুলি দ্বারা মিলিত বা পৃথভাবে শত্রুকে জয় করতে চেষ্টা করবেন, কখনও (পরাজয় সম্ভাবনায়, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে) যুদ্ধ দ্বারা নয়।

১৯৯। অনিত্যো বিজয়ো যস্মাদ্দৃশ্যতে যুধ্যমানয়োঃ।
পরাজয়শ্চ সংগ্রামে তস্মাদ্যুদ্ধং বিবর্জয়েৎ ॥

যুদ্ধকারী দুই পক্ষের জয়লাভ অনিশ্চিত, যুদ্ধে পরাজয়ও (সম্ভব); সুতরাং, যুদ্ধ বর্জন করবেন।

২০০। ত্রয়াণামপ্যুপায়ানাং পূর্বোক্তনামসম্ভবে।
তথা যুধ্যেত সংযত্তো বিজয়েত রিপূন্ যথা ॥

পূর্বোক্ত তিনটি উপায়ে অসম্ভব হলে সযত্নে এমনভাবে যুদ্ধ করবেন, যাতে শত্রুকে জয় করতে পারেন।

২০১। জিত্বা সম্পূজয়েদ্দেবান্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ধার্মিকান্।
প্রদদ্যাৎ পরিহারাংশ্চ খ্যাপয়েদভয়ানি চ ॥

জয় করে দেবতা ও ধার্মিক ব্রাহ্মণগণের পূজা করবেন, (সেই দেশবাসীকে) পরিহার[১৪] দিবেন ও অভয় ঘোষণা করবেন।

২০২। সর্বেষান্তু বিদিতৈষাং সমাসেন চিকীর্ষিতম্।
স্থাপয়েৎ তত্র তদ্বংশ্যং কুর্যাচ্চ সময়ক্রিয়াম্ ॥

(শত্রুরাজার) সকল (অমাত্যাদির) অভিপ্রায় সংক্ষেপে জেনে সেই রাজ্যে সেই বিজিত রাজার) বংশধরকে স্থাপন করবেন ও (অমাত্যাদির জন্য এই করণীয়, এই অকরণীয় এইরূপ) নিয়ম করবেন।

২০৩। প্রমাণানি চ কুর্বীত তেষাং ধর্ম্যান্ যথোদিতান্।
রত্নৈশ্চ পূজয়েদেনং প্রধানপুরুষৈঃ সহ ॥

তাদের পরম্পরাগত আচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হলে তাকেই (ঐ রাজ্যে) প্রামাণ্য বলে স্থির করবেন এবং (অভিষিক্ত) রাজাকে মুখ্যব্যক্তিগণসহ রত্ন দিয়ে সম্মানিত করবেন।

২০৪। আদানমপ্রিয়করং দানঞ্চ প্রিয়কারকম্।
অভীপ্সিতানামর্থানাং কালে যুক্তং প্রশস্যতে ॥

ঈপ্সিত দ্রব্যের অন্য কর্তৃক গ্রহণ অপ্রিয় (অন্য থেকে প্রাপ্ত) দান প্রিয় ; (কিন্তু) জয়কালে ঈপ্সিত বস্তুর আদান ও দান প্রশংসনীয়।

২০৫। সর্বং কর্মেদমায়ত্তং বিধানে দৈব মানুষে।
তয়োর্দৈবমচিন্ত্যন্তু মানুষে বিদ্যতে ক্রিয়া ॥

এই সমস্ত কর্ম দৈব ও মানুষের অধীন, এই দুইটির মধ্যে দৈব অচিন্তনীয়, মানুষের ব্যাপারে কর্ম দেখা যায় (অর্থাৎ চেষ্টসাধ্য)।

২০৬। সহ বাপি ব্রজেদ্‌যুক্তঃ সন্ধিং কৃত্বা প্রযত্নতঃ।
মিত্রং হিরণ্যং ভূমিং বা সম্পশ্যংস্ত্রিবিধং ফলম্॥

অথবা সন্ধি করে মিত্র, স্বর্ণ ও ভূমি (সন্ধির এই তিন ফললাভ) লক্ষ্য করে প্রস্থান করবেন।

২০৭। পার্ষ্ণিগ্রাহঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য তথাক্রন্দঞ্চ মণ্ডলে।
মিত্রাদথাপ্যমিত্রাদ্বা যাত্রাফলমবাপ্নুয়াৎ ॥

রাজমণ্ডলে পাষ্ণিগ্রাহ ও আক্রন্দকে লক্ষ্য করে মিত্র বা শত্রুরাজার থেকে যুদ্ধযাত্রার ফল লাভ করবেন।

২০৮। হিরণ্যভূমিসম্প্রাপ্ত্যা পার্থিবো ন তথৈধতে।
যথা মিত্রং ধ্রুবং লব্ধ্বা কৃশমপ্যায়তিক্ষমম্ ॥

সোনা, জমি লাভ করে রাজার তেমন উন্নতি হয় না, যেমন (আপাতত) হীনবল ও ভবিষ্যতে উন্নত স্থির মিত্রকে লাভ করে হয়।

২০৯। ধর্মজ্ঞঞ্চ কৃতজ্ঞঞ্চ তুষ্টপ্রকৃতিমেব চ।
অনুরক্তং স্থিরারম্ভং লঘু মিত্রং প্রশস্যতে ॥

ধার্মিক, কৃতজ্ঞ, যার অমাত্যাদি তুষ্ট এমন, অনুরক্ত, কার্যারম্ভের প্রতি যার স্হিরনিশ্চয় বুদ্ধি, এইরূপ মিত্র প্রশংসিত হয়।

২১০। প্রাজ্ঞং কুলীনং শূরঞ্চ দক্ষং দাতারমেব চ।
কৃতজ্ঞং ধৃতিমন্তঞ্চ কষ্টমাহুররিং বুধাঃ ॥

বিজ্ঞ, উচ্চকুলজাত, বীর, কার্যদক্ষ, দাতা, কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল শত্রু কষ্টদায়ক।

২১১। আর্যতা পুরুষজ্ঞানং শৌর্যং করুণবেদিতা।
স্থৌললক্ষ্যঞ্চ সততমুদাসীনগুণোদয়ঃ ॥

সাধু স্বভাব, লোকচরিত্রে অভিজ্ঞতা, বীরত্ব, সদয় ভাব, বহুপ্রদত্ব—এইগুলি সর্বদা উদাসীনের গুণ।

২১২। ক্ষেম্যাং শস্যপ্রদাং নিত্যং পশুবৃদ্ধিকরীমপি।
পরিত্যজেন্নৃপো ভূমিমাত্মার্থমবিচারয়ন্ ॥

আত্মরক্ষার জন্য নির্বিচারে রাজা (উত্তম জলবায়ু ও রোগাভাবাদিহেতু) কল্যাণকর, শস্যশালী, সর্বদা পশুবৃদ্ধিকর, এমন ভূমিও ত্যাগ করবেন।

২১৩। আপদর্থং ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি ॥

আপদকালের জন্য ধন রক্ষা করবেন, স্ত্রীকে ধন দিয়েও রক্ষা করবেন, নিজেকে সর্বদা স্ত্রী ও ধন দিয়েও রক্ষা করবেন।

২১৪। সহ সর্বাঃ সমুৎপন্নাঃ প্রসমীক্ষ্যাপদো ভৃশম্।
সংযুক্তাংশ্চ বিযুক্তাংশ সর্বোপায়ান্ সৃজেদ্বুধঃ ॥

সকল বিপদকে একসঙ্গে উপস্থিত দেখেও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি (মুহ্যমান হবেন না) ; (সামাদি) উপায়গুলিকে একত্র বা পৃথক্‌ভাবে প্রয়োগ করবেন।

২১৫। উপেতারমুপেয়ঞ্চ সর্বোপায়াংশ্চ কৃৎস্নশঃ।
এতৎ ত্রয়ং সমাশ্রিত্য প্রযতেতার্থসিদ্ধয়ে ॥

উপায় প্রয়োগকারী (রাজা), যার প্রতি উপায় অবলম্বনীয় সে, সবল উপায় এই তিনটি অবলম্বন করে প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করবেন।

২১৬। এবং সর্বমিদং রাজা সহ সম্মন্ত্র্য মন্ত্রিভিঃ।
ব্যায়ম্যাপ্লুত্য মধ্যাহ্নে ভোক্তুমন্তঃপুরং বিশেৎ॥

রাজা এইভাবে এই সকল বিষয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যায়ামপূর্বক স্নান করে মধ্যাহ্নে ভোজন করতে অন্তঃপুরে যাবেন।

২১৭। তত্রাত্মভূতৈঃ কালজ্ঞৈরহার্যৈঃ পরিচারকৈঃ।
সুপরীক্ষিতমন্নাদ্যমদ্যান্মন্ত্রৈর্বিষ্যপহৈঃ ॥

সেখানে আত্মতুলা, ভোজনকালজ্ঞ, বিশ্বস্ত পরিচারকগণ কর্তৃক উত্তমরূপে পরীক্ষিত অন্নাদি বিষঘ্নমন্ত্রসহ ভক্ষণ করবেন।

২১৮। বিষঘ্নৈরগদৈশ্চাস্য সর্বদ্রব্যাণি যোজায়েৎ।

বিষঘ্নানি চ রত্নানি নিয়তো ধারয়েৎ সদা ॥

বিষনাশক ওষুধ তাঁর সকল (খাদ্য) দ্রব্যে মিশাবেন এবং বিষনাশক রত্ন সযত্নে সর্বদা ধারণ করবেন।

২১৯। পরীক্ষিতাঃ স্ত্রিয়শ্চৈনং ব্যজনোদকধূপনৈঃ।
বেশাভরণসংশুদ্ধাঃ স্পৃশেয়ুঃ সুসমাহিতাঃ ॥

পরীক্ষিত, বেশ ও অলংকারে শুদ্ধ স্ত্রীলোক উত্তমরূপে অতিমনোযোগ সহকারে পাখা, জল ও ধূপ দিয়ে তাঁর পরিচর্যা করবেন।

২২০। এবং প্রযত্নং কুর্বীত যানশয্যাসনাশনে।
স্নানে প্রসাধনে চৈব সর্বালঙ্কারকেষু চ ॥

এইরূপে যানবাহন, শয্যা, আসন, খাদ্য, স্নান, প্রসাধন ও সকল অলংকারে যত্নবান্ হবেন।

২২১। ভুক্তবান্ বিহারেচ্চৈব স্ত্রীভিবন্তঃপুরে সহ।
বিহৃত্য তু যথাকালং পুনঃ কর্মাণি চিন্তয়েৎ ॥

আহার করে স্ত্রীলোকেদের সঙ্গে অন্তঃপুরে বিহার করবেন। বিহার করে যথাসময় পুনরায় কার্য চিন্তা করবেন।

২২২। অলঙ্কৃতশ্চ সম্পশ্যেদায়ুধীয়ং পুনর্জনম্।
বাহনানি চ সড়ড়বাণি শস্ত্রাণ্যাভরণানি চ ॥

অলংকৃত হয়ে অস্ত্রজীবী যোদ্ধাদের, বাহন, সকল অস্ত্র ও অলংকার রচনাদি পরিদর্শন করবেন।

২২৩। সন্ধ্যাঞ্চোপাস্য শৃণুয়ান্তর্বেশ্মনি শস্ত্রভৃৎ।
রহস্যাখ্যায়িনাঞ্চেব প্রণিধীনাঞ্চ চেষ্টিতম্ ॥

সন্ধ্যা করে গৃহমধ্যে অস্ত্রধারণপূর্বক গুপ্তসংবাদদাতা গুপ্তচরদের ব্যাপার শুনবেন।

২২৪। গত্বা কক্ষান্তরন্তন্যৎ সমনুজ্ঞাপ্য তং জনম্।
প্রবিশেদ্ভোজনার্থংচ স্ত্রীবৃতোহন্তঃপুরং পুনঃ ॥

অন্য কোঠায় গিয়ে সেই লোকদের বিদায় দিয়ে স্ত্রীলোকবেষ্টিত হয়ে ভোজনের জন্য পুনরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করবেন।

২২৫। তত্র ভুক্তা পুনঃ কিঞ্চিৎ তুর্যঘোষৈঃ প্রহর্ষিতঃ।
সংবিশেৎ তু যথাকালমুত্তিষ্ঠেচ্চে গতক্লমঃ ॥

সেখানে কিছু খেয়ে পুনরায় বাদ্যযন্ত্রদ্বারা হৃষ্ট হয়ে যথাসময় শয়ন করবেন এবং ক্লান্তিহীন হয়ে উঠবেন।

২২৬। এতদ্বিধানমাতিষ্ঠেদরোগঃ পৃথিবীপতিঃ।
অস্বস্থঃ সর্বমেতত্তু ভৃতেষু বিনিযোজয়েৎ ॥

সুস্থ রাজা এই নিয়ম পালন করবেন। অসুস্থ রাজা এই সব কাজ ভৃত্যদের দিবেন।

মানবধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্ত সংহিতায় রাজধর্মনামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

পাদটীকা

১ শিককাবাবের ন্যায়, শিকে মাছ গেঁথে তাকে অগ্নিতপ্ত করে খাদ্য প্রস্তুত হয়। পাঠান্তরে আছে জলে মৎসানিবাহিংস্যুঃ; জলে যেমন বড় মাছ ছোট মাছকে খেয়ে ফেলে তেমনই প্রবল দুর্বলকে নষ্ট করে ; একে বলে মাৎসান্যায়।
২ দ্রঃ ৭। ১৬০
৩ কর্মসচিব।
৪ ব্রাহ্মণের হাতকে মুখ বলা হয়।
৫ ও সাম, দান, ভেদ, দণ্ড।
৬ রক্ষকগণ সহ একজন প্রধান পুরুষ যেখানে থাকে তার নাম।
৭ ছয় গরু যুক্ত হালের দ্বারা যতটুকু জমি চাষ করা যায়, তার নাম।
৮ করাদি গ্রহণ, ভৃত্যাদিকে বেতনাদি দান, দৃষ্টাদৃষ্ট কার্যে মন্ত্রীদের নিয়োগ, বিরুদ্ধ কার্যের নিবারণ, সন্দিগ্ধ বিষয়ে রাজাদেশ নির্ণয়, বিচারদর্শন, বিচারের পরাজিত ব্যক্তির থেকে দণ্ডগ্রহণ, প্রায়শ্চিত্ত।
৯ কাপটিক (কপট ছাত্র), উদাস্হিত, গৃহপতিব্যঞ্জন (গৃহস্থের বেশে চর), বৈদেহকব্যঞ্জন, তাপসব্যঞ্জন (কপট তপস্বী) এই পাঁচ প্রকার প্রকার গুপ্তচর।
১০ সপ্তম অধ্যায়ের বিষয়সংক্ষেপ দ্রঃ।
১১ শত্রু ও বিজিগীষু রাজার রাজ্যের মধ্যবর্তী রাজা।
১২ শব্দকোষ দ্রঃ।
১৩ জলপূর্ণস্থান।
১৪ ভূমি স্বর্ণাদিদান, সম্মানপ্রদর্শন।

অষ্টম অধ্যায়

১। ব্যবহারান্ দিদৃক্ষুস্তু ব্রাহ্মণৈঃ সহ পার্থিবঃ।
মন্ত্রজ্ঞৈর্মন্ত্রিভিশ্চৈব বিনীতঃ প্রবিশেৎ সভাম্ ॥

বিচারকার্য দর্শনকামী রাজা মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণগণ সহ সভায় প্রবেশ করবেন।

২। তত্রাসীনঃ স্থিতো বাপি পাণিমুদ্যম্য দক্ষিণম্।

বিনীতবেশাভরণঃ পশ্যেৎ কার্যাণি কার্যিণাম্ ॥

সেখানে বসে বা দাঁড়িয়ে ডান হাত তুলে বিনীত বেশ ও অলংকার পরিহিত হয়ে বিচারপ্রার্থীদের কার্য দেখবেন।

৩। প্রত্যহং দেশদৃষ্টৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ হেতুভিঃ।
অষ্টাদশসু মার্গেষু নিবন্ধানি পৃথক্ পৃথক্॥

প্রতিদিন দেশাচার ও শাস্ত্রীয় (সাক্ষী লেখ্যাদি) প্রমাণ দ্বারা অষ্টাদশ বিবাদ বিষয়ে পঠিত (ঋণদানাদি) কার্যসমূহ পৃথক্ পৃথক্ বিচার করবেন।

৪- তেষামাদ্যমৃণাদানং নিক্ষেপোহস্বামিবিক্রয়ঃ।

৭। সম্ভুয় চ সমুত্থানং দত্তস্যানপকর্ম চ ॥
বেতনস্যৈব চাদানং সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ।
ক্রয়বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদঃ স্বামিপালয়োঃ॥
সীমাবিবাদধর্মশ্চ পারুষ্যে দণ্ডবাচিকে।
স্তেয়ঞ্চ সাহসঞ্চৈব স্ত্রীসংগ্রহণমেব চ ॥
স্ত্রীপুংধর্মো বিভাগশ্চ দ্যূতমাহুয় এব চ।
পদানাষ্টাদশৈতানি ব্যবহারস্থিতাবিহ ॥

ঐগুলির মধ্যে প্রথম ঋণাদান, তারপর নিক্ষেপ (গচ্ছিত দ্রব্য), অস্বামিবিক্রয়, সম্ভুয়সমুত্থান (যৌথ ব্যবসায়), দত্তানপকর্ম (দত্ত ধনের অযোগ্য পাত্র বিবেচনায় বা ক্রোধভরে ফিরিয়ে নেওয়া), বেতন না দেওয়া, চুক্তিভঙ্গ, ক্রয়বিক্রয় (ক্রয় বিক্রয় করে অনুতাপ), পশুস্বামী ও পশুপালকের বিবাদ, সীমাবিবাদ, দণ্ডপারুষ্য, বাক্‌পারুষ্য, চৌর্য, সাহস, স্ত্রীলোকের পরপুরুষসম্পর্ক, পুরুষ ও স্ত্রীর ধর্ম, পৈতৃকধনবিভাগ, পণপূর্বক অক্ষক্রীড়া, পক্ষিমেষাদি প্রাণীর যুদ্ধ—এই আঠারটি ব্যবহারপদ (বিচার্য বিষয়)।

৮। এষু স্থানেষু ভুয়িষ্ঠং বিবাদং চরতাং নৃণাম্।
ধর্মং শাশ্বতমাশ্রিত্য কুর্যাৎ কার্যবিনির্ণয় ॥

রাজা সনাতন ধর্ম অবলম্বন করে এই সকল বিষয়ে অতিমাত্রায় বিবাদরত মানুষের কার্য নির্ণয় করবেন।

৯। যদা স্বয়ং ন কুর্যাৎ তু নৃপতিঃ কার্যদর্শনম্।
তদা নিযুজ্যাদ্বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং কার্যদর্শনে ॥

যখন রাজা নিজে কার্যদর্শন করবেন না, তখন এই জন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করবেন।

১০। সোঽহস্য কার্যাণি সম্পশ্যেৎ সভ্যৈরেব ত্রিভির্বৃতঃ।
সভামেব প্রবিশ্যাগ্র্যামাসীনঃ স্থিত এব বা ॥

তিনি তিনজন সভ্য সহ সভায় প্রবেশ করে বসে বা দাঁড়িয়ে রাজার কার্য দেখবেন।

১১। যস্মিন্ দেশে নিষীদন্তি বিপ্রা বেদবিদস্ত্রয়ঃ।
রাজ্ঞশ্চাধিকৃতো বিদ্বান্ ব্রহ্মণস্তাং সভাং বিদুঃ॥

যেখানে তিনজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং রাজার নিযুক্ত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ থাকেন, তাকে ব্রহ্মের সভা বলা হয়।

১২। ধর্মো বিদ্ধস্ত্বধর্মেণ সভাং যত্রোপতিষ্ঠতে।
শল্যঞ্চাস্য ন কৃন্তন্তি বিদ্ধাস্তত্র সভাসদঃ ॥

যে সভায় অধর্ম দ্বারা ধর্ম বিদ্ধ হয় (মিথ্যাভাষণরূপ অধর্ম দ্বারা সত্যভাষণজনিত ধর্ম বিদ্ধ হয়) এবং (সভাসদগণ শল্য রূপ ঐ বিদ্ধ ধর্মকে সুবিচার দ্বারা) উদ্ধার করেন না, সেখানে তাঁরা (ও সেই অধর্ম শল্য) দ্বারা বিদ্ধ হন।

১৩। সভাং বা ন প্রবেষ্টব্যং বক্তব্যং বা সমঞ্জসম্।
অব্রুবন্ বিব্রুবন্ বাপি নরো ভবতি কিল্বিষী ॥

হয় সভায় প্রবেশ করা উচিত নয়, নয় (যেখানে গিয়ে) সত্য কথা বলা কর্তব্য। কিছু না বলে বা মিথ্যা বলে মানুষ পাপী হয়।

১৪। যত্র ধর্মো হ্যধর্মেন সত্যং যত্রানৃতেন চ।
হন্যতে প্রেক্ষমাণানাং হতাস্তত্র সভাসদঃ ॥

যেখানে সভাসদগণকে উপেক্ষা করে অধর্ম দ্বারা ধর্ম ও মিথ্যা দ্বারা সত্য হত হয়, সেখানে সভাসদগণ (পাপ) হত হন।

১৫। ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ॥
তস্মাদ্ধর্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্মো হতোঽবধীৎ ॥

ধর্ম হত হলে (লোককে) নিহত করে, রক্ষিত হলে রক্ষা করে। সুতরাং ধর্ম হন্তব্য নয় ; ধর্ম হত হয়ে যেন (অপরকে) বধ না করে।

১৬। বৃষো হি ভগবান্ ধর্মস্তস্য যঃ কুরুতে হ্যলম্।
বৃষলং তং বিদুর্দেবাস্তস্মাদ্ধর্মং ন লোপয়েৎ ॥

ভগবান্ ধর্ম বৃষ। তাঁকে যে বারণ করে তাকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ বৃষল বলেন; সুতরাং, ধর্ম লুপ্ত করবে না।

১৭। এক এব সুহৃদ্ধর্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি ॥

ধর্মই একমাত্র বন্ধু যে মৃত্যুতেও (লোকের) অনুগমন করে। অন্য সব কিছু শরীরের সঙ্গে নষ্ট হয়।

১৮। পাদোধর্মস্য কর্তারং পাদঃ সাক্ষিণমৃচ্ছতি।
পাদঃ সভাসদঃ সর্বান্ পাদো রাজানমৃচ্ছতি ॥

অধর্মের কর্তাকে (অধর্মের) এক চতুর্থাংশ, সাক্ষীকে এক চতুর্থাংশ, সকল সভাসদকে এক চতুর্থাংশ ও রাজাকে এক চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হয়।

১৯। রাজা ভবত্যনেনাস্তু মুচ্যন্তে চ সভাসদঃ।
এনো গচ্ছতি কর্তারং নিন্দার্হো যত্র নিন্দ্যতে ॥

যেখানে নিন্দনীয় ব্যক্তি নিন্দিত হয়, সেখানে রাজা নিস্পাপ হন, সভাসদগণ (পাপ) মুক্ত হন এবং পাপ পাপীর কাছে যায়।

২০। জাতিমাত্রোপজীবী বা কামং সান্ ব্রাহ্মণব্রুবঃ।
ধর্মপ্রবক্তা নৃপতে র্ন তু শূদ্রঃ কথঞ্চন ॥

(রাজার অসামর্থ পক্ষে) জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ যে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে (কিন্তু, ব্রাহ্মণের গুণসম্পন্ন নয়, তিনি রাজার পক্ষে) ধর্মপ্রবক্তা হবেন, শূদ্র কখনও হবে না।

২১। যস্য শূদ্রস্তু কুরুতে রাজ্ঞো ধর্মবিবেচনম্।
তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ ॥

শূদ্র যে রাজার ধর্মবিষয়ক বিচার করে, তাঁর রাজ্য তাঁর চোখের সামনে পঙ্কে গাভীর ন্যায় অবসন্ন হয়।

২২। যদ্রাষ্ট্রং শুদ্রভুয়িষ্ঠং নাস্তিকাক্রান্তমদ্বিজম্।
বিনশত্যাশু তৎ কৃৎস্নং দুর্ভিক্ষব্যাধিপীড়িতম্ ॥

যে রাজ্য শূদ্রবহুল, নাস্তিকাকীর্ণ ও দ্বিজহীন, সেই সমগ্র রাজ্য দুর্ভিক্ষ ও রোগক্লিষ্ট হয়ে শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

২৩। ধর্মাসনমধিষ্ঠায় সংবীতাঙ্গঃ সমাহিত।

প্রণম্য লোকপালেভ্যঃ কার্যদর্শনমারভেৎ ॥

বিচাবারাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আচ্ছাদিত দেহে সমাহিত চিত্তে লোকপালগণকে প্রণাম করে বিচারকার্য দর্শন আরম্ভ করবেন।

২৪। অর্থানথাবুভৌ বুদ্ধা ধর্মাধর্মৌ চ কেবলৌ।
বর্ণক্রমেণ সর্বাণি পশ্যেৎ কার্যাণি কার্যিণাম ॥

অর্থ, অনর্থ, শুধু ধর্ম অধর্ম জেনে বর্ণক্রমানুসারে বিচারপ্রার্থীদের সব বিচার কার্য দেখবেন।

২৫। বাহ্যৈর্বিভাবয়েল্লিঙ্গৈভাবমন্তর্গতং নৃণাম্।
স্বরবর্ণেঙ্গিতাকারৈশ্চক্ষুষ চেষ্টিতেন চ ॥

মানুষের বাহ্যিক লক্ষণ, কণ্ঠস্বর, বর্ণ, ইঙ্গিত, আকার, চক্ষু ও (হস্তাস্কালনাদি) চেষ্টা দ্বারা মনোগত ভাব নির্ধারণ করবেন।

২৬। আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষিতেন চ।
নেত্রবক্‌ত্রবিকারৈশ্চ গৃহ্যতেহন্তর্গন্তং মনঃ ॥

আকার, ইঙ্গিত, গতি, চেষ্টা, কথা, চক্ষু ও মুখের বিকৃতি দ্বারা মনোগত ভাব বোঝা যায়।

২৭। বালদায়াদিকং রিক্‌থং তাবদ্রাজানুপালয়েৎ।
যাবৎ স স্যাৎ সমাবৃত্তো যাবচ্চাতীতশৈশবঃ ॥

(পিতৃমাতৃহীন অনাথ) বালকের ধন, রাজা ততক্ষণ পর্যন্ত রক্ষা করবেন যতক্ষণ সে সমাবৃত্ত না হয় ও শৈশব অতিক্রান্ত না হয়।

২৮। বশাহপুত্রাসু চৈবং স্যাদ্রক্ষণং নিষ্কুলাসু চ।
পতিব্রতাসু চ স্ত্রীষু বিধবাস্বাতুরাসু চ॥

বন্ধ্যা অপুত্র সপিণ্ডরহিতা পতিব্রতা, বিধবা ও রোগিণী স্ত্রীর ধন (অনাথ বালকের ধনের ন্যায় রাজা কর্তৃক) রক্ষণীয়।

২৯। জীবন্তীনান্ত তাসাং যে তদ্ধরেয়ুঃ স্ববান্ধবাঃ।
তাঞ্ছিষ্যাচ্চৌরদণ্ডেন ধার্মিক পৃথিবীপতিঃ ॥

তাদের যে সপিণ্ডগণ তাদের জীবদ্দশায় উক্তধন গ্রহণ করে, তাদের ধার্মিক রাজা চোরের দণ্ডে দণ্ডিত করবেন।

৩০। প্রনষ্টস্বামিকং রিক্‌থং রাজা ত্র্যব্দং নিধাপয়েৎ।

অর্বাক্ ত্র্যব্দাদ্ধরেৎ স্বামী পরেণ নৃপতির্হরেৎ ॥

উত্তরাধিকার সূত্রে আগত যে ধনের মালিক অজ্ঞাত, রাজা তিন বৎসর সেই ধন রক্ষা করবেন। তিন বৎসরের মধ্যে মালিক (এলে) তা নিবে, না এলে রাজা তা নিবেন।

৩১। মমেদমিতি যো ব্রূয়াৎ সোহনুযোজ্যো যথাবিধি।
সংবাদ্য রূপসংখ্যাদীন্ স্বামী তদ্রব্যমর্হতি॥

'এটা আমার' এই কথা যে বলবে, তাকে যথাবিধি জিজ্ঞাসা করতে হবে। ঐ দ্রব্যের রূপ সংখ্যাদি ঠিক বলতে পারলে মালিক তা পাবে।

৩২। অবেদয়ানো নষ্টস্য দেশং কালঞ্চ তত্ত্বতঃ।
বর্ণং রূপং প্রমাণঞ্চ তৎসমং দণ্ডমর্হতি॥

হারান দ্রব্যের দেশ, কাল, বর্ণ, রূপ ও প্রমাণ ঠিকমত বলতে না পারলে সেই ব্যক্তি ঐ দ্রব্যের সমান দণ্ডভাগী হবে।

৩৩। আদদীথষড়্ভাগং প্রনষ্টাধিগতান্নৃপঃ।
দশমং দ্বাদশং বাপি সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥

সজ্জনের ধর্মানুসারী রাজা হারান দ্রব্য পাওয়া গেলে তার ষষ্ঠ, দশম বা দ্বাদশ ভাগ গ্রহণ করবেন।

৩৪। প্রনষ্টাধিগতং দ্রব্যং তিষ্ঠেদ্যুক্তৈরধিষ্ঠিতম্।
যাংস্তত্র চৌরান্ গৃহ্নীয়াৎ তান্ রাজেভেন ঘাতয়েৎ ॥

হারান দ্রব্য পাওয়া গেলে উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক রক্ষিত হবে। যাদের এই দ্রব্যের চোর বলে ধরা হবে, তাদের রাজার হস্তী দ্বারা নিহত করান হবে।

৩৫। মমায়মিতি যো ব্রয়ান্নিধিং সত্যেন মানবঃ।
তস্যাদদীত ষড়্ভাগং রাজা দ্বাদশমেব বা ॥

যে এই নিধি আমার বলে সত্য কথা বলবে, রাজা সেই নিধির ষষ্ঠ বা দ্বাদশ ভাগ গ্রহণ করবেন।

৩৬। অনৃতন্তু বদ দণ্ড্যঃ স্ববিত্তস্যাংশমষ্টম্।
তস্যৈব বা নিধানস্য সংখ্যায়াল্পীয়সীং কলাম্ ॥

মিথ্যাবাদী (গুণী হলে) নিজের ধানের অষ্টম অংশ, নির্গুণ হলে সেই নিধির সামান্য অংশ দণ্ডনীয় হবে।

৩৭। বিদ্বাংস্তু ব্রাহ্মণো দৃষ্ট্বা পূর্বোপনিহিতং নিধি।

অশেষতোহপ্যাদদীত সর্বস্যাধিপতির্হি সঃ ॥

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পূর্বপুরুষ কর্তৃক স্থাপিত নিধি পেয়ে সবটাই গ্রহণ করবেন। কারণ, তিনি সকলের অধিপতি।

৩৮। যন্ত পশ্যেন্নিধিং রাজা পুরাণং নিহিতং ক্ষিতৌ।
তস্মাদ্দ্বিজেভ্যো দত্ত্বার্ধমর্ধং কোষে প্রবেশয়েৎ ॥

রাজা যে পুরাতন ভূমিপ্রোথিত নিধি পাবেন, তার অর্ধেক দ্বিজগণকে দিয়ে অর্ধেক রাজকোষে রাখবেন।

৩৯। নিধীনাস্তু পুরাণানাং ধাতুনামেব চ ক্ষিতৌ।
অর্ধভাগ্ রক্ষণাদ্রাজা ভূমেরধিপতির্হি সঃ ॥

ভূপ্রোথিত পুরাতন (অব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রাপ্ত) নিধির ও (স্বর্ণাদি) ধাতুর অর্ধভাগ রাজা নিবেন ; তিনি ভূমির রক্ষণ হেতু অধিপতি।

৪০। দাতব্যং সর্ববর্ণেভ্যো রাজ্ঞা চৌরৈর্হৃতং ধনম্।
রাজা তদূপযুঞ্জানশ্চৌরস্যাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥

চোর কর্তৃক অপহৃত ধন রাজা সকল বর্ণকে দিবেন (অর্থাৎ যে বর্ণের ধন সেই বর্ণকে); রাজা নিজে তা ভোগ করে চোরের পাপভাগী হন।

৪১। জাতিজানপদান্ ধর্মান্ শ্রেণীধর্মাংশ্চ ধর্মবিৎ।
সমীক্ষ্য কুলধর্মাংশ্চ স্বধর্মং প্রতিপাদয়েৎ ॥

ধর্মজ্ঞ রাজা জাতিনিষ্ঠ ধর্ম, দেশধর্ম, শ্রেণীধর্ম ও কুলধর্ম বিচার করে (লোকের) স্বধর্মের ব্যবস্থা করবেন।

৪২। স্বানি কর্মাণি কুর্বাণা দূরে সন্তোহপি মানবাঃ।
প্রিয়া ভবন্তি লোকস্য স্বে স্বে কর্মণ্যবস্থিতাঃ ॥

যে সকল লোক দূরে থেকেও নিজ নিজ কর্ম করে, নিজ নিজ কর্মে অবস্থিত সেই সকল লোক মানুষের প্রিয় হয়।

৪৩। নোৎপাদয়েৎ স্বয়ং কার্যং রাজা নাপ্যস্য পুরুষঃ।
ন চ প্রাপিতমন্যেন গ্রসেদর্থং কথঞ্চন ॥

রাজা নিজে বা তাঁর নিযুক্ত লোক (যারা বিচারার্থী নয় লোভবশে তাদের ঋণাদানাদি) বিবাদ উত্থাপন করবেন না। এবং অন্য লোকের উপস্থাপিত বিষয় (ধনলাভে) উপেক্ষা করবেন না।

৪৪। যথা নয়ত্যসৃক্‌পাতৈর্মৃগস্য মৃগয়ুঃ পদম্‌।
নয়েৎ তথানুমানেন ধর্মস্য নৃপতিঃ ধর্মস্য পদম্‌ ॥

যেমন ব্যাধ (বাণবিদ্ধ পলায়মান) মৃগের স্থান রক্তপাত দ্বারা অবগত হয়, তেমনই অনুমান দ্বারা রাজা ধর্মের পদ (অর্থাৎ যথার্থ বিষয়) নির্ধারণ করবেন।

৪৫। সত্যমর্থঞ্চ সম্পশ্যেদাত্মানমথ সাক্ষিণঃ।
দেশং রূপঞ্চ কালঞ্চ ব্যবহারবিধৌ স্থিতঃ ॥

বিচার বিষয়ে স্থিত (রাজা) সত্য, অর্থ[১], নিজেকে[২], সাক্ষীকে, দেশ, রূপ ও কালের বিচার করবেন।

৪৬। সদ্ভিরাচরিতং যৎ স্যাদ্ধার্মিকৈশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
তাদ্দেশকুলজাতীনামবিরুদ্ধং প্রকল্পয়েৎ ॥

সজ্জন ও ধার্মিক দ্বিজগণ কর্তৃক আচরিত যে ধর্ম, তা দেশ, কুল, জাতির বিরুদ্ধ না হলে (তার দ্বারা) বিচারকার্য করবেন।

৪৭। অধমর্ণার্থসিদ্ধার্থমুত্তমর্ণেন চোদিতঃ।
দাপয়েদ্ধনিকস্যার্থমধমর্ণাদ্বিভাবিতম্‌ ॥

অধমর্ণের কাছ থেকে ধন পাওয়ার জন্য উত্তমর্ণ কর্তৃক উক্ত হয়ে (রাজা) প্রমাণিত (পরিমাণ) অর্থ অধমর্ণের থেকে নিয়ে উত্তমর্ণকে দেওয়াবেন।

৪৮। যৈর্যৈরুপায়ৈরর্থং স্বং প্রাপ্নুয়াদুমর্ণিক।
তৈস্তৈরুপায়ৈঃ সংগৃহ্য দাপয়েদধমর্ণিকম্‌॥

যে যে উপায়ে উত্তমর্ণ নিজের অর্থ (অধমর্ণ থেকে) পান, সেই সেই উপায় দ্বারা (রাজা) অধমর্ণকে বশে এনে তাকে দিয়ে উত্তমর্ণকে অর্থ দেওয়াবেন।

৪৯। ধর্মেণ ব্যবহারেণ চ্ছলেনাচরিতেন চ।
প্রযুক্তং সাধয়েদর্থং পঞ্চমেন বলেন চ ॥

ধর্ম (সদুপদেশ), ব্যবহার (সাক্ষী, দলিল ইত্যাদি), ছল (যথা—ছলে অধমর্ণ থেকে কোন বস্তু আনিয়ে উত্তমর্ণকে দেওয়া), আচরিত (যেমন অধমর্ণের যাতায়াতের দ্বার অবরোধ করে) অথবা পঞ্চম বল দ্বারা প্রযুক্ত অর্থ প্রমাণ করবেন (আদায় করবেন)।

৫০। যঃ স্বয়ং সাধয়েদর্থমুক্তমর্ণেহিমর্ণিকাৎ।
ন স রাজ্ঞাভিযোক্তব্যঃ স্বকং সংসাধ্য ধনম্‌ ॥

যে উত্তমর্ণ অধমর্ণ থেকে নিজেই আদায় করে, নিজের ধন আদায়কারী সেই উত্তমর্ণ রাজা কর্তৃক নিষিদ্ধ হবে না।

৫১। অর্থেঽপব্যয়মানন্তু করণেন বিভাবিতম্।
দাপয়েদ্ধনিকস্যার্থং দণ্ডলেশঞ্চ শক্তিতঃ ॥

(ধার করা) ধন অস্বীকার করলে (সাক্ষী দলিলাদি দিয়ে) তা প্রমাণিত হলে রাজা উত্তমর্ণকে তার ধন দেওয়াবেন এবং (অধমর্ণকে) তার শক্তি অনুসারে সামান্য দণ্ড দেওয়াবেন।

৫২। অপহ্নবেঽধমর্ণস্য দেহত্যুক্তস্য সংসদি।
অভিযোক্তা দিশেদ্দেশ্যং করণং বান্যদুদ্দিশেৎ॥

সভায় 'দাও' বলে উক্ত হয়ে অধমর্ণ অস্বীকার করলে বাদী ঋণ দান স্থানের নিকটবর্তী সাক্ষী নির্দেশ করবেন অথবা অন্য (দলিলাদি প্রমাণ) দিবেন।

৫৩- অদেশ্যং যশ্চ দিশতি নির্দিশ্যপহ্নুতে চ যঃ।

৫৬। যশ্চাধরোত্তরানর্থান্ বিগীতান্ নাববুধ্যতে ॥
অপদিশ্যাপদেশ্যঞ্চ পুনর্যস্ত্বধাবতি।
সম্যক্ প্রণিহিতঞ্চার্থং পৃষ্টঃ সন্নভিনন্দতি॥
অসংভাষ্যে সাক্ষিভিশ্চ দেশে সম্ভাষতে মিথঃ।
নিরুচ্যমানং প্রশ্নঞ্চ নেচ্ছেদ্যশ্চাপি নিষ্পতেৎ॥
বৃহীত্যুক্তশ্চ ন ব্রয়াদুক্তঞ্চ ন বিভাবয়েৎ ॥
ন চ পূর্বাপরং বিদ্যাৎ তস্মাদর্থাৎ স হীয়তে ॥

যেখানে ঋণগ্রহণকালে অধমর্ণের থাকা সম্ভব নয় এবং উত্তমর্ণ অধমর্ণের ঋণ গ্রহণের দেশ কাল প্রথমে নির্দেশ করে পরে অস্বীকার করে এবং পূর্বাপর বিরুদ্ধ কথা বলে, বিচারক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে সদুত্তর দেয় না, অস্থানে সাক্ষীদের সঙ্গে কথা বলে, বিচারকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বিচারালয় থেকে পলায়ন করে, বিবাদের বিষয় সম্বন্ধে পৃষ্ট হয়ে নিজের উপস্থাপিত বিষয় প্রমাণ করে না এবং অসম্ভাব্য বিষয় প্রতিপন্ন করতে চায়, তার অভিযোগ অগ্রাহ্য।

৫৭। সাক্ষিণঃ সন্তি মেত্যুক্ত দিশেত্যুক্তো দিশেন্ন যঃ।
ধর্মস্হঃকারণৈরেতৈহিনং তমপি নির্দিশেৎ ॥

'আমার সাক্ষী আছে' এই কথা বলে 'নির্দেশকর' এইরূপ উক্ত হওয়ার পরে যে নির্দেশ করে না, বিচারক তাকে এই (উক্ত) কারণ, হেতু পরাজিত করবেন।

৫৮। অভিযোক্তা ন চেদ্ব্রুয়াদ্ধর্মং দণ্ড্যশ্চ ধর্মতঃ।

ন চেৎ ত্রিপক্ষাং প্রব্রুয়াদ্ধর্মং প্রতিপরাজিতঃ ॥

বাদী (আবেদন করে পরে) কিছু না বললে (অপরাধের গুরুত্ব লঘুত্ব বিবেচনায়) সে বধ্য বা দণ্ডনীয় হবে।

৫৯। যে যাবন্নিবীতার্থং মিথ্যা যাবতি বা বদেৎ ॥
তৌ নৃপেণ হ্যধর্মজ্ঞৌ দাপ্যৌ তদ্দ্বিগুণং দমম্ ॥

যে বিবাদী (বাদীর) যে সংখ্যক ধন অস্বীকার করে অথবা বাদী যে সংখ্যক ধন সম্বন্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে সেই অধার্মিক ব্যক্তিদ্বয়কে তার দ্বিগুণ অর্থ দণ্ড দেওয়াবেন।

৬০। পৃষ্টোহপব্যয়মানস্তু কৃতাবস্হো ধনৈষিণা।
ত্রবৈঃ সাক্ষিভির্ভাব্যো নৃপ-ব্রাহ্মণসন্নিবৌ ॥

রাজপুরুষ দিয়ে অধমর্ণ আনীত হলে (বিচারক কর্তৃক) জিজ্ঞাসিত হয়েও যদি সে অস্বীকার করে, তা হলে ধনার্থী উত্তমর্ণ রাজা ও ব্রাহ্মণের সমীপে অন্যন তিন জন সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করাবে।

৬১। যাদৃশা ধনিভিঃ কার্যা ব্যবহারেষু সাক্ষিণঃ।
তাদৃশান্ সম্প্রবক্ষ্যামি যথা বাচ্যমৃতঞ্চ তৈঃ ॥

উত্তমর্ণ বিচারে যেমন সাক্ষী করবেন তেমন সাক্ষীদের সম্বন্ধে এবং তাদের যেমন সত্য কথা বলা উচিত তা বলব।

৬২। গৃহিণঃ পুত্রিণো মৌলাঃ ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রযোনয়ঃ।
অর্থ্যুক্তাঃ সাক্ষ্যমর্হন্তি ন যে কেচিদনাপদি॥

পুত্রবান্ গৃহস্থ, তদ্দেশবাসী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র, বাদী কর্তৃক নির্দেশিত হলে, সাক্ষ্যদানের যোগ্য, আপদকাল ভিন্ন যে কেউ (সাক্ষী হতে পারে না)।

৬৩। আপ্তাঃ সর্বেষু বর্ণেষু কার্যাঃ কার্যেষু সাক্ষিণঃ।
সর্বধর্মবিদোহলুব্ধা বিপরীতাংস্তু বর্জয়েৎ।

সকল বর্ণের মধ্যে যারা সত্যবাদী, সর্বধর্মজ্ঞ ও নির্লোভ, তারা বিচার্য বিষয়ে সাক্ষী রূপে নিয়োগের যোগ্য। এর বিপরীত ব্যক্তিগণকে বর্জন করবেন।

৬৪। নার্থসম্বন্ধিনো নাপ্তা ন সহায়া ন বৈরিণঃ।
ন দৃষ্টদোষাঃ কর্তব্যা ন ব্যাধ্যার্তা ন দূষিতাঃ ॥

ঋণাদি অর্থসম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি, মিত্র, পরিচারক, শত্রু, যার কুটসাক্ষিত্ব প্রমাণিত, রোগার্ত, (মহাপাতকাদি) দোষযুক্ত ব্যক্তিগণকে সাক্ষী করা উচিত নয়।

৬৫-	ন সাক্ষী নৃপতিঃ কার্যো ন কারুককুশীলবৌ।

৬৭।	ন শ্রোত্রিয়ো ন লিঙ্গস্হো ন সঙ্গেভ্যো বিনির্গতঃ ॥
নাধ্যধীনো ন বক্তব্যো ন দস্যু ন বিকর্মকৃৎ।
ন বৃদ্ধো ন শিশুর্নৈকো নান্ত্যো ন বিকলেন্দ্রিয়ঃ॥
নার্তো ন মত্তো নোন্মত্তো ন ক্ষুত্তৃষ্ণোপপীড়িতঃ।
ন শ্রমার্তো ন কামার্তো ন ক্রুদ্ধো নাপি তস্করঃ ॥

রাজা, (পাচকাদি) কারুক, নট, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক, অত্যন্ত পরাধীন (দাসাদি), দস্যু, নিষিদ্ধকর্মকারী, বৃদ্ধ, শিশু, একজন, চণ্ডাল, (অন্ধাদি) বিকলেন্দ্রিয়, (বন্ধুবিনাশাদি হেতু) আর্ত, মত্ত, উন্মত্ত, ক্ষুধাতৃষ্ণাপীড়িত, ক্লান্ত, কামুক, ক্রুদ্ধ, চোর—এদের সাক্ষী করা উচিত নয়।

৬৮।	স্ত্রীণাং সাক্ষ্যং স্ত্রিয়ঃ কুযুর্দ্বিজানাং সদৃশা দ্বিজাঃ।
শূদ্রাশ্চ সন্তঃ শূদ্রাণামন্ত্যানামন্ত্যযোনয়ঃ ॥

স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য স্ত্রীলোক দিবে, দ্বিজের সাক্ষী হবে তত্তুল্য দ্বিজ, সৎশূদ্র শূদ্রদের, চণ্ডাল চণ্ডালের সাক্ষী হবে।

৬৯।	অনুভাবী তু যঃ কশ্চিৎ কুর্যাৎ সাক্ষ্যং বিবাদিনাম্।
অন্তর্বেশ্মন্যরণ্যে বা শরীরস্যাপি চাত্যয়ে ॥

গৃহে বা বনাদিতে (চোরাদিকৃত উপদ্রবে) এবং (আততায়িকৃত) প্রাণহত্যাস্থলে উক্ত বিষয় যে জানে এমন লোক সাক্ষী হতে পারে।

৭০।	স্ত্রিয়াপ্যসম্ভবে কার্যং বালেন স্থবিরেণ বা।
শিষ্যেণ বন্ধুনা বাপি দাসেন ভৃতকেন বা ॥

(উক্তরূপ সাক্ষীর অভাবে) স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, শিষ্য, বন্ধু, দাস বা পরিচারকও সাক্ষ্য দান করতে পারে।

৭১।	বালবৃদ্ধাতুরাণঞ্চ সাক্ষ্যেষু বদতাং মৃষা।
জানীয়াদস্হিরাং বাচমুৎসিক্তমনসাং তথা ॥

বালক, বৃদ্ধ ও রোগার্ত, মত্ত, উন্মত্তাদির সাক্ষ্যে মিথ্যা ভাষণে বাক্য অস্থির হয়, (অনুমান দ্বারা) সাক্ষ্যের যথার্থতা জানতে হবে।

৭২।	সাহসেষু চ সর্বেষু স্তেয়সংগ্রহণেষু চ।
বাগ্দণ্ডয়োশ্চ পারুষ্যে ন পরীক্ষেত সাক্ষিণঃ ॥

(গৃহদাহাদি দ্বারা প্রাণিহিংসা রূপ) সকল প্রকার সাহসে, চৌর্য, ও (আচার্য) স্ত্রীর সঙ্গে. ব্যভিচার, বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্যে সাক্ষিগণকে পরীক্ষা করবে না।

৭৩। বহুত্বং পরিগৃহ্ণীয়াৎ সাক্ষিদ্বৈধে নরাধিপঃ॥
সমেষু তু গুণোৎকৃষ্টান্ গুণিদ্বৈধে দ্বিজোত্তমান্ ॥

সাক্ষীদের মধ্যে মতদ্বৈধ হলে রাজা অধিক সংখ্যক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। সমসংখ্যক সাক্ষীদের মতদ্বৈধ হলে যারা গুণে উৎকৃষ্ট তাদের সাক্ষ্য গ্রহণীয়। (সমসংখ্যক) গুণী সাক্ষীদের মধ্যে মতদ্বৈধ হলে ব্রাক্ষণদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য।

৭৪। সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষ্যং শ্রবণাচ্চৈব সিধ্যতি।
তত্র সত্যং ব্রুবন্ সাক্ষী ধর্মার্থাভ্যাং ন হীয়তে॥

সমক্ষদর্শন হেতু সাক্ষ্য (সিদ্ধ) হয়, শ্রবণ হেতুও সিদ্ধ হয়। তাতে সত্য কথা বললে সাক্ষীর ধর্ম ও অর্থেব হানি হয় না।

৭৫। সাক্ষী দৃষ্টশ্রুতাদন্যদ্বিব্রুবন্নার্যসংসদি।
অবাঙ্‌নরকমভ্যেতি প্রেত্য স্বর্গাচ্চ হীয়তে॥

সাক্ষী দৃষ্ট ও শ্রুত ব্যাপারকে সভাতে বিকৃত করে বললে অধোমুখ হয়ে নরকগামী হয় এবং পরলোকে স্বর্গচ্যুত হয়।

৭৬। যত্রানিবদ্ধোহপীক্ষেত শৃণুয়াদ্বাপি কিঞ্চন।
পৃষ্টস্তত্রাপি তদব্রূয়াদ যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্ ॥

সাক্ষিরূপে মানিত না হয়েও কিছু দেখলে বা শুনলে জিজ্ঞাসিত হয়ে যেমন দেখেছেন বা শুনেছেন তেমনই বলবেন।

৭৭। একোহলুব্ধস্তু সাক্ষী স্যাদ্বহ্ব্যঃ শুচ্যোহপি ন স্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীবুদ্ধেরস্থিরত্বাৎ তু দোষৈশ্চান্যেহপি যে বৃতাঃ ॥

নির্লোভ হলে একজন সাক্ষী হতে পারে, অনেক স্ত্রীলোক শুচি হলেও বুদ্ধির অস্থিরতা হেতু (সাক্ষী হতে পারে না) ; (চৌর্যাদি) দোষযুক্ত অন্যলোকও (সাক্ষী হতে পারে না)।

৭৮। স্বভাবেনৈব যদ্‌ব্রূয়ুর্ধর্মার্থং ব্যবহারিকম্।
অতো যদন্যদ্বিব্রূয়ুর্ধর্মার্থং তদপার্থকম ॥

(সাক্ষিগণ ভয়াদি শূন্য হয়ে) স্বাভাবিক ভাবে যা বলবেন, তা বিচারে নির্ণয়ার্থে গ্রাহ্য। এর থেকে অন্য যা বিকৃত ভাবে বলবেন, তা ধর্মবিষয়ে নিরর্থক।

৭৯।	সভান্তঃ সাক্ষিণঃ প্রাপ্তানর্থিপ্রত্যর্থিসন্নিধৌ।
প্রাড়্বিকোহনুযুঞ্জীত বিধিনানেন সান্ত্বয়ন্॥

সভামধ্যে প্রবিষ্ট সাক্ষিগণকে বাদী বিবাদীর সমক্ষে বিচারক এই নিয়মে প্রিয়বাক্যে বলবেন।

৮০।	যদ্দ্বয়োরনমর্বেত্থ কার্যেহস্মিংশ্চেষ্টিতং মিথঃ।
তদ্ব্রত সর্বং সত্যেন যুষ্মাকং হ্যত্র সাক্ষিতা ॥

এই বিষয়ে এই দুইজনের পরস্পরের যে ক্রিয়াকলাপ জান, তা সব সত্য করে বল ; এই বিষয়ে তোমাদেব সাক্ষিত্ব হয়েছে।

৮১।	সত্যং সাক্ষ্যে ব্রুবন্ সাক্ষী লোকানাপ্নোতি পুষ্কুলান্।
ইহ চানুত্তমাং কীর্তিং বাগেষা ব্রহ্মপূজিতা॥

সাক্ষী সাক্ষ্যে সত্যকথা বলে পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি, ইহলোকে শ্রেষ্ঠ কীর্তি লাভ করে এই কথা ব্রহ্মা কর্তৃক পূজিত।

৮২।	সাক্ষ্যেহনৃতং বদন্ পাশৈ বর্ধতে বারুণৈর্ভূশম্।
বিবশঃ শতমাজাতীস্তস্মাৎ সাক্ষ্যং বদেদৃতম্ ॥

সাক্ষ্যে মিথ্যা বলে বরুণের পাশে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হয়, শত জন্ম পরাধীন থাকে ; সুতরাং, সত্য সাক্ষ্য বলবে॥

৮৩।	সত্যেন পূয়তে সাক্ষী ধর্মঃ সত্যেন বর্ধতে।
তস্মাৎ সত্যং হি বক্তব্যং সর্ববর্ণেষু সাক্ষিভিঃ ॥

সত্য দ্বারা সাক্ষী পবিত্র হয়, ধর্ম সত্য দ্বারা বর্ধিত হয় ; সুতরাং, সকল বর্ণে সাক্ষিগণ সত্য কথা বলবে।

৮৪।	আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী গতিরাত্মা তথাত্মনঃ।
মাবমংস্থাঃ স্বমাত্মানং নৃণাং সাক্ষিণমুত্তমমম্॥

আত্মাই আত্মার সাক্ষী, আত্মার গতি আত্মা। মানুষের শ্রেষ্ঠ সাক্ষী রূপ নিজের আত্মকে অবমাননা করবে না।

৮৫।	মনস্তে বৈ পাপকৃতো ন কশ্চিৎ পশ্যতীতি নঃ।
তাংস্তু দেবাঃ প্রপশ্যন্তি স্বস্যৈবান্তরপুরুষঃ ॥

পাপাচরণকারীরা মনে করে ‘কেউ আমাদের দেখে না’। কিন্তু তাদের দেবগণ ও নিজের দেহস্থিত আত্মা দেখেন।

৮৬। দৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং চন্দ্রাকাগ্নির্যমানিলাঃ।
রাত্রিঃ সন্ধ্যে চ ধর্মশ্চ বৃত্তজ্ঞাঃ সর্বেদেহিনাম্ ॥

স্বর্গ, মর্ত্য, জল, হৃদয়, চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, যম, বায়ু, রাত্রি, উভয় সন্ধিক্ষণ ও ধর্ম সকল দেহধারীর আচরণ জানে।

৮৭। দেবুব্রাহ্মণসাংনিধ্যে সাক্ষ্যং পৃচ্ছেদৃতং দ্বিজান্।
উদঙ্মুখান্ প্রাঙ্মুখান্ বা পূর্বাহ্নে বৈ শুচিঃ শুচীন্॥

দেবতা ও ব্রাহ্মণের সন্নিধানে উত্তরমুখ বা পূর্বমুখ, (স্নানাদি দ্বারা) পবিত্র দ্বিজগণকে পবিত্র (বিচারক) প্রাতে সত্যসাক্ষ্য জিজ্ঞাসা করবেন।

৮৮। ব্রূহীতি ব্রাহ্মণং পৃচ্ছেৎ সত্যং ব্রূহীতি পার্থিবম্।
গোবীজকাঞ্চনৈর্বৈশ্যং শূদ্রং সর্বৈস্তু পাতকৈঃ॥

ব্রাহ্মণকে 'বলুন', ক্ষত্রিয়কে 'সত্য বলুন', বৈশ্যকে 'গাভী, ধান্যাদি বীজ ও স্বর্ণচৌর্যে যে পাপ হয়, যদি মিথ্যা বলেন তাহলে আপনার সেই পাপ হবে' এই কথা, শূদ্রকে মিথ্যা বললে সকল পাপ তোমার হবে, এইরূপ বলবেন।

৮৯। ব্রহ্মঘ্নো যে স্মৃতা লোক যে চ স্ত্রীবালঘাতিনঃ।
মিত্রদ্রুহঃ কৃতঘ্নস্য তে তে স্যু ব্রুবতো মৃষা॥

ব্রাহ্মণহন্তা, স্ত্রীঘাতী, বালকহন্তা, মিত্রের অনিষ্টকারী এবং কৃতঘ্নের যে যে লোক শাস্ত্রে অভিহিত হয়েছে (সাক্ষ্যে) মিথ্যাবাদীর ঐ সকল লোক লব্ধ হয়।

৯০। জন্ম প্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যং ভদ্র ত্বয়া কৃতম্।
তৎ তে সর্বং শুনো গচ্ছেদ্ যদি ব্রূয়াস্ত্বমন্যথা ॥

হে ভদ্র, জন্ম থেকে তুমি যা কিছু পুণ্য করেছ, তোমার সেই সব পুণ্য, তুমি মিথ্যা বললে, কুকুরের কাছে যাবে।

৯১। একোহহমস্মীত্যাত্মানং যৎ ত্বং কল্যাণ মন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ ॥

হে ভদ্র, তুমি যে নিজেকে একাকী মনে কর (তা ঠিক নয়)। পুণ্য পাপের দ্রষ্টা মুনি এই (পরমাত্মা) সর্বদা তোমার হৃদয়ে আছেন।

৯২। যমো বৈবস্বতে দেবো যস্তবৈষ হৃদি স্থিতঃ।
তেন চেদবিবাদস্তে মা গঙ্গাং মা কুরূন্ গমঃ ॥

এই যে বৈবস্বত যম দেব তোমার হৃদয়ে আছেন, তাঁর সঙ্গে তোমার বিবাদ না থাকলে (মিথ্যা সাক্ষ্যজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য) গঙ্গায় ও কুরুক্ষেত্রে যেওনা।

৯৩। নাগ্নো মুণ্ডঃ কপালেন ভিক্ষার্থী ক্ষুৎপিপাসিতঃ।
অন্ধঃ শত্রুকুলং গচ্ছেদ্ যঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ॥

যে মিথ্যাসাক্ষ্য দেয়, সে (পরলোকে) উলঙ্গ, মুণ্ডিতমস্তক, কপাল (খর্পর) হস্তে ভিক্ষার্থী, ক্ষুধা পিপাসার্ত ও অন্ধ হয়ে শত্রুকুলে গমন করে।

৯৪। অবাকশিরাস্তমস্যন্ধে কিল্বিষী নরকং ব্রজেৎ।
যঃ প্রশ্নং বিতথং ব্রুয়াং পৃষ্টঃ সন্ ধর্মনিশ্চয়ে॥

সত্যনির্ধারণ ব্যাপারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে যে মিথ্যা বলে, সে অবধামুখে ঘোর অন্ধকারে পাপযুক্ত হয়ে নরকে গমন করে।

৯৫। অন্ধো মৎস্যানিবাশ্নাতি স নরঃ কন্টকৈঃ সহ।
যো ভাষতেহর্থবৈকল্যমপ্রত্যক্ষং সভাং গতঃ॥

যে সভায় উপস্থিত হয়ে মিথ্যা কথা বলে সে অন্ধের মৎস্যভক্ষণের ন্যায় কাঁটা সহ অন্ন ভক্ষণ করে।

৯৬। যস্য বিদ্বান্ হি বদতঃ ক্ষেত্রজ্ঞো নাভিশঙ্কতে।
তস্মান্ন দেবাঃ শ্রেয়াংসং লোকেন্যং পুরুষং বিদুঃ॥

যার হৃদয়স্থিত অন্তর্যামী, সে মিথ্যা বলছে বলে আশঙ্কা করেন না, দেবগণ পৃথিবীতে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অন্য লোককে শ্রেষ্ঠ বলেন না।

৯৭। যাবতো বান্ধবান্ যস্মিন হন্তি সাক্ষ্যেহনৃতং বদন্।
তাবতঃ সংখ্যয়া তস্মিন্ শৃণু সৌম্যানুপুর্বশঃ॥

হে সৌম্য, যে সাক্ষ্যে মিথ্যা বলে যত সংখ্যক পিত্রাদি বান্ধবগণকে নিহত করে, তাতে তত সংখ্যক লোক বলছি, ক্রমে শোন।

৯৮। পৃঞ্চ পযতে হন্তি দশ হন্তি গবানৃতে।
শতমশ্বানৃতে হন্তি সহস্রং পুরুষাতে॥

পশুসম্বন্ধে মিথ্যা ভাষণে (পিত্রাদি) পাঁচ পুরুষ, গাভী বিষয়ে মিথ্যা কথায় দশ পুরুষ, অশ্ব সম্বন্ধে মিথ্যা ভাষণে এক শত, মানুষ সম্বন্ধে মিথ্যা কথনে সহস্র পুরুষকে নিহত করে।

৯৯। হন্তি জাতানজাংশ্চ হিরণ্যার্থেহনৃতং বদন্।
সর্বং ভূম্যনৃতে হন্তি মাস্ম ভূম্যনৃতং বদীঃ॥

সোনার জন্য মিথ্যা বলে (পূর্ব) জাত (পিত্রাদিকে) এবং অজাত (পুত্রাদিকে), ভূমিসম্বন্ধে মিথ্যা কথায় সকলকে নিহত করে ; ভূমিবিষয়ে মিথ্যা বলবে না।

১০০। অপ্সু ভূমিবদিত্যাহুঃ স্ত্রীণাং ভোগে চ মৈথুনে।
অব্জেষু চৈব রত্নেষু সর্বেস্বশ্মময়েষু চ॥

জল, স্ত্রীসম্ভোগ, জলজরত্ন ও সকল প্রস্তর নির্মিত দ্রব্য বিষয়ে মিথ্যা কথায়, ভূমি বিষয়ে মিথ্যা কথায় যে পাপ হয়, তাই হয়।

১০১। এতান্ দোষানবেক্ষ্য ত্বং সর্বাননৃতভাষণে।
যথাশ্রুতং যথাদৃষ্টং সর্বমেবাঞ্জসা বদ॥

মিথ্যাভাষণে এই সকল দোষ লক্ষ্য করে যেমন শুনেছ যেমন দেখেছ তা সব সত্য করে বল।

১০২। গোরক্ষকান্ বাণিজ্জিকাংস্তথা কারুকুশীলবান্।
প্রেষ্যান্ বার্ধুষিকাংশ্চৈব বিপ্রান্ শূদ্রবাচরেৎ॥

গোপালক্, বণিক্, (পাচকাদি) কারু, নটকর্ম ও নৃত্যগীতাদিজীবী, দাসকর্মজীবী, কুসীদজীবী (সুদখোব) ব্রাহ্মণের প্রতি শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করবে।

১০৩। তদ্বদন্ ধর্মতোহের্থেযষু জানন্নপ্যন্যথা নরঃ।
ন স্বর্গাচ্চবতে লোকাদ্দৈবীংবাচং বদন্তি তাম্॥

বিচার্য বিষয়ে (ঠিক) জেনেও দয়াদি হেতু অন্য প্রকার বললে স্বর্গলোক থেকে ভ্রষ্ট হয় না ; সেই বাক্যকে দৈব বলা হয়।

১০৪। শূদ্রবিট্‌ক্ষর্বিপ্রাণাং যত্রর্তোক্তৌ ভবেদ্বধঃ।
তত্র বক্তুবামনৃতং তদ্ধি সত্যাদ্দিশিষ্যতে॥

যেখানে সত্যভাষণে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণের বধ হতে পারে, সেখানে মিথ্যা বক্তব্য ; তা সত্য অপেক্ষা শ্রেয়।

১০৫। বাগ্‌দৈবত্যৈশ্চ চরুভির্যজেরংস্তে সরস্বতীম্।
অনৃতস্যৈনসস্তস্য কুর্বাণা নিষ্কৃতিং পরাম্॥

সেই মিথ্যাজনিত পাপ থেকে উত্তমরূপে মুক্তিকামী ব্যক্তি, যার দেবতা বাগ্‌দেবী সেই চরুদ্বারা সরস্বতীর উদ্দেশ্যে যাগ করবে।

১০৬। কুষ্মাণ্ডৈর্বাপি জুহুয়াদ্ ঘৃতমগ্নৌ যথাবিধি।
উদিত্যৃচা বা বারুণ্যা তৃচেনাবন্দৈব তেন বা॥

অথবা নিয়মানুসারে কুষ্মাণ্ডমন্ত্র দ্বারা অগ্নিস্থাপনপূর্বক অগ্নিতে ঘৃতদ্বারা হোম করবে অথবা উদুত্যম্ ইত্যাদি বরুণদেবতার মন্ত্র বা (আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি) তিনটি ঋক্ উচ্চারণ করে (অগ্নিতে ঘৃত দ্বারা হোম করবে।)

১০৭। ত্রিপক্ষাদব্রুবন্ সাক্ষ্যমৃণাদিষু নরোঽগদঃ।
তদৃণং প্রাপ্নুয়াৎ সর্বং দশবন্ধঞ্চ সর্বতঃ।

অরোগী লোক ঋণাদি বিষয়ে তিন পক্ষের মধ্যে সাক্ষ্য না দিলে সেই ঋণের জন্য দায়ী হবে এবং তার দশ ভাগের একভাগ দণ্ড দিবে।

১০৮। যস্য দৃশ্যেতে সপ্তাহাবাক্যস্য সাক্ষিণঃ।
রোগোঽগ্নির্জ্ঞাতিমরণমৃণং দাপ্যো দমঞ্চ সঃ॥

যে সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের সপ্তাহ মধ্যে রোগ, গৃহদাহ (বা) জ্ঞাতিমরণ হয়, তাকে ঋণ ও দণ্ড দিতে হবে।

১০৯। অসাক্ষিকেষু ত্বর্থেষু মিথো বিবদমানয়োঃ।
অবিন্দংস্তত্ত্বতঃ সত্যং শপথেনাপি লম্ভয়েৎ॥

পরস্পর বিবদমান দুই ব্যক্তির সাক্ষীহীন বিষয়ে সত্য নির্ধারণ করতে না পারলে শপথ দ্বারাও সত্যনির্ণয় করবেন।

১১০। মহর্ষিভিশ্চ দেবৈশ্চ কার্যার্থং শপথাঃ কৃতাঃ।
বশিষ্ঠশ্চাপি শপথং শেপে পৈজবনে নৃপে॥

মহর্ষি এবং দেবগণও সন্দিগ্ধ কার্যনির্ণয়ার্থে শপথ করেছিলেন। বশিষ্ঠও পৈজবন রাজার নিকট শপথ করেছিলেন।

১১১। ন বৃথা শপথং কুর্যাৎ স্বল্পেঽপ্যর্থে নরো বুধঃ।
বৃথা হি শপথং কুর্বন্ প্রেত্য চেহ চ নশ্যতি॥

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সামান্য বিষয়েও বৃথা শপথ করবেন না। বৃথা শপথ করে ইহলোকে ও পরলোকে (মানুষ) বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

১১২। কামিনীষু বিবাহেষু গৰাং ভক্ষ্যে তথেন্ধনে।
ব্রাহ্মণাভ্যুপপত্তৌ চ শপথে নাস্তি পাতকম্॥

কামিনী (তুমিই আমার প্রেয়সী এইরূপ), বিবাহে (আমি অন্য মেয়ে বিবাহ করব না এইরূপ), গাভীর ঘাস প্রভৃতি আহরণ বিষয়ে, হোমার্থে কাষ্ঠাদি আহরণে এবং ব্রাহ্মণরক্ষার্থে (প্রতিশ্রুত ধনাদি বিষয়ে বৃথা) শপথে পাপ নেই।

১১৩। সত্যেন শাপয়েদ্বিপ্রং ক্ষত্রিয়ং বাহনায়ুধৈঃ।
গো-বীজ-কাঞ্চনৈর্বৈশ্যং শূদ্রং সর্বৈস্তু পাতকৈঃ॥

'সত্য বল' এই বলে ব্রাহ্মণকে, (হস্তী অশ্বাদি) বাহন ও অস্ত্র (আমার যেন বিফল হয় এই বলে) ক্ষত্রিয়কে, (গবাদি পশু ও ধান্যাদি বীজ যেন আমার নিষ্ফল হয় এই বলে) বৈশ্যকে, (সকল পাপ যেন আমার হয় এই বলে) শূদ্রকে শপথ করাবেন।

১১৪। অগ্নিং বা হারয়েদেনমপ্সু চৈনং নিমজ্জয়েৎ।
পুত্রদারস্য বাপ্যেনং শিরাংসি স্পর্শয়েৎ পৃথক্॥

অথবা শূদ্রকে অগ্নিপরীক্ষা বা জল পরীক্ষা করাবেন বা তার পুত্র বা স্ত্রীর মাথায় হাত দিয়ে (শপথ করাবেন)।

১১৫। যমিদ্ধো ন দহত্যগ্নিরাপো নোন্মজ্জয়ন্তি চ।
ন চার্তিমৃচ্ছতি ক্ষিপ্রং স জ্ঞেয়ঃ শপথে শুচিঃ॥

যাকে প্রজ্বলিত অগ্নি দগ্ধ করে না, জল নিমজ্জিত করে না, যে শীঘ্র (স্ত্রী পুত্রাদির মস্তকস্পর্শেও) দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না, সে শপথে পবিত্র বলে জ্ঞেয়।

১১৬। বংসস্য হ্যভিশস্তস্য পুরা ভ্রাতা যবীয়সা।
নাগ্নির্দদাহ রোমাপি সত্যেন জগতঃ স্পশঃ॥

প্রাচীনকালে (তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্রার পুত্র এইরূপে) কনিষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক অভিশপ্ত বংস (ঋষি আত্মশুদ্ধির জন্য যখন অগ্নিপরীক্ষা করেন তখন) জগতের (শুভাশুভ কর্তব্যে) চররূপ সত্যতা হেতু তাঁর একটি লোমও অগ্নি দগ্ধ করেনি।

১১৭। যস্মিন্ যস্মিন্ বিবাদে তু কৌটসাক্ষ্যং কৃতংভবেৎ।
তত্তৎকার্যং নিবর্তেত কৃতঞ্চাপ্যকৃতং ভবেৎ॥

যে যে বিবাদে কূটসাক্ষ্য নির্ধারিত করা হয়, সেই সেই কার্য সেই সেই অসমাপ্ত বিষয় (বিচারক) পুনরায় বিচার করবেন। এমন বিচার কৃত হলেও অকৃত হয়।

১১৮। লোভান্মোহাদ্ভয়ান্মৈত্রাৎ কামাৎ ক্রোধাওথৈব চ।
অজ্ঞানাদ্বালভাবাচ্চ সাক্ষ্যং বিতথমুচ্যতে॥

লোভ, মোহ, ভয়, বন্ধুভাব, কাম, ক্রোধ, অজ্ঞতা ও বালকভাব হেতু সাক্ষ্য মিথ্যা বলে উক্ত হয়।

১১৯। এষামন্যতমে স্থানে যঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ।
তস্য দণ্ডবিশেষাংস্তু প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্বশঃ॥

এদের মধ্যে কোন কারণে যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তার বিশেষ দণ্ড সম্বন্ধে ক্রমে বলব।

১২০। লোভাৎ সহস্রং দণ্ড্যস্তু মোহাৎ পূর্বন্তু সাহসম্।
ভয়াদ্দ্বৌ মধ্যমৌ দণ্ডৌ মৈত্রাৎ পূর্বং চতুর্গুণম্॥

লোভ হেতু সহস্র, মোহ হেতু প্রথম সাহস[৩], ভয় হেতু দুইটি মধ্যম সাহস, বন্ধুত্ব হেতু প্রথম সাহসের চতুর্গুণ দণ্ড বিধেয়।

১২১। কামাদ্দশগুণং পূর্বং ক্রোধাৎ তু ত্রিগুণং পরম্।
অজ্ঞানাদ্দে শতে পূর্ণে বালিশ্যাচ্ছতমেব তু॥

কাম হেতু প্রথম সাহসের দশগুণ, ক্রোধ হেতু মধ্যম সাহসের তিনগুণ, অজ্ঞতা হেতু দুই শত, অনবধান হেতু এক শত (পণ দণ্ড বিহিত)।

১২২। এতানাহুঃ কৌটসাক্ষ্যে প্রোক্তান্ দণ্ডান্মনীষিভিঃ।
ধর্মস্যাব্যভিচারার্থমধর্মনিয়মায় চ॥

কূটসাক্ষ্যে ধর্ম লঙ্ঘন যাতে না হয় এবং অধর্ম নিবারণের জন্য এই দণ্ডগুলি মনীষিগণ বলেছেন।

১২৩। কৌটসাক্ষ্যন্তু কুর্বাণাংস্ত্রী বর্ণান্ ধার্মিকো নৃপঃ।
প্রবাসয়েদ্দণ্ডয়িত্বা ব্রাহ্মণন্তু বিবাসয়ে॥

ধার্মিক রাজা কূটসাক্ষ্যদানকারী তিন বর্ণকে দণ্ডদান করে নির্বাসিত করবেন, ব্রাহ্মণকে কিন্তু (ধনদণ্ড ব্যতিরেকে) নিজ রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করবেন[৪]।

১২৪। দশ স্থানানি দণ্ডস্য মনুঃ স্বায়ম্ভুবোহব্রবীৎ।
ত্রিষু বর্ণেষু যানি স্যুরক্ষতো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ॥

(মহাপরাধে) স্বায়ংভুব মনু শারীরিক দণ্ড বিধানের দশটি স্থান বলেছেন: এইগুলি ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণে প্রযোজ্য ; ব্রাহ্মণ অক্ষত দেহে দেশ থেকে বহির্গত হন।

১২৫। উপস্থমুদরং জিহ্বা হস্তৌ পাদৌ চ পঞ্চমম্।
চক্ষুর্নাসা চ কর্ণৌ চ ধনং দেহস্তথৈব চ॥

পুরুষাঙ্গ, উদর, জিহ্বা, হস্ত ও পঞ্চম পদ, চক্ষু, নাক, কর্ণ, ধন ও দেহ (এইগুলির মধ্যে যে যে অঙ্গে অপরাধ করে, সেই সেই অঙ্গে দণ্ডবিধান করবেন ; কেবল মহাপাতক স্থলে দেহদণ্ড বিধেয়, অন্যাপরাধে নয়)।

১২৬। অনুবন্ধং পরিজ্ঞায় দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ।
সারাপরাধৌ চালোক্য দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়েৎ॥

(পুনঃ পুনঃ অপরাধের ইচ্ছা) এবং দেশ কাল যথাযথরূপে নির্ধারণ করে (অপরাধীর ধনশরীরাদি) সামর্থ্য ও (গুরু লঘু) অপরাধ বিবেচনা করে দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ডিত করবেন।

১২৭। অধর্মদণ্ডনং লোকে যশোঘ্নং কীর্তিনাশনম্।
অস্বর্গ্যঞ্চ পরত্রাপি তস্মাৎ তৎ পরিবর্জয়েৎ॥

অন্যায় ভাবে দণ্ডদান পৃথিবীতে যশ ও কীর্তিনাশক, পরলোকে স্বর্গলাভের প্রতিকূল ; সুতরাং, তা বর্জন করবেন।

১২৮। অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥

অদণ্ডনীয়কে দণ্ড দিলে, দণ্ডনীয়কে দণ্ড না দিলে রাজা মহা অযশ প্রাপ্ত হন এবং নরকগমন করেন।

১২৯। বাগ্‌দণ্ডং প্রথমং কুর্যাদ্‌ধিগ্‌দণ্ডং তদনন্তরম্।
তৃতীয়ং ধনদণ্ডন্ত বধদণ্ডমতঃপরম্॥

প্রথমে বাগ্‌দণ্ড (বাক্য দ্বারা তিরস্কার), তারপর ধিক্ দণ্ড (তুমি মন্দ লোক, তোমাকে ধিক্ এইরূপ), তৃতীয় ধনদণ্ড, তৎপর বধদণ্ড[৫] (বিহিত)।

১৩০। বধেনাপি যদা ত্বেতান্ নিগ্রহীতুং ন শক্নুয়াৎ।
তদৈষু সর্বমপ্যেতং প্রযুঞ্জীত চতুষ্টয়ম্॥

তাড়নাদি দ্বারাও যখন এই অপরাধিগণকে শাসন করতে পারা যায় না, তখন এদের প্রতি এই চারটির সবই প্রয়োগ করবে।

১৩১। লোকসংব্যবহারার্থং যাঃ সংজ্ঞাঃ প্রথিতা ভুবি।
তাম্ররূপ্যসুর্ণানাং তাঃ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ॥

(ক্রয়বিক্রয়াদি) লোকব্যবহারের জন্য পৃথিবীতে তামা, রূপা ও সোনার যে সকল সংজ্ঞা প্রসিদ্ধ, সেইগুলি সম্পূর্ণরূপে বলব।

১৩২। জালান্তরগতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ।
প্রথমং তৎ প্রমাণানাং ত্রসরেণুং প্রচক্ষতে॥

জানালা দিয়ে যে সূর্যকিরণ আসে, তাতে যে সুক্ষ্ম ধূলিকণা দৃষ্ট হয়, পরিমাণ সমূহের মধ্যে প্রথম সেই পদার্থ এসরেণু বলে কথিত।

১৩৩। ত্রসরেণবোহষ্টৌ বিজ্ঞেয়া লিক্ষৈকা পরিমাণতঃ।
তা রাজসর্ষপস্তিস্রস্তে এয়ো গৌরসর্ষপঃ॥

আট ত্রসরেণুতে এক লিক্ষা পরিমাণ জ্ঞেয়, তিন লিক্ষাতে এক রাজসর্ষপ ও তিন রাজসর্ষপে এক গৌরসর্ষপ হয়।

১৩৪। সর্ষপাঃ ষড্‌যবো মধ্যসিযবংবন্বেককৃষ্ণলম্।
পঞ্চকৃষ্ণলকো মাষস্তে সুবর্ণস্তু ষোড়শ॥

ছয় সর্ষপে এক যব, তিন যবে এক কৃষ্ণল, পাঁচ কৃষ্ণলে এক মাষ, এর ষোলগুণ এক সুবর্ণ (ভরি) হয়।

১৩৫। পলং সুবর্ণাশ্চত্বারঃ পলানি ধরণং দশ।
দ্বে কৃষ্ণলে সমধৃতে বিজ্ঞেয়ো রৌপ্যমাষকঃ॥

চার সুবর্ণে এক পল, দশ পলে এক ধরণ, দুই কুঁচে এক রূপার মাষ হয়।

১৩৬। তে ষোড়শ স্যাদ্ধরণং পুরাণশ্চৈব রাজতঃ।
কার্যাপণস্তু বিজ্ঞেয়স্তাম্রিকঃ কার্ষিকঃ পণঃ॥

ষোড়শ রূপার মায়ায় এক ধরণ হয় এবং রূপার পুরাণও হয়, (শাস্ত্রীয় পলের চতুর্থভাগ পরিমাণ) তামার কার্ষিক বা কার্ষাপণকেও পণ বলা যায়।

১৩৭। ধরণানি দশ জ্ঞেয়াঃ শতমানস্তু রাজতঃ।
চতুঃসৌবর্ণিকো নিষ্কো বিজ্ঞেয়স্ত প্রমাণতঃ॥

দশ ধরণে এক রূপার শতমান হয়, চার সুবর্ণে এক নিষ্ক জ্ঞেয়।

১৩৮। পাণানাং দ্বে শতে সাৰ্দ্ধে প্রথমঃ সাহসঃ স্মৃতঃ।
মধ্যমঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সহস্রন্তেব চোত্তমঃ॥

আড়াই শ’ পণে হয় প্রথম সাহস, পাঁচ শ’ পণে মধ্যম ও সহস্র পণে উত্তম সাহস হয়।

১৩৯। ঋণে দেয়ে প্রতিজ্ঞাতে পঞ্চকং শতমর্হতি।

অপহ্নবে তদ্দ্বিগুণং তন্মনোরনুশাসনম্॥

দেয় ঋণ দিতে প্রতিজ্ঞা করে না দিলে শতকরা পাঁচপণ, (ঋণ করে) অস্বীকার করলে তার দ্বিগুণ (দণ্ড) বিধেয়—মনুর এই বিধান।

১৪০। বশিষ্ঠবিহিতা বৃদ্ধিং সৃজেদ্বিত্তবিবর্ধিনীম্।
অশীতিভাগং গৃহ্ণীয়ান্মাসাদ্বার্ধুষিকঃ শতে॥

(সুদজীবী উত্তমর্ণ) অর্থবৃদ্ধির জন্য বশিষ্ঠ কর্তৃক বিহিত (হারে অর্থাৎ) মাসে শতকরা অশীতি ভাগ সুদ নিবেন।

১৪১। দ্বিকং শতং বা গৃহ্ণীয়াৎ সতাং ধর্মমনুস্মরন্।
দ্বিকং শতং হি গৃহ্ণানো ন ভবত্যর্থকিল্বিষী॥

অথবা সজ্জনের ধর্ম অনুসরণ করে শতকরা দুই (পণ সুদহিসাবে গ্রহণ করবেন ; শতকরা দুই (পণ) গ্রহণ করে (উত্তমর্ণ) ধন বিষয়ে পাপী হয় না।

১৪২। দ্বিকং ত্রিকং চতুষ্কঞ্চ পঞ্চকঞ্চ শতং সমম্।
মাসস্য বৃদ্ধিং গৃহ্ণীয়াদ্বার্ণানামনুপূর্বশঃ॥

(চার) বর্ণ থেকে ক্রমে মাসিক শতকরা দুই, তিন, চার বা পাঁচ (পণের) সমান পরিমাণ সুদ গ্রহণীয়।

১৪৩। ন ত্বেবেধৌ সোপকারে কৌসীদীং বৃদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
নচাধেঃ কালসংরোধান্নিসর্গোঽস্তি ন বিক্রয়ঃ॥

ভোগ্য আধিতে[৬] সুদ (উত্তমর্ণ পাবে না)। দীর্ঘকাল যাবৎ আধি থাকলে (মূলধন দ্বিগুণ হলেও) আধির নিসর্গ (অন্যকে দান) বা (অন্যের নিকট) বিক্রয় (বিহিত) নয়।[৭]

১৪৪। ন ভোক্তব্যো বলাদাধিভুঁঞ্জানো বৃদ্ধিমুৎসৃজেৎ।
মুল্যেন তোষয়েচ্চৈনমাধিস্তেনোঽন্যথা ভবেৎ॥

(গোপ্য) আধি (উত্তমর্ণ বলপূর্বক) ভোগ করবেন না, করলে সুদ ছাড়তে হবে এবং পূর্বের মূল্যের সমান মূল্য অধমর্ণকে দিতে হবে ; নচেৎ আধি-অপহারক হবে।

১৪৫। আধিশ্চোপনিধিশ্চোভৌ কালাত্যয়মহতঃ।
অবহার্যৌ ভবেতাং তো দীর্ঘকালমবস্থিতৌ॥

আধি ও উপনিধি[৮] এই দুইটিই দীর্ঘকাল থাকলেও কালাতিক্রমের যোগ্য নয় ; (তাদের স্বত্বাধিকারী চাওয়ামাত্রই) প্রত্যর্পণীয়।

১৪৬। সম্প্রীত্যা ভুজমানানি ন নশ্যন্তি কদাচন।
ধেনুরুষ্ট্রো বহন্নশ্বো যশ্চ দম্যঃ প্রযুজ্যতে॥

সম্প্রীতিবশতঃ (অন্যের) গাভী, উষ্ট্র, ভারবাহী[৭] অশ্ব ও দমনার্থেপ্রযুক্ত বৃষাদি উপভোগ করলে কখনও নষ্ট হয় নয়া(অর্থাৎ ঐগুলির উপরে মালিকের স্বত্ব নষ্ট হয় না)।

১৪৭। যৎকিঞ্চিদ্দশবর্ষাণি সন্নিধৌ প্রেক্ষতে ধনী।
ভুজ্যমানং পরৈস্তূষ্ণীং ন স তল্লব্ধুমর্হতি॥

কোন দ্রব্যস্বামী তার সমক্ষে সেই দ্রব্য অপর কর্তৃক উপভুক্ত দেখে দশ বৎসর নীরব থাকলে সে তা পাওয়ার যোগ্য হয় না (উপভোক্তারই ঐ দ্রব্যের উপরে স্বত্ব জন্মে)।

১৪৮। অজড়শ্চেদপোগণ্ডো বিষয়ে চাস্য ভুজ্যতে।
ভগ্নং তদ্ব্যবহারেণ ভোক্তা তদ্‌দ্রব্যমর্হতি॥

দ্রব্যস্মামী জড়বুদ্ধি বা আপোগণ্ড (যোল বৎসরের কমবয়স্ক) না হলে তার চোখের সামনে ঐ দ্রব্য উপভুক্ত হলে স্বামীর ব্যবহারে তা ভন্ন হয় (অর্থাৎ তার উপরে স্বামীর অধিকার নষ্ট হয়) ; সেই দ্রব্য ভোক্তার হয়।

১৪৯। আধিঃ সীমা বালধনং নিক্ষেপোপনিধী স্ত্রিয়ঃ।
রাজস্বং শ্রোত্রিয়স্বঞ্চ ন ভোগেন প্রণশ্যতি॥

আধি, সীমা, বালকের ধন, নিক্ষেপ, উপনিধি, স্ত্রীলোক, রাজস্ব ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ (দশ বৎসর অপব কর্তৃক ভোগে) নষ্ট হয় না (অর্থাৎ আধি প্রভৃতির মালিকের স্বত্ব নষ্ট হয় না)।

১৫০। যঃ স্বামিনাননুজ্ঞাতমাধিং ভুঙ্‌ক্তেশ্ববিচক্ষণঃ।
তেনার্ধবৃদ্ধির্মোক্তব্যা তস্য ভোগস্য নিষ্কৃতিঃ॥

যে মুর্খ মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে আধি ভোগ করে, সে ভোগের নিষ্কৃতি স্বরূপ (নিয়মিত) বৃদ্ধির অর্ধেক ত্যাগ করবে।

১৫১। কুলীদবৃদ্ধির্দৈবর্গুণ্যং নাত্যেতি সকৃদাহৃতা।
ধান্যে সদে লবে বাহ্যে নাতিক্রামতি পঞ্চতাম্॥

যে সুদ একবার গৃহীত হয়েছে তা (মূল সুদে) দ্বিগুণের বেশী হয় না ; ধান, ফল, পশম, ভারবাহী বৃষাদি প্রযুক্ত হলে (মূলে সুদে) পাঁচগুণের অধিক হয় না।

১৫২। কৃতানুসারাধিকা ব্যতিরিক্তা ন সিধ্যতি।
কুসীদপথমাস্তং পঞ্চকং শহুমর্হতি॥

(শাস্ত্রানুসারে) নির্ধারিত সুদ থেকে অধিক সুদ সিদ্ধ হয় না। (নির্দিষ্ট হার থেকে অধিক সুদ গ্রহণকে) কুসীদপথ বলা হয়েছে; এতে (শূদ্র অধমর্ণের ক্ষেত্রে বিহিত) শতকরা পাঁচ (দ্বিজ থেকেও গৃহীত হয়)।

১৫৩। নাতিসাংবৎসরীং বৃদ্ধিং ন চাদৃষ্টাং পুনর্হরেৎ।
চক্রবৃদ্ধিঃ কালবৃদ্ধিঃ কারিতা কায়িকা চ যা॥

এক বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট সুদ, শাস্ত্রে অবিহিত সুদ, চক্রবৃদ্ধি, কালিকা[১০] কারিতা[১১] ও কায়িকা[১২] বৃদ্ধি গ্রহণ করবেন না।

১৫৪। ঋণং দাতুমশক্তো যঃ কর্তুমিচ্ছেৎ পুনঃ ক্রিয়াম্।
স দত্ত্বা নির্জিতাং বৃদ্ধিং করণং পরিবর্তয়েৎ॥

যে ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পুনরায় দলিল দিতে ইচ্ছা করে, সে যে সুদ স্বীকার করেছে তা দিয়ে দলিল পরিবর্তন করতে পারে।

১৫৫। অদর্শয়িত্বা তত্রৈব হিরণ্যং পরিবর্তয়েৎ।
যাবতী সম্ভবেদ্‌বৃদ্ধিস্তাবতীং দাতুমর্হতি॥

সমগ্র সুদ দিতে না পারলে অবশিষ্ট সুদ ও মূল একত্রে যা হবে সেই পরিমাণ অর্থের দলিল হবে।

১৫৬। চক্রবৃদ্ধিং সমারূঢ়ো দেশকালব্যবস্থিতঃ।
অতিক্রামন্ দেশকালৌ ন তৎফলমবাপ্নুয়াৎ॥

যে (উত্তমর্ণ) চক্রবৃদ্ধি সুদ গ্রহণ করে এবং দেশকাল ব্যবস্থিত[১৩] হয় অথচ দেশ কাল অতিক্রম করে সে সকল লাভরূপ ফল পায় না।

১৫৭। সমুদ্রযানকুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তি তু যা বৃদ্ধিং সা তত্রাধিগমং প্রতি॥

সেখানে স্থল ও জলপথে গমনকুশল ব্যক্তি, যারা দেশ কালের লাভজ্ঞ, তারা ঐ অপূরিত কার্যের যে ভাড়া নির্ধারণ করবে তাই উক্ত শকটস্বামী পাবে।

১৫৮। যো যস্য প্রতিভূস্তিষ্ঠেদ্দর্শনায়েহ মানবঃ।
অদর্শয়ন্ স তং তস্য প্রযচ্ছেৎ স্বধনাদৃণম্॥

যে তার দর্শনপ্রতিভূ (অধমর্ণকে উপস্থাপিত করার দায়িত্ব যে নেয়) হয় সে তাকে উপস্থিত করতে না পারলে নিজের ধন থেকে উত্তমর্ণের ঋণ শোধ করবে।

১৫৯। প্রাতিভাব্যং বৃথাদানমাক্ষিকং সৌরিকঞ্চ যৎ।
দণ্ডশুল্কাবশেষঞ্চ ন পুত্রো দাতুমর্হতি॥

পিতার প্রতিভূদেয় ধন, বৃথাদান[14], পাশাখেলা নিমিত্ত দেয়, সুরাপান নিমিত্ত দেয়, দণ্ডরূপে দেয় শুল্কের অবশিষ্ট অংশ পিতার পক্ষে পুত্রের দেয় নয়।

১৬০। দর্শনপ্রাতিভাব্যে তু বিধিঃ স্যাৎ পূর্বচোদিতঃ।
দানপ্রতিভুবি প্রেতে দায়াদানপি দাপয়েৎ॥

পূর্বোক্ত নিয়ম দর্শনপ্রতিভূদেয় বিষয়ে প্রযোজ্য। দানপ্রতিভূ মৃত হলে তার উত্তরাধিকারীদেরও (প্রতিশ্রুত) অর্থ দেওয়াবে।

১৬১- অদাতরি পুনর্দাতা বিজ্ঞাতপ্রকৃতাবৃণম্।
১৬২। পশ্চাৎ প্রতিভুবি প্রেতে পরীপ্সেৎ কেন হেতুনা॥
নিরাদিষ্টধনশ্চেৎ তু প্রতিভূঃ স্যালংঘনঃ।
স্বধনাদেব তদ্দদ্যানিদিষ্ট ইতি স্থিতিঃ॥

প্রতিভূ উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধের যোগ্য ধন নিয়ে মৃত হলে তার পুত্র কেন ঐ ঋণ দিবে—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়—যদি প্রতিভূ অধমর্ণের নিকট থেকে ঋণ শোধের যোগ্য ধন গ্রহণ করে শোধ না করে মরে তবে তার পুত্র ঐ ধন থেকে উত্তমর্ণের ঋণ শোধ করবে।

১৬৩। মত্তোন্মত্তর্তাধ্যধীনৈর্বালেন স্থবিরেণ বা।
অসম্বন্ধকৃতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিধ্যতি॥

মত্ত, উন্মত্ত, রোগগ্রস্ত, অতিপরাধীন দাসাদি, নাবালক, স্থবির (আশী বৎসর বা তদূর্ধ্ববয়স্ক), (পিতা বা ভ্রাতাকর্তৃক) অনিযুক্ত—এই সকল লোকের (ঋণাদানাদি) ব্যবহার সিদ্ধ হয় না।

১৬৪। সত্যা ন ভাষা ভবতি যদ্যপি স্যাৎ প্রতিষ্ঠিত।
বহিশ্চেদ্ভাষ্যতে ধর্মান্নিয়তাদ্ব্যাবহারিকাৎ॥

'আমি এ কাজ করব' এই কথা যদি দলিলাদি দ্বারা স্থির হয়, (কিন্তু) তা যদি শাস্ত্র বা ব্যবহারবিরুদ্ধ হয় তাহলে তা সত্য হবে না।

১৬৫। যোগাধমনবিক্রীতং যোগদানপ্রতিগ্রহম্।
যত্র বাপ্যুধিং পশ্যেৎ তৎ সর্বং বিনিবর্তয়েৎ॥

ছলে কৃত বন্ধক, বিক্রয়, দান বা প্রতিগ্রহ অথবা যাতে ছল দেখা যায় সেই সব বাতিল হয়।

১৬৬। গ্রহীতা যদি নষ্টঃ স্যাৎ কুটুম্বার্থে কৃতো ব্যয়ঃ।

দাতব্যং বান্ধবৈস্তৎ স্যাৎ প্রবিভক্তৈরপি স্বতঃ॥

ঋণগ্রহণকারী পরিবারের জন্য ঋণ করে মৃত হলে তার (ভ্রাতাদি) বান্ধবগণ বিভক্ত (পৃথগন্ন) হলেও নিজেদের ধন থেকে তা পরিশোধ করবেন।

১৬৭। কুটুম্বার্থেহধ্যধীনোহপি ব্যবহারং যমাচরেৎ।
স্বদেশে বা বিদেশে বা তং জায়ান্ন বিচালয়েৎ॥

কর্তা স্বদেশে বা বিদেশে থাকাকালে পরিবারের জন্য দাসও যে ঋণাদি করে, তা কর্তা অস্বীকার করবেন না।

১৬৮। বলাদ্দত্তং বলাদ্ভুক্তং বলা যচ্চাপি লেখিতম্।
সর্বান্ বলকৃতানর্থানকৃতান্ মনুরব্রবীৎ॥

বলপূর্বক যা দত্ত, উপভুক্ত বা লিখিত হয়, সেই সব বলপূর্বক কৃত বিষয় অসিদ্ধ—মনু এই কথা বলেছেন।

১৬৯। এয়ঃ পরার্থে ক্লিশ্যন্তি সাক্ষিণঃ প্রতিভূঃ কুলম্।
চত্বারস্তূপচীয়ন্তে বিপ্র আঢ্যো বণিঙ্ নৃপঃ॥

সাক্ষী, প্রতিভূ (জামিন), মধ্যস্থ—এই তিনজন পরের জন্য কষ্টভোগ করে। ব্রাহ্মণ, ধনী, বণিক, রাজা—এই চারজন (পর থেকে) উন্নতি প্রাপ্ত হন।

১৭০। অনাদেয়ং নাদাদীত পরিক্ষীণোহপি পার্থিবঃ।
ন চাদেয়ং সমৃদ্ধোহপি সূক্ষ্মমপ্যর্থমুৎসৃজেৎ॥

রাজা অল্পধন হলেও যা গ্রহণের অযোগ্য তা গ্রহণ করবেন না। সমৃদ্ধ হলেও (গ্রাহ) অতি সামান্য বস্তুও ত্যাগ করবেন না।

১৭১। অনাদেয়স্য চাদানাদাদেয়স্য চ বর্জনা।
দৌর্বল্যং খ্যাপ্যতে রাজ্ঞঃ স প্রেত্যেহ চ নশ্যতি॥

অগ্রাহ্য দ্রব্যের গ্রহণ ও গ্রাহ্য দ্রব্যের বর্জন হেতু রাজার দুর্বলতা ঘোষিত হয়, তিনি ইহলোকে ও পলোকে বিনষ্ট হন।

১৭২। দানাদ্বর্ণসংসর্গাৎ ত্ববলানাঞ্চ রক্ষণাৎ।
বলং সঞ্জায়তে রাজ্ঞঃ স প্রেত্যেহ চ বর্ধতে॥

ন্যায্যধনের গ্রহণ, ব্রাহ্মণাদিবর্ণের সবর্ণের সঙ্গে বিবাহাদি সম্বন্ধ এবং দুর্বলের রক্ষা হেতু রাজার বল জন্মে ; তিনি ইহলোক ও পরলোকে উন্নতি লাভ করেন।

১৭৩।　তস্মাদ্ যম ইব স্বামী স্বয়ং হিত্বা প্রিয়াপ্রিয়ে।
বর্তেত যাম্যয়া বৃত্ত্যা জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

সুতরাং, রাজা যমের ন্যায় ক্রোধ ও ইন্দ্রিয় জয়পূর্বক নিজের প্রিয় অপ্রিয় পরিত্যাগ করে যমের বৃত্তি অবলম্বন করবেন।

১৭৪।　যত্ত্বধর্মেণ কার্যাণি মোহাৎ কুর্যান্নরাধিপঃ।
অচিরাৎ তং দুরাত্মানং বশে কুর্বন্তি শত্রবঃ॥

যে রাজা মোহবশতঃ অন্যায়ভাবে কার্য করেন, শীঘ্রই সেই দুরাত্মাকে শত্রুগণ বশীভূত করে।

১৭৫।　কামক্রোধৌ তু সংযম্য যোহর্থান্ ধর্মেণ পশ্যতি।
প্রজাস্তমনুবর্তন্তে সমুদ্রমিব সিন্ধবঃ॥

কামক্রোধ নিয়ন্ত্রিত করে যিনি ধর্মানুসারে কার্য পরিদর্শন করেন, প্রজাগণ তাঁর অনুগামী হয়, যেমন নদীসমূহ সমুদ্রকে অনুগমন করে।

১৭৬।　যঃ সাধয়ন্তং ছন্দেন বেয়েদ্ধনিকং নৃপে।
স রাজ্ঞা তচ্চতর্ভাগং দাপ্যস্তস্য চ তদ্ধনম্॥

ইচ্ছামত ধন আদায়কারী উত্তমর্ণ সম্বন্ধে যে (অধমর্ণ) রাজাকে জানায়, তাকে রাজা ঐ ঋণের চতুর্থভাগ (দণ্ড) ও সেই ঋণ দেওয়াবেন।

১৭৭।　কর্মণাপি সমং কুর্যাদ্ধিনিকায়াধমর্ণিকঃ।
সমোহবকৃষ্টজাতিস্তু দদ্যাচ্ছ্রেয়াংস্তু তচ্ছনৈঃ॥

ব্রাহ্মণভিন্ন সমান বা অপকৃষ্ট জাতির অধমর্ণ ঋণপরিশোধে অক্ষম হলে স্বজাতির যোগ্য কর্ম করে ঋণমুক্ত হবে, উৎকৃষ্ট জাতির অধমর্ণ আয় অনুসারে ক্রমে ঋণ শোধ করবে।

১৭৮।　অনেন বিধিনা রাজা মিথো বিবদতাং নৃণাম্।
সাক্ষিপ্রত্যয়সিদ্ধানি কার্যাণি সমতাং নয়েৎ॥

এই নিয়মে রাজা পরস্পর বিবদমান লোকের সাক্ষ্যপ্রমাণ সিদ্ধ কার্য নিষ্পত্তি করবেন।

১৭৯।　কুলজে বৃত্তসম্পন্নে ধর্মজ্ঞে সত্যবাদিনি।
মহাপক্ষে ধনিন্যার্যে নিক্ষেপং নিক্ষিপেদ্বুধঃ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি সকুলজাত, সদাচারী, ধার্মিক, সত্যবাদী, বৃহৎপরিবারভুক্ত ধনবান্ ও সরলপ্রকৃতি লোকের নিকট দ্রব্য নিক্ষেপ[১৫] করবেন।

১৮০। যো যথা নিক্ষিপেস্তে যমর্থং যস্য মানবঃ।
স তথৈব গ্রহীতব্যো যথা দায়স্তথা গ্রহঃ॥

মানুষ যেভাবে কারও হাতে যে দ্রব্য নিক্ষেপ করে, সেই দ্রব্য সেই ভাবেই গ্রহণীয় ; যেমন ভাবে সমর্পণ তেমন ভাবেই গ্রহণ।

১৮১। যো নিক্ষেপং যাচ্যমানো নিক্ষেপ্তুর্ন প্রযচ্ছতি।
স যাচ্যঃ প্রাড্‌বিবাকেন তন্নিক্ষেপুরসন্নিধৌ॥

নিক্ষেপের জন্য যাচিত হয়ে যে নিক্ষেপকারীকে তা দেয় না, সে বিচারক কর্তৃক নিক্ষেপকারীর অগোচরে যাচিত হবে।

১৮২। সাক্ষভাবে প্রাণিধিভির্বয়োরূপসমন্বিতৈঃ।
অপদেশৈশ্চ সন্নস্য হিরণ্যং তস্য তত্ত্বতঃ॥

সাক্ষীর অভাবে আপনার চর, প্রাপ্তবয়স্ক ও রূপবান্ পুরুষ দ্বারা এই দ্রব্য না রাখলে রাজা অপহরণ করবেন, এই রূপ বলে সোনা তার নিকট নিক্ষেপ করিয়ে (নিক্ষেপধারণকারীর নিকট চাইবেন)।

১৮৩। স যদি প্রতিপদ্যেত যথানাস্তং যথাকৃতম্।
ন তত্র বিদ্যতে কিঞ্চি যৎ পরৈরভিযুজ্যতে॥

সে যদি যেভাবে নিক্ষিপ্ত ও যে দ্রব্য গচ্ছিত ছিল তা স্বীকার করে, তাহলে তার সম্বন্ধে যা অভিযোগ তা অলীক।

১৮৪। তেষাং ন দদ্যাদ্ যদি তু তদ্ধিরণ্যং যথাবিধি।
উভৌ নিগৃহ্য দাপ্যঃ স্যাদিতি ধর্মস্য ধারণা॥

তাদের সেই সোনা যদি নিয়মানুসারে না দেয়, তবে ঐ দুই নিক্ষেপ তাকে নিগৃহীত করে দেওয়াতে হয়—এইরূপ ধর্মের সিদ্ধান্ত।

১৮৫। নিক্ষেপোপনিধী নিত্যং ন দেয়ে প্রত্যনন্তরে।
নশ্যতো বিনিপাতে তাবনিপাতে ত্বনাশিনৌ॥

নিক্ষেপ ও উপনিধি সর্বদা (দ্রব্যস্বামীর জীবৎকালে তার) পুত্রাদিকে দেয় নয় ; (দ্রব্যস্বামীকে দেওয়ার পূর্বে) পুত্রাদির বিনাশে দ্রব্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, পুত্রাদি ও পিতার বিনাশ না হলে সমর্পণে কখনও অবিনষ্ট হতে পারে (সুতরাং অনর্থসন্দেহে পুত্রাদিকে দেয় নয়)।

১৮৬। স্বয়মেব তু যে দদ্যান্মৃতস্য প্রত্যনন্তরে।
ন স রাজ্ঞা নিযোক্তব্যো ন নিক্ষেপ্তুশ্চ বন্ধুভিঃ॥

যে (নিক্ষেপধারী) নিজেই মৃত নিক্ষেপ্তার পুত্রাদিকে নিক্ষিপ্ত দ্রব্য দেয়, তার বিরুদ্ধে রাজা বা নিক্ষেপ্তার (পুত্রাদি) বন্ধু (অন্য নিক্ষিপ্ত দ্রব্যও তোমার কাছে আছে এইরূপ) অভিযোগ করতে পারবে না।

১৮৭। অচ্ছলেনৈব চান্বিচ্ছেৎ তমর্থং প্রীতিপূর্বকম্।
বিচার্য তস্য বা বৃত্তং সাম্নৈব পরিসাধয়েৎ॥

(যদি কোনপ্রকারে ভ্রান্তি হয় তাহলে) ছল ব্যতিরেকে প্রীতিপূর্বক সেই অর্থ ইচ্ছা করবে অথবা তার আচরণ বিচার করে সান্ত্বনাবাক্যে ঐ দ্রব্য নির্ধারণ করবে।

১৮৮। নিক্ষেপেস্বেষু সর্বেষু বিধিঃ স্যাৎ পরিসাধনে।
সমুদ্রে নাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিদ্ যদি তস্মান্ন সংহরেৎ॥

এই সব নিক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রমাণ বিষয়ে (উক্ত) বিধি প্রযোজ্য। মুদ্রিত (sealed) নিক্ষেপে (নিক্ষেপধারী প্রতিমুদ্রাদি দ্বারা) কিছু অপহরণ না করলে তাতে কোন দোষ প্রাপ্ত হবে না।

১৮৯। চৌরেহৃতং জলেনোঢ়মগ্নিনা দগ্ধমেব বা।
ন দদ্যাৎ যদি তস্মাৎ স ন সংহরতি কিঞ্চন॥

চোর কর্তৃক অপহৃত, জলে ভেসে যাওয়া বা অগ্নিদগ্ধ (নিক্ষেপ নিক্ষেপকারী) দিবে না, যদি তা থেকে কিছু সে না নিয়ে থাকে।

১৯০। নিক্ষেপস্যাপহর্তারমনিক্ষেপ্তারমেব চ।
সর্বৈরুপায়ৈরন্বিচ্ছেৎ শপথৈশ্চৈব বৈদিকৈঃ॥

নিক্ষেপ-অপহারীকে এবং নিক্ষেপ না করে নিক্ষেপপ্রার্থীকে (রাজা) (সামাদি) সকল উপায়ে এবং বৈদিক শপথদ্বারা নিরূপণ করবেন।

১৯১। যা নিক্ষেপং নার্পয়তি যশ্চানিক্ষিপ্য যাচতে।
তাবুভৌ চৌরবচ্ছাস্যৌ দাপ্যৌ বা তৎসমং দমম্॥

যে নিক্ষেপ দেয় না এবং যে নিক্ষেপ না করে তা চায়, সেই উভয় ব্যক্তি চোরের ন্যায় শাসনযোগ্য অথবা নিক্ষেপের সমান দণ্ড দাপ্য।

১৯২। নিক্ষেপস্যাপহর্তারং তৎসমং দাপযেদ্দমম্।
তথোপনিধিহার্তারমবিশেষেণ পার্থিবঃ॥

নিক্ষেপ ও উপনিধির অপহারককে রাজা (নিক্ষেপ বা উপনিধির) সমান দণ্ড দেওয়াবেন।

১৯৩। উপধাভিশ্চ যঃ কশ্চিৎ পরদ্রব্যং হরেন্নরঃ।
সসহায়ঃ স হন্তব্য প্রকাশং বিবিধৈর্বধৈঃ॥

যে কেউ ছলে পরদ্রব্য হরণ করে, সে সহায়কসহ প্রকাশ্যে (হস্তপদাদি ছেদনপূর্বক) নানাপ্রকার আঘাতের দ্বারা বধ্য।

১৯৪। নিক্ষেপো যঃ কৃতো যেন যাবাংশ্চ কুলসন্নিধৌ।
তাবানেব স বিজ্ঞেয়ো বিব্রুবন্ দণ্ডমর্হতি॥

যে দ্রব্য যতটুকু সাক্ষিসকাশে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তা সেই পরিমাণেই জ্ঞেয় ; অন্যপ্রকার বললে দণ্ডনীয় হয়।

১৯৫। মিথো দায়ঃ কৃতো যেন গৃহীতে মিথ এব বা।
মিথ এব প্রদাতব্যো যথা দায়স্তথা গ্রহঃ॥

যে নিক্ষেপ নির্জনে দেওয়া হয়েছে, নির্জনেই যা গৃহীত হয়েছে তা নির্জনেই প্রদেয় ; যেমন (নিক্ষেপ) দান হয়, তেমনই (তার) গ্রহণ হয়।

১৯৬। নিক্ষিপ্তস্য ধনস্যৈবং প্রত্যোপনিহিতস্য চ।
রাজা বিনির্ণয়ং কুর্যাদক্ষিন্নন্ ন্যাসধারিণম্॥

নিক্ষিপ্ত ও প্রীতিপূর্বক উপনিহিত ধনের নির্ণয় রাজা গচ্ছিতদ্রব্যধারীকে পীড়া না দিয়ে করবেন।

১৯৭। বিক্রীণীতে পরস্য স্বং যোহস্বামী স্বাম্যসম্মতঃ।
ন তং নয়েত সাক্ষ্যন্তু স্তেনমস্তেনমানিনম॥

যে পরের ধন স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে বিক্রয় করে, সে নিজেকে চোর মনে না করলেও চোর, তাকে সাক্ষী করবে না।

১৯৮। অবহার্যো ভবেচ্চৈব সান্বয়ঃ ষট্‌শতং দমম্।
নিরন্বয়োহনপসরঃ প্রাপ্তঃ স্যাচ্চৌরকিল্বিষম্॥

ঐ ব্যক্তি দ্রব্যস্বামীর বংশজাত হলে তাকে ছয় শত পণ দণ্ড দেওয়াবে ; বংশজাত না হলে এবং প্রতিগ্রহক্রয়াদি দ্বারা তার কাছ থেকে ধন অপসৃত না হলে সে চোরের পাপ প্রাপ্ত হয়।

১৯৯। অস্বামিনা কৃতো যস্ত দায়গা বিক্রয় এব বা।
অকৃতঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ব্যবহারে যথা স্থিতিঃ॥

যে দ্রব্যস্বামী নয়, তৎকর্তৃক দান বা বিক্রয় ব্যবহারে অসিদ্ধ—এই নিয়ম।

২০০। সম্ভোগো দৃশ্যতে যত্র ন দৃশ্যেতাগমঃ কচিৎ।
আগমঃ কারণং তত্র ন সম্ভোগ ইতি স্থিতিঃ॥

যেখানে (সম্পত্তির) ভোগ দেখা যায়, অর্জনের উপায় কোথাও দেখা যায় না, সেখানে (সঙ্গত উপায়ে) অর্জন (স্বত্বের) কারণ, ভোগ নয়—এই নিয়ম।

২০১। বিক্রয়াদ্ যো ধনং কিঞ্চিদ্গৃহ্ণীয়াৎ কুলসন্নিধৌ।
ক্রয়েণ স বিশুদ্ধং হি ন্যায়ভো লভতে ধনম্॥

বিক্রয়যোগ্য স্থানে অনেকের সমক্ষে যে (স্বামী ভিন্ন অন্যের হস্ত থেকে) কোন দ্রব্য ক্রয় করে, সে ক্রয়ের দ্বারা শুদ্ধ ধন ন্যায্যভাবে লাভ করে (অতএব দণ্ডনীয় হয় না)।

২০২। অথ মূলমনাহার্যং প্রকাশক্রয়শোধিতঃ।
অদণ্ড্যো মুচ্যতে রাজ্ঞা নাষ্টিকো লভতে ধনম্॥

(মরণ ও দেশান্তর গমন হেতু) অস্বামী বিক্রেতাকে ক্রেতা যদি দেখাতে না পারে, তাহলে প্রকাশ্য ক্রয়দ্বারা শুদ্ধ (ক্রেতা) দণ্ডনীয় হবে না, রাজাকর্তৃক মুক্ত হবে, দ্রব্যস্বামী (নিজের ধনের কথা জ্ঞাপন করে তা) প্রাপ্ত হন।

২০৩। নান্যদন্যেন সংসৃষ্টরূপং বিক্রয়মর্হতি।
ন চাসারং ন চ ন্যূনং ন দূরেণ তিরোহিতম্॥

অন্য দ্রব্যের সঙ্গে মিশ্রিত কোন দ্রব্য, অসার বস্তু (সার বলে ঘোষণা করে), ওজনে কম দ্রব্য, দুবস্থিত দ্রব্য, রাগাদি দ্বারা যার রূপ প্রচ্ছন্ন এই সকল দ্রব্য বিক্রয়যোগ্য নয়।

২০৪। অন্যাং চেদ্দর্শয়িত্বান্যা বোঢুঃ কন্যা প্রদীয়তে।
উভে তে একশুল্কেন বহেদিত্যব্রবীন্মনুঃ॥

এক কন্যা বরকে দেখিয়ে অন্য কন্যা দান করলে (যে কন্যাকে দেখান হয়েছিল তাকে প্রদত্ত) এক শুল্কের দ্বারা উভয় কন্যাকে বিবাহ করবে—মনু এই কথা বলেছেন।

২০৫। নোন্মত্তায়া ন কুষ্ঠিন্যা ন চ যা স্পষ্টমৈথুনা।
পূর্বং দোষানভিখ্যাপ্য প্রদাতা দণ্ডমর্হতি॥

উন্মত্ত, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ও (বিবাহের পূর্বে) পুরুষসম্পর্কযুক্ত কন্যার সম্বন্ধে পূর্বে দোষগুলি না বলে (বিবাহ দিলে) কন্যাদাতা দণ্ডনীয় হয়।

২০৬। ঋত্বিগ্ যদি বৃতে যজ্ঞে স্বকর্ম পরিহাপয়েৎ।
তস্য কর্মানুরূপেণ দেয়োহংশঃ সহকর্তৃভিঃ॥

ঋত্বিক্ যদি যজ্ঞে বৃত হয়ে (রোগাদিহেতু) নিজকর্ম ত্যাগ করেন, তাহলে তাঁর (আরব্ধ) কর্ম অনুসারে (অন্য) পুরোহিতগণ সহ তাঁকে প্রাপ্য দক্ষিণার অংশ দেয়।

২০৭। দক্ষিণাসু চ দত্তাসু স্বকর্ম পরিহাপয়ন্।
কৃৎস্নমেব লভেতাংশমন্যেনৈব চ কারয়েৎ॥

দক্ষিণা দেওয়ার পরে নিজকর্ম ত্যাগ করে (ঋত্বিক্) সম্পূর্ণ দক্ষিণা পাবেন এবং অন্য লোক দিয়ে কাজ করাবেন।

২০৮। যস্মিন্ কর্মণি যা স্যুরুক্তাঃ প্রত্যঙ্গদক্ষিণাঃ।
স এব তা আদদীত ভজেরন্ সর্ব এব বা॥

যে কর্মে যে দক্ষিণা বিহিত হয়েছে সেই কর্মকারীই সেই দক্ষিণা পাবেন অথবা সকলে ভাগ করে দক্ষিণাংশ গ্রহণ করবেন (এই প্রশ্ন)।

২০৯। রথং হরেত চাধ্বর্যুর্ব্রহ্মাধানে চ বাজিনম্।
হোতা বাপি হরেশ্বমুদ্গাতা চাপ্যনঃ ক্রয়ে॥

আধানকর্মে অধ্বর্যু রথ, ব্রহ্মা (বেগবান) অশ্ব, হোতা (সাধারণ) অশ্ব ও উদ্গাতা সোমএুয়ে শকট পাবেন।

২১০। সর্বেষামর্ধিনো মুখ্যাস্তদর্ধেনার্ধিনোহপরে।
তৃতীয়িনস্তৃতীয়াংশাশ্চতুথাংশাশ্চ পাদিনঃ॥

সকল (ষোলজন) ঋত্বিকের মধ্যে যাঁরা প্রধান তাঁরা (সমগ্রদক্ষিণার) অর্ধেক পাবেন। অপর ঋত্বিক্গণ (মুখ্য ঋত্বিকের) অর্ধেক পাবেন। (কতক ঋত্বিক্) মুখ্য ঋত্বিকের তৃতীয় ভাগী হবেন। (এতদ্ভিন্ন অন্য ঋত্বিক্গণ) মুখ্য ঋত্বিকের চতুর্থভাগী হবেন।

২১১। সম্ভূয় স্বানি কর্মাণি কুর্বদ্ভিরিহ মানবৈঃ।
অনেন বিধিযোগেন কর্তব্যাংশপ্রকল্পনা॥

অনেকে যৌথভাবে কাজ করলে এই নিয়মে তাদের অংশবিভাগ হবে।

২১২। ধর্মার্থং যেন দত্তং স্যাৎ কস্মৈচিদ্যাচতে ধনম্।
পশ্চাচ্চ ন তথা তং স্যান্ন দেয়ং তস্য তদ্ভবেৎ॥

ধর্মকার্যের জন্য যে কোন যাচককে ধনদান করে বা প্রতিশ্রুতি দেয় (অথচ যাচক) সেই ভাবে ঐ কাজ করে না, সে ঐ ধন ঐ যাচককে (প্রতিশ্রুতি অনুসারে) দিবে না (অথবা দেওয়া হলে তা ফেরৎ নেওয়া হবে)।

২১৩। যদি সংসাধয়েত্তং তু দর্পাল্লোভেন বা পুনঃ।
রাজ্ঞা দাপাঃ সুবর্ণং স্যাং তস্য স্তেয়স্য নিষ্কৃতিঃ॥

যদি (যাচক) দর্প বা লোভবশতঃ প্রদত্তধন প্রত্যর্পণ না করে (বা প্রতিশ্রুত দ্রব্য বলপূর্বক গ্রহণ করে) তাহলে রাজা তাকে ঐ চৌর্যের (অপরাধের) নিষ্কৃতিস্বরূপ এক সুবর্ণ (দণ্ড) দেওয়াবেন।

২১৪। দত্তস্যৈষোদিতা ধর্ম্যা যথাবদনপক্রিয়া।
অত ঊর্ব্ধং প্রবক্ষ্যামি বেতনস্যানক্রিয়াম্।

দত্তানপকর্ম (রূপ) বিবাদপদের নিয়ম বলা হল। এরপরে বেতনাদান সম্বন্ধে বলব।

২১৫। ভৃত্যে নার্তো ন কুর্যাদ দর্পাৎ কর্ম যথোদিতম্।
স দণ্ড্যঃ কৃষ্ণলান্যশষ্টৌ ন দেযঞ্চাস্য বেতনম্।

যে ভৃত্য রোগার্ত না হয়ে দর্পবশতঃ যথানিরূপিত কর্ম করে না সে আট কৃষ্ণল দণ্ডনীয় ; একে বেতন দেয় নয়।

২১৬। আর্তস্তু কুর্যাৎ স্বস্থঃ সন্ যথা ভাষিতমাদিতঃ।
স দীর্ঘস্যাপি কালসা তল্লভেতৈব বেতনম্॥

রোগার্ত (ভৃত্য) সুস্থ হয়ে পূর্বের কথানুসারে কাজ করলে দীর্ঘকালের বেতনও পাবে।

২১৭। যথোক্তমার্তঃ স্বস্থো বা যস্তৎ কর্ম ন কাবুয়েৎ।
ন তস্য বেতনং দেয়মপ্লোনস্যাপি কর্মণঃ॥

রোগার্ত (ভৃত্য) সুস্থ হয়ে কথামত কাজ না করলে অল্পাবশিষ্ট কাজেরও বেতন পাবে না।

২১৮। এষ ধর্মোহখিলেননাক্তো বেতনাদানকর্মণঃ।
অত ঊর্ব্ধং প্রবক্ষ্যামি ধর্মং সময়ভেদিনাম্॥

বেতনাদান সম্বন্ধে এই নিয়ম সম্পূর্ণভাবে বলা হল। এরপরে চুক্তিভঙ্গকারিদের নিয়ম বলব।

২১৯। যো গ্রামদেশসঙঘানাং কৃত্ব্য সত্যেন সংবিদম্।
বিসংবদন্নরো লোভাং তং রাষ্ট্রাদ্বিপ্রিবাসয়েৎ॥

যে গ্রাম, দেশ বা সংঘের জন্য কাজের শপথ করে লোভবশতঃ চুক্তিভঙ্গ করে, তাকে রাজ্য থেকে নির্বাসন করবেন।

২২০। নিগৃহ্য দাপয়েচ্চৈনং সময়ব্যভিচারিণম্।
চতুঃসুবর্ণান্ যণ্নিকাংশুমানঞ্চ রাজতম্॥

এই চুক্তিভঙ্গকারীকে শাস্তি দিয়ে চার সুবর্ণ অথবা ছয় নিষ্ক এবং রূপার শতমান দণ্ড (রাজা) দেওয়াবেন।

২২১। এতং দণ্ডবিধিং কুর্যাদ্ধার্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ।
গ্রাম-জাতিসমূহেষু সময়ব্যভিচারিণাম্॥

ধার্মিক রাজা গ্রাম, জাতিসমূহ সম্বন্ধে চুক্তিভঙ্গকারীর প্রতি এই দণ্ডবিধি প্রয়োগ করবেন।

২২২। ক্রীত্বা বিক্রয় বা কিঞ্চিদ্ যস্যেহাশয়ো ভবেৎ।
সোহন্তর্দশাহাত্তদ্দ্রব্যং দদ্যাচ্চৈবাদদাত বা॥

কিছু কিনে বা বেচে যার অনুতাপ হয়, সে দশ দিনের মধ্যে সেই দ্রব্য (ফেরৎ) দিবে বা (ফেরৎ) নিবে।

২২৩। পরেণত তু দশাহস্য ন দদ্যান্নাপি দাপয়েৎ।
আদদানো দদচ্চৈবে রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতানি ষট্।

দশ দিনের পরে ক্রীত দ্রব্য ফেরৎ দিবে না, বলপূর্বক দেওয়াবেও না। (দশ দিনের পরে) দ্রব্য গ্রহণ করলে বা দিলে রাজা কর্তৃক ছয় শত পণ দণ্ডনীয় হবে।

২২৪। যস্ত দোষবতীং কন্যামন্যখ্যায় প্রযচ্ছতি।
তস্য কুর্যান্নৃপো দণ্ডং স্বয়ং ষন্নবতিং পণান্॥

যে দূষিত কন্যাকে না বলে দান করে, রাজা তাকে ছিয়ানব্বই পণ দণ্ড দিবেন।

২২৫। অকন্যেতি তু যঃ কন্যাং ব্রুযাদ্বেষেণ মানবঃ।
স শতঃ প্রাপ্নুয়াদ্দন্ডং তস্যা দোষমদর্শয়ন্॥

যে দ্বেষহেতু এই নারী ক্ষতযোনি, (কুমারী) নয় এই কথা বলে (অথচ সেই কন্যার দোষ প্রমাণ করে না, সে একশত পণ দণ্ডভোগ করবে।

২২৬। পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতঃ।
নাকন্যাসু ক্বচিন্নৃণাং লুপ্তধর্মক্রিয়া হি তঃ॥

পাণিগ্রহণের মন্ত্রাঃ কনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কখনও (ক্ষতযোনি) অকন্যার ক্ষেত্রে নয় ; ক্ষতযোনি নারীগণ মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত হলেও তাদের ধর্মকার্য লুপ্ত হয় (অর্থাৎ তাদের বিবাহ ধর্মসম্মত নয়)।

২২৭। পাণিগ্রহণকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।
তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্ধদ্ভিঃ সপ্তমে পদে॥

পাণিগ্রহণের মন্ত্রসমূহ নিশ্চিতভাবে ভার্যাত্বসম্পাদক ; তাদের সমাপ্তি হয় সপ্তপদীগমনে।

২২৮। যস্মিন্ যস্মিন্ কৃতে কার্যে যস্যেহানুশয়ো ভবেৎ।
তমনেন বিধানেন ধর্ম্যে পথি নিবেশয়েৎ॥

যে যে কৃত কর্মে যার অনুতাপ হয়, তাকে এই ব্যবস্থায় ধর্মপথে স্থাপন করবেন।

২২৯। পশুষু স্বামিনাঞ্চৈব পালানাঞ্চ ব্যতিক্রমে।
বিবাদং সম্প্রবক্ষ্যামি যথাবদ্ধর্মতত্ত্বতঃ॥

পশুর ব্যাপারে স্বামী ও পালকের নিয়ম-ব্যতিক্রম হলে যে বিবাদ হয়, তা যথাযথভাবে ধর্মতত্ত্ব অনুসারে বলব।

২৩০। দিবা বক্তব্যতা পালে রাত্রৌ স্বামিনি তদ্‌গৃহে।
যোগক্ষেমেহন্যথা চেত্তু পালো বক্তব্যতামিয়াৎ॥

দিনে (পালকের হস্তে ন্যস্ত) পশুর রক্ষণবিষয়ে দোষ হলে পালকের দোষ। রাত্রিবেলা স্বামীর গৃহে (কোন দোষ হলে তা) স্বামীর দোষ। দিবারাত্রি রক্ষণাদি কার্যে পালক নিযুক্ত হলে (রাত্রিবেলা দোষের জন্যও) পালক দোষভাগী হবে।

২৩১। গোপঃ ক্ষীরভৃতো যস্ত স দুহ্যাদ্দশতো বরাম্।
গোস্বাম্যনুমতে ভৃত্যঃ সা স্যাৎপালেহভৃতে ভৃতিঃ॥

দুগ্ধদ্বারা পালিত (অন্নদ্বারা নয়) দশটি গোপালকের বার্ষিক বেতন একটি দুগ্ধবতী গাভী।

২৩২। নষ্টং বিনষ্টং কৃমিভিঃ শ্বহতং বিষমে মৃতম্।
হীনং পুরুষকারেণ প্রদল্যাং পাল এব তু॥

গাভী হারিয়ে গেলে, কীটদ্বারা নষ্ট, কুকুর কর্তৃক নিহত, উচ্চনীচস্থানে পতনে মৃত হলে, গোপালকের রক্ষী পুরুষ রহিত হয়ে গবাদির ক্ষতি হলে গোপালকই পশুস্বামীকে সেই গাভীর ক্ষতিপূরণ দিবে।

২৩৩। বিঘুষ্য তু হৃতং চৌরৈর্ন পালো দাতুমর্হতি।
যদি দেশে চ কালে চ স্বামিনঃ স্বস্য শংসতি॥

চোর কর্তৃক (ঢাকাদিবাদ্যে) ঘোষণাপূর্বক হৃত গাভী গোপালক কর্তৃক দেয় নয় যদি সে এই সংবাদ নিকটস্থ স্বামীকে হরণের পরে জানায়।

২৩৪। কর্ণৌ চর্ম চু বালাংশ্চ বস্তিংস্নায়ুঞ্চ রোচনাম্।

পশুষু স্বামিনাং দদ্যান্মৃতেস্বস্কানি দর্শয়েৎ॥

গোচারণভূমিতে (রোগাদিতে স্বয়ংমৃত পশুর) কর্ণ, চর্ম, লোম, বস্তি, স্নায়ু, রোচনা (যাতে মরণ সম্বন্ধে বিশ্বাস হয় এমন যে কোন) অঙ্গ পালক (দোষক্ষালনার্থে) স্বামীকে দেখবে।

২৩৫। অজাবিকে তু সংরুদ্ধে বৃকৈঃ পালে ত্বনায়তি।
যাং প্রসহ্য বৃকো হন্যাৎ পালে তৎকিল্বিষবং ভবেৎ॥

পালকের অনুপস্থিতিতে নেকড়ে বাঘ বলপূর্বক অবরুদ্ধ পাঁঠা ভেড়াকে নিহত করলে পালক সেই হত্যাপরাধী হবে।

২৩৬। তাসাং চেদবরুদ্ধানাং চরন্তীনাং মিথ্যে বনে।
যামুৎপ্লুত্য বৃকো হান্যান্ন পালস্তত্র কিল্বিষী॥

ঐ অবরুদ্ধ পশুগুলি মিলিত হয়ে বনে বিচরণ করতে থাকলে নেকড়ে বাঘ লাফিয়ে একটিকে হত্যা করলে পালক সেই হত্যাপরাধী হবে না।

২৩৭। ধনুঃশতং পরীহারো গ্রামস্য স্যাৎ সমন্ততঃ।
শম্যাপাতাস্ত্রয়ো বাপি ত্রিগুণা নগরস্য তু॥

গ্রামের চারদিকে চারশত হাত জমি গবাদিচারণার্থ থাকবে অথবা যষ্টিত্রয় পরিমিত ভূমি থাকবে। নগরে এর তিনগুণ স্থান থাকবে।

২৩৮। তত্রাপবিবৃতং ধান্যং বিহিংস্যুঃ পশবো যদি।
ন তত্র প্রণয়েদ্দণ্ডং নৃপতিঃ পশুরক্ষিণাম্॥

সেখানে প্রাচীরাদি দ্বারা অপরিবেষ্টিত ধান পশুরা নষ্ট করলে তার জন্য রাজা পশুপালকের দণ্ডবিধান করবেন না।

২৩৯। বৃতিং তত্র প্রকুর্বীত যামুষ্ট্রো ন বিলোকয়েৎ।
ছিদ্রঞ্চ বারয়েৎ সর্বং শ্ব-শূকরমুখানুগম্॥

(গোচারণ ভূমিতে) এমন বেড়া দেওয়া হবে যার উপর দিয়ে উট দেখতে না পায় এবং (এমন ঘন করা হবে) যাতে কুকুর বা শূকর মুখ প্রবেশ করাতে না পারে।

২৪০। পথি ক্ষেত্রে পরিবৃতে গ্রামান্তীয়েহথবা পুনঃ।
সপালঃ শতদণ্ডার্হো বিপালান্বারয়েৎ পশূন্॥

পথের কাছে বা গ্রামের কাছে পরিবেষ্টিত গোচারণভূমিতে জাত শস্য পালক রক্ষিত পশু ভক্ষণ করলে ঐ পালক একশত পণ দণ্ডনীয় হবে, পালকরহিত পশুকে (ক্ষেত্রস্বামী) বারণ করবেন।

২৪১। ক্ষেত্রেস্বধন্যেষু তু পশুঃ সপাদং পণমর্হতি।
সর্বত্র তু সদো দেয়ঃ ক্ষেত্রিকস্যেতি ধারণা॥

অনা ক্ষেত্রে পশু (দোষ করলে পালক) ১১/৪পণ দণ্ডনীয় হবে। সর্বক্ষেত্রেই ক্ষেত্রস্বামীকে পশুভক্ষিত ফল পশুপালক বা পশুস্বামী কর্তৃক অপরাধ অনুসারে দেয়—এই ব্যবস্থা।

২৪২। অনির্দশাহাং গাং সুতাং বৃষান দেবপশূংস্তথা।
সপালান্ বা বিপালান্ বা ন দণ্ড্যান্ মনুরব্রবীৎ॥

প্রসবের দশ দিনের মধ্যে গাভী, বৃষ, দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত পশু, সপালক বা অপালক অবস্থায় (শস্যভক্ষণ করলে) দণ্ডনীয় নয়—মনু এই কথা বলেছেন।

২৪৩। ক্ষত্রিয়স্যাত্যয়ে দণ্ডো ভাগাদ্দশগুণো ভবেৎ।
ততোঽর্ধদণ্ডে ভূত্যানামজ্ঞানাৎ ক্ষেত্রিকস্য তু॥

ক্ষেত্রকর্ষকের অপরাধে (অর্থাৎ নিজের পশু শস্যভক্ষণ করলে বা অসময়ে বপনাদির ফলে) রাজার প্রাপ্য অংশের যত ক্ষতি হবে তার দশগুণ [কর্ষর্কের] দণ্ড হবে। ক্ষেত্রস্বামীর অজ্ঞাতসারে ভৃত্যদের (উক্ত অপরাধে) তার অর্ধেক দণ্ড হবে।

২৪৪। এতদ্বিধানমাতিষ্ঠেদ্ধার্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ।
স্বামিনাঞ্চ পশুনাঞ্চ পালনাঞ্চ ব্যতিক্রমে॥

পশুর মালিক, পশু ও পশুপালকের অপরাধে ধার্মিক রাজা এই ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

২৪৫। সীমাং প্রতি সমুৎপন্নে বিবাদে গ্রাময়োর্দ্বয়োঃ।
জ্যেষ্ঠে মাসি নয়েৎ সীমাং সুপ্রকাশেষু সেতুষু॥

দুই গ্রামের সীমানা নিয়ে বিবাদ হলে জ্যৈষ্ঠ মাসে (সূর্যকিরণে শুষ্ক তৃণাদিদ্বারা) সীমা নির্ধারণ করবেন।

২৪৬। সীমাবৃক্ষাংশ্চ কুর্বীত ন্যগ্রোধাশ্বত্থকিংশুকান্।
শাল্মলীসালতালাংশ্চ ক্ষীরিণশ্চৈব পাদপান্॥

নাগ্রোধ (বট), অশ্বথ, কিংশুক (পলাশ), শাল্মলি, শাল, তাল ও ক্ষীরবান্ বৃক্ষসমূহকে সীমানির্দেশক বৃক্ষ করবেন।

২৪৭। গুল্মান্ বেণূংশ্চ বিবিধান্ শমীবল্লীস্থলানি চ।
শরান্ কুব্জকগুল্মাংশ্চ তথা সীমা ন নশ্যতি॥

গুল্ম (যে সকল লতার কাণ্ড নেই), নানারকমের বাঁশ, শমী, বল্লী, কৃত্রিম উন্নত ভূমি, শর, কুব্জক প্রভৃতিকে সীমা চিহ্ন করবে; এরূপ সীমা নষ্ট হয় না।

২৪৮। তড়াগান্যুদপাননি বাপ্যঃ প্রস্রবণানি চ।
সীমাসন্ধিসু কার্যাণি দেবতায়তননানি চ॥

সীমাদ্বয়ের সন্ধিস্থলে জলাশয়, কুপ, দীঘি, প্রস্রবণ ও দেবমন্দির স্থাপনীয়।

২৪৯। উপচ্ছন্নানি চান্যানি সীমালিঙ্গানি কারয়েৎ।
সীমাজ্ঞানে নৃণাং বীক্ষ্য নিত্যং লোকে বিপর্যয়ম্॥

সীমানির্ণয়ে সর্বদাই লোকের মধ্যে বিভ্রম লক্ষ্য করে অন্য প্রচ্ছন্ন সীমাচিহ্ন করবেন।

২৫০- তাশ্মানোহস্থীনি গোবালাংস্তুষান্ ভস্মকপালিকাঃ।
২৫১। কবীষমিষ্টকাঙ্গারাঞ্ছর্কবা বালুকাস্তথা॥
যানি চৈবম্প্রকরাণি কালাদ্ভূমির্ন ভক্ষয়ং।
তানি সন্ধিযু সীমায়ামপ্রকাশানি কারেৎ॥

পাথর, হাত, গাভর লোম, তুষ, ভস্ম, মাটির ভাঙে টুকরো, শুকনো গোবর, ইট, অঙ্গার, খোয়া ও বালি প্রভৃতি এইরূপ যে সকল বস্তু কালক্রমে ভূমি নষ্ট করে না, সেই দ্রব্য সীমাসন্ধিতে প্রচ্ছন্নভাবে রাখবেন।

২৫২। এতৈর্লৈঙ্গৈর্নয়েৎ সীমাং রাজা বিবদমানযোঃ।
পূর্বভুক্ত্যা চ সততমুদকস্যাগমেন চ॥

বিবান গ্রামদ্ধয়ের সীমা রাজা এই চিহ্নগুলি দ্বারা এবং অবিচ্ছিন্ন ভোগের দ্বারা ও জলপ্রবাহ দ্বারা নির্ধারণ করবেন।

২৫৩। যদি সংশয় এক সাল্লিঙ্গানামপি দর্শনে।
সাক্ষিপ্রত্যয় এব স্যাৎ সীমাবাদবিনির্ণয়ঃ॥

চিহ্নদর্শনেও বনি সন্দেহ থাকে, তাহলে সাক্ষীদ্বারা সীমা বিবাদে সিদ্ধান্ত করা হবে।

২৫৪। গ্রামীয়ককুলানাঞ্চ সমক্ষং সীম্নি সাক্ষিণঃ।
প্রষ্টব্যাঃ সীমলিঙ্গানি তয়োশ্চৈব বিবাদিনোঃ॥

গ্রামস্থ লোকের ও বাদী বিবাদীর সমক্ষে সীমা বিষয়ক সন্দেহে সাক্ষীদের জিজ্ঞাসা করা হবে।

২৫৫। তে পৃষ্টাস্ত যথা ব্রূয়ুঃ সমস্তাঃ সীম্নি নিশ্চয়ম্।

নিবধ্নীয়াওথা সীমাং সর্বাংস্তাংশ্চৈব নামতঃ॥

জিজ্ঞাসিত হয়ে তারা সীমাবিষয়ে যা স্থির করবে, সেইভাবে সীমা দলিলে লিখতে হবে এবং সেই সকল সাক্ষীর নামও লিখতে হবে।

২৫৬। শিরোভিস্তে গৃহীত্বোর্বীং স্রগ্বিণো রক্তবাসসঃ।
সুকৃতৈঃ শাপিতাঃ স্বৈঃ স্বৈর্নয়েয়ুস্তে সমঞ্জসম্॥

তারা রক্তবস্ত্র পরে, (রক্তপুষ্প) মালা ধারণ করে মস্তকে মৃত্তিকা খণ্ড রেখে 'আমাদের অর্জিত পুণ্য যেন নষ্ট হয়' এইভাবে দিব্য করে ন্যায্যভাবে সীমানির্ণয় করবে।

২৫৭। যথোক্তেন নয়ন্তস্তে পূয়ন্তে সত্যসাক্ষিণঃ।
বিপরীতং নয়ন্তস্তু দাপ্যাঃ স্যুর্দ্বিশতং দমম্॥

সত্যবাদী সাক্ষিগণ উক্তপ্রকারে সীমানির্ণয় করে পবিত্র হয় ; বিপরীতভাবে নির্ণয় করলে তাদের দুই শত পণ দণ্ড হবে।

২৫৮। সাক্ষ্যভাবে তু চত্বরো গ্রামাঃ সামন্তবাসিনঃ।
সীমাবিনির্ণয়ং কুর্যুঃ প্রয়তা রাজসন্নিধৌ॥

সাক্ষীর অভাবে প্রতিবেশী চার গ্রামের লোক রাজার সমক্ষে অবহিত হয়ে সীমানির্ণয় করবে।

২৫৯। সামন্তানামভাবে তু মৌলানাং সীম্নি সাক্ষিণাম।
ইমানপ্যনুযুঞ্জীত পুরুষান্ বনগোচরান্॥

উক্ত প্রতিবেশী গ্রামস্থ সাক্ষীদের অভাবে যারা গ্রামের সৃষ্টি থেকে পুরুষানুক্রমে সেই গ্রামে বাস করছে তাদের দ্বারা সীমানির্ণয় করবেন, তদভাবে এই (বক্ষ্যমাণ) বনচর লোকদের জিজ্ঞাসা করবেন।

২৬০। ব্যাধাঞ্ছাকুনিকন গোপান্ কৈবর্তান্মূলখানকান্।
ব্যালগ্রাহানুঞ্ছবৃত্তীনন্যাংশ্চ বনচারিণঃ॥

ব্যাধ, পক্ষিলধজীবী, গোপালক, মৎস্যজীবী, ওষধিমূলোৎপাটনজীবী, সাপুড়ে ও উঞ্ছবৃত্তিজীবী অন্য বনচরদের জিজ্ঞাসা করবেন।

২৬১। তে পৃষ্টস্ত যথা ব্রূয়ুঃ সীমাসন্ধিষু লক্ষণম্।
তৎ তথা স্থাপযেদ্রাজা ধর্মেণ গ্রামর্যোদ্বয়োঃ॥

জিজ্ঞাসিত হয়ে তারা সীমাসন্ধিতে চিহ্নসম্বন্ধে যেমন বলবে, তেমন চিহ্ন রাজা গ্রামদ্বয়ের মাধো স্থাপন করবেন।

২৬২। ক্ষেত্র-কূপ-তড়াগনামারামস্য গৃহস্য চ।
সামন্তপ্রত্যয়ো জ্ঞেয়ঃ সীমা-সেতুবিনির্ণয়ঃ॥

ক্ষেত্র, কূপ, জলাশয়, উদ্যান ও গৃহের সীমানির্ণয় প্রতিবেশী গ্রামের লোকের সাক্ষ্যদ্বারা করণীয় (ব্যাধাদিদ্বারা নয়)।

২৬৩। নামাশ্চেন্মৃযা ব্রুয়ুঃ সেতৌ বিবদতাং নৃণাম্।
সর্বে পৃথক পৃথাগদণ্ড্যা রাজ্ঞা মধ্যমসহসম্॥

সীমা বিষয়ে বিবদমান লোকের কাছে প্রতিবেশী গ্রামবাসী মিথ্যা কথা বললে তারা সকলে পৃথকভাবে রাজা কর্তৃক মধ্যমসাহস দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

২৬৪। গৃহং তড়াগমারামং ক্ষেত্রং বা ভীষয়া হরন্।
শতানি পঞ্চদণ্ড্যঃ স্যাদজ্ঞানাদ্দ্বিশিতো দমঃ॥

গৃহ, জলাশয়, উদ্যান বা ক্ষেত্র ভয় দেখিয়ে হরণ করলে পাঁচ শত পণ দণ্ডনীয় হবে ; অজ্ঞাতসারে (হরণ করলে) দণ্ড দুই শত পণ।

২৬৫। সীমায়ামবিষহ্যায়াং স্বয়ং রাজৈব ধর্মবিৎ।
প্রদিশেদ্ভূমিমেতেষামুপকারাদিতি স্থিতিঃ॥

(চিহ্ন সাক্ষী প্রভৃতির অভাবে) সীমানির্ণয় সম্ভবপর না হলে ধর্মজ্ঞ রাজা নিজের গ্রামদ্বয় মধ্যবর্তী বিবাদের বিষয়ীভূত ভূমি যে গ্রামবাসীদের অধিক উপকার হবে তাদের দিবেন।

২৬৬। এষোহখিলেনাভিহিতো ধর্মঃ সীমাবিনির্ণয়ে।
অত ঊর্ব্ধং প্রবক্ষ্যামি বাক্পারুষ্যবিনির্ণয়ম্॥

সীমানির্ণয়ে এই সমগ্র ব্যবস্থা বলা হল। এরপর বাক্পারুষ্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা বলব।

২৬৭। শতং ব্রাহ্মণমাক্রুশ্য ক্ষত্রিয়ো দণ্ডমর্তুতি।
বৈশ্যোহপ্যর্ধশতং দ্বে বা শূদ্রস্তু বধমর্হতি॥

ব্রাহ্মণকে (চোর বলে) গাল দিলে ক্ষত্রিয় দণ্ডনীয় হয়, বৈশ্য (এরূপ ক্ষেত্রে) দেড়শত বা দুইশত পণ (দণ্ডনীয় হবে), শূদ্র কিন্তু বধ্য হবে।

২৬৮। পঞ্চাশদ্ব্রাহ্মণো দণ্ড্যঃ ক্ষত্রিয়স্যাভিশংসনে।
বৈশ্যে স্যাদর্ধপঞ্চাশচ্ছুদ্রে দ্বাদশকো দমঃ॥

ক্ষত্রিয়কে গাল দিলে ব্রাহ্মণের দণ্ড পঞ্চাশ পণ, বৈশ্যের ক্ষেত্রে পঁচিশ ও শূদ্রের বার।

২৬৯। সমবর্ণে দ্বিজাতীনাং দ্বাদশৈব ব্যতিক্রমে।
বাদেস্ববচনীয়েষু তদেব দ্বিগুণং ভবেৎ॥

দ্বিজগণের সমানবর্ণের লোককে গাল দিলে বার পণ, (মা বোন তুলে) অবাচ্য বাক্য বললে তার দ্বিগুণ দণ্ড হবে।

২৭০। একজাতিদ্বিজাতীংস্তু বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্।
জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুযাচ্ছেদং জঘন্যপ্রভবো হি সঃ॥

শূদ দ্বিজগণকে (পাপভিযোগসূচক) কর্কশ বাক্য দ্বারা গাল দিলে তার জিহ্বচ্ছেদন হবে ; কারণ (ব্রহ্মর পদরূপ) জঘন্য স্থান থেকে তার জন্ম।

২৭১। নামজাতিগ্রহন্তেষামভিদ্রোহেণ কুর্বতঃ।
নিক্ষেপ্যোহয়োময়ঃ শঙ্কুর্জ্বলন্নাস্যে দশাঙ্গুলঃ॥

(শূদ্র) দ্বিজগণের নাম জাতি উল্লেখ করে গাল দিলে তার মুখে জ্বলন্ত দশাঙ্গুল প্রমাণ লৌহশঙ্কু নিক্ষেপ্য।

২৭২। ধর্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্য কুর্বতঃ।
তপ্তমাসেচয়েড় তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ॥

(শূদ্র) দর্পভরে ব্রাহ্মণকে ধর্মোপদেশ দিলে রাজা তার মুখে ও কানে উত্তপ্ত তৈল সিঞ্চন করাবেন।

২৭৩। শ্রুতং দেশঞ্চ জাতিঞ্চ কর্ম শারীরমেব চ।
বিতথেন ব্রুবন্ দর্পাদ্দাপ্য স্যাদ্দিশতং দমম্॥

দর্পহেতু কেউ আপরের শোনা কথা, দেশ, জাতি ও শারীরিক ক্রিয়া[১৬] সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বললে তাকে দুইশত পণ দণ্ড দেওয়াতে হবে।

২৭৪। কাণং বাপ্যথবা খঞ্জমন্যং বাপি তথাবিধম্।
তথ্যেনাপি ব্রুবন্ দাপ্যো দণ্ডং কার্যাপণাবরম্॥

কাণা, খোঁড়া বা ঐরূপ অন্য ব্যক্তিকে সত্যরূপেও কাণা খোঁড়া বললে এক কার্যাপণ দণ্ড দেয়।

২৭৫। মাতরং পিতরং জায়াং ভ্রাতরং তনয়। গুরুম্।
আক্ষারয়ঞ্ছতং দাপ্যঃ পন্থানঞ্চাদদ্গুরোঃ॥

মাতা, পিতা, স্ত্রী, ভ্রাতা, পুত্র ও গুরুকে (পাপাদি দ্বাৰা) অভিশাপ[১৭] দিলে এবং গুরুকে পথ ছেড়ে না দিলে একশত পণ দণ্ড দেয়।

২৭৬।　ব্রাহ্মণক্ষত্রিযাভ্যান্তু দণ্ডঃ কার্যো বিজানতা।
ব্রাহ্মণে সাহসঃ পূর্ব ক্ষত্রিয়ে ত্বেব মধ্যমঃ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় (পরস্পর পাতিত্যজনক গাল দিলে) বিজ্ঞ রাজা তাদের এই দণ্ড দিবেন—ব্রাহ্মণকে প্রথম সাহস ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যম সাহস।

২৭৭।　বিট্‌শূদ্রয়োরেবমেব স্বজাতিং প্রতি তত্ত্বতঃ।
ছেদবর্জং প্রণয়নং দণ্ডাস্যেতি বিনিশ্চয়ঃ॥

বৈশ্য শূদ্র স্বজাতিকে গাল দিলে (পূর্বোক্ত জিহ্বচ্ছেদ ছাড়া) এইরূপই দণ্ড প্রণয়ন হবে—এই সিদ্ধান্ত।

২৭৮।　এষ দণ্ডবিধিঃ প্রোক্তো বাক্‌পারুষ্যস্য তত্ত্বতঃ।
অত উর্ধ্বং প্রবক্ষ্যানি দণ্ডপারুষ্যনির্ণয়ম্॥

বাক্‌পারুষ্য সম্বন্ধে এই প্রকৃত দণ্ডবিধি উক্ত হল। এরপরে দণ্ডপারুষ্য নির্ণয় বলব।

২৭৯।　যেন কেনচিদঙ্গেন হিংস্যাচ্ছেচ্চেচ্ছ্রেষ্ঠমন্ত্যজঃ।
ছেত্তব্যং তত্তদেবাস্য তন্মনোরনুশাসনম্॥

শূদ্র যে কোন অঙ্গ দ্বারা উচ্চ জাতিকে প্রহার করলে তার সেই অঙ্গ ছেদনীয়—মনূর এই অনুশাসন।

২৮০।　পাণিমুদ্যম্য দণ্ডং বা পাণিচ্ছেদনমর্হতি।
পাদেন প্রহরন্ কোপাৎ পাদচ্ছেদনমর্হতি॥

(প্রহারের জন্য) হাত বা লাঠি উঠালে তার হস্তচ্ছেদন হওয়া উচিত। ক্রোধবশে পা দিয়ে প্রহার করলে পদচ্ছেদন হওয়া উচিত।

২৮১।　সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্তয়েৎ॥

(শূদ্র) ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাসনে বসতে চাইলে তার কটিদেশে (তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা) চিহ্নাঙ্কনপূর্বক তার নির্বাসন হওয়া উচিত অথবা (যেন মৃত্যু না হয় এমন ভাবে তার) পশ্চাদ্দেশ কাটা হবে।

২৮২।　অবনিষ্ঠীবতো দর্পাদ্দ্বাবোষ্ঠৌ ছেদয়েন্নৃপঃ।
অবমূত্রয়তো মেঢ্রমবশর্ধয়তো গুদম্॥

দর্পভরে (শূদ্র) ব্রাহ্মণের গায়ে শ্লেষ্মা দিলে রাজা তার ওষ্ঠদ্বয় ছেদন করাবেন, মূত্র নিক্ষেপ করলে লিঙ্গ ছেদন, অধোবায়ু ত্যাগ করলে গুহ্যদেশ ছেদন করাবেন।

২৮৩। কেশেষু গৃহ্নতো হস্তৌ ছেদয়েদবিচারয়ন্।
পাদয়োর্দাঢ়িকায়াঞ্চ গ্রীবায়াং বৃষণেষু চ॥

হিংসাবশে (শূদ্র) ব্রাহ্মণের চুলে, চিবুকে, পায়ে, দাড়িতে, ঘাড়ে বা অণ্ডকোষে হাত দিলে নির্বিচারে তার হাত দুইটি কাটিয়ে দিবেন।

২৮৪। ত্বগ্‌ভেদকঃ শতং দণ্ড্যো লোহিতস্য চ দর্শকঃ।
মাংসভেত্তা তু ষণ্নিষ্কান্ প্রবাস্যস্ত্বস্থিভেদকঃ॥

(সমান জাতীয় লোকের) চর্ম ভেদ করলে বা রক্তপাত করলে এক শত পণ দণ্ডনীয় হয়। যে মাংসভেদ করে সে ছয় নিষ্ক দণ্ডনীয় হবে, অস্থিভেদক নির্বাসনীয় হবে।

২৮৫। বনস্পতীনাং সর্বেষামুপভোগো যথা যথা।
তথা তথা দমঃ কার্যো হিংসায়ামিতি ধারণা॥

সকল বনস্পতির যখন যেমন উপভোগ হয় তেমন তেমন হিংসার ক্ষেত্রে (উত্তম সাহসাদি) দণ্ড করণীয়—এই ব্যবস্থা।

২৮৬। মনুষ্যাণাং পশুনাঞ্চ দুঃখায় প্রহৃতে সতি।
যথা যথা মহদ্দুঃখং দণ্ডং কুর্যাৎ তথা তথা॥

মানুষ বা পশুকে কষ্ট দেওয়ার জন্য প্রহার করলে তাদের কষ্টের আধিক্য অনুসারে দণ্ড করণীয়।

২৮৭। অঙ্গাবপীড়নায়াঞ্চ ব্রণশোণিতয়োস্তথা।
সমুত্থানবায়ং দাপ্যঃ সর্বদণ্ডমথাপি বা॥

অঙ্গভেদ, ক্ষত বা রক্তপাত করলে আহত ব্যক্তির সুস্থ হওয়ার জন্য (ওষুধ পথ্যাদির) ব্যয় (না দিলে) সেই খরচ এবং দণ্ড দেয়।

২৮৮। দ্রব্যাণি হিংস্যাদ্ যো যস্য জ্ঞানতোহজ্ঞানতোহপি বা।
স তস্যোৎপাদয়েত্তুষ্টিং রাজ্ঞো দদ্যাচ্চ তৎসমম্॥

যে যার দ্রব্য জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নষ্ট করে, সে (দ্রব্যান্তরদানে) তাকে সন্তুষ্ট করবে এবং রাজাকে ঐ দ্রব্যের সমান (দণ্ড) দিবে।

২৮৯। চর্ম-চার্মিকভাণ্ডেষু কাষ্ঠ-লোষ্টময়েষু চ।

মূল্যাৎ পঞ্চগুণো দণ্ডঃ পুষ্প-মূল-ফলেষু চ॥

চর্ম, চর্মপাত্র, কাষ্ঠ, মৃন্ময় ভাণ্ড, পুষ্প, মূল ও ফল (নষ্ট করলে) দ্রব্যমূল্যের পাঁচগুণ দণ্ড হবে।

২৯০। যানস্য চৈব যাতুশ্চ যানস্বামিন এব চ।
দশাতিবর্তনান্যাহুঃ শেষে দণ্ডো বিধীয়তে॥

যান, তার সারথি ও যানস্বামীর ছিন্ননাস্যাদি দশটি ব্যাপার ছাড়া অন্য অপরাধে দণ্ড বিহিত।

২৯১- ছিন্ননাস্যে ভগ্নযুগে তির্যক্প্রতিমুখাগতে।
২৯২। অক্ষভঙ্গে চ যানস্য চক্রভাঙ্গে তথৈব চ॥
ছেদনে চৈব যন্ত্রাণাং যোক্ত্ররশ্ম্যোস্তথৈব চ।
আক্রন্দে চাপ্যপেহীতি ন দণ্ডং মনুরব্রবীৎ॥

(চালকের অনবধানতা ব্যতিরেকে) বৃষাদির নাসালগ্ন রজ্জু ছিন্ন হলে, রথাদির যুগকাষ্ঠ ও (ভূমির উচ্চনীচতাহেতু) বক্রগমনে চক্রমধ্যস্থ কাষ্ঠ ও চক্র ভগ্ন হলে রথাদিযানের চর্মবন্ধন, পশুর মুখবন্ধনরজ্জু ও বল্গা (লাগাম) ছিন্ন হলে সরে যাও বলে সারথির চীৎকার সত্ত্বেও (যানদ্বারা কারও মরণাদি হলে) দণ্ড হবে না বলে মনু বলেছেন।

২৯৩। যত্রাপবর্ততে যুগ্যং বৈগুণ্যাৎ প্রাজকস্য তু।
তত্র স্বামী ভবেদ্দণ্ড্যো হিংসায়াং দ্বিশতং দমম্॥

যেখানে সারথির দোষে যান বিপথে চলে সেখানে যানস্বামী দণ্ডনীয় হবে, প্রাণিবধ হলে দুই শত পণ দণ্ড হয়।

২৯৪। প্রাজকশ্চেদ্ভবেদাপ্তঃ প্রাজকো দণ্ডমর্হতি।
যুগ্যস্থাঃ প্রাজকেহনাপ্তে সর্বে দণ্ড্যাঃ শতং শতম্॥

চালক কুশলী হলে সে-ই দণ্ডনীয় হবে, সে অকুশলী হলে (যানস্বামী ব্যতিরেকেও) যানারূঢ় ব্যক্তিগণের প্রত্যেকেই একশত পণ করে দণ্ডনীয় হবে।

২৯৫। স চেত্তু পথি সংরুদ্ধঃ পশুভির্বা রথেন বা।
প্রমাপয়েৎ প্রাণভৃতস্তত্র দণ্ডোহবিচারিতঃ॥

চালক যদি পথে পশু বা রথের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে (রথাদি চালায় এবং তাতে) প্রাণিবধ করে তাহলে নির্বিচারে সে দণ্ডনীয় হবে।

২৯৬। মনুষ্যমারণে ক্ষিপ্রং চৌরবৎ কিল্বিষং ভবেৎ।
প্রাণভৃৎসু মহৎস্বর্ধং গোগজোষ্ট্রহয়াদিষু॥

মানুষ মারলে শীঘ্র চোরের ন্যায় দণ্ড হয়, গো, গজ, উষ্ট্র, অশ্বাদি বৃহৎ প্রাণিবধে অর্ধেক দণ্ড বিধেয়।

২৯৭। ক্ষুদ্রকাণাং পশূনান্তু হিংসায়াঃ দ্বিশতো দমঃ।
পঞ্চাশত্তু ভবেদ্দণ্ডঃ শুভেষু মৃগপক্ষিষু॥
ক্ষুদ্রপশুবধে দুইশত পণ দণ্ড, (আকৃতি ও লক্ষণে) শুভ (রুরু প্রভৃতি) পশু এবং (শুক হংসাদি) পক্ষীর বধে পঞ্চাশ পণ দণ্ড হবে।

২৯৮। গর্দভাজাবিকানান্ত দণ্ডঃ স্যাৎ পঞ্চমাষিকঃ।
মাষিকস্তু ভবেদ্দণ্ডঃ শ্ব-শূকরনিপাতনে॥

গর্দভ, অজ ও মেষ বধে দণ্ড হয় পাঁচ মাষা। কুকুর ও শূকরবধে এক মাষা দণ্ড।

২৯৯। ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ প্রেষ্যো ভ্রাতা চ সোদরঃ।
প্রাপ্তাপরাধাস্তাড্যাঃ স্যু রজ্জ্বা বেণুদলেন বা॥

স্ত্রী, পুত্র, দাস, শিষ্য, সহোদর ভ্রাতা অপরাধ করলে রজ্জু বা বংশখণ্ড দ্বারা তাদের আঘাত করতে হবে।

৩০০। পৃষ্ঠতস্তু শরীরস্য নোত্তমাঙ্গে কথঞ্চন।
অতোহন্যথা তু প্রহরন্ প্রাপ্তঃ স্যাচ্চৌরকিল্বিষম্॥

শরীরের পেছনে আঘাত করতে হয়, মাথায় কখনও নয়। এ ছাড়া অন্য প্রকারে প্রহার করলে চোর দণ্ড হয়।

৩০১। এযোহখিলেনাভিহিতো দণ্ডপারুষ্যনির্ণয়ঃ।
স্তেনস্যাতঃ প্রবক্ষ্যামি বিধিং দণ্ডবিনির্ণয়ে॥

দণ্ডপারুষ্য সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বলা হল। তারপর চোরের দণ্ডবিধি বলব।

৩০২। পরমং যত্নমাতিষ্ঠেৎ স্তেনানাং নিগ্রহে নৃপঃ।
স্তেনানাং নিগ্রহাদস্য যশো রাষ্ট্রঞ্চ বর্ধতে॥

চোরদের শাস্তিবিধানে রাজা অতি যত্ন অবলম্বন করবেন। চোরের শাস্তি হেতু তাঁর যশবৃদ্ধি ও রাজ্যের উন্নতি হয়।

৩০৩। অভয়স্য হি যো দাতা স পূজ্যঃ সততং নৃপঃ।
সত্রং হি বর্ধতে তস্য সদৈবাভয়দক্ষিণম্॥

অভয়দাতা রাজা সর্বদা পূজনীয়। তাঁর অভয়রূপ দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ সর্বদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

৩০৪। সর্বতো ধর্মষড়্‌ভাগো রাজ্ঞো ভবতি রক্ষতঃ।
অধর্মাদপি ষড়্‌ভাগো ভবত্যস্য হ্যরক্ষতঃ॥

যে রাজা রক্ষা করেন, তিনি সকল স্থান থেকে ধর্মের ষষ্ঠভাগ পান। যিনি রক্ষা করেন না তিনি অধর্মেরও ষষ্ঠ ভাগ পান।

৩০৫। যদধীতে যদ্‌যজতে যদ্দদাতি যদর্চতি।
তস্য ষড়্‌ভাগভাগ্রাজা সম্যগ্‌ভবতি রক্ষণাৎ॥

উপযুক্তরূপে রক্ষা হেতু প্রজাগণ যা অধ্যয়ন করে, যে যজ্ঞ করে, যা দান করে, যে পূজা করে রাজা তার ষষ্ঠভাগভাগী হন।

৩০৬। রক্ষন্‌ ধর্মেণ ভূতানি রাজা বধ্যাংশ্চ ঘাতয়ন্‌।
যজতেহহরহর্যজ্ঞৈঃ সহস্রশতদক্ষিণৈঃ॥

জীবগণকে ধর্মসহকারে রক্ষা করে এবং বধ্য লোকদের হত্যা করে (রাজা) প্রত্যহ লক্ষ গোদক্ষিণাসহ যজ্ঞ করেন (অর্থাৎ যজ্ঞের ফল ভোগ করেন)।

৩০৭। যোহরক্ষন্‌ বলিমাদত্তে করং শুল্কঞ্চ পার্থিবঃ।
প্রতিভাগঞ্চ দণ্ডঞ্চ স সদ্যো নরকং ব্রজেৎ॥

যে রাজা রক্ষা না করে (শস্যাদির) ষড়্‌ভাগাদি বলি, রাজস্ব, শুল্ক, (শাকাদি) উপঢৌকন ও দণ্ড গ্রহণ করেন, তিনি সদ্য নরক গমন করেন।

৩০৮। অরক্ষিতারং রাজানং বলিষড়্‌ভাগহারিণম্‌।
তমাহুঃ সর্বলোকস্য সমগ্রমলহারকম্‌॥

যে রাজা রক্ষা করেন না (অথচ) (শস্যাদির) ষষ্ঠ ভাগ গ্রহণ করেন, তাঁকে সকল লোকের সকল পাপহারী বলা হয়।

৩০৯। অনপেক্ষিতমর্যাদং নাস্তিকং বিপ্রলুম্পকম্‌।
অরক্ষিতারমত্তারং নৃপং বিদ্যাদধোগতিম্‌॥

অরক্ষক রাজা, যে রাজা শাস্ত্রীয় নিয়ম মানেন না, নাস্তিক, (অনুচিত দণ্ডাদি দ্বারা) পরধনাপহারক (অথচ) রাজস্ব ভোগ করেন তাঁকে নরকগামী বলে জানবে।

৩১০। অধার্মিকং ত্রিভির্ন্যায়ৈর্নিগৃহ্নীয়াৎ প্রযত্নতঃ।
নিরোধনেন বন্ধেন বিবিধেন বধেন চ॥

অধার্মিক ব্যক্তিকে তিনটি উপায়ে যত্ন সহকারে শাস্তি দিতে হবে—নিরোধ (আটক রাখা), বন্ধন ও বিবিধ বধ (নানা প্রকার তাড়ন)।

৩১১। নিগ্রহেণ হি পাপানাং সাধূনাং সংগ্রহেণ চ।
দ্বিজাতয় ইবেজ্যাভিঃ পূয়ন্তে সততং নৃপাঃ॥

দ্বিজ যেমন যজ্ঞের দ্বারা পবিত্র হন, তেমন পাপীদের শাস্তি ও সজ্জনদের রক্ষা দ্বারা রাজা সর্বদা পবিত্র হন।

৩১২। ক্ষন্তব্যং প্রভুণা নিত্যং ক্ষিপতাং কার্যিণাং নৃণাম্।
বালবৃদ্ধাতুরাণাঞ্চ কুর্বতা হিতমাত্মনঃ॥

বাদী বিবাদীরা (দুঃখবশতঃ) আক্ষেপ করলে তাদের এবং বালক, বৃদ্ধ ও রোগার্তকে নিজের হিতকারী রাজা সর্বদা ক্ষমা করবেন।

৩১৩। যঃ ক্ষিপ্তো মর্ষয়ত্যার্তৈস্তেন স্বর্গে মহীয়তে।
যস্ত্বৈশ্বর্যান্ন ক্ষমতে নরকং তেন গচ্ছতি॥

যে রাজা দুঃখিত ব্যক্তি কর্তৃক আক্ষিপ্ত হয়ে ক্ষমা করেন, তিনি সেই পুণ্যে স্বর্গে পূজিত হন। যিনি ঐশ্বর্য হেতু ক্ষমা না করেন, তিনি সেই দোষে নরকে গমন করেন।

৩১৪- রাজা স্তেনেন গন্তব্যো মুক্তকেশেন ধাবতা।
৩১৫। আচক্ষাণেন তৎ স্তেয়মেবংকর্মাস্মি শাধি মাম্॥
স্কন্ধেনাদায় মূসলং লগুড়ং বাপি খাদিরম্।
শক্তিঞ্চোভয়তস্তীক্ষ্ণামায়সং দণ্ডমেব বা॥

(ব্রাহ্মণের স্বর্ণের) অপহারক আলুলায়িত কেশে সেই চৌর্য ঘোষণা করে আমি এই কাজ করেছি, আমায় শাস্তি দিন এই বলে কাঁধে মুষল, খদির কাঠের লগুড়, উভয় দিকে ধারাল শক্তি নামক অস্ত্র বা লৌহদণ্ড নিয়ে রাজার কাছে ধাবিত হবে।

৩১৬। শাসনাদ্বা বিমোক্ষাদ্বা স্তেনঃ স্তেয়াদ্বিমুচ্যতে।
অশাসিত্বা তু তং রাজা স্তেনস্যাপ্নোতি কিল্বিষম্॥

(মুষলাদিদ্বারা) শাসন হেতু (মৃত হলে) অথবা (মৃতকল্প চোর জীবিত থাকলেও তাকে) ছেড়ে দিলে সে চৌর্য (অর্থাৎ তজ্জনিত দোষ) থেকে মুক্ত হয়। তাকে শাসন না করে রাজা চোরের পাপভাগী হন।

৩১৭। অন্নাদে ভ্রূণহা মাষ্টি পত্যৌ ভার্যাপচারিণী।

গুরৌ শিষ্যশ্চ যাজ্যশ্চ স্তেনো রাজনি কিল্বিষম্॥

যে ব্রহ্মহত্যাকারীর অন্ন ভক্ষণ করে, তাতে ঐ পাপ সংক্রামিত হয়, ব্যভিচারিণী স্ত্রীর পাপ ক্ষমাকারী পতিতে সংক্রামিত হয়, (কর্তব্যভ্রষ্ট) শিষ্যের পাপ ক্ষমাকারী গুরুতে, যে যজমান নিয়মপালন করে না তার পাপ ক্ষমাকারী যাজকে, (ব্রাহ্মণস্বর্ণের) অপহারকের শাস্তি না দিলে তার পাপ রাজাতে সংক্রামিত হয়।

৩১৮। রাজভিঃ কৃতদণ্ডাস্তু কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
নির্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা॥

রাজা কতৃক দণ্ডিত পাপাচারী নিষ্পাপ হয়ে পুণ্যবান্ সজ্জনের ন্যায় স্বর্গে গমন করে।

৩১৯। যস্তু রজ্জুং ঘটং কূপাদ্ধরেদ্ভিন্দ্যাচ্চ যঃ প্রপাম্।
স দণ্ডং প্রাপ্নুয়ান্মাষং তঞ্চ তস্মিন্ সমাহরেৎ॥

যে কূপ থেকে রজ্জু বা ঘট হরণ করে বা প্রপা (জলদানের ঘর) ভেঙ্গে দেয়, সে এক মাষা দণ্ড প্রাপ্ত হবে এবং ঐ রজ্জু বা ঘট সেই কূপে রাখবে।

৩২০। ধানাং দশভ্যঃ কুম্ভেভ্যো হরতোহভ্যধিকং বধঃ।
শেষেহপ্যেকাদশগুণং দাপ্যস্তস্য চ তদ্ধনম্॥

দশকুম্ভের[১৮] অধিক পরিমিত ধান যে হরণ করে, তার বধদণ্ড হয়। শেষে (অর্থাৎ এক থেকে দশ কুম্ভ পর্যন্ত পরিমিত ধান হরণ করলে) এগার গুণ দণ্ড এবং ঐ (অপহৃত) ধান মালিককে দেয়।

৩২১। তথা ধরিমমেয়ানাং শতাদভ্যধিকে বধঃ।
সুবর্ণরজতাদীনামুত্তমানাঞ্চ বাসসাম্॥

তুলাদণ্ডে মাপা যায় এমন সোনা রূপাদি ও উৎকৃষ্ট পট্টবস্ত্রাদির এক শত পলের অধিক পরিমাণ অপহরণ করলে বধদণ্ড হবে।

৩২২। পঞ্চাশতস্ত্বভ্যধিকে হস্তচ্ছেদনমিষ্যতে।
শেষে ত্বেকাদশগুণং মূল্যাদ্দণ্ডং প্রকল্পয়েৎ॥

পঞ্চাশের বেশী (শত পর্যন্ত উক্ত দ্রব্য অপহরণে) হস্তচ্ছেদন দণ্ড অভিপ্রেত। অবশিষ্ট ক্ষেত্রে একপল থেকে পঞ্চাশ পল পর্যন্ত অপহরণে দ্রব্যমূল্যের একাদশ গুণ দণ্ডের ব্যবস্থা করবেন।

৩২৩। পুরুষাণাং কুলীনানাং নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ।
মুখ্যানাঞ্চৈব রত্নানাং হরণে বধমর্হতি॥

উচ্চকুলজাত পুরুষ, বিশেষত নারী ও শ্রেষ্ঠ রত্নের অপহরণে (অপরাধী) বধের যোগ্য।

৩২৪। মহাপশূনাং হরণে শস্ত্রাণামৌষধস্য চ।
কালমাসাদ্য কার্যঞ্চ দণ্ডং রাজা প্রকল্পয়েৎ॥

বৃহৎ পশু, অস্ত্র, ওষুধ চুরি করলে (দুর্ভিক্ষাদি) কাল ও (সদসৎ বিনিয়োগে রূপ) কার্য নিরূপণ করে রাজা (তাড়ন, অঙ্গচ্ছেদ বা বধ রূপ) দণ্ড বিধান করবেন।

৩২৫। গোষু ব্রাহ্মণসংস্থাসু ছুরিকায়াশ্চ ভেদনে।
পশূনাং হরণে চৈব সদ্যঃ কার্যোহর্ধপাদিকঃ॥

ব্রাহ্মণের গাভী (অপহরণে), বাহনার্থে বন্ধ্যা গরুর নাসাচ্ছেদনে এবং (যাগাদির উদ্দেশ্যে রক্ষিত অজ, মেষ প্রভৃতি) পশুর অপহরণে সঙ্গে সঙ্গে অর্ধ পদচ্ছেদন বিধেয়।

৩২৬- সূত্রকার্পাসকিণ্বানাং গোময়স্য গুড়স্য চ।
৩২৯। দধ্নঃ ক্ষীরসা তক্রসা পানীয়সা তৃণস্য চ॥
বেণুবৈদলভাণ্ডানাং লবণানাং তথৈব চ।
মৃন্ময়ানাঞ্চ হরণে মৃদো ভস্মন এব চ॥
মৎস্যানাং পক্ষিণাঞ্চৈব তৈলস্য চ ঘৃতস্য চ।
মাংসস্য মধুনশ্চৈব যচ্চান্যৎ পশুসম্ভবম্॥
অন্যেষাঞ্চৈবমাদীনাং মদ্যানামোদনসা চ।
পক্কান্নানাঞ্চ সর্বেষাং তন্মূল্যাদ্দ্বিগুণো দমঃ॥

(উর্ণাদি)সূত্র, কার্পাসসূত্র, সুরাবীজদ্রব্য, গোময়, গুড়, দধি, ক্ষীর, ঘোল, (অন্য পানীয় দ্রব্য), তৃণ, সূক্ষ্ম বংশখণ্ডনির্মিত জলাহরণ ভাণ্ড, লবণ, মৃন্ময় ভাণ্ড, মৃদ্ভস্ম, মৎস্য, পক্ষী, তৈল, ঘৃত, মাংস, মধু, অন্য (মৃগচর্ম, খড়্গ, শৃঙ্গাদি) পশুজাতদ্রব্য, এইরূপ অন্য (অসার প্রায় মনঃশিলাদির), মদ, অন্ন, সকল পক্কান্ন (দ্রব্যের অপহরণে) তাদের মূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড দেয়।

৩৩০। পুস্পেষু হরিতে ধান্যে গুল্ম-বল্লী-নগেষু চ।
অন্যেষপরিপূতেষু দণ্ডঃ স্যাৎ পঞ্চকৃষ্ণলঃ॥

পুষ্প, ক্ষেত্রস্থ ধান্য, গুল্ম, বল্লী, বৃক্ষ এবং অন্য যে শস্যের তৃণাদি ছাড়ান হয়নি (তাদের অপহরণে) পাঁচ কৃষ্ণল দণ্ড হবে।

৩৩১। পরিপূতেষু ধান্যেষু শাক-মূল-ফলেষু চ।
নিরন্বয়ে শতং দণ্ডঃ সান্বইয়েহর্ধশতং দমঃ॥

যে ধান্যের তৃণ প্রভৃতি অপসারিত হয়েছে তা, শাক, মূল ও ফলের (অপহরণে) অপহারক শস্যস্বামীর সঙ্গে এক গ্রামবাসাদি সম্বন্ধশূন্য হলে একশত পণ দণ্ড হবে, অপহরক সম্বন্ধযুক্ত হলে অর্ধশত দণ্ড হবে।

৩৩২। স্যাৎ সাহসং ত্বন্বয়বৎ প্রসভং কর্ম যৎ কৃতম্।
নিরন্বয়ং ভবেৎ স্তেয়ং হৃত্বাপহ্নূয়তে চ যৎ॥

(ধান্যাদি দ্রব্যের) স্বামিসমক্ষে বলপূর্বক হরণ করাকে সাহস বলে। অসমক্ষে হলে হয় স্তেয়। হরণ করে অস্বীকার করলেও (চৌর্য হয়)।

৩৩৩। যস্ত্বেতান্যুপক্‌প্তানি দ্রব্যাণি স্তেনয়েন্নরঃ।
তমাদ্যং দণ্ডয়েদ্রাজ্য যশ্চাগ্নিং চোরয়েদ্‌গৃহাৎ॥

স্বামী কর্তৃক ভোগার্থে পরিষ্কৃত এই সকল দ্রব্য যে চুরি করে এবং (সাগ্নিকের) গৃহ থেকে যে (সংস্কৃত) অগ্নি চুরি করে, তাকে রাজা প্রথম সাহস দণ্ড দিবেন।

৩৩৪। যেন যেন যথাঙ্গেন স্তেনো নৃযু বিচেষ্টতে।
তত্তদেব হবেৎ তস্য প্রত্যাদেশায় পার্থিবঃ॥

যে যে অঙ্গদ্বারা চোর পরধন অপহরণের চেষ্টা করে, রাজা তার সেই সেই অঙ্গছেদন করবেন, যেন সে এই কার্যের পুনরাবৃত্তি না করতে পারে।

৩৩৫। পিতাচার্যঃ সুহৃন্মাতা ভার্যা পুত্রঃ পুরোহিতঃ।
নাদণ্ড্যো নাম রাজ্ঞোহস্তি যঃ স্বধর্মে ন তিষ্ঠতি॥

স্বধর্মে না থাকলে রাজার পিতা, আচার্য, বন্ধু, মাতা, স্ত্রী, পুত্র ও পুরোহিত অদণ্ডনীয় নয়।

৩৩৬। কার্ষাপণং ভবেদ্দণ্ড্যো যত্রান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ।
তত্র রাজা ভবেদণ্ড্যঃ সহস্রমিতি ধারণা॥

যেখানে অন্য সাধারণ লোকের এক কার্ষাপণ দণ্ড হয়, সেখানে রাজার এক হাজার পণ দণ্ড হবে—এই সিদ্ধান্ত।[১৯]

৩৩৭- অষ্টাপাদ্যন্তু শূদ্রস্য স্তেয়ে ভবতি কিল্বিষম্।
৩৩৮। ষোড়শৈব তু বৈশ্যস্য দ্বাত্রিংশৎ ক্ষত্রিয়স্য চ॥
ব্রাহ্মণস্য চতুঃষষ্টিঃ পূর্ণং বাপি শতং ভবেৎ।
দ্বিগুণা বা চতুঃষষ্টিস্তদ্দোষগুণবিদ্ধি সঃ॥

চৌর্যের জন্য চোর্যের গুণদোষজ্ঞ[২০] শূদ্রের (যে বস্তুর চুরিতে যে দণ্ড বিহিত তার) আট গুণ, বৈশ্যের ষোল গুণ, ক্ষত্রিয়ের ছত্রিশ গুণ, ব্রাহ্মণের চৌষট্টি গুণ অথবা অতিশয় গুনবান্ ব্রাহ্মণের শতগুণ, তদপেক্ষা গুণবান্ ব্রাহ্মণের একশত আটাশ গুণ দণ্ড হবে।

৩৩৯। বানস্পত্যং মূলফলং দার্বগ্ন্যর্থং তথৈব চ।

তৃণঞ্চ গোভ্যো গ্রাসার্থমস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ॥

(অপরিবৃত) বনস্পতিব মূল, ফল, হোমের জন্য কাঠ, গাভীর খাদ্যের জন্য তৃণের আহরণকে মনু অচৌর্য বলেছেন।

৩৪০। যোহদত্তাদায়িনো হস্তাল্লিপ্সেত ব্রাহ্মণো ধনম্।
যাজনাধ্যাপনেনাপি যথা স্তেনস্তথৈব সঃ॥

যে ব্রাহ্মণ যাজন বা অধ্যাপনাদ্বারাও যে অদত্ত দ্রব্য নিয়েছে (অর্থাৎ চোরের) হাত থেকে ধন পেতে ইচ্ছা করেন, তিনি চোরের ন্যায়।

৩৪১। দ্বিজোহধ্বগঃ ক্ষীণবৃত্তির্দ্বাবিক্ষূ দ্বে চ মূলকে।
আদদানঃ পরক্ষেত্রান্ন দণ্ডং দাতুমর্হতি॥

যে পথিক দ্বিজের পাথেয় শেষ হয়ে গিয়েছে, তিনি অপরের ক্ষেত্র থেকে দুইটি ইক্ষু ও দুইটি মূলো (ক্ষেত্রস্বামীর পরোক্ষে) নেন তাহলে তিনি দণ্ডনীয় নন।

৩৪২। অসন্দিতানাং সন্দাতা সন্দিতানাঞ্চ মোক্ষকঃ।
দাসাশ্বরথহর্তা চ প্রাপ্তঃ স্যাচ্চৌরকিল্বিষম্॥

আবদ্ধ অশ্বাদির বন্ধনকারী, বদ্ধ অশ্বাদির মোচনকারী এবং (অপরের) দাস, অশ্ব ও রথের অপহরণকারী চোরদণ্ড প্রাপ্ত হবে।

৩৪৩। অনেন বিধিনা বাজা কুর্বাণঃ স্তেননিগ্রহম্।
যশোহস্মিন্ প্রাপ্নুয়াল্লোকে প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্॥

এই নিয়মে চোরের শাস্তি দিলে রাজা পৃথিবীতে যশ ও পরলোকে শ্রেষ্ঠ সুখ লাভ করেন।

৩৪৪। ঐন্দ্রং স্থানমভিপ্রেপ্সুর্যশশ্চাক্ষয়মব্যয়ম্।
নোপেক্ষেত ক্ষণমপি রাজা সাহসিকং নরম্॥

ইন্দ্রত্ব ও অবিনশ্বর যশকামী রাজা মুহূর্তকালও সাহসকারী লোককে উপেক্ষা করবেন না।

৩৪৫। বাগ্‌দুষ্টাৎ তস্করাচ্চৈব দণ্ডেনৈব চ হিংসতঃ।
সাহসস্য নরঃ কর্তা বিজ্ঞেয়ঃ পাপকৃত্তমঃ॥

বাক্‌পারুষ্যকারী, চোর ও দণ্ডপারুষ্যকারী—এদের অপেক্ষা সাহসকারী অধিকতর পাপিষ্ঠ।

৩৪৬। সাহসে বতমানংতুস্তু যো মর্ষয়তি পার্থিবঃ।
স বিনাশং ব্রজত্যাশু বিদ্বেষঞ্চাধিগচ্ছতি॥

যে রাজা সাহসকারী লোককে ক্ষমা করেন, তিনি শীঘ্র বিনষ্ট হন এবং (লোকের) বিদ্বেষভাজন হন।

৩৪৭। ন মিত্রকারণাদ্রাজা বিপুলাদ্বা ধনাগমাৎ।
সমুৎসৃজেৎ সাহসিকান্ সর্বভূতভয়াবহান্॥

বন্ধুর কথায় বা বহুধনলোভে সকল জীবের ভয়োৎপাদক সাহসকারীকে (রাজা) ছেড়ে দিবেন না।

৩৪৮- শস্ত্রং দ্বিজাতিভির্গ্রাহ্যং ধর্মো যত্রোপরুধ্যতে।
৩৪৯। দ্বিজাতীনাঞ্চ বর্ণানাং বিপ্লবে কালকারিতে॥
আত্মনশ্চ পরিত্রাণে দক্ষিণানাঞ্চ সঙ্গরে।
স্ত্রীবিপ্রাভ্যুপপত্তৌ চ ধর্মেণ ঘ্নন্ ন দুষ্যতি॥

যেখানে ধর্ম বাধিত হয়, সেখানে (অরাজক রাষ্ট্রে পরচক্রা-গমনাদি কালজনিত) বিপ্লবে, আত্মরক্ষার্থে, দক্ষিণাধনের অপহরণে, স্ত্রীলোক ও ব্রাহ্মণের রক্ষার্থে দ্বিজগণ কর্তৃক অস্ত্র গ্রহণীয়, ন্যায্যভাবে হত্যা করলে দোষ হয় না।

৩৫০। গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্॥

আততায়ী গুরু, বালক, বৃদ্ধ বা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, যেই হোক তাকে (বধার্থে) আসতে দেখে নির্বিচারেই হত্যা করবেন।

৩৫১। নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।
প্রকাশং বাপ্রকাশংবা মন্যুস্তংমন্যুমৃচ্ছতি॥

প্রকাশ্যে বা গোপনে (বধোদ্যত) আততায়ীর বধে হত্যাকারীর কোন দোষ হয় না; হত্যাকারীর ক্রোধ (ক্রোধাভিমানিনী দেবতা, যাকে হত্যা করা হয় তার) ক্রোধ নিবৃত্ত করে।

৩৫২। পরদারাভিমর্শেষু প্রবৃত্তান্ নুন্ মহীপতিঃ।
উদ্বেজনকরৈর্দণ্ডৈশ্চিহ্নয়িত্বা প্রবাসয়েৎ॥

পরস্ত্রী ধর্ষণে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে রাজা (নাসা ওষ্ঠ কর্ণাদি) উদ্বেগজনক দণ্ড দ্বারা চিহ্নিত করে নির্বাসিত করবেন।

৩৫৩। তৎসমুত্থো হি লোকস্য জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।
যেন মূলহরোহধর্মঃ সর্বনাশায় কল্পতে॥

কারণ, তা থেকে লোকের বর্ণসংকর হয়, যাতে মূলনাশক অধর্ম সর্বনাশের কারণ হয়।

৩৫৪। পরস্য পত্ন্যা পুরুষঃ সম্ভাষাং যোজয়ন্ রহঃ।
পূর্বমাক্ষারিতো দোষৈঃ প্রাপ্নুয়াৎ পূর্বসাহসম্॥

যে লোক কোন পরস্ত্রী প্রার্থনার দোষে পূর্বে দোষী ছিল, সে ঐ পরস্ত্রীর সঙ্গে নির্জনে কথা বললে প্রথম সাহস দণ্ড প্রাপ্ত হবে।

৩৫৫। যস্ত্বনাক্ষারিতঃ পূর্বমভিভাষেত কারণাৎ।
ন দোষং প্রাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিন্নহি তস্য ব্যতিক্রমঃ॥
যে উক্ত দোষে দোষী ছিল না, সে (সঙ্গত) কারণবশতঃ (পরস্ত্রীর সঙ্গে) কথা বললে দোষী হবে না; কারণ, তার কোন অপরাধ হয় না।

৩৫৬। পরস্ত্রিয়ং যোহভিবদেৎ তীর্থেহরণ্যে বনেহপি বা।
নদীনাং বাপি সম্ভেদে স সংগ্রহণমাপ্নুয়াৎ॥

যে তীর্থে, (গ্রামের বাইরে গুল্মলতাকীর্ণ) অরণ্যে, (বহুবৃক্ষ পূর্ণ) বনে বা নদীসঙ্গমে পরস্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে, সে স্ত্রীসংগ্রহণের দণ্ড ভোগ করবে।

৩৫৭। উপচারক্রিয়া কেলিঃ স্পর্শো ভূষণবাসসাম্।
সহ খট্বাসনঞ্চৈব সর্বং সংগ্রহণং স্মৃতম্॥

(মালা, গন্ধদ্রব্যাদি প্রেরণরূপ) উপচার ক্রিয়া, (পরিহাসালিঙ্গনাদি) কেলি, অলংকার ও বস্ত্রের স্পর্শ এবং এক খাটে বসা—এই সব স্ত্রীসংগ্রহণ রূপে গণ্য।

৩৫৮। স্ত্রিয়ং স্পৃশেদদেশে যঃ স্পৃষ্টো বা মর্ষয়েৎ তথা।
পরস্পরস্যানুমতে সর্বং সংগ্রহণং স্মৃতম্॥

স্ত্রীলোকের (স্তন জঘনাদি) স্পর্শের অযোগ্য স্থানে যে (পরপুরুষ) স্পর্শ করে, (পরস্ত্রী) কর্তৃক পুরুষ (পুরুষাঙ্গাদিতে) স্পৃষ্ট হয়ে যদি ক্ষমা করে তবে পরস্পরের অনুমতিক্রমে ঘটিত এই সব ব্যাপার স্ত্রীসংগ্রহণ বলে কথিত হয়।

৩৫৯। অব্রাহ্মণঃ সংগ্রহণে প্রাণান্তং দণ্ডমর্হতি।
চতুর্ণামিপি বর্ণানাং দারা রক্ষ্যতমাঃ সদা॥

(ব্রাহ্মণ) স্ত্রীসংগ্রহণে অব্রাহ্মণ মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য হয়; চার বর্ণের স্ত্রীই সর্বদা (সংগ্রহণ থেকে) বিশেষভাবে রক্ষণীয়।

৩৬০। ভিক্ষুকা বন্দিনশ্চৈব দীক্ষিতাঃ কারবস্তথা।
সম্ভাষণং সহ স্ত্রীভিঃ কুর্যুরপ্রতিবারিতাঃ॥

ভিক্ষুক, স্তুতিপাঠক, যজ্ঞার্থে দীক্ষিত (ঋত্বিক্) (পাচকাদি) কারুক অবাধে গৃহস্থের স্ত্রীর সঙ্গে)কথা বলবে।

৩৬১। ন সম্ভাষাং পরস্ত্রীভিঃ প্রতিষিদ্ধঃ সমাচরেৎ।
নিষিদ্ধো ভাষমণস্তু সুবর্ণং দণ্ডমর্হতি॥

(স্বামী কর্তৃক) নিষিদ্ধ হয়ে পরস্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবে না। নিষিদ্ধ ব্যক্তি কথা বলে এক সুবর্ণ দণ্ডনীয় হবে।

৩৬২। নৈষ চারণদারেষু বিধির্নাত্মোপজীবিষু।
সজ্জয়ন্তি হি তে নারীর্নির্গূঢ়াশ্চারয়ন্তি চ॥

চারণের স্ত্রী ও (নট নর্তকাদি) যারা স্বস্ত্রীকে পরপুরুষের সঙ্গে মিলিত করে জীবিকার্জন করে, তাদের স্ত্রী সম্বন্ধে এই নিয়ম নয়; কারণ, তারা গোপনে পরপুরুষের সঙ্গে স্ত্রীকে মিলিত করে।

৩৬৩। কিঞ্চিদেব তু দাপ্যঃ স্যাৎ সম্ভাষাং তাভিরাচরন্।
প্রৈষ্যাসু চৈকভক্তাসু রহঃ প্রব্রজিতাসু চ॥

ঐ স্ত্রীলোকদের, দাসী, একভক্তা (অবরুদ্ধা) ও বৌদ্ধাদি ব্রহ্মচারিণীর সঙ্গে নির্জনে সম্ভাষণকারী সামান্য দণ্ডযোগ্য হবে।

৩৬৪। যোঽকামাং দূষয়েৎ কন্যাং স সদ্যো বধমর্হতি।
সকামাং দূষয়ংস্তুল্যো ন বধং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ॥

যে অনিচ্ছুক স্বজাতি কন্যাগমন করে, সে সদ্য বধের যোগ্য। ইচ্ছুক (স্বজাতি) কন্যাগমনে বধদণ্ড হয় না।

৩৬৫। কন্যাং ভজন্তীমুৎকৃষ্টং ন কিঞ্চিদপি দাপয়েৎ।
জঘন্যং সেবমানান্তু সংযতাং বাসয়েদ্ গৃহে॥

কন্যা উচ্চতর বর্ণের লোককে (সম্ভোগার্থ) ভজনা করলে তাকে কোন দণ্ড দিতে হবে না। নিম্নবর্ণের লোককে ভজনা করলে তাকে গৃহে অবরুদ্ধ করে রাখবে।

৩৬৬। উত্তমাং সেবমান জঘন্যো বধমর্হতি।
শুল্কং দদ্যাৎ সেবমানঃ সমামিচ্ছেৎপিতা যদি॥

নিম্নবর্ণের লোক উচ্চবর্ণের (সকামা বা অকামা) কন্যাগমন করলে বধ্য হবে। সমবর্ণের (সকামা) কন্যাগমনে (বধদণ্ড হবে না কিন্তু কন্যার) পিতা চাইলে ঐ ব্যক্তিকে শুল্ক দিতে হবে।

৩৬৭।	অভিষহ্য তু যঃ কন্যাং কুর্যাদ্দর্পেণ মানবঃ।
তস্যাশু কর্ত্যে অঙ্গুল্যৌ দণ্ডঞ্চার্হতি ষট্‌শতম্‌॥

যে বলাৎকার না করে দর্পভরে (সমানজাতীয়) স্ত্রীযোনিতে অঙ্গুলিপ্রক্ষেপ করে, শীঘ্র তার দুইটি অঙ্গুলি কর্তনীয় এবং সে ছয় শত পণ দণ্ডনীয়।

৩৬৮।	সকামাং দূষয়ংস্তুল্যো নাঙ্গুলিচ্ছেদমাপ্নুয়াৎ।
দ্বিশতন্তু দমং দাপ্যঃ প্রসঙ্গবিনিবৃত্তয়ে॥

সকামা (স্বজাতীয়) কন্যাকে (অঙ্গুলি প্রক্ষেপ দ্বারা) দূষিত করলে (অপরাধীর) অঙ্গুলিচ্ছেদন হবে না, এই কার্যের পুনরাবৃত্তি বারণের জন্য তাকে দুইশত পণ দণ্ড দিতে হবে।

৩৬৯।	কন্যৈব কন্যাং যা কুর্যাৎ তস্যাঃ স্যাদ্দ্বিশতো দমঃ।
শুল্কঞ্চ দ্বিগুণং দদ্যাচ্ছিফাশ্চৈবাপ্নুয়াদ্দশ॥

কন্যাই যদি (অপর) কন্যাকে (অঙ্গুলিপ্রক্ষেপে) দূষিত করে, তাহলে তার দুইশত পণ দণ্ড হবে; সে দ্বিগুণ (কন্যা) শুল্ক (তার পিতাকে) দিবে এবং দশ বেত্রাঘাত পাবে।

৩৭০।	যা তু কন্যাং প্রকুর্যাৎ স্ত্রী সা সদ্যো মৌণ্ড্যমর্হতি।
অঙ্গুল্যোরেব চ চ্ছেদং খরেণোদ্বহনং তথা॥

যে স্ত্রীলোক কন্যাকে (অঙ্গুলি প্রক্ষেপে) নষ্ট করে, তৎক্ষণাৎ তার মাথা মুড়ান হবে এবং তার দুইটি অঙ্গুলি কর্তন করতে হবে এবং তাকে গাধায় চড়িয়ে ঘোরান হবে।

৩৭১।	ভর্তারং লঙ্ঘয়েদ্‌ যা তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্পিতা।
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে॥

যে স্ত্রীলোক ধনী পিত্রাদির গর্বে এবং নিজ সৌন্দর্যদর্পে স্বামীকে ত্যাগ করে, তাকে রাজা বহুজনসমক্ষে কুকুর দিয়ে খাওয়াবেন।

৩৭২।	পুমাংসং দাহয়েৎ পাপং শয়নে তপ্তআয়সে।
অভ্যাদধ্যুশ্চ কাষ্ঠানি তত্র দহ্যেত পাপকৃৎ॥

(উক্ত) পাপাচারী (জার) পুরুষকে উত্তপ্ত লৌহশয্যায় দগ্ধ করবেন; যতক্ষণ পাপী দগ্ধ না হয়, ততক্ষণ (বধ্যঘাতীরা অগ্নিতে) কাষ্ঠ নিক্ষেপ করবেন।

৩৭৩।	সংবৎসরাভিশস্তস্য দুষ্টস্য দ্বিগুণো দমঃ।
ব্রাত্যয়া সহ সংবাসে চাণ্ডাল্যা তাবদেব তু॥

পরস্ত্রীগমনে দণ্ডিত দূষিত ব্যক্তি এক বৎসর পরে পুনরায় ঐ স্ত্রী গমন করলে তার দ্বিগুণ দণ্ড হবে; ব্রাত্য নারী ও চণ্ডালীর সঙ্গে সহবাসে ঐ দণ্ড বিহিত।

৩৭৪। শূদ্রো গুপ্তমগুপ্তং বা দ্বৈজাতং বর্ণমাবসন্।
অগুপ্তমঙ্গসর্বস্বৈর্গুপ্তং সর্বেণ হীয়তে॥

দ্বিজের রক্ষিত ভার্যা গমন করলে শূদ্রের বধ ও সর্বস্বহরণ রূপ দণ্ড হবে, অরক্ষিত ভার্যাগমনে তার লিঙ্গচ্ছেদ হবে।

৩৭৫। বৈশ্যঃ সর্বস্বদণ্ডঃ স্যাৎ সংবৎসরনিরোধতঃ।
সহস্রং ক্ষত্রিয়ো দণ্ড্যো মৌণ্ড্যং মূত্রেণ চার্হতি।

(ব্রাহ্মণের রক্ষিতা স্ত্রী গমনে) বৈশ্যের সর্বস্বহরণ দণ্ড এবং একবৎসর কারারোধ হয়, ক্ষত্রিয়ের সহস্র পণ দণ্ড হবে এবং (গর্দভ) মূত্রদ্বারা তার মস্তক মুণ্ডন করাবে।

৩৭৬। ব্রাহ্মণীং যদ্যগুপ্তান্তু গচ্ছেতাং বৈশ্যপার্থিবৌ।
বৈশ্যং পঞ্চশতং কুর্যাৎ ক্ষত্রিয়ন্তু সহস্রিণম্॥

অরক্ষিতা ব্রাহ্মণস্ত্রীগমনে বৈশ্যের পাঁচশত পণ ও ক্ষত্রিয়ের সহস্র পণ দণ্ড হবে।

৩৭৭। উভাবপি তু তাবেব ব্রাহ্মণ্যা গুপ্তয়া সহ।
বিপ্লুতৌ শূদ্রবদ্দণ্ড্যৌ দগ্ধব্যৌ বা কটাগ্নিনা॥

গুণবতী রক্ষিতা ব্রাহ্মণ স্ত্রী গমনে ঐ উভয়ই (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) শূদ্রের ন্যায় (সর্বস্বহরণরূপ) দণ্ড প্রাপ্ত হবে অথবা কটাগ্নি[২১] দ্বারা দগ্ধ হবে।

৩৭৮। সহস্রং ব্রাহ্মণো দণ্ড্যো গুপ্তাং বিপ্রাং বলাদ্‌ব্রজন্।
শতানি পঞ্চ দণ্ড্যঃ স্যাদিচ্ছন্ত্যা সহ সঙ্গতঃ॥

বলপূর্বক (স্বামী কর্তৃক) রক্ষিতা ব্রাহ্মণী গমনে ব্রাহ্মণ এক হাজার পণ দণ্ডনীয়, সেই নারী ইচ্ছুক হলে তার সঙ্গে সঙ্গম হেতু পাঁচশত পণ দণ্ডনীয়।

৩৭৯। মৌণ্ড্যং প্রাণান্তিকো দণ্ডো ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
ইতরেষান্তু বর্ণানাং দণ্ডঃ প্রাণান্তিকো ভবেৎ॥

ব্রাহ্মণের পক্ষে মৃত্যুদণ্ড স্থলে মস্তকমুণ্ডন, অন্য বর্ণগুলির ক্ষেত্রে এই দণ্ড প্রাণান্তিক।

৩৮০। ন জাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্বপাপেষ্বপি স্থিতম্।
রাষ্ট্রাদেনং বহিষ্কুর্যাৎ সমগ্রধনমক্ষতম্॥

সকল অপরাধে অপরাধী হলেও ব্রাহ্মণকে কখনও হত্যা করবেন না, তাঁকে সমগ্র ধন সহ অক্ষত দেহে, রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করবেন।

৩৮১। ন ব্রাহ্মণবধাদ্ভূয়ানধর্মো বিদ্যতে ভুবি।
তস্মাদস্য বধং রাজা মনসাপি ন চিন্তয়েৎ॥

পৃথিবীতে ব্রাহ্মণবধ অপেক্ষা গুরুতর অধর্ম নেই। সুতরাং, রাজা তাঁর বধ চিন্তাই করবেন না।

৩৮২। বৈশ্যশ্চেৎ ক্ষত্রিয়াং গুপ্তাং বৈশ্যাং বা ক্ষত্রিয়ো ব্রজেৎ।
যো ব্রাহ্মণ্যামগুপ্তায়াং তবুভৌ দণ্ডমর্হতঃ॥

স্বামী কর্তৃক রক্ষিতা ক্ষত্রিয়াগমনে বৈশ্যের অথবা বৈশ্যাগমনে ক্ষত্রিয়ের অরক্ষিতা ব্রাহ্মণ স্ত্রী গমনে যে দণ্ড, তাই হবে।

৩৮৩। সহস্রং ব্রাহ্মণো দণ্ডং দাপ্যো গুপ্তে তু তে ব্রজন্।
শূদ্রায়াং ক্ষত্রিয়বিশোঃ সাহস্রো বৈ ভবেদ্দমঃ॥

(স্বামী কর্তৃক) রক্ষিতা (ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা) গমনে ব্রাহ্মণের সহস্র পণ দণ্ড হবে। রক্ষিতা শূদ্র স্ত্রী গমনে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ঐ দণ্ড প্রাপ্ত হবে।

৩৮৪। ক্ষত্রিয়ায়ামগুপ্তায়াং বৈশ্যে পঞ্চশতং দমঃ।
মূত্রেণ মৌণ্ড্যমিচ্ছেত্তু ক্ষত্রিয়ো দণ্ডমেব বা॥

অরক্ষিতা ক্ষত্রিয়া গমনে বৈশ্যের পাঁচশত পণ দণ্ড হবে। ক্ষত্রিয় ঐ রূপ স্ত্রী গমন করলে (গর্দভ) মূত্র দ্বারা তার মস্তকমুণ্ডন হবে অথবা পাঁচশত পণ দণ্ড প্রাপ্ত হবে।

৩৮৫। অগুপ্তে ক্ষত্রিয়াবৈশ্যে শূদ্রাং বা ব্রাহ্মণো ব্রজন্।
শতানি পঞ্চ দণ্ড্যঃ স্যাৎ সহস্রন্তন্ত্যজস্ত্রিয়ম্॥

অরক্ষিতা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা বা শূদ্রা গমনে ব্রাহ্মণ পাঁচশত পণ দণ্ডনীয় হবেন, চণ্ডালীগমনে এক হাজার গুণ দণ্ড হবে।

৩৮৬। যস্য স্তেনঃ পুরে নাস্তি নান্যস্ত্রীগো ন দুষ্টবাক্।
ন সাহসিকদণ্ডঘ্নৌ স রাজা শক্রলোকভাক্॥

যাঁর রাজ্যে চোর, পরদারগামী, বাক্‌পারুষ্যকারী, সাহসকারী ও দণ্ডপারুষ্যকারী নেই, তিনি (পরলোকে) ইন্দ্রলোকভাগী হন।

৩৮৭। এতেষাং নিগ্রহো রাজ্ঞঃ পঞ্চানাং বিষয়ে স্বকে।

সাম্রাজ্যকৃৎ সজাত্যেষু লোকে চৈব যশস্করঃ॥

রাজা নিজরাজ্যে এই পাঁচজনের নিগ্রহ করলে রাজসমাজে সাম্রাজ্যভাগী হন ও জনসমাজে যশ লাভ করেন।

৩৮৮। ঋত্বিজং যস্ত্যজেদ্যাজ্যো যাজ্যঞ্চর্ত্বিক্ ত্যজেদ্ যদি।
শক্তং কর্মণ্যদুষ্টঞ্চ তয়োর্দণ্ডঃ শতং শতম্॥

যে যজমান (যজ্ঞাদি) কর্ম সম্পাদনে সক্ষম ঋত্বিক্‌কে এবং ঋত্বিক্ (পাতকাদি) দোষে অদূষিত যজমানকে ত্যাগ করে, তাদের একশত পণ করে দণ্ড হয়।

৩৮৯। ন মাতা ন পিতা ন স্ত্রী নপুত্রস্ত্যাগমর্হতি।
ত্যজন্নপতিতানেতান্ রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতানি ষট্॥

মাতা, পিতা, স্ত্রী ও পুত্র ত্যাগের যোগ্য নয়। এরা পতিত না হলে এদের ত্যাগ করে (ত্যাগকারী) রাজা কর্তৃক ছয়শত পণ দণ্ডনীয় হয়।

৩৯০। আশ্রমেষু দ্বিজাতীনাং কার্যে বিবদতাং মিথঃ।
ন বিব্রূয়ান্নৃপো ধর্মং চিকীর্ষন্ হিতমাত্মনঃ॥

দ্বিজগণের (গার্হস্থ্যাদি) আশ্রমঘটিত ব্যাপারে (এ কাজ শাস্ত্রীয়, এ কাজ অশাস্ত্রীয় এইরূপ) বিবাদ হলে ধর্মেচ্ছু আত্মহিতকামী রাজা (হঠাৎ) বিশেষ ভাবে (এটা সঙ্গত, এটা সঙ্গত নয় এইরূপ) বলবেন না।

৩৯১। যথার্হমেতানভ্যর্চ্য ব্রাহ্মণৈঃ সহ পার্থিবঃ।
সান্ত্বেন প্রশময্যাদৌ স্বধর্মং প্রতিপাদয়েৎ॥

এঁদের যথাযোগ্য সম্মান করে রাজা প্রথমে (অন্য) ব্রাহ্মণগণসহ এঁদের (কোপনিবারক) বাক্যে শান্ত করে নিজধর্ম বুঝিয়ে দিবেন।

৩৯২। প্রাতিবেশ্যানুবেশ্যৌ চ কল্যাণে বিংশতিদ্বিজে।
অর্হাবভোজয়ন্ বিপ্রো দণ্ডমর্হতি মাষকম্॥

যে মঙ্গলকার্যে কুড়ি জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হয়, সে স্থলে যদি যোগ্য প্রতিবেশ্য[২২] অনুবেশ্যকে[২৩] ভোজন না করান, তাহলে ব্রাহ্মণ (গৃহস্থ) এক মাষা দণ্ডভোগী হবেন।

৩৯৩। শ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ং সাধুং ভুতিকৃত্যেষ্বভোজয়ন্।
তদন্নং দ্বিগুণং দাপ্যো হিরণ্যঞ্চৈব মাষকম্॥

উন্নতিজনক অনুষ্ঠানে বেদজ্ঞব্রাহ্মণ (প্রতিবেশী বা অনুবেশী) বেদজ্ঞব্রাহ্মণকে ভোজন না করালে (অভুক্ত ব্যক্তির ভোগের) দ্বিগুণ অন্ন এবং এক মাষা সোনা দিতে হবে।

৩৯৪। অন্ধো জড়ঃ পীঠসর্পী সপ্তত্যা স্থবিরশ্চ যঃ।
শ্রোত্রিইয়েষূপকুর্বংশ্চ ন দাপ্যাঃ কেনচিৎ করম্॥

যে অন্ধ, জড়বুদ্ধি, পঙ্গু বা সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ ব্যক্তি (ধন ধান্যাদিদ্বারা) বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের উপকার করে, তাদের কাছ থেকে কর গ্রহণীয় নয়।

৩৯৫। শ্রোত্রিয়ং ব্যাধিতার্তৌ চ বালবৃদ্ধাবকিঞ্চনম্।
মহাকুলীনমার্যঞ্চ রাজা সম্পূজয়েৎ সদা॥

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, রোগী, (পুত্রবিয়োগাদি দুঃখে) কাতর, বালক, বৃদ্ধ, নিঃস্ব, উচ্চকুলজাত ও উদারচেতা ব্যক্তিগণকে রাজা সর্বদা সম্মান করবেন।

৩৯৬। শাল্মলীফলকে শ্লক্ষ্ণে নেনিজ্যান্নেজকঃ শনৈঃ।
ন চ বাসাংসি বাসোভির্নির্হরেন্ন চ বাসয়েৎ॥

শিমুল কাঠের কোমল ফলকে রজক ধীরে ধীরে বস্ত্র ক্ষালন করবে, একের বস্ত্রের সঙ্গে অপরের বস্ত্র মিশাবে না এবং একের বস্ত্র অন্যকে ভাড়া দিবে না।

৩৯৭। তন্তুবায়ো দশপলং দদ্যাদেকপলাধিকম্।
অতোহন্যথা বর্তমানো দাপ্যো দ্বাদশকং দমম্॥

তাঁতী (বস্ত্রনির্মাণার্থে) দশ পল সূত্র (কারও কাছ থেকে নিয়ে তাতে পিষ্টভক্তাদি মিশ্রণ হেতু) এগার পল (ফেরৎ দিবে), অন্যথা দ্বাদশ পণ দণ্ড দিবে।

৩৯৮। শুল্কস্থানেষু কুশলাঃ সর্বপণ্যবিচক্ষণাঃ।
কুর্যুরর্ঘং যথাপণ্যং ততো বিংশং নৃপো হরেৎ॥

কার্যদক্ষ ও সকল পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ শুল্কস্থানে পণ্যদ্রব্যের (গুণ দোষ বিচার করে সেই অনুসারে) মূল্যনির্ধারণ করবে; তারপর (লাভের) কুড়ি ভাগের এক ভাগ রাজা (শুল্ক রূপে) গ্রহণ করবেন।

৩৯৯। রাজ্ঞঃ প্রখ্যাতভাণ্ডানি প্রতিষিদ্ধানি যানি চ।
তানি নির্হরতো লোভাৎ সর্বহারং হরেন্নৃপঃ॥

রাজার নিকট বিক্রয়যোগ্য (স্বরাজ্যোদ্ভূত হস্তী অশ্ব প্রভৃতি) এবং যেগুলি (রাজা) বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন সেইগুলি লোভহেতু দেশান্তরে নিলে রাজা বাণিজ্যকারীর সর্বস্ব নিবেন।

৪০০। শুল্কস্থানং পরিহরন্নকালে ক্রয়বিক্রয়ী।
মিথ্যাবাদী চ সংখ্যানে দাপ্যোহষ্টগুণমত্যয়ম্॥

যে (শুল্ক এড়াবার জন্য) শুল্ক স্থান পরিহার করে (অপথে যায়), রাত্রি প্রভৃতি অসময়ে ক্রয় বিক্রয় করে, (শুল্ক কমাবার জন্য) পণ্যদ্রব্যের সংখ্যা সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলে (অর্থাৎ কম করে বলে), সে যা গোপন করে তার আটগুণ দণ্ড দিবে।

৪০১। আগমং নির্গমং স্থানং তথা বৃদ্ধিক্ষয়াবুভৌ।
বিচার্য সর্বপণ্যানাং কারয়েৎ ক্রয়বিক্রয়ৌ॥

কত দূর থেকে এসেছে, কত দূব নেওয়া হবে, কতকাল রাখলে কি মূল্য হবে, (এখন) কত বৃদ্ধি, ব্যয় কত বিচার করে যাতে ক্রেতা বিক্রেতার উৎপীড়ন না হয়, এইরূপে সকল পণ্যের (মূল্য নির্ধারণ) করবে।

৪০২। পঞ্চরাত্রে পঞ্চরাত্রে পক্ষে পক্ষেহথবা গতে।
কুর্বীত চৈষাং প্রত্যক্ষমর্ঘসংস্থাপনং নৃপঃ॥

(যে সকল বস্তুর মূল্য পরিবর্তনশীল সেইগুলির) পাঁচ দিন পরপর এবং (যে সকল বস্তুর মূল্য স্থিতিশীল সেইগুলির) পনের দিন পর পর (মূল্যজ্ঞ বণিক্‌দের) সমক্ষে রাজা (বিশ্বস্ত লোক দিয়ে) মূল্যনির্ণয় করবেন।

৪০৩। তুলামানং প্রতিমানং সর্বঞ্চ স্যাৎ সুলক্ষিতম্।
ষট্‌সু ষট্‌সু চ মাসেষু পুনরেব পরীক্ষয়েৎ॥

(সোনা প্রভৃতির ওজনের জন্য নির্ণীত) তুলামান এবং (ধান্যাদির প্রস্থ দ্রোণাদি) প্রতিমান ছয় মাস পর পর পুনরায় পরীক্ষা করাবে।

৪০৪। পণং যানং তরে দাপ্যং পৌরুষোহর্দ্ধপণং তরে।
পাদং পশুশ্চ যোষিচ্চ পাদার্ধং রিক্তকঃ পুমান্॥

শূন্য যান, একটি লোকের বহনযোগ্য ভার, পশু ও নারী এবং ভারশূন্য মানুষ পার করতে যথাক্রমে শুল্ক হবে একপণ, অর্ধপণ, একপণের চতুর্থভাগ ও অর্ধপাদ।

৪০৫। ভাণ্ডপূর্ণানি যানানি তার্যং দাপ্যানি সারতঃ।
রিক্তভাণ্ডানি যৎকিঞ্চিৎ পুমাংসশ্চাপরিচ্ছদাঃ॥

পণ্যদ্রব্যপূর্ণ যানের ক্ষেত্রে দ্রব্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ অনুসারে পার করার শুল্ক দেয়। শূন্যদ্রব্যের জন্য যৎসামান্য শুল্ক দেয়, দরিদ্র পুরুষের ক্ষেত্রে (উক্ত পণপাদ অপেক্ষা যৎকিঞ্চিৎ) শুল্ক দেয়।

৪০৬। দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশং যথাকালং তরৌ ভবেৎ।
নদীতীরেষু তদ্বিদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম্॥

দীর্ঘ (নদী) পথে শুল্ক হবে (নদীর প্রবলতা বা স্থিরতা প্রভৃতি যুক্ত দেশ ও (গ্রীষ্ম বর্ষাদি) কাল অনুসারে। নদীতীরে(ও) তাই হবে। সমুদ্রে (যেহেতু পোত বায়ুর অধীন এবং মানুষের স্বাধীনতা থাকে না সেইজন্য) কোন (শুল্ক বা পণ্যের তারতম্য জ্ঞাপক কোন) নিয়ম নেই।

৪০৭। গর্ভিণীতু দ্বিমাসাদিস্তথা প্রব্রজিতে মুনিঃ।
ব্রাহ্মণা লিঙ্গিনশ্চৈব ন দাপ্যাস্তারিকং তরে॥

দুই বা তদধিক মাসের গর্ভবতী নারী, সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মচারীর নদীপার হওয়ার শুল্ক দেয় নয়।

৪০৮। যন্নাবি কিঞ্চিদ্‌দাশানাং বিশীর্যেতাপরাধতঃ।
তদ্দাশৈরেব দাতব্যং সমাগম্য স্বতোহংশতঃ॥

(নৌকারোহী ব্যক্তির) কোন দ্রব্য মাঝিদের দোষে নষ্ট হলে মাঝিরাই একত্র হয়ে নিজ নিজ অংশ থেকে তা দিবে।

৪০৯। এষ নৌযায়িনামুক্তো ব্যবহারস্য নির্ণয়ঃ।
দাশাপরাধতস্তোয়ে দৈবিকে নাস্তি নিগ্রহঃ॥

নৌকারোহীদের ব্যবহারে এই সিদ্ধান্ত বললাম। জলে মাঝিদের অপরাধে (মাঝিদেরই তা দেয়); (ঝড় বাদল প্রভৃতি) দৈবদুর্বিপাকে (নৌকাতরঙ্গ প্রভৃতি হেতু আরোহীদের ক্ষতি হলে) মাঝিদের শাস্তি হয় না।

৪১০। বাণিজ্যং কারয়েদ্বৈশ্যং কুসীদং কৃষিমেব চ।
পশূনাং রক্ষণঞ্চৈব দাস্যং শূদ্রং দ্বিজম্মনাম্॥

বৈশ্যকে দিয়ে বাণিজ্য, সুদে ধনবিনিয়োগ, কৃষিকার্য ও পশুপালন করাবে, শূদ্রকে দিয়ে দ্বিজগণের দাসত্ব করাবে।

৪১১। ক্ষত্রিয়ঞ্চৈব বৈশ্যঞ্চ ব্রাহ্মণো বৃত্তিকর্ষিতৌ।
বিভৃয়াদানৃশংস্যেন স্বানি কর্মাণি কারয়ন্॥

জীবিকানির্বাহে অক্ষম ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে ব্রাহ্মণ দয়া করে নিজের[২৪] (যজ্ঞকাষ্ঠ, কুশ, জলকলস প্রভৃতি সংক্রান্ত) কাজ করিয়ে পালন করবেন।

৪১২। দাস্যন্তু কারয়ন্ লোভাদ্ ব্রাহ্মণঃ সংস্কৃতান্ দ্বিজান্।

অনিচ্ছতঃ প্রাভবত্যাদ্ রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতানি ষট্॥

ব্রাহ্মণ প্রভুত্ব হেতু বা লোভবশতঃ উপনীত অনিচ্ছুক দ্বিজকে দাসত্বে নিযুক্ত করে ছয়শত পণ দণ্ডনীয় হবেন।

৪১৩। শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥

শূদ্র (ভাত কাপড় দিয়ে) ক্রীত (প্রতিপালিত) বা অক্রীত (অপ্রতিপালিত) হোক, তাকে দাসত্ব করাবেন, সে ব্রাহ্মণের দাসত্বের জন্যই ব্রহ্মাকর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে।

৪১৪। ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তৎ তস্য কস্তস্মাৎ তদপোহতি॥

প্রভু কর্তৃক (ধ্বজাহৃত প্রভৃতি দাস) মুক্ত হলেও শূদ্র দাসত্ব থেকে মুক্ত হয় না। দাসত্ব তার স্বভাবজাত; কে তাকে তার থেকে মুক্ত করতে পারে?

৪১৫। ধ্বজাহৃতো ভক্তদাসো গৃহজঃ ক্রীতদত্রিমৌ।
পৈতৃকো দণ্ডদাসশ্চ সপ্তৈতে দাসযোনয়ঃ॥

ধ্বজাহৃত,[২৫] ভক্তদাস,[২৬] গৃহজ,[২৭] ক্রীত,[২৮] দাত্রিম,[২৯] পৈতৃক,[৩০] দণ্ডদাস[৩১]—এই সাত জন দাস।

৪১৬। ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ।
যৎ তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্য তদ্ধনম্॥

স্ত্রী, পুত্র ও দাস—এই তিনজনই ধনহীন। তারা যা উপার্জন করে, তা তাদের যে মালিক তারই হয়।

৪১৭। বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্ দ্রব্যোপাদানমাচরেৎ।
ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্তৃহার্যধননা হি সঃ॥
শূদ্রদাস থেকে ব্রাহ্মণ নিঃশঙ্কভাবে ধন গ্রহণ করতে পারেন; কারণ, তার নিজস্ব কিছুই
নেই, তার ধন প্রভুকর্তৃক গ্রহণীয়।

৪১৮। বৈশ্যশূদ্রৌ প্রযত্নেন স্বানি কর্মাণি কারয়েৎ।
তৌ হি চ্যুতৌ স্বকর্মভ্যঃ ক্ষোভয়েতামিদং জগৎ॥

(রাজা) সযত্নে বৈশ্য ও শূদ্রকে নিজ নিজ কর্ম করাবেন; তারা স্বকর্মভ্রষ্ট হলে এই পৃথিবীকে বিক্ষুব্ধ করতে পারে।

৪১৯। অহন্যহন্যবেক্ষেত কর্মান্তান্ বাহনানি চ।
আয়ব্যায়ৌ চ নিয়তাবাকরান্ কোষমেব চ॥

(রাজা) প্রত্যহ আরব্ধ কর্মের নিষ্পত্তি,[৩২] (হস্তী অশ্বাদি) বাহন, স্থায়ী আয়, ব্যয়, (সোনা রূপাদির) খনি এবং কোষাগার পর্যবেক্ষণ করবেন।

৪২০। এবং সর্বানিমান্ রাজা ব্যবহারান্ সমাপয়ন্।
ব্যপোহ্য কিল্বিষং সর্বং প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্॥

এইভাবে সকল (ঋণাদানাদি) ব্যবহার সমাপ্ত করে সকল পাপমুক্ত হয়ে রাজা পরম (স্বর্গাদি) গতি প্রাপ্ত হন।

মানবধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্ত সংহিতায় অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

পাদটীকা

১ গাভী স্বর্ণাদি বিষয়। কিন্তু, 'অমুক আমাকে কটাক্ষ করে উপহাস করেছে' এমন তুচ্ছ বিষয় নয়।
২ যথার্থ বিচার করলে পরলোকে স্বর্গলাভ করব, অন্যথা নরকবাস হবে এইরূপে নিজেকে বিচার করবেন।
৩ দ্র ৭। ১৩৮
৪ মূলে আছে বিবাসয়েৎ। গোবিন্দরাজের মতে, ব্রাহ্মণকে পূর্ব দণ্ডে দণ্ডিত করে বস্ত্রহীন করবে। মেধাতিথির মতে, ব্রাহ্মণের বস্ত্রহরণ বা গৃহভঙ্গ বিহিত।
৫ বধ শব্দেও বোঝায় প্রহার, অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি।
৬ আধি অর্থাৎ বন্ধক। আধি দুই প্রকার, গোপ্য বা যা উত্তমর্ণ রক্ষা করবে, নিজে ভোগ করবে না; ভোগ্য আধি উত্তমর্ণ ভোগ করতে পারে। কোন জমি ভোগ্য আধি হলে উত্তমর্ণ তার ফসল ভোগ করবে।
৭ মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজের মতে, আধি দীর্ঘকাল থাকলেও তাকে অন্যত্র বন্ধক দেওয়া যায় না।
৮ প্রীতি সহকারে ভোগার্থ গচ্ছিত দ্রব্য।
৯ মূলে আছে বহন্। এই শব্দকে কেউ অশ্বের বিশেষণ হিসাবে ধরেন। কেউ কেউ এই শব্দে গর্দভ ও অশ্বতর বুঝেছেন।
১০ দ্বিগুণের অধিক বৃদ্ধি।
১১ অধমর্ণ আপদকালে উত্তমর্ণকে পীড়া দিয়ে যে সুদ স্বয়ং নির্দিষ্ট করে।
১২ অতিশয় বাহন দোহনাদি দ্বারা যা হয়।
১৩ অমুক দেশ পর্যন্ত গাড়ি দিয়ে তোমার লবণাদি বহন করব। এত ভাড়া দিবে অধমর্ণ কর্তৃক এইরূপ দেশব্যবস্থা। এক মাস পর্যন্ত গাড়ি চালাব। এতটাকা দিতে হবে এইরূপ কালব্যবস্থা।
১৪ পরিহাসের জন্য ভণ্ডাদিকে দিবেন বলে পিতা অঙ্গীকার করলে।
১৫ গচ্ছিত রাখবেন।
১৬ তুমি এ কথা শোননি, তুমি এদেশের লোক নও, তোমার এ জাত নয়, তোমার উপনয়ন সংস্কার হয়নি ইত্যাদি রূপ।
১৭ আক্ষারয়ন্—আক্ষারণ শব্দের অর্থ, মেধাতিথিমতে, ভেদন; অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলে মা ছেলে প্রভৃতির মধ্যে ভেদ সৃষ্টি; যেমন—তোমার মা তোমাকে ভালোবাসে না, তোমার ভাইকে গোপনে সোনার আংটি দিয়েছে।
১৮ দুই শত পলে এক দ্রোণ, বিশ দ্রোণে এক কুম্ভ।
১৯ রাজার দণ্ড জলে নিক্ষেপ বা ব্রাহ্মণকে দেয়।
২০ এই বিশেষণ সর্ব বর্ণেই প্রযোজ্য।
২১ এক প্রকার তৃণ।
২২ স্বগৃহের অব্যবহিত পরের গৃহের অধিবাসী।

২৩ প্রতিবেশীর গৃহের পরবর্তী গৃহবাসী।
২৪ কুল্লুকের মতে, এই নিয়ম বিত্তবান্ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রযোজ্য। নচেৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিজ নিজ কর্ম করিয়ে এই অর্থ বুঝতে হবে; যেমন, ক্ষত্রিয়কে গ্রামরক্ষার কাজে, বৈশ্যকে কৃষি পশুপালন কাজে নিযুক্ত করবেন।
২৫ যুদ্ধ জয়ে প্রাপ্ত।
২৬ অন্নের জন্য যে দাস হয়।
২৭ নিজের দাসীপুত্র।
২৮ দাম দিয়ে কেনা।
২৯ প্রতিগ্রহে লব্ধ।
৩০ পিত্রাদিপুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত।
৩১ রাজকৃত দণ্ডশুদ্ধির জন্য যে দাসত্ব স্বীকার করে।
৩২ মূলে আছে কর্মান্ত। এই শব্দে ইক্ষু প্রভৃতির উৎপত্তি স্থানকেও বোঝান হয়। এখানে উক্ত অর্থ কুল্লূকসম্মত।

নবম অধ্যায়

১। পুরুষস্য স্ত্রিয়াশ্চৈব ধর্ম্মে্য বর্ত্মনি তিষ্ঠতোঃ।
সংযোগে বিপ্রয়োগে চ ধর্ম্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্॥

ধর্মপথে স্থিত সংযুক্ত ও বিযুক্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সনাতন ধর্ম বলব।

২। অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দ্দিবানিশম্।
বিষয়েষু চ সজ্জন্ত্য সংস্থাপ্যা আত্মনো বশে॥

স্ত্রীলোকদের (স্বামী প্রভৃতি) ব্যক্তিগণ তাদের দিনরাত পরাধীন রাখবেন, (অনিষিদ্ধ) রূপাদি বিষয়াসক্ত স্ত্রীলোকদেরও নিজের বশে রাখতে হবে।

৩। পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥

(স্ত্রীলোককে পিতা কুমারী জীবনে, স্বামী যৌবনে ও পুত্র বার্ধক্যে রক্ষা করে; (কখনও) স্ত্রীলোক স্বাধীনতার যোগ্য নয়।

৪। কালেহদাতা পিতা বাচ্যো বাচ্যশ্চানুপযন্ পতিঃ।
মৃতে ভর্ত্তরি পুত্রস্তু বাচ্যো মাতুররক্ষিতা॥

বিবাহযোগ্য কালে কন্যা সম্প্রদান না করলে পিতা, (ঋতুকালে) স্ত্রীগমন না করলে পতি, স্বামীর মৃত্যুর পরে মাতার রক্ষণাবেক্ষণ না করলে পুত্র নিন্দনীয় হয়।

৫। সূক্ষ্মেভ্যোহপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়ো রক্ষ্যা বিশেষতঃ।
দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ শোকামাবহেয়ুররক্ষিতাঃ॥

সূক্ষ্ম দুঃসঙ্গ থেকেও বিশেষভাবে স্ত্রীলোক রক্ষণীয়; অরক্ষিত স্ত্রীলোক (পিতৃ মাতৃ) উভয় কুলের দুঃখ জন্মায়।

৬। ইমং হি সর্ব্ববর্ণানাং পশ্যন্তো ধর্ম্মমুত্তমম্।
যতন্তে রক্ষিতুং ভার্য্যাং ভর্ত্তারো দুর্ব্বলা অপি॥

সকল বর্ণের এই উৎকৃষ্ট ধর্ম লক্ষ্য করে দুর্বল পতিগণও স্ত্রীকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেন।

৭। স্বাং প্রসূতিং চরিত্রঞ্চ কুলমাত্মানমেব চ।
স্বঞ্চ ধর্ম্মং প্রযত্নেন জায়াং রক্ষন্ হি রক্ষতি॥

সযত্নে স্ত্রীকে রক্ষা করে মানুষ নিজের সন্তান, চরিত্র, বংশ, নিজেকে এবং নিজের ধর্মকে রক্ষা করে।

৮। পতির্ভার্য্যাং সম্প্রবিশ্য গর্ভো ভূত্বেহ জায়তে।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ॥

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে (শুক্ররূপে) প্রবেশ করে গর্ভ হয়ে এই পৃথিবীতে জন্মে। জায়ার জায়াত্ব হয় এই জন্য যে (পতি) তার মধ্যে পুনরায় জন্মে।

৯। যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথাবিধম্।
তস্মাৎ প্রজাবিশুদ্ধার্থং স্ত্রিয়ং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ॥

স্ত্রী যেমন পুরুষকে ভজনা করে তেমন পুত্র প্রসব করে। সুতরাং, সন্তানের বিশুদ্ধির জন্য স্ত্রীলোককে সযত্নে রক্ষা করবে।

১০। ন কশ্চিদ্ যোষিতঃ শক্তঃ প্রসহ্য পরিরক্ষিতুম্।
এতৈরুপায়যোগৈস্তু শক্যাস্তাঃ পরিরক্ষিতুম্॥

কেউ বলপূর্বক (সংরোধ বা তাড়নাদি দ্বারা) স্ত্রীলোকদের রক্ষা করতে পারে না। এই (বক্ষ্যমাণ) উপায়গুলিতে তাদের রক্ষা করা যায়।

১১। অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিযোজয়েৎ।
শৌচে ধর্মেহন্নপক্ত্যাঞ্চ পারিণাহ্যস্যবেক্ষণে॥

অর্থের সংগ্রহ, ব্যয়, (দ্রব্যাদির ও শরীরের) শুদ্ধি, (দেবার্চনাদি) ধর্ম, অন্নপাক ও (শয্যা কটাহাদির) পরিদর্শনে স্ত্রীকে নিযুক্ত করবে।

১২। অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥

যে স্ত্রীলোকেরা (দুঃশীল হেতু) নিজেদের নিজেরা রক্ষা না করে, তাদের বিশ্বস্ত আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ গৃহে সংরোধ করে রাখলেও তারা অরক্ষিতা হয়। যারা (ধর্মজ্ঞতাবশতঃ) নিজেদের নিজেরা রক্ষা করে, তারা সুরক্ষিতা হয়।

১৩। পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোহটনম্।
স্বপ্নোহন্যগেহবাসশ্চ নারীসংদূষণানি ষট্॥

মদ্যপান, দুষ্টলোকের সংসর্গ, স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি, ঘুরে বেড়ান, (অকালে) নিদ্রা, পরগৃহে বাস—এই ছয়টি নারীর (ব্যভিচারাদি) দোষের কারণ।

১৪। নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ।
সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে॥

এরা রূপ বিচার করে না, (যৌবনাদি) বয়সে এদের আদর নেই, রূপবান্ বা কুরূপ পুরুষ মাত্রেই তার সঙ্গে সম্ভোগ করে।

১৫। পৌংশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈঃস্নেহ্যাচ্চ স্বভাবতঃ।
রক্ষিতা যত্নতোহপীহ ভর্ত্তৃষ্বেতা বিকুর্বতে॥

পুরুষদর্শনে সম্ভোগাদি অভিলাষশীলতা হেতু, অস্থিরচিত্ততা হেতু, স্বভাবতঃ স্নেহরহিতত্ব হেতু এরা সযত্নে রক্ষিতা হলেও পতিদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারাদি কুকর্ম করে।

১৬। এবং স্বভাবং জ্ঞাত্বাসাং প্রজাপতিনিসর্গজম্।
পরমং যত্নমাতিষ্ঠেৎ পুরুষো রক্ষণং প্রতি॥

ব্রহ্মা কর্তৃক এদের এইরূপ স্বভাব সৃষ্ট জেনে পুরুষ (স্ত্রীলোকের) রক্ষা বিষয়ে অতি যত্ন অবলম্বন করবে।

১৭। শয্যাসনমলঙ্কারং কামং ক্রোধমনার্জ্জবম্।
দ্রোহভাবং কুচর্য্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ॥

শয়ন, উপবেশন, অলংকার, কাম, ক্রোধ, কুটিলতা, পরহিংসা, মন্দ আচরণ—এইগুলি স্ত্রীলোকের (স্বভাবগত করে) মনু সৃষ্টি করেছিলেন।

১৮। নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মে ব্যবস্থিতিঃ।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োহনৃতমিতি স্থিতিঃ॥

স্ত্রীলোকদের মন্ত্রসহকারে (জাতকর্মাদি) সংস্কার নেই—এই ধর্ম বিহিত। এরা (ধর্মের প্রমাণ রূপ শ্রুতি স্মৃতিরহিতত্ব হেতু) ধর্মজ্ঞ নয়, (পাপনাশক মন্ত্র জপ রহিতত্ব হেতু) মন্ত্রহীন এবং মিথ্যার

ন্যায় (অশুভ)— এই শাস্ত্রীয় নিয়ম।

১৯। তথা চ শ্রুতয়ো বহ্ব্যো নিগীতা নিগমেষ্বপি।
স্বালক্ষণ্যপরীক্ষার্থং তাসাং শৃণুত নিষ্কৃতীঃ॥

(স্ত্রীলোকের ব্যভিচারশীলত্ব সম্বন্ধে) বহু শ্রুতিবাক্য নিগমে পঠিত হয়। তাদের ব্যভিচারের প্রায়শ্চিত্তরূপ সেই শ্রুতি শোন।

২০। যন্মে মাতা প্রলুলুভে বিচরন্ত্যপতিব্রতা।
তন্মে রেতঃ পিতা বৃঙ্‌ক্তামিত্যস্যৈতন্নিদর্শনম্॥

আমার মাতা যে অপতিব্রতা হয়ে পরপুরুষ সম্ভোগেচ্ছা করেছেন, ঐ ইচ্ছায় দুষ্ট (মাতৃরজঃস্বরূপ) শুক্রকে আমার পিতা শুদ্ধ করুন—(এইরূপ অর্থযুক্ত মন্ত্র নিগমে কথিত)।

২১। ধ্যায়ত্যনিষ্টং যৎ কিঞ্চিৎ পাণিগ্রাহস্য চেতসা।
তস্যৈষ ব্যভিচারস্য নিহ্নবঃ সম্যগুচ্যতে॥

(স্ত্রীলোক) স্বামীর (পরপুরুষ গমন রূপ) অপ্রিয় যা কিছু কার্য মনে মনে করে, তার থেকে নিষ্কৃতির এই মন্ত্র কথিত (সাক্ষাৎ ব্যভিচারের নয়)।

২২। যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥

সমুদ্রের সঙ্গে মিশে নদী যেমন (সমুদ্রের গুণ প্রাপ্ত হয়, তেমনই যেরূপ গুণযুক্ত স্বামীর সঙ্গে যথাবিধি স্ত্রী সংযুক্ত হন, তিনি তার মতোই গুণযুক্ত হন।

২৩। অক্ষমালা বসিষ্ঠেন সংযুক্তাধমযোনিজা।
শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হণীয়তাম্॥

শূদ্রজাতীয় অক্ষমালা বশিষ্ঠের সঙ্গে এবং শারঙ্গী মন্দপালের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে অতি মাননীয় হয়েছিলেন।

২৪। এতাশ্চান্যাশ্চ লোকেঽস্মিন্নপকৃষ্টপ্রসূতয়ঃ।
উৎকর্ষং যোষিতঃ প্রাপ্তাঃ স্বৈঃ স্বৈর্ভর্তৃগুণৈঃ শুভৈঃ॥

এই সকল এবং অন্য স্ত্রীলোকগণ এই পৃথিবীতে নিকৃষ্টকুলে জাত হয়ে নিজ নিজ স্বামীর শুভ গুণে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

২৫। এষোদিতা লোকযাত্রা নিত্যং স্ত্রীপুংসয়োঃ শুভা।

প্রেত্যেহ চ সুখোদর্কান্ প্রজাধর্ম্মান্ নিবোধত॥

স্ত্রী পুরুষের এই লৌকিক সনাতন শুভ আচার বলা হল। ইহলোকে ও পরলোকে পরিণামে সুখকর সন্তানধর্ম শোন।

২৬। প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন॥

সন্তানের হেতু স্ত্রীলোকেরা বহুকল্যাণভাজন, (বস্ত্রালংকারাদি দ্বারা) পুজনীয়া, গৃহশোভাকারিণী ; গৃহে স্ত্রীলোক ও শ্রী (লক্ষ্মী)তে কোন ভেদ নেই।

২৭। উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপাল্ন্ম্।
প্রত্যহংলোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্ ॥

সন্তানোৎপাদন, জাতসন্তানের প্রতিপালন ও প্রতিদিন (অতিথিসেবাদি) লোক-ব্যবহারের প্রত্যক্ষ কারণ স্ত্রী।

২৮। অপত্যং ধর্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা বতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃনামাত্মনশ্চ হ॥

সন্তানোৎপাদন, ধর্মকার্য, (আত্ম) শুশ্রূষা, উত্তম সুখ, পিতৃপুরুষের ও নিজের স্বর্গলাভ ভার্যার উপরে নির্ভর করে।

২৯। পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্দেহসংযতা।
সা ভর্ত্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে॥

যে স্ত্রীলোক কায়মনোবাক্যে সংযত হয়ে পতির অনিষ্ট চিন্তা করে না, সে পতিলোকসমূহ লাভ করে ও সজ্জন কর্তৃক সাধ্বী নামে অভিহিত হয়।

৩০। ব্যভিচারাওু ভর্ত্তৃঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম্।
শৃগালযোনিন্এ্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে ॥

(পরপুরুষ সম্পর্ক দ্বারা স্বামীর ব্যভিচার করলে স্ত্রী পৃথিবীতে নিন্দনীয় হয় এবং শৃগালজন্ম প্রাপ্ত হয় ও (যক্ষ্মা কুষ্ঠাদি) পাপরোগে পীড়িত হয়।

৩১। পুত্রং প্রত্যুদিতং সদ্ভিঃ পূর্ব্বজৈশ্চ মহর্ষিভিঃ।
বিশ্বজন্যমিমং পুণ্যমুপন্যাসং নিবোধত ॥

পুত্রসম্বন্ধে সং প্রাচীন মহর্ষিগণ বিশ্বের হিতকারক এই (বক্ষ্যমাণ) যে উপন্যাস (বিচার) করেছেন, তা শোন।

৩২। ভর্ত্তুঃ পুত্রং বিজানন্তি শ্রুতিদ্বৈধন্তু ভর্ত্তরি।
আহুরুৎপাদকং কেচিদপরে ক্ষেত্রিণং বিদুঃ॥

পুত্র পতির হয় (মুনিগণ) এই কথা বলেন। পতি সম্বন্ধে দুই প্রকার শ্রুতি আছে। কেউ কেউ বলে (বিবাহ না করে) যে সন্তানোৎপাদন করে, সে (একপ্রকার পতি); (পুত্রোৎপাদন না করেও) বিবাহকারীকে (অন্য কর্তৃক পুত্রোৎপাদন হেতু পতি বলা যায়)।

৩৩। ক্ষেত্রভূতা স্মৃতা নারী বীজভূতঃ স্মৃতঃ পুমান্।
ক্ষেত্রবীজ সমাযোগাৎ সম্ভবঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ॥

নারী ক্ষেত্রস্বরূপ, পুরুষ বীজস্বরূপ। ক্ষেত্র ও বীজের মিলনে সকল দেহীর উৎপত্তি হয়।

৩৪। বিশিষ্টং কুত্রচিদ্বীজং স্ত্রী যোনিস্ত্বেব কুত্রচিৎ।
উভয়ন্তু সমং যত্র সা প্রসূতিঃ প্রশস্যতে ॥

কোন স্থলে বীজ প্রধান[১], কোন স্থলে স্ত্রীযোনি (বা ক্ষেত্র) প্রধান।[২] যেখানে উভয়ই সমান, সেই সন্তান প্রশস্ত।

৩৫। বীজস্য চৈব যোন্যাশ্চ বীজমুৎকৃষ্টমুচ্যতে।
সর্ব্বভূতপ্রসূতির্হি বীজলক্ষণলক্ষিতা ॥

বীজ ও ক্ষেত্রের মধ্যে বীজকে উৎকৃষ্ট বলা হয়; কারণ, সকল জীবের সন্তান বীজলক্ষণযুক্ত।

৩৬। যাদৃশংতৃপ্যতে বীজং ক্ষেত্রে কালোপপাদিতে।
তাদৃগ্রোহতি তৎ তস্মিন্ বীজং স্বৈর্ব্যঞ্জিতং গুণৈঃ॥

যথাকালে যে ক্ষেত্রে যে বীজ উৎপন্ন হয়, সেই ক্ষেত্রে ঐ বীজ নিজের গুণে ব্যক্ত হয়ে অনুরূপ অঙ্কুরোদগম হয়।

৩৭। ইয়ং ভূমির্হি ভূতানাং শাশ্বতী যোনিরুচ্যতে।
ন চ যোনিগুণান্ কাংশ্চিদ্বীজং পুষ্যতি পুষ্টিষু॥

এই ভূমি বৃক্ষগুল্মদির সনাতন উৎপত্তি কারণ রূপে উক্ত হয়েছে। বীজ পুষ্টির ব্যাপারে উৎপত্তিকারণের কোন গুণ গ্রহণ করে না।

৩৮। ভূমাবপ্যেককেদারে কালোপ্তানি কৃষীবলৈঃ।
নানারূপাণি জায়ন্তে বীজানীহ স্বভাবতঃ ॥

এক ক্ষেত্রে ভূমিতে কৃষকগণ কর্তৃক যথাকালে উপ্ত বীজ সমূহ স্বভাবতঃ নানারূপে জন্মে।

৩৯। ব্রীহয়ঃ শালয়ো মুদ্‌গাস্তিলা মাষাস্তথা যবাঃ।
যথাবীজং প্ররোহন্তি লশুনানীক্ষবস্তথা ॥

(ষষ্টিকাদি) ধান, (কলমাদি) শালি, মুগ, তিল, মাষ, যব, রসোন ও ইক্ষুর অঙ্কুর বীজের অনুরূপ হয়।

৪০। অনাদুপ্তং জাতমন্যদিত্যেতন্নোপপদ্যতে।
উপ্যতে যদ্ধি যদ্বীজং তং তদেব প্ররোহতি ॥

এক বীজ উপ্ত হয়ে অন্য শস্য রূপে জন্মে না। যার বীজ উপ্ত হয়, তাই জন্মে।

৪১। তৎ প্রাজ্ঞেন বিনীতেন জ্ঞানবিজ্ঞানবেদিনা।
আয়ুষ্কামেন বপ্তব্যং ন জাতু পরযোষিতি ॥

সুতরাং প্রাজ্ঞ, শিক্ষিত, জ্ঞানবিজ্ঞানজ্ঞ, দীর্ঘায়ুকামী ব্যক্তিকর্তৃক পরস্ত্রীতে বীজ কখনও উপ্ত হওয়া উচিত নয়।

৪২। অত্র গাথা বায়ুগীতাঃ কীর্ত্তয়ন্তি পুরাবিদঃ।
যথা বীজং ন বপ্তব্যং পুংসা পরপরিগ্রহে ॥

অতীতকালজ্ঞ ব্যক্তিগণ বায়ুগীত গাথা কীর্তন করেন—পুরুষ পরস্ত্রীতে বীজবপন করবে না।

৪৩। নশ্যতীষুর্যথা বিদ্ধঃ খে বিদ্ধমনুবিধ্যতঃ।
তথা নশ্যতি বৈ ক্ষিপ্রং বীজং পরপরিগ্রহে ॥

যেমন (অন্য কর্তৃক) বিদ্ধ (মৃগের) ছিদ্রে নিক্ষিপ্ত বাণ নিষ্ফল হয়,[৩] তেমনই পরস্ত্রীতে উপ্ত বীজ শীঘ্র নষ্ট হয়।

৪৪। পৃথোরপীমাং পৃথিবীং ভার্য্যাং পূর্ব্ববিদোবিদুঃ।
স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতো মৃগম্ ॥

পুরাবিদ্‌গণ এই পৃথিবীকে (পূর্বে অনেক স্বামী থাকা সত্ত্বেও) পৃথুর স্ত্রী বলেন, যে জঙ্গল কেটে আবাদ করে তার নামে ঐ ভূমি বিখ্যাত হয় ; (তেমনই) প্রথম যে মৃগকে শরবিদ্ধ করে ঐ মৃগ তারই বলে কথিত হয়।

৪৫। এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতি হ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্‌যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা ॥

স্ত্রী, নিজে ও সন্তান—এই পুরুষ (সে একা পুরুষ নয়)। ব্রাহ্মণগণ বলেছেন—যে পতি সে স্ত্রী (অর্থাৎ যার স্ত্রী তদুৎপন্ন সন্তান তারই, উৎপাদকের নয়)।

৪৬। ন নিষ্ক্রয়বিসর্গাভ্যাং ভর্ত্তুর্ভার্য্যা বিমুচ্যতে।
এবং ধর্ম্মং বিজানীমঃ প্রাক্ প্রজাপতিনির্ম্মিতম্ ॥

বিক্রয় বা ত্যাগের দ্বারা পতির ভার্যাসম্বন্ধ যায় না। পূর্বে প্রজাপতিনির্মিত এরূপ ধর্ম আমরা জানি।

৪৭। সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সতাং সকৃৎ॥

(পিত্রাদি থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তির) ভাগ একবারই হয়, এবারই কন্যা সম্প্রদান হয়, 'দদানি (দিই) শব্দ একবারই বলা হয়—সজ্জনের পক্ষে এই তিনটি একবারই হয়।

৪৮। যথা গোহশ্বোষ্ট্রদাসীষু মহিষ্যজাবিকাসু চ।
নোৎপাদকঃ প্রজাভাগী তথৈবান্যাঙ্গনাস্বপি॥

যেমন গাভী, অশ্ব, উট, দাসী, মহিষ, ছাগল ও ভেড়াতে উৎপাদক সন্তানের অধিকারী হয় না, তেমনই পরস্ত্রীতে উৎপাদিত সন্তান উৎপাদকের হয় না।

৪৯। যেহক্ষেত্রিণো বীজবন্তঃ পবক্ষেত্রপ্রবাপিণঃ।
তে বৈ শস্যসা জাতস্য ন লভন্তে ফলং ক্বচিৎ॥

যারা ক্ষেত্রস্বামী নয়, বীজের মালিক, তারা পরের ক্ষেত্রে বীজবপন করলে উৎপন্ন শস্যের ফললাভ করে না।

৫০। যদন্যগোষু বৃষভো বৎসানাং জনয়েচ্ছতম্।
গোমিনামেব তে বৎসা মোঘং স্কন্দিতমার্ষাভম্ ॥

যেমন অন্যের গাভীতে একশত বৎস উৎপাদন করলে সেই বৎসগুলি গোস্বামীরই হয় (বৃষস্বামীর নয়); বৃষের যে শুক্রসেচন তা বৃষস্বামীর পক্ষে নিষ্ফল হয়।

৫১। তথৈবাক্ষেত্রিণো বীজং পরক্ষেত্রপ্রবাপিণঃ।
কুর্ব্বন্তি ক্ষেত্রিণামর্থং ন বীজী লভতে ফলম্॥

তেমনই স্ত্রীর স্বামীভিন্ন ব্যক্তি পরস্ত্রীতে বীজবপন করে ঐ স্ত্রীর পতির অর্থ সৃষ্টি করে ; যার বীজ সে ফললাভ করে না।

৫২। ফলন্ত্বনভিসন্ধায় ক্ষেত্রিণাং বীজিনাং তথা।
প্রত্যক্ষং ক্ষেত্রিণামর্থো বীজাদ্ যোনির্গরীয়সী॥

(এই স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান) ক্ষেত্রী (স্ত্রীর স্বামী) ও বীজী (সন্তানোৎপাদক এই উভয়ের হবে বলে অভিসন্ধি না থাকলে পরস্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান) প্রত্যক্ষরূপে ক্ষেত্রীর সম্পত্তি ; বীজ অপেক্ষা ক্ষেত্র

শ্রেয়।

৫৩। ক্রিয়াভ্যুপগমাত্ত্বেতদ্বীজার্থং যৎ প্রদীয়তে।
তস্যেহ ভাগিনৌ দৃষ্টৌ বীজী ক্ষেত্রিক এব চ॥

এতে যে সন্তান হবে, তা আমাদের উভয়ের হবে, এইরূপ নিয়ম করে স্ত্রীকে স্বামী বীজার্থে অপরের কাছে দিলে এইরূপে উৎপন্ন সন্তান বীজী ও ক্ষেত্রিকের হবে।

৫৪। ওঘবাতাহৃতং বীজং যস্য ক্ষেত্রে প্ররোহতি।
ক্ষেত্রিকস্যৈব তদ্বীজং ন বপ্তা লভতে ফলম্ ॥

জলের ঢেউ ও বায়ু দ্বারা চালিত বীজ যার ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হবে, সেই বীজ ক্ষেত্রস্বামীরই হবে, বপনকারী ফললাভ করবে না।

৫৫। এষ ধর্মো গবাশ্বস্য দাস্যুষ্ট্রাজাবিকস্য চ।
বিহঙ্গমহিষীণাঞ্চ বিজ্ঞেয়ঃ প্রসবং প্রতি ॥

সন্তান সম্বন্ধে গাভী, অশ্ব, দাসী, উট, ছাগল, ভেড়া, পাখী ও মহিষীর এই ব্যবস্থা।

৫৬। এতদ্বঃ সারফল্গুত্বং বীজযোন্যোঃ প্রকীর্ত্তিতম্।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি যোষিতাং ধর্ম্মমাপদি॥

বীজ ও ক্ষেত্রের সারতা অসারতা সম্বন্ধে এই কথা তোমাদের বললাম। এরপরে নারীর আপদ্ধর্ম বলব।

৫৭। ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভার্য্যা যা গুরুপত্ন্যনুজস্য সা।
যবীয়সস্তু ভার্য্যা যা স্নুষা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী কনিষ্ঠের গুরুপত্নী (তুল্য)। কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রবধু (তুল্য)।

৫৮। জ্যেষ্ঠৈযবীয়সো ভার্য্যাং যবীয়ান্ বাগ্রজস্ত্রিয়ম্।
পতিতৌ ভবতো গত্বা নিযুক্তাবপ্যনাপদি॥

আপদকাল[৪] ভিন্ন নিযুক্ত[৫] হয়েও জ্যেষ্ঠভ্রাতা কনিষ্ঠের স্ত্রীতে বা কনিষ্ঠভ্রাতা জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্ত্রীতে গমন করলে পতিত হবে।

৫৯। দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্ নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে॥

সন্তানের অভাবে (পতি প্রভৃতি গুরুজন কর্তৃক) সম্যক্‌রুপে নিযুক্ত হয়ে স্ত্রীলোক দেবর বা সপিণ্ড থেকে সন্তান লাভ করবে।

৬০। বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্‌যতো নিশি।
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন॥

বিধবাতে (সন্তান উৎপাদনে) নিযুক্ত ব্যক্তি ঘৃতাক্ত দেহে মৌনী হয়ে রাত্রিবেলা একটি পুত্র উৎপাদন করবে, দ্বিতীয় পুত্র কখনই নয়।

৬১। দ্বিতীয়মেকে প্রজনং মন্যন্তে স্ত্রীষু তদ্বিদঃ।
অনির্বৃতং নিয়োগার্থং পশ্যন্তো ধমতস্তয়োঃ॥

(নিয়োগে পুত্রজনন) বিধিজ্ঞ কোন কোন ব্যক্তি এক পুত্র অপুত্র (সুতরাং) নিয়োগ প্রয়োজন অসিদ্ধ —এই ভাবে স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় পুত্রজনন ধর্মসম্মত মনে করেন।

৬২। বিধবায়াং নিয়োগার্থে নির্বৃতে তু যথাবিধি।
গুরুবচ্চ স্নুযাবচ্চ বর্ত্তেয়াতাং পরস্পরম্‌॥

বিধবা নারীতে, নিয়োগ বিধি অনুসারে সম্পন্ন হলে (ঐ নারী ও সন্তানোৎপাদক) পরস্পর পুত্রবধু ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার করবে।

৬৩। নিযুক্তৌ যৌ বিধিং হিত্বা বর্ত্তেয়াতান্তু কামতঃ।
তাবুভৌ পতিতৌ স্যাতাং স্নুযাগ-গুরুতল্পগৌ॥

নিযুক্ত হয়ে যারা[৬] নিয়মলঙ্ঘনপূর্বক কামবশে আচরণ করে, তারা উভয়েই পতিত হয়, তারা পুত্রবধূগামী ও গুরুদারগামী রূপে গণ্য হয়।

৬৪। নান্যস্মিন্‌ বিধবা নারী নিয়োক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন্‌ হি নিযুঞ্জানা ধর্মং হন্যুঃ সনাতনম্‌॥

দ্বিজগণকর্তৃক বিধবানারী অন্য লোকের সঙ্গে নিযুক্ত হতে পারে না। অন্য পুরুষে নিযুক্তা নারী সনাতন ধর্ম নষ্ট করবেন।

৬৫। নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনংপুনঃ॥

বিবাহ সংক্রান্ত মন্ত্রে কোথাও নিয়োগ উক্ত হয়নি। বিবাহ বিধায়ক শাস্ত্রে বিধবার পুনরায় বিবাহ উক্ত হয়নি।

৬৬। অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেনে রাজ্যং প্রশাসতি॥

এই (নিয়োগ) পণ্ডিত দ্বিজগণ কর্তৃক নিন্দিত পশুধর্ম। (অধার্মিক) বেন রাজার রাজত্বকালে মানুষের পক্ষে (এই প্রথা) অনুমোদিত হয়েছিল।

৬৭। স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষিপ্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্কর চক্রে কামোপহতচেতনঃ॥

সেই রাজর্ষিপ্রবর[৭] প্রাচীনকালে সমগ্র পৃথিবী ভোগ করে কামোপহতচিত্ত হয়ে বর্ণসংকর সৃষ্টি করেছিলেন।

৬৮। ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীতপতিকাংস্ত্রিয়ম্।
নিযোজয়ত্যপত্যার্থং তৎ বিগর্হন্তি সাধবঃ॥

সেই সময় থেকে যে মোহবশে বিধবাকে সন্তানার্থে নিযুক্ত করে, তাকে সজ্জনগণ নিন্দা করেন।

৬৯। যস্যা ভ্রিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যে কৃতে পতিঃ।
তামনেন বিধানেন নিজো বিন্দেত দেবরঃ॥

যে বাগ্‌দত্তা কন্যার পতি মৃত হয়, তাকে এই নিয়মানুসারে নিজের দেবর গ্রহণ করবেন।

৭০। যথাবিধ্যধিগম্যৈনাং শুক্লবস্ত্রাং শুচিব্রতাম্।
মিথো ভজেতাপ্রসবাৎ সকৃৎ সকৃদৃতাবৃতৌ ॥

শুক্লবস্ত্রপরিহিতা শুদ্ধাচারা এই নারীকে গ্রহণ করে পরস্পর প্রতি ঋতুকালে এক বার করে সম্ভোগ করবে।

৭১। ন দত্ত্বা কস্যচিৎ কন্যাং পুনর্দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
দত্ত্বা পুনঃ প্রযচ্ছন্ হি প্রাপ্নোতি পুরুষানৃতম্॥

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কন্যাকে একজনের কাছে সম্প্রদান করে অন্য লোকের কাছে দিবেন না। (একবার) সম্প্রদান করে পুনরায় সম্প্রদান করলে পুরুষ বিষয়ে মিথ্যাসাক্ষ্যদানের পাপভাগী হয়।

৭২। বিধিবৎপ্রতিগৃহ্যাপি ত্যজেৎ কন্যাং বিগর্হিতাম্।
ব্যাধিতাং বিপ্রদুষ্টাং বা ছদ্মনা চোপপাদিতাম্ ॥

কন্যাকে যথাবিধি গ্রহণ করেও (বৈধব্যাদি) দুর্লক্ষণযুক্ত, রোগার্ত, (ক্ষতযোনিত্বাদি) দোষযুক্ত অথবা (অধিকাঙ্গাদি গোপনপূর্বক) ছলে প্রদত্ত কন্যাকে (সপ্তপদীগমনের পূর্বে) ত্যাগ করবে।

৭৩। যস্তু দোষবতীং কন্যামনাখ্যায়োপপাদয়েৎ।
তস্য তদ্বিতথং কুর্য্যাৎ কন্যাদাতুর্দুরাত্মনঃ॥

যে দোষযুক্ত কন্যাকে দোষ প্রকাশ না করে দান করে, সেই দুরাত্মা কন্যাদাতার দান ব্যর্থ করবে।

৭৪। বিধায় বৃত্তিং ভার্য্যায়াঃ প্রবসেং কর্য্যবান্ নরঃ।
অবৃত্তিকর্ষিতা হি স্ত্রী প্রদুষ্যেৎ স্থিতিমত্যপি॥

যার কাজ আছে সে স্ত্রীর (গ্রাসাচ্ছাদনাদি) বৃত্তির ব্যবস্থা করে প্রবাসে যাবে। বৃত্তির অভাবে ক্লিষ্টা শীলবতী স্ত্রীও (পরপুরুষসম্পর্কে) দূষিত হয়।

৭৫। বিধায় প্রোষিতে বৃত্তিং জীবেন্নিয়মমাস্হিতা।
প্রোষিতে ত্ববিধায়ৈব জীবেচ্ছিল্পৈরগর্হিতৈঃ॥

(স্ত্রীর) জীবিকার ব্যবস্থা করে (স্বামী) প্রবাসে গেলে স্ত্রী (দেহপ্রসাধন পরগৃহগমনাদি পরিহারপূর্বক) নিয়ম পালন করে জীবন ধারণ করবেন। ব্যবস্থা না করে (স্বামী) প্রবাসে গেলে (স্ত্রী) (সুতা কাটা প্রভৃতি) শুদ্ধ শিল্পকর্মদ্বারা জীবন ধারণ করবেন।

৭৬। প্রোষিতো ধর্মকার্য্যার্থং প্রতীক্ষ্যোহষ্টৌ নরঃ সমাঃ।
বিদ্যার্থং ষড্‌যশোহর্থং কামার্থং ত্রীংস্তুবৎসরান্॥

(স্বামী) ধর্মানুষ্ঠানের জন্য প্রবাসে গেলে (স্ত্রী তার) জন্য আট বৎসর, বিদ্যার্জন বা যশ লাভের জন্য গেলে ছয় বৎসর এবং (অপর স্ত্রী সম্ভোগরূপ) কামের জন্য গেলে তিন বৎসর প্রতীক্ষা করবেন ; (তৎপর পতি সকাশে যাবেন)।

৭৭। সংবৎরং প্রতীক্ষেত দ্বিষন্তীং যোষিতং পতিঃ।
উর্ধ্বং সংবৎসরাত্বেনাং দায়ং হৃত্বা ন সংবসেৎ॥

স্ত্রী পতিকে দ্বেষ করলে পতি একবৎসর প্রতীক্ষা করবেন, এক বৎসর পরে (স্বদত্ত অলংকারাদি) ধন হরণ করে তার সঙ্গে সহবাস করবেন না।

৭৮। অতিক্রামেৎ প্রমত্তং বা মত্তং রোগার্ত্তমেব বা।
সা ত্রীন্ মাসান্ পরিত্যাজ্যা বিভূষণপরিচ্ছদা॥

যে (স্ত্রী দ্যূতক্রীড়াদি) প্রমাদযুক্ত, (মদ্যপানে) মত্ত বা রোগার্ত (স্বামীকে শুশ্রূষাদি না করে) অবজ্ঞা করে, তাকে স্বামী অলংকার ও বস্ত্রাদি থেকে বঞ্চিত করে তিন মাস পর্যন্ত পরিত্যাগ করবেন (অর্থাৎ তার সঙ্গে সহবাস করবেন না)।

৭৯। উন্মত্তং পতিতং ক্লীবমবীজং পাপরোগিণম্।

ন ত্যাগোহস্তি দ্বিষন্ত্যাশ্চ ন চ দায়াপবর্ত্তনম্॥

উন্মত্ত, পতিত, ক্লীব, নির্বীজ (যার শুক্র বাধিত), (যক্ষ্মা কুষ্ঠাদি) পাপরোগগ্রস্ত স্বামীকে দ্বেষ করলে স্ত্রী ত্যাজ্য হয় না, তার ধন থেকেও সে বঞ্চিত হয় না।

৮০। মদ্যপাঽসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থীঘ্নী চ সর্ব্বদা॥

মদ্যপায়িনী, অসদাচারিণী, প্রতিকুলাচারিণী, রোগার্তা, হিংস্রা বা অতিব্যয়কারিণী স্ত্রী সর্বদা অধিবেদনীয়া[৮]।

৮১। বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥

বন্ধ্যা স্ত্রী (প্রথম রজোদর্শন থেকে) অষ্টম বৎসরে, যার সন্তান হয়ে মরে যায় সে দশম বৎসরে, অনববত কন্যাপ্রসবা একাদশ বৎসরে এবং অপ্রিয়বাদিনী সদ্য অধিবেদনীয়া।

৮২। যা রোগিণী স্যাণ্ডু হিতা সম্পন্না চৈব শীলতঃ।
সানুজ্ঞাপ্যাধিবেত্তব্যা নাবমান্যা চ কর্হিচিৎ॥

যে স্ত্রী রোগার্তা, বা পতির অনুকুলা ও সুশীলা তাঁকে বলে (তাঁর অনুমতি নিয়ে) তিনি অধিবেদনীয়া ; তিনি কখনও অবমাননার যোগ্যা নন।

৮৩। অধিবিন্না তু যা নারী নির্গচ্ছেদ্রুষিতা গৃহাৎ।
সা সদ্যঃ সন্নিরোদ্ধব্যা ত্যাজ্যা বা কুলসংন্নিধৌ॥

যে অধিবিন্না নারী রাগ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান, তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে (দড়ি প্রভৃতি দিয়ে) বেঁধে রাখা উচিত অথবা পিত্রাদির সমক্ষে তিনি পরিত্যাজ্যা।

৮৪। প্রতিষিদ্ধাপি চেদ্ যা তু মদ্যমভ্যুদয়েষ্বপি।
প্রেক্ষাসমাজং গচ্ছেদ্বা সা দণ্ড্যা কৃষ্ণলানি ষট্॥

যে স্ত্রী নিবারিতা হয়েও বিবাহাদি উৎসবেও মদ পান করেন বা নৃত্যাদি স্থানে লোকসমাজে যান, তিনি ছয় কৃষ্ণল দণ্ডনীয়া।

৮৫। যদি স্বাশ্চাপবাশ্চৈব বিন্দেরন্ যোষিতো দ্বিজাঃ।
তাসাং বর্ণক্রমেণ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠ্যং পূজা চ বেশ্ম চ॥

যদি দ্বিজগণ সবর্ণা ও অসবর্ণা নারীকে বিবাহ করেন, তাহলে তাদের বর্ণানুক্রমে জ্যেষ্ঠত্ব, (বস্ত্রালংকারাদি দ্বারা) সম্মান ও (উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট) গৃহ নির্ধারিত হয়।

৮৬। ভর্ত্তুঃ শবীবশুশ্রূষাং ধর্মকার্য্যঞ্চ নৈত্যিকম্।
স্বা চৈব কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষাং নাস্বজাতিঃ কথঞ্চন॥

সকল বর্ণের ক্ষেত্রে পতির শরীরশুশ্রূষা ও নিত্য ধর্মানুষ্ঠান সবর্ণা স্ত্রী করবেন, কখনও অসবর্ণা স্ত্রী করবেন না।

৮৭। যস্তু তৎ কারয়েন্মোহাৎ সজাত্যা স্থিতয়ান্যয়া।
যথা ব্রাহ্মণচাণ্ডালঃ পূর্ব্বদৃষ্টস্তথৈব সঃ॥

যে সবর্ণা স্ত্রী থাকতে অন্য স্ত্রীকে দিয়ে মোহবশে সেই কা করায়, সে পূর্বসুরিগণ কর্তৃক ব্রাহ্মণচাণ্ডাল[৯] নামে অভিহিত হয়।

৮৮। উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্ যথাবিধি॥

কন্যা বিবাহযোগ্যা না হলেও তাকে উৎকৃষ্ট, সুরূপ ও সবর্ণ বরের কাছে বিধি অনুসারে সম্প্রদান করবে।

৮৯। কামমা-মরণাৎ তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেৎ তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

বরং কন্যা ঋতুমতী হযেও আমরণ (পিতৃগৃহে) থাকবে, তথাপি কখনও তাকে নির্গুণ বরের হাতে দিবে না।

৯০। ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্ধ্বংতু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্॥

কুমারী কন্যা ঋতুমতী হয়ে তিন বৎসর অপেক্ষা করবে, এই কালের পরে (নিজেই) সমান জাতি ও গুণবিশিষ্ট বরকে পতিত্বে বরণ করবে।

৯১। অদীয়মানা ভার্ত্তারমধিগচ্ছেদ্‌যদি স্বয়ম্।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি॥

(পিত্রাদি কর্তৃক) অদত্তা কন্যা যদি নিজে পতি প্রাপ্ত হয়, তাহলে সে এবং যাকে সে বরণ করে ঐ ব্যক্তি কোন পাপের ভাগী হয় না।

৯২। অলঙ্কারং নাদদীত পিত্র্যং কন্যা স্বয়ংবরা।
মাতৃকং ভ্রাতৃদত্তং বা স্তেনা স্যাদ্‌যদি তং হরেৎ॥

স্বয়ংবরা কন্যা পিতা, মাতা ও ভ্রাতা কর্তৃক দত্ত অলংকার গ্রহণ করবে না, করলে সে চোর হবে।

৯৩। পিত্রে ন দদ্যাচ্ছুল্কন্তু কন্যামৃতুমতীং হরন্।
স হি স্বাম্যাদভিক্রামেদৃতূনাং প্রতিরোধনাৎ॥

ঋতুমতী কন্যাকে বিবাহ করে তার পিতাকে শুল্ক দিবে না; কারণ, ঋতুকার্য সন্তান জন্ম রোধ হেতু (কন্যার) অধিকার থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন।

৯৪। ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীএম্।
এ্যষ্টবর্ষোহষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥

ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ মনোরমা দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করবে অথবা চব্বিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ আট বৎসর বয়স্ক কন্যাকে বিবাহ করবে। ত্বারাবান্ ব্যক্তি (অর্থাৎ যে এই বয়স সীমার কম বয়সে বিবাহ করে সে) গার্হস্থ্যধর্মে অবসাদ প্রাপ্ত হয়।

৯৫। দেবদত্তাং পতির্ভার্য্যাং বিন্দতে নেচ্ছয়াত্মনঃ।
তাং সাধ্বীং বিভৃয়ান্নিত্যং দেবানাং প্রিয়মাচরন্॥

পতি দেবতা কর্তৃক দত্ত স্ত্রী লাভ করে, নিজের ইচ্ছায় নয়। দেবগণের প্রিয় আচরণকারী ব্যক্তি সেই সাধ্বী স্ত্রীকে সর্বদা ভরণপোষণ করবে।

৯৬। প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবাঃ।
তস্মাৎ সাধারণোধর্মঃ শ্রুতৌ পত্ন্যা সহোদিতঃ॥

সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য স্ত্রীলোক ও সন্তান উৎপাদনার্থে পুরুষ সৃষ্ট হয়েছে। সেই হেতু (অগ্ন্যাধানাদি) সাধারণ ধর্ম বেদে পত্নীসহ করণীয় বলা হয়েছে।

৯৭। কন্যায়াং দত্তশুল্কায়াং ম্রিয়েত যদি শুস্কদঃ।
দেবরায় প্রদাতব্যা যদি কন্যানুমন্যতে॥

কন্যাশুল্ক দানের পরে (বিবাহের পূর্বে) যদি শুস্কদাতা মৃত হয়, তাহলে কন্যার অনুমতিক্রমে তাকে তার দেবরের কাছে দেয়।

৯৮। আদদীত ন শূদ্রোহপি শুল্কং দুহিতরং দদৎ।
শুল্কংহি গৃহ্ন্ কুরুতে ছন্নং দুহিতৃবিক্রয়ম্॥

শূদ্রও কন্যাদান করতে শুল্ক গ্রহণ করবে না, শুল্ক গ্রহণ করে প্রচ্ছন্নভাবে কন্যা বিক্রয় করা হয়।

৯৯। এতৎ তু ন পরে চক্রুর্নাপরে জাতু সাধবঃ।
যদন্যস্য প্রতিজ্ঞায় পুনরন্যস্য দীয়তে॥

একজনকে কন্যাদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অপর লোকের কাছে তাকে দেওয়া, এ কাজ প্রাচীন শিষ্ট ব্যক্তিগণ করেননি, বর্তমান কালের সজ্জনরাও করেন না।

১০০। নানুশুশ্রুম জাত্বেতৎ পূর্ব্বেষ্বপি হি জন্মসু।
শুল্কসংজ্ঞেন মূল্যেন চ্ছন্নং দুহিতৃবিক্রয়ম্॥

পূর্ব কল্পসমুহেও আমরা শুনিনি যে, শুল্কনামক মূল্যের বিনিময়ে প্রচ্ছন্ন কন্যাবিক্রয় হয়েছে।

১০১। অন্যোন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।
এষ ধর্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ॥

মরণ পর্যন্ত পরস্পরের অব্যভিচার—স্ত্রীপুরুষের সংক্ষেপে এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

১০২। তথা নিত্যং যতেয়াতাং স্ত্রীপুংসৌ তু কৃতক্রিয়ৌ।
যথা নাভিচরেতাং তৌ বিযুক্তাবিতরেতরম্॥

বিবাহিত স্ত্রী পুরুষ এরূপ যত্ন করবে, যাতে তারা (ধর্মার্থকামবিষয়ে) পরস্পরের ব্যভিচার না করে।

১০৩। এষ স্ত্রীপুংসয়োরুক্তো ধর্ম্মো বো রতিসংহিতঃ।
আপদ্যপত্যপ্রাপ্তিশ্চ দায়ভাগং নিবোধত॥

স্ত্রী পুরুষের অনুরাগযুক্ত এই ধর্ম ও আপদ্কালে (ক্ষেত্রজাদি) পুত্রলাভ বলা হল। (এখন) (পিত্রাদির) ধনবিভাগ ব্যবস্থা শুনুন।

১০৪। উর্ধ্বং পিতুশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রাতরঃ সমম্।
ভজেরন্ পৈতৃকং রিক্থমনীশাস্তে হি জীবতোঃ ॥

পিতা ও মাতার মৃত্যুর পরে ভ্রাতৃগণ মিলিত হয়ে পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করবে ; কারণ, তাঁরা জীবিত থাকতে পুত্রগণ অধিকারী নয়।

১০৫। জ্যেষ্ঠ এব তু গৃহ্নীয়াৎ পিত্র্যং ধনমশেষতঃ।
শেষাস্তমুপজীবেয়ুর্যথৈব পিতরং তথা ॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই সমস্ত পৈতৃক ধন গ্রহণ করবে, অন্য ভ্রাতৃগণ জীবিকার জন্য পিতার ন্যায় তার উপরে নির্ভর করবে।

১০৬। জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ।
পিতৃণামনৃণশ্চৈব স তস্মাৎ সর্ব্বমর্হতি ॥

জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মানমাত্রই মানুষ পুত্রবান্ হয়, পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হয়, সুতরাং সমগ্র সম্পত্তি তার প্রাপ্য।

১০৭। যস্মিন্ নৃণং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমশ্নুতে।
স এব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরাণ্ বিদুঃ ॥

যে জাত হলে পিতা ঋণ শোধ করেন এবং মোক্ষলাভ করেন, সে-ই ধর্মজ পুত্র, অপর পুত্রদের কামজ বলে।

১০৮। পিতেব পালয়েৎ পুত্রান্ জ্যেষ্ঠো ভ্রাতৃন্ যবীয়সঃ।
পুএবচ্চাপি বর্ত্তেরন জ্যেষ্ঠে ভ্রাতরি ধর্ম্মতঃ ॥

পিতা যেমন পুত্রগণকে তেমন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণকে পালন করবে, তারা ধর্মানুসারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি পুত্রের ন্যায় আচরণ করবে।

১০৯। জ্যেষ্ঠঃ কুলং বর্ধয়তি বিনাশয়তি বা পুনঃ।
জ্যেষ্ঠঃ পূজাতামো লোকে জ্যেষ্ঠঃ সদ্ভিরগর্হিতঃ ॥

জ্যেষ্ঠ পুত্র বংশের উন্নতি বা বিনাশ করে। জ্যেষ্ঠ পুত্র পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক পূজনীয়। জ্যেষ্ঠপুত্র সজ্জন কর্তৃক অনিন্দিত।

১১০। যো জ্যেষ্ঠো জ্যেষ্ঠবৃত্তিঃ স্যান্মাতেব স পিতেব সঃ।
অজ্যেষ্ঠবৃত্তির্যস্তু স্যাৎ স সংপূজ্যস্তু বন্ধুবৎ ॥

যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (কনিষ্ঠদের প্রতি) পিতার ন্যায় আচরণ করেন, তিনি তাদের মাতা এবং পিতাও বটেন। যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঐরূপ ব্যবহার করেন না, তিনি মাতুলাদির ন্যায় সম্মানযোগ্য।

১১১। এবং সহ বসেয়ুর্বা পৃথগ্‌বা ধন্মকাম্যয়া।
পৃথগ্ বিবর্ধতে ধর্ম্মস্তস্মাদ্ধর্ম্মা পৃথক্‌ক্রিয়া ॥

এইরূপে (ভ্রাতৃগণ) একত্র বাস করবে বা (প্রতিগ্রহ মহাযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের জন্য) ধর্মাকাঙ্ক্ষী হয়ে পৃথক্ পৃথক্ বাস করবে। পৃথক্‌ভাবে (অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞাদি হেতু) ধর্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় , সুতরাং, পৃথক্ হওয়া ধর্মসম্মত।

১১২। জ্যেষ্ঠস্য বিংশ উদ্ধারঃ সর্ব্বদ্রব্যাচ্চ যদ্বরম্।
ততোর্হদ্ধং মধ্যমস্য স্যাৎ তুরীয়ন্তু যবীয়সঃ ॥

(সমগ্র সম্পত্তির) বিশ ভাগের এক ভাগ জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রাপ্য, সকল দ্রব্যের যা শ্রেষ্ঠ, তা জ্যেষ্ঠের হবে। তার অর্ধেক মধ্যম ভ্রাতার, চতুর্থ ভাগ কনিষ্ঠের হবে।

১১৩। জ্যেষ্ঠশ্চৈব কনিষ্ঠশ্চ সংহরেতাং যথোদিতম্।
যেহন্যে জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠাভ্যাং তেষাং স্যান্মধ্যমং ধনম্ ॥

জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ উক্ত বিধিতে ধন গ্রহণ করবে, অন্য ভ্রাতৃগণ মধ্যমের ভাগ (চত্বারিংশদ্ভাগ) পাবে।

১১৪। সর্ব্বেষাং ধনজাতানামাদদীতাগ্র্যমগ্রজঃ।
যচ্চ সাতিশয়ং কিঞ্চিদ্দশতশ্চাপ্নুয়াদ্বরম্ ॥

জ্যেষ্ঠ সকল ধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠধন পাবেন, একটি উৎকৃষ্ট দ্রব্য থাকলে তাও তাঁর প্রাপ্য। (গবাদি পশুর) দশটির মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠপশু (জ্যেষ্ঠ পাবেন)।

১১৫। উদ্ধারো ন দশস্বস্তি সম্পন্নানাং স্বকর্মসু।
যং কিঞ্চিদেব দেয়ন্তু জ্যায়সে মানবর্দ্ধনম্ ॥

(উক্ত) দশ পশু সম্বন্ধে অধ্যয়নাদিকর্ম্মে সমৃদ্ধ ভ্রাতৃগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ভাগ হবে না, তাঁর সম্মানার্থে সামান্য কিছু দেয়।

১১৬। এবং সমুদ্ধৃতোদ্ধারে সমানংশান্ প্রকল্পয়েৎ।
উদ্ধারেহনুদ্ধৃতে ত্বেষামিয়ং স্যাদংশকল্পনা ॥

এইরূপে জ্যেষ্ঠ বিশ ভাগাদি নিলে পরে ভ্রাতৃগণের মধ্যে সম্পত্তি সমান অংশে বিভক্ত হবে। জ্যেষ্ঠ বিশভাগাদি না নিলে এদের মধ্যে এই (বক্ষ্যমাণ রূপ) বিভাগ হবে।

১১৭। একাধিকং হরেজ্জ্যেষ্ঠঃপুত্রোহধ্যর্দ্ধং ততোহনুজঃ।
অংশমংশং যবীয়াংস ইতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ ॥

জ্যেষ্ঠপুত্র একটি অধিক অংশ (অর্থাৎ মোট দুই অংশ) গ্রহণ করবেন, তার পরের ভ্রাতা নিবে দেড় ভাগ, কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ এক এক ভাগ নিবে।[১০] এই ব্যবস্থা বিহিত।

১১৮। স্বেভ্যোহংশেভ্যস্তু কন্যাভ্যঃ প্রদদ্যুর্ভ্রাতরঃ পৃথক্।
স্বাৎ স্বাদংশাচ্চতুর্ভাগং পতিতাঃ স্যুরদিৎসবঃ ॥

ভ্রাতৃগণ পৃথক্‌ভাবে নিজ নিজ অংশ থেকে চতুর্থ ভাগ কন্যাগণকে দিবে।[১১] যারা দিতে চায় না, তারা পতিত হবে।

১১৯। অজাবিকং সৈকশফং ন জাতু বিষমং ভজেৎ।
অজাবিকন্তু বিষমং জ্যেষ্ঠস্যৈব বিধীয়তে ॥

অজ, মেঘ, একখুরবিশিষ্ট (অশ্বাদি) কখনও অসমান (সংখ্যক) হলে বিভক্ত হয় না। অসমান সংখ্যক হলে (যেটি বেশী তা) জ্যেষ্ঠেরই হবে।[১২]

১২০। যবীয়ান্ জ্যেষ্ঠ ভার্য্যায়াং পুত্রমুৎপাদয়েদ্ যদি।
সমস্তএ বিভাগঃ স্যাদিতি ধর্মো ব্যবস্থিতঃ ॥

কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের স্ত্রীতে যদি (নিয়োগ প্রথায়) পুত্র উৎপাদন করে, তাহলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ঐ পুত্র সমান অংশভাগী হবে (অর্থাৎ পুত্র জ্যেষ্ঠের স্ত্রীতে জাত হলেও পিতার ন্যায় অতিরিক্ত ভাগ পাবে না), এই ব্যবস্থা বিহিত।

১২১। উপসর্জ্জনং প্রধানস্য ধর্মতো নোপপদ্যতে।
পিতা প্রধানং প্রজনে তস্মাদ্ধর্ম্মেণ তং ভজেৎ ॥

(অপ্রধান ক্ষেত্রজপুত্র) প্রধান (ক্ষেত্রীর পিতৃধর্মানুসারে অধিক ভাগের) অধিকারী হয় না। সন্তান জন্মে (ক্ষেত্রী) পিতা প্রধান, সুতরাং, ধর্মানুসারে (পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে পিতৃব্যের সঙ্গে সমান) ভাগ হবে।

১২২। পুত্রঃ কনিষ্ঠো জোষ্ঠায়াং কনিষ্ঠায়াঞ্চ পূর্ব্বজঃ।
কথং তত্র বিভাগঃ স্যাদিতি চেৎ সংশয়ো ভবেৎ ॥

জ্যেষ্ঠ স্ত্রীতে কনিষ্ঠ পুত্রের জন্ম হলে এবং কনিষ্ঠা স্ত্রীতে জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্ম হলে সেখানে কিরূপে ধনবিভাগ হবে ; এই সন্দেহ হলে (বক্ষ্যমাণ ব্যবস্থা অবলম্বনীয়)।

১২৩। একং বৃষভমদ্ধারং সংহরেত স পূর্ব্বজঃ।
ততোহপরে জ্যেষ্ঠবৃষস্তদূনানাং স্বমাতৃতঃ ॥

জ্যেষ্ঠ স্ত্রীতে জাত পুত্র একটি শ্রেষ্ঠ বৃষ উদ্ধার (বা অতিরিক্ত) হিসাবে পাবে। অন্য ভ্রাতৃগণ সেই জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র থেকে (জ্যেষ্ঠ হলেও) মায়ের দিক থেকে কনিষ্ঠ (হওয়ায়) প্রত্যেকে এক একটি বৃষ পাবে।

১২৪। জ্যেষ্ঠস্তু জাতো জ্যেষ্ঠায়াং হরেদ্‌বৃষভষোড়শাঃ।
ততঃ স্বমাতৃতঃ শেষা ভজেরন্নিতি ধারণা ॥

জ্যেষ্ঠ স্ত্রীতে জাত জ্যেষ্ঠ পুত্র পনেরটি গাভী ও একটি বৃষ (উদ্ধার হিসাবে) পাবে। তারপর যারা অন্যমাতৃজাত তারা নিজ নিজ মাতার (বিবাহক্রমে জ্যেষ্ঠতা) অনুসারে অবশিষ্ট গোসমূহ পাবে—এই ব্যবস্থা।

১২৫। সদৃশস্ত্রীষু জাতানাং পুত্রাণামবিশেষতঃ।

ন মাতৃতো জ্যৈষ্ঠ্যমস্তি জন্মতো জ্যৈষ্ঠ্যমুচ্যতে ॥

স্বামীর সবর্ণা স্ত্রীদের গর্ভজাত পুত্রদের বিশেষ নিয়ম না হয়ে মাতৃগণের (বিবাহানুসারে) জ্যেষ্ঠত্ব হবে না, জন্ম দ্বারা জ্যেষ্ঠত্ব উক্ত হয়।

১২৬। জন্মজ্যেষ্ঠেন চাহ্বানং সুব্রহ্মণ্যাস্বপি স্মৃতম্।
যময়োশ্চৈব গর্ভেষু জন্মতো জ্যেষ্ঠতা স্মৃতা ॥

(জ্যোতিষ্টোমে প্রযুক্ত) সুব্রহ্মণ্যা (নামক) মন্ত্রেও জন্মদ্বারা জ্যেষ্ঠ কর্তৃক (ইন্দ্রের)আহ্বান বিহিত। গর্ভে (সমকালে নিষিক্ত) যমজ পুত্র দ্বয়ের মধ্যে জন্মক্রমে জ্যেষ্ঠতা বিহিত।

১২৭। অপুত্রোহনেন বিবিনা সুতাং কুর্ব্বীত পুত্রিকাম্।
যদপত্যং ভবেদস্যাং তন্মম স্যাৎ স্বধাকরম্ ॥

অপুত্রক ব্যক্তি এই (বক্ষ্যমাণ নিয়মে) কন্যাকে পুত্রিকা (পুত্র) করবে। এই কন্যাতে যে পুত্র হবে, সে আমার শ্রাদ্ধপিণ্ডাধিকারী হবে।

১২৮। তানেন তু বিধানেন পুরা চক্রেহথ পুত্রিকাঃ।
বিবৃদ্ধার্থং স্ববংশস্য স্বয়ং দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ॥

এই নিয়মেই প্রাচীন কালে দক্ষ প্রজাপতি নিজে স্ববংশের বৃদ্ধির জন্য অনেক পুত্রিকা (পুত্র) করেছিলেন।

১২৯। দদৌ স দশ ধর্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
সোমায় রাজ্ঞে সৎকৃত্য প্রতাত্মা সপ্তবিংশতিম্ ॥

সন্তুষ্টচিত্তে (অলংকারাদি দ্বারা) সম্মান করে তিনি (ভাবী পুত্রিকাপুত্রের আশায়) (ভগবান্) ধর্মকে দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ, সোমরাজাকে সপ্তবিংশতি কন্যা দান করেছিলেন।

১৩০। যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃপুত্রেণ দুহিতা সমা।
তস্যামাত্মনি তিষ্ঠন্ত্যাং কথমন্যো ধনং হরেৎ ॥

যেমন নিজে তেমন পুত্র, কন্যা পুত্রের সমান। সেই (পিতার) আত্মা (স্বরূপ পুত্রিকা) থাকতে কি করে অন্য ব্যক্তি (পিতৃ) ধন গ্রহণ করবে?

১৩১। মাতুস্তু যৌতুকং যৎ স্যাৎ কুমারীভাগ এব সঃ।
দৌহিত্র এব চ হরেদপুত্রস্যাখিলং ধনম্ ॥

মাতার যা যৌতুক তা কুমারীকন্যার প্রাপ্য। অপুত্রক ব্যক্তির সমগ্র ধন দৌহিত্র নিবে।

১৩২। দৌহিত্রো হ্যখিলং রিক্‌থমপুত্রস্য পিতুর্হরেৎ।
স এব দদ্যাদ্‌দ্বৌ পিণ্ডৌ পিত্রে মাতামহায় চ ॥

অপুত্রক মাতামহের ধন (পুত্রিকাপুত্র রূপ) দৌহিত্র পাবে। সে-ই পিতা ও মাতামহের উদ্দেশ্যে দুইটি পিণ্ড দিবে।

১৩৩। পৌত্রদৌহিত্রয়োর্লোকে ন বিশেষোঽস্তি ধর্মতঃ।
তয়োর্হি মাতাপিতরৌ সম্ভূতৌ তস্য দেহতঃ ॥

পৃথিবীতে পৌত্র ও দৌহিত্রের ধর্মানুসারে কোন প্রভেদ নেই। তাদের পিতা মাতা (ধনস্বামীর) শরীর থেকে জাত।

১৩৪। পুত্রিকায়াং কৃতায়ান্তু যদি পুত্রোঽনুজায়তে।
সমস্তত্র বিভাগঃ স্যাজ্জৈষ্ঠতা নাস্তি হি স্ত্রিয়াঃ ॥

পুত্রিকা করার পরে যদি পুত্র জন্মে তাহলে সেক্ষেত্রে সমান ভাগ হবে; স্ত্রীলোকের (অর্থাৎ কন্যার) জ্যেষ্ঠতা নেই।

১৩৫। আপুত্রায়াং মৃতায়ান্তু পুত্রিকায়াং কথঞ্চন।
ধনং তৎপুত্রিকার্ত্তা হবেতৈবাবিচারয়ন্ ॥

পুত্রিকা কোন প্রকারে অপুত্রবতী অবস্থায় মৃত হলে সেই ধন পুত্রিকাপতি নির্বিচারে গ্রহণ করবে।

১৩৬। অকৃতা বা কৃতা বাপি স্বং বিন্দেৎ সদৃশাং সুতম্।
পৌত্রী মাতামহাস্তেন দদ্যাৎ পিণ্ডং হরেদ্ধনম্ ॥

কন্যা অকৃতা (বিবাহকালে মনে মনে পুত্রিকা বলে) নির্দিষ্ট না হলে অথবা কৃতা (বাক্য উচ্চারণপূর্বক) নির্দিষ্ট হলে সবর্ণ পতির ঔরসে পুত্র লাভ করলে মাতামহ তার দ্বারা 'পৌত্রী' হন; সে তাঁর উদ্দেশ্যে পিণ্ড দিবে এবং তাঁর ধন গ্রহণ করবে।

১৩৭। পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে।
অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি বিষ্টপম্ ॥

(মানুষ) পুত্রের দ্বারা (স্বর্গাদি) লোক জয় করে, পৌত্রদ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, পুত্রের পৌত্রদ্বারা সূর্যলোক প্রাপ্ত হয়।

১৩৮। পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ এায়তে পিতরং সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ॥

যেহেতু পুত্র পিতাক পুৎ নামক নরক থেকে রক্ষা করে, সেই জন্য ব্রহ্মা স্বয়ং তাকে পুত্র বলেছেন।

১৩৯। পৌত্রদৌহিত্রয়োর্লোকে বিশেষো নোপপদ্যতে।
দৌহিত্রোহপি হ্যমুত্রৈনং সন্তারয়তি পৌত্রবৎ ॥

পৃথিবীতে পৌত্র ও দৌহিত্রের প্রভেদ নেই। দৌহিত্রও পরলোকে মানুষকে পৌত্রের ন্যায় নিস্তার করে।

১৪০। মাতুঃ প্রথমতঃ পিণ্ডং নির্ব্বপেৎ পুত্রিকাসুতঃ।
দ্বিতীয়ন্তু পিতুস্তস্যাস্তৃতীয়ং তৎপিতুঃ পিতুঃ ॥

পুত্রিকাপুত্র প্রথম পিণ্ড মাকে, দ্বিতীয় পিতাকে ও তৃতীয় পিতামহকে দিবে।

১৪১। উপপন্নো গুণৈঃ সর্ব্বৈঃ পুত্রো যস্য তু দত্রিমঃ।
স হারেতৈব তদ্রিক্থং সম্প্রাপ্তোহপ্যন্যগোত্রতঃ ॥

যার দত্রিওমপুত্র সকল গুণসম্পন্ন, সে অন্যগোত্র থেকে প্রাপ্ত হলেও তার সম্পত্তি গ্রহণ করবে।

১৪২। গোত্ররিক্থে জনয়িতুর্ন হরেদ্দত্রিমঃ ক্বচিৎ।
গোত্ররিক্থানুগঃ পিণ্ডো ব্যপৈতি দদতঃ স্বধা ॥

দত্রিমপুত্র কখনও জনকের গোত্র ও সম্পত্তি পায় না। গোত্র ও সম্পত্তির অধিকার পিণ্ডদানের কারণ ; দত্তকদাতার শ্রাদ্ধাদিতে দত্তকের অধিকার অপগত হয়।

১৪৩। অনিযুক্তাসুতশ্চৈব পুত্রিণ্যাপ্তশ্চ দেবরাৎ।
উভৌ তৌ নার্হতো ভাগং জারজাতককামজৌ ॥

(গুরুজনাদি কর্তৃক) অনিযুক্তা স্ত্রীতে জাত পুত্র এবং সপুত্রা নিযুক্তাতে দেবর থেকে প্রাপ্ত পুত্র—এই উভয়ে পৈতৃক ধনের অংশভাগী হয় না; কারণ, (অনিযুক্তা জাত) জারজাত ও নিযুক্তাজাত) কামজ পুত্র।

১৪৪। নিযুক্তায়ামপি পুমান্ নার্য্যাং জাতোহবিধানতঃ।
নৈবার্হঃ পৈতৃকং বিক্থং পতিতোৎপাদিতো হি সঃ ॥

নিযুক্তা নারীতেও (নিয়মলঙ্ঘনপূর্বক) জাত পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হয় :না কারণ, সে পতিতোৎপাদিত।

১৪৫। হরেৎ তত্র নিযুক্তায়াং জাতঃ পুত্রো যথৌরসঃ।
ক্ষেত্রিকস্য তু তদ্বীজং ধর্ম্মতঃ প্রসবশ্চ সঃ ॥

(যথাবিধি) নিযুক্ত নারীতে জাত পুত্র ঔরসপুত্রের ন্যায় (ধনস্বামীর সম্পত্তি) গ্রহণ করবে তার বীজ ক্ষেত্রিকের এবং ধর্মানুসারে তার সন্তান।

১৪৬। ধনং যো বিভৃয়াদ্ ভ্রাতুর্মৃস্য স্ত্রিয়মেব চ।
সোঽপত্যং ভ্রাতুরুৎপাদ্য দদ্যাৎ তস্যৈব তদ্ধনম্ ॥

যে মৃত ভ্রাতার ধন এবং স্ত্রীকে রক্ষা করে, সে (গুরুজন কর্তৃক নিযুক্তা ঐ ভ্রাতৃজায়াতে) পুত্র উৎপাদন করে ঐ ধন সেই পুত্রকে দিবে।

১৪৭। যা নিযুক্তান্যতঃ পুত্রং দেবরাদ্বাপ্যবাপ্নুয়াৎ।
তং কামজমরিক্থীয়ং বৃথোপন্নং প্রচক্ষতে ॥

নিযুক্তা নারী দেবর বা অন্য সপিণ্ড থেকে যে পুত্র লাভ করে, সে কামজ হলে পৈতৃকধনভাগী নয়, তাকে বৃথোৎপন্ন বলা হয়।

১৪৮। এতদ্বিধানং বিজ্ঞেয়ং বিভাগস্যৈকযোনিষু।
বহ্বীষু চৈকজাতানাং নানাস্ত্রীষু নিবোধত ॥

(সবর্ণা স্ত্রীতে) এক পুরুষ কর্তৃক উৎপন্ন সন্তানদের এই (উক্ত) ব্যবস্থা জ্ঞেয়। (সবর্ণাসবর্ণ) অনেক স্ত্রীতে একপুরুষ থেকে জাত পুত্রদের বিভাগ ব্যবস্থা শোন।

১৪৯। ব্রাহ্মণস্যানুপূর্ব্ব্যেণ চতস্রস্তু যদি স্ত্রিয়ঃ।
তাসাং পুত্রেষু জাতেষু বিভাগেঽয়ং বিধিঃ স্মৃতঃ ॥

ব্রাহ্মণের বর্ণানুক্রমে যদি চারটি স্ত্রী থাকে তাহলে তাদের মধ্যে এই (বক্ষ্যমাণ) বিধি উক্ত হয়েছে।

১৫০। কীনাশো গোবৃষো যানমলঙ্কারশ্চ বেশ্ম চ।
বিপ্রস্যৌদ্ধারিকং দেয়মেকাংশশ্চ প্রধানতঃ ॥

(বিভাগের পূর্বে) ব্রাহ্মণী পুত্রকে একজন কৃষক, একটি গাভী, একটি বৃষ, (অশ্বাদি) যান, অলংকার, (প্রধান) গৃহ এবং সকল অংশের মধ্যে একটি প্রধান অংশ উদ্ধার (অতিরিক্ত অংশ) হিসাবে দেয়।

১৫১। ত্র্যংশং দায়দ্ধরেদ্বিপ্রো দ্বাবংশৌ ক্ষত্রিয়াসুতঃ।
বৈশ্যাজঃ সার্দ্ধমেবাংশমংশং শুদ্রাসুতো হরেৎ ॥

সম্পত্তির তিন অংশ ব্রাহ্মণ, দুই অংশ ক্ষত্রিয়াপুত্র, দেড় ভাগ বৈশ্য এবং এক ভাগ শূদ্রাপুএ নিবে।

১৫২। সর্ব্বং বা রিক্থজাতং তদ্দশধা পরিকল্প্য চ।
ধর্ম্ম্যং বিভাগংকুর্ব্বীত বিধিনানেন ধর্ম্মবিৎ ॥

সমগ্র সম্পত্তি দশভাগে বিভক্ত করে ধর্ষজ্ঞ ব্যক্তি এই (বক্ষ্যমাণ) নিয়মে ধর্মসম্মত ভাগ করবেন।

১৫৩। চতুরোঽংশান্ হরেদ্বিপ্রস্ত্রীনংশান্ ক্ষত্রিয়াসুতঃ।

বৈশ্যাপুত্রো হরেদ্দ্ব্যংশমংশং শূদ্রাসুতো হরেৎ ॥

ব্রাহ্মণ চার, ক্ষত্রিয়াপুত্র তিন, বৈশ্যাপুত্র দুই এবং শূদ্রাপুত্র এক অংশ নিবে।

১৫৪। যদ্যপি স্যাত্তু সৎপুত্রোহপ্যসৎপুত্রোহপি বা ভবেৎ।
নাধিকং দশমাদ্দদ্যাচ্ছুদ্রাপুত্রায় ধর্ম্মতঃ ॥

যদিও ব্রাহ্মণের সকল দ্বিজবর্ণের স্ত্রীর পুত্র থাকে বা না থাকে, তথাপি ধর্মানুসারে দশমভাগের বেশী শূদ্রাপুত্রকে দিবেন না।

১৫৫। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাপুত্রো ন রিক্থভাক্।
যদেবাস্য পিতা দদ্যাৎ তদেবাস্য ধনং ভবেৎ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শূদ্রাপুত্র সম্পত্তির অধিকারী হয় না। তার পিতা যেটুকু দেয়, তাই তার ধন হয়।

১৫৬। সমবর্ণাসু যে জাতাঃ সর্ব্বে পুত্রা দ্বিজন্মনাম্।
উদ্ধাবং জ্যায়সে দত্ত্বা ভজেরন্নিতরে সমম্ ॥

দ্বিজদের সবর্ণা স্ত্রীতে যে সকল পুত্র জন্মে, তাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে উদ্ধার (অতিরিক্ত ভাগ) দিয়ে অপর ভ্রাতৃগণ (অবশিষ্ট সম্পত্তিকে) সমান ভাগে বিভক্ত করবে।

১৫৭। শূদ্রস্য তু সবর্ণৈব নান্যা ভার্য্যা বিধীয়তে।
তস্যাং জাতাঃ সমাংশাঃ স্যুর্যদি পুত্রশতং ভবেৎ ॥

শূদ্রের কিন্তু সবর্ণাই একমাত্র ভার্য্যা, অন্য স্ত্রী বিহিত নয়। তাতে জাত শত পুত্র হলে তারা সমান অংশভাগী হবে।

১৫৮। পুত্রান্ দ্বাদশ যানাহ নৃণাং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
তেষাং ষড্‌বন্ধুদায়াদাঃ ষডদায়াদবান্ধবাঃ ॥

স্বায়ম্ভুব মনু মানুষের যে দ্বাদশ পুত্র বলেছেন, তাদের মধ্যে ছয় জন বন্ধুদায়াদ,[১৩] ছয় জন অদায়াদবান্ধব।

১৫৯। ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।
গূঢ়োৎপন্নোহপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্ ॥

ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত(ক), কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন ও অপবিদ্ধ—এই ছয় জন দায়াদবান্ধব।

১৬০। কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।

স্বয়ংদত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষডদায়াদবান্ধবাঃ ॥

কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত ও শৌদ্র—এই ছয়জন আদায়াদবান্ধব।

১৬১। যাদৃশং ফলমাপ্নোতি কুপ্লবৈঃ সন্তরন্ জলম্।
তাদৃশং ফলমাপ্নোতি কুপুত্রৈঃ সন্তরংস্তমঃ ॥

খারাপ ভেলা দিয়ে জল পার হতে যেমন ফল পাওয়া যায়, তেমন ফল নিন্দিত পুত্র দ্বারা (দুঃখপাপাদি) অতিক্রম করতে পাওয়া যায়।

১৬২। যদ্যেকরিক্থিনৌ স্যাতামৌরসক্ষেত্রজৌ সুতৌ।
যস্য যৎ পৈতৃকংরিকথং স তদ্ গহ্নীত নেতরঃ ॥

যদি ঔরস পুত্র ও (তৎপরে জাত) ক্ষেত্রজপুত্র এক (ক্ষেত্রিকের) সম্পত্তির ভাগী হয়, তাহলে যার যা পৈতৃক সম্পত্তি সে তা পাবে, অন্যে পাবে না (অর্থাৎ ঔরসপুত্র ক্ষেত্রিকের এবং ক্ষেত্রজ উৎপাদকের ধন পাবে)।

১৬৩। এক এবৌরসঃ পুত্রঃ পিত্রাসা বসুনঃ প্রভু।
শেষাণামানৃশংস্যার্থং প্রদদ্যাত্তু প্রজীবনম্ ॥

একমাত্র ঔরসপুত্র পৈতৃক ধনের অধিকারী। অবশিষ্টদের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ জীবনধারণোপযোগী গ্রাসাচ্ছাদন দিবে।

১৬৪। ষষ্ঠংতু ক্ষেত্রজস্যাংশং প্রদদ্যাৎ পৈতৃকাদ্ধনাৎ।
ঔরসো বিভজন্ দায়ং পিত্র্যং পঞ্চমমেব বা ॥

ঔরসপুত্র পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করলে পৈতৃকধন থেকে ক্ষেত্রজপুত্রকে ষষ্ঠ বা পঞ্চম অংশ দিবে।

১৬৫। ঔরস ক্ষেত্রজৌ পুত্রৌ পিত্র্যরিক্থসা ভাগিনৌ।
দশাপরে তু ক্রমশো গোত্ররিক্থাংশভাগিনঃ ॥

ঔরস ও ক্ষেত্রজ পুত্র পৈতৃকসম্পত্তির অধিকারী। অন্য দশ পুত্র ক্রমে (পূর্বপূর্বাভাবে) গোত্র ও সম্পত্তির অংশভাগী হবে।

১৬৬। স্বক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াস্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্।
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতম্ ॥

কন্যাবস্থায় বিবাহিতা নিজ স্ত্রীর গর্ভে যাকে স্বামী নিজে উৎপাদন করে, তাকে ঔরস ও মুখ্য পুত্র বলে জানবে।

১৬৭। যস্তল্পজঃ প্রমীতসা ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা।
স্বধর্মেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ ॥

মৃত, ক্লীব বা রোগার্ত ব্যক্তির ধর্ম অনুসারে নিযুক্ত স্ত্রীতে উৎপাদিত পুত্র ক্ষেত্রজ নামে খ্যাত।

১৬৮। মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্রমাপদি।
সদৃশং প্রীতিসংযুক্তং স জ্ঞেয়ো দত্রিমঃ সুতঃ ॥

মাতা বা পিতা (প্রতিগ্রহীতার অপুত্রকত্বাদি) আপদ্‌কালে তার সমানজাতীয় যে পুত্রকে প্রীতিপূর্বক দান করেন, সে দত্রিমপুত্র বলে জ্ঞেয়।

১৬৯। সদৃশন্তু প্রকুর্য্যাদ্ যং গুণদোষবিচক্ষণম্।
পুত্রং পুত্রগুণৈর্যুক্তং স বিজ্ঞেয়শ্চ কৃত্রিমঃ ॥

গুণদোষজ্ঞ পুত্রগুণযুক্ত সমানজাতীয় যে পুত্রকে গ্রহণ করা হয়, সে কৃত্রিম বলে জ্ঞেয়।

১৭০। উৎপদ্যতে গৃহে যস্য ন চ জ্ঞায়েত কস্য সঃ।
স গৃহে গূঢ় উৎপন্নস্তস্য স্যাদ্‌যস্য তল্পজঃ ॥

যার গৃহে গোপনে পুত্র উৎপাদিত হয় এবং সে কার সন্তান তা জানা যায় না, সেই (গূঢ়জ সন্তান) যার স্ত্রীতে জাত তার পুত্র।

১৭১। মাতাপিতৃভ্যামুৎসৃষ্টং তয়োরন্যতরেণ বা।
যং পুত্রং পরিগৃহ্নীয়াদপবিদ্ধঃ স উচ্যতে ॥

মাতা পিতা বা তাদের একজন কর্তৃক পরিত্যক্ত পুত্রকে গ্রহণ করলে সে (গ্রহীতার) অপবিদ্ধ পুত্র বলে কথিত হয়।

১৭২। পিতৃবেশ্মনি কন্যা তু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ।
তং কানীনং বদেন্নাম্না বোঢ়ূঃ কন্যাসমুদ্ভবম্ ॥

পিতৃগৃহে কন্যা গোপনে যে পুত্রকে জন্ম দিয়েছে, সে ঐ কন্যা বিবাহকারীর কানীন পুত্র নামে কথিত হয়।

১৭৩। যা গর্ভিণী সংস্ক্রিয়তে জ্ঞাতাজ্ঞাতাপি বা সতী।
বোঢ়ূঃ স গর্ভো ভবতি সহোঢ় ইতি চোচ্যতে ॥

যে গর্ভবতী নারী, (তার গর্ভ) জ্ঞাত বা অজ্ঞাত হোক, বিবাহিতা হয়, তার গর্ভস্থ সন্তান বিবাহকারীর হয় এবং সহোঢ় বলে কথিত হয়।

১৭৪। ক্রীণীয়াদ্ যস্ত্বপত্যার্থং মাতাপিত্রোর্যমন্তিকাৎ।
স ক্রীতকঃ সুতস্তস্য সদৃশোঽসদৃশোঽপি বা ॥

যাকে নিজের পুত্র করবে বলে তার মাতাপিতার নিকট থেকে ক্রয় করা হয়, সে ক্রেতার তুল্যগুণ বিশিষ্ট হোক বা না হোক, তার ক্রীতক পুত্র হয়।

১৭৫। যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে ॥

পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা বা বিধবা স্বেচ্ছায় পুনরায় বিবাহ করে যে পুত্রকে জন্মদান করে, সে পৌনর্ভব নামে কথিত হয়।

১৭৬। সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাদগতপ্রত্যাগতাপি বা।
পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥

সেই নারী যদি অক্ষতযোনি অবস্থায় অন্য ব্যক্তিকে আশ্রয় করে তাহলে সেই দ্বিতীয় পতি পুনর্বিবাহ নামক সংস্কারের যোগ্য হয়। অথবা কুমারী অবস্থায় বিবাহকারী পতিকে ত্যাগপূর্বক স্ত্রী যদি অন্যকে আশ্রয় করে পুনরায় পূর্ব পতির নিকট ফিরে আসে, তাহলে সেই কুমারী অবস্থার পতির সঙ্গে সে পুনর্বিবাহ সংস্কারের যোগ্য হয়।

১৭৭। মাতাপিতৃবিহীনো যস্ত্যক্তো বা স্যাদকারণাৎ।
আত্মানং স্পর্শয়েদ্যস্মৈ স্বয়ংদত্তস্তু স স্মৃতঃ ॥

মাতাপিতৃহীন বা অকারণে পরিত্যক্ত যে লোক কারও কাছে নিজেকে দান করে, সে তার স্বয়ংদত্ত (পুত্র) বলে খ্যাত হয়।

১৭৮। যং ব্রাহ্মণস্তু শূদ্রায়াং কামাদুৎপাদয়েৎ সুতম্।
স পারয়ন্নেব শবস্তস্মাৎ পারশবঃ স্মৃতঃ ॥

ব্রাহ্মণ কামবশে (পরিণীতা) শূদ্রানারীতে যে পুত্র উৎপাদন করে, সে জীবিতাবস্থায়ই শব(তুল্য) বলে পারশব নামে খ্যাত।

১৭৯। দাস্যাং বা দাসদাস্যাং বা যঃ শূদ্রস্য সুতো ভবেৎ।
সোঽনুজ্ঞাতো হরেদংশমিতি ধর্মো ব্যবস্থিতঃ ॥

কারও দাসীর বা দাসের দাসীর গর্ভে যে শূদ্রপুত্র হয়, সে (শূদ্রপিতার) অনুমতিক্রমে (পৈতৃক সম্পত্তির) ভাগ পাবে—এই ব্যবস্থা বিহিত।

১৮০। ক্ষেত্রজাদীন্ সুতানেতানেকাদশ যথোদিতান্।

পুত্রপ্রতিনিধীনাহুঃ ক্রিয়ালোপান্মনীষিণঃ ॥

অপুত্রক ব্যক্তির (জলপিণ্ডদানাদি) ক্রিয়ার লোপ না হয়, এজন্য ক্ষেত্রজাদি উক্ত একাদশ পুত্রকে মনীষিগণ পুত্রপ্রতিনিধি বলেছেন।

১৮১। য এতেঽভিহিতাঃ পুত্রাঃ প্রসঙ্গাদন্যবীজজাঃ।
যস্য তে বীজতো জাতাস্তস্য তে নেতরস্য তু ॥

(ঔরসপুত্র) প্রসঙ্গে অন্যবীজোৎপন্ন এই উক্ত (ক্ষেত্রজাদি) পুত্রগণ যার বীজ থেকে জাত তারই হবে, অন্যের (অর্থাৎ ক্ষেত্রীর নয়, যদি তার ঔরস পুত্র বা পুত্রিকাপুত্র থাকে)।

১৮২। ভ্রাতৃণামেকজাতানামেকশ্চেৎ পুত্রবান্ ভবেৎ।
সার্ব্বাস্তাংস্তেন পুত্রেণ পুত্রিণো মনুরব্রবীৎ॥

এক মাতাপিতা থেকে জাত ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজন যদি পুত্রবান্ হয়, সেই পুত্র দ্বারা তাদের সকলকে মনু পুত্রবান্ বলেছেন।

১৮৩। সর্ব্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।
সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্ম্মনুঃ ॥

এক পতির সকল স্ত্রীর মধ্যে একজন পুত্রবতী হলে তার দ্বারা তাদের সকলকে মনু পুত্রবতী বলেছেন।

১৮৪। শ্রেয়সঃ শ্রেয়সোঽলাভে পাপীয়ান্ রিক্থমর্হতি।
বহবশ্চেত্তু সদৃশাঃ সর্ব্বে রিক্থস্য ভাগিনঃ ॥

(ঔরসাদিক্রমে পূর্ব পূর্ব পুত্র পর পর পুত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট)—উৎকৃষ্ট পুত্রদের অভাবে নিকৃষ্টপুত্র সম্পত্তির অধিকারী হবে। একপ্রকার অনেক পুত্র থাকলে তারা সকলে সম্পত্তির (সমান?) অধিকারী হয়।

১৮৫। ন ভ্রাতরো ন পিতরঃ পুত্রা বিক্থহরাঃ পিতুঃ।
পিতা হরেদপুএস্য রিক্থং ভ্রাতর এব চ ॥

ভ্রাতৃগণ বা মাতাপিতা কারও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না, পুত্রগণ পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয়। অপুত্রক ব্যক্তির সম্পত্তি পিতা (তদভাবে) ভ্রাতৃগণ গ্রহণ করে।

১৮৬। ত্রয়াণামুদকং কার্য্যং ত্রিষু পিণ্ডঃ প্রবর্ত্ততে।
চতুর্থঃ সম্প্রদাতৈষাং পঞ্চমো নোপপদ্যতে ॥

পিত্রাদি তিন পুরুষের তর্পণ করণীয়, ঐ তিনজনকে পিণ্ডও দেয়, চতুর্থ এঁদের (জলপিণ্ড)দাতা ; পঞ্চম পুরুষের বিষয়ে অধিকার নেই (সুতরাং উক্ত পূর্বপুরুষের সম্পত্তিতেও অধিকার নেই)।

১৮৭। অনন্তরঃ সপিণ্ডাদ্‌যস্তস্য তস্য ধনং ভবেৎ।
অত উর্ধ্বং সকুল্যঃ স্যাদাচার্য্যঃ শিষ্য এব বা ॥

সপিণ্ডের পরে যে ব্যক্তি, সে ধনাধিকারী হবে। তার পরে হবে সকুল্য, তদভাবে আচার্য অথবা শিষ্য।

১৮৮। সর্ব্বেষামপ্যভাবে তু ব্রাহ্মণা রিক্‌থভাগিনঃ ।
ত্রৈবিদ্যাঃ শুচয়ো দান্তাস্তথা ধর্ম্মো ন হীয়তে ॥

(উক্ত) সকল উত্তরাধিকারীর অভাবে ত্রিবেদজ্ঞ, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ (মৃত ব্যক্তির) সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন ; এভাবে ধর্মহানি হয় না।

১৮৯। অহার্য্যং ব্রাহ্মণদ্রব্যং রাজ্ঞা নিত্যমিতি স্থিতি।
ইতরেষান্ত বর্ণানাং সর্ব্বাভাবে হরেন্নৃপঃ ॥

ব্রাহ্মণের ধন কখনও রাজার গ্রহণীয় নয়—এই ব্যবস্থা। অন্যান্য বর্ণের ক্ষেত্রে সকল উত্তরাধিকারীর অভাবে রাজা (মৃতব্যক্তির)সম্পত্তি নিবেন।

১৯০। সংস্থিতস্যানপত্যস্য সগোত্রাৎ পুত্রমাহরেৎ।
তত্র যদ্‌রিক্‌থজাতং স্যাৎ তৎ তস্মিন্ প্রতিপাদয়েৎ ॥

মৃত অপুত্রক ব্যক্তির (স্ত্রীতে) সগোত্র দ্বারা পুত্র উৎপাদন করবে। যে সম্পত্তিসমূহ থাকে, তা তাকে দিতে হয়।

১৯১। দ্বৌ তু যৌ বিবদেয়াতাং দ্বাভ্যাং জাতৌ স্ক্রিয়া ধনে।
তযোর্যদ্ যস্য পিত্র্যং স্যাৎ তৎ স গৃহ্ণীত নেতরঃ ॥

দুইজন (ঔরস ও পৌনর্ভব পুত্র) মৃতব্যক্তির সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ করলে তাদের মধ্যে যে সম্পত্তি যার পিতার সেই সম্পত্তি সে নিবে, অপর ব্যক্তি নয়।[১৪]

১৯২। জনন্যাং সংস্থিতায়ান্তু সমং সর্ব্বে সহোদরাঃ।
ভজেরন্ মাতৃকং বিক্‌থং ভগিন্যশ্চ সনাভয়ঃ ॥

মাতার মৃত্যুর পরে সকল সহোদর ভ্রাতৃগণ এবং সহোদর (অবিবাহিতা) ভগিনীগণ মাতার সম্পত্তি সমান অংশে পাবে।

১৯৩। যাস্তাসাং স্যুদুহিতবস্তাসামপি যথার্হতঃ।
মাতামহ্যা ধনাং কিঞ্চিৎ প্রদেয়ং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ॥

যাদের যারা (অবিবাহিতা) কন্যা, তাদেরও মাতামহীর ধনের কিছু অংশ প্রীতিপূর্বক দেয়।

১৯৪। অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিকর্ম্মণি।
ভ্রাতৃমাতৃপিতৃপ্রাপ্তং ষড়্বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতম্ ॥

(বিবাহকালে অগ্নিসন্নিধানে প্রাপ্ত) অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক (পিতৃগৃহ থেকে পতিগৃহে নীয়মানা কন্যাকর্তৃক লব্ধ), (পতিপ্রভৃতি কর্তৃক) প্রীতিপূর্বক দত্ত, ভ্রাতা মাতা বা পিতার থেকে প্রাপ্ত, স্ত্রীধন এই ছয় প্রকার।

১৯৫। অন্বাধেয়ঞ্চ যদ্দত্তং পত্যা প্রীতেন চৈব যৎ।
পত্যৌ জীবতি বৃত্তায়াঃ প্রজায়াস্তদ্ধনং ভবেৎ ॥

অন্বাধেয় (বিবাহের পরে পিতা, মাতা, স্বামী, পিতৃকুল, মাতৃকুল থেকে লব্ধ) ও পতি কর্তৃক প্রীতিপূর্বক দত্ত ধন (ও পুর্বোক্ত ছয় প্রকার স্ত্রীধন) স্বামীর জীবিতাবস্থায় (স্ত্রীর মৃত্যু হলে) তার সন্তান পাবে।

১৯৬। ব্রাহ্ম-দৈবার্ষ-গান্ধর্ব্ব-প্রাজাপত্যেষু যদ্বসু।
অপ্রজায়ামতীতায়াং ভর্ত্তুরেব তদিষ্যতে ॥

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব ও প্রাজাপত্য বিধিতে বিবাহিতা নারীর যে ধন, তা তার নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুর পরে স্বামীরই হবে।

১৯৭। যৎ ত্বস্যাঃ শ্যাদ্ধনং দত্তং বিবাহেষ্বাসুরাদিষু।
অপ্রজায়ামতীতায়াং মাতাপিত্রোস্তদুঘতে ॥

আসুরাদি (নিন্দিত পদ্ধতিতে) বিবাহে নারীকে যে ধন দেওয়া হয়, তা তার নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুর পরে তার মাতা পিতার হবে।

১৯৮। স্ত্রিয়াস্তু যদ্ভবেদ্বিত্তং পিত্রা দত্তং কথঞ্চন।
ব্রাহ্মণী তদ্ধরেৎ কন্যা তদপত্যস্য বা ভবেৎ ॥

স্ত্রীলোকের পিতৃদত্ত যা কিছু ধন, তা ব্রাহ্মণীকন্যা বা তার সন্তান পাবে।[১৫]

১৯৯। ন নির্হারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ কুটুম্বাদ্বহুমধ্যগাৎ।
স্বকাদপি চ বিত্তাদ্ধি স্বস্য ভর্ত্তুরনাজ্ঞয়া ॥

ভ্রাতা প্রভৃতি বহু স্বজনের সাধারণ ধন থেকে স্ত্রীলোক অলংকারাদির জন্য ধনসঞ্চয় করবে না, স্বামীর আদেশ ব্যতীত তাঁর ধন থেকেও নয়।

২০০। পত্যৌ জীবতি যঃ স্ত্রীভিরলঙ্কারো ধৃতো ভবেৎ।
ন তং ভজেরন্ দায়াদা ভজমানাঃ পতন্তি তে ॥

পতির জীবদ্দশায় স্ত্রীলোক যে অলংকার ধারণ করে, তা (স্বামীর মৃত্যুর পরে পুত্রাদি) উত্তরাধিকারীরা নিবে না, নিলে তারা পতিত হবে।

২০১। অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ জাত্যন্ধবধিরৌ তথা।
উন্মত্ত-জড়-মূকাশ্চ যে চ কেচিন্নিরিন্দ্রিয়াঃ ॥

ক্লীব, পতিত, জন্ম থেকে অন্ধ বা বধির, উন্মত্ত, জড়, মূক ও (কাণা পঙ্গু প্রভৃতি) বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ পৈতৃক সম্পত্তির অংশভাগী হয় না।

২০২। সর্ব্বেষামপি তু ন্যায্যং দাতুং শক্ত্যা মনীষিণা।
গ্রাসাচ্ছাদনমত্যন্তংপতিতো হ্যদদদ্ভবেৎ ॥

সম্পত্তির অংশভাগী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উক্ত সকলকেই যথাশক্তি আমরণ গ্রাসাচ্ছাদন দিবে, এই ন্যায়সম্মত ব্যবস্থা ; না দিলে পতিত হবে।

২০৩। যদ্যর্থিতা তু দারৈঃ স্যাৎ ক্লীবাদীনাংকথঞ্চন।
তেষামুৎপন্নতন্তূনামপত্যং দায়মর্হতি ॥ ২০৩

যদি ক্লীবাদির[১৬] কোন প্রকারে বিবাহেচ্ছা জন্মে, তাহলে তাদের সন্তান (পিতামহের সম্পত্তির)উত্তরাধিকারী হবে।

২০৪। যৎকিঞ্চিৎ পিতরি প্রেতে ধনং জ্যেষ্ঠোহধিগচ্ছতি।
ভাগো যবীয়রাং তত্র যদি বিদ্যানুপালিতঃ ॥

পিতার মৃত্যুর পরে (অবিভক্ত) জ্যেষ্ঠ পুত্র (নিজের গুণে) যা কিছু ধন উপার্জন করে, তার ভাগ বিদ্বান্ কনিষ্ঠ পুত্রগণ পাবে।

২০৫। অবিদ্যানান্তু সর্ব্বেষামীহাতশ্চেদ্ধনং ভবেৎ।
সমস্তএ বিভাগঃ স্যাদপিএ্যইতি ধারণা ॥

বিদ্যাহীন সকল (অবিভক্ত) ভ্রাতার (কৃষি বাণিজ্যাদি) চেষ্টায় যদি ধন উপার্জিত হয়, তাহলে সেই অপৈতৃক ধন সমানভাগে বিভক্ত হবে—এই ব্যবস্থা।

২০৬। বিদ্যাধনন্তু যদ্‌যস্য তৎ তস্যৈব ধনং ভবেৎ।
মৈত্র্যমৌদ্বাহিকঞ্চৈব মাধুপর্কিকমেব চ ॥
বিদ্যাদ্বারা অর্জিত ধন, বন্ধু থেকে লব্ধ ধন, বিবাহকালে (শ্বশুরাদি থেকে) লব্ধ ধন ও ঋত্বিক্‌কর্মদ্বারা লব্ধ ধন যার তারই হবে (অর্থাৎ অন্য শরিকদের সঙ্গে বিভক্ত হবে না)।

২০৭। ভ্রাতৃণাং যস্তু নেহেত ধনং শক্তঃ স্বকর্মণা।
ন নির্ভাজ্যঃ স্বকাদংশাৎ কিঞ্চিদ্দত্ত্বোপজীবনম্‌ ॥

ভ্রাতৃগণের মধ্যে নিজকর্মের দ্বারা (জীবিকার্জনে সক্ষম) যে ভ্রাতা (পৈতৃক) ধনের আকাঙ্ক্ষা করে না, তাকে (অপর ভ্রাতৃগণ) নিজ অংশ থেকে কিছু জীবিকার্থে দিয়ে পৃথক করা সঙ্গত।

২০৮। অনুপঘ্নন্‌ পিতৃদ্রব্যং শ্রমেণ যদুপার্জয়েৎ।
স্বয়মীহিতলব্ধং তন্নাকামো দাতুমর্হতি ॥

পৈতৃক ধন ব্যয় না করে নিজের পরিশ্রমলব্ধ যে ধন, ইচ্ছা না করলে (তার ভাগ) অপরকে দিতে হয় না।

২০৯। পৈতৃকন্তু পিতা দ্রব্যমনবাপ্তং যদাপ্নুয়াৎ।
ন তৎ পুত্রৈর্ভজেৎ সার্ধমকামঃ স্বয়মর্জ্জিতম্‌ ॥

যে পৈতৃকধন পিতা (উত্তরাধিকার সূত্রে) পাননি (তৎপিতাকর্তৃক উপেক্ষিত এবং তার উদ্ধার করা) সেই ধন তাঁর স্বয়মর্জিত ; ঐ ধন ইচ্ছা না করলে পুত্রদের সঙ্গে ভাগ করতে হয় না।[১৭]

২১০। বিভক্তাঃ সহ জীবন্তো বিভজেরন্‌ পুনর্যদি।
সমস্ত বিভাগঃ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠ্যং তত্র ন বিদ্যতে ॥

ভ্রাতৃগণ বিভক্ত হয়ে একত্র বাস করার পরে যদি পুনরায় সম্পত্তিভাগ করে, তাহলে সমান ভাগ হবে, জ্যেষ্ঠ পুত্রের (পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে) অধিক প্রাপ্তি হবে না।

২১১। যেষাং জ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠো বা হীয়েতাংশপ্রদানতঃ।
ম্রিয়েতোন্যতারো বাপি তস্য ভাগো ন লুপ্যতে ॥

ভ্রাতৃগণের জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ (সন্ন্যাসাদিহেতু) নিজ ভাগ থেকে বঞ্চিত বা মৃত হলে তার ভাগ লুপ্ত হয় না।

২১২। সোদর্য্যা বিভজেরংস্তং সমেত্য সহিতাঃ সমম্‌।
ভ্রাতরো যে চ সংসৃষ্ট ভগিন্যশ্চ সনাভয়ঃ ॥

সহোদর ভ্রাতা, সংসৃষ্ট[১৮] ভ্রাতা এবং সহোদরা ভগিনীগণ একত্র হয়ে উক্ত অংশ সমানভাবে ভাগ করে নিবে।

২১৩। যো জ্যেষ্ঠো বিনিকুর্ব্বীত লোভাদ্ ভ্রাতৃন্ যবীয়সঃ।
সোঽজ্যেষ্ঠঃ স্যাদভাগশ্চ নিয়ন্তব্যশ্চ রাজভিঃ ॥

যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লোভ হেতু কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে বঞ্চনা করে, সে অজ্যেষ্ঠ, সে জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য অতিরিক্ত ধন পাবে না এবং রাজা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে।

২১৪। সর্ব্ব এব বিকর্ম্মস্থা নার্হন্তি ভ্রাতরো ধনম্।
ন চাদত্বা কনিষ্ঠেভ্যো জ্যেষ্ঠঃ কুর্ব্বীত যৌতকম্ ॥

সকল নিষিদ্ধকর্মকারী ভ্রাতা ধনপ্রাপ্তির অযোগ্য। কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের না দিয়ে জ্যেষ্ঠ সাধারণ ধন থেকে নিজের খ্যাতির জন্য অসাধারণ দান করবে না।

২১৫। ভ্রাতৃণামবিভক্তানাং যদুখানং ভবেৎ সহ।
ন পুত্রভাগং বিষমং পিতা দদ্যাৎ কথঞ্চন ॥

অবিভক্ত ভ্রাতৃগণের যৌথভাবে যদি ধনোপার্জন হয়, তাহলে পিতা পুত্রদের মধ্যে ধনবিভাগ কালে কোন প্রকারেই অসমান ভাগ করবেন না।

২১৬। ঊর্দ্ধং বিভাগাজ্জাতস্ত্ব পিত্র্যমেব হরেদ্ধনম্।
সংসৃষ্টাস্তেন বা যে স্যুর্বিভজেত স তৈঃ সহ ॥ ২১৬

সম্পত্তিভাগের পরে জাত পুত্র পিতার ধনই পাবে (অন্যান্য ভ্রাতৃগণ কর্তৃক প্রাপ্ত ধন থেকে কিছু পাবে না)। অথবা পিতার সঙ্গে যে পুত্রগণ সংসৃষ্ট থাকবে তাদের সঙ্গে সে (সংসৃষ্ট ধন) ভাগ করে নিবে।

২১৭। অনপত্যস্য পুত্রসা মাতা দায়মবাপ্নুয়াৎ।
মাতর্য্যপি চ বৃত্তায়াং পিতুর্মাতা হরেদ্ধনম ॥

নিঃসন্তান পুত্রের সম্পত্তি মাতা নিবেন। মাতাও মৃত হলে পিতামহী সেই ধন পাবেন।

২১৮। ঋণে ধনে চ সর্ব্বস্মিন্ প্রবিভক্তে যথাবিধি।
পশ্চাদ্দৃশ্যেত যৎকিঞ্চিৎ তৎ সর্ব্বং সমতাং নয়েৎ ॥

সকল ঋণ ও ধন বিভক্ত হওয়ার পরে যা কিছু পাওয়া যায়, তার সবই সমানভাবে বিভক্ত হবে।

২১৯। বং পত্রমলঙ্কারং কৃতান্নমুদকং স্ত্রিয়ঃ।

যোগক্ষেমং প্রচারঞ্চ ন বিভাজ্যং প্রচক্ষতে ॥

বস্ত্র, বাহন, অলংকার, কৃতান্ন, (কূপাদির সর্বোগ্য) জল, স্ত্রী (দাসী প্রভৃতি) যোগক্ষেম (মন্ত্রিপুরোহিতাদি), গবাদির চারণভূমি—এইগুলিকে অবিভাজ্য বলা হয়েছে।

২২০। অমুক্তো বিভাগে যঃ পুত্রণাঞ্চ ক্রিয়াবিধিঃ।
ক্রমশঃ ক্ষেত্রজাদীনাং দৃতধর্ম্মান্ নিবোধত ॥

এই দায়বিভাগ ও (ক্ষেত্রজাদি) পুত্রগণের ক্রমে বিভাগব্যবস্থা বললাম। দূতধর্ম (জুয়াখেলার নিয়ম) শোন।

২২১। দ্যূতং সমাহবয়ঞ্চৈব রাজা রাষ্ট্রান্নিবারয়েৎ।
রাজাকরণাবেতে দ্বৌ দোষৌ পৃথিবীক্ষিতাম্ ॥

দ্যুত (বাজি রেখে পাশা খেলা প্রভৃতি) ও সমাহবয় (পশু নিয়ে জুয়া খেলা) রাজা রাজ্যে নিষেধ করবেন। এই দুই দোষ রাজাদের রাজ্যনাশকারী।

২২২। প্রকাশমেতৎ তাস্কর্যং যদ্দেবনসমাহ্বয়ৌ।
তয়োর্নিত্যং প্রতীঘাতে নৃপতির্যত্নবান্ ভবেৎ ॥

দ্যূত ও সমাহুয় প্রকাশ্য চুরি। এই দুইটির নিবারণে রাজা সর্বদা সচেষ্ট হবেন।

২২৩। অপ্রাণিভিষৎ ক্রিতে তল্লোকে দতমুচ্যতে।
প্রাণিভিঃ ক্রিয়তে য স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহুয়ঃ ॥

(অক্ষশলাকাদি) অপ্রাণী দিয়ে যা অনুষ্ঠিত হয়, তা লোকের মধ্যে দূত বলে অভিহিত হয়, (কুক্কুটাদি) প্রাণী দিয়ে যা হয়, তা সমায় নামে জ্ঞেয়।

২২৪। দ্যূতং সমাহুয়ঞ্চৈব যঃ কুয্যাৎ কারয়েত বা।
তান্ সর্ব্বান্ ঘাতয়েদ্রাজা শূদ্রাংশ্চ দ্বিজলিঙ্গিনঃ ॥

যে দ্যূত বা সমায় করে বা করায় তাদের সকলের এবং (দ্বিজচিহ্ন যজ্ঞোপবীতাদি ধারী)। শূদ্রগণের রাজা হস্তচ্ছেদনাদি করবেন।

২২৫। কিতবান্ কুশীলবান্ কুরান পাষণ্ডস্থাংশ্চ মানবান্।
বিকর্ম্মস্থান্ শোণ্ডিকাংশ্চ ক্ষিপ্রং নির্বাসয়েৎ পুরাৎ ॥

কিতব (তাদিসেবী), কুশীলব (নর্তক গায়ক), বেদবিদ্বেষী, শ্রুতিস্মৃতিবাহ্যব্রতধারী, পরকর্মজীবী এবং মদ্যকারকে শীঘ্র রাজ্য থেকে নির্বাসিত করবেন।

২২৬। এতে রাষ্ট্রে বর্তমান রাজ্ঞঃ প্রচ্ছন্নতস্করাঃ।
বিকর্মক্রিয়য়া নিত্যং বাধন্তে ভদ্রিকাঃ প্রজাঃ ॥

রাজার রাজ্যে এই গুপ্ত চোরেরা বঞ্চনাত্মক কার্যের দ্বারা সজ্জনদের পীড়া দেয়।

২২৭। দ্যূতমেতৎ পুরাকল্পে দৃষ্টং বৈরকরং মহৎ।
তস্মাদ্দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান্ ॥

এই দ্যুত প্রাচীন কালে অতি শত্রুতাজনক বলে বিবেচিত হয়েছিল। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি আনন্দের জন্যও দ্যূতক্রীড়া করবেন না।

২২৮। প্রচ্ছন্নং বা প্রকাশং বা তন্নিষেবেত যো নরঃ।
তস্য দণ্ডবিকল্পঃ স্যাদ্‌যথেষ্টং নৃপতেস্তথা ॥

যে গোপনে বা প্রকাশ্যে তা করে, তার দণ্ড ব্যবস্থা রাজার ইচ্ছামত হবে।

২২৯। ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রযোনিস্তু দণ্ডং দাতুমশক্নুবন্।
আণ্যং কর্মণা গচ্ছেদ্বিপ্রো দদাচ্ছনৈঃ শনৈঃ ॥

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র দণ্ডদানে অক্ষম হলে কাজ করে ঋণমুক্ত হবে, (অক্ষম) ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে পরিশোধ করবেন।

২৩০। স্ত্রীবালোন্মত্তবৃদ্ধানাং দরিদ্রাণাঞ্চ রোগিণম্।
শিফাবিদলরজ্জাদ্যৈর্বিদধ্যাপতির্দমম্ ॥

স্ত্রী, বালক, উন্মত্ত, বৃদ্ধ, দরিদ্র ও রোগীকে শিফা,[১৯] বেণুদল (মেধাতিথি—বৃক্ষত্বক্), দড়ি প্রভৃতি দিয়ে রাজা শাস্তি দিবেন.

২৩১। যে নিযুক্তাস্তু কার্যেষু হন্যুঃ কার্য্যাণি কার্ষিণা।
ধোষ্মণা পচ্যমানাস্তান্ নিঃস্বান্ কারয়েন্নৃপঃ ॥

যারা বিচার পর্যবেক্ষণাদি কার্যে (উৎকোচ) ধনের উত্তাপে (রাজা কর্তৃক) নিযুক্ত হয়ে বিচারপ্রার্থী লোকদের কার্য নষ্ট করে, তাদের রাজা নিঃস্ব করে দিবেন।

২৩২। কূটশাসনকর্তৃংশ্চ প্রকৃতীনাঞ্চ দূষকান্।
স্ত্রীবালব্রাহ্মণমাংশ্চ হন্যাদ্দিট্‌সবিনস্তথা ॥

যারা রাজাজ্ঞাপত্রে মিথ্যাকথা লেখে, অমাত্যদের মধ্যে ভেদসৃষ্টি করে, স্ত্রীলোক, বালক বা ব্রাহ্মণ হত্যা করে, তাদেরও শত্রুসেবীকে রাজা হত্যা করবেন।

২৩৩। তীরিতঞ্চানুশিষ্টঞ্চ যত্র ক্কচন যদ্ভবেৎ।
কৃতং তদ্ধর্মতো বিদ্যান্ন তদ্ভূয়ো নিবর্তয়েৎ ॥

যে মামলা শেষ হয়ে গেছে, যাতে দণ্ড নির্ণীত হয়েছে, ধর্মানুসারে তার নিষ্পত্তি হয়েছে বলে জানবে ; পুনরায় সেই মামলার বিচার করবেন না।

২৩৪। অমাত্যাঃ প্রাড়্বিবাকো বা যৎ কুর্য্যুঃ কার্য্যমন্যথা।
তৎস্বয়ং নৃপতিঃ কুর্য্যাঃ তান্ সহস্রঞ্চ দণ্ডয়েৎ ॥

অমাত্য বা বিচারক যে বিচার অন্যায়ভাবে করে, তা রাজা নিজে করবেন এবং তাদের এক হাজার পণ দণ্ড দিবেন।

২৩৫। ব্রহ্মহা চ সুরাপশ্চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ।
এতে সর্ব্বে পৃথগ্ জ্ঞেয়া মহাপাতকিনো নরাঃ ॥

ব্রহ্মহত্যাকারী, সুরাপায়ী,[২০] চোর,[২১] গুরুদারগামী—এরা প্রত্যেকে মহাপাতকী বলে জ্ঞেয়।

২৩৬। চতুর্ণামপি চৈতেষাং প্রায়শ্চিত্তমকুর্বতাম্।
শারীরং ধনসংযুক্তং দণ্ডং ধর্ম্ম্যং প্রকল্পয়েত্ ॥

এই চারজন প্রায়শ্চিত্ত না করলে শাস্ত্রানুসারে এদের শারীরিক শাস্তি ও ধনদণ্ড বিধান করবেন।

২৩৭। গুরুতল্পে ভগঃ কার্যঃ সুরাপানে সুরাধ্বজঃ।
স্তেয়ে চ শ্বপদং কার্য্যং ব্রহ্মণ্যশিরাঃ পুমান্ ॥

গুরুপত্নীগমনে অপরাধীর কপালে স্ত্রীযোনিচিহ্ন, সুরাপানে সুরাপাত্রচিহ্ন, চৌর্যে কুকুরচিহ্ন, ব্রহ্মহত্যায় কবন্ধ চিহ্ন এঁকে দিতে হয়।

২৩৮। অসম্ভোজ্যা হাসংযাজ্যা অসম্পাঠ্যবিবাহিনঃ।
চরেয়ুঃ পৃথিবীং দীনাঃ সর্ব্বধর্মবহিষ্কৃতাঃ ॥

এদের সঙ্গে কেউ ভোজন করবে না, এদের যাজন করবে না, এদের অধ্যাপনা করবে না, এদের সঙ্গে বিবাহসম্বন্ধ করবে না। সকল ধর্মবহির্ভূত ও অতি দুঃখিত হয়ে এরা পৃথিবীতে বিচরণ করবে।

২৩৯। জ্ঞাতিসম্বন্ধিভিস্তুতে ত্যক্তব্যাঃ কৃতলক্ষণাঃ।
নির্দ্দয়া নির্নমস্কারাস্তন্মনোরনুশাসনম্॥

এই চিহ্নিত ব্যক্তিগণ জ্ঞাতিও মাতুলাদিকর্তৃক পরিত্যাজ্য। এদের দয়া বা নমস্কার করা উচিত নয় —এই মনুর আদেশ।

২৪০। প্রায়শ্চিত্তস্তুকুর্ব্বাণাঃ সর্ব্ববর্ণা যথোদিতম্।
নাঙ্ক্যা রাজ্ঞা ললাটে স্যুর্দাপ্যাস্তৃত্তমসাহসম্ ॥

সকল বর্ণের (অপরাধী) শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করলে তারা রাজা কর্তৃক (উক্ত ভগাদি চিহ্নে) চিহ্নিত হবে না; তাদের উত্তম সাহস দণ্ড দিতে হবে

২৪১। আগঃসু ব্রাহ্মণস্যৈব কায্যো মধ্যমসাহসঃ।
বিবাসস্যা বা ভবেদ্রাষ্ট্রাৎ সদ্রব্যঃ সপরিচ্ছদঃ ॥

উক্ত অপরাধে (সগুণ) ব্রাহ্মণের মধ্যম সাহস দণ্ড বিধেয় অথবা (ইচ্ছাকৃত অপরাধে) রাজ্য থেকে ধনধান্যাদি পরিচ্ছদ সহ দেশ থেকে নির্বাসনযোগ্য।

২৪২। ইতরে কৃতবন্ত পাপান্যেতান্যকামতঃ।
সর্বস্বহারমর্হন্তি কামতন্ত প্রবাসনম্ ॥

অন্যান্য বর্ণের লোকেরা এই সকল পাপ অজ্ঞাতসারে করলে তাদের সর্বস্ব হরণ করতে হবে ; ইচ্ছাকৃত অপরাধে তাদের নির্বাসন হবে।

২৪৩। নাদদীত নৃপঃ সাধুর্মহাপাতকিনো ধনম্।
আদদানস্তু তল্লোভাত্তেন দোষেণ লিপ্যতে ॥

সজ্জন রাজা মহাপাপীর ধন (দণ্ডরূপে) গ্রহণ করবেন না; লোভহেতু গ্রহণ করলে সেই দোযে দৃযিত হবেন।

২৪৪। অপ্সু প্রবেশ্য তং দণ্ডং বরুণায়োপপাদয়েৎ।
শ্রুতবৃত্তোপপন্নে বা ব্রাহ্মণে প্রতিপাদয়েৎ ॥

(মহাপাপী থেকে লব্ধ) দণ্ড জলে নিমজ্জিত করে বরুণকে দিবেন অথবা বিদ্যা ও শীল সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে দিবেন।

২৪৫। ঈশো দণ্ডস্য বরুণা রাজ্জং দণ্ডধরো হি সঃ।
ঈশঃ সর্ব্বস্য জগতে ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ ॥

বরুণ দণ্ডের অধীশ্বর, কারণ, তিনি রাজাদের দণ্ডধর। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সমগ্র জগতের পতি।

২৪৬- যত্র কর্জ্জয়াতে রাজা পাপকৃদ্ভ্যো ধনাগমম্।
২৪৭ তত্র কালেন জায়ন্তে মানব দীর্ঘজীবিনঃ ॥
নিপদান্তে চ শস্যানি যথোপ্তানি বিশাং পৃথক্।
বলাশ্চ ন প্রমীয়ন্তে বিকৃতং ন চ জায়তে ॥

যেখানে রাজা পাপাচারীর ধন গ্রহণ করেন না, সেখানে সম্পূর্ণ কালে মানুষ জন্মে ও দীরঘ হয়। বৈশ্যগণ যে প্রকারে ধান্যাদি বপন করে, সেই প্রকারে পৃথক্ পৃথক্ ঐ সকল শস্য উন্মো, বালকগণ মলে না, (কাণ খঞ্জাদি) বিকলাঙ্গ লোক জন্মে না।

২৪৮। ব্রাহ্মণাত্মাপমান তু কামাদবরবর্ণজম্।
হ্যাচ্চিত্রৈর্বধোপায়েরুদ্ধেজনকরৈর্নৃপঃ ॥

শদ্র ব্রাহ্মণের (শারীরিক বা ধনগ্রহণে) পীড়া দিলে তাকে (নাসিকাকর্ণ ছেদনাদি) নানা উদ্বেগজনক উপায়ে রাজা বধ করবেন।

২৪৯। যাবানবধ্যসা বাধে তাবান্বধস্য মোক্ষণে।
অধর্মো নৃপতেদৃষ্টে ধর্মস্তু বিনিচ্ছতঃ ॥

অবধের বধ বাজার যে অধর্ম হয়, বধ্যর মোচনে তাই হয় ; (শাস্ত্রানুসারে) দণ্ডদানে ধর্ম হয়।

২৫০। উদিতোহয়ং বিস্তরশো মিথো বিবদমানমোঃ।
অস্টাদশসু মার্গেষু বাবহারস্য নির্ণয়ঃ ॥

পরস্পর বিবদমান ব্যক্তিদের (ঋণাদানাদি) অষ্টাদশ বিবাদপদে এই ব্যবহারনির্ণয় সবিস্তার বলা হল।

২৫১। এবং ধর্ম্মাণি কায্যাণি সম্যক্ কুন্মহীপতিঃ।
দেশানলা লিপ্সেত লব্ধাংশ্চ পবিপালয়েৎ ॥

এইভাবে রাজা ধর্মসম্মত কার্য উপযুক্তভাবে করে অলব্ধ দেশ লাভ করতে ইচ্ছা করবেন এবং লব্ধৰাজা পালন করবেন।

২৫২। সম্যঙ্নিবিষ্টদেশ কৃতদুর্গশ্চ শাস্ত্রতঃ।
কন্টকোদ্বরণে নিমাতিষ্ঠ্যেদ্যত্নমুত্তমম্ ॥

উপযুক্ত স্থান আশ্রয় করে শাস্ত্রানুসারে দুর্গ নির্মাণপূর্ব্বক (চোরাদি ক্ষুদ্র) শত্রু দমনে সর্বদা অতিশয় যত্ন করবেন।

২৫৩। রক্ষণাদার্যবৃত্তানাং কন্টকানাঞ্চ শোধনাৎ।
নবেন্দ্রাস্ত্রিদিং যাতি প্রজাপালনতৎপরাঃ ॥

প্রজাপালনে তৎপর রাজগণ সদাচারী ব্যক্তিদের রক্ষা ও চোরাদির দমন করে স্বর্গে গমন করেন।

২৫৪। অশসংস্করান্ যস্তু বলিং গহ্লতি পার্থিবঃ।
তসা প্রক্ষুভ্যতে রাষ্ট্রং গচ্চি পরিহীয়তে ॥

যে রাজা চোরদের শাসন না করে রাজস্ব গ্রহণ করেন, তাঁর রাজ্য বিক্ষুব্ধ হয় এবং তিনি স্বর্গলাভের অযোগ্য হন।

২৫৫। নিয়ন্তু ভবেদ্‌যস্য রাষ্ট্রং বাহুবলাশ্রিতম্।
তস্য তদ্বর্দ্ধতে নিত্যং সিচ্যমান ইব দ্রুমঃ ॥

রাজার বাহুবলে (চোরাদি থেকে) যাঁর রাজ্য নির্ভয় হয়, তাঁর সেই রাজ্য সর্বদা জলসিক্ত বৃক্ষের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

২৫৬। দ্বিবিধাংস্তস্করান্ বিদ্যাৎ পরদ্রব্যাপহারকান্।
প্রকাশাংস্টাপ্রকাশাংশ্চ চারচক্ষুর্মহীপতিঃ ॥

পরের দ্রব্য অপহরণকারী চোর দুই প্রকার। গুপ্তচররূপ চক্ষুযুক্ত রাজা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য চোরদের জানবেন।

২৫৭। প্রকাশবঞ্চকাস্তেষাং নানাপণ্যোপজীবিনঃ।
প্রচ্ছন্নবঞ্চকাস্ত্বেতে যে স্তেনাবিকাদয়ঃ ॥

তাদের মধ্যে নানা পণ্যদ্রব্যের দ্বারা জীবিকার্জনকারীরা প্রকাশ্য প্রতারক। যারা (সিঁধকাটা প্রভৃতি উপায়ে) চুরি করে এবং বনে আশ্রয় নিয়ে লোকের ধন হরণ করে, তারা গুপ্তচোর।

২৫৮- উৎকোচকাশ্চোপধিকা বঞ্চকাঃ কিতবাস্তথা।
২৬০। মঙ্গলাদেশবৃত্তাশ্চ ভদ্রাশ্চেক্ষণিকৈঃ সহ ॥
অসম্যক্কারিণশ্চৈব মহামাত্রাশ্চিকিৎসকাঃ।
শিল্পোপচারযুক্তাশ্চ নিপুণাঃ পণ্যঘোষিতঃ ॥
এবমাদীন্ বিজানীয়াৎ প্রকাশানলোককটকান্।
নিগূঢ়চারিণশ্চান্যাননার্য্যানার্য্যলিঙ্গিনঃ ॥

যারা বিচারপ্রার্থীর নিকট থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে অন্যায় কাজ করে, যারা ভয় দেখিয়ে ধনার্জন করে, যারা স্বর্ণ প্রভৃতি নির্মিত দ্রব্য গ্রহণ করে তাতে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করে, যারা পাশা বা পণ্য নিয়ে জুয়া খেলে, যারা 'ধনপুত্রলক্ষ্মীলাভ হবে' এইরূপ মিথ্যাবাক্যে লোককে তুষ্ট করে জীবিকার্জন করে, যারা বাইরে সদাচারী অথচ প্রচ্ছন্নপাপী, যারা হস্তরেখাদি দেখে শুভাশুভ ফলের কথা বলে জীবিকার্জন করে, যারা অনুপযুক্তভাবে হস্তিশিক্ষা দেয়, চিকিৎসক, যার শিল্পোপায়ে উৎসাহ দিয়ে ধনগ্রহণ করে, (পরের বশীকরণাদিতে) নিপুণ গণিকা—এইরূপ প্রকাশ্য লোকবঞ্চকদের, প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণকারী (শূদ্রাদিকে) এবং যারা ব্রাহ্মণাদির বেশ ধারণ করে ধন অর্জন করে তাদের (গুপ্তচর দিয়ে জানবেন।

২৬১।　তান্ বিদিত্বা সুচরিতৈর্গূঢ়স্তৎকর্ম্মকারিভিঃ।
চারৈশ্চানেকসংস্থানৈঃ প্রোৎসাদ্য বশমানয়েৎ ॥

ঐ বঞ্চকগণকে সভ্য ও প্রচ্ছন্ন তাদৃশ কর্মকারীকে দিয়ে (যেমন, বণিকদের চৌর্যে বণিকে দিয়ে) এবং (সপ্তমাধ্যায়ে উক্ত কাপটিকাদি) অনেক স্থানস্থিত চরের দ্বারা জেনে তাদের সর্বস্ব হরণ করে নিজবশে আনবেন।

২৬২।　তেষাং দোষানভিখ্যাপ্য স্বে স্বে কর্ম্মণি তত্ত্বতঃ।
কুর্ব্বীত শাসনং রাজা সম্যক্ সারাপরাধতঃ ॥

তাদের নিজ নিজ কর্মে প্রকৃত দোষ ঘোষণা করে তাদের অপরাধ, ধন ও শরীরাদির সামর্থ্য অনুসারে শাসন করবেন।

২৬৩।　ন হি দণ্ডাদৃতে শক্যঃ কর্ত্তুং পাপবিনিগ্রহঃ।
স্তেনানাং পাপবুদ্ধীনাং নিভৃতং চরতাং ক্ষিতৌ ॥

পৃথিবীতে নির্জনে বিচরণকারী পাপবুদ্ধি চোরদের, দণ্ড ব্যতিরেকে, পাপকার্য দমন করা যায় না।

২৬৪-　সভাপ্রপাপূপশালাবেশমদ্যান্নবিক্রয়াঃ।
২৬৬।　চতুষ্পথাশ্চৈত্যবৃক্ষাঃ সমাজাঃ প্রেক্ষণানি চ ॥
জীর্ণোদ্যানান্যরণ্যানি কারুকাবেশনানি চ ॥
শূন্যানি চাপ্যগারাণি বনান্যুপবনানি চ ॥
এবংবিধান্ নৃপো দেশান্ গুল্মৈঃ স্থাবরজঙ্গমৈঃ।
তস্করপ্রতিষেধার্থং চারৈশ্চাপ্যনুচারয়েৎ ॥

সভা, জলদানগৃহ, পিষ্টকাদিবিক্রয়গৃহ, বেশ্যালয়, মদ্যা বিক্রয়স্থান, চতুষ্পথ, প্রসিদ্ধ বৃক্ষমূল, জনসমাগমস্থান, প্রেক্ষণ (প্রেক্ষাগৃহ?), জীর্ণ উদ্যান, শিল্পগৃহ, শূন্যগৃহ, আম্রাদিন, উপবন—এইরূপ স্থানগুলিতে রাজা পদাতিক সৈন্য, অনেকস্থানস্থিত ও সঞ্চরমাণ চর, চোরদের নিবৃত্ত করার জন্য, নিযুক্ত করবেন।

২৬৭।　তৎসহায়ৈরনুগতৈর্নানাকর্মপ্রবেদিভিঃ।
বিদ্যাসাদয়েচ্চৈব নিপুণৈঃ পূর্ব্বতস্করৈঃ ॥

যারা ঐ সকল ব্যক্তির অনুগত এবং যারা চোরাদির (সিঁধকাটা প্রভৃতি) নানা কাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এইরূপ পূর্বচোরদের নিকট থেকে চোরাদি সম্বন্ধে জানবেন এবং তাদের সর্বস্ব হরণ করবেন।

২৬৮।　ভক্ষ্যভোজ্যোপদেশৈশ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ দর্শনৈঃ।
শৌর্য্যকর্ম্মাপদেশৈশ্চ কুর্য্যুস্তেষাং সমাগমম্ ॥

সেই চরস্বরূপ পূর্বচোরগণ (নানা স্বাদু খাদ্যদ্রব্য, ব্রাহ্মণদর্শন, বীরত্বপূর্ণ কার্য দর্শন প্রভৃতির ছলে ঐ চোরদের একত্র সমবেত করবে।

২৬৯। যে তত্র নোপসর্পেয়ুর্মূলপ্রণিহিতাশ্চ যে।
তান্ প্রসহ্য নৃপো হন্যাৎ সমিত্রজ্ঞাতিবান্ধবান্ ॥

যারা (শাস্তির ভয়ে) উক্তস্থানে আসবে না, যারা রাজপ্রেরিত চরস্বরূপ পূর্বচোরের সঙ্গে (দণ্ডভয়ে) মিলিত হবে না, রাজা বলপূর্বক তাদের, বন্ধু, জ্ঞাতি ও অন্যান্য স্বজনসহ হত্যা করবেন।

২৭০। ন হোঢ়েন বিনা চৌরং ঘাতয়েদ্ধার্মিকো নৃপঃ।
সহোঢ়ং সোপকরণং ঘাতয়েদবিচারয়ন্ ॥

হৃতদ্রব্য, সন্ধিচ্ছেদোপকরণ ব্যতিরেকে (চৌর্য সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে) ধার্মিক রাজা কাউকে হত্যা করবেন না। হৃতদ্রব্য ও চৌর্যের উপকরণ কারও কাছে থাকলে তাকে নির্বিচারে হত্যা করবেন।

২৭১। গ্রামেস্বপি চ যে কেচিদ্দৌরাণাং ভক্তদায়কাঃ।
ভাণ্ডাবকাশদাশ্চৈব সর্ব্বাংস্তানপি ঘাতয়েৎ ॥

গ্রামসমূহেও চোরদের যারা খেতে দেয়, চোরের উপযুক্ত ভাণ্ডাদি এবং আশ্রয় দেয়, তাদের সবাইকেও বধ করবেন।

২৭২। রাষ্ট্রেষু রক্ষাধিকৃতান্ সামন্তাংশ্চৈব চোদিতান্।
অভ্যাঘাতেষু মধ্যস্থাঞ্ছিষ্যাদ্দৌরানিব দ্রুতম্ ॥

রাজ্যে রক্ষাকার্যে নিযুক্ত ও সীমান্তবাসী যদি চোরকার্যে মধ্যস্থ হয়, তাহলে তাদের চোরের ন্যায় শীঘ্র দণ্ড দিবেন।

২৭৩। যশ্চাপি ধর্মসময়াৎ প্রতো ধর্মজীবনঃ।
দণ্ডেনৈব তমপপ্যাষেৎ স্বকাদ্ধর্ম্মাদ্ধি বিচ্যুতম্ ॥

যে (যজনাদি) ধর্মকার্যের দ্বারা জীবিকার্জন করে, সে স্বধর্মচ্যুত হলে তাকেও দণ্ডদ্বারা পীড়া দিবেন।

২৭৪। গ্রামঘাতে হিতাভঙ্গে পথি মোষাভিদর্শনে।
শক্তিতে নাভিধাবন্তো নির্বাস্যাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥

চোরাদি গ্রামে লুঠ করলে, জলের বাঁধ ভাঙ্গলে, পথে চুরি দেখলে যারা প্রতিকারার্থে যথাশক্তি ধাবিত হয় না, তারা (গো-অশ্যাদি) পবিচ্ছদ সহ নির্বাসনের যোগা।

২৭৫। রাজ্ঞঃ কোষাপহর্তৃংশ্চ প্রতিকূলেষু চ স্থিতান্।

ঘাতয়েদ্বিবিধৈর্দণ্ডররীণাঞ্চোপজাপকান্ ॥

রাজার ধনাগার থেকে যারা ধন চুরি করে, রাজার বিরুদ্ধাচরণ করে, রাজার সঙ্গে শত্রুর শত্রুতা বৃদ্ধি করে, তাদের (হাত,পা, জিভ কাটা প্রভৃতি) নানাপ্রকার দণ্ডদ্বারা হত্যা করবেন।

২৭৬। সন্ধিং ছিত্বা তু যে চৌর্য্যং রাত্রৌ কুর্ব্বন্তি তস্করাঃ।
তেষাং ছিত্বা নৃপো হস্তে তীক্ষ্ণশূলে নিবেশয়েৎ ॥

যে চোরেরা সিঁধ কেটে রাত্রে চুরি করে, রাজা তাদের হাত দুটি কেটে তীক্ষ্ণ শূলে স্থাপন করবেন।

২৭৭। অঙ্গুলী গ্রন্থিভেদস্য চ্ছেদয়ে প্রথমে গ্রহে।
দ্বিতীয়ে হস্তচরণৌ তৃতীয়ে বধমর্হতি ॥

গাঁটকাটার প্রথম অপরাধে তার (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী এই দুইটি আঙ্গুল ছেদন করবেন, দ্বিতীয় অপরাধে তার হাত পা কাটবেন, তৃতীয় অপরাধে সে বধ্য।

২৭৮। অগ্নিদান্ ভক্তদাংশ্চৈব তথা শাবকাশদান্।
সন্নিধাতৃংশ্চ মোষস্য হন্যাদ্দৌরমিবেশ্বরঃ ॥

যারা (গাঁটকাটাকে জেনে শুনে শীতনিবারণাদির জন্য) আগুন দেয়, খেতে দেয়, অস্ত্র ও আশ্রয় দেয় এবং যারা চোরাই মাল রাখে, তাদের রাজা চোরের ন্যায় বধ করবেন।

২৭৯। তড়াগভেদকং হন্যাদপ্সু শুদ্ধবধেন বা।
যদ্বাপি প্রতিসংস্কৃয্যাদ্দাপ্যস্তূত্তমসাহসম্ ॥

যে (জনসাধারণের উপকারক) জলাশয় (বাঁধ ভাঙ্গা প্রভৃতি উপায়ে) নষ্ট করে, তাকে জলে ডুবিয়ে বা অন্য উপায়ে বধ করবেন। যদি (অপরাধী) পূর্বের ন্যায় মেরামত করে দেয়, তাহলে তাকে উত্তম সাহস দণ্ড দিবেন।

২৮০। কোষ্ঠাগারায়ুধাগারদেবতাগারভেদকান্।
হস্ত্যশ্ব-রথহর্তৃংশ্চ হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ॥

যারা (রাজার ধান্যাদি) কোষ্ঠাগার, অস্ত্রাগার, দেবপ্রতিমাগৃহ নষ্ট করে অথবা যারা হস্তী, অশ্ব, রথ অপহরণ করে, তাদের নির্বিচারে হত্যা করবেন।

২৮১। যস্তু পূর্ব্বনিবিষ্টস্য তড়াগস্যোদকং হারেৎ।
আগমং বাপ্যপাং ভিদ্যাৎ স দাপ্যঃ পূর্ব্বসহসম্ ॥

যে (প্রজার জন্য) পূর্বে নির্মিত জলাশয়ের জল হরণ করে বা জল আসার পথ নষ্ট করে, তাকে প্রথম সাহস দণ্ড দিবেন।

২৮২। সমুৎসৃজেদ্রাজমার্গে যস্ত্বমেধ্যমনাপদি।
স দ্বৌ কার্ষপণৌ দদ্যাদমেধ্যঞ্চাশু শোধয়েৎ ॥

আপদ্কাল ভিন্ন অন্য সময়ে যে রাজপথে অপবিত্র দ্রব্য নিক্ষেপ করে, সে দুই কর্ষাপণ (দণ্ড) দিবে এবং অপবিত্র দ্রব্য পরিষ্কার করবে।

২৮৩। আপদগতোহথবা বৃদ্ধো গর্ভিণী বাল এব বা।
পরিভাষণমর্হন্তি তচ্চ শোধ্যমিতি স্থিতিঃ ॥

বিপন্ন, বৃদ্ধ, গর্ভবতী নারী বা বালক (ঐরূপ করলে) তিরস্কৃত হবে, সেই অপবিত্র দ্রব্য তারা পরিষ্কার করবে।

২৮৪। চিকিৎসকানাং সর্ব্বেষাং মিথ্যাপ্রচরতাং দমঃ।
অমানুষেষু প্রথমো মানুষেষু তু মধ্যমঃ ॥

যে কোন চিকিৎসক মিথ্যা চিকিৎসা করলে পশুর চিকিৎসাবিষয়ে প্রথম সাহস ও মানুষের বিষয়ে মধ্যম সাহস দণ্ড হবে।

২৮৫। সংক্রমধ্বজযষ্টীনাং প্রতিমানাঞ্চ ভেদকঃ।
প্রতিকুর্য্যাচ্চ তং সর্ব্বং পঞ্চ দদ্যাচ্ছতানি চ ॥

সংক্রম (জলের উপর দিয়ে যাতায়াতের সুবিধার জন্য স্থাপিত কাষ্ঠ বা শিলা), রাজদ্বারাদিতে স্থাপিত চিহ্ন, পুকরিণী প্রভৃতিতে স্থাপিত যষ্টি এবং দেবপ্রতিমার নাশক ঐগুলি নূতন করে করবে এবং পাঁচ শত পণ দণ্ড দিবে।

২৮৬। অদূষিতানাং দ্রব্যাণাং দূষণ ভেদনে তথা।
মণীনাপবোধে চ দণ্ডঃ প্রথমসাহসঃ ॥

অদূষিত দ্রব্যের দূষণে, ভেদানে ও মণি বিদারণে প্রথম সাহস দণ্ড হবে।

২৮৭। সমৈর্হি বিষমং যস্তু চরদ্বৈ মূল্যতোহপি বা।
স প্রাপ্নুয়াদ্দমং পূর্ব্বং নরো মধ্যমমেব বা ॥

যে সমান মূল্যের দ্রব্য এক ব্যক্তিকে বহু মুল্যে দেয়, অন্য ব্যক্তির নিকট অল্পমূল্যে বিক্রয় করে, সে প্রথম বা মধ্যম সাহস দণ্ডনীয় হবে।

২৮৮। বন্ধনানি চ সবণি বা মার্গে নিরেশয়েৎ।
দুঃখিতা যত্র দৃশ্যেরন্ বিকৃতাঃ পাপকারিণঃ ॥

সকল (কারাগারাদি) বন্ধনগৃহ রাজপথে স্থাপন করবেন, যাতে ক্ষুধা পিপাসায় অভিভূত, দীর্ঘকেশনখশ্মশ্রুযুক্ত পাপচারিগণকে (অন্য অন্যায়কারীরা) দেখতে পায় (ও দেখে নিবৃত্ত হয়)।

২৮৯। প্রাকারস্য চ ভেত্তারং পরিখাণাঞ্চ পুরকম্।
দ্বারাণাঞ্চৈব ভঙ্‌ক্তারং ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ ॥

যে প্রাকার ভেদ করে, পরিখা পূর্ণ করে ও তার দ্বার ভাঙ্গে তাকে শীঘ্র নির্বাসিত করবেন।

২৯০। অভিচারেষু সর্ব্বেষু কর্ত্তব্যো দ্বিশতো দমঃ।
মূলকর্মণি চানাপ্তেঃ কৃত্যাসু বিবিধাসু চ ॥

সকল অভিচারক্রিয়ায়[২২] (মাতা পিতা ভার্যাদি ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকর্তৃক) মোহ জন্মিয়ে ধনগ্রহণাদির জন্য বশীকরণে, উচ্চাটনাদি নানাপ্রকার ক্রিয়ায় দুই শত পণ দণ্ড কর্তব্য।

২৯১। অবীজবিক্রয়ী চৈব বীজোৎকৃষ্টং তথৈব চ।
মর্য্যাদাভেদকশ্চৈব বিকৃতং প্রাপ্নুয়াদ্বধম্ ॥

(যে ধানাদি অঙ্কুরিত হওয়ার অযোগ্য তার) বীজ (যোগ্য বলে) যে বিক্রয় করে, যে (নিকৃষ্ট বীজে কিছু উৎকৃষ্ট বীজ মিশিয়ে) উৎকৃষ্ট বলে বিক্রয় করে, যে গ্রামাদির সীমা নষ্ট করে, তারা (নাসাকর্ণচরণাদি কর্তনে) বধ্য হবে।

২৯২। সর্ব্বকণ্টকপাপিষ্ঠং হেমকারন্তু পার্থিবঃ।
প্রবর্তমানমন্যায়ে চ্ছেদয়েল্লবশঃ ক্ষুরৈঃ ॥ ২৯২

সকল কণ্টকের (ক্ষুদ্র শত্রুর মধ্যে সবাপেক্ষা পাপী স্বর্ণকার অন্যায় কর্মে প্রবৃত্ত হলে তাকে রাজা ক্ষুর দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটবেন।

২৯৩। সীতাদ্রব্যাপহরণে শস্ত্রাণামৌষধস্য চ।
কালমাসাদ্য কার্যঞ্চ রাজা দণ্ডং প্রকল্পয়েৎ ॥

যে ভূমি কর্ষিত হচ্ছে তার কর্ষণের উপকরণ, অস্ত্র ও ঔষধের হরণে (উপযোগিতার কাল বা তা ছাড়া অন্য কাল প্রাপ্ত হয়ে প্রয়োজনানুসারে রাজা দণ্ড দিবেন।

২৯৪। মামাতো পুরং রাষ্ট্রং কোষদণ্ডৌ সুহৃৎ তথা।
সপ্ত প্রকৃতয়ো হেতাঃ সপ্তাং রাজামুচ্যতে ॥

স্বামী (রাজা), অমাত্য, রাজধানী, রাষ্ট্র, কোষ, দণ্ড, মিত্র—এই সাতটি প্রকৃতি ; রাজ্যকে সপ্তাঙ্গ বলা হয়।

২৯৫। সপ্তানাং প্রকৃতীনান্তু রাজ্যস্যাসাং যথাক্রমম্।
পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুরুতরং জানীয়াসনং মহৎ ॥

রাজ্যের এই সাত প্রকৃতির মধ্যে যথাক্রমে পূর্বপূর্বটিব ব্যসন (বিনাশ বা বিপন্নভাব পরপরটি অপেক্ষা গুরুতর।

২৯৬। সপ্তাঙ্গস্যেহ রাজস্য বিষ্টব্ধস্য ত্রিদণ্ডবৎ।
অন্যান্যগুণবৈশেষ্যান্ন কিঞ্চিদতিরিচ্যতে ॥

(যেমন চতুরঙ্গুল গোলোম বেষ্টন হেতু সন্ন্যাসীর) ত্রিদণ্ডের মধ্যে কোন দণ্ডের প্রাধান্য নেই, তেমন সপ্তাহের মধ্যে পরস্পর গুণবৈশিষ্ট্য হেতু কোন অঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। [২৩]

২৯৭। তেষু তেষু তু কৃত্যেষু তত্তদঙ্গং বিশিষ্যতে।
যেন যৎ সাধ্যতে কার্যং তত্তস্মিন্ শ্রেষ্ঠমুচ্যতে ॥

বিভিন্ন কার্যে বিভিন্ন অঙ্গ বৈশিষ্ট্য লাভ করে। যার দ্বারা যা সম্পন্ন হয়, তাই সেই কার্যে শ্রেষ্ঠ বলে উক্ত হয়।

২৯৮। চারেণোৎসাহযোগেন ক্রিয়য়ৈব চ কর্ম্মণাম্।
স্বশক্তিং পরশক্তিঞ্চ নিত্যং বিদ্যান্মহীপতিঃ ॥

গুপ্তচর ও সৈন্যদের পোত্মাহন দ্বারা রাজা নিজের ও পরের শক্তি সর্বদা জানবেন।

২৯৯। পীড়নানি চ সর্ব্বাণি ব্যসনানি তথৈবচ।
আরভেত ততঃ কার্য্যং সঞ্চিত্য গুরুলাঘবম্ ॥

মারকাদি পীড়ন, নিজের ও অপরের রাজ্যে ব্যসন, তাদের গুরুত্ব লঘুত্ব পর্যালোচনা করে (সন্ধি বিগ্রহাদি) কার্য আরম্ভ করবেন।

৩০০। আরভেতৈব কর্মাণি শ্রান্তঃ শ্রান্তঃ পুনঃ পুনঃ।
কর্মণ্যািরভমাণং হি পুরুষং শ্রীর্নিষেবতে ॥

বার বার ক্লান্ত হয়েও রাজা পুনঃ পুনঃ কর্ম নিশ্চয়ই আরম্ভ করবেন, কারণ, যে পুরুষ কর্ম আরম্ভ করে, তাকে'লক্ষ্মী সেবা করেন।

৩০১। কৃতং ত্রেতাযুগঞ্চৈব দ্বাপরং কলিরেব চ।
রাজ্ঞো বৃত্তানি সব্বাণি রাজা হি যুগমুচ্যতে ॥ ৩০১

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এইগুলি সব রাজার কর্ম, কারণ, রাজা যুগ বলে কথিত হন।

৩০২। কলিঃ প্রসুপ্তো ভবতি ন জাগ্রদ্দ্বাপর যুগম্।
কর্মস্বভুদ্যতস্ত্রেতা বিচরংস্তু কৃতং যুগম্ ॥

(রাজা) নিদ্রিত (নিরুদ্যম) হলে কলি হয়, তিনি জাগ্রত হলে হয় দ্বাপর যুগ, (তিনি) কার্মানুষ্ঠানে উদ্যত হাল হয় ত্রেতা, (তিনি শাস্ত্রানুসারে কর্ম করে) বিচরণ করলে হয় সত্যযুগ।

৩০৩। ইন্দ্রস্যার্কাসা বায়োশ্চ মস্য বরুণস্য চ।
চন্দ্রস্যাগ্নেঃ পৃথিবাশ্চ তেজোবৃত্তংনৃপশ্চরেৎ ॥

ইন্দ্র, সূর্য, বায়ু, যম, বরুণ, চন্দ্র, অগ্নি ও পৃথিবীর তেজের অনুরূপ অনুষ্ঠান রাজা করেন।

৩০৪। বার্ষিকাশ্চতুরো মাসান্ যথেন্দ্রোহভিপ্রবর্ষতি।
তথাভিবর্ষেৎ স্বং রাষ্ট্রং কামৈরিন্দ্রব্রতং চরন্ ॥

যেমন ইন্দ্র (শস্যাদি বৃদ্ধির জন্য) বৎসরে চার মাস বর্ষণ করেন, তেমনই রাজা ইন্দ্রাচরিত অনুষ্ঠানপূর্বক স্বরাজ্যে ঈঙ্গিত দ্রব্য প্রদানের দ্বারা প্রজাগণকে পূর্ণকাম করবেন।

৩০৫। অষ্টৌ মাসান্ যথাদিত্যস্তোয়ং হরতি রশ্মিভিঃ।
তথাহারেৎ করং রাষ্ট্রান্নিত্যমর্কব্রতং হি তৎ ॥

যেমন সূর্য আটমাস কিরণদ্বারা জল হরণ করে, তেমনই (রাজা) কর গ্রহণ করবেন ; সেই কার্যই সূর্যব্রত।

৩০৬। প্রবিশ্য সর্বভূতানি যথা চরতি মারুতঃ।
তথা চারৈঃ প্রবেষ্টব্যং ব্রতমেতদ্ধি মারুতম্ ॥

যেমন বায়ু সকল জীবে প্রবেশ করে বিচরণ করে, তেমনই (রাজা) গুপ্তচর দ্বারা (সকলের মধ্যে) প্রবেশ করবেন; এটিই মারুতব্রত।

৩০৭। যথা যনঃ প্রিয়দ্বেষ্যৌ প্রাপ্তকালে নিযচ্ছতি।
তথা বাওয়া নিয়ন্তব্যঃ প্রজাস্তদ্ধি যমব্রতম্ ॥

যেমন যম সময় হলে প্রিয় অপ্রিয়কে নিয়মিত করে, তেমনই রাজা কর্তৃক প্রজাগণ নিয়ন্ত্রণযোগ্য ; তাই যমব্রত।

৩০৮। বরুণেন যথা পাশৈর্বদ্ধ এবাভিদৃশ্যতে।
তথা পাপান্নিগৃহ্ণীয়াতমেতদ্ধি বারুণম্ ॥

যেমন বরুণ কর্তৃক পাশবদ্ধ (লোক সমাজে) দৃষ্ট হয়, তেমনই (রাজা) পাপাচারীদের নিগৃহীত করবেন ; এটিই বারুণব্রত।

৩০৯। পরিপূর্ণং যথা চন্দ্রং দৃষ্টা হৃষ্যন্তি মানবাঃ।
তথা প্রকৃতয়া যস্মিন্ স চান্দ্রব্রতিকো নৃপঃ ॥

যেমন পূর্ণচন্দ্রকে দেখে মানুষ আনন্দিত হয়, তেমন প্রকৃতিবর্গ (অমাত্যাদি) (যে রাজাকে দেখে হৃষ্ট হয়) তিনি চন্দ্রব্রতধারী রাজা।

৩১০। প্রতাপযুক্তস্তেজস্বী নিত্যং স্যাৎ পাপকর্ম্মসু।
দুষ্টসামন্তহিংস্রশ্চ তদাগ্নেয়ং ব্রতং স্মৃতম্ ॥

রাজা পাপাচারীদের প্রতি সর্বদা প্রতাপযুক্ত ও তেজস্বী এবং দুষ্ট সামন্তগণের প্রতি হিংসাপরায়ণ হবেন ; এটি আগ্নেয়ব্রত বলে খ্যাত।

৩১১। যথা সব্বাণি ভূতানি ধরা ধারয়তে সমম্।
তথা সব্বাণি ভূতানি বিভ্রতঃ পার্থিবং ব্রতম্ ॥

যেমন পৃথিবী সকল সৃষ্টপদার্থকে সমানভাবে ধারণ করে, তেমন যে (রাজা) সকল পদার্থ ধারণ করেন তাঁর এই হল পার্থিব ব্রত।

৩১২। এতৈরুপায়ৈরন্যৈশ্চি যুক্তো নিত্যমতন্দ্রিতঃ।
স্তেনান্ রাজা নিগৃহ্নীয়াৎ স্বরাষ্ট্রে পর এব চ ॥

এই সকল এবং অন্য উপায়ে সর্বদা অনলস হয়ে রাজা নিজের এবং পরের রাজ্যে চোরদের নিগ্রহ করবেন।

৩১৩। পরামপ্যাপদং প্রাপ্তো ব্রাহ্মণান্ ন প্রকোপয়েৎ।
তে হ্যেনং কুপিতা হন্যুঃ সদ্যঃ সবলবাহনম্ ॥

অত্যন্ত বিপদে পতিত হলেও ব্রাহ্মণদের রাগাবেন না ; কারণ, তাঁরা ক্রুদ্ধ হলে তাঁকে সৈন্য ও বাহন সহ নিহত করবেন।

৩১৪। যৈঃ কৃতঃ সর্ব্বভক্ষ্যোহগ্নিরপেয়শ্চ মহোদধিঃ।
ক্ষয়ী চাপ্যায়িতঃ সোম: কো ন নশ্যেৎ প্রকোপ্য তান্ ॥

যাঁরা কুপিত হয়ে অগ্নিকে সর্বভুক্ত করেছেন, সমুদ্র (জল)কে অপেয় করেছেন, চন্দ্রকে ক্ষয়শীল করে (অনুগ্রহ করে পরে) পূণাবয়ব করেছেন, তাঁদের কুপিত করে কে না বিনষ্ট হবে?

৩১৫। লোকানন্যান্ সৃজেয়ুর্যে লোকপালাংশ্চ কোপিতাঃ।
দেবান্ কুর্য্যুরদেবাংশ্চ কঃ ক্ষিণ্বংস্তান্ সমৃধ্নয়াৎ ॥

যাঁরা কুপিত হয়ে স্বর্গাদি লোকসমূহ এবং অন্য লোকপালগণকে সৃষ্টি করতে পারেন, দেবগণকে অদেব (মানুষ) করতে পারেন, তাঁদের ক্ষুন্ন করে কে সমৃদ্ধিলাভ করবে?

৩১৬। যানুপাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি লোক দেবাশ্চ সর্ব্বদা।
ব্রহ্ম চৈব ধনং যেষাং কে হিংসাত্তান্ জিজীবিষুঃ ॥

যাঁদের আশ্রয় করে মানুষ ও দেবগণ সর্বদা স্থিতিলাভ করে, বেদই যাঁদের ধন, বাঁচতে ইচ্ছা করে কে তাঁদের হিংসা করে?

৩১৭। অবিদ্বাংশ্চৈব বিদাংশ্চ ব্রাহ্মণো দৈতং মহৎ।
প্রণীতশ্চাপ্রণীতশ্চ যথাগির্দৈবতং মহৎ ॥

যেমন অগ্নি প্রণীত বা অপ্রণীত হউক তা মহাদেবতা, তেমন ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ বা অবিদ্বান্ হোন তিনি মহা দেবতা।

৩১৮। শ্মশানেস্বপি তেজস্বী পাবকো নৈব দুষ্যতি।
হূয়মানশ্চ যজ্ঞেষু ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥

তেজোমান্ অগ্নি শ্মশানেও দূষিত হয় না, যজ্ঞে হূত হয়ে অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

৩১৯। এবং যদ্যপ্যনিষ্টেষু বর্ত্ততে সর্ব্বকর্ম্মসু।
সর্ব্বথা ব্রাহ্মণাঃ পূজ্যাঃ পরমং দৈবতং হি তৎ ॥

এইরূপে ব্রাহ্মণগণ যদিও সকল কুৎসিত কর্মে প্রবৃত্ত হন, তথাপি তাঁরা পূজনীয় ; কারণ, তাঁরা পর দেবতা।

৩২০। ক্ষত্রস্যাতিপ্রবৃদ্ধস্য ব্রাহ্মণান প্রতি সর্বশঃ।
ব্রহ্মৈব সন্নিয়ন্তৃ স্যাং ক্ষত্রং হি ব্রহ্মসম্ভবম্ ॥

ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণদের প্রতি সর্বথা পীড়াদায়ক ক্ষত্রিয়কে (শাপ অভিচারাদি দ্বারা) দমন করেন ; কারণ, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ থেকে উদ্ভূত।

৩২১। অদ্ভ্যোঽগ্নির্ব্রহ্মতঃ ক্ষত্রমশ্মানে লোহমুত্থিতম্।
তেষাং সর্ব্বত্রগং তেজেঃ স্বাসু যোনিষু শাম্যতি ॥

ক্লে থেকে গি, ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষত্রিয়, পাথর থেকে লৌহনির্মিত (অস্ত্র) উদ্ভূত হয়। তাদের সর্বস্থানগামী তেজ আপন উৎপত্তিস্থলে শান্ত হয়।

৩২২। নাব্রহ্ম মৃম্নোতি নক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।

ব্রহ্ম ক্ষএঞ্চ সংপৃক্তমিহ চামুত্র বর্ধতে ॥

ব্রাহ্মণহীন ক্ষত্রিয় উন্নতি লাভ করে না, ক্ষত্রিয়হীন ব্রাহ্মণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মিলিত হয়ে ইহলোক ও পরলোকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

৩২৩। দত্ত্বা ধনন্তু বিপ্রেভ্যঃ সর্ব্বদণ্ডসমুত্থিতম।
পুত্রে বাজ্যং সমাজ কুর্ব্বীতি প্রায়ণং রণে ॥

সকল দণ্ডুল ধন ব্রাহ্মণদের দিয়ে পুত্রের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করে (রাজা) সংগ্রামে (তভাবে অনশনালিতে) প্রাণত্যাগ করবেন।

৩২৪। এবং চরন্ সদা যুক্তো রাজধর্ম্মেষু পার্থিবঃ।
হিতেষু চৈব লোকস্য সর্ব্বান্ ভৃত্যান্ নিযোজয়েৎ ॥

এইভাবে রাজা সর্বদা রাজধর্মে রত হয়ে লোকহিতে সকল ভৃত্যদের নিযুক্ত করবেন।

৩২৫। এযোহখিলঃ কর্ম্মবিধিরুক্তো রাঃ সনাতনঃ।
ইমং কর্মবিধিঃ বিদ্যাং ক্রমশো বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ॥

রাজার এই সমগ্র সনাতন কর্মবিধি উক্ত হল। বৈশ্য ও শূদ্রের এই (বক্ষ্যমাণ) কর্মবিধি জানবে।

৩২৬। বৈশ্যস্তু কুসংস্কারঃ কৃত্বা দারপরিগ্রহম্।
বার্ত্তায়াং নিত্যযুক্তঃ স্যাৎ পশূনাঞ্চৈব রক্ষণে ॥

বৈশ্য উপনয়ন পর্যন্ত সংস্কারে সংস্কৃত হয়ে, বিবাহ করে কৃষি প্রভৃতি কার্যে ও পশুপালনে সর্বদা নিযুক্ত হবে।

৩২৭। প্রজাপতির্হি বৈশ্যায় সৃষ্টা পরিদদে পশূন্।
ব্রাহ্মণায় চ রাজ্ঞে চ সর্ব্বাঃ পরিদদে প্রজাঃ ॥

প্রজাপতি পশুসমূহ সৃষ্টি করে বৈশ্যকে দিয়েছিলেন এবং সকল প্রজাকে সৃষ্টি করে ব্রাহ্মণ ও রাজাকে (রক্ষার্থ) দিয়েছিলেন।

৩২৮। ন চ বৈশাস্য কামঃ স্যান্ন রক্ষেয়ং পশূনিতি।
বৈশ্যে চেচ্ছতি নেন রক্ষিব্যাঃ কথঞ্চন ॥

পশুপালন (রূপ নীচকর্ম) করব না, বৈশ্যের এরূপ ইচ্ছা না হয়। বৈশ্য ইচ্ছুক হলে (পশুসমূহ) কোন প্রকারে অন্য কর্তৃক রক্ষণীয় নয়।

৩২৯। মণিমুক্তাপ্রবালানাং লোহানাং তাবস্য চ।

গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ বিদ্যাদর্ঘবলাবলম্ ॥

মণিমুক্তা, প্রবাল, ধাতু, বস্ত্র, গন্ধ ও রসের মুল্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ বৈশ্য জানবে।

৩৩০। বীজানামুপ্তিবিচ্চ স্যাৎ ক্ষেত্রদোষগুণস্য চ।
মানযোগঞ্চ জানীয়াৎ তুলাযোগাংশ্চ সর্ব্বশঃ ॥

বীজবপন ও ক্ষেত্রের দোষ গুণ সম্বন্ধে এবং সকল প্রস্থ দ্রোণাদি) পরিমাণ ও তুলাদণ্ডে ওজন (বৈশ্য) জানবে।

৩৩১। সাবাসারঞ্চ ভাণ্ডানাং দেশানাঞ্চ গুণাগুণান।
লাভালাভংচ পণ্যানাং পশুনাং পরিবর্ধন ॥

দ্রব্যের সার ও অসারত্ব, দেশসমূহের গুণদোষ, পণ্যদ্রব্যসমূহের লাভক্ষতি এবং পশুসমূহের বৃদ্ধি সম্বন্ধে (বৈশ্য) জানবে।

৩৩২। ভৃত্যানাঞ্চ ভূতিং বিদ্যাদ্ভাশ্চ বিবিধ নৃণাম্।
দ্রব্যাণাং স্থানযোগাংশ্চ ক্রয়বিক্রয়মেব চ ॥

ভৃত্যদের বেতন, মানুষের নানা ভাষা, দ্রব্যসমূহের স্থানযোগ (এরূপে স্থাপন করতে হয়, এই দ্রব্যে এই পদার্থ মিশ্রিত করলে নষ্ট হয় না ইত্যাদি) এবং তাদের ক্রয়-বিক্রয় (এই কালে এত মুল্যে বিক্রয় করলে ভাল হয় ইত্যাদি বৈশ্য) জানবে।

৩৩৩। ধর্ম্মেণ চ দ্রব্যবৃদ্ধাবাতিষ্ঠেদ যত্নমুওমম্।
দদাচ্চ সর্ব্বভূতানামন্নমেব প্রযত্নতঃ ॥

(বৈশ্য) ধর্মানুসারে ব্যবৃদ্ধির বিষয়ে অত্যন্ত যত্ন নিবে এবং সকল প্রাণীকে সযত্নে অন্নই দান করবে।

৩৩৪। বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং গৃহস্থানাং যশস্বিনাম্।
শুশ্রূষৈব তু শূদ্রস্য ধর্ম্মো নৈঃশ্রেয়সঃ পরঃ ॥

বেদজ্ঞ, গৃহস্থ, কীর্তিমান্ ব্রাহ্মণদের শুশ্রূষাই শূদ্রের স্বগাদিয়ে লাভজনক শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

৩৩৫। শুচিরুৎকৃষ্টশুশ্রষুর্মৃদুবাগনহংকৃতঃ।
ব্রাহ্মণাদ্যাশ্রয়ো নিত্যমুকৃষ্টাং জাতিমশ্নতে ॥

পবিত্র, উচ্চবর্ণের শুশ্রূষাকরী, মৃদুভাষী, নিরহংকার এবং ব্রাহ্মণাদি (উচ্চবর্ণের) আশ্রিত (শূদ্র) সর্বদা (পরলোকে ব্রাহ্মণাদি) উৎকৃষ্ট জন্ম লাভ করে।

৩৩৬। এযোহনাপদি বর্ণানামুক্তঃ কর্মবিধিঃ শুভঃ।

আপদ্যপি হি যস্তেষাং ক্রমশস্তান্নিবোধত ॥

আপদকাল ভিন্ন অন্য সময়ের জন্য বর্ণসমূহের শুভ কর্মবিধি উক্ত হল। আপদ্‌কালেও তাদের যা ধর্ম তা ক্রমে শোন।

মানবধর্মশাস্ত্রে ভৃগুলোক্ত সংহিতায় নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

পাদটীকা

১ এপ গুলে নিয়োগপ্রথা ভিন্ন বিবাহিত নারীতে ভাত পুত্র উৎপাদকের হয়।
২ এরূপ হলে যার স্ত্রীতে সন্তান চাত হয়, তারই সন্তানরূপে সে পরিগণিত হয়; যেমন ব্যাস। বিচিত্রবীর্য রাজার পত্নী ক্ষত্রিয়াতে ব্রাহ্মণ কর্তৃক উৎপাদিত হলেও ক্ষেত্রপ্রাধান্য হেতু ধৃতরাষ্ট্রাদি ক্ষত্রিয়ই হয়েছিলেন, ব্রাহ্মণ নন।
৩ অথবা আকাশে নিক্ষিপ্ত বাণ যেমন ব্যর্থ হয়।
৪ সান্তনাভাব।
৫ নিয়োগপ্রান না পরের শ্লোক দ্রষ্টব্য। এই প্রথা সুদীর্ঘকাল পূর্বে নিবিদ্ধ হয়েছিল।
৬ কুল্লুকের ব্যাখ্যানুসারে জেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিয়ম না মেনে যথাক্রমে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধু ও জোষ্ঠভ্রাতৃবধু গমন করলে এইরূপ দেশভাগী হয়। কিন্তু, প্রশ্ন হতে পারে—জোষ্ঠ ভ্রাতা তে নিয়োগপ্রথায় কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধুগমন করতে পারে না। বিধবানারীর পক্ষে কি স্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্তৃক নিয়োগপ্রথায় সন্তান অনুমোদিত?
৭ পূর্বের শ্লোকে তাকে অধার্মিক বলা হয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর ভোগ হেতু এখানে তাঁকে শ্রেষ্ঠ রাজর্ষি বলা হয়েছে।
৮ অর্থাৎ এরূপ স্ত্রী থাকতে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করা উচিত।
৯ শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভেজ্জাত পুত্র।
১০ কুল্লুকের ব্যাখ্যানুসারে এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে যখন জ্যেষ্ঠ ও তারপরের ভ্রাতা বিদাদি গুণযুক্ত এবং কনিষ্ঠ নির্গুণ।
১১ কুল্লুক বলেছেন, অবিবাহিত ন্যায় বিবাহার্থে এই ব্যবস্থা ; অর্থাৎ কন্যা সম্পত্তির কোন অংশ পাবে না।
১২ যেমন চার ভ্রাতা, পাঁচটি ছাগ হলে প্রত্যেকে একটা করে নিয়ে পঞ্চমটি জ্যেষ্ঠকে দিবে।
১৩ বন্ধু বা বান্ধব শব্দে বোঝায় তর্পণ পিণ্ডাদির অধিকারী। দায়াদ শব্দে বোঝায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।
১৪ ঔরস পুত্র জন্মের পরে পিতার মৃত্যু হাল খাতা বালকপুত্রের হাতে সম্পত্তি না নিয়ে নিজে গ্রহণ করে পুনরায় যদি পুরুষান্তর আশ্রয়র পৌনর্ভর পুত্র উৎপাদন করে তাহলে এই ব্যবস্থা হবে।
১৫ ব্রাহ্মণের নানাবর্ণের স্ত্রীর মধ্যে ক্ষত্রিয়াদি বিধবা স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত হলে তার ধন সবর্ণ অসবর্ণ সপত্নীর সন্তানগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সপত্নী কনা অভাবে তার সন্তান পাবে।
১৮ ক্লীবের ঔরস সন্তান সম্ভবপর নয়, ক্ষেত্রজ সন্তান হতে পারে।
১৭ পিতার জীবদ্দশায় তার সম্পত্তি পুত্রদের সঙ্গে ভাগ করার প্রশ্ন কি করে ওঠে—এই সন্দেহ হতে পারে। শাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে পিতা ইচ্ছ করলে তাঁর সন্তানোৎপাদন ক্ষমতার অভাবে এবং মাতার রজোনিবৃত্তি হলে পিতা পুত্রের মধ্যে সম্পত্তিভাগ হতে পারে।
১৮ সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যারা পৃথক হওয়ার পরে পুনরায় একত্রে বাস করে।
১৯ লতা (মেধতিথি)।
২০ গৌড়ী, মণী ও পৈষ্টী—সুরা এই তিন প্রকার। এইগুলি তৈরি হয় যথাক্রমে গুড়, মধু ও ভাত থেকে। যে কোন দ্বিজ পৈষ্টী সুন্না, ব্রাহ্মণ যে কোন সুরা পান অলে তারা মহাপাতকী হয়।
২১ ব্রাহ্মণের সোনা চুরি মহাপাতক।
২২ অদৃষ্ট উপায়ে মন্ত্রদিশক্তি দ্বারা মারণের নান অভিচার।
২৩ অর্থাৎ অঙ্গগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত।

দশম অধ্যায়

১। অধীয়ীরংস্ত্রয়ো বর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
প্রব্রূয়াদ্ ব্রাহ্মণস্ত্বষোং নেতবাবিতি নিশ্চয়ঃ ॥

তিন বর্ণের দ্বিগণ নিজকর্মে রত হয়ে বেদ অধ্যয়ন করবেন, এদের মধ্যে শুধু ব্রাহ্মণ অধ্যাপনা করবেন, অন দুই বর্ণ নয়—এই সিদ্ধান্ত।

২। সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণো বিদ্যাদ্‌বৃত্তপায়ান্ যথাবিধি।
প্রব্রুয়াদিতরেভ্যশ্চ স্বয়ঞ্চৈব তথা ভবেৎ ॥

সকল বর্ণের শাস্ত্রীয় জীবিকার উপায় ব্রাহ্মণ জানবেন এবং অন্যদের উপদেশ দিবেন ও নিজে শাস্ত্রানুসারী কর্ম করবেন।

৩। বৈশেষ্যাৎ প্রকৃতিশ্রৈষ্ঠ্যানিয়মস্য চ ধারণাৎ।
সংস্কারস্য বিশেষাচ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ ॥

বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠত্ব, বেদের (অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি দ্বারা) ধারণ হেতু ও সংস্কারের বৈশিষ্ট্যহেতু ব্রাহ্মণ বর্ণসমূহের প্রভু।

৪। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চম ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজ। চতুর্থ শূদ্রের একজন্ম (দ্বিজত্ব নেই) ; পঞ্চম বর্ণ নেই।[১]

৫। সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীস্বক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে ॥

সকল বর্ণেই সবর্ণ অক্ষতযোনি স্ত্রীতে অনুলোমক্রমে জাত সন্তান সেই সেই বর্ণে পরিচিত হবে। (যেমন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী পত্নীতে উৎপাদিত পূত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াপত্নীতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বৈশ্যাস্ত্রীতে বৈশ্য হবে।)

৬। স্ত্রীস্বনন্তরজাত্যসু দ্বিজৈরূৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্ ॥

দ্বিজগণের অনুলোমক্রমে অব্যবহিতবর্ণের স্ত্রীতে উৎপাদিত, মাতার হীনজাতীয়ত্ব দোষে গর্হিত পুত্রগণকে পিতৃসদৃশ বলে (কিন্তু পিতৃসজাতীয়নয়)। (যেমন ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াতে জাত সন্তান মৃধাবসিক্ত জাতি হবে)।

৭। অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ।
দ্ব্যেকান্তবাসু জানাং ধর্ম্যং বিদ্যাদিমং বিধিম্ ॥

পিতার অব্যবহিত পরের বর্ণের স্ত্রীতে জাত সন্তানদের এই সনাতন বিধি। এক থেকে দুই বর্ণের ব্যবধানে স্ত্রীতে জাত সন্তানদের এই (বক্ষ্যমাণ) ধর্মসম্মত বিধি জানবে।

৮। ব্রাহ্মণদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥

ব্রাহ্মণ দ্বারা বৈশাতে উৎপাদিত অম্বষ্ঠ নামে সন্তান জন্মে এবং শুদ্রাতে উৎপাদিত নিদসংজ্ঞক সন্তান পারশব নামে কথিত হয়।

৯। ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রুরাচারবিহারবান্।
কত্রশূদ্রবপুর্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে ॥

ক্ষত্রিয় থেকে শূদ্রাতে উৎপন্ন সন্তান ক্রুরাচার ও ক্রূরকর্মরত ক্ষত্রিয় ও শূদ্রস্বভাব উগ্র নামক পুত্র জন্মে।

১০। বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেহপসদাঃ স্মৃতাঃ ॥

ব্রাহ্মণের (ক্ষত্রিয়াদি) তিন বর্ণে, ক্ষত্রিয়ের দুই (বৈশ্য ও শূদ্রে) বর্ণে ও বৈশ্যের এক (শূদ্র) বর্ণে জাত —এই ছয় জন অপসদ নামে স্মৃত।

১১। ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সুতো ভবতি জাতিতঃ।
বৈশান্মগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ ॥

ব্রাহ্মণীতে ক্ষত্রিয় দ্বারা উৎপাদিত পুত্র জাতিতে হয় সূত, বৈশ্য দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে হয় মাগধ, বৈশ্য দ্বারা ব্রাহ্মণীতে হয় বৈদেহ.

১২। শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চধমো নৃণাম্।
বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥

শূদ্রদ্বারা বৈশ্যাজাত সন্তান হয় আয়োগব, ক্ষত্রিয়াজাত হয় ক্ষত্তা, ব্রাহ্মণীজাত হয় মানুষের মধ্যে অধম চণ্ডাল। শূদ্র দ্বারা বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণীতে যে সন্তান হয় তারা (প্রতিলোম) বর্ণসংকর জাতি হয়।

১৩। একান্তরে ত্বানুলোম্যাদম্বষ্ঠোগ্রৌ যথা স্মৃতৌ।
ক্ষত্তৃবৈদেহকৌ তদ্বৎ প্রাতিলোম্যেহপি জন্মনি ॥

অনুলোমক্রমে এক বর্ণের ব্যবধানে অম্বষ্ঠ ও উগ্র যেমন (স্পর্শাদিযোগ্য) হয়, তেমনই প্রতিলোমক্রমে জাত ক্ষত্তৃ ও বৈদেহক হবে।

১৪।　পুত্রা যেইনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণণাক্তা দ্বিজন্মনাম্।
তাননন্তরনাম্নস্ত মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে ॥

দ্বিজগণের ক্রমশঃ অনন্তরবর্ণের স্ত্রীগণে জাত পুত্রগণ মাতৃদোযহেতু মাতৃজাতির ন্যায় হবে। (অর্থাৎ মাতার যে জাতি তার সংস্কারের যোগ্য হবে)। (যেমন ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে জাত পুত্র মুধাবসিক্ত সংজ্ঞক হবে, তার ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সংস্কার হবে)।

১৫।　ব্রাহ্মণাদুগ্রকন্যায়ামাবৃতো নাম জায়তে।
আভীররাহম্বষ্ঠকন্যায়ামায়োগব্যাস্তু ধিন্বণঃ ॥

ব্রাহ্মণদ্বারা উগ্রাতে আবৃত নামক সন্তান, অম্বষ্ঠায় আভীর ও আয়োগবীতে ধিগ্‌বণ সংজ্ঞক পুত্র জন্মে।

১৬।　আয়োগবশ্চ ক্ষত্তা চ চণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
প্রতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপসদায়ঃ ॥

শূদ্রদ্বারা প্রতিলোমক্রমে (অর্থাৎ বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণীতে যথাক্রমে) আয়োগব, ক্ষত্তা ও নরাধম চণ্ডাল, এই তিনটি অপসদ জন্মে।

১৭।　বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ ক্ষত্রিয়াৎ সূত এব তু।
প্রতীপমেতে জায়ন্তেহপরেইপ্যপসদাস্ত্রয়ঃ ॥

বৈশ্যদ্বারা ক্ষত্রিয়াতে জাত মাগধ, ব্রাহ্মণীতে বৈদেহ ও ক্ষত্রিয়দ্বারা ব্রাহ্মণীতে সূত এই তিনটি অপসদ প্রতিলোমক্রমে জন্মে।

১৮।　জাত্যে নিষাদাচ্ছুদ্রায়াং জাত্যা ভবতি পুক্কসঃ।
শূদ্রাজ্জাতো নিষাদ্যান্তু স বৈ কুক্কুটকঃ স্মৃতঃ ॥

নিষাদদ্বারা শুদ্রাতে জন্মে পুক্কস জাতি, শূদ্র দ্বারা নিষাদীতে জাত সন্তান কুক্কুটক নামে অভিহিত।

১৯।　ক্ষত্তুর্জাতস্তথোগ্রায়াং শ্বপাক ইতি কীরর্ত্যতে।
বৈদেহকেন ত্বম্বষ্ঠ্যামুৎপন্নে বেণ উচ্যতে ॥

ক্ষাত্তদ্বারা উগ্রাতে জাত সন্তান শ্বপাক, বৈদেহক দ্বারা অম্বষ্ঠাতে জাত বেণ নামে অভিহিত হয়।

২০।　দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রী পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ ॥

দ্বিজগণ সবণস্ত্রীগণে যে সন্তান উৎপাদন করেন, তারা উপনয়নসংস্কাবহীন হলে সাবিত্রীভ্রষ্ট হয়া ; তাদের ব্রাত্য সংজ্ঞায় অভিহিত করবে।

২১। ব্রাত্যাৎ তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জ্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ ॥

ব্রাহ্মণব্রাত্য থেকে জন্মে পাপিষ্ঠ ভূর্জকণ্টক, আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ ও শৈখল।

২২। ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্‌ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ ॥

ক্ষত্রিয় ব্রাত্য থেকে জন্মে ঝল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস ও দ্রবিড়।

২৩। বৈশ্যাৎ তু জায়তে ব্রাত্যাং সুধন্বচার্য্য এব চ।
কারুষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ ॥

বৈশ্য ব্রাত্য থেকে জন্মে সুধন্বাচার্য, কারুষ, বিজন্মা, মৈত্র ও সাত্বত।

২৪। বভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥

বর্ণসমূহের (পরস্পর স্ত্রীগমনরূপ) ব্যভিচার, অবিবাহ্যস্ত্রীবিবাহ ও স্বকর্মত্যাগ হেতু বর্ণসংকর হয়।

২৫। সঙ্কীর্ণযোনয়ো যে তু প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
অনন্যান্যব্যতিষক্তাশ্চ তান্ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥

যে সকল বর্ণসংকর অনুলোম ও প্রতিলোম ক্রমে পরস্পরসম্বন্ধ হেতু জন্মে, তাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে বলব।

২৬। সূতো বৈদেহকশ্চৈব চণ্ডালশ্চ নরাধমঃ।
২৭-। মাগধঃ ক্ষত্তৃজাতিশ্চ তথায়োগব এব চ ॥
এতে ষট্ সদৃশান্ বর্ণান্ জনয়ন্তি স্বযোনিষু।
মাতৃজ্যাত্যাং প্রসূয়ন্তে প্রবরাসু চ যোনিষু ॥

সূত, বৈদেহক, নরাধম চণ্ডাল, মাগধ, ক্ষত্তা ও আযোগব—এই ছয়জন নিজ নিজ জাতীয় স্ত্রী এবং বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া, ব্রাহ্মণীরূপ উৎকৃষ্টজাতীয় স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপাদন করে, তারা মাতৃজাতিসদৃশ হয়।

২৮। যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং দ্বগোত্মাস্য জায়তে।
আনন্তর্য্যাৎ স্বযোন্যান্তু তথা বাহ্যেম্বপি ক্রমাৎ ॥

যেমন তিন বর্ণের মধ্যে দুইটিতে (ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাগমনে) ব্রাহ্মণের আনুললাম্য হেতু দ্বিজ উৎপন্ন হয়, জাতীয় স্ত্রীতেও দ্বিজ জন্মে, তেমন বৈশ্য-ক্ষত্রিয়া সন্তান এবং ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণীর সন্তানে

উৎকাপক্রম হয়।

২৯। তে চাপি বাহান্ সুবহূংস্ততোহপ্যধিকদূষিতান্।
পরস্পরস্য দারেষু জনয়ন্তি বিগর্হিতান্ ॥

সেই (সূত প্রভৃতি ছয়টি) ও পরস্পরের স্ত্রীতে বহু (আনুলোম্য সত্ত্বেও) অধিকদুষ্ট বিগর্হিত সন্তান উৎপাদন করে।

৩০। যথৈব শূদ্রো ব্রাহ্মণ্যাং বাহ্যংজন্তুং প্রসূয়তে।
তথা বাহ্যতরং বাহ্যশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যে প্রসূয়তে ॥

যেমন শূদ্র ব্রাহ্মণীতে চণ্ডাল পুত্র উৎপাদন করে, তেমন ঐ চণ্ডালাদি বাহ্যজাতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণের স্ত্রীতে চণ্ডালাদি অপেক্ষা আরও নিকৃষ্ট সন্তান উৎপাদন করে।

৩১। প্রতিকুলং বর্ত্তমানা বাহ্যা বাহ্যতরান্ পুনঃ।
হীনা হীনান্ প্রসূয়ন্তে বর্ণান্ পঞ্চদশৈব তু ॥

প্রতিলোমজ বাহ্য দ্বিজ প্রতিলোমজ অপেক্ষা) নিকৃষ্টত্বহেতু শূদ্রপ্রভব আয়োগব প্রভৃতির প্রত্যেকে নিজ নিজ অপেক্ষা বাহ্যতর পনেরোটি পুত্র উৎপাদন করে।

৩২। প্রসাধনোপচারজ্ঞমদাসং দাসজীবনম্।
সৈরিন্ধ্রং বাগুরাবৃত্তিং সূতে দস্যুরায়োগবে ॥

দস্যু জাতি আয়োগবী স্ত্রীতে কেশরচনাদি কার্যক্ষম, উচ্ছিষ্ট ভক্ষণাদিদাসকর্মরহিত অঙ্গসংবাহনাদিদাসকর্মজীবী এবং পাশবন্ধন দ্বারা মৃগবধজীবী সৈরি নামক সন্তান উৎপাদন করে।

৩৩। মৈত্রেয়কন্তু বৈদেহো মাধুকং সংপ্রসুয়তে।
নৃন্ প্রশংসত্যস্রং যো ঘণ্টাতাড়োহরুণোদয়ে ॥

বৈদেহ (পূর্বোক্ত আয়োগবীতে) মৈত্রেয়নামক মধুরভাষী সন্তান উৎপাদন করে, যে অরুণোদয়ে ঘন্টা বাজিয়ে (রাজাদির) সর্বদা স্তব করে।

৩৪। নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্মজীবিনম্।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ ॥

নিষাদ (আয়োগবীতে) নৌকর্মজীবী মার্গব (নামক সন্তান) উৎপাদন করে, যাকে আযাবর্তবাসিগণ কৈবর্ত নামে অভিহিত করে।

৩৫। মৃতবস্ত্রভৃৎসু নারীষু গর্হিতান্নাশনাসু চ।

ভব্যায়োগবীম্বেতে জাতিহীনাঃ পৃথক ত্রয়ঃ ॥

উক্ত তিন হীনজাতি শববস্ত্র পরিহিতা উচ্ছিষ্টভক্ষক আয়োগবী স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপাদন করে, তারা পিতৃভেদে ভিন্নজাতীয় হয়।

৩৬। কারাবরো নিষাদাত্তু চর্মকারঃ প্রসূয়তে।
বৈদেহিকাদন্ধ্রমেদৌ বহির্গ্রামপ্রতিশ্রয়ৌ ॥

নিষাদ থেকে বৈদেহী স্ত্রীতে জাত কারাবর নামক চর্মকার উৎপন্ন হয়। বৈদেহক থেকে বৈদেহীতে জাত হয় অস্ত্র ও মেদ ; এরা গ্রামের বাইরে থাকে।

৩৭। চণ্ডালাৎ পাণ্ডুসোপাকাস্ত্বরব্যবহারবান্।
আহিণ্ডিকো নিষাদেন বৈদেহ্যামেব জায়তে ॥

চণ্ডাল থেকে বৈদেহী স্ত্রীতে বেণু ব্যবসায়জীবী পাণ্ডুসোপাক নামক সন্তান জন্মে এবং নিষাদ দ্বারা বৈদেহীতে আহিণ্ডিক জাত হয়।

৩৮। চাণ্ডালেন তু সোপাকো মুলব্যসনবৃত্তিমান্।
পুক্কস্যাং জায়তে পাপঃ সদা সজ্জনগর্হিতঃ ॥

চণ্ডাল থেকে পুক্কসীতে জাত সোপাক নামক বধ্যের হননবৃত্তিসম্পন্ন সজ্জননিন্দিত পাপী জন্মে।

৩৯। নিষাদস্ত্রী তু চাণ্ডালাৎ পুত্রমন্ত্যাবসায়িনম্।
শ্মশানগোচরং সুতে বাহ্যানামপি গর্হিতম্ ॥

নিষাদস্ত্রীতে চণ্ডাল থেকে অত্যাবসায়ী নামক শ্মশানবাসী চণ্ডাল থেকেও নিকৃষ্ট জাতি উৎপন্ন হয়।

৪০। সঙ্করে জাতয়ত্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥

মাতা-পিতার নাম নির্দেশপূর্বক এই সকল সংকর জাতি (উক্ত হল)। গূঢ় বা প্রকাশ্য জাতির কর্মদ্বারা জাতিনির্ণয় জ্ঞেয়।

৪১। সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেহপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥

(তিন উচ্চবর্ণের) সবর্ণা স্ত্রী ও অব্যবহিত পরের বর্ণের স্ত্রী থেকে জাত ছয়টি২ পুত্র দ্বিজধমাবলম্বী হয়। দ্বিজ থেকে উৎপন্ন প্রতিলোমজ সন্তান শূদ্রধর্মী, তারা সকলে অপধ্বংসজ নামে খ্যাত।

৪২। তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।

উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুয্যেম্বিহ জন্মতঃ ॥

(পূর্বোক্ত) ছয় প্রকার জাতি তপোবলে (বিশ্বামিত্রাদির ন্যায়) ও বীজপ্রভাবে (ঋষ্যশৃঙ্গাদি মুনির ন্যায়) মানুষের মধ্যে ইহলোকে জাত্যুকর্ষ প্রাপ্ত হয় এবং (বক্ষ্যমাণ কারণে) অপকর্ষও প্রাপ্ত হয়।

৪৩। শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥

এই (বক্ষ্যমাণ) ক্ষত্রিয়গণ ক্রমে (উপনয়নাদি) সংস্কারলোপ হেতু এবং বেদাংশ রূপ ব্রাহ্মণ গ্রন্থের দর্শনাভাবে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

৪৪- পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
৪৫। পারদাঃ পহ্লশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥
মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥

পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লাব, চীন, কিরাত, দরদ, খশ, (ব্রহ্মার) মুখ, বাহু, উরু ও পদ থেকে জাত (ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের) বহির্ভূত যে সকল জাতি, তারা সকলে, ম্লেচ্ছভাষাভাষী বা আর্যভাষাভাষীই হোক, দস্যু নামে খ্যাত।

৪৬। যে দ্বিজানানপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ
তে নিন্দিতৈর্বর্ত্তয়েয়ুর্দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ॥

দ্বিজগণের (আনুলোম্য উৎপন্ন) অপসদাখ্য ব্যক্তিগণ ও (প্রাতিলোম্যে উৎপন্ন) অপধ্বংসজ নামে যারা খ্যাত, তারা দ্বিজগণের উপকারক নিন্দিত কর্মদ্বারাই জীবিকানির্বাহ করবে।

৪৭- সূতানামসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্।
৪৯। বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানাং বণিক্পথঃ।
মৎস্যঘাতো নিষাদানাং ত্বষ্টিস্ত্বায়োগবস্য চ।
মেদান্ধ্রচুঞ্চুম্‌গূনামারণ্যপশুহিংসনম্॥
ক্ষত্র্যগ্রপুক্কসানান্তু বিলৌকোবধবন্ধনম্।
ধিগ্বণানাং চর্ম্মকার্য্যং বেণানাং ভাণ্ডবাদনম্॥

সূতদের জীবিকা অশ্বসারথির কাজ, অম্বষ্ঠদের চিকিৎসা, বৈদেহকদের অন্তঃপুর রক্ষারূপ স্ত্রীকার্য, মাগধগণের বাণিজ্য, নিষদগণের মৎস্যমারা, আয়োগবের কাষ্ঠতক্ষণ (কাঠ চাঁছা, অর্থাৎ ছুতোরের কাজ), মেদ, অস্ত্র, চুঞ্চু ও মদগুদের বন্যপশুবধ, ক্ষত্তা, উগ্র ও পুক্কসদের গর্তবাসী (গোধাদির) ব ও বন্ধন, ধিম্বণদের চর্মকার্য, বেণদের বাদ্যযন্ত্রবান বৃত্তি।

৫০। চৈত্যদ্রুমশ্মশানেষু শৈলেষূপবনেষু চ।
বসেয়ুরেতে বিজ্ঞানা বর্ত্তয়ন্তঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥

এরা চৈত্যবৃক্ষ (গ্রামাদির নিকটে প্রধান বৃক্ষ অর্থাৎ তার মুলে), শ্মশানে বা উপবনে নিজ নিজ কর্ম দ্বারা প্রকাশ্যে জীবিকানির্বাহ করবে।

৫১। চণ্ডালশ্বপচানান্তু বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।
অপপাত্রাশ্চ কর্ত্তব্যা ধনমেষাং শ্বগর্দ্দভম্ ॥

চণ্ডাল ও শ্বপচদের আশ্রয় গ্রামের বাইরে। তাদের অপপাত্র করবে (অর্থাৎ জলপাত্রাদি দিবে না), এদের ধন কুকুর ও গাধা।

৫২। বাসাংসি মৃতচেলানি ভিন্নভাণ্ডেষু ভোজনম্।
কার্ষ্ণায়সমলঙ্কারঃ পরিব্রজ্যা চ নিত্যশঃ॥

এদের পরিধেয় হল শববস্ত্র, ভোজন ভগ্নপাত্রে, অলংকার লোহার তৈরি ও সর্বদা ঘুরে। বেড়ান (এদের কাজ)।

৫৩। ন তৈঃ সময়মন্বিচ্ছেৎ পুরুষো ধর্ম্মমাচরম্।
ব্যবহারো মিথস্তেষাং বিবাহঃ সদৃশৈঃ সহ॥

ধর্মানুষ্ঠানকারী লোক তাদের সঙ্গে (দর্শনাদি) ব্যবহার করবেন না। তাদের ঋণাদানাদি ব্যবহার পরস্পর (নিজেদের মধ্যে) হবে (এবং) বিবাহ হবে স্বজাতীয়দের সঙ্গে।

৫৪। অন্নমেষাং পরাধীনং দেয়ং স্যাদ্ভিন্নভাজনে।
রাত্রৌ ন বিচরেয়ুস্তে গ্রামে নগরেষু চ ॥

এদের অন্ন পরাধীন (অর্থাৎ সজ্জন সরাসরিভাবে এদের অন্ন দিবেন না, ভৃত্যের মাধ্যমে দিবেন), ভগ্নপাত্রে (অন্ন) দেয়; তারা রাত্রিবেলা গ্রামে ও শহরে বিচরণ করবে না।

৫৫। দিবা চরেয়ুঃ কায্যার্থং চিহ্নিতা রাজশাসনৈঃ।
অবান্ধবং শবঞ্চৈব নির্হরেয়ুরিতি স্থিতিঃ॥

(এরা) দিনে কাজের জন্য রাজার অনুমতিতে কোন চিহ্নে চিহ্নিত হয়ে বিচরণ করবে এবং অনাথ শব গ্রাম থেকে বাইরে বহন করে নিবে—এই নিয়ম।

৫৬। বধ্যাংশ্চ হন্যুঃ সততং যথাশাস্ত্রং নৃপাজ্ঞয়া।
বধ্যবাসাংসি গৃহ্ণীয়ুঃ শয্যাশ্চাভরণানি চ॥

রাজাদেশে শাস্ত্রানুসারে সর্বদা (রাজদণ্ড) বধ্য ব্যক্তিগণকে হত্যা করবে এবং বধ্য ব্যক্তির বস্ত্র, শয্যা ও অলংকার গ্রহণ করবে।

৫৭। বাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজম্।
আর্য্যরূপমিবানার্যাং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্বিভাবয়েৎ॥

বর্ণবহির্ভূত (সংকরজাতি), বিশেষরূপে যা নিশ্চিত নয়, আর্য সদৃশ অনার্য ও পাপযোনিতে জাত তাদের নিজেদের কর্মদ্বারা নির্ণয় করবে।

৫৮। অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রুরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজম্॥

অসভ্যতা, নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা ও শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান জগতে মানুষের নিন্দিত জাতি প্রকাশ করে।

৫৯। পিত্র্যং বা ভজতে শীল মাতুর্ব্বোভয়মেব বা।
ন কথঞ্চন দুর্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি॥

(নিন্দিত জাতির লোক) পিতার, মাতার বা উভয়ের চরিত্র প্রাপ্ত হয়। নিন্দিত যোনিতে জাত কোনপ্রকারে নিজের স্বভাব গোপন করতে পারে না।

৬০। কুলে মুখ্যেহপি জাতস্য যস্য স্যাদ্যোনিসঙ্করঃ।
সংশ্রয়ত্যেব তচ্ছীলং নয়োহল্পমপি বা বহু॥

উচ্চকুলে জাত ব্যক্তিরও যদি মাতার ব্যভিচারদোষ থাকে তাহলে সে অল্প বা বহুলভাবে জনকের স্বভাব প্রাপ্ত হয়।

৬১। যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসাজ্জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।
রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রংক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি॥

যে রাজ্যে বর্ণদূষক বর্ণসংকরজাতি উৎপন্ন হয়, সেই রাজ্য রাজ্যবাসী সকলের সঙ্গে শীঘ্রই নষ্ট হয়।

৬২। ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা দেহত্যাগোহনুপস্কৃতঃ।
স্ত্রীবালাভ্যুপপত্তৌ চ বাহ্যানাং সিদ্ধিকারণম্॥

ব্রাহ্মণ, গাভী, স্ত্রীলোক বা বালকের রক্ষার্থ ধন গ্রহণ না করে দেহত্যাগ প্রতিলোমজ বাহ্যজাতির স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ।

৬৩। অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

এতং সামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ ॥

অহিংসা, সত্য, চৌর্যাভাব, শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম— চতুর্বর্ণের এই সংক্ষিপ্ত ধর্ম মনু বলেছেন।

৬৪। শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্যুগাৎ॥

(বিবাহিতা) শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ থেকে জাতা কন্যা যদি ব্রাহ্মণকর্তৃক বিবাহিত হয়ে কন্যাজন্ম দেয়, সেই কন্যাকে যদি অপর ব্রাহ্মণ বিবাহ করে, আবার তাতে জাতা কন্যাকে যদি অপর ব্রাহ্মণ বিবাহ করে — এভাবে সপ্ত জন্মে ঐ (পারশব নামক) জাতি (বীজের উৎকর্ষহেতু)। ব্রাহ্মণ হয়।

৬৫। শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥

শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়, ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। ক্ষত্রিয় থেকে শূদ্রাতে জাত পুত্র শূদ্র হয়, ক্ষত্রিয়ের দ্বারা বৈশ্যাতে জাত পুত্র বৈশ্য হয়।

৬৬। অনার্য্যায়াং সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণাত্তু যদৃচ্ছয়া।
ব্রাহ্মণ্যামপ্যনার্যাতু শ্রেয়স্ত্বং ক্বেতি চেদ্ভবেৎ॥

(অনূঢ়া) শূদ্রাস্ত্রীতে ব্রাহ্মণ থেকে জাত সন্তান এবং ব্রাহ্মণীতে শূদ্র থেকে উৎপন্ন সন্তান— এদের মধ্যে কে উত্তম— এই প্রশ্ন হলে (বলব)।

৬৭। জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্যাদার্যো ভবেদ্গুণৈঃ।
জাতোঽপ্যনার্য্যাদার্য্যায়ামনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ॥

ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্রাতে জাত সন্তান (স্মৃতি বিহিত পাকযজ্ঞাদি) গুণ হেতু আর্য হয়, শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণীজাত সন্তান নিকৃষ্ট হয়— এই সিদ্ধান্ত।

৬৮। তাবুভাব্যসংস্কার্য্যাবিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ।
বৈগুণ্যাজ্জন্মনঃ পূর্ব্ব উত্তরঃ প্রতিলোমতঃ॥

ঐ উভয় ব্যক্তি উপনয়ন সংস্কারের অযোগ্য— এই ধর্মব্যবস্থা আছে; প্রথমটি জন্মের বৈগুণ্যহেতু, শেষেরটি প্রাতিলোম্য হেতু (অনুপনেয়)।

৬৯। সুবীজঞ্চৈব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা।
তথার্য্যাজ্জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কারমর্হতি॥

যেমন উত্তম বীজ উত্তম ক্ষেত্রে জন্মে, তেমন দ্বিজ থেকে দ্বিজনারীতে উৎপন্ন সন্তান সকল সংস্কারের যোগ্য।

৭০। বীজমেকে প্রশংসন্তি ক্ষেত্রমন্যে মনীষিণঃ।
বীজক্ষেত্রে তথৈবান্যে তত্রেয়ন্তু ব্যবস্থিতিঃ॥

কেউ বীজকে প্রশংসা করে, অন্য মনীষিগণ ক্ষেত্রকে প্রশংসা করেন, অপর ব্যক্তিগণ বীজ ও ক্ষেত্রকে প্রশংসা করে; এই ব্যাপারে বক্ষ্যমাণ ব্যবস্থা আছে।

৭১। অক্ষেত্রে বীজমুৎসৃষ্টমন্তরৈব বিনশ্যতি।
অবীজকমপি ক্ষেত্রং কেবলং স্থণ্ডিলং ভবেৎ॥

মন্দক্ষেত্রে উপ্ত বীজ ফল না দিয়েই নষ্ট হয়, ক্ষেত্র বীজরহিত হলে শুধু স্থন্ডিল (নিস্ফল) হয়।

৭২। যস্মাদ্বীজপ্রভাবেণ তির্য্যগ্জা ঋষয়োহভবন্।
পূজিতাশ্চ প্রশস্তাশ্চ তস্মাদ্বীজং প্রশস্যতে॥

যেহেতু বীজের প্রভাবে (হরিণী আদি) তির্যক্প্রাণীজাত (ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি) ঋষিগণ পূজিত। ও প্রশংসিত হয়েছিলেন, সেইজন্য বীজ প্রশংসিত হয়।

৭৩। অনার্য্যমার্য্যকর্ম্মাণমার্য্যঞ্চানার্য্যকর্ম্মিণম্।
সম্প্রধার্য্যাব্রবীদ্ধাতা ন সমৌ নাসমাঝিতি॥

দ্বিজকর্মকারী শূদ্র ও শূদ্রকর্মকারী দ্বিজকে বিচার করে বিধাতা বলেছিলেন, এরা সমানও নয়, অসমানও নয়।

৭৪। ব্রাহ্মণা ব্রহ্মযোনিস্থা যে স্বকর্মণ্যবস্থিতাঃ।
তে সম্যগুজীবেয়ুঃ ষট্ কর্ম্মাণি যথাক্রমম্॥

যে ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ ব্রহ্মধ্যানে নিষ্ঠ ও স্বকর্মনিরত, তাঁরা (বক্ষ্যমাণ) ছয় কর্ম ক্রমানুসারে করবেন।

৭৫। অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্ কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ॥

অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ, এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কর্ম।

৭৬। যণ্ণান্তু কর্ম্মণামস্য ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ॥

ছয়টি কর্মের মধ্যে তিনটি এঁর জীবিকা— যাজন, অধ্যাপন ও সৎলোক থেকে প্রতিগ্রহ।

৭৭। ত্রয়ো ধর্ম্মো নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ংপ্রতি।

অধ্যাপনং যাজন তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ॥

ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের তিনটি কর্ম কম, (যথা) অধ্যাপন, যাজন ও (তৃতীয়টি) প্রতিগ্রহ।

৭৮। বৈশ্যং প্রতি তথৈবৈতে নিবর্ত্তেরন্নিতি স্থিতিঃ।
ন তৌ প্রতি হি তান্ ধর্ম্মান্ মনুরাহ প্রজাপতিঃ॥

বৈশ্যের পক্ষেও এই (তিনটি) নিষিদ্ধ— এই ব্যবস্থা। ঐ দুই জনের পক্ষে ঐ সকল ধর্ম (বিহিত) নয়, মনুপ্রজাপতি এই কথা বলেছেন।

৭৯। শস্ত্রাস্ত্রভৃত্বং ক্ষত্রস্য বণিক্‌পশুকৃষির্বিশঃ।
আজীবনার্থং ধর্ম্মস্তু দানমধ্যয়নং যজিঃ॥

ক্ষত্রিয়ের জীবিকা অস্ত্রশস্ত্রধারণ, বৈশ্যের বাণিজ্য, পশুপালন ও কৃষি; তাদের ধর্ম দান, অধ্যয়ন ও যজন।

৮০। বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য চ রক্ষণম্।
বার্ত্তা কর্ম্মৈব বৈশ্যস্য বিশিষ্টানি স্বকর্ম্মসু॥

নিজেদের কর্মসূহের মধ্যে ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়ন; ক্ষত্রিয়ের (লোক) রক্ষণ এবং বৈশ্যের বার্তা (কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য) বিশিষ্ট কর্ম।

৮১। অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কণা।
জীবেৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মেণ স হস্য প্রত্যনন্তরঃ॥

ব্রাহ্মণ উক্ত স্বকর্মদ্বারা জীবনধারণে অক্ষম হলে ক্ষত্রিয়ধর্ম দ্বারা জীবিকানির্বাহ করবেন; কারণ, সেই ধর্ম তাঁর অব্যবহিত।

৮২। উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ।
কৃষিগোরক্ষমাস্থায় জীবেদ্বৈশস্য জীবিকাম্॥

(ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়) উভয়ের বৃত্তিদ্বারা জীবনধারণ করতে না পারলে কি করে হবে? (তাহলে) কৃষি ও গোপালন অবলম্বন করে বৈশ্যের জীবিকাদ্বারা (ব্রাহ্মণ) জীবন ধারণ করবেন।

৮৩। বৈশবৃত্তাপি জীবংস্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োহপি বা।
হিংসাপ্রয়াং পরাধীনং কৃষিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥

ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করলেও (ভূমিস্থ প্রাণীর) হিংসাকর ও (বৃষাদির) অধীন কৃষিকার্য সযত্নে বর্জন করবেন।

৮৪। কৃষিং সাধ্বিবতি মন্যন্তে সা বৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতা।
ভুমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হন্তি কাষ্ঠময়োমুখম্॥

কৃষিকে কেউ কেউ ভাল মনে করেন। ঐ বৃত্তি সজ্জনকর্তৃক নিন্দিত। যে কাঠের মুখে লোহা আছে, তা জমিকে এবং জমিতে যে সকল প্রাণী আছে, তাদের নষ্ট করে।

৮৫। ইদন্তু বৃত্তিবৈকল্যাৎ ত্যজতো ধর্ম্মনৈপুণম্।
বিট্পণ্যমুদ্ধৃতোদ্ধারং বিক্রেয়ং বিত্তবর্ধনম্॥

আত্মবৃত্তি সম্ভবপর না হলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ধর্মের প্রতি সম্যক্নিষ্ঠা রাখতে না পারলে বৈশ্যের বিক্রেয়দ্রব্য-সমুহের মধ্যে (বক্ষ্যমাণ নিষিদ্ধ দ্রব্য) ব্যতিরিক্ত দ্রব্যের বিক্রয়াদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে।

৮৬-৮৯। সর্ব্বান্ রসানপোহেত কৃতান্নঞ্চ তিলৈঃ সহ।
অশ্মনো লবণঞ্চৈব পশবো যে চ মানুষাঃ॥
সর্ব্বঞ্চ তান্তবং রক্তং[২] শাণকৌমাবিকানি চ।
অপি চেৎ স্যুররক্তানি ফলমূলে তথৌষধীঃ॥
অপঃ শস্ত্রংবিষং মাংসং সোমং গন্ধাংশ্চসর্ব্বশঃ।
ক্ষীরং ক্ষৌদ্রংদধি ঘৃতং তৈলংমধু গুড়ং কুশান্ ॥
অরণ্যাংশ্চ পশূন্ সর্ব্বান্ দংষ্ট্রিণশ্চ বয়াংসি চ।
মদ্যং নীলীঞ্চ লাক্ষাঞ্চ সর্ব্বাংশ্চৈকশফাংস্তথা॥

সকল প্রকার রস, সিদ্ধান্ন, তিল, পাথর, লবণ, পশু, মানুষ, সকল প্রকার রক্তবর্ণ বস্ত্র, রক্তবর্ণ না হলেও শণ, ক্ষৌম বস্ত্র ও মেষলোমনির্মিত (কম্বলাদি), ফল, মূল, ওষধি, জল, অস্ত্র, বিষ, মাংস, সোমরস, সকল গন্ধদ্রব্য, ক্ষীর, মক্ষিকা-মধু, দধি, ঘৃত, অন্যপ্রকার মধু, গুড়, কুশ, সকল বন্য পশু, (সিংহাদি) বৃহদ্দন্তবিশিষ্ট পশু, পাখী, মদ, নীলী, গালা, সকল একক্ষুরবিশিষ্ট পশু।

৯০। কামমুৎপাদ্য কৃষ্যান্তু স্বয়মেব কৃষীবলঃ।
বিক্রীণীত তিলান্ শুদ্ধান্ ধর্ম্মার্থমচিরস্থিতান্॥

স্বয়ং কর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন তিল অন্যদ্রব্যের সঙ্গে অমিশ্রিত অবস্থায় (লাভের জন্য) দীর্ঘকাল না রেখে কর্ষক বিক্রয় করতে পারেন।

৯১। ভোজনাভ্যঞ্জনাদ্দানাদ্ যদন্যৎ কুরুতে তিলৈঃ।
কৃমিভুতঃ শ্ববিষ্ঠায়াং পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি॥

ভোজন, মর্দন ও দান ব্যতিরিকে তিল দ্বারা অন্য কিছু (নিষিদ্ধ বিক্রয়াদি) করলে কুকুরের বিষ্ঠায় কৃমি হয়ে পিতৃপুরুষগণ সহ নিমগ্ন হয়।

৯২। সদ্যঃ পততি মাংসেন লাক্ষয়া লবণেন চ।
ত্র্যহেণ শূদ্রো ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ॥

মাংস, গালা ও লবণ বিক্রয়ে ব্রাহ্মণ সদ্য দুগ্ধবিক্রয় হেতু তিন দিনে পতিত হয়।

৯৩। ইতরে পণ্যানাং বিক্রয়াদিহ কামতঃ।
ব্রাহ্মণঃ সপ্তরাত্রেণ বৈশ্যভাবং নিযচ্ছতি॥

অন্য পণ্যদ্রব্যের ইচ্ছাপূর্বক বিক্রয় হেতু ব্রাহ্মণ সাত রাত্রে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়।

৯৪। বসা রসৈর্নির্মাতব্যা ন ত্বেবং লবণং রসৈঃ।
কৃতান্নাঞ্চাকৃতান্নেন তিলা ধানেন তৎসমাঃ॥

রসদ্রব্যের বিনিময়ে রসদ্রব্য হতে পারে, রসদ্রব্যের সঙ্গে লবণের বিনিময় হয় না, সিদ্ধান্নের বিনিময়ে আমান্ন হতে পারে, ধানের সঙ্গে সমপরিমাণ তিলের বিনিময় হতে পারে।

৯৫। জীবেদেতেন রাজন্য সর্বেণাপ্যনয়ংগতঃ।
ন ত্বেব জ্যায়সীং বৃত্তিমভিমন্যত কর্হিচিৎ॥

বিপন্ন ক্ষত্রিয় এই সব উপায়ে জীবনধারণ করতে পারে, কখনও উচ্চতর (ব্রাহ্মণের) বৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করবে না।

৯৬। যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেদূৎকৃষ্টকর্মভিঃ।
তং রাজা নির্দ্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ॥

যে অধম জাতির লোক উৎকৃষ্টজাতির কর্মদ্বারা জীবনধারণ করে, তাকে রাজা নির্ধন করে শীঘ্র নির্বাসিত করবেন।

৯৭। বরংস্বধর্মো বিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
পরধর্ম্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ॥

নিজধর্ম গুণবর্জিত হলেও ভাল, পরের ধর্ম সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হলেও ভাল নয়, অপরের ধর্মানুসারে জীবনধারণ করলে (মানুষ) তৎক্ষণাৎ জাতিভ্রষ্ট হয়।

৯৮। বৈশ্যোঽজীবন্ স্বধর্ম্মেন শূদ্রবৃত্ত্যাপি বর্ত্তয়েৎ।
অনাচরন্নকার্যাণি নিবর্ত্তেত চ শক্তিমান্॥

শক্তিমান্ বৈশ্য স্বধর্মদ্বারা জীবিকানির্বাহে অক্ষম হলে (ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি অকর্ম না করে) শূদ্রবৃত্তি অবলম্বনেও জীবনধারণ করবে।

৯৯। অশক্নুবংস্তু শুশ্রূষাং শূদ্রঃ কর্ত্তুং দ্বিজন্মনাম্।
পুত্রদারাত্যয়ং প্রাপ্তো জীবেৎ কারুককর্ম্মভিঃ॥

শূদ্র দ্বিজগণের শুশ্রূষা করতে অক্ষম হলে এবং তার স্ত্রীপুত্র বিপন্ন হলে (সূপকারাদি) কারুকের কর্মদ্বারা জীবনধারণ করবে।

১০০। যৈঃ কর্ম্মভিঃ প্রচরিতৈঃ শুশ্রূষ্যন্তে দ্বিজাতয়ঃ।
তানি কারুককর্ম্মাণি শিল্পানি বিবিধানি চ॥

সে সকল কর্মদ্বারা দ্বিজগণের শুশ্রূষা হয়, সেই বিবিধ কারু কর্ম ও শিল্প (ছুতোর, চিত্রকরাদির কাজ) সে করবে।

১০১। বৈশ্যবৃত্তিমনাতিষ্ঠন্ ব্রাহ্মণঃ স্বে পথি স্থিতঃ।
অবৃত্তিকর্ষিতঃ সীদন্নিমং ধর্মং সমাচরেৎ॥

ব্রাহ্মণ জীবিকার অভাবে কষ্ট পেলে (ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবৃত্তি) অবলম্বন না করে নিজের বৃত্তিতে থেকে এই (বক্ষ্যমাণ) ধর্ম আচরণ করবেন।

১০২। সর্বতঃ প্রতিগৃহ্লীয়াদ্ব্রাহ্মণশুনয়ং গতঃ।
পবিত্রংদুষ্যতীত্যেতদ্ ধর্মতো নোপপদ্যতে॥

বিপন্ন ব্রাহ্মণ সকলের থেকে প্রতিগ্রহ করবেন; পবিত্র (অপবিত্র সংসর্গে) দূষিত হয়— এই কথা শাস্ত্রসম্মত নয়।[৩]

১০৩। নাধ্যাপনাদ্যাজ্ঞনাদ্বা গহিতাদ্বা প্রতিগ্রহাৎ।
দোষো ভবতি বিপ্রাণাং জ্বলনাম্বুসমা হি তে॥

নিন্দিত ব্যক্তির অধ্যাপনা, যাজন বা তার থেকে প্রতিগ্রহহেতু ব্রাহ্মণদের দোষ হয় না; কারণ, তাঁরা আগুন ও জলের তুল্য।

১০৪। জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোহন্নমত্তি যতস্ততঃ।
আকাশমিব পঙ্কেন ন স পাপেন লিপ্যতে॥

যেমন আকাশ পঙ্কদ্বারা দূষিত হয় না, তেমনই জীবনসংশয়ে (ব্রাহ্মণ) যার তার কাছ থেকে অন্নভক্ষণ করলে পাপলিপ্ত হন না।

১০৫। অজীগর্ত্তং সুতং হন্তমুপাসর্পদ্‌বুভুক্ষিতঃ।
ন চালিপ্যত পাপেন ক্ষুৎপ্রতীকারমাচরন্‌॥

(ঋষি) অজীগর্ত ক্ষুধার্ত হয়ে (শুনঃশেফ নামক) পুত্রকে (বিক্রয় করে এক শত গোলাভের জন্য তাকে) হত্যা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন; তিনি ক্ষুধানিবৃত্তির চেষ্টা করে পাপলিপ্ত হননি।

১০৬। শ্বমাংসমিচ্ছন্নার্ত্তোহত্তুং ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণঃ।
প্রাণানাং পরিরক্ষার্থং বামদেবো ন লিপ্তবান্‌॥

ক্ষুধার্ত, ধর্মাধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বামদেব প্রাণরক্ষার জন্য কুকুরের মাংস ভক্ষণে ইচ্ছুক হয়ে পাপলিপ্ত হননি।

১০৭। ভরদ্বাজঃ ক্ষুধার্তস্তু সপুত্রো বিজনে বনে।
বহ্বীর্গাঃ প্রতিজগ্রাহ বৃধোস্তক্ষ্ণো মহাতপাঃ॥

মহাতাপস ভরদ্বাজ নির্জন বনে পুত্রসহ ক্ষুধার্ত হয়ে বৃধুনামক সূত্রধরের নিকট থেকে বহু গাভী প্রতিগ্রহ করেছিলেন।

১০৮। ক্ষুধার্ত্তশ্চাত্তুমভ্যগাদ্বিশ্বামিত্রঃ শ্বজাঘনীম্‌।
চণ্ডালহস্তাদাদায় ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণঃ॥

ক্ষুধার্ত, ধর্মাধর্মে অভিজ্ঞ বিশ্বামিত্র চণ্ডালের হাত থেকে কুকুরের জঘনমাংস নিয়ে খেতে গিয়েছিলেন।

১০৯। প্রতিগ্রহাদ্‌ যাজনাদ্বা তথৈবাধ্যাপনাদপি।
প্রতিগ্রহঃ প্রত্যবরঃ প্রেত্য বিপ্রস্য গর্হিতঃ॥

ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দিত ব্যক্তির থেকে প্রতিগ্রহ, নিন্দিত ব্যক্তির যাজন ও অধ্যাপনা— এইগুলির মধ্যে প্রতিগ্রহ নিকৃষ্ট, পরলোকে গর্হিত (অর্থাৎ নরকজনক)।

১১০। যাজধ্যাপনে নিত্যং ক্রিয়েতে সংস্কৃতাত্মনাম্‌।
প্রতিগ্রহস্তু ক্রিয়তে শূদ্রাদপ্যন্ত্যজমনঃ॥

উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত (দ্বিজগণের) যাজন ও অধ্যাপন করা হয়, প্রতিগ্রহ কিন্তু অন্ত্যজ শূদ্রের থেকেও করা হয়।

১১১। জপহোমৈরপৈত্যেনো যাজনাধ্যাপনৈঃ কৃতম্‌।
প্রতিগ্রহনিমিত্তস্তু ত্যাগেন তপসৈব চ॥

(শুদ্রাদির) যাজন অধ্যাপন (দ্বারা উৎপন্ন) পাপ জপ ও হোমের দ্বারা দূরীভূত হয়, (অসৎ) প্রতিগ্রহজনিত পাপ (প্রতিগৃহীত দ্রব্যের ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা (অপগত হয়)।

১১২। শিলোঞ্ছমপ্যাদদীত বিপ্রোহজীবন্ যতস্ততঃ।
প্রতিগ্রহাচ্ছিলঃ শ্রেয়াংস্ততোহপ্যুঞ্ছঃ প্রশসাতে॥

ব্রাহ্মণ (স্বকর্মদ্বারা) জীবনধারণে অক্ষম হলে যেখানে সেখানে শিলোঞ্ছও গ্রহণ করবেন। প্রতিগ্রহ অপেক্ষা শিল,[৪] শিল অপেক্ষা উঞ্ছ[৫] প্রশস্ত।

১১৩। সীদদ্ভিঃ কৃপামিচ্ছদ্ভির্ধনে বা পৃথিবীপতিঃ।
যাচ্যঃ স্যাৎ স্নাতকৈর্বিপ্রেরদিৎসংস্ত্যাগমর্হতি॥

স্নাতক ব্রাহ্মণ (ধনাভাবে) কষ্ট পেলে (সোনারূপা ছাড়া ধান, কাপড় প্রভৃতি) কুপ্য দ্রব্য অথবা (যাগাদির উপযুক্ত) ধন (শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনকারী) ক্ষত্রিয়ের কাছে যাচ্ঞা করবেন; যে দিতে না চায় সে ত্যাগযোগ্য।

১১৪। অকৃতঞ্চ কৃতাৎ ক্ষেত্রাদ্গৌরজাবিকমেব চ।
হিরণ্যং ধানমন্নঞ্চ পূর্ব্বং পূর্ব্বমদোষবৎ॥

যে ক্ষেত্রে শস্য বপন করা হয়েছে, তার থেকে যাতে বপন করা হয়নি (তা প্রতিগ্রহে শ্রেয়)—(ঐ ক্ষেত্র), গাভী, পাঁঠা, ভেড়া, সোনা, ধান, অন্ন— এইগুলির মধ্যে (প্রতিগ্রহের ব্যাপারে) পূর্ব পূর্বটি অদুষ্ট।

১১৫। সপ্ত বিত্তাগমা ধর্ম্মা দায়ো লাভঃ ক্রয়ো জয়ঃ।
প্রয়োগঃ কর্মযোগশ্চ সৎপ্রতিগ্রহ এব চ॥

সাত প্রকার ধনাগমেব উপায় ধর্মসম্মত— দায় (উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত), লাভ, ক্রয়, জয়লব্ধ, বিনিয়োগ (থেকে প্রাপ্ত বৃদ্ধি বা সুদ) ও সংপ্রতিগ্রহ।

১১৬। বিদ্যা শিল্পং ভৃতিঃ সেবা গোরক্ষ্যংবিপণিঃ কৃষিঃ।
ধৃতির্ভৈক্ষ্যংকুসীদঞ্চ দশ জীবনহেতবঃ॥

বিদ্যা, শিল্প, ভৃত্যভাবে বেতন গ্রহণ, সেবা, গোপালন, বাণিজ্য, কৃষি, সন্তোষ (এতে অল্পের দ্বারা বাঁচা যায়), ভিক্ষা, সুদ— এই দশটি জীবিকা।

১১৭। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি বৃদ্ধিংনৈব প্রযোজয়েৎ।
কামন্তু খলু ধর্ম্মার্থং দদ্যাং পাপীয়সেহল্পিকাম্॥

ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় সুদে টাকা খাটাবেন না, অবশ্য ধর্মকার্যের জন্য নিকৃষ্ট কর্মকারীকে অল্প সুদে (ধার দিতে পারেন)।

১১৮। চতুর্থমাদদানোহপি ক্ষত্রিয়ো ভাগমাপদি।
প্রজা রক্ষন্ পরং শক্ত্যা কিল্বিষাৎ প্রতিমুচ্যতে॥

আপদ্কালে যথাশক্তি প্রজাবক্ষণকারী ক্ষত্রিয় (রাজা) (ধানের) চতুর্থভাগ গ্রহণ করেও (অধিককরগ্রহণ রূপ) পাপ থেকে মুক্ত হন।

১১৯। স্বধর্ম্মো বিজয়স্তস্য নাহবে স্যাৎপরাঙ্মুখঃ।
শস্ত্রেণ বৈশ্যান্ রক্ষিত্বা ধর্ম্ম্যমাহারয়েদ্বলিম্॥

(যুদ্ধে) জয়লাভ তাঁর নিজধর্ম, যুদ্ধে তিনি পরাঙ্মুখ হবেন না। অস্ত্রদ্বারা বৈশ্যদের রক্ষা করে তিনি ধর্মসম্মত কর আদায় করবেন।

১২০। ধান্যেহষ্টমং বিশাং শুল্কং বিংশং কার্ষাপণাবরম্।
কর্ম্মোপকরণাঃ শূদ্রাঃ কারবঃ শিল্পিনস্তথা॥

(আপদ্কালে) বৈশ্যদের ধানের অষ্টমভাগ, স্বর্ণাদিকার্ষাপণ পর্যন্ত বস্তুর বিভাগের এক ভাগ কর হবে। (আপদে অনাপদে শূদ্র, কারুক ও শিল্পীরা কর্মদ্বারা (রাজার উপকার করে, অর্থাৎ তারা কর না দিয়ে বিনা বেতনে, রাজার কিছু কাজ করে দেয়।

১২১। শূদ্রস্তু বৃত্তিমাকাংক্ষন্ ক্ষত্রমারাধয়েদ্ যদি।
ধনিনং বাপ্যুপারাধ্য বৈশ্যং শূদ্রো জিজীবিষেৎ॥

শূদ্র (ব্রাহ্মণসেবার অভাবে) জীবিকা চাইলে ক্ষত্রিয়সেবা করবে, তদভাবে ধনী বৈশ্যের সেবা করবে।

১২২। স্বর্গার্থমুভয়ার্থং বা বিপ্রানারাধয়েত্তু সঃ।
জাতব্রাহ্মণশব্দস্য সা হস্য কৃতকৃত্যতা॥

সে স্বর্গের বা স্বর্গ ও স্ববৃত্তি উভয়ের জন্য ব্রাহ্মণের সেবা করবে। সে ব্রাহ্মণাশ্রিত—এই শব্দদ্বারা তার কৃতার্থতা হয়।

১২৩। বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টংকর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
যদতোহন্যদ্ধি কুরুতে তদ্ভবত্যস্য নিষ্ফলম্॥

ব্রাহ্মণের সেবাই শূদ্রের বিশিষ্ট কর্ম বলে কথিত হয়। এ ছাড়া সে যা করে, তা নিষ্ফল হয়।

১২৪। প্রকল্প্যা তস্য তৈর্বৃত্তিঃ স্বকুটুম্বাদ্যযথার্হতঃ।

শক্তিঞ্চাবেক্ষ্য দাক্ষ্যঞ্চ ভৃত্যানাঞ্চ পরিগ্রহম্॥

ব্রাহ্মণ শূদ্রের সেবাসামর্থ্য, দক্ষতা ও পোষ্যবর্গের সংখ্যা বিবেচনা করে তার যোগ্য জীবিকা স্থির করবেন।

১২৫। উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।
পুলাকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ॥

(ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্রকে) উচ্ছিষ্ট অন্ন, জীর্ণবস্ত্র, অসার ধান ও জীর্ণ পরিচ্ছদ দেয়।

১২৬। ন শূদ্রে পাতকংকিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতি।
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মেঽস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনম্॥

শূদ্রের (নিষিদ্ধদ্রব্যভক্ষণে) কোন পাপ নেই, সে (উপনয়নাদি) সংস্কারের যোগ্য নয়, ধর্মে তার অধিকার নেই, (শূদ্রের জন্য বিহিত পাকযজ্ঞাদি) ধর্ম থেকে তার নিষেধ নেই।

১২৭। ধর্মেপ্সবস্তু ধর্মজ্ঞাঃ সংবৃত্তমনুষ্ঠিতাঃ।
মন্ত্রবর্জ্জং ন দুষ্যন্তি প্রশংসাং প্রাপ্লুবন্তি চ॥

ধর্মকামী ধর্ম সজ্জনের আচারপরায়ণ শূদ্রগণ (নমস্কারমন্ত্র ব্যতীত) মন্ত্র ছাড়া (পাকযজ্ঞাদি করে) অপরাধী হয় না বরং প্রশংসা পায়।

১২৮। যথা যথা হি সদ্‌বৃত্তমাতিষ্ঠত্যনসূয়কঃ।
তথাতথেমং চামুং চ লোকং প্রাপ্নোত্যনিন্দিতঃ॥

পরজনের অনিন্দুক শূদ্র যেমন যেমন সদাচার অবলম্বন করে, অনিন্দিত হয়ে সে তেমন তেমন ইহলোকে প্রশংসা ও পরলোকে স্বর্গাদিলোক প্রাপ্ত হয়।

১২৯। শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্য্যো ধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণনেব বাধতে॥

শূদ্র সক্ষম হলেও ধনসঞ্চয় করবে না। কারণ, শূদ্র ধন লাভ করে (গর্ব্ববশে) ব্রাহ্মণদেরই পীড়া দেয়।

১৩০। এতে চতুর্ণাং বর্ণানামাপদ্ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
যান্ সমগতুতিষ্ঠন্তো ব্রজন্তি পরমাংগতিম্॥

চার বর্ণের এই আপদ্ধর্মসমূহ বলা হল, যেগুলি যথাযথভাবে আচরণ করে তারা শ্রেষ্ঠ গতি (মোক্ষ) লাভ করে।

১৩১। এষ ধর্ম্মবিধিঃ কৃৎস্নশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য কীর্ত্তিতঃ।

অতঃপরংপ্রবক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তবিধিং শুভম্॥

চার বর্ণের এই সমগ্র ধর্মবিধি উক্ত হল। এর পরে মঙ্গলকর প্রায়শ্চিত্তবিধি বলব।

মানবধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্ত সংহিতায় দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

পাদটীকা

১ অম্বাষ্ঠাদি সংকর জাতি, বর্ণ নয়।

২ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর সন্তান, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান, বৈশ্যের বৈশাজাত সন্তান— তিনটি, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ার, ব্রাহ্মণ-বৈশ্যার এবং ক্ষত্রিয়-বৈশ্যার সন্তান—তিনটি।

৩ তাৎপর্য— যেমন পবিত্র গঙ্গাদির জল অপবিত্র হলের বারা দূষিত হয় না, তেমনই স্বভাবতঃ পবিত্র ব্রাহ্মণ নিশ্চিত ব্যক্তিব থেকে প্রতিগ্রহদ্বারা দূষিত হয় না।

৪ শব্দকোষ দ্রঃ।

৫ ঐ।

একাদশ অধ্যায়

১- সান্তানিকং যক্ষ্যমাণমধ্বগং সর্ব্ববেদসম্।
২। গুর্ব্বর্থং পিতৃমাত্রর্থং স্বাধ্যায়ার্থ্যুপতাপিনঃ ॥
নবৈতান্ স্নাতকান্ বিদ্যাদ্ব্রাহ্মণান ধর্ম্মভিক্ষুকান্।
নিঃস্বেভ্যো দেয়ামেতেভ্যো দানং বিদ্যাবিশেষতঃ ॥

বিবাহার্থী, (জ্যোতিষ্টোমাদি) যাগকারী, পথিক, সর্বদক্ষিণ বিশ্বজিৎত্যাগ যিনি করেছেন, যিনি গুরুর গ্রাসাচ্ছাদনার্থে চান, যিনি পিতামাতার ভরণপোষণের জন্য চান, বেদবিদ্যাকালীন বাস্ত্রাদিপ্রার্থী, রোগী—এই নয়জন ব্রাহ্মণকে ধর্মভিক্ষাশীল স্নাতক বলে জানবে। এরা নিঃস্ব হলে বিদ্যাবত্তানুসারে এদের দান করা উচিত।

৩। এতেভ্যো হি দ্বিজাগ্র্যেভ্যা দেয়মন্নং সদক্ষিণম্।
ইতরেভ্যো বহির্ব্বেদি কৃতান্নং দেয়মুচ্যতে॥

এই ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাযুক্ত অন্ন দেয়। অন্যদের বেদির বাইরে সিদ্ধান্ন দেয়।

৪। সর্ব্বরত্নানি রাজা তু যথার্হং প্রতিপাদয়েৎ।
ব্রাহ্মণান্ বেদবিদুষো যজ্ঞার্থঞ্চৈব দক্ষিণাম্ ॥

রাজা যজ্ঞোপযোগী সকল রত্ন ও যজ্ঞার্থ দক্ষিণা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করাবেন।

৫। কৃতদারোহপবান্ দারান্ ভিক্ষিত্বা যোহধিগচ্ছতি।
রতিমাত্রং ফলং তস্য দ্রব্যাদাতুস্তু সন্ততিঃ॥

বিবাহিত ব্যক্তি (সন্তানের প্রয়োজন ব্যতিরেকে) ভিক্ষাদ্বারা অপর দারপরিগ্রহ করলে সেই স্ত্রী কেবল রতিমাত্রফল, তাতে উৎপন্ন সন্তান ধনদাতার (উৎপাদকের নয়)।

৬। ধনানি তু যথাশক্তি বিপ্রেষু প্রতিপাদয়েৎ।
বেদবিৎসু বিবিক্তেষু প্রেত্য স্বর্গং সমস্নুতে॥

শক্তি অনুসারে ধন বেদজ্ঞ ও পুত্রকলত্রাদিতে আসক্ত ব্রাহ্মণকে দেয় (অহলে দাতা) পরলোকে স্বর্গলাভ করেন।

৭। যস্য ত্রৈবার্ষিকং ভক্তং পর্য্যাপ্তং ভৃত্যবৃত্তয়ে।
অধিকং বাপি বিদ্যেত স সোমং পাতুমর্হতি॥

যার পোষ্য পালনের উপযুক্ত তিন বৎসরের অন্ন বা তদধিক (সঞ্চিত) থাকে, তার (কাম্য) সোম্যাগ করা উচিত।

৮। অতঃ স্বল্পীয়সি দ্রব্যে যঃ সোমং পিবতি দ্বিজঃ।
স পীতনোমপুর্ব্বোহপি ন তস্যাপ্নোতি তৎফলম ॥

এর কম দ্রব্য থাকলে যে সোময়াগ করে, তার পূর্বে সোমযাগ করা থাকলেও সেই যজ্ঞফল হয় না।

৯। শক্তঃ পরজন দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি।
মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্ম্মপ্রতিরূপকঃ॥

(মাতা পিতা প্রভৃতি) স্বজন কষ্টে থাকলেও যদি সক্ষম ব্যক্তি অপরকে ধনদান করে, তাহলে তা আপাতমধুর (অন্তে) বিষাস্বাদ, তা ধর্মের প্রতিরূপ (মাত্র, ধর্ম নয়)।

১০। ভৃত্যানামুপরোধেন যৎ করোত্যৌধ্বদেহিক।
তদ্ভবত্যসুখোদর্কং জীবতশ্চ মৃতস্য চ॥

অবশ্যপালনীয় ব্যক্তিদের কষ্ট দিয়ে (ধর্মবুদ্ধিতে) যে পারলৌকিক (দানাদি) ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তা কি জীবিত কি মৃত লোকের পরিণামে দুঃখকর হয়।

১১- যশ্চেৎ প্রতিরুদ্ধঃ স্যাদেকেনাঙ্গেন যজ্বনঃ।
১২। ব্রাহ্মণস্য বিশেষণ ধার্ম্মিকে সতি রাজনি॥

যো বৈশ্যঃ স্যাদ্বহুপশুর্হীনক্রতুরসোমপঃ।
কুটুম্বাৎ তস্য তদ্দ্রব্যমাহরেদ্‌যজ্ঞসিদ্ধয়ে॥

ধার্মিক রাজা থাকতে (ক্ষত্রিয়ের) বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের যজ্ঞ একাঙ্গে অসম্পূর্ণ হলে যে বৈশ্যের বহু পশু থাকে, যে বৈশ্য (পঞ্চমহাযজ্ঞাদি) ক্রিয়াহীন ও অসোমযাজী তার গৃহ থেকে যজ্ঞসিদ্ধির জন্য সেই দ্রব্য আহরণ করবে।

১৩। আহরেৎ ত্রীণি বা দ্বে বা কামং শূদ্রস্য বেশ্মনঃ।
ন হি শূদ্রস্য যজ্ঞেষু কশ্চিদস্তি পরিগ্রহঃ॥

তিন বা দুইটি দ্রব্য (হেতু অঙ্গবৈকল্য হলে) ইচ্ছামত (বৈশ্যাভাবে) শূদ্রগৃহ থেকে তা আহরণ করবে; কারণ, শূদ্রের কোন যজ্ঞসম্বন্ধ নেই।

১৪। যোহনাহিতাগ্নিঃ শতগুরযজ্বা চ সহস্রগুঃ।
তয়োরপি কুটুম্বাভ্যামাহরেদবিচারয়ন্॥

যে নিরগ্নিক ব্যক্তি একশত গাভীর অধিকারী বা যে সাগ্নিক অথচ অসোম্যজী ও সহস্র গাভীর অধিকারী, তাদের বাড়ী থেকেও নির্বিচারে দ্রব্য আহরণ করবে।

১৫। আদাননিত্যাচ্চাদাতুরাহরেদপ্রযচ্ছতঃ।
তথা যশোহস্য প্রথতে ধর্ম্মশ্চৈব প্রবর্দ্ধতে॥

যে (প্রতিগ্রহাদি দ্বারা) নিত্য ধনসঞ্চয় করে অথচ ইষ্টাপূর্ত দানরহিত ও (যজ্ঞার্থে যাচ্ঞা করলেও কিছু) দেয় না, তার থেকে দ্রব্য আহরণে যশ ও ধর্ম বৃদ্ধি হয়।

১৬। তথৈব সপ্তমে ভক্তে ভক্তানি ষড়শ্নতা।
অশ্বস্তনবিধানেন হর্ত্তব্যং হীনকর্ম্মণঃ॥

সপ্তম ভোজনকালে (অর্থাৎ প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় দুইবার হিসাবে তিন দিন উপবাসী থেকে চতুর্থ দিন প্রাতে) অভুক্ত থেকে দানাদিধর্মরহিত ব্যক্তির থেকে এমন খাদ্য আহরণীয় যা পরের দিন পর্যন্ত থাকে না। (অর্থাৎ মাত্র একদিনের খাদ্য আহরণীয়)।

১৭। খলাৎ ক্ষেত্রাদগারাদ্বা যতো বাপ্যুপলভ্যতে।
আখ্যাতব্যস্তু তৎ তস্মৈ পৃচ্ছতে যদি পৃচ্ছতি॥

(উল্লিখিত প্রয়োজনে উক্ত ব্যক্তিদের) ধান্যাদিমর্দনস্থান, ক্ষেত্র বা যেখান থেকেই ধান্য লব্ধ হয়, তা ক্ষেত্রস্বামী জিজ্ঞাসা করলে তাকে বলতে হবে।

১৮। ব্রাহ্মণস্বং ন হর্ত্তব্যং ক্ষত্রিয়েণ কদাচন।

দস্যুনিক্রিয়য়োস্তু স্বমজীবন্ হর্তুমর্হতি॥

ব্রাহ্মণের দ্রব্য ক্ষত্রিয় কখনও হরণ করবে না। জীবিকা না থাকলে কদাচারী অনাচারী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় থেকে ক্ষত্রিয় দ্রব্য হরণ করতে পারে।

১৯। যোঽসাধুভ্যোঽর্থমাদায় সাধুভ্যঃ সম্প্রযচ্ছতি।
স কৃত্বা প্লবমাত্মানং সারয়তি তাবভৌ॥

যে অসাধু ব্যক্তির থেকে ধন গ্রহণ করে সজ্জনকে দান করে, সে নিজেকে ভেলা করে সেই দুইজনকে দুঃখমুক্ত করে।

২০। যদ্ধনং যজ্ঞশীলানাং দেবস্বং তদ্বিদুর্বুধাঃ।
অযজ্বনান্তু যদ্বিত্তমাসুরস্বং তদুচ্যতে॥

যজ্ঞশীল ব্যক্তিদের ধন দেবতার সম্পত্তি বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। যারা যজ্ঞশীল নয়, তাদের বিত্ত আসুর বলে কথিত হয়।

২১। ন তস্মিন্ ধারয়েদ্দন্ডং ধার্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ।
ক্ষত্রিয়স্য হি বালিশ্যাদ্ব্রাহ্মণঃ সীদতি ক্ষুধা॥

ধার্মিক রাজা (উক্ত প্রয়োজনে উল্লিখিত প্রকারে যে দ্রব্যহরণ করে) তাকে দণ্ড দিবেন না; কারণ, ক্ষত্রিয় (রাজার) মূর্খতা হেতু ব্রাহ্মণ ক্ষুধাপীড়িত হয়।

২২। তস্য ভৃত্যজনং জ্ঞাত্বা স্বকুটুম্বান্ মহীপতিঃ।
শ্রুতশীলে চ বিজ্ঞায় বৃত্তিং ধর্ম্ম্যাং প্রকল্পয়েৎ॥

উক্তরূপ ব্রাহ্মণের পোষ্যবর্গ ও বিদ্যা, চরিত্র জেনে (তাঁর) ধর্মসম্মত জীবিকার ব্যবস্থা করবেন

২৩। কল্পয়িত্বাস্য বৃত্তিঞ্চ রক্ষেদেনং সমন্ততঃ।
রাজাহি ধর্ম্মষড্ভাগং তস্মাৎ প্রাপ্নোতি রক্ষিতাৎ॥

তাঁর জীবিকা দিয়ে (তাঁকে) সর্বপ্রকারে এইরূপে রক্ষা করবেন; কারণ, রাজা সেই রক্ষিত ব্যক্তির থেকে ধর্মের ষষ্ঠভাগ প্রাপ্ত হন।

২৪। ন যজ্ঞার্থং ধনং শূদ্রাদ্বিপ্রো ভিক্ষেত কর্হিচিৎ।
যজমানো হি ভিক্ষিত্বা চণ্ডালঃ প্রেত্য জায়তে।

যজ্ঞের জন্য শূদ্রের থেকে ব্রাহ্মণ কখনও ধন ভিক্ষা করবেন না; কারণ, যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ (এইরূপ) ভিক্ষা করে পরলোকে চণ্ডাল হয়ে জন্মেন।

২৫। যথার্থমর্থং ভিক্ষিত্বা যো ন সর্ব্বং প্রযচ্ছতি।
স যাতি ভাসতাং বিপ্রঃ কাকতাং বা শতং সমাঃ॥

যজ্ঞের জন্য অর্থ ভিক্ষা করে যিনি (ভিক্ষালব্ধ) সকল অর্থ ব্যয় করেন না, সেই ব্রাহ্মণ একশত বৎসর ভাসত্ব (শকুন) বা কাকত্ব প্রাপ্ত হন।

২৬। দেবস্বং ব্রাহ্মণস্বং বা লোভেনোপহিনস্তি যঃ।
স পাপাত্মা পরে লোকে গৃধ্রোচ্ছিষ্টেন জীবতি॥

দেবতার বা ব্রাহ্মণের ধন যে লোভ হেতু অপহরণ করে, সেই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি পরলোকে গৃধ্রের উচ্ছিষ্টভোজনে জীবনধারণ করে।

২৭। ইষ্টিং বৈশ্বানরীং নিত্যং নির্ব্বপেদপর্য্যয়ে।
কুপ্তানাং পশুসোমানাং নিষ্কৃত্যর্থসম্ভবে॥

বিহিত পশুযাগ ও সোমবাগ অসম্ভব হলে তার অকরণ-দোষক্ষালনের জন্য বৎসর সমাপ্তির পবে দ্বিতীয়বর্ষের প্রারম্ভে সর্বদা (শূদ্রের থেকেও ধন গ্রহণ করে) বৈশ্বানরী ইষ্টি করবেন।

২৮। আপৎকল্পেন যো ধর্ম্মং কুরুতেইনাপদি দ্বিজঃ।
স নাপ্নোতি ফলং তস্য পরত্রেতি বিচারিতম্॥

যে দ্বিজ আপদ্‌কালে বিহিত ধর্ম আপদ্‌কাল ভিন্ন অন্য সময়ে আচরণ করেন, তিনি পরলোকে তার ফললাভ করেন না—এই সিদ্ধান্ত।

২৯। বিশ্বৈশ্চ দেবৈঃ সাধ্যৈশ্চ ব্রাহ্মণৈশ্চ মহর্ষিভিঃ।
আপৎসু মরণাম্ভীতৈর্বিধেঃ প্রতিনিধিঃ কৃতঃ॥

বিশ্বদেব নামক দেবতা, সাধ্যগণ, মরণভয়ে ভীত ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ আপদ্‌কালে (সোমাদি যাগের) প্রতিনিধিরূপে (বৈশ্বানরী প্রভৃতি ইষ্টির) অনুষ্ঠান করেছেন।

৩০। প্রভুঃ প্রথমকল্পস্য যোহনুকল্পেন বর্ত্ততে।
ন সাম্পায়িকং তস্য দুর্ম্মতের্বিদ্যতে ফলম্॥

যে লোক প্রথমকল্পের কর্ম করতে সক্ষম হয়ে (আপদ্‌কালে বিহিত) প্রতিনিধি দ্বারা অনুষ্ঠান করে, সেই দুর্মতির পারলৌকিক উন্নতিরূপ ফল ও প্রত্যবায় পরিহার হয় না।

৩১। ন ব্রাহ্মণো বেদয়েত কিঞ্চিদ্রাজনি ধর্ম্মবিৎ।
স্ববীর্য্যেণৈব তান্ শিষ্যান্মানবানপকারিণঃ॥

ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ (তাঁর প্রতি কেউ অপরাধ করলে) কিছুই রাজাকে জানাবেন না, নিজের শক্তি দ্বারাই অপকারিগণকে শাসন করবেন।

৩২। স্ববীর্যাদ্রাজবীর্য্যাচ্চ স্ববীর্য্যং বলবত্তরম্।
তস্মাৎ স্বেনৈব বীর্য্যেণ নিগৃহ্নীয়াদরীন্ দ্বিজঃ॥

নিজের ও রাজার শক্তির মধ্যে নিজের শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক বলযুক্ত; সুতরাং, নিজের শক্তিদ্বারাই দ্বিজ শত্রুদের নিগৃহীত করবেন।

৩৩। শ্রুতীরথর্ব্বাঙ্গিরসীঃ কুর্য্যাদিত্যবিচারয়ন্।
বাক্শস্ত্রং বৈ ব্রাহ্মণস্য তেন হন্যাদরীন্ দ্বিজঃ॥

অথর্ববেদোক্ত আঙ্গিরসী শ্রুতি (অর্থাৎ অভিচার মন্ত্র) নির্বিচারে পাঠ করবেন। ব্রাহ্মণের বাক্যই অস্ত্র, তার দ্বারা দ্বিজ শত্রুদের হত্যা করবেন।

৩৪। ক্ষত্রিয়ো বাহুবীর্য্যের্ণ তরেদাপমাত্মনঃ।
ধনেন বৈশ্যশূদ্রৌ তু জপহ্যেমৈর্দ্বিজোত্তমঃ॥

ক্ষত্রিয় বাহুবলের দ্বারা, বৈশ্য ও শূদ্র ধনের দ্বারা, ব্রাহ্মণ জপ হোমের দ্বারা নিজের বিপদ অতিক্রম করবেন।

৩৫। বিধাতা শাসিতা বক্তা মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে।
তস্মৈ নাকুশলং ব্রয়ান্ন শুষ্কাং গিরমীরয়েৎ ॥

ব্রাহ্মণ বিধাতা, শাসক, বক্তা (প্রায়শ্চিত্তাদির উপদেষ্টা) ও মৈত্র (সকলের হিতকারী) বলে এ কথিত হন। তাঁকে অনিষ্ট বা রুক্ষ কথা বলবে না।

৩৬। ন বৈ কন্যা ন যুবতির্নাল্পবিদ্যা ন বালিশঃ।
হোতা স্যাগ্নিহোত্রস্য নার্ত্তো নাসংস্কৃতস্তথা॥

কন্যা, যুবতী, অল্পবিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তি, মূর্খ, রোগাদি পীড়িত ব্যক্তি ও অনুপনীত ব্যক্তি হোম করবে না।

৩৭। নরকে হি পতন্ত্যেতে জুহন্তঃ স চ যস্য তৎ।
তস্মাদ্বৈতানকুশলো হোতা স্যাদ্বেদপারগঃ॥

এই (উক্ত) ব্যক্তিরা হোম করলে তারা এবং যার জন্য করে সে নরকে পতিত হয়। সুতরাং, হোতা হবেন শ্রৌতকর্মে প্রবীণ ও বেদে পারদর্শী।

৩৮। প্রাজাপত্যমদত্ত্বাশ্বমগ্ন্যাধেয়স্য দক্ষিণাম্।
অনাহিতাগ্নির্ভবতি ব্রাহ্মণো বিভবে সতি॥

সম্পত্তি থাকতে যে প্রজাপতি-দেবতাকে অশ্ব দক্ষিণা না দেয়, সে অগাধানের ফল না পেয়ে নিরগ্নি থাকে।

৩৯। পুণ্যান্যন্যানি কুর্ব্বীত শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ন ত্বল্পদক্ষিণৈর্যজ্ঞৈর্যজেতেহ কথঞ্চন॥

শ্রদ্ধাবান্ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অন্য পুণ্যকর্ম করবেন, কিন্তু, কোন প্রকারেই অল্পদক্ষিণা দিয়ে যজ্ঞ করবেন না।

৪০। ইন্দ্রিয়াণি যশঃ স্বর্গমায়ুঃ কীর্ত্তিং প্রজাঃ পশূন্।
হন্ত্যল্পদক্ষিণো যজ্ঞস্তস্মান্নাল্পধনো যজেৎ॥

অল্প দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ ইন্দ্রিয়, যশ, স্বর্গ, আয়ু, কীর্তি, সন্তান ও পশু নষ্ট করে ; সুতরাং, অল্পধন ব্যক্তি যজ্ঞ করবে না।

৪১। অগ্নিহোত্রপরিধ্যাগ্নীন্ ব্রাহ্মণঃ কামকারতঃ।
চান্দ্রায়ণং চরেন্মসং বীরহত্যাসমং হি তৎ॥

অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছায় হোম না করলে এক মাস (প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ) চান্দ্রায়ণ ব্রত করবেন; হোম না করা পুত্রহত্যাতুল্য।

৪২। যে শূদ্রাদধিগম্যার্থমগ্নিহোত্রমুপাসতে।
ঋত্বিজস্তে হি শূদ্রানাং ব্রহ্মবাদিষু গর্হিতাঃ॥

যাঁরা শূদ্রের থেকে অর্থ গ্রহণ করে অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা শূদ্রদের ঋত্বিক্ এবং বেদবাদিগণের মধ্যে নিন্দিত হন।

৪৩। তেষাং সততমজ্ঞানাং বৃষলাগ্ন্যুপসেবিনাম্।
পদা মস্তকমাক্রম্য দাতা দুর্গাণি সন্তরেৎ॥

সেই অজ্ঞ শূদ্রাগ্নিসেবিগণের মাথায় পা দিয়ে অর্থদাতা (পরলোকে) দুঃখ থেকে ত্রাণ পায়।

৪৪। অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম নিন্দিতঞ্চ সমাচরন্।
প্রসক্তশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ॥

মানুষ বিহিত কর্ম না করে, নিন্দিত কর্ম করে এবং ইন্দ্রিয়ভোগে অত্যাসক্ত হয়ে প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়।

৪৫।　অকামতঃ কৃতে পাপে প্রায়শ্চিত্তং বিদুর্বুধাঃ।
কামকারকৃতেহপ্যাহুরেকে শ্রুতিনিদর্শনাৎ॥

অজ্ঞাতসারে পাপ করা হলে পণ্ডিতগণ প্রায়শ্চিত্ত (করতে) বলেন। কেউ কেউ বৈদিক প্রমাণানুসারে জ্ঞানকৃত পাপেও (প্রায়শ্চিত্তের কথা) বলেছেন।

৪৬।　অকামতঃ কৃতং পাপং বেদাভ্যাসেন শুধ্যতি।
কামতস্তু কৃতং মোহাৎ প্রায়শ্চিত্তৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ॥

অজ্ঞাতসারে কৃত পাপক্ষয় বেদপাঠের দ্বারা হয়। মোহবশতঃ জ্ঞানকৃত পাপ অন্যবিধ প্রায়শ্চিত্তসমূহদ্বারা (ক্ষালিত হয়)।

৪৭।　প্রায়শ্চিত্তীয়তাং প্রাপ্য দৈবাৎ পূর্ব্বকৃতেন বা।
ন সংসর্গং ব্রজেৎ সদ্ভিঃ প্রায়শ্চিত্তেহকৃতে দ্বিজঃ॥

দৈববশতঃ (ইহকালে) বা পূর্বজন্মে কৃত (পাপের জন্য) প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়ে দ্বিজ প্রায়শ্চিত্ত করা না হলে সজ্জনের সংসর্গ করবেন না।

৪৮।　ইহ দুশ্চরিতৈঃ কেচিৎ কেচিৎ পূর্ব্বকৃতৈ স্তথা।
প্রাপ্নুৰন্তি দুরাত্মানো নরা রূপবিপর্য্যয়ম॥

দুরাত্মাদের মধ্যে কেউ ইহকালে কৃত দুষ্কর্ম হেতু কেউ বা পূর্বজন্মকৃত পাপের ফলে বিকৃতরূপ প্রাপ্ত হয়।

৪৯।　সুবর্ণচৌরঃ কৌনখ্যং সুরাপঃ শ্যাবদন্ততাম্।
ব্রহ্মহা ক্ষয়রোগিত্বং দৌশ্চর্ম্মং গুরুতল্পগঃ॥

সোনাচোর কুৎসিত নখবিশিষ্ট, সুরাপায়ী কৃষ্ণবর্ণদন্তবিশিষ্ট, ব্রহ্মঘাতী ক্ষয়রোগী ও গুরুদারগামী দুশ্চর্মা হয়।

৫০।　পিশুনঃ পৌতিনাসিক্যং সুচকঃ পূতিবক্ত্রতাম্।
ধান্যচৌরোহঙ্গহীনত্বমাতিরৈক্যন্তু মিশ্রকঃ॥

যে অপরের দোষ বলে বেড়ায়, তার নাক হয় দুর্গন্ধযুক্ত, যে অপরের দোষ না থাকলেও দোষ খ্যাপন করে তার মুখ দুর্গন্ধযুক্ত হয়, ধান যে চুরি করে সে অঙ্গহীন হয়, যে লোককে ঠকাবার জন্য ধান প্রভৃতির সঙ্গে অন্যদ্রব্য মিশায়, সে হয় অধিকাঙ্গ।

৫১।　অন্নহর্ত্তাময়াবিত্বং মৌক্যং বাগপহারকঃ।
বস্ত্রাপহারকঃ শ্বৈত্র্যং পঙ্গুতামশ্বহারকঃ॥ ৫১

অন্নচোরের অগ্নিমান্দ্য রোগ হয়, গুরুর বিনা অনুমতিতে বেদাধ্যয়নকারী মূক হয়, বস্ত্রচোরের শ্বেতীরোগ হয়, অশ্বচোরের হয় পঙ্গুতা।

৫২। এবং কর্ম্মবিশেষেণ জায়ন্তে সদ্বিগর্হিতাঃ।
জড়মূকান্ধবধিরা বিকৃতাকৃতয়স্তথা॥

এইরূপে বিশেষ কর্মানুসারে, সজ্জনের নিন্দিত জড়বুদ্ধি, মূক, অন্ধ, বধির ও বিকৃতরূপ হয়।

৫৩। চরিতব্যমতো নিত্যং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে।
নিন্দ্যৈর্হি লক্ষণৈর্যুক্তা জায়ন্তেহনিষ্কৃতৈনসঃ॥

অতএব পাপক্ষালনের জন্য সর্বদা প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠেয়। যারা পাপ থেকে মুক্ত হয়নি, তারা নিন্দিতলক্ষণযুক্ত হয়ে জন্মে।

৫৪। ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ॥

ব্রাহ্মণহত্যা, (নিষিদ্ধ) সুরাপান, (ব্রাহ্মণের স্বর্ণের), অপহরণ, গুরুদারগমন ও এদের সংসর্গ—এইগুলি মহাপাতক।

৫৫। অনৃতঞ্চ সমুৎকর্ষে রাজগামি চ পৈশুনম্।
গুরোশ্চালীকনির্ব্বন্ধঃ সমাণি ব্রহ্মহত্যয়া॥

নিজে নিকৃষ্ট হয়েও নিজেকে উৎকৃষ্ট বলা (যেমন অব্রাহ্মণ কর্তৃক আমি ব্রাহ্মণ এইরূপ উক্তি), অপরের যে প্রকার দোষ রাজাকে বললে ঐ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হতে পারে সেইপ্রকার দোষ বলা ও গুরুর সম্বন্ধে মিথ্যাভাষণ ব্রাহ্মণবধের তুল্য।

৫৬। ব্রহ্মোজ্ঝতা বেদনিন্দা কৌটসাক্ষ্যং সুহৃদ্বধঃ।
গর্হিতানাদ্যয়োর্জগ্ধিঃ সুরাপানসমানি ষট্॥

(ব্রাহ্মণ কর্তৃক অধীত) বেদের বিস্মরণ, বেদের নিন্দা, কূটসাক্ষ্য, বন্ধুবধ, নিন্দিত (রসোনাদির) ও অখাদ্য (বিষ্ঠাদির) ভক্ষণ—এই ছয়টি সুরাপানতুল্য।

৫৭। নিক্ষেপস্যাপহরণং নরাশ্বরজতস্য চ।
ভূমি-বজ্র-মণীনাঞ্চ রুক্মস্তেয়সমং স্মৃতম্॥

গচ্ছিত দ্রব্যের অপহরণ, মানুষ, ঘোড়া, রূপা, ভূমি, হীরে ও মণির অপহরণ স্বর্ণাপহরণ সদৃশ।

৫৮। রেতঃসেকঃ স্বযোনীষু কুমারীষ্বন্ত্যজাসু চ।

সখ্যুঃ পুত্রস্য চ স্ত্রীষু গুরুতল্পসমং বিদুঃ॥

সহোদরা ভগিনী, কুমারী, চণ্ডালী বা বন্ধুপুত্রের ভার্যাতে শুক্রনিক্ষেপ গুরুদারগমনতুল্য।

৫৯- গোবধোহযাজ্যসংযাজ্য পারদার্যাত্মবিক্রয়াঃ।
৬৬। গুরুমাতৃপিতৃত্যাগঃ স্বাধ্যায়াগ্ন্যোঃ সুতস্য চ॥
পরিবিত্তিতানুজেহনূঢ়ে পরিবেদনমেব চ।
তয়োর্দানঞ্চ কন্যায়াস্তয়োরেব চ যাজনম্॥
কন্যায়া দূষণঞ্চৈব বার্দ্ধুষ্যং ব্রতলোপনম্।
তড়াগারামদারাণামপত্যস্য চ বিক্রয়ঃ॥
ব্রাত্যতা বান্ধবত্যাগো ভৃত্যাধ্যাপনমেব চ।
ভৃত্যাচাধ্যয়নাদানমপণ্যানাঞ্চ বিক্রয়ঃ॥
সর্ব্বাকরেষ্বধীকারো মহাযন্ত্রপ্রবর্তনম্।
হিংসৌষধীনাং স্ত্র্যাজীবোহভিচাবো মূলকর্ম্ম চ॥
ইন্ধনার্থমশুষ্কাণাং দ্রুমাণামবপাতনম্।
আত্মার্থঞ্চ ক্রিয়ারম্ভো নিন্দিতান্নাদনংতথা॥
অনাহিতাগ্নিতা স্তেয়মৃণানামনপক্রিয়া।
অসচ্ছাস্ত্রাধিগমনং কৌশীলব্যস্য চ ক্রিয়া॥
ধান্য-কুপ্য-পশুস্তেয়ং মদ্যপস্ত্রীষেবণম্।
স্ত্রীশূদ্রবিট্-ক্ষত্রবধো নাস্তিক্যঞ্চোপপাতকম্॥

গোহত্যা, অযাজ্যযাজন, পরদারগমন, আত্মবিক্রয়, গুরু মাতা, পিতা, বেদ, অগ্নি ও পুত্রের ত্যাগ, পরিবিত্তিতা[১], পরিবেদন, এই দুইজনকে কন্যাদান, এদের যাজন, মৈথুন ছাড়া অলিপ্রক্ষেপাদিদ্বারা[২] কন্যাদূষণ, সুদের দ্বারা জীবনধারণ ও ব্রতলোপ (অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর মৈথুন), জলাশয়, উদ্যান, স্ত্রী বা পুত্রের বিক্রয়, ব্রাত্যতা[৩], পিতৃব্যাদিবান্ধবের সেবা না করা, বেতন নিয়ে অধ্যাপনা, বেতন দিয়ে অধ্যয়ন, নিষিদ্ধ দ্রব্যের বিক্রয়, সকল খনিতে (রাজাজ্ঞায়) অধিকার, বৃহৎ সেতু প্রভৃতির প্রবর্তন, ওষধিসমূহের হেদন, ভার্যাদি স্ত্রীকে বেশ্যাবৃত্তি করিয়ে জীবিকার্জন, অভিচার[৪], বশীকরণ, ইন্ধনের জন্য অঞ্চবৃক্ষ ছেদন, নিজের জন্য অনাতুর অবস্থায় দেবপিত্রাদির উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে পাকাদিযজ্ঞের অনুষ্ঠান, নিষিদ্ধ দ্রব্যের ভক্ষণ, অগ্ন্যাধান না করা, চৌর্য, ঋণ শোধ না করা, (বেদ ও স্মৃতিবিরোধী) অসৎ শাস্ত্রের শিক্ষা, নৃত্য গীতবাদ্যদ্বারা জীবিকানির্বাহ, ধান, সোনা, রূপা ছাড়া অন্য ধাতু ও (গবাদি) পশুর অপহরণ, মদ্যপায়িনী স্ত্রী অভিগমন, স্ত্রীলোক, শূদ্র, বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়বধ ও নাস্তিকতা উপপাতক।

৬৭। ব্রাহ্মণস্য রুজঃ কৃত্বা ঘ্রাতিরঘ্রেয়মদ্যয়োঃ।
জৈহ্ম্যঞ্চ মৈথুনং পুংসি জাতিভ্রংশকরং স্মৃতম্॥

(হস্ত বা দণ্ড দ্বারা) ব্রাহ্মণের পীড়ন, ঘ্রাণের অযোগ্য (রসোন, বিষ্ঠাদি) দ্রব্য ও মদের আঘ্রাণ, কুটিলতা, পুরুষের সঙ্গে মৈথুন জাতিভ্রংশকর বলে খ্যাত।

৬৮। খরাশ্বোষ্ট্রমৃগেভানামাজাবিকবধস্তথা।
সঙ্করীকরণং জ্ঞেয়ং মীনাহিমহিষস্য চ॥

গাধা, ঘোড়া, উট, হরিণ, হাতী, ছাগল, ভেড়া, মাছ, সাপ বা মোষবধ সংকরীকরণ নামে খ্যাত।

৬৯। নিন্দিতেভ্যো ধনাদানং বাণিজ্যং শূদ্রসেবনম্।
অপাত্রীকরণং জ্ঞেয়মসত্যস্য চ ভাষণম্॥

নিন্দিত ব্যক্তির থেকে ধনগ্রহণ, বাণিজ্য, শূদ্রসেবা ও মিথ্যাভাষণ অপাত্রীকরণ নামে জ্ঞাতব্য।

৭০। কৃমিকীট-বয়োহত্যা মদ্যানুগতভোজনম্।
ফলৈধঃকুসুমস্তেয়মধৈর্য্যঞ্চ মলাবহম্॥

কৃমি, কীট বা পক্ষীর হত্যা, মদ্যানুগত[৫] দ্রব্যের ভক্ষণ, ফল, জ্বালানী কাঠ বা ফুল চুরি ও অধৈর্য মলাবহ (নামে কথিত)।

৭১। এতান্যেনাংসি সর্ব্বাণি যথোজানি পৃথক্ পৃথক্।
যৈর্যৈর্ব্রতৈরপোহ্যন্তে তানি সম্যঙ্ নিবোধত॥

এই পূর্বোক্ত সকল পাপ যে সকল ব্রত দ্বারা ক্ষালিত হয়, ঐগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উপযুক্তরূপে শুনুন।

৭২। ব্রহ্মহা দ্বাদশ সমাঃ কুটীং কৃত্বা বনে বসেৎ।
ভৈক্ষাশ্যাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং কৃত্বা শবশিরোধ্বজম্॥

ব্রহ্মহত্যাকারী কুটীর নির্মাণ করে (নিহত ব্যক্তির, তদভাবে অন্য মৃতব্যক্তির) মস্তকের কপাল নিয়ে ভিক্ষালব্ধ অন্নাহারে বার বৎসর বনে বাস করবে।

৭৩। লক্ষ্যং শস্ত্রভৃতাং বা স্যাদ্বিদুষামিচ্ছয়াত্মনঃ।
প্রাস্যেদাত্মানমগ্নৌ বা সমিদ্ধে ত্রিরবাক্‌শিরাঃ॥

অথবা যে (যুদ্ধরত) অস্ত্রধারিগণ জানে (যে অপরাধী পাপক্ষয়ের জন্য তাদের লক্ষ্যীভূত হয়েছে) স্বেচ্ছায় (প্রমাদবশতঃ নয়) তাদের বাণের লক্ষ্যীভূত হবে (যতক্ষণ না মরে বা মৃতকল্প হয়), বা নিজেকে প্রজ্বলিত অগ্নিতে মাথা নীচের দিকে রেখে তিনবার নিক্ষেপ করবে।

৭৪। যজেত বাশ্বমেধেন স্বর্জিতা গোসবেন বা।

অভিজিদ্বিশ্বজিদ্ভ্যাং বা ত্রিবৃতাগ্নিষ্টুতাপি বা॥

অথবা অশ্বমেধ, স্বর্জিৎ বা গোসব, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ বা ত্রিরাবৃত্ত অগ্নিষ্টুৎ নামক যাগের দ্বারা (প্রায়শ্চিত্ত করবে)।

৭৫। জপন্ বান্যতমং বেদং যোজনানাং শতং ব্রজেৎ।
ব্রহ্মহত্যাপনোদায় মিতভুঙ্‌নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥

অথবা ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপক্ষয়ের জন্য মিতাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে যে কোন একটি বেদ জপ করতে করতে এক শত যোজন পথ গমন করবে।

৭৬। সর্ব্বস্বং বেদবিদূষে ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ।
ধনং বা জীবনায়ালং গৃহং বা সপরিচ্ছদম্॥

অথবা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের জীবনধারণের উপযোগী সকল ধন বা উপকরণযুক্ত গৃহ দান করবে।

৭৭। হবিষ্যভুগ্‌বানুসরেৎ প্রতিস্রোতঃ সরস্বতীম্।
জপেদ্বা নিয়ুতাহাবস্ত্রির্বৈ বেদস্য সংহিতাম্॥

অথবা হবিষ্যান্নভোজী হয়ে (বিখ্যাত প্লক্ষপ্রস্রবণবধি পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত) স্রোতে সরস্বতী নদীতে গমন করবে বা মিতাহারী হয়ে তিনবার বেদপাঠ করবে।

৭৮। কৃতবাপনো নিবসেদ্ গ্রামান্তে গোব্রজেহপি বা।
আশ্রমে বৃক্ষমূলে বা গোব্রাহ্মণহিতে রতঃ॥

অথবা ছিন্নকেশনখশ্মশ্রু হয়ে গাভী ও ব্রাহ্মণের হিতে রত থেকে গ্রামপ্রান্তে গোচারণভূমিতে আশ্রমে বা বৃক্ষমূলে বাস করবে।

৭৯। ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা সদ্যঃ প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া গোপ্তা গোর্ব্রাহ্মণস্য চ॥

গাভী ও ব্রাহ্মণের রক্ষক ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণ বা গাভীর জন্য সদ্য প্রাণত্যাগ করে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হয়।

৮০। ত্র্যবরং প্রতিযোদ্ধা বা সর্ব্বস্বমবজিত্য বা।
বিপ্রস্য তন্নিমিত্তে বা প্রাণলাভেহপি বিমুচ্যতে॥

(চোরাদি ব্রাহ্মণের সর্বস্ব অপহরণ করতে থাকলে তা উদ্ধার করার জন্য) অন্ততঃ তিনবার যুদ্ধ করে (অকৃতকার্য হলেও) বা (হৃত) ধন উদ্ধার করলে বা সেই জন্য (ধনাধিকারী স্বয়ং যুদ্ধ করে মরণাপন্ন হলে তাঁকে হৃতধনের সমপরিমাণ ধন দিয়ে) বাঁচালে পাপমুক্ত হবে।

৮১। এবং দৃঢ়ব্রতো নিত্যং ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
সমাপ্তে দ্বাদশে বর্ষে ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥

এইরূপে সর্বদা স্ত্রীসম্ভোগাদিরহিত হয়ে নিয়মপালনপূর্বক সংযতচিত্ত হয়ে বার বৎসর সমাপ্ত হলে (ব্রহ্মম) ব্রহ্মহত্যার পাপনাশ করে।

৮২। শিষ্টা বা ভূমিদেবানাং নরদেবসমাগমে।
স্বমেনোহবভৃথস্নাতো হয়মেধে বিমুচ্যতে॥

ক্ষত্রিয় যজমান কর্তৃক আরব্ধ যে অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) আছেন, ঐ যজ্ঞে এসে ব্রহ্মহত্যাকারী নিজের পাপ নিবেদন করে অবভৃথ স্নান করলে পাপ মুক্ত হয়।

৮৩। ধর্ম্মস্য ব্রাহ্মণো মূলমগ্রং রাজন্য উচ্যতে।
তস্মাৎ সমাগমে তেষামেনো বিখ্যাপ্য শুধ্যতি॥
ধর্মের মূল ব্রাহ্মণ ও অগ্রভাগ ক্ষত্রিয় বলে কথিত। অতএব তাদের সমাগমস্থলে পাপ ঘোষণা করে (পাপী) পাপমুক্ত হয়।

৮৪। ব্রাহ্মণঃ সম্ভবেনৈব দেবানামপি দৈবতম্।
প্রমাণঞ্চৈব লোকস্য ব্রহ্মাত্রৈব হি কারণম্॥

ব্রাহ্মণ জন্মের দ্বারাই দেবগণেবও দেবতা হন এবং লোকের নিকট (তাঁর উপদেশ) প্রামাণ্য; বেদ এই বিষয়ে কারণ (অর্থাৎ, ব্রাহ্মণের উপদেশ বেদমূলক)।

৮৫। তেষাং বেদবিদো ব্রূয়ুস্ত্রয়োহপ্যেনঃসু নিষ্কৃতিম্।
সা তেযাং পাবনায় স্যাৎ পবিত্র বিদুষাং হি বাক্॥

সেই ব্রাহ্মণদের মধ্যে তিনজনও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাপবিষয়ে যা প্রায়শ্চিত্ত বলেন, তা তাদের শুদ্ধিজনক, কারণ, বিদ্বান্ (ব্রাহ্মণদের) বাক্য পবিত্র।

৮৬। অতোহন্যতমমাস্থায় বিধিং বিপ্রঃ সমাহিতঃ।
ব্রহ্মহত্যাকৃতং পাপং ব্যপোহত্যাত্মবত্তয়া॥

এই (প্রায়শ্চিত্তগুলির মধ্যে) একটি প্রায়শ্চিত্তবিধি সমাহিতচিত্ত ব্রাহ্মণ আশ্রয় করে আত্মজ্ঞান হেতু ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ দূর করেন।

৮৭। হত্বা গর্ভমবিজ্ঞাতমেতদেব ব্রতং চরেৎ।
বাজন্যবৈশ্যৌ চেজানাবাত্রেয়ীমেব চ স্ত্রিয়ম্॥

অজ্ঞাত (ব্রাহ্মণ) ভ্রূণ, যাগরত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বা রজস্বলা (ব্রাহ্মণী)কে হত্যা করলে এই (ব্রহ্মহত্যার) প্রায়শ্চিত্তই করবে।

৮৮। উক্ত্বা চৈবানৃতং সাক্ষ্যে প্রতিরুধ্য গুরুং তথা।
অপহৃত্য চ নিক্ষেপং কৃত্বা চ স্ত্রীসুহৃদ্বধম্॥

সাক্ষ্যে মিথ্যা কথা বলে, গুরুর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে, গচ্ছিত দ্রব্য অপহরণ করে, (আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণের) স্ত্রীবধ করে (ব্রাহ্মণ ভিন্ন) বন্ধু বধ করে (ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করবে)।

৮৯। ইয়ং বিশুদ্ধিরুদিতা প্রমাপ্যাকামতো দ্বিজম্।
কামতো ব্রাহ্মণবধে নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে॥

অজ্ঞাতসারে ব্রহ্মহত্যায় এই প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হয়েছে, জ্ঞাতসারে ব্রাহ্মণবধে (দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া) নিষ্কৃতি নেই।

৯০। সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
তয়া স কায়ে নির্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাত্ততঃ॥

দ্বিজ মোহবশতঃ সুরা পান করে অগ্নিবর্ণ (জ্বলন্ত) সুরা পান করবেন। তদ্দ্বারা নিজদেহ নিঃশেষে দগ্ধ হলে পাপমুক্ত হয়।

৯১। গোমূত্রমগ্নিবর্ণং বা পিবেদুদকমেব বা।
পয়ো ঘৃতং বা মরণাদেগাশকৃদ্রসমেব বা॥

অথবা অগ্নিবর্ণ (জ্বলন্ত) গোমূত্র, জল, দুধ, ঘি, গোময়জল মৃত্যু পর্যন্ত পান করবেন।

৯২। কণান্ বা ভক্ষয়েদব্দং পিণ্যাকং বা সকৃন্নিশি।
সুরাপানাপনুত্ত্যর্থং বালবাসা জটী ধ্বজী॥

অথবা সুরাপানের পাপাপনোদনার্থে গোলোমাদিনির্মিত বস্ত্রপরিহিত ও জটাধারী হয়ে সুরাপাত্র ধারণ করে একবৎসর কাল খুদ বা খইল রাত্রে একবার ভক্ষণ করবে।

৯৩। সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপ চ মলমুচ্যতে।
তস্মাদ্ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ॥

সুরা অন্নের মল এবং মল পাপস্বরূপ বলে কথিত হয়। সুতরাং, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সুরাপান করবেন না।

৯৪। গৌড়ী পৈষ্টী চ মাধ্বী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।

যথৈবৈকা তথা সর্বা ন পাতব্যা দ্বিজোত্তমৈঃ ॥

গৌড়ী (গুড় থেকে তৈরি), পৈষ্টী (চাল থেকে তৈরি) ও মাধ্বী (মধুকপুষ্প থেকে তৈরি)—সুরা এই তিনপ্রকার। ব্রাহ্মণের পক্ষে একটির (অর্থাৎ মুখ্য সুরা পৈষ্টীর) ন্যায় সকল প্রকার সুর অপেয়।

৯৫। যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচান্নং মদ্যং মাংসং সুরাসবম্।
তদ্ ব্রাহ্মণেন নাত্তব্যং দেবানামশ্নতা হবিঃ ॥

দেবতার হবিভক্ষণকারী ব্রাহ্মণ কর্তৃক যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচের পেয় ও ভোজ্য মদ, মাংস, সুরা ও আসব (সদ্যোজাত মদ) ভোজ্য পেয় নয়।

৯৬। অমধ্যে বা পতেন্মত্তো বৈদিকং বাপ্যুদাহরেৎ।
অকার্য্যমন্যৎ কুয্যার্দ্বা ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ॥

ব্রাহ্মণ মদমত্ত হয়ে অশুচিস্থানে পড়তে পারেন, বেদবাক্য (অস্থানে) উচ্চারণ করতে পারেন বা কুকার্য করতে পারেন।

৯৭। যস্য কায়গতং ব্রহ্ম মদ্যেনাপ্লাবাতে সকৃৎ।
তস্ম ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ স গচ্ছতি॥

যার দেহ(সংস্কাররূপে)স্থিত বেদ মদের দ্বারা একবার আপ্লুত হয়, তার ব্রাহ্মণত্ব অপগত হয়, সে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

৯৮। এষা বিচিত্রাভিহিতা সুরাপানস্য নিষ্কৃতিঃ।
তত ঊর্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি সুবর্ণস্তেয়নিস্কৃতিম্॥

সুরাপানের এই নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হল। এরপর (ব্রাহ্মণের) স্বর্ণাপহরণের প্রায়শ্চিত্ত বলব।

৯৯। সুবর্ণস্তেয়কৃদ্বিপ্রো রাজানমভিগম্য তু।
স্বকর্ম্ম খ্যাপয়ন্ ব্রুয়াম্মাং ভবাননুশাস্ত্বিতি॥

(ব্রাহ্মণের) স্বর্ণাপহারক ব্রাহ্মণ রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে নিজের কার্য নিবেদন করে বলবেন, "আপনি আমাকে শাসন করুন।"

১০০। গৃহীত্বা মুষলং রাজা সকৃদ্ধন্যাৎ তু তং স্বয়ম্।
বধেন শুধতি স্তেনো ব্রাহ্মণস্তপসৈব তু॥

মুদগর নিয়ে রাজা নিজে একবার আঘাত করবেন। (স্বর্ণচোর) ব্রাহ্মণ (ঐরূপে) বধ (মৃতকল্প অবস্থা) বা কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা শুদ্ধ হয়।

১০১। তপসাপনুনুৎসুস্তু সুবর্ণস্তেয়জং মলম্।
চীরবাসা দ্বিজোহরণ্যে চরেদ্ব্রহ্মহণো ব্রতম্॥

কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা স্বর্ণাপহরণজনিত পাপক্ষয়কামী দ্বিজ বনে চীরবাসা হয়ে ব্রহ্মহত্যাকারীর ব্রত করবেন।

১০২। এতৈর্ব্রতৈরপোহেত পাপং স্তেয়কৃতং দ্বিজঃ।
গুরুস্ত্রীগমনীয়ন্তু ব্রতৈরেভিরপানুদেৎ॥

এই সকল ব্রতদ্বারা দ্বিজ (ব্রাহ্মণগণের স্বর্ণাপহরণজনিত) পাপ দূর করবেন, এই (বক্ষ্যমাণ ব্রতসমূহ দ্বারা) গুরুদারগমনজনিত পাপ দূর করবেন।

১০৩। গুরুতল্প্যভিভাষ্যৈনস্তপ্তে স্বপ্যাদয়োময়ে।
সূর্ম্মীং জ্বলন্তীং স্বাশ্লিষ্যেন্ মৃত্যুনা স বিশুধ্যতি॥

গুরুদারগামী পাপ ঘোষণা করে উত্তপ্ত লৌহশয্যায় শয়ন করবে, জ্বলন্ত লৌহনির্মিত স্ত্রী প্রতিকৃতি ভালভাবে আলিঙ্গন করে সে মৃত্যুদ্বারা শুদ্ধ হয়।

১০৪। স্বয়ং বা শিশ্নবৃষণাবুৎকৃত্যাধায় চাঞ্জলৌ।
নৈঋতীং দিশমাতিষ্ঠেদানিপাতাদজিহ্মগঃ॥

অথবা নিজে লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ছেদন করে অঞ্জলিতে নিয়ে শরীর পাত না হওয়া পর্যন্ত সোজাসুজি নৈঋত দিকে গমন করবে।

১০৫। খট্বাঙ্গী চীরবাসা বা শ্মশ্রুলো বিজনে বনে।
প্রাজাপত্যং চারেৎ কৃচ্ছ্রমব্দমেকং সমাহিতঃ॥

অথবা খট্বাঙ্গ (নরকপাল যুক্ত দণ্ড) ধারী, চীববাসা ও শ্মশ্রু (দাড়ি) ধারী হয়ে নির্জন বনে সংযতচিত্তে এক বৎসর প্রাজাপত্যব্রত করবে।

১০৬। চন্দ্রোয়ণং বা ত্রীন্ মাসানভ্যস্যেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
হবিষ্যেণ যবাগ্বা বা গুরুতল্পাপনুত্তয়ে॥

অথবা গুরুদারগমনজনিত পাপক্ষয়ের জন্য জিতেন্দ্রিয় হায়ে তিন মাস চান্দ্রায়ণ ব্রত করবে বা হবিষ্যান্ন কি (নীবারাদির) যবাগু (যাউ) ভক্ষণ করবে।

১০৭। এতৈর্ব্রতৈরপোহেয়ুর্মহাপাতকিনো মলম্।
উপপাতকিনস্তেবমেভির্নানাবিধৈর্ব্রতৈঃ॥

এই সকল ব্রত দ্বারা মহাপাতকীরা পাপ দূর করবে। উপপাতর্কিগণ কিন্তু এই (নিম্নলিখিত) নানারূপ ব্রতদ্বারা (পাপক্ষয় করবে)।

১০৮। উপপাতকসংযুক্তো গোঘ্নো মাসং যবান্ পিবেৎ।
কৃতবাপো বসেদ্‌গোষ্ঠে চর্ম্মণা তেন সংবৃতঃ॥

উপপাতকী গোহত্যাকারী একমাস যব (মণ্ড) পান করবে, মুণ্ডিত মস্তক ও লূনশ্মশ্রু (দাড়ি কামান অবস্থায়) হয়ে ঐ (নিহত গাভীর) চর্মে আবৃত হয়ে গোচারণভূমিতে বাস করবে।

১০৯। চতুর্থকালমশ্নীয়াদক্ষারলবণং মিতম্।
গোমূত্রেণা চরেৎ স্নানং দ্বৌ মাসৌ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥

(দ্বিতীয় মাসে) গোমূত্রদ্বারা স্নান করবে, সংযতেন্দ্রিয় হয়ে অকৃত্রিম লবণে, দ্বিতীয় তৃতীয় মাসে একদিন উপবাসী থেকে দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় হবিষ্যভোজী হবে।

১১০। দিবানুগচ্ছেদ্‌গাস্তাস্তু তিষ্ঠন্নূর্ধ্বং রজঃ পিবেৎ।
শুশ্রূষিত্বা নমস্কৃত্য রাত্রৌ বীরাসনং বসেৎ॥

(তিন মাস পর্যন্ত) দিনে গাভীসমূহের অনুগমন করবে, দাঁড়িয়ে তাদের খুররাত্থিত ধূলি আস্বাদন করবে, তাদের সেবা করে ও নমস্কার করে রাত্রে বীরাসনে বসবে।

১১১। তিষ্ঠন্তীষ্বনুতিষ্ঠেত্তু ব্রজন্তীষ্বপ্যনুব্রজেৎ।
আসীনাসু তথাসীনো নিয়তো বীতমৎসরঃ॥

তারা দাঁড়ালে সে শুচি ও ক্রোধহীন হয়ে দাঁড়াবে, তারা চললে সেও চলবে, তারা উপবিষ্ট হলে সেও উপবিষ্ট হবে।

১১২। আতুরামভিশস্তাং বা চোরব্যাঘ্রদিভির্ভইয়ৈং।
পতিতাংপঙ্কলগ্নাংবা সর্ব্বোপায়ৈর্বিমোচয়েৎ॥

(গাভী) রুগ্ন, চোর, বাঘ প্রভৃতির ভয়ে ভীত, পতিত বা পঙ্কলগ্ন হলে সকল প্রকারে তাকে মুক্ত করবে।

১১৩। উষ্ণে বর্ষতি শীতে বা মারুতে বাতি বা ভৃশম্।
ন কুর্বীতাত্মনস্ত্রাণং গোরকৃত্বা তু শক্তিতঃ॥

গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হলে বা শীতকালে বাতাস সবেগে বইলে যথাশক্তি গাভীকে রক্ষা না করে নিজেকে রক্ষা করবে না।

১১৪। আত্মনো যদি বান্যেষাং গৃহে ক্ষেত্রেথবা খলে।
ভক্ষয়ন্তীং ন কথয়েৎ পিবন্তঞ্চৈব বৎসকম্॥

নিজের বা অন্যের গৃহে, ক্ষেত্রে বা ধান্যমর্দনস্থলে গাভী শস্যভক্ষণ করলে তার কথা এবং দুগ্ধপানকারী গোবৎসের কথা (কাউকে) বলবে না।

১১৫। অনেন বিধিনা যস্তু গোঘ্নো গামনুগচ্ছতি।
স গোহত্যাকৃত, পাপং ত্রিভির্মাসৈর্ব্যপোহতি॥

যে গোহত্যাকারী এই নিয়মে গাভীর অনুগমন করে, সে তিন মাসে গোহত্যাজনিত পাপ দূর করে।

১১৬। বৃষভৈকাদশা গাশ্চ দদ্যাৎ সুচরিতব্রতঃ।
অবিদ্যমানে সর্ব্বস্বং বেদবিদ্ভ্যো নিবেদয়েৎ॥

ভালভাবে প্রায়শ্চিত্ত করে (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি) একটি বৃষ সহিত দশটি গাভী (দক্ষিণাস্বরূপ) দিবে। বৃষগাভী না থাকলে সর্বস্ব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দিবে।

১১৭। এতদেব ব্রতং কুর্য্যুরুপপাতকিনো দ্বিজাঃ।
অবকীর্ণিবর্জ্জং শুদ্ধ্যর্থং চান্দ্রায়ণমথাপি বা॥

অবকীর্ণী (যে ব্রহ্মচারী স্ত্রীসহবাস করে) ব্যতীত উপপাতকী দ্বিজগণ পাপক্ষয়ার্থে এই ব্রতই করবেন বা চান্দ্রায়ণব্রত (করবেন)।

১১৮। অবকীর্ণী তু কাণেন গর্দভেন চতুষ্পথে।
পাকযজ্ঞবিধানেন যজেত নিঋর্তিং নিশি॥

অবকীর্ণী কিন্তু চতুষ্পথে কাণা গাধা দ্বারা পাকযজ্ঞের নিয়মানুসারে নিঋতি দেবতার হোম করবে।

১১৯। হুত্বাগ্নৌ বিধিবদ্ধোমানন্ততশ্চ সমেত্যৃচা।
বাতেন্দ্রগুরুবহ্নীনাং জুহুয়াৎ সর্পিযাহুতীঃ॥ ১২০

অগ্নিতেযথাবিধি হোম করে 'সমাসিঞ্চন্তু মরুতঃ' এই ঋক্দ্বারা বায়ু, ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও অগ্নিকে ঘৃতাহুতি দিবে।

১২০। কামতো রেতসঃ সেকং ব্রতস্থস্য দ্বিজন্মনঃ।
অতিক্রমং ব্রতস্যাহুর্ধর্মজ্ঞা ব্রহ্মবাদিনঃ॥

ধর্ম ব্রহ্মবাদিগণ বলেছেন যে, দ্বিজ ব্রহ্মচারীর ইচ্ছাপূর্বক (স্ত্রীযোনিতে) শুক্রসিঞ্চন ব্রহ্মচর্যের লঙ্ঘন।

১২১। মারুতং পুরুহুতঞ্চ গুরুং পাবকমেবচ।

চতুরো ব্রতিনোহভ্যেতি ব্রাহ্মংতেজোহবকীর্ণিনঃ॥
অবকীর্ণী ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মতেজ মরুৎ, ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও অগ্নি এই চার (দেবতায়) সংক্রামিত হয়।

১২২। এতস্মিন্নেনসি প্রাপ্তে বসিত্বা গর্দভাজিনম্।
সপ্তাগাবাংশ্চরেদ্ভৈক্ষং স্বকর্ম পরিকীর্ত্তয়ন্॥
এই পাপ হলে গর্দভচর্ম পরিধান করে নিজের কার্য খ্যাপন করে সাত বাড়ীতে ভিক্ষা করবে।

১২৩। তেভ্যো লব্ধেন ভৈক্ষণ বর্ত্তয়ন্নেককালিকম্।
উপস্পৃশংস্ত্রিষবণং ত্বব্দেন স বিশুধ্যতি॥
সেই সকল গৃহ থেকে লব্ধ ভিক্ষা দ্বারা একবার আহারপূর্বক ত্রিষবণ (সন্ধ্যা, সকাল ও দুপুরে স্নান) করে (পাপী) এক বৎসরে শুদ্ধ হয়।

১২৪। জাতিভ্রংশকরং কর্ম্ম কৃত্বান্যতমমিচ্ছয়া।
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং প্রাজাপত্যমনিচ্ছয়া॥
জ্ঞাতসারে কোন একটি জাতিভ্রংশকর কর্ম করে (সপ্তাহসাধ্য) সান্তপন ব্রত করবে, অজ্ঞাতসারে করলে (দ্বাদশ দিন সাধ্য) প্রাজাপত্য ব্রত করবে।

১২৫। সঙ্করাপাত্রকৃত্যাসু মাসং শোধনমৈন্দবম্।
মলিনীকরণীয়েষু তপ্তঃ স্যাদ্ যাবকৈস্ত্র্যহম্॥
সংকরীকরণ ও অপাত্রীকরণ পাতকসমূহের মধ্যে একটি করে একমাস চান্দ্রায়ণব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করবে। মলিনীকরণ জাতীয় পাপগুলির মধ্যে একটি করলে তিনরাত্রি যবাগূর তপ্ত ক্বাথ সেবন করবে।

১২৬। তুরীয়ো ব্রহ্মহত্যায়াঃ ক্ষত্রিয়স্য বধে স্মৃতঃ।
বৈশ্যেহষ্টমাংশো বৃত্তস্থে শূদ্রে জ্ঞেয়স্তু ষোড়শঃ॥
ক্ষত্রিয়বধে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তের চতুর্থ ভাগ, বৈশ্যবধে অষ্টম ভাগ ও স্ববৃত্তিনিষ্ঠ শূদ্রবধে ষোড়শ ভাগ (প্রায়শ্চিত্ত) জ্ঞেয়।

১২৭। অকামতস্তু রাজন্যং বিনিপাত্য দ্বিজোত্তমঃ।
বৃষভৈকসহস্রা গা দদ্যাৎ সুচরিতব্রতঃ॥
ব্রাহ্মণ অজ্ঞাতসারে ক্ষত্রিয় বধ করে সুষ্ঠুভাবে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানপূর্বক একটি বৃষ ও এক সহস্র গাভী (ব্রাহ্মণগণকে) দান করবেন।

১২৮। ত্র্যব্দং চরেদ্বা নিয়তো জটী ব্রহ্মহণো ব্রতম্।
বসন্ দূরতরে গ্রামাদ্বৃক্ষমূলনিকেতনঃ॥

অথবা সংযত হয়ে গ্রাম থেকে বহুদূরে বৃক্ষমূলে বাস করে জটাধারী হয়ে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত তিন বৎসর করবেন।

১২৯। এতদেব চরেদব্দং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তমঃ।
প্রমাপ্য বৈশ্যং বৃত্তস্থং দদ্যাচ্চৈকশতং গবাম॥
ব্রাহ্মণ সদাচারী বৈশ্যকে বধ করে এই প্রায়শ্চিত্তই এক বৎসর করবেন এবং একশত গাভী (ব্রাহ্মণগণকে) দান করবেন।

১৩০। এতদেব ব্রতং কৃৎস্নং ষন্মাসান্ শুদ্রহা চরেৎ।
বৃষভৈকাদশা বাপি দদ্যাদ্বিপ্রায় গাঃ সিতাঃ॥
শূদ্রঘাতী এই সম্পূর্ণ ব্রতই ছয় মাস করবেন অথবা একটি বৃষ ও দশটি শুক্লবর্ণ গাভী ব্রাহ্মণকে দিবেন।

১৩১। মজরিনকুলৌ হত্বা চাষং মণ্ডুকমেব চ।
শ্বগোধালুককাকাংশ্চ শুদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ॥
বিড়াল, নেউল, চাষপাখী, ব্যাঙ্, কুকুর, গোসাপ, প্যাঁচা বা কাক মেরে শুদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করবে।

১৩২। পয়ঃ পিবেৎ ত্রিরাত্রং বা যোজনং বাধবনো ব্রজেৎ।
উপস্পৃশেৎস্রবন্ত্যাং বা সূক্তং বাব্দৈতং জপেৎ॥
অথবা তিনরাত্রি দুগ্ধপান করবে বা (তাতে অক্ষম হলে) এক যোজন পথ গমন করবে, (তাতে অসমর্থ হলে) নদীতে স্নান করবে বা (তাতে অশক্ত হলে) আপো হিষ্ঠাদি সূক্ত জপ করবে।

১৩৩। অভ্রিং কার্ষ্ণায়সীং দদ্যাৎ সর্পং হত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
পলালভারকং যণ্ডে সৈসকঞ্চৈকমাষকম্॥
ব্রাহ্মণ সাপ মেরে তীক্ষ্ণলৌহদণ্ড (ব্রাহ্মণকে) দিবে, নপুংসককে হত্যা করে এক বোঝা পলাল (খড়) এবং এক মাষা সীসা দিবে।

১৩৪। ঘৃতকুম্ভং বরাহে তু তিলদ্রোণন্তু তিত্তিরৌ।
শুকে দ্বিহায়নং বৎসং ক্রৌঞ্চং হত্বা ত্রিহায়ণম্॥
শূকর মেরে ঘৃতকুম্ভ, তিত্তিরি পাখীবধে একদ্রোণ (চার আঢক পরিমিত) তিল, শুকপাখী বধে দুই বৎসর বয়স্ক বাছুর, ক্রৌঞ্চ পাখীবধে তিন বৎসর বয়স্ক বাছুর (ব্রাহ্মণকে) দিবে।

১৩৫। হত্বা হংসং বলাকাঞ্চ বকং বর্হিণমেব চ।
বানরং শ্যেনভাসৌ চ স্পর্শয়েদ্ ব্রাহ্মণায় গাম্॥
হাঁস, বলাকা, বক, ময়ূর, বানর, শ্যেনপাখী বা ভাসপাখী মেরে ব্রাহ্মণকে একটি গাভী দান করবে।

১৩৬। বাসো দদ্যাদ্ধয়ং হত্বা পঞ্চ নীলান্ বৃষান্ গজম্।
অজমেষ্যবনড্বাহং খরং হত্বৈকহায়নম্॥ ১৩৭
ঘোড়া মেরে কাপড়, হাতী মেরে পাঁচটি নীল বৃষ, ছাগল ও ভেড়া মেরে বৃষ, গাধা মেরে এক বৎসর বয়স্ক বাছুর (ব্রাহ্মণকে দেয়)।

১৩৭। ক্রব্যাদাংস্তু মৃগান হত্বা ধেনুং দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্।
অক্রব্যাদান্ বৎসতরীমুষ্ট্রং হত্বা তু কৃষ্ণলম্॥ ১৩৮
কাঁচা মাংসভোজী পশু মেরে দুগ্ধবতী গাভী, অমাংসভোজী পশু মেরে বকনা বাছুর, উট মেরে এক রতি সোনা (ব্রাহ্মণকে দেয়)।

১৩৮। জীনকার্ম্মুকবস্তাবীন্ পৃথগদদ্যাদ্বিশুদ্ধয়ে।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং নারীর্হত্বাহনবস্থিতাঃ॥ ১৩৯
চার বর্ণের মানুষই ব্যভিচারিণী নারী হত্যা করে (ব্রাহ্মণাদিক্রমে) চর্মপুট, ধনু, ছাগ ও মেষ দান করবে।

১৩৯। দানেন বধনির্ণেকং সর্পাদীনাশক্লুবন্।
একৈকশশ্চরেৎ কৃচ্ছ্রং দ্বিজঃ পাপাপনুত্তয়ে॥
সাপ প্রভৃতির বধজনিত পাপের ক্ষয় (উক্ত) দান দ্বারা করতে অক্ষম হলে দ্বিজ পাপাপনোদনের জন্য প্রাজাপত্যব্রত অনুষ্ঠান করবে।

১৪০। অস্থিমতান্তু সত্ত্বানাং সহস্রস্য প্রমাপণে।
পূর্ণে চানস্যনস্থ্নান্তু শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ॥
অস্থিবিশিষ্ট সহস্র প্রাণীর বধে ও অস্থিবিহীন একশকট পরিমিত মৎকুণ (ছারপোকা) প্রভৃতি প্রাণীর বধে শূদ্রবোধোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করবে।

১৪১। কিঞ্চিদেব তু বিপ্রায় দদ্যাদস্থিমতাং বধে।
অনস্থনাঞ্চৈব হিংসায়াং প্রাণায়ামেন শুধ্যতি॥
অস্থিবিশিষ্ট প্রাণীর বধে ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ দিবে। অস্থিরহিত প্রাণীর বধে প্রাণায়াম দ্বারা (হত্যাকারী) শুদ্ধ হয়।

১৪২। ফলদানাস্তু বৃক্ষাণাং ছেদনে জপ্যমৃক্শতম্।
গুল্মবল্লীলতানাঞ্চ পুষ্পিতানাঞ্চ বীরুধাম্॥
ফলবান্ বৃক্ষ, গুল্ম, বল্লী, লতা ও পুষ্পিত বীরুধের ছেদনে এক শত ঋক্ জপ করা উচিত।

১৪৩। অন্নাদ্যজানাং সত্ত্বানাং রসজ্জানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
ফলপুষ্পোদ্ভবানাঞ্চ ঘৃতপ্রাশো বিশোধনম্॥

অন্নাদিতে জাত, গুড়াদিরসে জাত, ফল পুষ্পে উদ্ভূত সকল প্রাণীর বধে ঘৃতপ্রাশন প্রায়শ্চিত্ত।

১৪৪। কৃষ্টজানামোষধীনাং জাতানাঞ্চ স্বয়ং বনে।
বৃথালম্ভেহনুগচ্ছেদ্‌গাং দিনমেকং পয়োব্রতঃ॥
কর্ষিত ভূমিতে জাত ওষধি ও বনে আপনিই জাত (নীবারাদি) অকারণ ছেদন করলে এক দিন দুগ্ধপান করে একটি গাভীর অনুগমন করবে।

১৪৫। এতৈর্ব্রতৈরপোহ্যং স্যাদেনো হিংসাসমুদ্ভবম্।
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং কৃৎস্নং শৃণুতানাদ্যভক্ষণে॥
জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত হত্যাজনিত সকল পাপ এই ব্রতগুলি দ্বারা নষ্ট হয়। অভক্ষ্যভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত শোন।

১৪৬। অজ্ঞানাদ্বারুণীং পীত্বা সংস্কারেণৈব শুধ্যতি।
মতিপূর্ব্বমনির্দ্দেশ্যং প্রাণান্তিকমিতি স্থিতিঃ॥
অজ্ঞাতসারে (গৌড়ী বা মাধ্বী) সুরাপান করে (পুনরায় উপনয়ন) সংস্কারের দ্বারাই (ব্রাহ্মণ) শুদ্ধ হন। জ্ঞাতসারে (পৈষ্টী ভিন্ন মদ্য পানে) প্রাণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত হবে—এই ব্যবস্থা।

১৪৭। অপঃ সুরাভাজনস্থা মদ্যভাণ্ডস্থিতাস্তথা।
পঞ্চরাত্রং পিবেৎ পীত্বা শঙ্খপুষ্পীশ্রিতং পয়ঃ॥
(পৈষ্টী) সুরা পাত্রস্থিত ও (পৈষ্টী ভিন্ন অন্য) মদ্যভাণ্ডস্থিত জল পান করে শঙ্খপুষ্পনামক ওষধি মিশিয়ে পাঁচ রাত্রি দুগ্ধ পান করবে।

১৪৮। স্পৃষ্ট্বা দত্ত্বা চ মদিরাং বিধিবৎ প্রতিগৃহ্য চ।
শূদ্রোচ্ছিষ্টাশ্চ পীত্বাপঃ কুশবারি পিবেৎ ত্র্যহম্॥
সুরা স্পর্শ করে, দান করে বা যথাবিধি প্রতিগ্রহ করে অথবা শূদ্রের উচ্ছিষ্ট জল পান করে তিন দিন কৃশজল পান করবে।

১৪৯। ব্রাহ্মণস্তু সুরাপস্য গন্ধমাঘ্রায় সোমপঃ।
প্রাণানপ্সু ত্রিরায়ম্য ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি॥
যে ব্রাহ্মণ সোমযাগ করেছেন, তিনি সুরাপায়ী ব্রাহ্মণের মুখের গন্ধ আঘ্রাণ করলে জলমধ্যে তিনবার প্রাণায়াম করে ঘৃতপ্রাশন দ্বারা শুদ্ধ হন।

১৫০। অজ্ঞানাং প্রাশ্য বিন্মুত্রং সুরাসংস্পৃষ্টমেব চ।
পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ॥
তিন বর্ণের দ্বিজ অজ্ঞাতসারে বিষ্ঠা বা মূত্র অথবা সুরাসংস্পৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করে পুনরায় (উপনন) সংস্কারের যোগ্য হন।

১৫১। বপনং মেখলা দণ্ডো ভৈক্ষচর্য্যা ব্রতানি চ।
নিবর্ত্তন্তে দ্বিজাতীনাং পুনঃসংস্কার কর্ম্মণি॥
পুনরায় সংস্কারে মস্তকমুণ্ডন, মেখলাধারণ, দণ্ডধারণ, ভিক্ষা করা, (মধুমাংসাদিত্যাগ রূপ) ব্রত হয় না।

১৫২। অভোজ্যানান্ত ভুক্ত্বানং স্ত্রীশূদ্রোচ্ছিষ্টমেব চ।
জগ্ধ্বা মাংসমভক্ষ্যঞ্চ সপ্তরাত্রং যবান্ পিবেৎ॥
যাদের থেকে খাদ্য ভক্ষণীয় নয় তাদের অন্ন, স্ত্রীলোক বা শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে, অভক্ষ্য মাংসভক্ষণ করে সাত রাত্রি যব (মণ্ড) পান করবে।

১৫৩। শুক্তানি চ কষাযাংশ্চ পীত্বামেধ্যান্যপি দ্বিজঃ।
তাবদ্ভবত্যপ্রয়তো যাবৎ তন্ন ব্রাজত্যধঃ॥
অনিষিদ্ধ হলেও শুক্ত (যে দ্রব্য স্বভাবতঃ মধুর, কালবশে অম্ল হয়) বা কষায় (বয়ড়া প্রভৃতির কাথ) পান করে দ্বিজ ততক্ষণ পর্যন্ত অপবিত্র থাকবেন যতক্ষণ না তা জীর্ণ হয়।

১৫৪। বিড়বরাহখরোষ্ট্রাণাং গোমায়োঃ কপিকাকয়োঃ।
প্রাশ্য মূত্রপুরীষাণি দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥
গ্রাম্যশূকর, গর্দভ, উষ্ট্র, শৃগাল, বানর বা কাকের মূত্র, বিষ্ঠা খেয়ে দ্বিজ চান্দ্রায়ণ করবেন।

১৫৫। শুস্কাণি ভূক্ত্বা মাংসানি ভৌমানি কবকানি চ।
অজ্ঞাতঞ্চৈব সূনাস্থমেতদেব ব্রতং চরেৎ॥
শুকমাংস বা ভূমিজাত ছত্রাক বা কসাইখানা থেকে আনীত অজ্ঞাত মাংসভক্ষণে এই ব্রতই করবেন।

১৫৬। ক্রব্যাদশূকরোষ্ট্রাণাং কুক্কুটানাঞ্চ ভক্ষণে।
নরকাকখরাণাঞ্চ তপ্তকৃচ্ছ্রং বিশোধনম্॥
কাঁচা মাংসভোর্জী পশুপাখী, (গ্রাম্য) শূকর, উষ্ট্র, কুক্কুট, মানুষ, কাক বা গর্দভের মাংসভক্ষণে তপ্তকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত।

১৫৭। মাসিকান্নন্তু যোঽশ্নীয়াদসমাবর্ত্তকো দ্বিজঃ।
স ত্রীণ্যহান্যুপবসেদেকাহঞ্চোদকে বসেৎ॥
সমাবর্তনের পূর্বে যে দ্বিজ মাসিক শ্রাদ্ধে অন্নভক্ষণ করেন, তিনি তিনদিন উপবাস করবেন এবং একদিন জলে বাস করবেন।

১৫৮। ব্রহ্মচারী তু যোঽশ্নীয়ান্মধু মাংসং কথঞ্চন।
স কৃত্বা প্রাকৃতং কৃচ্ছ্রং ব্রতশেষং সমাপয়েৎ॥

যে ব্রহ্মচারী কোন প্রকারে মধু বা মাংস ভক্ষণ করেন, তিনি প্রাজাপত্য ব্রত করে (প্রারব্ধ) ব্রতের সমাপন করবেন।

১৫৯। বিড়ালকাকাখুচ্ছিষ্টং জগ্ধ্বা শ্বনকুলস্য চ।
কেশকীটাবপন্নঞ্চ পিবেদ্ব্রহ্মসুবর্চ্চলাম্॥
বিড়াল, কাক, ইদুর, কুকুর বা নেউলের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে বা কেশ বা কীটদুষ্ট দ্রব্যভক্ষণ করে ব্রহ্মসুবর্চলন নামক ওষধির ক্বথিত জল পান করবে।

১৬০। অভোজ্যমন্নং নাব্যব্যমাত্মনঃ শুদ্ধিমিচ্ছতা।
অজ্ঞানভুক্তন্তূত্তার্য্যং শোধ্যং বাপ্যাশুশোধনৈঃ॥
নিজের শুদ্ধিকামী ব্যক্তি অভোজ্য অন্ন ভক্ষণ করবে না। অজ্ঞাতসারে ভুক্ত হলে বমি করে ফেলতে হবে অথবা শীঘ্র প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হতে হবে।

১৬১। এযোহনাদ্যানসোক্তো ব্রত্যনাং বিবিধ বিধিঃ।
স্তেয়দোষাপহর্ত্তৃর্ণাং ব্রত্যনাং শ্রূয়তাং বিধিঃ॥
অভক্ষ্যভক্ষণে (প্রায়শ্চিত্তরূপ) ব্রতসমূহের এই বিবিধ নিয়ম উক্ত হল। চৌর্য দোষনাশকদের ব্রতবিধি শোন।

১৬২। ধান্যান্নধনচৌর্য্যাণি কৃত্বা কামাদ্দ্বিজোত্তমঃ।
স্বজাতীয়গৃহাদেব কৃচ্ছ্রাব্দেন বিশুধ্যতি॥
ব্রাহ্মণ জ্ঞাতসারে সবর্ণের গৃহ থেকে ধান্য, অন্ন বা ধন চুরি করে এক বৎসর কৃচ্ছ্রদ্বারা শুদ্ব হন।

১৬৩। মনুষ্যাণান্তু হরণে স্ত্রীণাং ক্ষেত্রগৃহস্য চ।
কূপবাপীজলানাঞ্চ শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণং স্মৃতম্॥
মানুষ, স্ত্রীলোক, ক্ষেত্র, গৃহ, কূপ বা দীর্ঘিকার জল হরণে প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ।

১৬৪। দ্রব্যাণামল্পসারাণাং স্তেয়ং কৃত্বান্যবেশ্মতঃ।
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং তন্নির্যাত্যাত্মশুদ্ধয়ে॥
অল্পমূল্য দ্রব্য অন্যের বাড়ী থেকে চুরি করে নিজের শুদ্ধির জন্য সান্তপন কৃচ্ছ্র করবে।

১৬৫। ভক্ষ্যভোজ্যাপহরণে যানশয্যাসনস্য চ।
পুষ্পমূলফলানাঞ্চ পঞ্চগব্যং বিশোধনম্॥
ভক্ষ্যদ্রব্য, যান, শয্যা, আসন, ফুল, মূল ও ফলের অপহরণে পঞ্চগব্য পান শুদ্ধির উপায়।

১৬৬। তৃণকাষ্ঠদ্রমাণাঞ্চ শুকান্নস্য গুড়স্য চ।
চেলচর্ম্মামিষাণাঞ্চ ত্রিরাত্রং স্যাদভোজনম্॥

তৃণ, কাষ্ঠ, বৃক্ষ, শুষ্ক অন্ন, গুড়, বস্ত্র, চর্ম ও মাংসের (অপহরণে) তিন রাত্রি উপবাস (বিধেয়)।

১৬৭। মণিমুক্তাপ্রবালানাং তাম্রস্য রজতস্য চ।
অয়ঃকাংস্যোপলানাঞ্চ দ্বাদশাহং কণান্নতা॥
মণি, মুক্তা, প্রবাল, তামা; রূপা, লোহা, কাঁসা ও পাথর (এইগুলির অপহরণে) বার দিন চালের কণা ভক্ষণ (বিধেয়)।

১৬৮। কার্পাসকীটজোর্ণানাং দ্বিশফৈকশফস্য চ।
পক্ষিগন্ধৌষধীনাঞ্চ রজ্জ্বাশ্চৈব ত্র্যহং পয়ঃ॥
কাপাস, পট্টবস্ত্র, পশমী (কম্বলাদি,), দ্বিখুর ও এক খুরবিশিষ্ট পশু, পক্ষী, গন্ধৌষধি (চন্দনাদি) বা দড়ি চুরিতে তিন দিন দুগ্ধপান (বিধেয়া)।

১৬৯। এতব্রতৈরপোহেত পাপং স্তেয়কৃতং দ্বিজঃ।
অগম্যাগমনীয়ন্তু ব্রতৈরেভিরপানুদেৎ॥
দ্বিজ এই ব্রতসমূহের দ্বারা চৌর্যজনিত পাপ দূর করবেন, অগম্যাস্ত্রীগমনজনিত পাপ (বক্ষ্যমাণ) ব্রতসমূহেব দ্বারা দূর করবেন।

১৭০। গুরুতল্পব্রতং কুর্য্যাদ্রেতঃ সিক্‌ত্বা স্বযোনিষু।
সখ্যুঃ পুত্রস্য চ স্ত্রী ষু কুমারীদন্ত্যজাসু চ॥
সহোদরা ভগিনী, বন্ধুভার্যা, পুত্রবধূ, কুমারী বা চণ্ডালীতে শুক্রসিঞ্চন করে গুরুদারগমনের প্রায়শ্চিত্ত (বিধেয়)।

১৭১। পৈতৃষ্বস্রেয়ীং ভগিনীং স্বস্রীয়াং মাতুরেব চ।
মাতুশ্চ ভ্রাতুস্তনয়াং গত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥
পিসতুত ভগিনী, মাসতুত ভগিনী বা মাতুলের কন্যা গমনে চান্দ্রায়ণ করবে।

১৭২। এতাস্তিস্রস্তু ভার্য্যার্থে নোপযচ্ছেত্তু বুদ্ধিমান্।
জ্ঞাতিত্বেনানুপেয়াস্তাঃ পততি হ্যুপযন্নধঃ॥
বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভার্যা করার জন্য এই (উক্ত) তিনজনকে বিবাহ করবেন না। বান্ধবতা হেতু এরা অগম্যা, এদের বিবাহ করলে পতিত হয়।

১৭৩। অমানুষীষু পুরুষ উদক্যায়ামযোনিষু।
রেতঃ সিক্‌ত্বা জলে চৈব কৃচ্ছ্রং সাতপনংচরেৎ॥
(গোভিন্ন অন্য) পশুতে, পুরুষে[৬], রজঃস্বলা নারীতে, স্ত্রীলোকের যোনি তিন্ন (মুখাদি) অন্য স্থানে বা জলে শুক্রসিঞ্চন করে সান্তপন ব্রত করবে।

১৭৪। মৈথুনন্তু সমাসেব্য পুংসি যোষিতি বা দ্বিজঃ।
গোযানেহপ্সু দিবা চৈব সব্যসাঃ স্নানমাচরেৎ॥
পুরুষে বা নারীতে মৈথুন করে, গোশকটে, জলে বা দিনে (মৈথুন করে দ্বিজ সব স্নান করবেন।

১৭৫। চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ।
পতত্যজ্ঞানতোবিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি॥
অজ্ঞাতসারে চণ্ডাল বা (ম্লেচ্ছ শবরাদি) নীচজাতীয়া স্ত্রীগমন করে, তাদের অন্নভক্ষণ করে বা তাদের থেকে দান গ্রহণ করে ব্রাহ্মণ পতিত হন, জ্ঞাতসারে করলে তাদের সমান হন।

১৭৬। বিপ্রদুষ্টাং স্ক্রিয়ং ভর্ত্তা নিরুন্ধ্যাদেকবেশ্মনি।
যৎ পুংসঃ পরদারেষু তচ্চৈনাং চারয়েদ্‌ব্রতম্॥
ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে স্বামী একটি ঘরে বন্ধ করে রাখবেন এবং পরদারগমনে পুরুষের যে প্রায়শ্চিত্ত, তা তাকে করাবেন।

১৭৭। সা চেৎ পুনঃ প্রদুষ্যেত্তু সদৃশেনোপয়ন্ত্রিতা।
কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণঞ্চৈব তদস্যাঃ পাবনং স্মৃতম্॥
(প্রায়শ্চিত্তের পরে) পুনরায় সেই স্ত্রী যদি সবর্ণ পুরুষকর্তৃক প্রার্থিতা হয়ে ব্যভিচার করে, তাহলে প্রাজাপত্য ও চান্দ্রায়ণ তার শুদ্ধির উপায় বলে খ্যাত।

১৭৮। যৎ করোত্যেকরাত্রেণ বৃষলীসেবনাদ্দ্বিজঃ।
তদ্ভৈক্ষভুগ্ জপন্নিত্যং ত্রিভির্বর্ষৈর্ব্যপোহতি॥
একরাত্র চণ্ডালী[৭] গমনে দ্বিজ যে পাপ করেন, ভিক্ষান্নভোজন ও (জলমধ্যে সাবিত্র্যাদি) জপ করে তিন বৎসরে সেই পাপ দূর করেন।

১৭৯। এষা পাপকৃতামুক্তা চতুর্ণামপি নিষ্কৃতিঃ।
পতিতৈঃ সম্প্রযুক্তানামিমাঃ শৃণুত নিষ্কৃতীঃ॥
চার বর্ণের পাপাচারিগণেরই এই প্রায়শ্চিত্ত বলা হয়েছে। পতিত ব্যক্তিগণের সংসর্গকারিগণের এই (বক্ষ্যমাণ) প্রায়শ্চিত্ত শোন।

১৮০। সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্।
যাজনাধ্যাপনাদ্ যৌনান্ন তু যানাসনাশনাৎ॥
পতিতের সঙ্গে একযানে গমন, একাসনে উপবেশন ও এক পংক্তিতে ভোজন রূপ সংসর্গ এক বৎসর করলে লোক পতিত হয় ; যাজন, অধ্যাপন ও যৌন (বিবাহাদি) সংসর্গে সদ্য পাতিত হয়।[৮]

১৮১। যো যেন পতিতেনৈষাং সংসর্গং যাতি মানবঃ।
স তস্যৈব ব্রতং কুর্য্যাৎ তৎসংসর্গবিশুদ্ধয়ে॥

যে এদের মধ্যে পতিতের সংসর্গ করে, সে সেই সংসর্গজনিত পাপমোচনের জন্য তারই প্রায়শ্চিত্ত করবে।

১৮২। পতিতস্যোদকং কার্যং সপিণ্ডৈর্বান্ধবৈর্বহিঃ।
নিন্দিতেহহনি সায়াহ্নে জ্ঞাত্যৃত্বিগ্‌গুরুসন্নিধৌ॥
পতিত (মহাপাতকী) ব্যক্তির (জীবদ্দশায়) তার প্রেতোদকক্রিয়া সপিণ্ড বান্ধবগণ (গ্রামের) বাইরে নিন্দিত দিনে (নবমী তিথিতে) সন্ধ্যাবেলা জ্ঞাতি, ঋত্বিক ও গুরুর উপস্থিতিতে করবে।

১৮৩। দাসী ঘটমপাং পূর্ণং পর্যসেৎ প্রেতবৎ পদা।
অহোরাত্রমুপাসীরন্নশৌচং বান্ধবৈঃ সহ॥
(সপিণ্ডসমানোদক কর্তৃক নিযুক্ত) দাসী দক্ষিণাভিমুখী হয়ে, উদকপূর্ণ ঘট পা দিয়ে ফেলেদিবে। সপিণ্ডসমানোদকগণ এক দিন রাত্রি অশৌচ পালন করবে।

১৮৪। নিবর্ত্তেরংশ্চ তস্মাত্তু সম্ভাষণসহাসনে।
দায়াদ্যস্য প্রদানঞ্চ যাত্রা চৈব হি লৌকিকী॥
তার সঙ্গে কথা বলা, একত্র বসা, তাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারদান এবং (শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণাদি) ব্যবহার বর্জন করবে।

১৮৫। জ্যেষ্ঠতা চ নিবর্ত্তেত জ্যেষ্ঠাবাপ্যঞ্চ যদ্ধনম্।
জ্যেষ্ঠাংশং প্রাপ্নুয়াচ্চাস্য যবীয়ান্ গুণতোহধিকঃ॥
ঐ পতিত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠতা (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ হিসাবে তার প্রতি অভিবাদনাদি) থাকবে না, (পৈতৃক সম্পত্তিতে) জ্যেষ্ঠ হিসাবে প্রাপ্য (অতিরিক্ত) ধন সে পাবে না। কনিষ্ঠ ভ্রাতা অধিকতর গুণবান্ হলে জ্যেষ্ঠের অংশ পাবে।

১৮৬। প্রায়শ্চিত্তে তু চরিতে পূর্ণকুম্ভমপাং নবম্।
তেনৈব সার্দ্ধং প্রাস্যেযুঃ স্নাত্বা পুণ্যে জলাশয়ে॥
(পতিত ব্যক্তি) যদি প্রায়শ্চিত্ত করে তাহলে (সপিণ্ডসমানোদকেরা) তার সঙ্গে একত্র হয়ে পবিত্র জলাশয়ে স্নান করে নূতন জলপূর্ণ কুম্ভ নিক্ষেপ করবে।

১৮৭। স ত্বপ্সু তং ঘটং প্রাস্য প্রবিশ্য ভবনং স্বকম্।
সর্ব্বাণি জ্ঞাতিকার্য্যাণি-যথাপূর্ব্বং সমাচরেৎ॥
সে জলে সেই ঘট ফেলে নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করে সকল জ্ঞাতিকর্ম পূর্বের ন্যায় করবে।

১৮৮। এতমেব বিধিং কুর্য্যদ্ যোষিৎসু পতিতাস্বপি।
বস্ত্রান্নপানং দেয়ংতু বসেয়ুশ্চ গৃহান্তিকে॥

পতিতা নারী সম্বন্ধেও এই নিয়মই পালন করবে। পতিতা নারীকে বস্ত্র, অন্ন ও পানীয় দিবে এবং তাকে গৃহসমীপে (কুটীরে) বাস করাবে।

১৮৯। এনস্বিভিরনির্ণিক্তৈর্নার্থং কিঞ্চিৎ সহাচরেৎ।
কৃতনির্ণেজনাংশ্চৈব ন জুগুপ্সেত কর্হিচিৎ॥
যে পাপাচারিগণ প্রায়শ্চিত্ত করেনি, তাদের সঙ্গে (দান প্রতিগ্রহাদি) কিছু করবে না এবং যারা প্রায়শ্চিত্ত করেছে, তাদের কখনও নিন্দা করবে না।

১৯০। বালঘ্নাংশ্চ কৃতঘ্নাংশ্চ বিশুদ্ধানপি ধর্ম্মতঃ।
শরণাগতহন্তৃংশ্চ স্ত্রীহন্তৃংশ্চ ন সংবসেৎ॥
বালক, শরণাগত ও স্ত্রীহন্তা এবং উপকারীর অপকারক, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হলেও এদের সঙ্গে ব্যবহার করবে না।

১৯১। যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানুচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ॥
যে দ্বিজগণের সাবিত্রী (অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার) নিয়মানুসারে হয়নি, তাদের তিনটি প্রাজাপত্য করিয়ে যথাবিধি উপনয়ন দিবে।

১৯২। প্রায়শ্চিত্তং চিকীর্ষন্তি বিকমর্ম্মস্থাস্তু যে দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মণা চ পরিত্যক্তাস্তেষামপ্যেতদাদিশেৎ॥
যে নিষিদ্ধকর্মকারী বা (উপনীত হয়েও) বেদাধ্যয়নে বিমুখ দ্বিজগণ প্রায়শ্চিত্ত করতে ইচ্ছা করেন, তাঁদেরও এই (উক্ত প্রাজাপত্যত্রয়) নির্দেশ করবে।

১৯৩। যদ্‌গর্হিতেনার্চয়ন্তি কর্ম্মণা ব্রাহ্মণা ধনম্।
তস্যোৎসর্গেন শুধ্যন্তি জপ্যেন তপসৈব চ।।
ব্রাহ্মণগণ নিন্দিত কর্মদ্বারা যে ধন অর্জন করেন, তার ত্যাগ, জপ ও তপস্যা দ্বারা তাঁরা শুদ্ধ হন।

১৯৪। জপিত্বা ত্রীণি সাবিত্র্যাঃ সহস্রাণি সমাহিতঃ।
মাসং গোষ্ঠে পয়ঃ পীত্বা মুচ্যতেহসৎপ্রতিগ্রহ্যৎ॥
সংযত চিত্তে তিন হাজার বার গায়ত্রী জপ করে এবং এক মাস গোচারণভূমিতে দুগ্ধপান করে অসৎপ্রতিগ্রহজনিত পাপ থেকে (ব্রাহ্মণ) মুক্ত হন।

১৯৫। উপবাসকৃশং তন্তু গোব্রজাৎ পুনরাগতম্।
প্রণতং প্রতিপৃচ্ছেয়ুঃ সাম্যং সৌম্যেচ্ছসীতি কিম্॥
তিনি উপবাসে কৃশ হয়ে গোচারণভূমি থেকে ফিরে এলে এবং প্রণাম করলে তাঁকে (ব্রাহ্মণগণ) জিজ্ঞাসা করবেন—হে সৌম্য, তুমি আমাদের সঙ্গে সাম্য (তুল্য ব্যবহার) ইচ্ছা কর কি?

১৯৬। সত্যমুক্ত্বা তু বিপ্রেষু বিকিরেদ্ যবসং গবাম্।
গোভিঃ প্রবর্ত্তিতে তীর্থে কুর্য্যুস্তস্য পরিগ্রহম্॥
একথা সত্য (পুনরায় অসৎপ্রতিগ্রহ করব না) এইরূপ ব্রাহ্মণদের বলে গাভীকে ঘাস দিবেন; সেই ঘাস গাভী খেতে থাকলে (সেইহেতু) পবিত্রীকৃত স্থানে (ব্রাহ্মণগণ) তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করতে স্বীকার করবেন।

১৯৭। ব্রাত্যানাং যাজনং কৃত্বা পরেষামন্ত্যকর্ম চ।
অভিচারমহীনঞ্চ ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্ব্যপোহতি॥
ব্রাত্যের[৯] যাজন, (পিতা গুরু প্রভৃতি ছাড়া) অন্যের অন্ত্যকর্ম (দাহ শ্রাদ্ধাদি), নির্দোষ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে অভিচার (মারণার্থ শ্যেনযাগাদি) ও (অশুচিকর) অহীনযাগ করে তিনটি প্রাজাপত্য দ্বারা লোক পাপমুক্ত হয়।

১৯৮। শরণাগতং পরিত্যজ্য বেদং বিপ্লাব্য চ দ্বিজঃ।
সংবৎসরং যবাহারস্তৎ পাপমপসেধতি॥
শরণাপন্ন ব্যক্তিকে ত্যাগ করে বা যে বেদাধ্যয়নের অধিকারী নয় তাকে অধ্যাপন করে দ্বিজ এক বৎসর যবাহারী হয়ে সেই পাপ দূর করেন।

১৯৯। শ্বশৃগালখরৈর্দ্দষ্টো গ্রাম্যৈঃ ক্রব্যাদ্ভিরেব চ।
নরাশ্বোষ্ট্রবরাহৈশ্চ প্রাণায়ামেন শুধ্যতি॥
কুকুর, শৃগাল, গর্দভ, গ্রাম্য কাঁচামাংসভোজী জন্তু, মানুষ, অশ্ব, উষ্ট্র বা শূকর কর্তৃক দষ্ট হয়ে প্রাণায়ামের দ্বারা শুদ্ধ হয়।

২০০। ষষ্ঠান্নকালতা মাসং সংহিতাজপ এব বা।
হোমাশ্চ সকলা নিত্যমপাঙ্‌ক্ত্যানাং বিশোধনম্॥
একমাস পর্যন্ত দুইদিন উপবাসী থেকে তৃতীয় দিন রাত্রে ভোজন বা বেদপাঠ এবং 'দেবকৃতস্যৈনস' ইত্যাদি আটটি মন্ত্রদ্বারা হোম সর্বদা অপাংক্তেয় ব্যক্তিদের শুদ্ধির উপায়।

২০১। উষ্ট্রযানং সমারুহ্য খরযানন্তু কামতঃ।
স্নাত্বা তু বিপ্রো দিগ্বাসাঃ প্রাণায়ামেন শুধ্যতি॥
উটের বা গাধার গাড়ীতে স্বেচ্ছায় আরোহণ করে বা উলঙ্গ হয়ে স্নান করলে ব্রাহ্মণ প্রাণায়ামের দ্বারা শুদ্ধ হয়।

২০২। বিনাদ্ভিরপ্সু বাপ্যার্ত্তঃ শারীরং সন্নিবেশ্য চ।
সচেলো বহিরাপ্লুত্য গামালভ্য বিশুধ্যতি॥

জলাভাবে বা জলমধ্যে (মলমূত্রের) বেগার্ত ব্যক্তি বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করে সবস্ত্র (গ্রামের) বাইরে (নদী প্রভৃতিতে) স্নান করে গাভী স্পর্শ করে শুদ্ধ হয়।

২০৩। বেদোদিতানাং নিত্যানাং কর্ম্মণাং সমতিক্রমে।
স্নাতকব্রতলোপে চ প্রায়শ্চিত্তমভোজনম্॥
বেদবিহিত নিত্যকর্মের অকরণে এবং স্নাতকব্রতের লোপে অনাহার প্রায়শ্চিত্ত।

২০৪। হুঙ্কারং ব্রাহ্মণস্যোক্ত্বা ত্বঙ্কারঞ্চ গরীয়সঃ।
স্নাত্বানশ্নন্নহঃশেষমভিবাদ্য প্রসাদয়েৎ॥
ব্রাহ্মণকে হুংকার (চুপ কর ইত্যাদি) বা গুণবত্তর ব্যক্তিকে তুমি বললে স্নান করে উপবাসী থেকে দিনের শেষে তাদের অভিবাদন করে তুষ্ট করবে।

২০৫। তাড়য়িত্বা তৃণেনাপি কণ্ঠে বাবধ্য বাসসা॥
বিবাদে বা বিনির্জিত্য প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ॥
(ব্রাহ্মণকে) তৃণ দিয়ে প্রহার করলেও, গলায় কাপড় দিলে, (বাক্) কলহে পরাস্ত করে প্রণাম দ্বারা তাঁকে তুষ্ট করবে।

২০৬। অবগূর্য্য ত্বব্দশতং সহস্রমভিহত্য চ।
জিঘাংসয়া ব্রাহ্মণস্য নরকং প্রতিপদ্যতে॥
ব্রাহ্মণ-হননের ইচ্ছায় দণ্ড উঠালে এক শত বৎসর, আঘাত করলে হাজার বৎসর, নরকভোগ হয়।

২০৭। শোণিতংযাবতঃ পাংশূন্ সংগৃহ্ণাতি মহীতলে।
তাবন্ত্যব্দসহস্রাণি তৎকর্ত্তা নরকে বসেৎ॥
মাটিতে রক্ত যতগুলি ধূলিকণাকে আর্দ্র করে, তত সংখ্যক বৎসর (উক্ত) ব্যক্তি নরকে বাস করে।

২০৮। অবগূর্য্য চরেৎ কৃচ্ছ্রমতিকৃচ্ছ্রং নিপাতনে।
কৃচ্ছ্রতিকৃচ্ছ্রৌ কুর্ব্বীত বিপ্রস্যোৎপাদ্য শোণিতম্॥
ব্রাহ্মণের হত্যাকারী ব্যক্তি দণ্ড উত্তোলন করে প্রাজাপত্য, প্রহার করে অতিকৃচ্ছ্র রক্তপাত করে কৃচ্ছ্রতিকৃচ্ছ্র (উভয়) ব্রত করবে।

২০৯। অনুক্তনিষ্কৃতীনান্তু পাপানামপনুত্তয়ে।
শক্তিঞ্চাবেক্ষ্য পাপঞ্চ প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্পয়েৎ॥
যাদের প্রায়শ্চিত্ত নির্দিষ্ট হয়নি, ঐ সকল পাপাপনোদনের জন্য পাপীর শক্তি ও পাপের গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করবে।

২১০। যৈরভ্যুপায়ৈরেনাংসি মানবো ব্যপকর্ষতি।

তান্ বোহভ্যুপায়ান্ বক্ষ্যামি দেবর্ষিপিতৃসেবিতান্॥
যে সকল উপায়ে মানুষ পাপ ক্ষয় করে সেই দেবতা, পিতৃগণ ও ঋষি সেবিত উপায়গুলি সম্বন্ধে তোমাদের বলব।

২১১। ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহমদ্যাদযাচিতম্।
ত্র্যহং পরঞ্চ নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যং চরন্ দ্বিজঃ॥
দ্বিজ প্রাজাপত্য করতে করতে তিনদিন প্রাতে, তিনদিন সন্ধ্যায়, তিনদিন অযাচিত দ্রব্য ভোজন করে পরের তিনদিন উপবাস করবে।

২১২। গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্।
একরাত্রোপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং স্মৃতম্॥
গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও কুশোদক গ্রহণ এবং একরাত্র উপবাস—এর নাম কৃচ্ছ্র সান্তপন।

২১৩। ত্রৈকৈকং গ্রামমশ্নীয়াৎ ত্র্যহাণি ত্রীণি পূর্ব্ববৎ।
ত্র্যহঞ্চোপবসেদন্ড্যমতি কৃচ্ছ্রং চরন্ দ্বিজঃ॥
দ্বিজ অতিকৃচ্ছ করতে করতে তিন দিন এক এক গ্রাস ভক্ষণ করবেন, তারপর তিন দিন পূর্বের ন্যায় (সন্ধ্যায় এক গ্রাস এবং তিন দিন অযাচিত এক এক গ্রাস ভোজন করবেন), শেষের তিন দিন উপবাস করবেন।

২১৪। তপ্তকৃচ্ছ্রং চরন্ বিপ্রো জলক্ষীরঘৃতানিলান্
প্রতিত্রাহং পিবেদুষ্ণান্ সকৃৎস্নায়ী সমাহিতঃ॥
ব্রাহ্মণ তপ্তকৃচ্ছ্র করতে করতে সংযত চিত্তে তিন তিন দিন করে উষ্ণ জল, উষ্ণ দুগ্ধ, উষ্ণ ঘৃত এবং উষ্ণ বায়ু সেবন করবেন ও একবার স্নান করবেন।

২১৫। যতাত্মনোহপ্রমত্তস্য দ্বাদশাহভোজনম্।
পরাকো নাম কৃচ্ছ্রহয়ং সর্ব্বপাপাপনোদনঃ॥
সংযতচিত্ত ও প্রমাদরহিত ব্যক্তির বার দিন উপবাস—এর নাম পরাককৃচ্ছ্র, এটি সকল পাপনাশক।

২১৬। একৈকং হ্রাসয়েৎ পিন্ডং কৃষ্ণে শুক্লে চ বর্দ্ধয়েৎ।
উপস্পৃশংস্ত্রিষবণমেতচ্চান্দ্রায়ণং স্মৃতম্॥
কৃষ্ণপক্ষে এক এক দিনে এক এক গ্রাস কমাবে, শুক্লপক্ষে এক এক দিনে এক এক গ্রাস বাড়াবে, তিনবার (প্রাতে, দুপুরে, সন্ধ্যায়) স্নান—এই ব্রত চান্দ্রায়ণ নামে খ্যাত।

২১৭। এতমেব বিধিং কৃৎস্নমারেদ্যবমধ্যমে।
শুক্লপক্ষাদিনিয়তশ্চরংশ্চান্দ্রায়ণংব্রতম্॥

এই সম্পূর্ণ নিয়মই যবমধ্য (চান্দ্রায়ণ ব্রতে) পালন করবে (প্রভেদ শুধু এই যে এতে) শুক্লপক্ষ থেকে চান্দ্রায়ণ ব্রত আরম্ভ হয়।

২১৮। অষ্টাবষ্টৌ সমশ্নীয়াৎ পিণ্ডান্ মধ্যন্দিনে স্থিতে।
নিয়তাত্মা হবিষ্যাশী যতিচান্দ্রায়ণং চর॥
যতিচান্দ্রায়ণ করতে জিতেন্দ্রিয় ও হবিষ্যান্নভোজী হয়ে দুপুরে প্রতিদিন আট আটটি গ্রাস ভক্ষণ করবে।

২১৯। চতুরঃ প্রাতরশ্নীয়াৎ পিণ্ডান্ বিপ্রঃ সমাহিতঃ।
চতুরোহস্তমিতে সূর্য্যে শিশুচান্দ্রায়ণং স্মৃতম্॥
ব্রাহ্মণ সংযতচিত্তে প্রাতে চার গ্রাস ও সূর্যাস্তে চার গ্রাস ভক্ষণ করবেন—এই ব্রত শিশুচান্দ্রায়ণ নামে খ্যাত।

২২০। যথাকথঞ্চিৎ পিণ্ডানাং তিস্রোহশীতীঃ সমাহিতঃ।
মাসেনাশ্নন্ হবিষ্যস্য চন্দ্রস্যৈতি সলোকতাম্॥
কোন প্রকারে সংযতচিত্তে ২৪০ গ্রাস হবিষ্যান্ন এক মাসে ভক্ষণ করলে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২২১। এতদ্রুদ্রাস্তথাদিত্য বসবশ্চাচরন্ ব্রতম্।
সর্ব্বাকুশলমোক্ষায় মরুতশ্চ মহর্ষিভিঃ॥
রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, মরুদাণ ও মহর্ষিগণ সকল পাপক্ষয়ের জন্য এই ব্রত করেছিলেন।

২২২। মহাব্যাহৃতিভির্হোমঃ কর্তব্যঃ স্বয়মন্বহম্।
অহিংসা সত্যমক্রোধমার্জবঞ্চ সমাচরেৎ॥
মহাব্যাহৃতি (ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ) সহকারে প্রতিদিন নিজের হোম কর্তব্য এবং অহিংসা, সত্যভাষণ, ক্রোধহীনতা ও সরলতার অভ্যাস করণীয়।

২২৩। ত্রিরহস্ত্রির্নিশায়াঞ্চ সবাসা জলমাবিশেৎ।
স্ত্রী-শূদ্র-পতিতাংশ্চৈব নাভিভাষেত কর্হিচিৎ॥
দিনে তিনবার, রাত্রে তিনবার সবস্ত্র স্নান করবে। কখনও স্ত্রীলোক, শূদ্র ও পতিত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলবে না।

২২৪। স্থানাসনাভ্যাং বিহরেদশক্তোহধঃ শয়ীত বা।
ব্রহ্মচারী ব্রতী চ স্যাদ্গুরুদেবদ্বিজার্চ্চকঃ॥
দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট হয়ে বিচরণ করবে, অক্ষম হলে ভূমিতে শয়ন করবে, স্ত্রীসংযোগরহিত হয়ে (মেখলাদণ্ডধারী) ব্রহ্মচারী হয়ে গুরু, দেবতা ও দ্বিজগণের পূজা করবে।

২২৫। সাবিত্রীঞ্চ জপেন্নিত্যং পবিত্রাণি চ শক্তিতঃ।
সর্ব্বেষ্বেব ব্রতেষ্বেবং প্রায়শ্চিত্তার্থমাদৃতঃ॥
সকল ব্রতেই এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের জন্য যত্নসহকারে সর্বদা গায়ত্রী ও অঘমর্ষণাদি মন্ত্র যথাশক্তি জপ করবে।

২২৬। এতৈর্দ্বিজাতয়ঃ শোধ্যা ব্রতৈরাবিষ্কৃতৈনসঃ।
অনাবিষ্কৃতপাপাংস্তু মন্ত্রৈর্হোমৈশ্চ শোধয়েৎ॥
এই দ্বিজগণ, যাঁদের পাপ লোকবিদিত, ব্রতসমূহ দ্বারা শোধনীয়। যাঁদের পাপ অজ্ঞাত, তাঁদের মন্ত্র ও হোমের দ্বারা শুদ্ধ করবে।

২২৭। খ্যাপনেনানুতাপেন তপাধ্যয়নেন চ।
পাপকৃন্মুচ্যতে পাপাৎ তথা দানেন চাপদি॥
পাপকারী ব্যক্তি (নিজের পাপের) ঘোষণা, অনুতাপ, তপস্যা (কৃচ্ছ্রসাধন) ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা পাপমুক্ত হয়, আপদ্‌কালের দানের দ্বারা (পাপমুক্ত হয়)।

২২৮। যথা যথা নরোঽধর্ম্মং স্বয়ং কৃত্বানুভাষতে।
তথা তথা ত্বচেবাহিস্তেনাধর্ম্মেন মুচ্যতে॥
যেমন যেমন মানুষ অধর্ম করে নিজে তা বলে, তেমন তেমন সে সেই অধর্ম থেকে মুক্ত হয়, যেমন সর্প ত্বক্ (নিমোক) থেকে মুক্ত হয়।

২২৯। যথা যথা মনস্তস্য দুষ্কৃতং কর্ম গর্হতি।
তথা তথা শরীরং তং তেনাধর্মেণ মুচ্যতে॥
যেমন যেমন তার মন দুষ্কর্মের নিন্দা করে, তেমন তেমন সব শরীর সেই অধর্ম থেকে মুক্ত হয়।

২৩০। কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥
পাপ করে অনুতাপ করলে সেই পাপ থেকে মানুষ মুক্ত হয়। এমন কাজ আর করব না, এই বলে নিবৃত্ত হলে সে পবিত্র হয়।

২৩১। এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা প্রেত্য কর্মফলোদয়ম্।
মনোবাঙ্মূর্ত্তিভির্নিত্যং শুভং কর্ম সমাচরেৎ॥
এইভাবে মনে মনে পরলোকে কর্মফল চিন্তা করে কায়মনোবাক্যে সর্বদা শুভ কর্ম করবে।

২৩২। অজ্ঞানাদ্‌যদি বা জ্ঞানাৎ কৃত্বা কর্ম বিগর্হিতম্।
তস্মাদ্বিমুক্তিমন্বিচ্ছন্ দ্বিতীয়ং ন সমাচরেৎ॥
জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নিন্দিত কর্ম করে তার থেকে মুক্তি ইচ্ছা করে দ্বিতীয়বার তা করবে না।

২৩৩। যস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্য কৃতে মনসঃ স্যাদলাঘবম্।
তস্মিংস্তাবত্তপঃ কুর্য্যদ্যাবৎ তুষ্টিকরং ভবেৎ॥
যে কাজ করা হলে মন ভারী হয়, সেই ব্যাপারে ততক্ষণ (তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন) করবে যতক্ষণ মনস্তুষ্টি না হয়।

২৩৪। তপোমুলমিদং সর্ব্বং দৈবমানুষকং সুখম্।
তপোমধ্যং বুধৈঃ প্রোক্তং তোপোহন্তং বেদদর্শিভিঃ॥
দৈব ও মানুষকৃত এই সকল সুখের মূল তপস্যা। এর মধ্য তপস্যা এবং অন্ত তপস্যা, বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই কথা বলেছেন।

২৩৫। ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্ ॥
ব্রাহ্মণের তপস্যা জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের তপস্যা রক্ষা করা, বৈশ্যের তপস্যা কৃষি পশুপালনাদি, শূদ্রের তপস্যা (দ্বিজগণের) সেবা।

২৩৬। ঋষযঃ সংযতাত্মানঃ ফলমুলানিলাশনাঃ।
তপসৈব প্রপশ্যন্তি ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥
জিতেন্দ্রিয়, ফলমূলভোজী ঋষিগণ তপস্যা দ্বারাই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ত্রিভুবন দেখেন।

২৩৭। ঔষধ্যন্যগদো বিদ্যা দৈবী চ বিবিধা স্থিতিঃ।
তপসৈব প্রসিধ্যন্তি তপস্তেষাং হি সাধনম্॥
ঔষধ, নীরোগতা, বেদবিদ্যা, ও নানাবিধ স্বর্গাদিতে অবস্থান তপস্যা দ্বারাই সিদ্ধ হয়; কারণ, তপস্যা তাদের প্রাপ্তির কারণ।

২৩৮। যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করম্।
সর্ব্বন্তু তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্॥
যা দুস্তর, যা দুপ্রাপ্য, যা দুর্গম, যা দুষ্কর এই সবই তপস্যা দ্বারা সাধ্য; কারণ, তপস্যা অলঙ্ঘনীয়।

২৩৯। মহাপাতকিনশ্চৈব শেষাশ্চাকার্য্যকারিণঃ।
তপসৈব সুতপ্তেন মুচ্যন্তে কিল্বিষাৎ ততঃ॥
মহাপাতকিগণ ও অবশিষ্ট পাপাচারিগণ সুষ্ঠুরূপে কৃত তপস্যা দ্বারাই পাপমুক্ত হয়।

২৪০। কীটাশ্চাহিপতঙ্গাশ্চ পশবশ্চ বয়াংসি চ।
স্থাবরাণি চ ভূতানি দিবং যান্তি তপোবলাৎ॥
কীট, সর্প, পতঙ্গ, জন্তু, পক্ষী এবং স্থাবর পদার্থ তপস্যার শক্তিতে স্বর্গে গমন করে।

২৪১। যৎ কিঞ্চিদেনঃ কুর্ব্বন্তি মনোবাঙ্ মূর্ত্তিভির্জনাঃ।
তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহন্ত্যাশু তপসৈব তপোধনাঃ॥
মানুষ কায়মনোবাক্যে যা কিছু পাপ করে, তার সবই তপস্বিগণ তপস্যা দ্বারা শীঘ্র দগ্ধ করেন।

২৪২। তপসৈব বিশুদ্ধস্য ব্রাহ্মণস্য দিবৌকসঃ।
ইজ্যাশ্চ প্রতিগৃহ্ণন্তি কামান্ সংবর্দ্ধয়ন্তি চ ॥
তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ ব্রাহ্মণেরই যজ্ঞ দেবগণ গ্রহণ করেন এবং তাঁর কাম্য বস্তু দান করেন।

২৪৩। প্রজাপতিরিদং শাস্ত্রং তপসৈবাসৃজৎ প্রভুঃ।
তথৈব বেদানৃষ্যস্তপসা প্রতিপেদিরে॥

প্রভু প্রজাপতি তপস্যা দ্বারাই এই শাস্ত্র সৃষ্টি করেছিলেন। তেমনই ঋষিগণ তপস্যা দ্বারা বেদসমূহ লাভ করেছিলেন।

২৪৪। ইত্যেতং তপসো দেব মহাভাগ্যং প্রচক্ষতে।
সর্ব্বস্যাস্য প্রপশ্যান্তস্তপসঃ পুণ্যমুত্তমম্॥
তপস্যা থেকে এই (পরিদৃশ্যমান) সকলের পবিত্র উৎপত্তি লক্ষ্য করে দেবগণ তপস্যার এই মাহাত্ম্য বলেন।

২৪৫। বেদাভ্যাসোহন্বহং শক্ত্যা মহাযজ্ঞক্রিয়া ক্ষমা।
নাশযন্ত্যাশু পাপানি মহাকজান্যপি॥
মহাযজ্ঞকরণে অসমর্থ ব্যক্তিগণ প্রতিদিন যথাশক্তি বেদাভ্যাসের ধারা শীঘ্র মহাপাতকজাত পাপও নষ্ট করেন।

২৪৬। যথৈবস্তেজসা বহ্নিঃ প্রাপ্তং নির্দ্দহতি ক্ষণাৎ।
তথা জ্ঞানাগ্নিনা পাপং সর্ব্বং দহতি বেদবিৎ॥
যেমন অগ্নি নিকটবর্তী কাষ্ঠ ক্ষণমাত্রে তেজ দ্বারা নিঃশেষে দগ্ধ করে, তেমনই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সকল পাপ দগ্ধ করেন।

২৪৭। ইত্যেতদেনসামুক্তং প্রায়শ্চিত্তং যথাবিধি।
অত ঊর্ধ্বং রহস্যানাং প্রায়শ্চিত্তং নিবোধত॥
নিয়মানুসারে (প্রকাশ্য) পাপসমুহের এই প্রায়শ্চিত্ত বলা হল। এর পরে রহস্য (গোপন) পাপের প্রায়শ্চিত্ত শোন।

২৪৮। সব্যাহৃতিপ্রণবকাঃ প্রাণায়ামাস্ত যোড়শ।
অপি ভ্রূণহনং মাসাৎ পুনন্ত্যহরহঃ কৃতাঃ॥

প্রতিদিন ব্যাহৃতি (ভঃ, ভুবঃ স্বঃ) ও প্রণব (ওঁকার) যুক্ত ষোলটি প্রাণায়াম এক মাসে ব্রহ্মহত্যাকারীকেও শুদ্ধ করে।

২৪৯। কৌৎসং জপ্‌ত্বাপ ইত্যোতদ্বাসিষ্ঠঞ্চ প্রতীত্যৃচম্‌।
মাহিত্রং শুদ্ধবত্যশ্চ সুরাপহপি বিশুধ্যতি॥
কৌৎস (ঋষিদৃষ্ট) 'অপ নঃ শোশুচদঘম্‌' এই মন্ত্র এবং বশিষ্ঠ (ঋষিদৃষ্ট) 'প্রতিস্তোমেভিরুষসং বসিষ্ঠাঃ' এই ঋক্‌, মাহিত্র (মহিত্রীণাধোস্তিতি) মন্ত্র এবং শুদ্ধবতী মন্ত্রসমূহ (এতোম্বিন্দ্রং স্তবাম ইত্যাদি) তিন ঋক্‌ জপ করে সুরাপায়ীও শুদ্ধ হয়।

২৫০। সকৃজ্জপ্‌ত্বাস্যসবামীয়ং শিবসঙ্কল্পমেব চ।
অপহৃত্য সুবর্ণন্তু ক্ষণাদ্ভবতি নির্মলঃ॥
অস্যবামীয় (অস্য বামস্য পলিতস্য) এই সুক্ত একবার জপ করে ও (যজ্জাগ্রতো দুরম্‌) এই বাজসনেয়ী সংহিতায় পঠিত শিবসংকল্প মন্ত্র পাঠ করে (ব্রাহ্মণের) স্বর্ণাপহারক ক্ষণমধ্যে নিস্পাপ হয়।

২৫১। হবিষ্পান্তীয়মভাস্য নতমংহ ইতীতি চ।
জপিত্বা পৌরুষং সুক্তং মুচ্যতে গুরুতল্পগঃ॥
হবিষ্পান্তমজরং স্বর্বিদিম্‌ (এই একুশটি ঋক্‌) এবং নতমংহোন দুরিতম্‌ ইত্যাদি (আটটি) ঋক্‌ এবং পুরুষসূক্ত (সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ) জপ করে গুরুদারগামী পাপমুক্ত হয়।

২৫২। এনসাং স্থূল-সুক্ষ্মণাং চিকীর্ষন্নপনোদনম্‌।
অবেত্যৃচং জপেদব্দং যৎকিঞ্চেদমিতীতি বা॥
গুরুলঘু পাপের ক্ষয়কামী ব্যক্তি 'অব তে হেডো বরুণ' এই ঋক্‌ অথবা 'যৎকিংচেদং বরুণ দৈবো' এই ঋক্‌ এক বৎসর জপ করবে।

২৫৩। প্রতিগৃহ্যাপ্রতিগ্রাহ্যং ভুক্‌ত্বা চান্নং বিগর্হিতম্‌।
জপুংস্তরৎসমন্দীয়ং পূয়তে মানবস্ত্র্যহাৎ॥
প্রতিগ্রহের অযোগ্য দ্রব্য প্রতিগ্রহ করে বা নিন্দিত অন্ন ভক্ষণ করে 'তরৎসমন্দী ধাবতি' ইত্যাদি (চারটি ঋক্‌) জপ করে মানুষ তিন দিনে পবিত্র হয়।

২৫৪। সোমারৌদ্রন্তু বহ্বেনা মাসমভ্যস্য শুধ্যতি।
স্রবন্ত্যামাচরন্‌ স্নানমর্য্যম্‌ণামিতি চ তৃচম্‌॥
নদীতে স্নান করে 'সোমো রুদ্রা' ইত্যাদি (চারটি ঋক্‌) এবং 'অর্যমণং বরুণং মিত্রংচ' ইত্যাদি (তিনটি ঋক্‌) এক মাস অভ্যাস করলে বহুপাপযুক্ত ব্যক্তি শুদ্ধ হয়।

২৫৫। অব্দার্দ্ধমিন্দ্রমিত্যেতদেনস্বী সপ্তকং জপেৎ।

অপ্রশস্তন্তু কৃত্বাপ্সু মাসমাসীত ভৈক্ষভুক্॥
পাপী 'ইন্দ্রং মিত্রমবরুণমগ্নিম্' ইত্যাদি সাতটি ঋক্ ছয় মাস জপ করলে (সর্ব পাপমুক্ত হয়)। জলে মলমূত্র তাগ করে এক মাস ভিক্ষান্নভোজী হয়ে থাকবে।

২৫৬। মন্ত্রৈঃ শাকলহোমীয়ৈরব্দং হুত্বা ঘৃতং দ্বিজঃ।
সুগুর্ব্বপ্যপহন্ত্যেনো জপ্ত্বা বা নম ইত্যৃচম্॥
'দেবকৃতস্য' ইত্যাদি শাকল হোমমন্ত্র দ্বারা ঘৃতহোম করে 'নম ইন্দ্রশ্চ' ইত্যাদি ঋক্ এক বৎসর জপলে অত্যন্ত গুরুপাপও দূর হয়।

২৫৭। মহাপাতকসংযুক্তোহনুগচ্ছেদ্ গাঃ সমাহিতঃ।
অভ্যস্যাব্দং পাবমানীর্ভৈক্ষাহারো বিশুধ্যতি॥
মহাপাতকী সংযতচিত্তে গাভীসমূহের অনুগমন করবে। ভিক্ষান্ন আহার করে 'যঃপাবমানীরধ্যেতি' এই ঋক্ এক বৎসর অভ্যাস করলে সে শুদ্ধ হয়।

২৫৮। অরণ্যে বা ত্রিরভ্যস্য প্রযতো বেদসংহিতাম্।
মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্ব্বৈ পরাকৈঃ শোধিতস্ত্রিভিঃ॥
অথবা তিনটি পরাকব্রত দ্বারা পবিত্র হয়ে (বাহ্যাভ্যন্তর) শৌচযুক্ত ব্যক্তি বনে বেদসংহিতা তিনবার অভ্যাস করে সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়।

২৫৯। ত্র্যহংতূপবসেদ্ যুক্তস্ত্রিরহ্নোহভ্যুপয়ন্নপঃ।
মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্ব্বৈস্ত্রির্জপিত্বাঘমর্ষণম্॥
তিন দিন উপবাসী ও সংযত হয়ে তিনবার (প্রাতে, দুপুরে ও সন্ধ্যায়) স্নানপূর্বক অঘমর্ষণ সূক্ত জপ করলে (পাপী) সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়।

২৬০। যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট্ সর্ব্বপাপাপনোদনঃ।
তথাঘমর্ষণং সূক্তং সর্ব্বপাপাপনোদনম্॥
যেমন যজ্ঞের রাজা অশ্বমেধ সকল পাপনাশক, তেমন অঘমর্ষণ সূক্ত সকল পাপনাশক।

২৬১। হত্বা লোকানপীমাংস্ত্রীশ্নন্নপি যতস্ততঃ।
ঋগ্বেদং ধ্যরয়ন্ বিপ্রো নৈনঃ প্রাপ্নোতি কিঞ্চন॥
এই (ভূরাদি) লোকত্রয় নষ্ট করে মহাপাতকী প্রভৃতি যার তার থেকে অন্নভোজন করে ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদ অভ্যাস করলে কোন পাপগ্রস্ত হয় না।

২৬২। ঋক্সংহিতাং ত্রিরভ্যসা যজুষাং বা সমাহিতঃ।
সাম্নাং বা সরহস্যানাং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

(ব্রাহ্মণ) ঋগ্বেদসংহিতা, যজুর্বেদ বা ব্রাহ্মণোপনিষৎসহ সামবেদ তিনবার অভ্যাস করে সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়।

২৬৩। যথা মহাহ্রদং প্রাপ্য ক্ষিপ্তং লোষ্ট্রং বিনশ্যতি।
তথা দুশ্চরিতং সর্ব্বং বেদে ত্রিবৃতি মজ্জতি॥
যেমন বিশাল হ্রদে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র বিনষ্ট হয় (ডুবে যায়), তেমনই সকল পাপ ত্রিবৃৎ বেদে মগ্ন হয়।

২৬৪। ঋচো যজুংষি চান্যানি সামানি বিবিধানি চ।
এষ জ্ঞেয়স্ত্রিবৃদ্বেদো যো বেদৈনং স বেদবিৎ॥
ঋক্‌সমূহ, যজুর্মন্ত্র, অন্য নানাবিধ সামমন্ত্র—এই ত্রিবৃৎ বেদ নামে জ্ঞেয়; যে একে জানে, সে বেদজ্ঞ।

২৬৫। আদ্যং যৎ ত্র্যক্ষরং ব্রহ্ম ত্রয়ী যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা।
স গুহ্যোহন্যস্ত্রিবৃদ্বেদো যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥
(সকল বেদের) আদ্য (অ, উ, ম এই) তিন অক্ষরাত্মক (ওঁকার রূপ) ব্রহ্ম, যাতে ত্রয়ী (ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ) প্রতিষ্ঠিত, তা গুহ্য, একে ত্রিবৃৎ বলা যায়; একে যে জানে সে বেদজ্ঞ।

মানবধর্মশাস্ত্রে ভৃগুলোক্ত সংহিতায় একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পাদটীকা

১ শব্দকোষ দ্রঃ।
২ পূর্বশ্লোকে কুমারীকন্যায় রেতঃসেক বা মৈথুনের কথা বলা হয়েছে।
৩ শব্দকোষ দ্রঃ।
৪ শোনাদিয়াগের দ্বাড়া নিরপরাধ ব্যক্তিকে মারা।
৫ যে পেটিকায় মদ থাকে তাতে আনীত।
৬ পুংসি সপ্তম্যন্ত হওয়ায় এখানে পুরুষ কর্তা হতে পারে না; সুতরাং সমমৈথুন (homosexuality) অভিপ্রেত মনে হয়।
৭ মূলে আছে বৃষলী। এই শব্দের অর্থ শূদ্রা নারী। কিন্তু বিহিত প্রায়শ্চিতের গুরুত্ব বিবেচনায় কুল্লুকভট্ট এখানে এর অর্থ করেছেন চণ্ডালী।
৮ এই ব্যাখ্যা মেধাতিথি ও কুল্লুকাসারী। গোবিন্দরাজের মতে, যাজনাদি ত্রিবিধ সংসর্গে এক বৎসরে পাতিত্য হয়, যানাদি সংসর্গে লঘুত্বহেতু দীর্ঘতরকালের সংসর্গে পাতিত্য হয়।
৯ শব্দকোষ দ্রঃ।

দ্বাদশ অধ্যায়

১। চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য কৃৎস্নোহয়মুক্তো ধর্মস্ত্বয়ানঘ।

কর্মণাং ফলনির্ব্বৃত্তিং শংস নস্তত্ত্বতঃ পরাম্॥
হে নিস্পাপ, চতুর্বর্ণের এই সমগ্র ধর্ম আপনি বলেছেন। জন্মান্তরার্জিত কর্মফলপ্রাপ্তির বিষয় আমাদের যথার্থরূপে বলুন।

২। স তানুবাচ ধর্মাত্মা মহর্ষীন্ মানবো ভৃগুঃ।
তস্য সর্ব্বস্য শৃণুত কর্মযোগস্য নির্ণয়ম্॥
মনুর অপত্য ধার্মিক ভৃগু সেই মহর্ষিগণকে বললেন—এই সকল কর্মফলের সিদ্ধান্ত শোন।

৩। শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্‌দেহসম্ভবম্।
কর্ম্মজা গতয়ো নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ॥
শুভাশুভফলপ্রদ কর্ম কায়মনোবাক্যসম্ভূত। মানুষের উত্তম, মধ্যম ও অধম গতি কর্মজাত।

৪। তস্যেহ ত্রিবিধস্যাপি ত্র্যধিষ্ঠানস্য দেহিনঃ।
দশলক্ষণযুক্তস্য মনো বিদ্যাৎ প্রবর্ত্তকম্॥
সেই দেহসম্বন্ধী উৎকৃষ্ট মধ্যম ও অধম ভেদে মনোবাক্‌কায়াশ্রিত (বক্ষ্যমাণ) দশলক্ষণযুক্ত কর্মের মনকে প্রবর্তক বলে জানবে।

৫। পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম মানসম্॥
অপরের ধন (অন্যায়রূপে গ্রহণের) চিন্তা, মনে (ব্রহ্মবধাদি) অনিষ্ট চিন্তা, (পরলোক নেই, দেহই আত্মা) এইরূপ অভিনিবেশ—এই ত্রিবিধ (অশুভফলদ) মানসিক কর্ম।

৬। পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্॥
বাক্‌পারুষ্য, মিথ্যাবাক্য, পরদোষাবিষ্কার (রাজার, দেশের বা পুরসম্বন্ধীয়) নিষ্প্রয়োজন প্রলাপ—(অশুভফলজনক) এই চার প্রকার বাচনিক কর্ম।

৭। অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥
অদত্ত ধনগ্রহণ, অশাস্ত্রীয় হিংসা ও পরদারগমন—শারীর (অশুভলক্ষণ) কর্ম তিন প্রকার।

৮। মানসং মনসৈবায়মুপভুঙ্‌ক্তে শুভাশুভম্।
বাচা বাচাকৃতং কর্ম কায়েনৈব চ কায়িকম্॥
মানস কর্মের শুভাশুভ ফল মন দ্বারাই ভোগ করে, বাক্য দ্বারা কৃত কর্মের ফল বাক্য দ্বারা এবং শরীরের দ্বারা কৃত কর্মফল শরীরের দ্বারাই ভোগ করে।

৯। শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্॥
মানুষ শরীর দ্বারা কৃত কর্মের দোষে স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়, বাচিক কর্ম দ্বারা পক্ষী ও পশু হয়,মানসিক কর্ম দ্বারা চণ্ডালাদি জাতি প্রাপ্ত হয়।

১০। বাগ্‌দণ্ডোহথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে ॥
যার বাক্য, মন ও কায়ের দণ্ড (দমন) বুদ্ধিতে অবস্থান করে, সে ত্রিদণ্ডী বলে কথিত হয়।

১১। ত্রিদমেতন্নিক্ষিপ্য সর্ব্বভূতেষু মানবঃ।
কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি ॥
এই ত্রিদণ্ড সর্বভূতে নিক্ষেপ করে কাম ক্রোধকে সংযত করে মানুষ সিদ্ধিলাভ করে।

১২। যোহস্যাত্মনঃ কারয়িতা তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রচক্ষতে।
যঃ করোতি তু কর্ম্মাণি স ভূতাত্মাচ্যতে বুধৈঃ ॥
যে শরীরকে কার্য করায় তাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়, যে কর্মসমূহ করে সে পণ্ডিতগণ কর্তৃক ভূতাত্মা বলে কথিত হয়।

১৩। জীবসংজ্ঞোন্তরাত্মান্যঃ সহজঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
যেন বেদয়তে সর্ব্বং সুখং দুঃখঞ্চ জন্মসু ॥
সকল দেহধারীর জীবসংজ্ঞক অন্য সহজাত অন্তরাত্মা আছে, যার দ্বারা জন্মে জন্মে সকল সুখ দুঃখ অনুভব করে।

১৪। তাবুভৌ ভূতসংপৃক্তৌ মহান্ ক্ষেত্র এব চ।
উচ্চাবচেষু ভূতেষু স্থিতং তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতঃ ॥
(ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চ) ভূত সংপৃক্ত ঐ মহত্তত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ই উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট জীবে স্থিত (পরমাত্মাকে) ব্যাপ্ত হয়ে থাকে।

১৫। অসংখ্যা মূর্ত্তয়স্তস্য নিষ্পতন্তি শরীরতঃ।
উচ্চাবচেষু ভূতানি সততং চেষ্টয়ন্তি যাঃ ॥
তাঁর (ঐ পরমাত্মার) দেহ থেকে (উৎপন্ন) অসংখ্য জীব নিঃসৃত হয়ে বিবিধ ভূতসমূহকে সর্বদা কর্মে প্রেরণা দেয়।

১৬। পঞ্চভ্য এব মাত্রাভ্যঃ প্রেত্য দুষ্কৃতিনাং নৃণাম্।
শরীরং যাতনার্থীয়মন্যদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্॥

দুষ্কর্মকারী লোকের পরলোকে যাতনা অনুভবের জন্য (ক্ষিতি আদি) পঞ্চ (ভূতের) অংশ থেকে অন্য (লিঙ্গ) শরীর নিশ্চয়ই জন্মে।

১৭। তেনানুভয় তা যামীঃ শরীরেণেই যাতনাঃ।
তাম্বেব ভূতমাত্রাসু প্রলীয়ন্তে বিভাগশঃ॥
সেই শরীরের দ্বারা যমনির্দিষ্ট সেই যাতনা ভোগ করে ঐ সকল ভূতের অংশেই ভাগে ভাগে বিলীন হয়ে থাকে।

১৮। সোহানুভূয়াসুখোদর্কান্ দোষান্ বিষয়সঙ্গজান্।
ব্যপেতকল্মষোহভ্যেতি তাবেবোভৌ মহৌজসৌ॥
ঐ (লিঙ্গশরীরাবচ্ছিন্ন জীব) বিষয়াসক্তিজাত পরিণামে দুঃখজনক দোষ (হেতু) দুঃখ ভোগ করে (ভোগাবসানে) পাপমুক্ত হয়ে ঐ মহৎ ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয়কে আশ্রয় করে।

১৯। তৌ ধর্ম্মং পশাতন্তস্য পাপঞ্চাতন্দ্রিতৌ সহ।
যাভ্যাং প্রাপ্নোতি সংপৃক্তঃ প্রেত্যেহ চ সুখাসুখম্॥
ঐ দুইটি (মহৎ ও ক্ষেত্রজ্ঞ) অনলসভাবে (লিঙ্গশরীরাবচ্ছিন্ন জীবের) ধর্মাধর্ম বিচার করে,যে ধর্মাধর্মের সঙ্গে সংপৃক্ত হয়ে জীব ইহলোক ও পরলোকে সুখ দুঃখ অনুভব করে।

২০। যদ্যাচরতি ধর্মং স প্রায়শোহধর্মমল্পশঃ।
তৈরেব চাবৃতো ভূতৈঃ স্বর্গে সুখমুপাশ্নুতে॥
ঐ (জীব) যদি প্রায়ই ধর্ম আচরণ করে ও অল্প পরিমাণে অধর্মাচরণ করে, তবে ঐ (ক্ষিতিআদি) ভুত দ্বারা (স্থুলশরীরী হয়ে) স্বর্গে সুখভোগ করে।

২১। যদি তু প্রায়শোহধর্মং সেবতে ধর্মমল্পশঃ।
তৈর্ভুতিঃ স পরিত্যক্তা যামীঃ প্রাপ্নোতি যাতনাঃ॥
যদি মানুষদশায় অধিক অধর্ম ও অল্প ধর্ম করে, তাহলে মানবদেহ ত্যাগের পরে কঠিন দেহ প্রাপ্ত হয়ে যমযাতনা ভোগ করে।

২২। যামীস্তা যাতনাঃ প্রাপ্য স জীবো বীতকল্মষঃ।
তান্যেব পঞ্চ ভূতানি পুনবপ্যেতি ভাগশঃ॥
ঐ জীব সেই যমযাতনা ভোগ করে পাপমুক্ত হয়ে পুনরায় সেই পঞ্চ ভূতের ভাগ (নির্মিত মানবাদি দেহ) প্রাপ্ত হয়।

২৩। এত দৃষ্ট্বাস্য তবস্য জীবস্য গতীঃ স্বেনৈব চেতসা।
ধর্ম্মতোধর্ম্মধর্তশ্চৈব ধর্ম্মে দধ্যাৎ সদা মনঃ॥
নিজের মনের দ্বারাই জীবের ধর্ম ও অধর্ম হেতু গতিসমূহ লক্ষ্য করে সর্বদা ধর্মে মন দিবে।

২৪। সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ত্রীন্ বিদ্যাদাত্মনো গুণান্।
যৈর্ব্যাপ্যেমান্ স্থিতো ভাবান্মহান্ সর্ব্বানশেষতঃ॥
সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটিকে আত্মার গুণ বলে জানবে, যাদের দ্বারা ব্যাপ্ত মহত্তত্ত্ব (স্থাবরজঙ্গমরূপ) সকল পদার্থে নিঃশেষে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে।

২৫। যো যদৈষং গুণো দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে।
স তদা তদ্‌গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণম্॥
এই তিন গুণের মধ্যে যে গুণের আধিক্য যে দেহে থাকে, সেই দেহধারীকে গুণলক্ষণযুক্ত করে।

২৬। সত্ত্বং জ্ঞানং তমোছজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতম্।
এতদ্ব্যাপ্তিমদেতেষাং সর্ব্বভূতাশ্রিতং বপুঃ॥
সত্ত্ব জ্ঞান, তমঃ অজ্ঞান, রজঃ রাগ ও দ্বেষ বলে খ্যাত; এই গুণগুলির এই (জ্ঞানাদি দ্বারা) সর্বজীবের শরীর ব্যাপ্ত।

২৭। তত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ।
প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ॥
সেই আত্মাতে যা কিছু প্রীতিযুক্ত প্রকাশরূপ যে শুদ্ধ প্রশান্তভাব অনুভব করা যায়, তাকে সত্ত্ব বলে জানবে।

২৮। যত্তু দুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকবমাত্মনঃ।
ভদ্রজোহপ্রতিপং বিদ্যাং সততং হারি দেহিনাম্॥
যা আত্মার পক্ষে দুঃখযুক্ত, অপ্রীতিকর ও শরীরধারিগণের সর্বদা বিষয়স্পৃহার উৎপাদক (তত্ত্বনিবারকত্ব হেতু) প্রতিকুল, সেই গুণকে রজঃনামে জানবে।

২৯। যৎ তু স্যান্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকম্।
অপ্রতর্কমিবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ॥
যা মোহযুক্ত, অব্যক্ত, বিষাত্মক, যার স্বরূপ অননুমেয়, অবিজ্ঞেয়, তাকে তমঃ বলে জানবে।

৩০। ত্রয়াণামপি চৈতেষাং গুণানাং যঃ ফলোদয়ঃ।
অগ্র মধ্যে জঘন্যশ্চ তং প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ॥
এই তিন গুণেরই উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে যে ফলোদয়, তা সম্পূর্ণভাবে বলব।

৩১। বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধর্মক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণলক্ষণম্॥
বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্মকার্য, আত্মচিন্তা—এইগুলি সাত্ত্বিক গুণের লক্ষণ।

৩২। আরম্ভরুচিতাহধৈর্য্যমসৎকার্য্যপরিগ্রহঃ।
বিষয়োপসেবা চার্জস্রং রাজসং গুণলক্ষণম্॥
ফললাভের জন্য কর্মানুষ্ঠানশীলতা, অধৈর্য, অসৎকার্যের আচরণ ও (রূপাদি) বিষয়ে বারংবার প্রবৃত্তি রজোগুণের লক্ষণ।

৩৩। লোভঃস্বপ্নহধৃতিঃ ক্রৌর্য্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা।
যাচিষ্ণুতা প্রমাণশ্চ তামসং গুণলক্ষণম্॥
লোভ, নিদ্রালুতা, কাতরতা, কুরতা, নাস্তিকতা, আচারভ্রষ্টতা, যাচকত্ব ও প্রমাদ তমোগুণের লক্ষণ।

৩৪। ত্রয়াণামপি চৈতেষাং গুণানাং ত্রিষু তিষ্ঠতাম্।
ইদং সামাসিকং জ্ঞেয়ং ক্রমশো গুণলক্ষণম্॥
(অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই) তিন কালে বিদ্যমান এই তিনগুণের ক্রমশঃ এই(বক্ষ্যমাণ) লক্ষণ সংক্ষেপে জ্ঞেয়।

৩৫। যৎ কর্ম কৃত্বা কুর্ব্বংশ্চ করিষ্যংশ্চৈব লজ্জতি।
তজ্‌জ্ঞেয়ং বিদুষা সর্ব্বং তামসং গুণলক্ষণম্॥
যে কর্ম করে, করতে করতে বা ভবিষ্যতে করতে লজ্জা বোধ হয়, সেই সব কর্ম তমোগুণলক্ষণযুক্ত বলে পণ্ডিতগণ জানেন।

৩৬। যেনাস্মিন্ কর্মণা লোকে খ্যাতিমিচ্ছতি পুষ্কলাম্।
ন চ শোচত্যসম্পত্তৌ তদ্বিজ্ঞেয়ংতু রাজসম্॥
যে কর্মদ্বারা এই পৃথিবীতে প্রচুর খ্যাতি (মানুষ) ইচ্ছা করে এবং ফললাভের অভাবে দুঃখ করে না, সেই কর্ম রজোগুণযুক্ত।

৩৭। যৎ সর্বেণেচ্ছতি জ্ঞাতুং যন্ন লজ্জতি চাচরন্।
যেন তুষ্যতি চাত্মাস্য তৎ সত্ত্বগুণলক্ষণম্॥
যে কর্ম জ্ঞানার্থে সর্বপ্রকাব যত্নে জানতে ইচ্ছা করে, যা করে লজ্জা হয় না, যার দ্বারা কার্যকারীর আত্মা তুষ্ট হয়, তা সত্ত্বগুণলক্ষণ।

৩৮। তমসো লক্ষণং কামো রজসস্তুর্থ উচ্যতে।
সত্বসা লক্ষণং ধর্মঃ শ্রৈষ্ঠ্যমেষাং যথোত্তরম্॥
তমোগুণের লক্ষণ কাম, রজোগুণের লক্ষণ অর্থ বলে উক্ত হয়, সত্ত্বগুণের লক্ষণ ধর্ম—এদের মধ্যে পর পরটি শ্রেয়।

৩৯। যেন বস্তু গুণেনৈষ্যং সংসারান্ প্রতিপদ্যতে।
তান্ সমাসেন বক্ষ্যামি সর্ব্বসাস্য যথাক্রমম্॥

এদের মধ্যে যে গুণের দ্বারা (মানুষ) এই জগতে যে গতি লাভ করে, সেইগুলি সব যথাক্রমে সংক্ষেপে বলব।

৪০। দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্ব রাজসাঃ।
তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেযা ত্রিবিধা গতিঃ॥
সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দেবত্ব, রজোগুণবিশিষ্ট লোকেরা মনুষ্যত্ব, তমোগুণযুক্ত জনগণ সর্বদা পশুপক্ষীর জন্ম প্রাপ্ত হয়; গতি এই ত্রিবিধ।

৪১। ত্রিবিধা ত্রিবিধৈষা তু বিজ্ঞেয়া গৌণিকী গতিঃ।
অধমা মধ্যমাগ্রা চ কর্মবিদ্যা বিশেষতঃ॥
এই গৌণগতি কর্ম ও বিদ্যা ভেদে তিন তিন প্রকার, (যথা) অধম, মধ্যম ও উত্তম।

৪২। স্থাবরাঃ কৃমিকীটাশ্চ মৎস্যাঃ সর্পাঃ সকচ্ছপাঃ।
পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব জঘন্যা তামসী গতিঃ॥
স্থাবর পদার্থ, কৃমি, কীট, মৎস্য, সর্প, কচ্ছপ, পশু ও হরিণ[১] এদের তমোগুণজনিত গতি।

৪৩। হস্তিনশ্চ তুরঙ্গাশ্চ শূদ্রা ম্লেচ্ছাশ্চ গর্হিতাঃ।
সিংহ ব্যাঘ্রা বরাহাশ্চ মধ্যমা তামসী গতিঃ॥
হাতী, ঘোড়া, শূদ্র, নিন্দিত ম্লেচ্ছ, সিংহ, বাঘ ও শুকর—মধ্যম তমোগুণজনিত গতি।

৪৪। চারণাশ্চ সুপর্ণাশ্চ পুরুষাশ্চৈব দাম্ভিকাঃ।
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ তামসীযুত্তমা গতিঃ॥
চারণ, পাখী, ছলপূর্বক ধর্মাচরণকারী, রাক্ষস ও পিশাচ—উত্তম তমোগুণজাত গতি ।

৪৫। ঝল্লা মল্লা নটাশ্চৈব পুরুষাঃ শস্ত্রবৃত্তয়ঃ।।
দ্যূতপানপ্রসক্তাশ্চ জঘন্যা রাজসী গতিঃ॥
ঝল্ল, মল্ল, নট, অস্ত্রজীবী লোক, দ্যূতক্রীড়া ও মদ্যপানে আসক্ত ব্যক্তি অধম রজোগুণজাত গতি।

৪৬। রাজানঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব রাজ্ঞাংচৈব পুরোহিতাঃ।
বাদযুদ্ধপ্রধানাশ্চ মধ্যমা রাজসী গতিঃ॥
রাজা, ক্ষত্রিয়, রাজার পুরোহিত ও (শাস্ত্রার্থে) কলহপ্রিয় লোক মধ্যম রজোগুণজাত গতি।

৪৭। গন্ধর্ব্বা গুহ্যকা যক্ষা বিবুনুচরাশ্চ যে।
তথৈবাপ্সরসঃ সর্ব্বা রাজসীযুত্তমা গতিঃ॥
গন্ধর্ব, গুহ্যক, যক্ষ, দেবগণের অনুগামী (বিদ্যাধরাদি) ও সকল অপ্সরা উত্তম রজোগুণজাত গতি।

৪৮। তাপসা যতয়ো বিপ্রা যে চ বৈমানিকা গণাঃ।
নক্ষত্রাণি চ দৈত্যাশ্চ প্রথমা সাত্ত্বিকী গতিঃ॥
তপস্বী, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, পুষ্পকাদিবিমানচারী, নক্ষত্র ও দৈত্য প্রথম সত্ত্বগুণজাত গতি।

৪৯। যজ্বান ঋষয়ো দেবা বেদা জ্যোতীংষি বৎসরাঃ।
পিতরশ্চৈব সাধ্যাশ্চ দ্বিতীয়া সাত্ত্বিকী গতিঃ॥
যজ্ঞকারী, ঋষি, দেবতা, জ্যোতিষ্কপদার্থ, বৎসর, পিতৃগণ ও সাধ্যগণ দ্বিতীয় সত্ত্বগুণজাত গতি।

৫০। ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধমে মহানব্যক্তমেব চ।
উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্মনীষিণঃ॥
ব্রহ্মা, মরীচিদি বিশ্বস্রষ্টাগণ, ধর্ম, মহত্তত্ত্ব, অব্যক্ত—মনীষিগণ একে উত্তম সত্ত্বগুণজাত গতি বলেছেন।

৫১। এষ সর্ব্বঃ সমুদ্দিষ্টস্ত্রিপ্রকারস্য কর্মণঃ।
ত্রিবিধস্ত্রিবিধঃ কৃৎস্নঃ সংসারঃ সার্বভৌতিকঃ॥
(মানসিক, বাচিক ও দৈহিক এই) তিন প্রকার কর্মের (সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণভেদে) সকল প্রাণীব তিন তিন প্রকার এই সমগ্র গতির উল্লেখ করা হল।

৫২। ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন ধর্ম্মস্যাসেবনেন চ।
পাপান্ সংযান্তি সংসারানবিদ্বাসো নরাধমাঃ॥
ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি ও ধর্মাচরণের অভাবহেতু মূর্ব নরাধমগণ পাপযুক্ত গতি প্রাপ্ত হয়।

৫৩। যাং যা যোনিস্তু জীবোহয়ং যেন যেনেহ কর্মণা।
ক্রমশো যাতি লোকেস্মিংস্তত্তৎসর্ব্বং নিবোধত॥
এই জীব যে যে কার্যদ্বারা ইহলোকে যে যে যোনি ক্রমে প্রাপ্ত হয়, সেই সব শোন।

৫৪। বহূন্ বর্ষগণান্ ঘোরান্ নরকান্ প্রাপ্য তৎক্ষয়াৎ।
সংসারান্ প্রতিপদ্যন্তে মহাপাতকিনস্তমান্ ॥
বহু বৎসর ভীষণ নরকভোগ করে ভোগ শেষ হলে মহাপাতকীরা এই বক্ষ্যমাণ জন্মসমূহ লাভ করে।

৫৫। শ্ব-শূকর-খরোষ্ট্রাণাং গোহজাবি-মৃগ-পক্ষিণাম্।
চণ্ডাল-পুক্কসানাঞ্চ ব্রহ্মহা যোনিমৃচ্ছতি॥
ব্রহ্মহত্যাকারী কুকুর, শূকর, গাধা, উট, গাভী, ছাগ, ভেড়া, হরিণ, পক্ষী, চণ্ডাল ও পুক্কসের যোনি প্রাপ্ত হয়।

৫৬। কৃমিকীটপতঙ্গানাং বিড়ভুজাঞ্চৈব পক্ষিণাম্।
হিংস্রাণাঞ্চৈব সত্ত্বানাং সুরাপো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ।।
কৃমি, কীট, পতঙ্গ, বিষ্ঠাভোজী পক্ষী ও হিংস্র জন্তুর যোনি সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হয়।

৫৭। লুতাহি-শরটানাঞ্চ তিরশ্চাঞ্চায়ুচারিণাম্।
হিংস্রাণাঞ্চ পিশাচানাং স্তেনো বিপ্রঃ সহস্রশঃ॥
স্বর্ণাপহরী ব্রাহ্মণ মাকড়সা, সাপ, কাকলাস, জলচর পক্ষী, (কুমীরাদি) প্রাণী এবং পিশাচের যোনি সহস্রবার প্রাপ্ত হয়।

৫৮। তৃণ-গুল্ম-লতানাঞ্চ ক্রব্যাদাং দংষ্ট্রিণামপি।
ক্রূরকর্ম্মকৃতাঞ্চৈব শতশো গুরুতল্পগঃ॥
গুরুদারগামী তৃণ, গুল্ম, লতা, কাঁচামাংসভোজী (গৃধ্রাদি) পক্ষী, দন্তযুক্ত জন্তু, হিংসাদিক্রূরকর্মকারী (ব্যাঘাদি) পশুর যোনি শতবার প্রাপ্ত হয়।

৫৯। হিংস্র ভবন্তি ক্রব্যাদাঃ কৃময়োঽভক্ষ্যভক্ষিণঃ।
পরস্পরাদিনঃ স্তেনাঃ প্রেতান্ত্যস্ত্রীনিষেবিণঃ॥
যারা প্রাণিহিংসারত, তারা (মৃত্যুর পরে) কাঁচামাংসভোজী (বিড়ালাদির) যোনিতে জন্মে, যারা অভক্ষ্য ভক্ষণ করে তারা কৃমি হয়, চোরেরা পরস্পরের মাংসখাদক হয়, চণ্ডালাদি স্ত্রীগামিগণ প্রেত হয়।

৬০। সংযোগং পতিতৈর্গত্বা পরস্যৈব চ যোষিতিম্।
অপহৃত্য চ বিপ্রংস্বং ভবতি ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥
পতিতের সংসর্গকারী, পরদারগামী, ব্রাহ্মণের ধনাপহারী ব্রহ্মরাক্ষস হয়।

৬১। মণি-মুক্তা-প্রবালানি হৃত্বা লোভেন মানবঃ।
বিবিধানি চ রত্নানি জায়তে হেমকর্তৃষু॥
মানুষ লোভবশে মণি, মুক্তা, প্রবাল ও নানাবিধ রত্ন হরণ করে স্বর্ণকার[২]-যোনিতে জন্মে।

৬২। ধান্যং হৃত্বা ভবত্যাখুঃ কাংস্যং হংসো জলং প্লবঃ।
মধু দংশঃ পয়ঃ কাকো রসং শ্বা নকুলো ঘৃতম্॥
ধান্য হরণ করে ইঁদুর, কাঁসা হরণ করে হাঁস, জল হরণ করে প্লবনামক পক্ষী, মধু হরণ করে দংশ (ডাঁশ), দুগ্ধ হরণ করে কাক, রস হরণ করে কুকুর, ঘৃত হরণ করে নেউল হয়।

৬৩। মাংসং গৃধ্রো বপাং মদ্‌গুস্তৈলং তৈলপকঃ খগঃ।
চীরীবাকস্তু লবণং বলাকা শকুনির্দধি ॥

মাংস, বপা (চর্বি), তৈল, লবণ, দধি চুরি করলে (যথাক্রমে) গৃধ, মদ্‌গু (পানকৌড়ি), তেলাপোকা, চীরীবাক (কীট) ও বলাকা হয়।

৬৪। কৌশেয়ং তিত্তিরির্হৃত্ব ক্ষৌমং হৃত্বা তু র্দদ্দুদ্রঃ।
কার্পাসতান্তবং ক্রৌঞ্চো গোধা গাং বাগ্‌গুদো গুড়ম্॥
তসরের কাপড়, ক্ষৌমবস্ত্র, কার্পাসবস্ত্র, গাভী ও গুড় হরণে (যথাক্রমে) তিত্তিরি পক্ষী, ভেক, ক্রৌঞ্চ, গোসাপ ও বাগ্‌গুদ (পাখী—বাদুড়?) হয়।

৬৫। ছুচ্ছুন্দরিঃ শুভান্ গন্ধান্ পত্রশাকন্তু বর্হিণঃ।
শ্বাবিৎ কৃতান্নং বিবিধমকৃতান্নংতু শল্যকঃ ॥
(কর্পূরাদি) সুগন্ধি দ্রব্য, পত্রশাক, সিদ্ধান্ন, নানাবিধ অকৃতান্ন (ধান, যবাদি) হরণে (যথাক্রমে) ছুঁচো, ময়ূর, শাবিং (সজারু?) ও শল্যক হয়।

৬৬। বকো ভবতি হৃত্বায়িং গৃহকারী হুপস্করম্।
রক্তানি হৃত্বা বাসাংসি জায়তে জীবজীবকঃ ॥
অগ্নিহরণে বক হয়, গৃহ্যোপযোগী শূর্প মুষলাদি হরণে (ভিত্ত্যাদিতে মৃত্তিকাদি) গৃহকারী (সপক্ষ কীট) হয়, রক্তবস্ত্র হরণ করে চকোরপক্ষী রূপে জন্মে।

৬৭। বৃকো মৃগেভং ব্যাঘ্রোহশং ফলমূলন্তু মর্কটঃ।
স্ত্রীমৃক্ষঃ স্তোককো বারি যানাঃন্যুষ্ট্রঃ পশুনজঃ।
হরিণ বা হাতী, ঘোড়া, ফলমূল, স্ত্রীলোক, পানীয় জল, শকটাদি যান ও (পূর্বোক্ত পশু ভিন্ন অন্য) পশু হরণে (যথাক্রমে) বৃক (নেকড়ে বাঘ), বাঘ, বানর, ভালুক, চাতক, উট ও ছাগ হয়।

৬৮। যদ্বা তদ্বা পরদ্রব্যমপহৃত্য বলান্নরঃ।
অবশ্যংযাতি তির্য্যকত্বং জগ্ধ্বা চৈবাহুতং হবিঃ॥
বলপূর্বক যে কোন পরদ্রব্য হরণ করে বা অহুত হবি ভক্ষণ করে সে নিশ্চয়ই পশুপক্ষীর যোনি প্রাপ্ত হয়।

৬৯। স্ত্রিয়োহপ্যেতেন কল্পেন হৃত্বা দোষমবাপ্নয়ুঃ।
এতেষামেব জন্তুনাং ভার্যইয়াত্বমুপন্তি তাঃ॥
স্ত্রীলোকেরাও এইভাবে চুরি করে দোষী হয়, তারা এই জন্তুদেরই ভার্যাত্ব প্রাপ্ত হয়।

৭০। স্বেভ্যঃ স্বেভ্যস্তু কর্ম্মভ্যশ্চুতা বর্ণা হ্যনাপদি।
পাপান্ সংসৃতা সংসারান্ প্রেষ্যতাংযান্তি শত্রুষু॥
(সব) বর্ণের লোকেরা অপদ্‌কাল ভিন্ন অন্য সময়ে নিজ নিজ কর্মভ্রষ্ট হয়ে কুৎসিত যোনি প্রাপ্ত হয়ে (জন্মান্তরে) শত্রুর দাসত্ব প্রাপ্ত হয়।

৭১।	বান্তাশুল্কামুখঃ প্রেতো বিপ্রো ধর্মাৎ স্বকাচ্চ্যুতঃ।
অমেধ্যকুণপাশী চ ক্ষত্রিয়ঃ কটপূতনঃ॥
স্বকর্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ বমিভক্ষক জ্বালামুখ প্রেত (অর্থাৎ আলেয়া) হয়, ক্ষত্রিয় শব ও বিষ্ঠাভোজী কটপূতন নামক প্রেত হয়।

৭২।	মৈত্রাক্ষজ্যোতিকঃ প্রেতো বৈশ্যো ভবতি পুষভুক্।
চৈলাশকশ্চ ভবতি শূদ্রো ধর্ম্মাৎ স্বকাচ্যুতঃ॥
(দুষ্কর্মদ্বারা ভ্রষ্ট) বৈশ্য মৈত্রাক্ষজ্যোতিক (যার গুহ্যদেশে চক্ষুরিন্দ্রিয় আছে) নামক পূযভক্ষক প্রেত হয়। স্বকর্মভ্রষ্ট শূদ্র চৈলাশক (নামক বস্ত্রস্থ কীট বা ছারপোকা) ভক্ষণকারী প্রেত হয়।

৭৩।	যথা যথা নিষেবন্তে বিষয়ান্ বিষয়াত্মকাঃ।
তথা তথা কুশলতা তেষাং তেষুপজায়তে॥
বিষয়াসক্ত ব্যক্তি যেমন যেমন (রূপাদি) বিষয়সমূহ ভোগ করে, তেমন তেমন তাদের ঐ বিষয়সমূহে কুশলতা জন্মে। (তাৎপর্য এই যে, যে যে ইন্দ্রিয়দ্বারা ইহলোকে সুখ ভোগ করে, সেই সেই ইন্দ্রিয়দ্বারা পরলোকে অতি দুঃখ ভোগ করে।)

৭৪।	তেহভ্যাসাৎ কর্ম্মণাং তেষাং পাপানামল্পবুদ্ধয়ঃ।
সম্প্রাপ্নুবন্তি দুঃখানি তাসু তাস্বিহ যোনিষু ॥
সেই পাপিষ্ঠ, অল্পবুদ্ধি, লোকদের কর্মাভ্যাস হেতু ইহলোকে সেই সেই যোনিতে (জন্মগ্রহণ করে) দুঃখভোগ করে।

৭৫।	তামিস্রাদিষু চোগ্রেষু নরকেষু বিবর্ত্তনম্।
অসিপত্রবনাদীনি বন্ধনচ্ছেদনানি চ॥
তামিস্র প্রভৃতি ভীষণ নরকে লুটোপুটি করে, ও বন্ধনছেদনাত্মক অসিপত্রবনাদি নরকপ্রাপ্ত হয়।

৭৬।	বিবিধাশ্চৈব সম্পীড়াঃ কাকোলূকৈশ্চ ভক্ষণম্।
করম্ভবালুকাতাপান্ কুম্ভীপাকাংশ্চ দারুণান্॥
নানাপ্রকার ক্লেশ, কাক ও প্যাঁচা দ্বারা (দেহভক্ষণ), তপ্ত বালুকা দ্বারা দাহ ও ভয়ানক কুম্ভীপাক নরকে (যন্ত্রণা) ভোগ করে।

৭৭।	সম্ভবাংশ্চ বিযোনীষু দুঃখপ্রায়াসু নিত্যশঃ।
শীতাতপাভিঘাংশ্চ বিবিধানি ভয়ানি চ॥
নিত্যদুঃখ বহুল পশুপাখীরূপে জন্মগ্রহণ করে, শীত ও আতপজনিত ক্লেশ ভোগ করে এবং নানারূপ ভয়ক্লিষ্ট হয়।

৭৮।	অসকৃদ্গর্ভবাসেষু বাসং জন্ম চ দারুণম্।

বন্ধনানি চ কষ্টানি পরপ্রেষ্যত্বমেব চ॥
বারংবার গর্ভবস প্রাপ্ত হয়, অতিশয় দুঃখজনক জন্মগ্রহণ করে, বন্ধন-পীড়া অনুভব করে এবং অপরের দাসত্ব প্রাপ্ত হয়।

৭৯। বন্ধুপ্রিয়বিয়োগাংশ্চ সংবাসংচৈব দুর্জ্জৈনৈঃ।
দ্রব্যার্জ্জনঞ্চ নাশঞ্চ মিত্রামিত্রস্য চার্জ্জনম্॥
বন্ধু ও প্রিয়জনের বিরহদুঃখ ভোগ, দুষ্ট লোকের সঙ্গে একত্র বাস, ধনার্জন ও অর্জিত ধননাশ হেতু ক্লেশভোগ, কষ্টে বন্ধুলাভ ও শত্রুর প্রাদুর্ভাব হয়।

৮০। জরাঞ্চৈবাপ্রতীকারাং ব্যাধিভিশ্চোপপীড়নম্।
ক্লেশাংশ্চ বিবিধংস্তাংস্তান্ মৃত্যুমেব চ দুর্জ্জয়ম্॥
যার প্রতিকার নেই এমন জরা ভোগ করতে হয়। রোগে কষ্ট পেতে হয়, নানাবিধ ক্লেশ ভোগ হয় এবং দুর্নিবার (অকাল মৃত্যু হয়।

৮১। যাদৃশেন তু ভাবেন যদ্যৎ কর্ম নিষেবতে॥
তাদৃশেন শরীরেণ তত্তফলুমুপাশ্নুতে॥
যেমন ভাব নিয়ে যে যে কর্ম করা হয়, তেমন শরীরের দ্বারা সেই সেই ফল ভোগ হয়।

৮২। এষ সর্ব্বঃ সমুদ্দিষ্টঃ কর্মণাং বঃ ফলোদয়ঃ।
নৈশ্রেয়সকরং কর্ম্ম বিপ্রস্যেদং নিবোধত ॥
কর্মসমূরে এইসব ফলপ্রাপ্তি উক্ত হল। ব্রাহ্মণের মোক্ষজনক এই (বক্ষ্যমাণ) কর্ম শোন।

৮৩। বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ।
অহিংসা গুরুসেবা চ নিঃশ্রেয়সকরং পরম্ ॥
বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা ও গুরুসেবা পরম মোক্ষজনক কর্ম।

৮৪। সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং শুভানামিহ কর্মণাম্।
কিঞ্চিৎ শ্রেয়স্করতরং কর্ম্মোক্তং পুরুষং প্রতি ॥
এই সকল শুভ কর্মের মধ্যে মানুষের জন্য সাতিশয় মোক্ষসাধন কিছু কর্ম উক্ত হয়েছে। (পরের শ্লোকে)।

৮৫। সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্!
তদ্ধ্যাগ্র্যাং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ ॥
এইসবগুলির মধ্যে আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ বলে খ্যাত। তাই হল সকল বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কারণ, তার থেকে অমৃতপ্রাপ্তি হয়।

৮৬। ষণ্ণ্যামেষাস্ত সর্ব্বেষাং কর্ম্মণং প্রেত্য চেহ চ।
শ্রেয়স্করতরং জ্ঞেয়ং সর্ব্বদা কর্ম্ম বৈদিকম্॥
এই সকল ছয়টি কর্মের মধ্যে পরলোক ও ইহলোকে সর্বদা অধিকতর মঙ্গলজনক বৈদিক কর্ম।

৮৭। বৈদিককর্ম্মযোগে তু সর্ব্বাণ্যেতান্যশ্যেতঃ।
অন্তর্ভবত্তি ক্রমশস্তস্মিংস্তস্মিন্ ক্রিয়াবিধৌ॥
বৈদিক কর্মানুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্রিয়াবিধিতে এই (পূর্বশ্লোকোক্ত) সকল (ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল) অন্তর্ভুক্ত।

৮৮। সুখাভ্যুদয়িকঞ্চৈব নৈঃশ্রেয়সিকমেব চ।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্॥
বৈদিক কর্ম দুই প্রকার—প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত; প্রবৃত্ত (ইহলোকে) সুখ ও উন্নতিজনক এবং নিবৃত্ত (পরালোকে) মোক্ষজনক।

৮৯। ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমূপদিশ্যতে॥
প্রবৃত্ত কর্ম ইহলোকে (যথা বৃষ্টিকামনায় কারীরী যাগ) এবং পরলোকে (যথা স্বর্গকামনায় জ্যোতিষ্টোমাদি) কাম্য। নিবৃত্তকে বলা হয় নিষ্কাম ও (ব্রহ্ম) জ্ঞানপূর্বক।

৯০। প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংলেব দেবনামেতি সাম্যতাম্।
নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ॥
প্রবৃত্ত কর্ম করে (মানুষ) দেবগণের সমান হয়, নিবৃত্ত কর্ম করে (ক্ষিতি আদি) পঞ্চভূতকে অতিক্রম করে (অথং আর পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করতে হয় না)।

৯১। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশান্নাত্মযাজী স্বরাজ্যমধি গচ্ছতি॥
আত্মযাজী (ব্রহ্মার্পণ দ্বারা জ্যোতিষ্টোমাদি করে) সকল সৃষ্ট বস্তুতে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সকল সৃষ্টপদার্থকে দেখে স্বর্গরাজ্য লাভ করেন।

৯২। যথোনপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমেচ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ ॥
ব্রাহ্মণ শাস্ত্রোক্ত কর্মসমূহও পরিত্যাগ করে আত্মজ্ঞানে, ইন্দ্রিয়সংযমে ও বেদাভ্যাসে যত্নবান হবেন।

৯৩। এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
প্রাপৌতৎ কৃতকৃত্যো হি দ্বিজো ভবতি নান্যথা॥

জন্মের এই সার্থকতা, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে। এটি প্রাপ্ত হয়ে দ্বিজ কৃতকর্মা হয়, অন্য প্রকারে নয়।

৯৪। পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনম্।
অশক্যঞ্চাপ্রমেয়ঞ্চ বেদশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ॥
পিতৃপুরুষ, দেবতা ও মানুষের (কব্য হব অন্নপ্রদানে) বেদ শাশ্বত চক্ষু। বেদশাস্ত্র অশক্য (অর্থাৎ অপৌরুষেয় বলে মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না) এবং অপ্রমেয় (মীমাংসান্যায়াদি ব্যতিরেকে) দুর্বোধ্য।

৯৫। যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ ॥
যে সকল স্মৃতি বেদবহির্ভুত (অর্থাৎ বেদমূলক নয়) এবং (শুধু) দৃষ্টার্থবোধক, সেইসব পরলোকে ব্যর্থ; কারণ, ঐগুলি তমোগুণে উৎপন্ন বলে খ্যাত।

৯৬। উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ যানাতোহন্যানি কানিচিৎ।
তান্যর্ব্বাক্কালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানি চ॥
যে সকল শাস্ত্র বেদমূলক নয়, ঐগুলি উৎপত্তিমাত্রেই নষ্ট হয়; ঐগুলি অর্বাচীন বলে নিষ্ফল ও মিথ্যা।

৯৭। চাতুর্ব্বর্ণ্যং ত্রয়ো লোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্।
ভুতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিধ্যতি॥
চতুর্বর্ণ, ত্রিলোক (স্বর্গ, মর্ত, পাতাল) পৃথক্ পৃথক্ চার আশ্রম, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই বেদ থেকে সিদ্ধ।

৯৮। শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ বসো গন্ধ পঞ্চমঃ।
বেদাদেব প্রসূয়ন্তে প্রসূতির্গুণকর্ম্মতঃ॥
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও পঞ্চম গন্ধ বেদ থেকেই প্রসূত; এদের উৎপত্তি (সত্ত্বাদি)গুণ ও (বেদোক্ত) কর্ম থেকে।

৯৯। বিভর্ত্তি সর্ব্বভূতানি বেদশাস্ত্রং সনাতনম্।
তস্মাদেতৎ পরং মনো যজ্জন্তোরস্য সাধনম্॥
সনাতন বেদশাস্ত্র সকল সৃষ্ট পদার্থকে ধারণ করে। সেই জন্য (বৈদিককর্মাধিকারী) পুরুষের পুরুষার্থসাধন একে শ্রেষ্ঠ মনে করি।

১০০। সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ।
সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি॥
বেদজ্ঞ লোক সেনাপতিত্ব, রাজ্য, দণ্ডপ্রণয়নোপায় ও সকল লোকের আধিপত্যের যোগ্য।

১০১। যথা জাতবলো বহ্নির্দহত্যার্দ্রানপি দ্রুমান্।
তথা দহতি বেদজ্ঞঃ কর্ম্মজং দোষমাত্মনঃ॥
যেমন শক্তিশালী (প্রবৃদ্ধ) অগ্নি শুষ্ক বৃক্ষসমূহকেও দগ্ধ করে, তেমন বেদজ্ঞ ব্যক্তি নিজের কর্মজাত দোষ দগ্ধ করে।

১০২। বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসন্।
ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥
বেদশাস্ত্রের অর্থ ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যে কোন আশ্রমেই বাস করে ইহলোকে থেকেই ব্রহ্মে পরিণত হওয়ার দিকে যান।

১০৩। অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ।
ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ॥
অজ্ঞদের অপেক্ষা (বেদ) গ্রন্থের পাঠক শ্রেষ্ঠ, গ্রন্থাধ্যায়ীর তুলনায় যে পঠিত বিষয় বিস্মৃত হয় না সে শ্রেষ্ঠ, যাঁরা বেদবিদ্যা ধারণ করেন তাদের চাইতে জ্ঞানিগণ শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানিগণ অপেক্ষা বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠানকারী শ্রেষ্ঠ।

১০৪। তপো বিদ্যা চ বিপ্রসা নিঃশ্রেয়সকরং পরম্।
তপসা কিল্বিষিং হন্তি বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥
ব্রাহ্মণের মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় তপস্যা ও বিদ্যা। তপস্যাদ্বারা পাপ নষ্ট হয়, বিদ্যাদ্বারা অমৃতভোগ হয়।

১০৫। প্রত্যক্ষঞ্চানুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
এয়ং সুবিদিতং কার্যাং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥
ধর্মের শুদ্ধিকামী ব্যক্তির পক্ষে এই তিনটি ভাল করে জানা দরকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বিবিধ বেদমূলক শাস্ত্র।

১০৬। আর্যং ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতবঃ॥
আর্য (অর্থাৎ বেদ) ও (মানবাদি) ধর্মশাস্ত্র যে বেদশাস্ত্রের অনুকুল (মীমাংসাদি) যুক্তিদ্বারা বিচার করে, সে ধর্ম জানে, অপর কেউ নয়)।

১০৭। নৈঃশ্রেয়সমিদং কর্ম্মং যথোদিতমশেষতঃ।
মানবস্যাস্য শাস্ত্রস্য বহস্যমুপদিশ্যতে ॥
মোক্ষজনক এই সমগ্র কর্ম যথাবিধি উক্ত হল। এই মানবশাস্ত্রের রহস্য উপদিষ্ট হচ্ছে।

১০৮। অনাম্নাতেষু ধর্ম্মেষু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ।

যং শিষ্টা ব্রাহ্মণ ব্রূয়ুঃ স ধর্ম্মং সাদশঙ্কিতঃ ॥
যা সাধারণভাবে উক্ত আছে, বিশেষরূপে নয় (সেই স্থলে সন্দেহ হলে) শিষ্ট বাহ্মণগণ যা বলবেন, তা নিঃসন্দিগ্ধ ধর্ম হবে।

১০৯। ধর্ম্মেণাধিগতো যৈস্তু বেদঃ সপরিবৃংহণঃ।
তে শিষ্টা ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়াঃ শ্রুতিপ্রত্যক্ষহেতবঃ ॥
যাঁরা (ব্রহ্মচর্যাদি) ধর্মাবলম্বনপূর্বক (অঙ্গ, মীমাংসা ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতিদ্বারা) বর্ধিত বেদ আয়ত্ত করেছেন, যাঁরা শ্রুতির প্রত্যক্ষীকরণ হেতু (অর্থাৎ বেদ পাঠ করে তার অর্থ বোঝান), তাঁরা শিষ্ট ব্রাহ্মণ বলে জ্ঞেয়।

১১০। দশাবরা বা পরিষদ্ যং ধর্ম্মং পরিকল্পয়েৎ।
ত্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থা তং ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ ॥
অন্ততঃ দশজনের সভা অথবা অন্ততঃ তিনজন সদাচারী ব্রাহ্মণ যে ধর্ম নির্দেশ করবেন, তাকে বিচলিত করবে না।

১১১। ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।
এয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্বে পরিষৎ স্যাদ্দশাবরা ॥
বেদত্রয়ের শাখাত্রয়াধ্যায়ী, (শ্রুতি স্মৃতির অনুকুল) ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ, মীমাংসাত্মক তর্কজ্ঞ, নিরুক্তজ্ঞ, (মানবাদি) ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ, প্রথম তিন আশ্রমস্থ ব্যক্তি—এইরূপ অন্যূন দশজন নিয়ে হয় পরিষদ্।

১১২। ঋগ্বেদবিদ্ যজুর্বিচ্চ সামবেদবিদেব চ।
ত্রাবরা পরিষদ্জ্ঞেয়া ধর্মসংশয়নির্ণয়ে ॥
ঋগ্বেদজ্ঞ, যজুর্বেদজ্ঞ ও সামবেদজ্ঞ—অন্যূন এই তিনজনে, ধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহ: নির্ণয়ে, পরিষদ্ হয়।

১১৩। ত্রকোহপি বেদবিদ্ধর্ম্মং যং ব্যবসেদ্দ্বিজোত্তমঃ।
স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্ম্মো নাজ্ঞানামুদিতোহযুতৈঃ ॥
একজনও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যে ধর্ম আচরণ করেন, তা শ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে জ্ঞেয়, অজ্ঞ অযুত লোক কর্তৃক উক্ত (ধর্ম) নয়।

১১৪। অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্বং ন বিদ্যতে॥
(ব্রহ্মচারীর) ব্রতহীন, বেদাধ্যয়নহীন ও ব্রাহ্মণের জাতিমাত্রধারী ব্যক্তিগণ হাজারে হাজারে সমবেত হলেও পরিষদ্ হয় না।

১১৫। যং বদন্তি তমোভুতা মুর্খা ধর্মমতদ্বিদঃ।
তৎ পাপং শতধা ভূত্বা তদ্বক্তৃননুগচ্ছতি ॥

তমোগুণসম্পন্ন, মুর্খ, ধর্মে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যা বলে, সেই পাপ শতগুণ হয়ে বক্তাদের অনুগমন করে।

১১৬। এতদ্বাহভিহিতং সর্ব্বং নিঃশ্রেয়সকরং পরম্।
অস্মাদপ্রচ্যুতো বিপ্রঃ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥
মোক্ষজনক এই সকল শ্রেষ্ঠ কর্ম তোমাদের বলা হল। এর থেকে ভ্রষ্ট না হয়ে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন।

১১৭। এবং স ভগবান্ দেবো লোকানাং হিতকাম্যয়া।
ধর্ম্যস্য পরমং গুহ্যং মমেদং সর্ব্বমুক্তবান্ ॥
এইরূপে সেই ভগবান (মনু) লোকদের মঙ্গল কামনা করে ধর্মের এই সকল পরম গুহ্য তত্ত্ব আমাকে বলেছিলেন।

১১৮। সর্বমাত্মনি সম্পশ্যেৎ সচ্চাসচ্চ সমাহিতঃ।
সর্ব্বং হ্যাত্মনি সম্পশ্যন্ নধর্ম্মে কুরুতে মনঃ ॥
সংযতচিত্তে সৎ অসৎ সবকিছু আত্মাতে দেখবে; কারণ, সব কিছু আত্মাতে দেখে (কেউ) অধর্মে মনোনিবেশ করে না।

১১৯। আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সর্বমাত্মন্যবস্থিতম্।
আত্মা হি জনয়ত্যেষাং কর্ম্মযোগং শরীরিণাম্॥
আত্মাই সকল দেবতা, সবই আত্মায় অবস্থিত, আত্মাই এই শরীরধারিগণের কর্মসম্বন্ধ জন্মিয়ে দেয়।

১২০। খং সন্নিবেশয়েৎ খেযু চেষ্টনস্পর্শনেহনিলম্।
পক্তিদৃষ্ট্যোঃ পরং তেজঃ স্নেহেহপো গাঞ্চ মূর্ত্তিষু ॥
শরীরাকাশে বাহ্যাকাশ লীন, চেষ্টা ও স্পর্শের কারণস্বরূপ দৈহিক বায়ুতে বাহ্যবায়ু লীন, শারীরিক তেজে বাহ্যঅগ্নি, সূর্যের প্রকৃষ্ট তেজ ও দৈহিক বাহাজল শারীরিক পার্থিবাংশে বাহ্যপৃথিবী লীন বলে ভাববে।

১২১। মনসীন্দুং দিশঃ শ্রোত্রে ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরম্।
বাচ্যগিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিম্ ॥
মনে চন্দ্রকে, কানে দিক্‌মূহকে, পদে বিষ্ণুকে, বলে শিবকে, বাক্যে অগ্নিকে, গুহ্যদ্বারে সূর্যকে, জননেন্দ্রিয়ে প্রজাপতিকে (লীন মনে করবে)।

১২২। প্রশাসিতারং সর্ব্বেমণীয়াংসমণোরপি।
রুক্সাভং স্বপ্নধীগমাং বিদ্যাত্তং পুরুষং পরম্ ॥

সেই পরম পুরুষ (পরমাত্মাকে) এইরূপ জানবে—তিনি সকলের শাসক, অণু থেকেও সুক্ষ্ম, স্বর্ণাভ (অর্থাৎ জ্ঞানময়), স্বপ্ন ও বুদ্ধিগম্য।

১২৩। এতামেকে বদন্ত্যমিং মনুন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥
এঁকে কেউ বলে অগ্নি, কেউ প্রজাপতি, কেউ ইন্দ্র, কেউ প্রাণ, কেউ বা শাশ্বত ব্রহ্ম।

১২৪। এয সর্ব্বাণি ভূতানি পঞ্চভিব্যাপ্য মূর্ত্তিভিঃ।
জন্মবৃদ্ধিক্ষয়ৈনিত্যং সংসারয়তি চক্রবৎ ॥
ইনি (ক্ষিতি আদি) পাঁচটি মূর্তিদ্বারা সকল সৃষ্ট পদার্থে ব্যাপ্ত হয়ে জন্ম, বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের দ্বারা সর্বদা চক্রের ন্যায় পুনর্জন্মাধীন করেন।

১২৫। এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানামাত্মনা।
স সর্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদম্ ॥
এইভাবে যে সকল সৃষ্ট পদার্থে আত্মাকে আত্মদ্বারা দেখে, সে সর্বসমতা প্রাপ্ত হয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপদ লাভ করে।

১২৬। ইত্যেতন্মানবং শাস্ত্রং ভৃগুপ্রোক্তং পঠন্ দ্বিজঃ।
ভবত্যাচারবান্নিত্যং যথেষ্টাং প্রাপলুয়াদ্গতিম্ ॥
ভৃগুকর্তৃক উক্ত এই মানবশাস্ত্র পাঠ করে দ্বিজ সর্বদা আচারনিষ্ঠ হন এবং ঈপ্সিত গতি লাভ করেন।

মানবধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্ত সংহিতায় দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

মনুসংহিতা সমাপ্ত।

পাদটীকা

১ এর পৃথক উল্লেখের কারণ স্পষ্ট নয়।
২ মূলে আছে হেমকর্তা। কেউ কেউ এই শব্দে হেমকার নামে পক্ষী বুঝেছেন।

সংযোজন

বিদেশে মনুসংহিতার প্রভাব

ইন্দোনেশিয়ায় কিছু আইনের গ্রন্থ 'মনুসংহিতা'কে উপজীব্য করে রচিত হয়েছে। এরূপ প্রাচীনতম গ্রন্থের নাম Kutara Manawa। এই গ্রন্থের অধিকাংশ মনুর অনুসরণে রচিত। এই দেশের অপর দুইটি প্রধান আইনের গ্রন্থ Dewagama এবং Swara-Jamba; প্রথমটি সামগ্রিকভাবে এবং দ্বিতীয়টি অনেকাংশে মনু-প্রভাবিত। ইন্দোনেশিয়ায় আইনের গ্রন্থ বোঝাতে সংস্কৃত 'আগম' শব্দের প্রয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ। বলিদ্বীপে 'মনুস্মৃতি'র প্রভাব উল্লেখযোগ্য। শ্যামদেশের বা থাইল্যান্ডের আইনকানুন 'মনুস্মৃতি'র আদর্শে রচিত বলে মনে হয়। এই দেশের একটি আইনগ্রন্থের নাম Phra Dharmas'astra.

ফিলিপাইনে 'মনুস্মৃতি'র প্রভাবের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ এই দেশের সেনেট চেম্বারের (Senate Chamber) আর্ট গ্যালারীতে রক্ষিত মনুর মূর্তি।

ক্যাম্বোডিয়া বা ক্যাম্পুচিয়ার একটি লেখে (inscription) 'মনুস্মৃতি'র একটি শ্লোক আছে। এই গ্রন্থের অষ্টম ও নবম অধ্যায় মোটামুটিভাবে ঐ দেশের আইনকানুনের ভিত্তিস্বরূপ।

এক সময়ে চম্পাদেশে (South Annam) 'মনুস্মৃতি'র ব্যাপক চর্চার কথা জানা যায়।

জাপানী ভাষায় 'মনুস্মৃতি'র অনুবাদ হয়েছিল।

জার্মান দার্শনিক নিৎসের (১৮৪৪-১৯০০) বিখ্যাত Philosophy of Superman-এর কিছু প্রেরণা যুগিয়েছিল 'মনুস্মৃতি'। তিনি আক্ষেপ করেছিলেন এই বলে যে, মনু যে-সকল মূল্যবোধ শেখাতে চেয়েছিলেন, ঐগুলি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য কে.জি. গোস্বামী-রচিত প্রবন্ধ 'The Manava Principle in Manu and Nietzsche's Appraisal, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'সংস্কৃতভারতী' ১৯৮২, পৃ ৫১।

আমেরিকার বিখ্যাত পণ্ডিত Thoreau-র (১৮১৭-১৮৬২) ১৮৪১ সালের ৩১শে মে তারিখের Journal থেকে জানা যায় যে, কুল্লুকের টীকা সহ 'মনুস্মৃতি' তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

মনুসংহিতায় সৃষ্টিতত্ত্ব

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে এই গ্রন্থে তিনটি মতবাদ আছে।

(১) প্রথম অধ্যায়ের ৫-১৯ শ্লোকে বক্তব্য এই।

আদিতে এই বিশ্ব অন্ধকারময় ছিল, তার অস্তিত্ব বোঝা যেত না, কোন কিছুরই 'লক্ষণ' বা বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন ছিল না, প্রমাণগ্রাহ্য কিছু ছিল না। সব কিছু ছিল 'অবিজ্ঞেয়'। যেন সব দিকে 'প্রসুপ্ত' তারপর অপ্রতিরোধ্য শক্তিসম্পন্ন অন্ধকারনাশক ভগবান স্বয়ংভূ স্বয়ং 'অব্যক্ত' থেকে (পঞ্চ) মহাভূতাদি সকল পদার্থকে ব্যক্ত করলেন। ইন্দ্রিয়ের অগোচর সূক্ষ্ম, সনাতন, 'সর্বভুতময়', অচিন্তনীয় তিনি নিজেই উদ্ভুত হলেন। তিনি নিজের শরীর থেকে বিবিধ জীব সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক হয়ে (সৃষ্টির কথা) ভেবে প্রথমে জল সৃষ্টি করে তাতে তাঁর বীজ আরোপিত করলেন। সেই বীজ সূর্যতুল্য প্রভাবিশিষ্ট স্বর্ণ ডিম্বে পরিণত হল। তাতে সমগ্র জগতের পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর প্রথম বাস ছিল জলে; জলকে যেহেতু নারা বলে অভিহিত করা হত, সেইজন্য তাঁকে বলা হত নারায়ণ (নারা অয়ন বা আশ্রয় যাঁর)। সেই প্রথম কারণ, যা অব্যক্ত এবং যা সৎও বটে অসংও বটে তার থেকে উদ্ভুত পুরুষকে লোকে বলে ব্রহ্মা। সেই ডিম্বে ভগবান এক বৎসর বাস করে তাকে দ্বিধা বিভক্ত করলেন; সেই দুই ভাগ থেকে তিনি সৃষ্টি করলেন স্বর্গ ও মর্ত। তাদের মাঝখানে অন্তরীক্ষ, আট দিক্ (পূবদি চার প্রধান দিক এবং ঈশানাদি চার অন্তরালবর্তী দিক্) এবং সমুদ্র। নিজের থেকেই তিনি মন উদ্ধৃত করলেন; তা সৎ বটে অসৎও বটে। মন থেকে উদ্ভুত হল অহংকার এবং মহদাত্মা, সত্ত্বাদি ত্রিগুণাত্মক সব কিছু পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্রের সূক্ষ্ম উপাদান নিজের অংশের সঙ্গে মিশিয়ে তিনি সমস্ত জীব সৃষ্টি করলেন। পঞ্চমহাভূত সকল জীবের স্রষ্টার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

এই মতবাদ 'ঋগ্বেদে'র ১০/১২৯, বিশেষতঃ ঋক্ ১-৩, 'শতপথ ব্রাহ্মণে'র ১১/৬/১, 'ছান্দোগ্যোপনিষদ্' ৩/১৯/১-২—স্বর্ণাভু বিষয়ক এবং তত্ত্ব ও গুণ সম্বন্ধে সাংখ্যমত—এই সবের সংমিশ্রণজাত। মনু অবশ্য 'সাংখ্যকারিকা'য় লিখিত মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্রের উদ্ভবক্রমে ব্যতিক্রম করেছেন।

'ঋগ্বেদে'র উক্ত সুক্তের কিছু অংশ নিম্নলিখিতরূপ—

> নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীং, নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
> ...অম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্...
> ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
> ....
> তম আসীৎ তমসা গুঢ়মগ্রেহপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্। ঋক্ ১-৩

'ছান্দোগ্য উপনিষদে'র সংশ্লিষ্ট অংশ—

> অসদেবেদমগ্র আসীৎ। তৎ সদাসী তৎ সমভবৎ তদাণ্ডং নির্বতত। ৩/১৯/১

(২) 'মনুস্মৃতি'র ১/৩২-৪১

ব্রহ্মা স্বদেহকে দ্বিধা বিভক্ত করলেন; একভাগ হল পুরুষ, অপর ভাগ নারী। সেই নারীর থেকে তিনি সৃষ্টি করলেন বিরাজ্। এই বিরাজ্ তপস্যা করণান্তর একটি পুরুষ সৃষ্টি করলেন ; এই পুরুষই 'মনুসংহিতা'ব প্রবক্তা মনু। জীবনিদৃক্ষু মনু প্রথমে সৃষ্টি করলেন প্রজাপতি স্বরূপ দশ জন মহামুনিকে। তাঁরা সৃষ্টি করলেন সপ্ত মনু, বিভিন্ন শ্রেণীর দেবগণ, মহান্ ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, অপ্সরা, সর্প, বিহঙ্গ, বিভিন্ন শ্রেণীর পিতৃগণ, বিদ্যুৎ, মেঘ, ক্ষুদ্র বৃহৎ নক্ষত্ররাজি, বানর, মৎস্য, গোমহিষাদি, হরিণ, মানুষ, কীট, মক্ষিকা ও স্থাবর বৃক্ষাদি।

এই বর্ণনায় 'ঋগ্বেদে'র (১০/৯০) পুরুষসুক্তের বিশেষতঃ ঐ সুক্তের ৫, ৮-১০ ঋক্-এর অনুরণন অনুভব করা যায়। ঐ সূক্তের আরম্ভ—সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ইত্যাদি। সংশ্লিষ্ট অংশগুলি এই:

তস্মাদ্ বিরাডজায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ (৫)
পশূন তাঁশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে (৮)
তস্মাদশ্বা অজয়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ
গাবোহ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ। (১০)

(৩) সুপ্তোত্থিত ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্টি সম্বন্ধে সংক্ষেপে উক্ত হয়েছে 'মনুস্মৃতি'র ১/৭৪-৭৮ শ্লোকে। ব্রহ্মা তাঁর মন সৃষ্টি করলেন। ব্রহ্মার সিসৃক্ষার প্রেরণায় উদ্ভূত হল শব্দগুণ আকাশ, আকাশের বিকৃতি থেকে সৃষ্ট হল স্পর্শগুণ বায়, বায়ু থেকে উদ্ভব দীপ্তিময় আলোকের, যার থেকে প্রাদুর্ভাব হল জলের, জল থেকে উৎপত্তি হল গন্ধগুণ ক্ষিতির।

এই মতবাদ সাংখ্যমতের পরিবর্তিত রূপ। সাংখ্যকারিকা (২৫) মতে, পঞ্চমহাভূতেরই উদ্ভব অহংকার থেকে। মনু ব্রহ্মার অবতারণা করেছেন।

শব্দকোষ

পারিভাষিক ও অপেক্ষাকৃত কঠিন শব্দগুলির, স্থলনির্দেশসহ, সংক্ষিপ্ত অর্থ লিখিত হল।

স্থলনির্দেশ নির্ণয়সাগর প্রেসের সংস্করণ (১৯৩৩) অনুসারে দেওয়া হল। মনুসংহিতার যে শব্দগুলি মহাভারতের স্মৃতিবিষয়ক অংশেও আছে, ঐগুলির স্থলনির্দেশও পুণাসংস্করণ অনুসারে দেওয়া গেল। মহাভারতের স্মৃতিবিষয়ক অংশের সংগ্রহ আছে বর্তমান গ্রন্থকারের Smrti Material in the Mahabharata (Calcutta, 1971) নামক গ্রন্থে।

অগ্নিষ্টুৎ ১১.৭৪: অগ্নির স্তুতিবিষয়ক; অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রথম দিন।

অগ্রে দিধিযু ৩.১৬০: শান্তি ৩৫/৪ জ্যেষ্ঠা কন্যার পূর্বে বিবাহিতা কনিষ্ঠা কন্যা।

অঘমর্ষণ ১১.২৫৯ : একপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত, যাতে এই নামের ঋক্‌মন্ত্র (১০.১৯০.১-৩) আবৃত্তি করা হয়। একপ্রকার ব্রত যাতে তিন দিন উপবাস, দিনে দণ্ডায়মান ও রাত্রে উপবিষ্ট থাকতে হয় এবং শেষে একটি দুগ্ধবতী গাভী দান করতে হয়।

অতিকৃচ্ছ্র ১১.২০৮ : একপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত, যাতে পাপীকে তিন দিন শুধু প্রাতে এক গ্রাস করে খেতে হয়, শুধু সন্ধ্যায় এক গ্রাস করে খেতে হয়, তিন দিন এক গ্রাস অযাচিত অন্ন ভক্ষণ করতে হয় এবং তিন দিন উপবাস করতে হয়।

অধমন ৮.১৬৫: আধি বা রেহাণ দেওয়া, অর্থাৎ জমি বা কোন দ্রব্য গচ্ছিত রেখে টাকা ধার নেওয়া।

অধ্যগ্নি ৯.১৯৪ : একপ্রকার স্ত্রীধন : বিবাহকালে কন্যাকে অগ্নিসমক্ষে প্রদত্ত।

অধ্যাবাহনিক ৯.১৯৪ : একপ্রকার স্ত্রীধন : পিত্রালয় থেকে শ্বশুরালয়ে গমন কালে কন্যাকে প্রদত্ত।

অনুলোম ১০.২৫ : উপযুক্ত ক্রম। সাধারণতঃ উচ্চবর্ণের পুরুষ কর্তৃক নিম্নতর বর্ণের কন্যাবিবাহে প্রযুক্ত।

অনুচান ২.১৫৪ : যে বেদ ও বেদাঙ্গ অধিগত করেছে।

অন্ত্যবসায়ী ১০.৩৯ : চণ্ডাল পুরুষ ও নিষাদ স্ত্রীর মিলনে জাত সংকর বর্ণ।

অন্ধ্র ১০.৩৬,৪৮: অনু ৪৮/ ২৫ বৈদেহক (দ্রঃ) ও কারাবর (দ্রঃ) স্ত্রীর মিলনে জাত সন্তান।

অন্বষ্টকা : ৪.১৫০ : অগ্রহায়ণের পূর্ণিমার পরে পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন : এই তিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের নবম দিন।

অপবিদ্ধ ৯.১৫৯, ১৭১: মাতাপিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত পুত্র, অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক পুত্ররূপে গৃহীত।

অপসদ ১০.১০, ১৬, ১৭: অনু ৪৯/৫, ২৭ আদি ১১১/২৮: ছয় প্রকার নিন্দিত বিবাহে জাত সন্তান। নিন্দিত বিবাহ যথা— ব্রাহ্মণের সঙ্গে অপর তিন বর্ণের কন্যার বিবাহ, ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে অপর দুই বর্ণের কন্যার বিবাহ, বৈশ্যের সঙ্গে শূদ্রার বিবাহ।

অপাত্রীকরণ ১১.৬৯, ১২৫ : এক শ্রেণীর পাপ, যার ফলে পাপী দান গ্রহণের অযোগ্য হয়। নিন্দিত ব্যক্তির থেকে ধনগ্রহণ, বাণিজ্য, শূদসেবা, অসত্যভাষণ— ব্রাহ্মণের পক্ষে এইগুলি এই জাতীয় পাপ।

অব্দুর্গ ৮.৭০: শান্তি ৮৭৫: গভীর জলবেষ্টিত দুর্গ।

অভিচার ৯.২৯০, ১১.৬৩, ১৯৭: মারণ বা অন্যপ্রকার ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র বা অনুষ্ঠান।

অভিজিৎ ১১.৭৪ : (১) গবাময়ন যজ্ঞের অঙ্গীভূত সোমযাগ। (২) একটি জ্যোতিষ্কপুঞ্জের নাম।

অমৃত ৪.৪, ৫ : (১) ভিক্ষা না করে লব্ধ অন্ন। (২) যজ্ঞে দত্ত দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ।

অম্বষ্ঠ ১০.৮, ১৩ ইত্যাদি : ব্রাহ্মণ পুরুষ ও বৈশ্য স্ত্রীলোকের মিলনে জাত সন্তান।

অর্ধদূষণ ৭.৪৮, ৫১ : টাকা চুরি বা কাউকে প্রাপ্য ধন না দেওয়া।

অবকীর্ণী ৩.১৫৫, ১১.১১৮, ১২১ : শান্তি ৩৫/৫, ৩৬/২১: যে ব্রহ্মচারী স্ত্রীসম্ভোগ করেছে।

অবভৃথ ১১.৮২ : অনু ৯০/২৩, শান্তি ৩৬/৬ : যজ্ঞান্তে করণীয় স্নান।

অবীরা ৪.২১৩ : (১) পতিপুত্রবিহীনা নারী। (২) যে নারী স্বাধীন কিন্তু ব্যভিচারিণী নয়।

অশ্বমেধ ১১.৭৪, ২৬০ : একপ্রকার যজ্ঞ : এতে অশ্ব বলি হত। রাজা সৈন্যগণের দ্বারা রক্ষিত একটি অশ্বকে ছেড়ে দিতেন। এক বৎসর পরে অশ্ব ফিরে এলে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত।

অসিপত্রবন ১২.৭৫ : একপ্রকার নরক।

অস্যবামীয় ১১.২৫০ : 'অস্য বামসা' এই দিয়ে শুরু হয়েছে যে ঋক্‌সূক্ত (১.১৬৪)।

আক্রন্দ ৭.২০৭: পার্ষ্ণিগ্রাহের (দ্রঃ) অব্যবহিত পরবর্তী রাজা।

আগম ৮,২০০, ৪০১ : (১) সম্পত্তি অর্জনের ন্যায্য উপায় : ক্রয়, প্রতিগ্রহ ইত্যাদি। (২) বেদমূলক শাস্ত্র।

আগ্রয়ণ ৪.৪, ৫: একপ্রকার ইষ্টি (যাগ), যাতে নূতন শসা সর্বপ্রথম দেবতাকে দেওয়া হয়।

আচার্য ২.১৪০ এবং অন্যত্র : যিনি শিষ্যকে উপনয়ন দিয়ে কল্পসূত্র ও উপনিষদ সহ বেদ অধ্যাপন করেন।

আততায়ী ৮.৩৫০, ৩৫১: শান্তি ১৫/৫৫: ১৫৯/১৯, আশ্রমবাসিক ১১/২ : নিম্নলিখিত শত্রুগণের সংজ্ঞা— যে আগুন লাগায়, যে বিষ প্রয়োগ করে, যে অস্ত্র হাতে নিয়ে আসে, এমন ধনের অপহারক, যার অভাবে ধনস্বামীর প্রাণসংশয় হতে পারে, ক্ষেত্রাপহারক, ভার্যাপহারক।

আত্রেয়ী ১১.৮৭: শান্তি ১৫৯৫০ : ঋতুস্নাতা নারী।

আধি ৮.১৪৪, ১৪৫ ইত্যাদি : অধমন দ্রঃ।

আন্বীক্ষিকী ৭.৪৩ : তর্কবিদ্যা, আত্মবিদ্যা।

আভীর ১০.১৫ : ব্রাহ্মণ পিতা ও অম্বষ্ঠ মাতার সন্তান।

আয়োগব ১০.১২, ১৫ ইত্যাদি : অনু ৪৮/২০: শুদ্র ও বৈশ্যার সন্তান।

আর্যাবর্ত ২.২২ : হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যবর্তী যে অঞ্চল পূর্বে ও পশ্চিমে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

আর্ষ (বিবাহ) ৩.২১, ৯.১৯৬: একপ্রকার বিবাহ। এতে দুইটি বা চারটি গাভী নিয়ে কন্যাদান করা
হয় : এই গাভী দান আচারের অঙ্গ, শুল্ক নয়।

আবন্ত্য ১০.২১: ব্রাত্য ব্রাহ্মণ ও সবর্ণাস্ত্রীর সন্তান।

আবৃত ১০.১৫ : ব্রাহ্মণ পিতা ও উগ্র (দ্রঃ) মাতার সন্তান।

আসন ৭.১৬০, ১৬১ ইত্যাদি : রাজনীতিতে একপ্রকার নীতি। ছয় 'গুণে'র অন্যতম। এই নীতিতে রাজা শত্রু রাজার প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন।

আসুর ৩.২১, ৯.১৯৭ ইত্যাদি : একপ্রকার বিবাহ। এতে পিতার ইচ্ছাক্রমে কন্যাকে দান করা হয় এমন লোককে যে যথাশক্তি অর্থ কন্যাপক্ষকে এবং কন্যাকে দেয়।

আহিণ্ডিক ১০.৩৭ : অনু ৪৮/২৭ : নিষাদ পিতা ও বৈদেহ (দ্রঃ) মাতার সন্তান।

উগ্র ৪.২১২, ১০.৯, ১৩ ইত্যাদি : ক্ষত্রিয় ও শূদ্রার সন্তান।

উঞ্ছ ৪.১০, ৮,২৬০ ইত্যাদি : কণা কণা করে পরিত্যক্ত শস্য সংগ্রহ করা।

উদক্যা ৪.৫৭, ৫.৮৫ ইত্যাদি: রজস্বলা নারী।

উদাসীন ৭.১৫৫, ২১১: যে রাজা, বিজিগীষু ও মধ্যম রাজা সংযুক্ত থাকলে, তাঁদের সাহায্য করতে পারেন এবং তাঁরা পরস্পর বিযুক্ত হলে তাঁদের পীড়ন করতে পারেন।

উদ্ধার ৭.৯৭, ৯.১১২, ১১৫ ইত্যাদি : পৈতৃক সম্পত্তি ভাগের সময়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাপ্য অতিরিক্ত অংশ।

উপধি ৮.১৬৫, ৯.২৫৮ : ছল।

উপনয়ন ২.৩৬ : আচার্য কর্তৃক শিষ্যকে বেদাধ্যয়নে দীক্ষা।

উপনিধি ৮.১৪৫, ১৪৯ ইত্যাদি : মুদ্রাংকিত (sealed) আধারে গচ্ছিত দ্রব্য : এতে দ্রব্যের স্বরূপ বা সংখ্যা পরিমাণাদি বলা হয় না।

উপপাতক ১১.৬৬, ১০৮ : এক শ্রেণীর পাপ, মহাপাতক অপেক্ষা লঘুতর। অগম্যা আত্মীয় নারী গমন, বেদাধ্যয়ন বর্জন, উপনয়নের কালাতিক্রম, নটর্তকের জীবিকাবলম্বন, গোবধ, কন্যাদূষণ ইত্যাদি।

উপবীতী ২.৬৩ : স্বাভাবিক ভাবে যজ্ঞোপবীত ধারণ করে যে।

উপকর্ম ৪.১১৯ : বেদাধ্যয়নের আরম্ভ।

উপাধ্যায় ২.১৪১, ১৪৫ : যিনি শিষ্যকে জীবিকার জন্য বেদের অংশবিশেষ বা বেদাঙ্গ অধ্যাপনা করেন।

উপায় ৭.১০৮, ১০৯ ইত্যাদি: একপ্রকার রাজনীতি। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চারটি উপায়।

ঋক্‌থ ৭.২৭, ৩০ : মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি।

ঋত ৪.৪, ৫০, ৮.৬১, ৮২ ইত্যাদি : শস্য কুড়িয়ে ব্রাহ্মণের জীবনধারণ।

ঋষিজ্ঞ ৪.২১ : ব্রহ্মযজ্ঞঃ দ্রঃ।

কটপূতন ১২.৭১ : একপ্রকার প্রেত।

কন্টক ৯.২৫২ : চোরাদি ক্ষতিকারক লোক।

করণ ৮.১৫৪, ১০.২২ : (১) দলিল। (২) ক্ষত্রিয় ব্রাত্য (দ্রঃ) কর্তৃক সবর্ণা নারীতে উৎপাদিত পুত্র।

কর্মান্ত ৭.৬২, ৮.৪১৯ : যেখানে ইক্ষু, ধান্যাদি সংগৃহীত হয়। কার্যের সমাপ্তি।

কলা ১.৬৪ : সময়ের পরিমাণ বিশেষ।

কবক ১১.১৫৫ : ছত্রাক।

কব্য ৩.১২৮, ১৩৩: ৪.৩১ : মৃত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্নাদি দ্রব্য।

কানীন ৯.১৬০, ১৭২ : অবিবাহিতা নারীর পুত্র।

কায়তীর্থ ২.৫৯ : কনিষ্ঠার মূলদেশ।

কায়বিবাহ ২.৫৮, ৫৯ : প্রাজাপত্য (দ্রঃ) বিবাহ।

কায়িকা ৮.১৫৩ : একপ্রকার সুদ। কায় বা শরীর থেকে প্রাপ্ত : যথা বন্ধকীকৃত গাভীর দুগ্ধ, বন্ধকীকৃত দাসের দৈহিক কর্ম।

কারাবর ১০.৩৬ : নিষাদ ও বৈদেহ (দ্রঃ) নারীর সন্তান।

কারিতা ৮.১৫৩ : অধমর্ণ কর্তৃক প্রতিশ্রুত সুদ।

কারুষ ১০.২৩ : ব্রাত্য বৈশ্য ও বৈশ্যার সন্তান।

কার্ষাপণ ৮.১৩৬, ২৭৪, ৩৩৬ ইত্যাদি : একপ্রকার মুদ্রা বা বিভিন্ন মূল্যের ওজন (সোনা হলে ১৬ মাষার সমান, রূপা ১৬ পণের বা ১২৮০ কড়ির সমান, তামা ৮০ রত্তির সমান)।

কার্ষিক ৮.১৩৬ : কার্ষাপণের নামান্তর।

কালসূত্র ৩.২৪৯ : একপ্রকার নরক।

কালিকা ৮.১৫৩ : প্রতি মাসে যে সুদ নির্ধারিত ও দেওয়া হয়।

কাষ্ঠা ১.৬৪: সময়ের পরিমাণ বিশেষ। ১৮ নিমেষের সমান।

কিতব ৩.১৫৯: যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির জন্য লোককে জুয়া খেলায় প্রবৃত্ত করে।

কীনাশ ৯.১৫০ কৃষক।

কুক্কুটক ১০.১৮ : শূদ্র ও নিষাদীর সন্তান।

কুণ্ড ৩.১৫৬, ১৫৮, ১৭৪: জীবিত ব্যক্তির ভার্যাতে অপর ব্যক্তি কর্তৃক অবৈধরূপে উৎপাদিত সন্তান।

কুপ্য ৭.৯৬, ১০.১১৩: সোনা রূপা ভিন্ন ধাতু।

কুম্ভীধান্যক ৫.৭: যে মাটির পাত্রে ছয় বা দশ দিনের (মতান্তরে এক বৎসর বা ছয় মাসের) উপযোগী শস্য সঞ্চিত করে।

কুম্ভীপাক ১২.৭৬ : একপ্রকার নরক।

কুল ৭.১১৯ : (১) ছয়টি বৃষবাহিত লাঙ্গলের দুইটি দ্বারা যতটুকু জমি চাষ করা যায় ততটুকু জমি।
(২) জ্ঞাতিদের সমষ্টি।

কুশীলব ৩.১৫৫ : পেশাদার নর্তক।

কুশূলধান্যক ৪.৭ : যে গৃহস্থের তিন বৎসরের উপযোগী খাদ্যশস্য সঞ্চিত থাকে।

কৃচ্ছ্র ৫.২১ : দৈহিক ক্লেশ, তপশ্চর্যা।

কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ১১.২০৮ : একপ্রকার তপশ্চর্যা, যাতে ২১ দিন জলপান করে থাকতে হয়।

কৃত্যা ৯.২৯০: অপরের অনিষ্টকারী ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া।

কৃত্রিম ৯.১৫৯, ১৬৯: মাতাপিতৃহীন বালক, যাকে কেউ টাকা জমি প্রভৃতির লোভ দেখিয়ে পুত্ররূপে গ্রহণ করে।

কৃষ্ণল ৮.১৩৪, ১৩৫৫ ইত্যাদি : ওজন হিসাবে ব্যবহৃত একপ্রকার ফল।

কৃসর ৫.৭ : তিলসহ সিদ্ধ অন্ন।

কেশান্ত ২.৬৫ : গোদাননামক সংস্কার। এতে ব্রাহ্মণের ষোল, ক্ষত্রিয়ের বাইশ, বৈশ্যের চব্বিশ বৎসর বয়সে মস্তকমুণ্ডন করা হয়।

কৈবর্ত ১০.৩৪ : নিষাদ ও আয়োগব নারীর সন্তান।

ক্রীত ৯.১৬০, ১৭৪: যাকে তার পিতামাতার নিকট থেকে ক্রয় করে পুত্র করা হয়।

ক্ষত্তা ১০.১২, ১৩ ইত্যাদি : শূদ্র পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতার সন্তান।

ক্ষেত্র ৯.৩৩, ৩৬, ৫৪ : স্ত্রী।

ক্ষেত্রজ ৯.১৫৯, ১৬২ ইত্যাদি : অপুত্রক ব্যক্তির স্ত্রীতে নিয়োগ প্রথায় অপর ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত সন্তান।

ক্ষেত্রজ্ঞ ৮.৯৬, ১২.১২, ১৪ : দেহাভ্যন্তরে চৈতন্য স্বরূপ আত্মা।

ক্ষেত্রী ৯.৩২, ৫১, ৫২ : যার স্ত্রীতে নিয়োগ প্রথায় অপর ব্যক্তি পুত্র উৎপাদন করে।

ক্ষেম ৮.২৩০, ৯.২১২ : লব্ধদ্রব্যের রক্ষণ।

খল ১১.১৭ : ধান্যাদি মর্দন স্থান।

খস ১০.২২ : ব্রাত্য ক্ষত্রিয়-ও ক্ষত্রিয়ার সন্তান।

গণ ১.১১৮ : বণিক্ প্রভৃতির সংঘ।

গরুড় ৭.১৮৭: একপ্রকার ব্যূহ। এটি বরাহব্যূহের (দ্রঃ) ন্যায় : প্রভেদ এই যে, গরুড়ে মধ্যভাগ অধিকতর প্রশস্ত হয়।

গান্ধর্ব ৩.২১, ৯.১৯৬: একপ্রকার বিবাহ। এতে বর কনে পরস্পরের ইচ্ছাক্রমে বিববাহসূত্রে আবদ্ধ হয়।

গিরিদুর্গ ৭.৭০, ৭১ : একপ্রকার দুর্গ। এমন পাহাড়ের উপরে স্থিত, যেখানে আরোহণ করা কঠিন। সংকীর্ণ পথে এতে প্রবেশ করা যায়। এতে নদী প্রস্রবণের জল, উর্বর জমি ও গাছ থাকে।

গুরুতল্প ৯.৬৩, ২৩৫ ইত্যাদি : আচার্যপত্নী।

গুল্ম ৭.১১৪, ১৯০: ৮,২৪৭, ৩০০: (১) একদল রক্ষী পুরুষ। (২) ঝোপ।

গূঢ়জ ৯.১৫৯ : স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর গর্ভেজাত পুত্র : পুত্রের প্রকৃত পিতা অজ্ঞাত।

গৃহবন্দি ৩.২৬৫: খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ, যা কাকাদিকে দেওয়া হয়।

গোত্র ৩.৫ : যে সকল লোক উর্ধ্বতন পুরুষক্রমে একজন ব্রাহ্মণের থেকে অবিচ্ছিন্নরূপে বংশধারা নির্ধারণ করে।

গোলক ৩.১৫৬, ১৭৪ : ব্রাহ্মণ বিধবা ও ব্রাহ্মণ পুরুষের অবৈধ যৌনসংযোগের ফলে জাত সন্তান।

গোসব ১১.৭৪: একদিন নিষ্পাদ্য সোমযাগ। এতে, কারও কারও মতে, যাগকারী গাভীর ন্যায় আচরণ করে: যেমন গাভীর ন্যায় জলপান, দাঁতে ঘাস কাটা ইত্যাদি।

গোঁড়ী ১১.৯৪ : গুড় থেকে তৈরি মদ।

চক্রবৃদ্ধি ৮.১৫৩ : একপ্রকার সুদ : সুদের সুদ।

চণ্ডাল ১০.১২, ১৬ ইত্যাদি : শূদ্র ও ব্রাহ্মণীর সন্তান।

চান্দ্রব্রতিক ৯.৩০৯ : যে রাজা চন্দ্রের ন্যায় আচরণ করেন : লোকে চন্দ্রকে দেখে যেমন আনন্দিত হয়, তেমন তাঁকে দেখে পুলকিত হয়।

চান্দ্রায়ণ ১১.৪১, ১০৬ ইত্যাদি : একপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত। এতে পূর্ণিমায় ১৫ গ্রাস খাদ্য ভক্ষণ করতে হয়। তার পর কৃষ্ণপক্ষে এক একদিনে এক এক গ্রাস কমিয়ে অমাবস্যায় উপবাস করতে হয়। এই ব্রত পিপীলিকামধ্য, যবমধ্য ইত্যাদি নানা রকম হয়।

চীরী ১২.৬৩ : উচ্চ শব্দকারী একপ্রকার কীট।

চুঞ্চু ১০.৪৮ : ব্রাহ্মণ ও বৈদেহক (দ্রঃ) বা বন্দী (দ্রঃ) নারীর সন্তান।

চূড়াকর্ম ২.৩৫ : যে সংস্কারে বালকের কেশ সর্বপ্রথম কাটা হয়।

চৈলাসক ১২.৭২: একপ্রকার প্রেত।

জাঙ্গল ৭.৬৯: যে স্থানে অল্প জল, তৃণ, প্রচুর সূর্যালোক, বায়ু ও ধান ইত্যাদি থাকে।

জাতিভ্রংশকর ১১.৬৭, ১২৪ : এক শ্রেণীর পাপ : এতে জাতি নষ্ট হয়।

জামি ৩.৫৭, ৫৮, ৪.১৮০, ১৮ : ভগিনী, পরিবারস্থ মহিলা।

জ্যেষ্ঠসাম ৩.১৮৫ : জ্যেষ্ঠরাম নামক মন্ত্রের আবৃত্তিকারী।

ঝল্ল ১০.২২ করণের সঙ্গে অভিন্ন (করণ দ্রঃ)।

ডিম্বাহব ৫,৯৫: যে যুদ্ধে রাজা থাকেন না।

তক্ষক ৪.২১০: (১) সূচক ও ব্রাহ্মণীর সন্তান। (২) চুচুক ও ব্রাহ্মণীর সন্তান।

তপ্তকৃচ্ছ্র ১১.২১৪ : একপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত। এতে তিন দিন গরম জল, গরম দুধ ও গরম ঘি খেয়ে থেকে শেষের তিন দিন উপবাস করতে হয় এবং উষ্ণ বাষ্প বা বায়ু নাকে টানতে হয়।

তর ৮.৪০৪, ৪০৬, ৪০৭ : পণ্যদ্রব্য সহ নদী পার হতে দেয় শুল্ক।

তরৎসমন্দীয় ১১.২৫৩ : তরৎসমন্দী ধাবতি এইরূপে আরব্ধ ঋগ্বেদীয় সুক্ত (১/৫৮/১)।

তামিস্র ১২.৭৫ : একপ্রকাৰ নরক।

তীর্থ ২.৫৯ : কতক আঙ্গুলের অংশবিশেষ : যথা দিব্যতীর্থ (দ্রঃ)।

তুন্নবায় ৪.২১৪ : বৈশ্য ও শূদ্রের মিলনজাত সন্তান।

ত্রসরেণু ৮ ১৩২ : সূর্যরশ্মিতে ভাসমান সুক্ষ্মতম ধূলিকণা।

ত্রিচিকেত ৩.১৮৫: যজুর্বেদের অংশবিশেষ, এই অংশ যে অধিগত করে তাকেও এই নামে অভিহিত করা হয়।

ত্রিদ ১২.১১ : দেহ, মন ও বাক্যের সংযম।

ত্রিযবণ ৩.১২৩. ১১.১২৩ : প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় স্নান।

ত্রিসুপর্ণ ৩. ১৮৫: ঋগ্বেদের ১০.১১৪, ৩.৫ সংখ্যক মন্ত্র।

দণ্ডদাস ৮.৪১৫: জরিমানা দিতে না পারায় দাসে পরিণত।

দণ্ডব্যুহ ৭. ১৮৭ : একপ্রকার ব্যূহ: এতে সৈন্যদলকে এমনভাবে সাজান হয় যেন দণ্ডের ন্যায় দৃষ্ট হয়।

দত্তক ৯.১৫৯: পিতামাতা কর্তৃক প্রদত্ত ও অন্য ব্যক্তি কর্তৃক পুত্ররূপে গৃহীত।

দত্রিম ৮.৪১৫, ৯. ১৪১, ১৪২, ১৬৮ : দত্তক থেকে অভিন্ন।

দর্শ ৪.২৫ : অমাবস্যা বা ঐ তিথিতে অনুষ্ঠিত যাগ। যে দিনে চন্দ্র শুধু সূর্য কর্তৃক দৃষ্ট হয়।

দস্যু ১০/৪৫ : ব্রাহ্মণাদি চার বর্গের মধ্যে যারা ক্রিয়ালোপাদি হেতু বাহ্যজাতিভুক্ত হয়ে যায়, তাঁরা ম্লেচ্ছভাষী বা আর্যভাষাভাষী যাই হোক, সকলেই দস্যু আখ্যায় অভিহিত হয়।

দান ৭.১৯৮: একপ্রকার রাজনীতি। এতে শত্রুভাবাপন্ন রাজাকে কিছু দান করে তুষ্ট করা হয়।

দায়াদবান্ধব ৯.১৫৮, ১৬০ : এমন আত্মীয়, যারা উত্তরাধিকারী হতে পারে।

দাশ(স) ৮.৪০৮, ৪০৯ : ৯.১৪১, ১৪২ ইত্যাদি। কৈবর্ত (দ্রঃ) থেকে অভিন্ন।

দিধিষু ৩.১৭৩ : যে জ্যেষ্ঠ ভগিনীর পূর্বে কনিষ্ঠার বিবাহ হয়েছে।

দিবাকীর্তি ৫.৮৫ : চণ্ডাল।

দিব্যতীর্থ ২.৫৯ : অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগ, দেবকার্যে পবিত্র।

দেবযজ্ঞ ৪,২১: পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্যতম। দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, বিশেষতঃ হোম।

দেবল ৩.১৫২, ১৮০: দেবপ্রতিমার বেতনভোগী পরিচারক।

দৈবতীর্থ ২.৫৯ : দিব্যতীর্থের অপর নাম।

দৈববিবাহ ৩. ২১, ৯.১৯৬ : এতে যজ্ঞরত পুরোহিতের নিকট পিতা অলংকাবাদিভূষিত কন্যাকে সম্প্রদান করেন।

দৈবযজ্ঞ ৩.৭০ : দেবযজ্ঞের অপর নাম।

দ্রবিড় ১০.২২: করণ (দঃ) নামক জাতির অপর নাম।

দ্বৈধ ৭.১৬০, ১৬১, ১৬৭: (দ্বৈধীভাব) 'গুণ' নামক একপ্রকার রাজনীতি। এক মতে, প্রকাশ্যে বন্ধুভাব দেখিয়ে গোপনে শত্রুতা পোষণ। মতান্তরে, সেনাকে বিভক্ত করে শত্রুকে এক এক ভাগ দিয়ে মোকাবিলা করা।

ধন্বদুর্গ ৭.৭০: মরুবেষ্টিত এবং পাঁচ যোজন জলহীন।

ধরণ ৭.১৩৫, ১৩৬, ১৩৭ : একপ্রকার ওজন। ১০ পল, ১৬ রৌপ্যমাষক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার।

ধিশ্বন ১০.১৫, ৪৯ : ব্রাহ্মণ ও আয়োগব (দঃ) নারীর সন্তান।

নাষ্টিক ৮,২০২ : নষ্টদ্রব্যস্বামী।

নিক্ষেপ ৮.৪, ১৪৯ ইত্যাদি : গচ্ছিত দ্রব্য। এতে দ্রব্যস্বামী অপর ব্যক্তির সমক্ষে দ্রব্য গণনা করে তা গচ্ছিত রাখে।

নিচ্ছিবি ১০.২২: করণ (দ্রঃ) নামক জাতির অপর নাম।

নিয়োগ ৯.৬৫ : একপ্রকার প্রথা, যার দ্বারা শাস্ত্রানুসারে নিযুক্ত ব্যক্তি অপুত্রক ব্যক্তির স্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন করে। এই ব্যক্তি সাধারণতঃ ঐ স্ত্রীর দেবর হয়।

নিরাকৃত ৩.১৫৪ : পঞ্চমহাযজ্ঞরহিত ব্যক্তি।

নির্ঋতি ১১.১১৮ : এক অশুভংকরী দেবীর নাম।

নিবীতী ২/৬৩ : গলায় মালার মতো করে উপবীত ধারণ।

নিষাদ ১০/৮, ১৮ ইত্যাদি : ব্রাহ্মণ পিতা ও শূদ্র মাতার সন্তান।

নিষেক ২১৬ : গর্ভাধান।

নিষ্ক ৮/১৩৭, ২২০ : 'মিতাক্ষরা'মতে চার সুবর্ণ পরিমিত রৌপ্য মুদ্রা।

নিষ্ক্রমণ ২/৩৪ : যে সংস্কারের দ্বারা শিশুকে প্রথম বাড়ীর বাইরে নেওয়া হয়।

মৃদুর্গ ৭/৭০: একপ্রকার দুর্গ। এর চতুর্দিকে পদাতিক সৈনা থাকে। তাদের সঙ্গে থাকে হস্তী, অশ্ব ও রথ।

নৃযজ্ঞ ৩৭০, ৪/২১: অতিথি-সৎকার।

পক্ষিণী ৪/৯৭, ৫/৮১: দুই দিনের মধ্যবর্তী রাত্রি। একপ্রকার অশৌচ।

পংক্তিপাবন ৩/১৮৩, ১৮৪, ১৮৬: এমন ব্রাহ্মণ, যাঁর উপস্থিতি দ্বারা সমবেত ব্রাহ্মণ মণ্ডলী পবিত্র হয়।

পঞ্চগব্য ১১/১৫০, ২১১ : গোময়, গোমূত্র, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃতের সংমিশ্রণ।

পঞ্চনখ ৫/১৭, ১৮ : পাঁচনখবিশিষ্ট জন্তু।

পঞ্চসজ্ঞ ৩/৬৭, ৭০, ৫/১৬৯): ব্রহ্মযজ্ঞ (অধ্যাপন), পিতৃযজ্ঞ (তর্পণ), দেবযজ্ঞ (হোম), ভূতযজ্ঞ (ভূতবলি), নৃযজ্ঞ (অতিথিসেবা)।

পঞ্চবর্গ ৭/১৫৪: পাঁচ প্রকার গুপ্তচর— তীর্থযাত্রী বা বদমাস লোক, ব্রতলঙ্ঘনকারী তাপস, বিপন্ন কৃষিজীবী, দুর্দশাগ্রস্ত বণিক্, কপট ভক্ত।

পঞ্চসূনা ৩/৬৮ : গৃহে এমন পাঁচটি স্থান, যেখানে জীবহত্যার সম্ভাবনা থাকে: যথা— চুল্লী, শিল, ঝাটা, উদূখল-মুষল, জলপাত্র।

পঞ্চাগ্নি ৩.১৮৫: পাঁচটি পবিত্র অগ্নি : যথা— আহবনীয়-পাচন বা দক্ষিণ, গার্হপত্য, আহবনীয়, সভ্য, আবসথ্য।

পণ ৮.১৩৬, ১৩৮ ইত্যাদি : একপ্রকার মুদ্রা, ৮০ কড়ির সমমূল্য।

পদ্মব্যূহ ৭,১৮৮ : একপ্রকার সৈন্যসমাবেশ। এতে রাজা থাকেন কেন্দ্রস্থলে এবং চারদিকে সেনা থাকে বিস্তৃত।

পরাক ১১.২১৫, ২৫৮ .একপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত। এতে বার দিন উপবাস এবং ইন্দ্রিয়সংযম বিধেয়।

পরিবেত্তা ৩.১৫৪, ১৭১, ১৭২ : যে ব্যক্তি অগ্রজের পূর্বে বিবাহ করেছে।

পরিবেদন ১১.৬০ : অগ্রজের পূর্বে অনুজের বিবাহ।

পরিষদ্ ১২.১১১, ১১২ : ধর্ম সম্বন্ধে সংশয় নিরাসার্থে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের সভা।

পল ৭.১৩৫, ৩৯৭ : একপ্রকার ওজন (=৪ কর্ষ=১০০ তোলা)।

পাকযনজ্ঞ ২.১৪৩, ৩.৭০ ইত্যাদি: এমন যজ্ঞ, যাতে পক্ব পদার্থ দেওয়া হয়। কোন কোন মতে, এরূপ যজ্ঞ হল বৈশ্বদেব, বলি, শ্রাদ্ধ ও অতিথি-সৎকার।

পাণ্ডুসোপাক ১০.৩৭ : চণ্ডাল পিতা ও বৈদেহক (দ্রঃ) মাতার সন্তান।

পারশব ৯.৭৮, ১০.৮ : নিষাদের (দ্রঃ) অপর নাম।

পারিণাহ্য ৯.১১ : গৃহস্থিত আসবাব ও বাসনপত্র।।

পার্ষ্ণিগ্রাহ ৭.২০৭ : কোন রাজার রাজ্যের ঠিক পেছনের রাজ্যের রাজা।

পাবমানী ৫.৮৬, ১১.২৫৭ : কতক বিশেষ বৈদিক সুক্ত বা মন্ত্রের সংজ্ঞা : যথা ঋদ্বেদ ৯, ৬৭, ৩১, অথর্ববেদ ১৯/৭১ ইত্যাদি।

পাষণ্ড ১.১১৮, ৫.৯০, ৯১২২৫ : নাস্তিক।

পাষণ্ডী ৪.৩০, ৬১: বৌদ্ধদের মতো নাস্তিক।

পিতৃযজ্ঞ ৩,৭০: পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ।

পুক্কুস ১০.১৮, ৪৯ ইত্যাদি : নিষাদ (দ্রঃ) পিতা ও শূদ্রা মাতার সন্তান।

পুত্রিকা ৩.১১, ৯.১২৭ ইত্যাদি : অপুত্রক ব্যক্তির কন্যার পুত্র, যাকে তিনি নিজের পুত্ররূপে মনোনীত করেছেন অথবা অপুত্রক বাক্তির কন্যা, যাকে তিনি পুত্ররূপে মনোনীত করেছেন।

পুস্পধ ৮.১৩৬ : কর্ষ বা রূপার ওজনবিশেষ (=১৬ পণ কড়ি)।

পুষ্পধ ১০.২১ : ভূর্জকণ্ঠের (দ্রঃ) অপর নাম।

পৃগ ৩.১৫১: সংঘ, কর্পোরেশন, ইউনিয়ন।

পেয়ুষ ৫,৬ : প্রসবের পরে গাভীর প্রথম প্রথম যে দুগ্ধ দোহন করা হয় : গাভীর গাঁজলা দুধ।

পৈশাচ ৩.৩৪ : নিকৃষ্টতম বিবাহপদ্ধতি। এতে পাত্রীর নিদ্রিত অবস্থায় পাত্র তার সঙ্গে যৌন সম্ভোগে রত হয়।

পৈষ্টী ১১.৯৪ : চাল বা অন্য কোন শসা থেকে প্রস্তুত মদ।

পৌনর্ভব ৩.১৫৫, ৯.১৬০ : পুনর্ভু সংজ্ঞক স্ত্রীলোকের সন্তান। সাধারণতঃ, পুনর্বিাহিতা বিধবাকে বলা হয় পুনর্ভু।

প্রকৃতি ৭.১৫৬, ৯.২৯৪, ২৯৫ : রাজমণ্ডলের অন্তর্গত প্রধানতঃ মূল ও শাখা ভেদে দ্বিবিধ। মূল প্রকৃতি— যে সকল রাজা বিজিগীষু, মধ্যম, উদাসীন ও শত্রু বলে পরিচিত। শাখা প্রকৃতির অন্তর্গত সেই সকল রাজা যারা মিত্র, অরিমিত্র, মিত্রমিত্র, অরিমিত্রমিত্র, পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ, পার্ষ্ণিগ্রাহাসার ও আক্রন্দাসার বলে পরিচিত। প্রতিটি শাখা প্রকৃতির আছে পাঁচটি দ্রব্য প্রকৃতি : যথা— মন্ত্রী, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ ও বল বা সেনা।

প্রচার ৯.২১৯ : গোচারণভূমি।

প্রণিধি ৭/১৫৩, ২২৩, ৮১৮২ গুপ্তচর।

প্রতান ১.৪৭ : তন্তুযুক্ত লতা।

প্রতিলোম ১০.১৫ : বিপরীত। সাধারণতঃ এমন বিবাহকে বোঝায়, যাতে পাত্র নীচবর্ণসম্ভূত এবং পাত্রী উচ্চতরবংশজাতা।

প্রত্যাহার ৬.৭২ : বাহ্যিক পদার্থসমূহের থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সরিয়ে আনা।

প্রমৃত ৪.৫ : ব্রাহ্মণকর্তৃক জীবিকারূপে গৃহীত কৃষিকর্ম।

প্রসঙ্গ ৪.১৫: গীতবাদ্যাদি।

প্রাচীনাবীতী ২.৬৩: যার উপবীত দক্ষিণ স্কন্ধ থেকে লম্বমান।

প্রাজাপত্য ৩.২১, ১১.১৯৬: একপ্রকার বিবাহ। এতে কন্যার পিতা বরকে মধুপর্কাদি দ্বারা সম্মানিত করে এই বলে কন্যা সম্প্রদান করেন "উভয়ে মিলে ধর্মাচরণ কর"।

বন্ধুদায়াদ ৯.১৫৮ : দায়াদবন্ধু (দ্রঃ) অর্থে।

বান্ধব ৫.৮১, ১০১ ইত্যাদি : নিম্নলিখিত তিন প্রকার আত্মীয় : (১) আত্মবন্ধু—পিসীমার পুত্র, মাসীমার পুত্র, মাতুলপুত্র। (২) পিতৃবন্ধু— পিতার উল্লিখিতরূপ আত্মীয়। (৩) মাতৃবন্ধু— মাতার উক্তরূপ আত্মীয়।

বীজী ৯.৫২, ৫৩ : অপরের স্ত্রীর গর্ভে যার দ্বারা সন্তান জন্মে, তাকে বলা হয় বীজী: যার স্ত্রী, সে ক্ষেত্রী সংজ্ঞায় অভিহিত।

ব্রধ্ন ৪.২০১, ৯.১৩৭ : সূর্য।

ব্রহ্মদেয় ৩,১৮৫ : ব্রাহ্মবিবাহ (দ্রঃ) পদ্ধতিতে বিবাহিতা নারী।

ব্রহ্মযজ্ঞ ৩.৭০ : বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা।

ব্রহ্মরাক্ষস ১২.৬০ : যে ব্রাহ্মণ কলুষিত জীবন যাপন করেছে, তার প্রেতাত্মা।

ব্রহ্মসত্র ২.১০৬, ৪.৯ : বৈদিক মন্ত্রের নিরন্তর আবৃত্তি।

ব্রহ্মাঞ্জলি ২.৭১ : আচার্যের কাছে বেদবিদ্যার্থীর হোড়হস্ত।

ব্রহ্মাবর্ত ২.১৭ : অবতরণিকায় 'মনুসংহিতায় ভৌগোলিক তথ্য' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মোদ্য ৩.২৩১: 'পরমাত্মনিরূপণপরা কথা' —কুল্লুকভট্ট।

ব্রাহ্মতীর্থ ২.৫৮, ৫৯ : হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির মূল।

ব্রাহ্ম ৩.২১, ২৭, ৯.১৯৬: একপ্রকার বিবাহ। এতে বিশেষ বস্ত্রে ও ভূষণে বর ও কন্যাকে অর্চনাপূর্বক বিদ্বান্ ও সদাচারী বরের উদ্দেশ্যে কন্যা সম্প্রদান করা হয় এরূপ বিবাহে বর কন্যাকে প্রার্থনা করেন না।

ভাষা ৮.১৬৪ : বিচারালয়ে বাদী কর্তৃক প্রদত্ত অভিযোগপত্র।

ভীষা ৮.২৬৪ : ভীতিপ্রদর্শন।

ভূতযজ্ঞ ৪.২১ : ভূতবলি অথাৎ পশুপক্ষীকে অন্নাদি প্রদান।

ভূর্জকণ্ঠ ১০.২১: ব্রাত্য (দ্রঃ) পিতা ও ব্রাত্য মাতার সন্তান।

ভেদ ৭.১৯৮ : রাজনীতিতে অন্যতম 'উপায়' (দ্রঃ)। শত্রুরাজার রাজ্যে বিরোধের বীজবপন।

ভৌতযজ্ঞ ৩.৭০ : ভূতত্ত্বঃ দ্রঃ।

ভ্রামরী ৩.১৬১ : শিরোঘূর্ণন (vertigo) বা মৃগী রোগের (epilepsy) দ্বারা আক্রান্ত।

ভ্রূণ ৪.১০৮, ৮.৩১৭ ইত্যাদি : এই শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে : যথা (১) যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সোমযোগসমূহ সম্পাদন করেছেন, (২) গর্ভস্থ সন্তান, (৩) যে কোন ব্রাহ্মণ, (৪) যে ব্রাহ্মণ ষড়ঙ্গ সহ বেদ অধ্যয়ন করেছেন।

মকর ৭.১৮৭: বরাহব্যূহের (দ্রঃ) বিপরীত।

মণ্ডল ৭.১৫৬ : কোন রাজার নিকটস্থ ও দূরস্থ রাজ্যের রাজগণের সমষ্টি।

মধুপর্ক ৩.১২০ : শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে : যথা— (১) দধি ও মধুর মিশ্রণ, (২) জল (বা দুধ) ও মধুর মিশ্রণ, (৩) মাংস। মনুর কোন্ অর্থ অভিপ্রেত, বোঝা যায় না। সাধারণতঃ দধি, ধৃত, জল, মধু ও চিনির সংমিশ্রণ।

মলাবহ ১১.৭০ : এক শ্রেণীর পাপ। এর অন্তর্গভ পক্ষী, জলজন্তু ও কীটপতঙ্গ প্রভৃতির হত্যা এবং মাদকপানীয় তুল্য দ্রব্যের ভক্ষণ।

মন্ত্র :১০.২২ : ঝল্লের (দ্রঃ) অপর নাম।

মহাপাতক ৯.২৩৫, ২৪৩ ইত্যাদি, ১১.৫৪ : এক শ্রেণীর গুরুতর পাপ কর্ম : এর অন্তর্গত ব্রাহ্মণহত্যা, সুরাপান (ব্রাহ্মণের পক্ষে), ব্রাহ্মণের স্বর্ণহরণ, গুরুপত্নীগমন এবং যে উক্তরূপ কোন পাপাচরণ করে, তার সংসর্গ।

মহাযজ্ঞ ৪.২২, ৬.৫ ইত্যাদি : পঞ্চযজ্ঞের (দ্রঃ) নামান্তর।

মহাব্যাহৃতি ১১ ২২ : ভূর্ভুবঃ স্বঃ— এই নামে অভিহিত হয়।

মাগধ ১০.১১, ১৭ ইত্যাদি : বৈশ্য পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতার সন্তান।

মাধূক ১০.৩৩ : যে মধুর বাক্য বলে।

মাধ্বী ১১.৯৪ : মধুকবৃক্ষের পুষ্প থেকে তৈরি মদ।

মারুতব্রত ৯.৩০৬ : কর্তব্য সম্পাদনার্থে বায়ুর মতো সর্বত্র গমন: যেমন, গুপ্তচরের মাধ্যমে রাজার বিচরণ।

মার্গব ১০.৩৪ : কৈবর্তের (দ্রঃ) নামান্তর।

মাহিত্র ১১.২৪৯ : ঋগ্বেদীয় মন্ত্র ১০.১৮৫: 'মহিত্রীণাম' এই রূপে এর আরম্ভ।

মুহূর্ত ১.৬৪ : সময়ের একপ্রকার বিভাগ : এক দিনের ত্রিশভাগের এক ভাগ (=৪৮ মিনিট)।

মূলকর্ম ৯.২৯০, ১১.৬৩ : ঐন্দ্রজালিক কর্মের জন্য গাছের মূলের প্রয়োগ।

মৃত ৪.৫ : ভিক্ষালব্ধ খাদ্যবস্তু।

মেদ ১০.৩৬, ৪৮ : বৈদেহক (দ্রঃ) পিতা ও নিষাদ (দ্রঃ) মাতার সন্তান।

মৈত্র ১০.২৩ : কারুষের (দ্রঃ) অপর নাম।

মৈত্রাক্ষজ্যোতিক ১২.৭২ : একপ্রকার অশুভ ভূত।

মৌল ৮,৬২, ২৫৯ : পুরুষানুক্রমিক রাজকর্মচারী।

ম্লেচ্ছ ১০.৪৫ : অবতরণিকায় 'মনুসংহিতায় ভৌগোলিক তথ্য প্রসঙ্গ দ্রঃ।

ম্লেচ্ছদেশ ২.২৩: অবতরণিকায় 'মনুসংহিতায় ভৌগোলিক তথ্য প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

যতিচান্দ্রায়ণ ১১.২১৮ : একপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত। এতে পাপী এক মাস শুধু দুপুরে একবার আটগ্রাস খাদ্য ভক্ষণ করে এবং ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করে।।

যমব্রত ৯,৩০৭ : রাজার অন্যতম কর্তব্য। বিনা পক্ষপাতে যমের ন্যায় প্রজাদের শাস্তিবিধান।

যবমধ্য ১১.২১৭ : একপ্রকার চান্দ্রায়ণ (দ্রঃ)।

যৌতুক ৯.১৩১, ১২৪: একপ্রকার স্ত্রীধন। যৌতূক শব্দে বোঝাতে পারে (১) বিবাহকালে কন্যা কর্তৃক প্রাপ্ত উপহার, (২) স্ত্রীধন, (৩) কন্যা কর্তৃক পিত্রালয় থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি।

রঞ্জক ৪.২১৬: শূদ্র পুরুষ ও ক্ষত্রিয় নারীর গোপন মিলনজাত সন্তান।

রাক্ষস ৩. ২১ : একপ্রকার নিন্দিত বিবাহ। এতে বিবাহকামী ব্যক্তি কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করে।

রাজসূয় ৮.১৩৩: রাজার অভিষেককালে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ।

রিক্থ ৮.২৭, ৩০ : উত্তরাধিকার, কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালে যে ধন বা সম্পত্তি রেখে যান।

রৈবত ১.৬২ : পঞ্চম মনুর নাম।

লিঙ্গস্থ ৮.৬৫ : ধর্মশিক্ষার্থী।

লেপভাগী ৩.২১৬: ঊর্ধ্বতন চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পিতৃপুরুষ : শ্রাদ্ধে উর্ধ্বতন তিন পূর্বপুরুষকে পিণ্ডদানের পরে উল্লিখিত পুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধকারী লেপ বা হাত মুছে যা থাকে তাই দান করেন।

বজ্র ৭.১৯১: একপ্রকার ব্যূহ অথাৎ সৈন্যদলকে স্থাপন করার প্রণালী। এতে সেনা তিন ভাগে স্থাপিত হয়।

বরাহ ৭.১৮৭ সৈন্যদলকে স্থাপন করার অন্যতম প্রণালী। এতে সেনার অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ সূক্ষ্ম ও মধ্যভাগ স্থুল হয়।

বাটধান ১০.২১: আবত্যের (দ্রঃ) নামান্তর।

বার্ক্ষ ৭.৭০: একপ্রকার দুর্গ। এর চতুর্দিকে এক হোজন পর্যন্ত থাকে বিশাল মহীরুহ, কন্টকময় গুল্ম, লতা প্রভৃতি।

বার্তা ৭.৪৩ : কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যাদি।

বাধুর্ষি ৩.১৫৩, ১৮০ : সুদখোর।

বিগ্রহ ৭.৫৬, ১৬০ ইত্যাদি : যুদ্ধ, শত্রুতা। ষড়্গুণের অন্তর্গত রাজনীতি।

বিঘস ৩.২৮৫: ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণের ভোজনের পরে যা থাকে।

বিনশন ২.২১ : যে স্থানে সরস্বতী নদী অদৃশ্য হয়েছে, তার নাম। অবতরণিকায় ভৌগোলিক তথ্য দ্রষ্টব্য।

বিশ্বজিৎ ১১.৭৪ : সেই যজ্ঞের নাম, যাতে সর্বস্ব দক্ষিণারূপে দান করতে হয়।

বিষ্টপ ৪.২৩১, ৯. ১৩৭ : স্থান, লোক, যেমন 'ব্রধ্নস্য বিষ্টপ" অর্থাৎ সূর্যলোক।

বেণ ১০.১৯, ৪৯ : ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাত্রার সন্তান।

বৈড়ালব্রতিক ৪.৩০, ১৯২, ১৯৫: বিড়ালতপস্বী, ভণ্ড।

বৈদেহক ১০.১১, ১৩ ইত্যাদি : বৈশ্য পিতা ও ব্রাহ্মণ মাতার পুত্র।

ব্যবহার ৮.১, ৭, ৪৫ ইত্যাদি : আইনগত বিচারপদ্ধতি।

ব্যাহৃতি ৬.৭০, ১১.২৪৮ : ভূঃ ভুবঃ স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য—এই সপ্তলোকের উচ্চারণ।

ব্রাত্য ৮.৩৭৩, ১০.২০-২৩ ইত্যাদি : দ্বিজের সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র যথাকালে অনুপনীত হলে তাকে বলে ব্রাত্য।

শকট ৭.১৮৭ : সৈন্যদলের অন্যতম স্থাপনপ্রণালী। এতে অগ্রভাগ হয় সংকীর্ণ ও পশ্চাদ্‌ভাগ প্রশস্ত। পশ্চাৎ দিক থেকে ভয়ের আশঙ্কা থাকলে এই ব্যূহ বিধেয়।

শিল ৩.১০০, ৪,১৩, ৭.৩৩, ১০.১১২ : শস্যের শীষ সংগ্রহ।

শিশুচান্দ্রায়ণ ১১,২১৯ : চান্দ্রায়ণ (দ্রঃ) প্রায়শ্চিত্তের প্রকারভেদ। এতে ব্রাহ্মণ এক মাস প্রাতে এবং সূর্যাস্তের পরে চার গ্রাস করে আহার করেন।

শুক্ত ৫.৯, ১০, ১১.১৫৩ : মিষ্ট দ্রব্য বাসী হয়ে টকে গেলে এই নামে অভিহিত হয়।

শুল্ক ৮.১৫৯, ২০৪ ইত্যাদি : (১) কর, মাশুল। (২) বরপক্ষ কর্তৃক কন্যাপক্ষকে প্রদত্ত অর্থাদি।

সুরা ১১.৯০, ৯২-৯৫: গৌড়ী, মাধ্বী ও পৈষ্টী এই তিন প্রকার মদ। গৌড়ী প্রভৃতির অর্থ পৃথক্ ভাবে লিখিত হয়েছে।

শৈখ ১০.২১: আবন্ত্যের (দ্রঃ) নামান্তর।

শৈলূষ ৪.২১৪ : অভিনেতা।

শৌদ্র ৯.১৬০ : দ্বিজের ঔরসে শূদ্রার গর্ভেজাত পুত্র।

শ্বপচ ১০.৫১:শ্বপাকের (দ্রঃ) নামান্তর।

শ্বপাক ১০.১৯ : উগ্র (দ্রঃ) পিতা ও ক্ষত্তৃ (দ্রঃ) মাতার পুত্র।

ষড়্‌গুণ ৭.১৬০: ছয় প্রকার রাজনৈতিক ব্যাপার, যথা— সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সংশয়।

স্বাড়্‌গুণ্য ৭.৫৮, ১৬৭: ষড়্‌গুণ দ্রঃ।

সংগ্রহণ ৮,৩৫৬-৩৫৯: যৌনসম্ভোগ, ব্যভিচার।

সংঘাব ৫.৬ : একপ্রকার পিঠে।

সংশ্রয় ৭.১৬০-১৬২, ১৬৮ : ষাড়্‌গুণ্যের (দ্রঃ) অন্তর্গত একপ্রকার নীতি। কোন রাজা কর্তৃক প্রবলতর রাজার আনুকূল্য লাভ।

সসৃষ্ঠ ৯.২১২, ২১৬ : সম্পত্তিবিভাগের পরে শরিকের সঙ্গে পুনর্মিলিত ব্যক্তি।

সকুল্য ৯.১৮৭: প্রপিতামহের ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষ এবং প্রপৌত্রের পরে অধস্তন তিন পুরুষ।

সত্যানৃত ৪.৬ : ব্যবসাবাণিজ্য।

সদ ৮.২৪১ : কৃষিজাত দ্রব্য।

সনাভি ৫.৭২, ৮৪, ৯,১৯২ : জ্ঞাতি।

সন্ধি ৭.৫৬, ৬৫ ইত্যাদি : দুয়প্রকার রাজনীতির (ষাড়্গুণ্য) অন্যতম : শান্তিস্থাপনের জন্য উভয় পক্ষীয় বাজার ঐকমত্য।

সন্ধিনী ৫.৮: বৃষের সঙ্গে মিলনকামী গাভী।

সন্ধ্যা ১.৬৯ সত্যযুগের প্রারম্ভে চাবশত বৎসর।

সন্ধ্যাংশ ১.৬৯ : সত্যযুগের শেষভাগে চারশত বৎসর।

সপিণ্ড ৩.৫, ৫.৫৯, ৬০ ইত্যাদি।

(১) কোন ব্যক্তির পিতার থেকে ঊর্ধ্বতন ছয় পুরুষ, তার সপিণ্ড এবং নিজের থেকে অধস্তন ছয় পুরুষ তার সপিণ্ড।

(২) কোন ব্যক্তির মাতার থেকে ঊর্ধ্বতন চার পুরুষ তার সপিণ্ড এবং পিতার থেকে অধস্তন চার পুরুষ তার সপিণ্ড।

সময় ৮.২১৮ : চুক্তি।

সময়াধ্যুষিত ২.১৫ : সেই সময় যখন সূর্য উদিত হয়নি এবং তারাগুলি অদৃশ্য থাকে।

সমানোদক ৫.৬০, ৯.১৮৭: যে প্রয়াত পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে (তর্পণে) জল মাত্র দেওয়া হয়, শ্রাদ্ধে পিণ্ড নয়। কারও কারও মতে, ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের মধ্যে প্রথম সাতজন পিণ্ড ও জলের অধিকারী, পরের সাতজন জলমাত্রের অধিকারী।

সমাহ্বয় ৯.২২১-২২৪ : জন্তু নিয়ে জুয়া খেলা।

সমুদয় ৭.৫৬: যার থেকে রাজস্ব আদায় হয় : যেমন ধানক্ষেত, সোনার খনি ইত্যাদি।

সহোঢ় ৯.১৬০, ১৭৩ : একপ্রকার পুত্র, যাকে বিবাহের পূর্বে অন্তঃসত্ত্বা নারী নিয়ে আসে।

সাত্বত ১০.২৩: কারুষের (দ্রঃ) নামান্তর।

সান্তপন ৫.২০, ১১.১২ ৪ ইত্যাদি : একপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত। এটি পাঁচ প্রকার : যথা—দুই, সাত, বার, পনের এবং একুশ দিনে করণীয়।

সাম (সামন্) ৭.১০৭, ১০৯, ১৫৯, ১৯৮, ৮.১৮৭: একপ্রকার উপায় (দ্রঃ)।

সাবিত্রী ২.৮১, ১১.১৯১, ১৯৪, ২২৫ : 'ঋগ্বেদের' মন্ত্রবিশেষ (৩.৬২.১০): অপর নাম গায়ত্রী।

সাহস ৮.৬, ৭২: গুরুতর হিংসাত্মক অপরাধ, নারীধর্ষণ।

সুধন্বাচার্য ১০.২৩. কারুষের (দ্রঃ) নামান্তর।

সুরা ১১.৯০, ৯২-৯৫: ভাত, গুড় এবং মধুকবৃক্ষের পুষ্প থেকে তৈরি মদ।

সুবর্ণ ৮.১৩৪, ১৩৫: ইত্যাদি। সোনার একপ্রকার ওজন (=১ কর্ষা=১৬ মাষা=৮০ রক্তিকা)।

সুবাসিনী ৩.১১৪ : নববিবাহিতা নারী।

সূচী ৭.১৮৭, ১৯১: একপ্রকার সৈন্যসন্নিবেশ। এতে সেনার অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ হয় পিপীলিকাশ্রেণীর মতো সংহত।

সূত ১০.১১, ১৭ ইত্যাদি : ক্ষত্রিয় পিতা ও ব্রাহ্মণ মাতার সন্তান।

সূনা ১১.১৫৫ : পঞ্চসূনা দ্রষ্টব্য।

সূর্মি ১১.১০৩: ভিতরে ফাঁপা ধাতুস্তম্ভ। গুরুতর অপরাধী, বিশেষতঃ পরদারগামী উত্তপ্ত সুর্মি আলিঙ্গন করে মৃত্যুবরণ করত।

সৈরিন্ধ্র ১০.৩২ : দস্যু (দ্রঃ) পিতা ও আয়োগব (দ্রঃ) মাতার পুত্র। এরা কেশরচনাদি প্রসাধনপটু, কিন্তু দাসের মতো উচ্ছিষ্টভক্ষণাদি করে না, যদিও সংবাহনাদি দাসকর্ম করে : এরা পাশবন্ধনের সাহায্যে মৃগাদিবধ করেও জীবিকার্জন করে।

সোপাক ১০.৩৮ : চণ্ডালপিতা ও পুক্কস বা পুক্কস মাতার সন্তান।

সোমরৌদ্র ১১.২৫৪ : 'ঋগ্বেদে'র একটি মন্ত্রের (৬.৭৪) নাম।

স্ত্রীধন ৯.১৯৪: স্ত্রীলোকের নিজস্ব ধনসম্পত্তি।

স্থান ৭.৫৬: যার উপরে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত : অর্থাৎ বল বা সেনা, কোষ, রাজধানী এবং রাষ্ট্র।

স্নাতক ৪.১৩, ৩৪ ইত্যাদি। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সমাপ্তিসূচক আনুষ্ঠানিক স্নান যে করেছে।

স্বয়ংদত্ত ৯.১৬০, ১৭৭ : একপ্রকার পুত্র। পিতৃমাতৃহীন বা তাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে যে অপরের পুত্রত্ব স্বীকার করে, সে এই সংজ্ঞায় অভিহিত হয়।

স্বর্জিং ১১.৭৪ : একপ্রকার যজ্ঞ।

হয়মেধ ১১.৮২ : অশ্বমেধ (দ্রঃ)।

হবিষ্পান্তীয় ১১.২৫১ : 'ঋগ্বেদে'র যে মন্ত্রটি (১০.৮৮) 'হবিষ্পান্তম্' দিয়ে শুরু হয়েছে।

হব্য ৩.১২৮, ১৩৩ ইত্যাদি : যজ্ঞে প্রদত্ত দ্রব্য বা অন্ন।

হৈতুক ৪.৩০ : যে বেদবিরোধী তর্ক করে।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী

মনুস্মৃতির মূল গ্রন্থ
(প্রধান সংস্করণগুলির পরিচয় লিখিত হল)

কয়েকটি টীকা সহ সং ভি. এন্ মণ্ডলিক ; সং জি. শাস্ত্রী নেনে (কুল্লুকের টীকা, 'মণিপ্রভা' হিন্দী টীকা, ভূমিকা, প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ও শ্লোকসূচী সহ), বারাণসী, ১৯৮২ (৩য় সং) : সং জে. এল. শাস্ত্রী। (কুল্লুকের টীকা, ইংরেজী অবতরণিকা, মনুর নামাঙ্কিত যে সকল শ্লোক বর্তমান সংস্করণে নেই, তাদের তালিকা ও শ্লোকসূচী সহ), দিল্লী, ১৯৭৫; বসুমতী সংস্করণ, কলিকাতা (মেধাতিথি ও কুল্লুকের টীকা সহ)।

'মনুস্মৃতি'র টীকার জন্য দ্রষ্টব্য জে. ইয়োলির 'মনুটীকাসংগ্রহ', কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৮৮৫; জে. ডি. এম. ডেরেট (সং ও অনুবাদক), Bharuci's Commentary on the Manusmrti. Wiesbaden, 1975.

'মনুস্মৃতি'র ইংরেজী অনুবাদ করেছেন Bihler, Sacred Books of the East, Vol 25 : A.C. Burnell (cd.) Hopkins, London, 1834; G. Strechly.Paris, 1893.

মনুস্মৃতি-সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য :

N. N. Banerjee : Manu and Modern Times, New Delhi.

K. Motwani : Manu Dharmasastra, Madras, 1958.

B. Das : The Science of Social Organisation or Laws of Manu, Adyar, Madras, 1932-33.

M. D. Paradkar : Similes in Manu-smrti.

C. Tiwari : Sudras in Manü. 1963.

R. M. Das : Women in Manu and his seven commentaries.

: Manu on Crime and Punishment.

V. S. Agrawala : India as described by Manu, 1969.

N. V. Patwardhan : Manusmrti or the ideal democratic republic of Manu, 1968.

F. Laszlo : Die Parallel version der Manusmrti in Bhavisya-purana. Wiesbaden, 1971.

L. Sternbach : Manava-dharmasastra (i-iii) and Bhavisyapurana, Varanasi, 1974.

R. N. Sharma : Ancient India According to Manu.

E. W. Hopkins: Mutual relations of the four castes according to Manava-dharmasastra. New Delhi, 1985 (Reprint)

J. W. Laine on creation account. Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute, LXIL, I951.

শ্লোকপাদসূচী

প্রথমপাদ

অ

আ

ই

ঈ

ঊ

ঋ

ঐ

ও

ঔ

ছ

জ

ধ

প

ফ

ব

ভ

ম

য

র

শ

ষ

স

হ

দ্বিতীয়পাদ

অ

আ

ই

উ

ঘ

চ

ছ্

জ

ত

দ

ন

প

ফ

ব

ভ

যবীয়ান্ বা ৯/৫৮

র

শ

হ

তৃতীয়পাদ

অ

আ

ই

ঈ

উ

ঊ

ঋ

এ

গ

চ

ছ

জ

ত

ধ

ন

ফ

ব

ম

য

র

ল

ব

চতুর্থপাদ

অ

ই

উ

গ

ট

ত

ধ

ন

প

ফ

ব

ভ

ম

র

ষ

স

হ